Bengali, Bangla: Unlocked Literal Bible for 1 Corinthians, 1 John, 1 Peter, 1 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Corinthians, 2 John, 2 Peter, 2 Thessalonians, 2 Timothy, Acts, Colossians, Ephesians, Galatians, Hebrews, John, Luke, Mark, Matthew, Philemon, Philippians, Revelation, Romans, Titus

Formatted for Translators

©2022 Wycliffe Associates

Released under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bible Text: The English Unlocked Literal Bible (ULB)

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English Unlocked Literal Bible is based on the unfoldingWord® Literal Text, CC BY-SA 4.0. The original work of the unfoldingWord® Literal Text is available at [https://unfoldingword.bible/ult/](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfoldingword.bible%2Fult%2F&data=02%7C01%7Cmarv_lucas%40wycliffeassociates.org%7Cab3b29dbe7fc44554aeb08d8080e8e70%7C7baa11086adb4be299cf00a4872ab1cf%7C0%7C0%7C637268205914531190&sdata=SW2KxVr%2BcxHGAgMpv602NzoYenorfHi9bOs2SNzVpR4%3D&reserved=0).

The ULB is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Notes: English ULB Translation Notes

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English ULB Translation Notes is based on the unfoldingWord translationNotes, under CC BY-SA 4.0. The original unfoldingWord work is available at <https://unfoldingword.bible/utn>.

The ULB Notes is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

To view a copy of the CC BY-SA 4.0 license visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Below is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

**You are free to:**

* **Share**— copy and redistribute the material in any medium or format.
* **Adapt**— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

**Under the following conditions:**

* **Attribution**— You must attribute the work as follows: “Original work available at <https://BibleInEveryLanguage.org>.” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
* **ShareAlike**— If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
* **No additional restrictions**— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:**

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

TOC \o "1-2" \h \z \uRight-click to update field (doing so will insert table of contents).

Page left intentionally blank

## Matthew

Chapter 1

1যীশু খ্রীষ্টের বংশ তালিকা, তিনি দায়ূদের সন্তান, অব্রাহামের সন্তান। 2অব্রাহামের ছেলে ইসহাক; ইসহাকের ছেলে যাকোব; যাকোবের ছেলে যিহূদা ও তাঁর ভাইয়েরা; 3যিহূদার ছেলে পেরস ও সেরহ, তামরের গর্ভের সন্তান; পেরসের ছেলে হিস্রোণ; হিস্রোনের ছেলে রাম;4রামের ছেলে অম্মীনাদব; অম্মীনাদবের ছেলে, নহশোন, নহশোনের ছেলে সলমোন; 5সলমোনের ছেলে বোয়স; রাহবের গর্ভের সন্তান; বোয়সের ছেলে ওবেদ, রুতের গর্ভের ছেলে; ওবেদের ছেলে যিশয়; 6যিশয়ের ছেলে দায়ূদ রাজা। দায়ূদের ছেলে শলোমন; ঊরিয়ের বিধবার গর্ভের সন্তান;7শলোমনের ছেলে রহবিয়াম; রহবিয়ামের ছেলে অবিয়; অবিয়ের ছেলে আসা; 8আসার ছেলে যিহোশাফট; যিহোশাফটের ছেলে যোরাম; যোরামের ছেলে উষিয়;9উষিয়ের ছেলে যোথাম; যোথামের ছেলে আহস; আহসের ছেলে হিস্কিয়; 10হিস্কিয়ের ছেলে মনংশি; মনংশি ছেলে আমোন; আমোনের ছেলে যোশিয়; 11যোশিয়ের সন্তান যিকনিয় ও তাঁর ভাইয়েরা, ব্যাবিলনে নির্ব্বাসনের সময়ে এদের জন্ম হয়।12যিকনিয়ের ছেলে শলটীয়েল, ব্যাবিলনে নির্ব্বাসনের পরে জাত; শলটীয়েলের ছেলে সরুব্বাবিল; 13সরুব্বাবিলের ছেলে অবীহূদ; অবীহূদের ছেলে ইলীয়াকীম; ইলীয়াকীমের ছেলে আসোর; 14আসোরের ছেলে সাদোক; সাদোকের ছেলে আখীম; আখীমের ছেলে ইলীহূদ;15ইলীহূদের ছেলে ইলীয়াসর; ইলীয়াসরের ছেলে মত্তন; মত্তনের ছেলে যাকোব; 16যাকোবের ছেলে যোষেফ; ইনি মরিয়মের স্বামী; এই মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাকে খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত] বলে। 17এইভাবে অব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্যন্ত সবমিলিয়ে চৌদ্দ পুরুষ; এবং দাউদ থেকে বাবিলে নির্ব্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।18যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এইভাবে হয়েছিল। যখন তাঁর মা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হলে, তাঁদের সহবাসের আগে জানা গেল, তিনি গর্ভবতী হয়েছেন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে। 19আর তাঁর স্বামী যোষেফ ধার্মিক হওয়াতে তিনি চাননি যে জনসাধারণের কাছে তাঁর স্ত্রীর নিন্দা হয়, তাই তাঁকে গোপনে ছেড়ে দেবেন বলে ঠিক করলেন।2120তিনি এই সব ভাবছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কারণ তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মা থেকে হয়েছে; আর তিনি ছেলের জন্ম দেবেন। এবং তুমি তাঁর নাম যীশু [উদ্ধারকর্তা] রাখবে; কারণ তিনিই নিজের প্রজাদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করবেন।22এই সব ঘটল, যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা প্রভুর এই কথা পূর্ণ হয়, 23“দেখ, সেই কুমারী গর্ভবতী হবে এবং একটি ছেলের জন্ম দেবে, আর তাঁর নাম রাখা যাবে ইম্মানুয়েল অনুবাদ করলে এর অর্থ, আমাদের সাথে ঈশ্বর।”24পরে যোষেফ ঘুম থেকে উঠে প্রভুর দূত তাঁকে যেরকম আদেশ করেছিলেন, সেরকম করলেন, 25নিজের স্ত্রীকে গ্রহণ করলেন; আর যে পর্যন্ত ইনি ছেলে জন্ম না দিলেন, সেই পর্যন্ত যোষেফ তাঁর পরিচয় নিলেন না, আর তিনি ছেলের নাম যীশু রাখলেন।

Chapter 2  
1হেরোদ রাজার সময়ে যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে যীশুর জন্ম হলে পর, দেখ, পূর্ব্বদেশ থেকে কয়েক জন পণ্ডিত, 2যিরুশালেমে এসে বললেন, “ইহূদিদের যে রাজা জন্মেছেন, তিনি কোথায়?” কারণ আমরা পূর্ব্বদেশে তাঁর তারা দেখেছি ও তাঁকে প্রণাম করতে এসেছি। 3এই কথা শুনে হেরোদ রাজা অস্থির হলেন ও তাঁর সাথে সমস্ত যিরুশালেমও অস্থির হল।4আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক সাধারণের শিক্ষা গুরুদেরকে একসাথে করে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “খ্রীষ্ট কোথায় জন্মাবেন?” 5তারা তাঁকে বললেন, “যিহূদিয়ার বৈৎলেহমে,” কারণ ভাববাদীর মাধ্যমে এইভাবে লেখা হয়েছে, 6“আর তুমি, হে যিহূদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার শাসনকর্তাদের মধ্যে কোন মতে একেবারে ছোট নও, কারণ তোমার থেকে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হবেন, যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করবেন।”7তখন হেরোদ সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে, ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তা তাঁদের কাছে বিশেষভাবে জেনে নিলেন। 8পরে তিনি তাদের বৈৎলেহমে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, “তোমরা গিয়ে বিশেষভাবে সেই শিশুর খোঁজ কর; দেখা পেলে আমাকে খবর দিও, যেন আমিও গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে পারি।”9রাজার কথা শুনে তাঁরা চলে গেলেন, আর দেখ, পূর্ব্বদেশে তাঁরা যে তারা দেখেছিলেন, তা তাদের আগে আগে চলল, শেষে যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাঁর উপরে এসে থেমে গেল। 10তারাটি দেখতে পেয়ে তারা মহানন্দে খুব উল্লাসিত হলেন।11পরে তাঁরা ঘরের মধ্যে গিয়ে শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের সাথে দেখতে পেলেন ও উপুড় হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের বাক্স খুলে তাঁকে সোনা, ধুনো ও গন্ধরস উপহার দিলেন। 12পরে তাঁরা যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে ঈশ্বরের এই আদেশ পেয়ে, অন্য পথ দিয়ে নিজেদের দেশে চলে গেলেন।13তাঁরা চলে গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়ে বললেন, ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও; আর আমি যত দিন তোমাকে না বলি, ততদিন সেখানে থাক; কারণ হেরোদ শিশুটিকে হত্যা করার জন্য তাঁর খোঁজ করবে। 14তখন যোষেফ উঠে রাত্রিবেলায় শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে চলে গেলেন, 15এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকলেন, যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা প্রভুর এই কথা পূর্ণ হয়, “আমি মিশর থেকে নিজের ছেলেকে ডেকে আনলাম।”16পরে হেরোদ যখন দেখলেন যে, তিনি পণ্ডিতদের মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছেন, তখন খুব রেগে গেলেন এবং সেই পণ্ডিতদের কাছে বিশেষভাবে যে সময় জেনে নিয়েছিলেন, সেই অনুসারে দুবছর ও তার অল্প বয়সের যত বালক বৈৎলেহম ও তার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠিয়ে তিনি সবাইকে হত্যা করালেন।17তখন যিরমিয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এই কথা পূর্ণ হল, 18“রামায় শব্দ শোনা যাচ্ছে, হাহাকার ও খুব কান্নাকাটি; রাহেল নিজের সন্তানদের জন্য কান্নাকাটি করছেন, সান্ত্বনা পেতে চান না, কারণ তারা নেই।”19হেরোদের মৃত্যু হলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত মিশরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, 20ওঠ, শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে যাও; কারণ যারা শিশুটিকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, তারা মারা গিয়েছে। 21তাতে তিনি উঠে শিশুটিকে ও তাঁর মাকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে এলেন।22কিন্তু যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, আর্খিলায়ের বাবা হেরোদের পদে যিহূদিয়াতে রাজত্ব করছেন, তখন যোষেফ সেখানে যেতে ভয় পেলেন। পরে স্বপ্নে আদেশ পেয়ে তিনি গালীল প্রদেশে চলে গেলেন, 23এবং নাসরৎ নামে শহরে গিয়ে বসবাস করলেন; যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এই কথা পূর্ণ হয় যে, তিনি নাসরতীয় বলে পরিচিত হবেন।

Chapter 3

1সেই সময়ে যোহন বাপ্তিষ্মদাতা উপস্থিত হয়ে যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করতে লাগলেন; 2তিনি বললেন, ‘মন ফেরাও, কারণ স্বর্গরাজ্য নিকটে।’ 3ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে এই কথা বলা হয়েছিল, “মরুপ্রান্তরে একজনের কন্ঠস্বর; সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ তৈরী কর, তাঁর রাজপথ সোজা কর।”4যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার বেল্ট ও তাঁর খাবার পঙ্গপাল ও বনমধু ছিল। 5তখন যিরুশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া এবং যর্দনের কাছাকাছি সমস্ত অঞ্চলের লোক বের হয়ে তাঁর কাছে যেতে লাগল; 6আর নিজের নিজের পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হতে লাগল।7কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিষ্মের জন্য আসছে দেখে তিনি তাদের বললেন, হে বিষাক্ত সাপের বংশেরা, আগামী কোপ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল? 8অতএব মন পরিবর্তনের যোগ্য ফলে ফলবান হও। 9আর ভেবো না যে, তোমরা মনে মনে বলতে পার, অব্রাহাম আমাদের পিতা; কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই সব পাথর থেকে অব্রাহামের জন্য সন্তান তৈরী করতে পারেন।10আর এখনই গাছগুলির শিকড়ে কুড়াল লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে ভালো ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া যায়। 11আমি তোমাদের মন পরিবর্তনের জন্য জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার থেকে শক্তিমান; আমি তাঁর জুতো বহন করারও যোগ্য নই; তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা ও আগুনে বাপ্তিষ্ম দেবেন। 12তাঁর কুলা তাঁর হাতে আছে, আর তিনি নিজের খামার পরিষ্কার করবেন এবং নিজের গম গোলায় সংগ্রহ করবেন, কিন্তু যে আগুন কখনও নেভেনা সেই আগুনে তুষ পুড়িয়ে দেবেন।13সেই সময়ে যীশু যোহনের মাধ্যমে বাপ্তিষ্ম নেবার জন্য গালীল থেকে যর্দনে তাঁর কাছে এলেন। 14কিন্তু যোহন তাঁকে বারণ করতে লাগলেন, বললেন, আপনার মাধ্যমে আমারই বাপ্তিষ্ম নেওয়া দরকার, আর আপনি আমার কাছে আসছেন? 15কিন্তু যীশু উত্তর করে তাঁকে বললেন, "এখন রাজি হও, কারণ এইভাবে সমস্ত ধার্মিকতা পরিপূর্ণ করা আমাদের উচিত।" তখন তিনি তাঁর কথায় রাজি হলেন।16পরে যীশু বাপ্তিষ্ম নিয়ে অমনি জল থেকে উঠলেন; আর দেখ, তাঁর জন্য স্বর্গ খুলে গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে পায়রার মত নেমে নিজের উপরে আসতে দেখলেন। 17আর দেখ, স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এতেই আমি সন্তুষ্ট।”

Chapter 4

1তখন যীশু শয়তানের মাধ্যমে পরীক্ষিত হবার জন্য, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মরুপ্রান্তরে এলেন। 2আর তিনি চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপবাস থেকে শেষে ক্ষুধিত হলেন। 3তখন পরীক্ষক কাছে এসে তাঁকে বললেন, “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে বল, যেন এই পাথরগুলো রুটি হয়ে যায়।” 4কিন্তু তিনি উত্তর করে বললেন, “লেখা আছে, মানুষ শুধুমাত্র রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ থেকে যে প্রত্যেক কথা বের হয়, তাতেই বাঁচবে।”5তখন শয়তান তাঁকে পবিত্র শহরে নিয়ে গেল এবং ঈশ্বরের মন্দিরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাল, 6আর তাকে বলল “তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়, কারণ লেখা আছে, তিনি নিজের দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, আর তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন, যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।”7যীশু তাকে বললেন, “আবার এও লেখা আছে, তুমি নিজের ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করো না।” 8আবার শয়তান তাঁকে অনেক উঁচু এক পর্বতে নিয়ে গেল এবং পৃথিবীর সব রাজ্য ও সেই সবের ঐশ্বর্য্য দেখাল, 9আর তাঁকে বলল, “তুমি যদি উপুড় হয়ে আমাকে প্রণাম কর, এই সবই আমি তোমাকে দেব।”10তখন যীশু তাকে বললেন, “দূর হও, শয়তান কারণ লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁরই আরাধনা করবে।” 11তখন শয়তান তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর দেখ, দূতেরা কাছে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।12পরে যোহন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন শুনে, তিনি গালীলে চলে গেলেন; 13আর নাসরৎ ছেড়ে সমুদ্রতীরে, সবূলূন ও নপ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কফরনাহূমে গিয়ে বাস করলেন;14যেন যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এই কথা পূর্ণ হয়, 15“সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ, সমুদ্রের পথে, যর্দনের অন্য পারে অযিহুদীদের গালীল, 16যে জাতি অন্ধকারে বসেছিল, তারা মহা আলো দেখতে পেল, যারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসেছিল, তাদের উপরে আলোর উদয় হল।”17সেই থেকে যীশু প্রচার করতে শুরু করলেন; বলতে লাগলেন, ‘মন পরিবর্তন কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছাকাছি এসেগেছে।’18একসময় যীশু গালীল সমুদ্রের তীর দিয়ে হাটতে হাটতে দেখলেন, দুই ভাই, শিমোন, যাকে পিতর বলে ও তার ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন; কারণ তাঁরা জেলে ছিলেন। 19তিনি তাঁদের বললেন, “এসো, আমাকে অনুসরণ কর। আমি তোমাদের মানুষ-ধরার জেলে করব।” 20আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা জাল ফেলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন।21পরে তিনি সেখান থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, আর দুই ভাই সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন নিজেদের বাবা সিবদিয়ের সাথে নৌকায় বসে জাল ঠিক করছিলেন; তিনি তাঁদের ডাকলেন। 22আর তখনই তাঁরা নৌকা ও নিজেদের বাবাকে পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসরণ করলেন।23পরে যীশু সমস্ত গালীলে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তিনি লোকদের সমাজঘরে, সমাজঘরে শিক্ষা দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং লোকদের সব রকম রোগ ও সব রকম অসুখ ভালো করলেন। 24আর তাঁর কথা সমস্ত সুরিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং নানা প্রকার রোগ ও ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এমন সমস্ত অসুস্থ লোক, ভূতগ্রস্ত, মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সবাই, তাঁর কাছে এলো, আর যীশু তাদের সুস্থ করলেন। 25আর গালীল থেকে, দিকাপলি, যিরুশালেম, যিহূদিয়া ও যর্দনের অন্য পাড় থেকে প্রচুর লোক তাঁকে অনুসরণ করল।

Chapter 5  
1তিনি প্রচুর লোক দেখে পাহাড়ে উঠলেন; আর তিনি বসার পর তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এলেন। 2তখন তিনি মুখ খুলে তাদের এই শিক্ষা দিতে লাগলেন 3ধন্য যারা আত্মাতে গরিব, কারণ স্বর্গ রাজ্য তাদেরই। 4ধন্য যারা দুঃখ করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।5ধন্য যারা বিনয়ী, কারণ তারা ভূমির অধিকারী হবে। 6ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে। 7ধন্য যারা দয়াশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। 8ধন্য তারা যাদের মন শুদ্ধ, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে।9ধন্য যারা শান্তি স্থাপন করে দেয়, কারণ তারা ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে। 10ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য নির্যাতিত হয়েছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই।11ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে এবং মিথ্যা করে তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বরকম খারাপ কথা বলে। 12আনন্দ করো, খুশি হও, কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরষ্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের আগে যে ভাববাদীরা ছিলেন, তাদের তারা সেইভাবে নির্যাতন করত।13তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা কিভাবে লবণের গুনবিশিষ্ট করা যাবে? তা আর কোনো কাজে লাগে না, কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ের তলায় দলিত হবার যোগ্য হয়। 14তোমরা জগতের আলো; পর্বতের উপরে অবস্থিত শহর গোপন থাকতে পারে না।15আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঝুড়ির নীচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাতে তা ঘরের সব লোককে আলো দেয়। 16সেইভাবে তোমাদের আলো মানুষদের সামনে উজ্জ্বল হোক, যেন তারা তোমাদের ভাল কাজ দেখে এবং তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।17মনে কর না যে, আমি আইন অথবা ভাববাদীগ্রন্থ ধ্বংস করতে এসেছি; আমি ধ্বংস করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি। 18কারণ আমি তোমাদের সত্যই বলছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত না হবে, সে পর্যন্ত আইনের এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হবে না, সবই সফল হবে।19অতএব যে কেউ এই সব ছোট আদেশের মধ্যে কোন একটি আদেশ অমান্য করে ও লোকদেরকে সেইভাবে শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ছোট বলা যাবে; কিন্তু যে কেউ সে সব পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা যাবে। 20কারণ আমি তোমাদের বলছি, ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের থেকে তোমাদের ধার্মিকতা যদি বেশি না হয়, তবে তোমরা কোনো মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।21তোমরা শুনেছ, আগের কালের লোকদের কাছে বলা হয়েছিল, “তুমি নরহত্যা কর না,” আর ‘যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে’। 22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ নিজের ভাইয়ের প্রতি রাগ করে, সে বিচারের দায়ে পড়বে; আর যে কেউ নিজের ভাইকে বলে, ‘রে বোকা,’ সে মহাসভার দায়ে পড়বে। আর যে কেউ বলে “রে মূর্খ” সে নরকের আগুনের দায়ে পড়বে।”23অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির কাছে নিজের নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই জায়গায় যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, 24তবে সেই জায়গায় বেদির সামনে তোমার নৈবেদ্য রাখ, আর চলে যাও, প্রথমে তোমার ভাইয়ের সাথে আবার মিলন হও, পরে এসে তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ কর।25তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তার সাথে তাড়াতাড়ি মিল কর, যদি বিপক্ষ তোমাকে বিচারকের হাতে তুলে দেয় ও বিচারক তোমাকে রক্ষীর হাতে তুলে দেয়, আর তুমি কারাগারে বন্দী হও। 26আমি তোমাকে সত্যই বলছি, যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ পয়সাটা শোধ করবে, ততক্ষণ তুমি কোন মতেই সেখান থেকে বাইরে আসতে পারবে না।27তোমরা শুনেছ যে এটা বলা হয়েছিল, “তুমি ব্যভিচার করো না।” 28কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ কোনো স্ত্রীলোকের দিকে লালসাপূর্ণ ভাবে দেখে, তখনই সে হৃদয়ে তার সাথে ব্যভিচার করল।29আর তোমার ডান চোখ যদি তোমায় পাপ করায়, তবে তা উপড়ে দূরে ফেলে দাও; কারণ তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়া চেয়ে বরং এক অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। 30আর তোমার ডান হাত যদি তোমাকে পাপ করায়, তবে তা কেটে দূরে ফেলে দাও; কারণ তোমার সমস্ত শরীর নরকে যাওয়ার চেয়ে বরং এক অঙ্গ নষ্ট হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।31আর বলা হয়েছিল, “যে কেউ নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাকে ত্যাগপত্র দিক।” 32কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ ব্যভিচার ছাড়া অন্য কারণে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাকে ব্যাভিচারিনী করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে।33আবার তোমরা শুনেছ, আগের কালের লোকদের কাছে বলা হয়েছিল, ‘তুমি মিথ্যা শপথ করো না, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে তোমার সমস্ত প্রতিজ্ঞা পালন কর।’ 34কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, কোন শপথ করো না; স্বর্গের নামে শপথ করো না, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন এবং পৃথিবীর নামে শপথ করো না, কারণ তা তাঁর পা রাখার জায়গা; 35আর যিরুশালেমের নামে শপথ করো না, কারণ তা মহান রাজার শহর।36আর তোমার মাথার নামে শপথ কোরো না, কারণ একগাছা চুল সাদা কি কালো করবার সাধ্য তোমার নেই। 37কিন্তু তোমাদের কথা হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, হোক; এর বেশি যা, তা শয়তান থেকে জন্মায়।38তোমরা শুনেছ বলা হয়েছিল, “চোখের বদলে চোখ ও দাঁতের বদলে দাঁত।” 39কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা মন্দ লোককে বাধা দিয়ো না; বরং যে কেউ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গাল তার দিকে ফিরিয়ে দাও।40আর যে তোমার সাথে বিচারের জায়গায় ঝগড়া করে তোমার পোষাক নিতে চায়, তাকে তোমার চাদরও দিয়ে দাও। 41আর যে কেউ এক মাইল যেতে তোমাকে জোর করে, তার সঙ্গে দুই মাইল যাও। 42যে তোমার কাছে কিছু চায়, তাকে সেটা দাও এবং যে তোমার কাছে ধার চায়, তার থেকে বিমুখ হয়ো না।43তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, “তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করবে এবং তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে।” 44কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা নিজের নিজের শত্রুদেরকে ভালবেস এবং যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কর; 45যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও, কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে নিজের সূর্য্য উদয় করেন এবং ধার্মিক অধার্মিকদের উপরে বৃষ্টি দেন।46কারণ যারা তোমাদের ভালবাসে, যদি শুধু তাদেরই ভালবাসো তবে তোমাদের কি পুরষ্কার হবে? কর আদায়কারীরাও কি সেই মত করে না? 47আর তোমরা যদি কেবল নিজের নিজের ভাইদেরকে শুভেচ্ছা জানাও, তবে বেশি কি কাজ করলে? অইহূদিরাও কি সেইভাবে করে না? 48অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।

Chapter 6

1সাবধান, লোকদেরকে দেখাবার জন্য তাদের সামনে তোমাদের ধর্ম্মকর্ম কর না, করলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে তোমাদের পুরষ্কার নেই। 2অতএব তুমি যখন দান কর, তখন তোমার সামনে তুরী বাজিও না, যেমন ভণ্ডরা লোকের কাছে প্রশংসা পাবার জন্য সমাজঘরে ও পথে করে থাকে; আমি তোমাদের সত্যই বলছি, তারা নিজেদের পুরষ্কার পেয়ে গেছে।3কিন্তু তুমি যখন দান কর, তখন তোমরা ডান হাত কি করছে, তা তোমার বাঁ হাতকে জানতে দিও না। 4এইভাবে তোমার দান যেন গোপন হয়; তাতে তোমার স্বর্গীয় পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দেবেন।5আর তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন ভণ্ডদের মত হয়ো না; কারণ তারা সমাজঘরে ও পথের কোণে দাঁড়িয়ে লোক দেখানো প্রার্থনা করতে ভালবাসে; আমি তোমাদের সত্যই বলছি, তারা নিজেদের পুরষ্কার পেয়েছে। 6কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা কর, তখন তোমার ঘরের ভেতরে প্রবেশ করো, আর দরজা বন্ধ করে তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তাঁর কাছে প্রার্থনা করো; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে পুরুষ্কার দেবেন। 7আর প্রার্থনার সময় তোমরা অর্থহীন কথা বার বার বলো না, যেমন অযিহুদীগণ করে থাকে; কারণ তারা মনে করে, বেশি কথা বললেই তাদের প্রার্থনার উত্তর পাবে।8অতএব তোমরা তাদের মত হয়ো না, কারণ তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তা চাওয়ার আগেই তোমাদের স্বর্গীয় পিতা জানেন। 9অতএব তোমরা এইভাবে প্রার্থনা করো; হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, 10তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক;11আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ আমাদেরকে দাও; 12আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও নিজের নিজের অপরাধীদেরকে ক্ষমা করেছি; 13আর আমাদেরকে পরীক্ষাতে এনো না, কিন্তু মন্দ থেকে রক্ষা কর।14কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করবেন। 15কিন্তু তোমরা যদি লোকদেরকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও অপরাধ ক্ষমা করবেন না।16আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মত বিষন্ন মুখ করে থেকো না; কারণ তারা লোককে উপবাস দেখাবার জন্য নিজেদের মুখ শুকনো করে; আমি তোমাদের সত্যই বলছি, তারা নিজেদের সম্পূর্ণ পুরষ্কার পেয়ে গেছে। 17কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তেল মেখ এবং মুখ ধুইয়ো; 18যেন লোকে তোমার উপবাস দেখতে না পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তিনিই দেখতে পান; তাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে পুরষ্কার দেবেন।19তোমরা পৃথিবীতে নিজেদের জন্য অর্থ সঞ্চয় কর না; এখানে তো পোকায় ও মরিচায় ক্ষয় করে এবং এখানে চোরে সিঁধ কেটে চুরি করে। 20কিন্তু স্বর্গে নিজেদের জন্য অর্থ সঞ্চয় কর; সেখানে পোকায় ও মরিচায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করে না। 21কারণ যেখানে তোমার ধণ, সেখানে তোমার মনও থাকবে।22চোখই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চোখ যদি নির্মল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর আলোময় হবে। 23কিন্তু তোমার চোখ যদি খারপ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হবে। অতএব তোমার হৃদয়ের আলো যদি অন্ধকার হয়, সেই অন্ধকার কত ভয়ংকর! 24কেউই দুই কর্তার দাসত্ব করতে পারে না; কারণ সে হয়তো এক জনকে ঘৃণা করবে, আর এক জনকে ভালবাসবে, নয় তো এক জনের প্রতি অনুগত হবে, আর এক জনকে তুচ্ছ করবে; তোমরা ঈশ্বর এবং ধন দুইয়েরই দাসত্ব করতে পার না।25এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, ‘কি খাবার খাব, কি পান করব’ বলে প্রাণের বিষয়ে, কিম্বা ‘কি পরব’ বলে শরীরের বিষয়ে ভেবো না; খাদ্য থেকে প্রাণ ও পোশাকের থেকে শরীর কি বড় বিষয় নয়? 26আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও, তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরে জমাও করে না, তা সত্ত্বেও তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাদের খাবার দিয়ে থাকেন; তোমরা কি তাদের থেকেও অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ নও?27আর তোমাদের মধ্যে কে ভেবে নিজের বয়স এক হাতমাত্র বাড়াতে পারে? 28আর পোশাকের বিষয়ে কেন চিন্তা কর? মাঠের লিলি ফুলের বিষয়ে চিন্তা কর, সেগুলি কেমন বাড়ে; সেই সকল পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না; 29তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের বলছি, শলোমনও নিজের সমস্ত ঐশ্বর্য্য এর একটির মত সুসজ্জিত ছিলেন না।30ভাল, মাঠের যে ঘাস আজ আছে তা কাল আগুনে ফেলে দেওয়া হবে, তা যদি ঈশ্বর এরূপ সাজান, তবে হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদের কি আরও বেশি সুন্দর করে সাজাবেন না? 31অতএব এই বলে ভেবো না যে,32‘কি খাবার খাব?’ বা ‘কি পান করব?’ বা কি পরব?’ অইহূদিরা এসব জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়; তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তো জানেন যে, এই সমস্ত জিনিস তোমাদের প্রয়োজন আছে। 33কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহলে এইসব জিনিসও তোমাদের দেওয়া হবে। 34অতএব কালকের জন্য ভেবো না, কারণ কাল নিজের বিষয় নিজেই ভাববে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।

Chapter 7  
1তোমরা বিচার করো না, যেন বিচারিত না হও। 2কারণ যেরকম বিচারে তোমরা বিচার কর, সেই রকম বিচারে তোমরাও বিচারিত হবে; এবং তোমরা যে পরিমাণে পরিমাপ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা যাবে।3আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটো আছে, তাই কেন দেখছ, কিন্তু তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা কেন ভেবে দেখছ না? 4অথবা তুমি কেমন করে নিজের ভাইকে বলবে, এস, আমি তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের করে দিই? আর দেখ, তোমার নিজের চোখে কড়িকাঠ রয়েছে। 5হে ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের করে ফেল, আর তখন তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কুটোটা বের করবার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে।6পবিত্র জিনিস কুকুরদেরকে দিও না এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদের সামনে ফেলো না; অন্যতায় তারা হয়তো পা দিয়ে তা মাড়াবে এবং ফিরে তোমাদের টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে।7চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ কর, তোমরা পাবে; দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। 8কারণ যে কেউ চায়, সে গ্রহণ করে এবং যে খোঁজ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া হবে। 9তোমাদের মধ্যে এমন লোক কে যে, যার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে, 10কিংবা মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে?11অতএব তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস দিতে জান, তবে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে যারা চায় তাদেরও তিনি কত না বেশী ভালো ভালো জিনিস দেবেন? 12অতএব সব বিষয়ে তোমরা যা যা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাদের প্রতি সেই রকম কর; কারণ এটাই আইনের ও ভাববাদী গ্রন্থের মূল বিষয়।13সরু দরজা দিয়ে প্রবেশ কর; কারণ বিনাশে যাবার দরজা চওড়া ও পথ চওড়া এবং অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে; 14কারণ জীবনে যাবার দরজা সরু ও পথ কঠিন এবং অল্প লোকেই তা পায়।15নকল ভাববাদীদের থেকে সাবধান; তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু ভিতরে গ্রাসকারী নেকড়ে বাঘ। 16তোমরা তাদের ফলের মাধ্যমে তাদের চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটাগাছ থেকে দ্রাক্ষাফল, কিংবা শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল জোগাড় করে? 17সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে, খারাপ গাছে খারাপ ফল ধরে।18ভাল গাছে খারাপ ফল ধরতে পারে না এবং খারাপ গাছে ভাল ফল ধরতে পারে না। 19যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া যায়। 20অতএব তোমরা ওদের ফলের মাধ্যমে ওদেরকে চিনতে পারবে।21যারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তারা সবাই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পারবে। 22সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলিনি? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নি? আপনার নামেই কি অনেক আশ্চর্য্য কাজ করিনি? 23তখন আমি তাদের স্পষ্টই বলব, আমি কখনও তোমাদের জানি না; হে অধর্মাচারীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও।24অতএব যে কেউ আমার এই সব কথা শুনে পালন করে, তাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোক বলা যাবে, যে পাথরের উপরে নিজের ঘর তৈরী করল। 25পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এলো, বাতাস বয়ে গেল এবং সেই ঘরে লাগল, তা সত্ত্বেও তা পড়ল না, কারণ পাথরের উপরে তার ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল।26আর যে কেউ আমার এই সব কথা শুনে পালন না করে, সে এমন একজন বোকা লোকের মত, যে বালির উপরে নিজের ঘর তৈরী করল। 27পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এলো, বাতাস বয়ে গেল এবং সেই ঘরে আঘাত করল, তাতে তা পড়ে গেল ও তার পতন ঘোরতর হল।28যীশু যখন এই সব কথা শেষ করলেন, লোকেরা তাঁর শিক্ষায় চমৎকৃত হল; 29কারণ তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির মত তাদের শিক্ষা দিতেন, তাদের ব্যবস্থার শিক্ষকদের মত নয়।

Chapter 8

1তিনি পাহাড় থেকে নামলে প্রচুর লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 2আর দেখো, একজন কুষ্ঠরোগী কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করতে পারেন। 3তখন তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হয়ে যাও,” আর তখনই সে কুষ্ঠরোগ থেকে ভালো হয়ে গেল।4পরে যীশু তাকে বললেন, “দেখ, এই কথা কাউকেও কিছু বলো না; কিন্তু যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে তোমার শুচি হওয়ার জন্য মোশির দেওয়া আদেশ অনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাদের কাছে প্রমাণ হওয়ার জন্য যে তুমি সুস্থ হয়েছ।”5আর তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করলে একজন শতপতি তাঁর কাছে এসে বিনতি করে বললেন, 6হে প্রভু, আমার দাস ঘরে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে, ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছে। 7যীশু তাকে বললেন, আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব।8শতপতি উত্তর করলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার বাড়িতে আসেন; কেবল কথায় বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে। 9কারণ আমিও একজন মানুষ যিনি ক্ষমতা সম্পন্ন, এবং আমার সেনারা আমার আদেশমত চলে; আমি তাদের এক জনকে ‘যাও’ বললে সে যায় এবং অন্যকে ‘এস’ বললে সে আসে, আর আমার দাসকে ‘এই কাজ কর’ বললে সে তা করে। 10এই কথা শুনে যীশু অবাক হলেন এবং যারা তাঁকে অনুসরণ করছিল তাদের বললেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত বড় বিশ্বাস কখনো দেখতে পাইনি।11আর আমি তোমাদের বলছি, অনেকে পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে আসবে এবং অব্রাহাম, ইসহাক, যাকোবের সাথে স্বর্গরাজ্যে একসঙ্গে মেজ এর সামনে আরাম করবে; 12কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেওয়া যাবে; সেই জায়গায় কান্নাকাটি করবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে। 13পরে যীশু সেই শতপতিকে বললেন, চলে যাও, যেমন বিশ্বাস করলে, তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই সময়েই তার দাস সুস্থ হল।14আর যীশু পিতরের ঘরে এসে দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী বিছানায় শুয়ে আছে কারণ তাঁর জ্বর হয়েছে। 15পরে তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল; তখন তিনি উঠে যীশুর সেবা করতে লাগলেন।16সন্ধ্যা হলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে যীশুর কাছে আনল, তাতে তিনি মুখের কথার মাধমে সেই আত্মাদেরকে ছাড়ালেন এবং সব অসুস্থ লোককে সুস্থ করলেন। 17যেন যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা বলা কথা পূর্ণ হয়, “তিনি নিজে আমাদের দুর্বলতা সব গ্রহণ করলেন ও রোগ সব বহন করলেন।”18আর যীশু নিজের চারদিকে প্রচুর লোক দেখে হ্রদের অন্য পারে যেতে আদেশ দিলেন। 19তখন একজন ধর্মশিক্ষক এসে তাঁকে বললেন, হে গুরু, আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন, আমি আপনার পিছন পিছন যাব। 20যীশু তাঁকে বললেন, শিয়ালদের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখবার কোন জায়গা নেই।21শিষ্যদের মধ্যে আর একজন তাঁকে বললেন, হে প্রভু, আগে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। 22কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, আমার পিছনে এস; মৃতরাই নিজের নিজের মৃতদের কবর দিক।23আর যীশু নৌকায় উঠলে তাঁর শিষ্যরা তাঁর পিছনে গেলেন। 24আর দেখ, সমুদ্রে এক ভীষণ ঝড় উঠল, এমনকি, নৌকার উপর ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল; কিন্তু যীশু তখন ঘুমোচ্ছিলেন। 25তখন শিষ্যরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হে প্রভু, আমাদের উদ্ধার করুন, আমরা মারা গেলাম।26তিনি তাদের বললেন, হে অল্প বিশ্বাসীরা, কেন তোমরা এত ভয় পাচ্ছ? তখন তিনি উঠে বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাতে সবকিছু শান্ত হয়ে গেল। 27আর সেই লোকেরা অবাক হয়ে বললেন, আঃ! ইনি কেমন লোক, বাতাস ও সমুদ্রও যে এর আদেশ মানে?28পরে তিনি অন্য পারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হল; তারা এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, ঐ পথ দিয়ে কেউই যেতে পারত না। 29আর দেখ, তারা চেঁচিয়ে উঠল, বলল, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নির্দিষ্ট সময়ের আগে আমাদের যন্ত্রণা দিতে এখানে এলেন?30তখন তাদের থেকে কিছু দূরে বড় এক শূকর পাল চরছিল। 31তাতে ভূতেরা বিনতি করে তাঁকে বলল, যদি আমাদেরকে ছাড়ান, তবে ঐ শূকর পালে পাঠিয়ে দিন। 32তিনি তাদের বললেন, চলে যাও। তখন তারা বের হয়ে সেই শূকর পালের মধ্যে প্রবেশ করল; আর দেখ, সমস্ত শূকর খুব জোরে ঢালু পাড় দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়ল, ও জলে ডুবে মারা গেল।33তখন যারা সেই পাল চড়ছিল তারা পালিয়ে গেল এবং শহরে গিয়ে সব বিষয়, বিশেষভাবে সেই ভূতগ্রস্তের বিষয় বর্ণনা করল। 34আর দেখো, শহরের সব লোক যীশুর সাথে দেখা করবার জন্য বের হয়ে এলো এবং তাঁকে দেখে নিজেদের এলাকা থেকে চলে যেতে বিনতি করল।

Chapter 9

1পরে তিনি নৌকায় উঠে পার হলেন এবং নিজের শহরে এলেন। আর দেখ, কয়েজন লোক তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতীকে আনল, সে খাটের উপরে শোয়ানো ছিল। 2তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন, বৎস, সাহস কর, তোমার পাপগুলি ক্ষমা করা হল।3আর দেখ, কয়েক জন ধর্মশিক্ষকরা মনে মনে বলল, “এ ব্যক্তি ঈশ্বরনিন্দা করছে।” 4তখন যীশু তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে বললেন, “তোমরা হৃদয়ে কেন কুচিন্তা করছ? 5কারণ কোনটা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা হল’ বলা, না ‘তুমি উঠে বেড়াও’ বলা? 6কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মানুষ্যপুত্রের অধিকার আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার,” এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বললেন “ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নাও এবং তোমার ঘরে চলে যাও।”7তখন সে উঠে নিজের ঘরে চলে গেল। 8তা দেখে সব লোক ভয় পেয়ে গেল, আর ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তার গৌরব করল। 9সেই জায়গা থেকে যেতে যেতে যীশু দেখলেন, মথি নামে এক ব্যক্তি কর আদায়ের জায়গায় বসে আছে; তিনি তাঁকে বললেন, “আমার সঙ্গে এস।” তাতে তিনি উঠে তাঁর সঙ্গে চলে গেলেন।10পরে তিনি যখন মথির ঘরে খাবার খেতে বসলেন, আর অনেক কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ এসে যীশুর এবং তাঁর শিষ্যদের সাথে খাবার খেতে বসলেন, 11তা দেখে ফরীশীরা তাঁর শিষ্যদের বলল, তোমাদের গুরু কেন কর আদায়কারী ও পাপীদের সাথে খাবার খান?12যীশু তা শুনে তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই, কিন্তু অসুস্থদের প্রয়োজন আছে। 13কিন্তু তোমরা গিয়ে শেখো, এই কথার মানে কি, “আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়”; কারণ আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরকে ডাকতে এসেছি।14তখন যোহনের শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বলল, "ফরীশীরা ও আমরা অনেকবার উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যরা উপবাস করে না, এর কারণ কি?" 15যীশু তাদের বললেন, "বর সঙ্গে থাকতে কি লোকে দুঃখ করতে পারে?" কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন তাদের কাছ থেকে বর চলে যাবেন; তখন তারা উপবাস করবে।16পুরাতন কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালী দেয় না, কারণ তার তালীতে কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছেঁড়াটা আরও বড় হয়।17আর লোকে পুরাতন চামড়ার থলিতে নতুন আঙ্গুর রস রাখে না; রাখলে চামড়ার থলিগুলি ফেটে যায়, তাতে আঙ্গুর রস পড়ে যায়, চামড়ার থলিগুলিও নষ্ট হয়; এরছেয়ে লোকে নূতন চামড়ার থলিতে টাটকা আঙ্গুর রস রাখে, তাতে উভয়েরই রক্ষা পায়।18যীশু তাদের এই সব কথা বলছেন, আর দেখ, একজন তত্ত্বাবধায়ক এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আমার মেয়েটি এতক্ষনে মারা গিয়েছে; কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, তাতে সে জীবিত হবে। 19তখন যীশু উঠে তাঁর সঙ্গে গেলেন, তাঁর শিষ্যরাও চললেন।20আর দেখ, বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোক তাঁর পিছন দিক থেকে এসে তাঁর পোশাকের ঝালর স্পর্শ করল; 21কারণ সে মনে মনে বলছিল, আমি যদি কেবল ওনার কাপড় ছুঁতে পারি, তবেই আমি সুস্থ হব। 22তখন যীশু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে বললেন, বৎসে, সাহস কর, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল। সেই সময়ে স্ত্রীলোকটী সুস্থ হল।23পরে যীশু সেই তত্ত্বাবধায়ক এর বাড়িতে এসে যখন দেখলেন, বংশীবাদকরা রয়েছে, ও লোকেরা হৈ চৈ করছে, 24তখন যীশু বললেন, সরে যাও, মেয়েটি তো মরে যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে। তখন তারা তাঁকে ঠাট্টা করল।25কিন্তু লোকদেরকে বের করে দেওয়া হলে তিনি ভিতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন, তাতে সে উঠে বসল। 26আর এই কথা সমস্থ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল।27পরে যীশু সেখান থেকে প্রস্থান করছিলেন, আর দুই জন অন্ধ তাঁকে অনুসরণ করছিল; তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "হে দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।" 28তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে পর সেই অন্ধেরা তাঁর কাছে এলো; তখন যীশু তাদের বললেন, “তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি এটা করতে পারি?” তারা তাঁকে বলল, “হ্যাঁ প্রভু।”29তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর বললেন, “তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে তোমাদের প্রতি হোক।” 30তখন তাদের চোখ খুলে গেল। আর যীশু তাদের দৃঢ়ভাবে নিষেধ করে দিলেন, বললেন, “দেখ, যেন কেউ এটা জানতে না পায়।” 31কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই এলাকার সমস্ত জায়গায় তাঁর বিষয়ে বলতে লাগল।32তারা দুইজন বাইরে যাচ্ছে, আর দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত বোবাকে তাঁর কাছে আনল। 33ভূত ছাড়ানো হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল; তখন সব লোক অবাক হয়ে বলল, “ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায়নি।” 34কিন্তু ফরীশীরা বলতে লাগল, 'ভূতদের শাসনকর্তার মাধ্যমে সে ভূত ছাড়ায়।' যীশু বারো জন শিষ্যকে প্রেরিত পদে নিযুক্ত করেন। 35আর যীশু সব নগর ও গ্রামে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; তিনি লোকদের সমাজঘরে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন এবং সব রকম রোগ ও সব রকম অসুখ থেকে লোকদের সুস্থ করলেন। 36কিন্তু প্রচুর লোক দেখে তাদের প্রতি যীশুর করুণা হল, কারণ তারা ব্যাকুল হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল।37তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, ফসল প্রচুর বটে, কিন্তু কাটার লোক অল্প; 38এই জন্য ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজের ফসল কাটার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন।

Chapter 10

1পরে তিনি নিজের বারো জন শিষ্যকে কাছে ডেকে তাঁদের অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তাঁরা তাদের ছাড়াতে এবং সব রকম রোগ-ব্যাধি থেকে সুস্থ করতে পারেন।2সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই- প্রথম, শিমোন, তিনি যাকে পিতর বলে এবং তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের পুত্র যাকোব এবং তাঁর ভাই যোহন, 3ফিলিপ ও বর্থলময়, মথি যে কর আদায়কারী, ও থোমা, আলফেয়ের ছেলে যাকোব ও থদ্দেয়, 4উদ্যোগী শিমোন ও ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যে তাঁকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল।5এই বারো জনকে যীশু পাঠিয়ে দিলেন, আর তাঁদের এই নির্দেশ দিলেন, তোমরা অযিহূদীরা যেখানে বাস করে সেখানে যেও না এবং শমরীয়দের কোন শহরে প্রবেশ কর না; 6বরং ইস্রায়েল কুলের হারানো মেষদের কাছে যাও। 7আর তোমরা যেতে যেতে এই কথা প্রচার কর, ‘স্বর্গরাজ্য কাছাকাছি এসে পড়েছে’।8অসুস্থদেরকে সুস্থ কর, মৃতদেরকে বাঁচিয়ে তোল, কুষ্ঠ রোগীদেরকে শুচি কর, ভূতদেরকে বের করে দাও; কারণ তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যে দান কর। 9তোমাদের কোমর-বাঁধনী, সোনা কি রূপা, কি পিতল এবং 10যাওয়ার জন্য থলি, কি দুটি জামাকাপড়, কি জুতো, কি লাঠি, এ সব নিও না; কারণ যে কাজ করে সে তার বেতনের যোগ্য।11আর তোমরা যে শহরে কি গ্রামে প্রবেশ করবে, সেখানকার কোন ব্যক্তি যোগ্য, তা খোঁজ করো, আর যে পর্যন্ত অন্য জায়গায় না যাও, সেখানে থেকো। 12আর তার ঘরে প্রবেশ করবার সময়ে সেই ঘরের লোকদেরকে শুভেচ্ছা জানায়ো। 13তাতে সেই ঘরের লোক যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তাদের প্রতি আসুক; কিন্তু যদি যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরে আসুক।14আর যে কেউ তোমাদের গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না শোনে, সেই ঘর কিংবা সেই শহর থেকে বের হবার সময়ে নিজের নিজের পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। 15আমি তোমাদের সত্যই বলছি, বিচার দিনে সেই শহরের দশা থেকে বরং সদোম ও ঘমোরার দশা সহনীয় হবে।16দেখ, নেকড়েদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি; অতএব তোমরা সাপের মতো সতর্ক ও পায়রার মতো অমায়িক হও। 17কিন্তু লোকদের থেকে সাবধান থেকো; কারণ তারা তোমাদের বিচার সভায় সমর্পণ করবে এবং নিজেদের সমাজঘরে নিয়ে বেত মারবে। 18এমনকি, আমার জন্য তোমাদের শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে, তাদের ও অযিহুদীদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।19কিন্তু লোকে যখন তোমাদের সমর্পণ করবে, তখন তোমরা কিভাবে কি বলবে, সে বিষয়ে ভেবো না; কারণ তোমাদের যা বলবার তা সেই সময়েই তোমাদের বলে দেওয়া হবে। 20কারণ তোমরা কথা বলবে না, কিন্তু তোমাদের পিতার আত্মা তোমাদের মাধ্যমে কথা বলবেন।21আর ভাই ভাইকে ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করবে; এবং সন্তানেরা মা বাবার বিপক্ষে উঠে তাদের হত্যা করাবে। 22আর আমার নামের জন্য তোমাদের সবাই ঘৃণা করবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। 23আর তারা যখন তোমাদের এক শহর থেকে তাড়না করবে, তখন অন্য শহরে পালিয়ে যেও; কারণ আমি তোমাদের সত্য বলছি, ইস্রায়েলের সব শহরে তোমাদের কাজ শেষ হবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আসেন।24শিষ্য গুরুর থেকে বড় নয় এবং দাস মনিবের থেকে বড় নয়। 25শিষ্য নিজের গুরুর তুল্য ও দাস নিজের কর্তার সমান হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। তারা যখন ঘরের মালিককে ভূতদের অধিপতি বলেছে, তখন তাঁর ঘরের লোকদের আরও কি না বলবে?26অতএব তোমরা তাদের ভয় কর না, কারণ এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন গোপন কিছুই নেই, যা জানা যাবে না। 27আমি যা তোমাদের অন্ধকারে বলি, তা তোমরা আলোতে বল এবং যা কানে কানে শোন, তা ছাদের উপরে প্রচার কর।28আর যারা দেহ হত্যা করে, কিন্তু আত্মা বধ করতে পারে না, তাদের ভয় কর না; কিন্তু যিনি আত্মাও দেহ দুটি কেই নরকে বিনষ্ট করতে পারেন, বরং তাঁকেই ভয় কর। 29দুটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রি হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। 30কিন্তু এমন কি তোমাদের মাথার চুলগুলিও সব গোনা আছে। 31অতএব ভয় কর না, তোমরা অনেক চড়াই পাখীর থেকেও শ্রেষ্ঠ।32অতএব যে কেউ লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে, আমিও নিজের স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে স্বীকার করব। 33কিন্তু যে মানুষদের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও নিজের স্বর্গস্থ পিতার সামনে তাকে অস্বীকার করব।34মনে কর না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসিনি, কিন্তু খড়গ দিতে এসেছি। 35কারণ আমি বাবার সাথে ছেলের, মায়ের সাথে মেয়ের এবং শাশুড়ীর সাথে বৌমার বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে এসেছি; 36আর নিজের নিজের পরিবারের লোকেরা মানুষের শত্রু হবে।37যে কেউ বাবা কি মাকে আমার থেকে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয় এবং যে কেউ ছেলে কি মেয়েকে আমার থেকে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। 38আর যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পিছনে না আসে, সে আমার যোগ্য নয়। 39যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করে, সে তা হারাবে; এবং যে কেউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে।40যে তোমাদের গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তো আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন সেই ঈশ্বরকেই গ্রহণ করে। 41যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলে গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুরষ্কার পাবে; এবং যে ধার্মিককে ধার্মিক বলে গ্রহণ করে, সে ধার্মিকের পুরষ্কার পাবে।42আর যে কেউ এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন এক জনকে আমার শিষ্য বলে কেবল এক বাটি ঠান্ডা জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদের সত্য বলছি, সে কোনো মতে আপন রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হবে না।

Chapter 11  
1এইভাবে যীশু নিজের বারো জন শিষ্যের প্রতি আদেশ দেবার পর লোকদের শহরে শহরে উপদেশ দেবার ও প্রচার করবার জন্য সে জায়গা থেকে চলে গেলেন। যোহনের প্রশ্ন ও যীশু খ্রীষ্টের উত্তর। 2পরে যোহন বাপ্তাইজ কারাগার থেকে খ্রীষ্টের কাজের বিষয় শুনে নিজের শিষ্যদের দ্বারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, 3এবং তাঁকে বললেন, ‘যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?’4যীশু উত্তর করে তাদের বললেন, "তোমরা যাও এবং যা শুনেছ ও দেখেছ, সেই খবর যোহনকে দাও। 5অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠ রুগীরা শুচি হচ্ছে ও বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা জীবিত হচ্ছে, গরীবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে। 6আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে আমাকে গ্রহণ করতে বাধা পায় না।"7তারা চলে যাচ্ছে, এমন সময়ে যীশু সবলোকদেরকে যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, তোমরা মরুপ্রান্তরে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি বাতাসে দুলছে এমন একটি নল (ঘাস জাতীয় উদ্ভিদ)? 8তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি সুন্দর পোষাক পরা কোন লোককে? দেখ, যারা সুন্দর পোষাক পরে, তারা রাজবাড়িতে থাকে।9তবে কি জন্য গিয়েছিলে? কি একজন ভাববাদীকে দেখবার জন্য? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, ভাববাদী থেকেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। 10ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, “দেখ, আমি নিজের দূতকে তোমার আগে পাঠাব; সে তোমার আগে তোমার রাস্তা তৈরী করবে।”11আমি তোমাদের সত্যই বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে যোহন বাপ্তিষ্মদাতা থেকে মহান কেউই সৃষ্টি হয়নি, তা সত্ত্বেও স্বর্গরাজ্যে অতি সামান্য যে ব্যক্তি, সে তাঁর থেকে মহান। 12আর যোহন বাপ্তিষ্মদাতার সময় থেকে এখন পর্যন্ত স্বর্গরাজ্য আক্রান্ত হচ্ছে এবং আক্রমণকারীরা সবলে তা অধিকার করছে।13কারণ সমস্ত ভাববাদী ও নিয়ম যোহন পর্যন্ত ভাববাণী বলেছে। 14আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তবে জানবে, যে এলিয়ের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি। 15যার শোনার মত কান আছে সে শুনুক।16কিন্তু আমি কার সঙ্গে এই যুগের লোকদের তুলনা করব? তারা এমন বালকদের সমান, যারা বাজারে বসে নিজেদের সঙ্গীদেরকে ডেকে বলে, 17‘আমরা তোমাদের জন্য বাঁশী বাজালাম, তোমরা নাচলে না; আমরা দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং তোমরা কষ্ট পেলে না।’18কারণ যোহন এসে ভোজন পান করেননি; তাতে লোকে বলে, সে ভূতগ্রস্থ। 19মানুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করেন; তাতে লোকে বলে, ঐ দেখ, একজন পেটুক ও মাতাল, কর আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। কিন্তু প্রজ্ঞা নিজের কাজের দ্বারা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবে।20তখন যে যে শহরে যীশু সবচেয়ে বেশি অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তিনি সেই সব শহরকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন, কারণ তারা মন ফেরায় নি 21‘কোরাসীন, ধিক তোমাকে! বৈৎসৈদা, ধিক তোমাকে! কারণ তোমাদের মধ্যে যে সব অলৌকিক কাজ করা হয়েছে, সে সব যদি সোর ও সীদোনে করা যেত, তবে অনেকদিন আগে তারা চট পরে ছাইয়ে বসে মন ফেরাত। 22কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের দশা থেকে বরং সোর ও সীদোনের দশা বিচার দিনে সহনীয় হবে।23আর হে কফরনাহূম, তুমি নাকি স্বর্গ পর্যন্ত উঁচু হবে? তুমি নরক পর্যন্ত নেমে যাবে; কারণ যে সব অলৌকিক কাজ তোমার মধ্যে করা হয়েছে, সে সব যদি সদোমে করা যেত, তবে তা আজ পর্যন্ত থাকত। 24কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের দশা থেকে বরং সদোম দেশের দশা বিচার দিনে সহনীয় হবে।’25সেই সময়ে যীশু এই কথা বললেন, “হে পিতঃ, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করছি, কারণ তুমি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমানদের থেকে এইসব বিষয় গোপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ; 26হ্যাঁ, পিতঃ, কারণ এটা তোমার দৃষ্টিতে প্রীতিজনক হয়েছে।” 27সবই আমার পিতার মাধ্যমে আমাকে সমর্পণ করা হয়েছে; আর পুত্রকে কেউ জানে না, একমাত্র পিতা জানেন; এবং পিতাকে কেউ জানে না, শুধুমাত্র পুত্র জানেন আর পুত্র যার কাছে তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন, সে জানে।28হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। 29আমার যোঁয়ালী নিজেদের উপরে তুলে নাও এবং আমার কাছে শেখো, কারণ আমি হৃদয়ে বিনয়ী ও নম্র; তাতে তোমরা নিজের নিজের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে। 30কারণ আমার যোঁয়ালী সহজ ও আমার ভার হাল্কা।

Chapter 12  
1সেই সময়ে যীশু বিশ্রামবারে শস্য ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তাঁর শিষ্যেরা ক্ষুধিত হওয়াতে শস্যের শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। 2কিন্তু ফরীশীরা তা দেখে তাঁকে বলল, “দেখ, বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তাই তোমার শিষ্যরা করছে।”3তিনি তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের খিদে পেলে তিনি কি করেছিলেন, সেটা কি তোমরা পড়নি?” 4তিনি তো ঈশ্বরের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা দর্শন-রুটি খেয়েছিলেন, যা তাঁদের খাওয়া উচিত ছিল না, যা শুধুমাত্র যাজকদেরই উচিত ছিল।5আর তোমরা কি নিয়মে পড়নি যে, বিশ্রামবারে যাজকেরা ঈশ্বরের গৃহে কাজ করে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করলেও নির্দোষ থাকে? 6কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এই জায়গায় ঈশ্বরের গৃহের থেকেও মহান এক ব্যক্তি আছেন।7কিন্তু “আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়,” এই কথার মানে কি, তা যদি তোমরা জানতে, তবে নির্দোষদের দোষী করতে না। 8কারণ মানুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।9পরে তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে তাদের সমাজঘরে প্রবেশ করলেন। 10আর দেখ, একটি লোক, যার একখানি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। তখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, বিশ্রামবারে সুস্থ করা কি উচিত? যীশুর উপরে দোষ দেওয়ার জন্য তারা এই কথা বলল।11তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কে, যার একটি মেষ আছে, আর সেটি যদি বিশ্রামবারে গর্তে পড়ে যায়, সে কি তা তুলবে না? 12তবে মেষ থেকে মানুষ আরও কত শ্রেষ্ঠ! অতএব বিশ্রামবারে ভাল কাজ করা উচিত।13তখন তিনি সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও; তাতে সে বাড়িয়ে দিল, আর তা অন্যটীর মতো আবার সুস্থ হল। 14পরে ফরীশীরা বাইরে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায়।15যীশু তা জানতে পেরে সেখান থেকে চলে গেলেন; অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল, আর তিনি সবাইকে সুস্থ করলেন, 16এবং তাদের দৃঢ়ভাবে বারণ করলেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়। 17যেন যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এই কথা পূর্ণ হয়,18“দেখ, আমার দাস, তিনি আমার মনোনীত, আমার প্রিয়, আমার প্রাণ তাঁতে সন্তুষ্ট, আমি তাঁর উপরে নিজের আত্মাকে রাখব, আর তিনি অ অযীহুদীদের কাছে ন্যায়বিচার প্রচার করবেন।19তিনি ঝগড়া করবেন না, চিৎকার ও আওয়াজ করবেন না, পথে কেউ তাঁর স্বর শুনতে পাবে না। 20তিনি থেঁৎলে যাওয়া নল ভাঙ্গবেন না, জ্বলতে থাকা সল্তে নিভিয়ে দেবেন না, যে পর্যন্ত না ন্যায়বিচার জয়ীরূপে প্রচলিত করেন। 21আর তাঁর নামে অযীহুদীরা আশা রাখবে।” যীশু একজন ভূতগ্রস্থকে সুস্থ করেন এবং লোকদেরকে উপদেশ দেন। 22তখন কিছু লোক একজন ভূতগ্রস্তকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো, সে অন্ধ ও বোবা; আর তিনি তাকে সুস্থ করলেন, তাতে সেই বোবা কথা বলতে ও দেখতে লাগল। 23এতে সব লোক চমৎকৃত হল ও বলতে লাগল, ইনিই কি সেই দায়ূদ সন্তান?24কিন্তু ফরীশীরা তা শুনে বলল, এ ব্যক্তি আর কিছুতে নয়, কেবল বেলসবুল ভূতদের রাজার মাধমেই ভূত ছাড়ায়। 25তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে যীশু তাদের বললেন, যে কোনো রাজ্য যদি নিজের বিরুদ্ধে ভাগ হয়, তবে তা ধ্বংস হয় এবং যে কোনো শহর কিংবা পরিবার আপনার বিপক্ষে ভিন্ন হয়, তা স্থির থাকবে না।26আর শয়তান যদি শয়তানকে ছাড়ায়, সে তো নিজেরই বিপক্ষে ভিন্ন হল; তবে তার রাজ্য কিভাবে স্থির থাকবে? 27আর আমি যদি বেলসবূলের মাধ্যমে ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কার মাধ্যমে ছাড়ায়? এই জন্য তারাই তোমাদের বিচারকর্তা হবে।28কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে। 29আর দেখো, কি ভাবে আগে শক্তিশালী মানুষকে না বাঁধলে কেউ তার ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্র চুরি করতে পারে? কিন্তু বাঁধলে পর সে তার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করতে পারবে। 30যে আমার স্বপক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে এবং যে আমার সঙ্গে কুড়ায় না, সে ছড়িয়ে ফেলে।31এই কারণে আমি তোমাদের বলছি, মানুষদের সব পাপ ও নিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে না। 32আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে না, এইকালেও নয়, পরকালেও নয়।33হয় গাছকে ভাল বল এবং তার ফলকেও ভাল বল; নয় গাছকে খারাপ বল এবং তার ফলকেও খারাপ বল; কারণ ফলের মাধ্যমেই গাছকে চেনা যায়। 34হে বিষধর সাপের বংশেরা, তোমরা খারাপ হয়ে কেমন করে ভাল কথা বলতে পার? কারণ হৃদয়ে যা আছে, মুখ তাই বলে। 35ভাল মানুষ তার হৃদয়ের ভাল ভান্ডার থেকে ভাল জিনিস বের করে এবং মন্দ লোক হৃদয়ের মন্দ ভান্ডার থেকে মন্দ জিনিস বের করে।36আর আমি তোমাদের বলছি, মানুষেরা যত বাজে কথা বলে, বিচার দিনে সেই সবের হিসাব দিতে হবে। 37কারণ তোমার কথার মাধ্যমে তুমি নির্দোষ বলে গণ্য হবে, আর তোমার কথার মাধমেই তুমি দোষী বলে গণ্য হবে।38তখন কয়েক জন ধর্মশিক্ষক ও ফরীশী তাঁকে বলল, "হে গুরু, আমরা আপনার কাছে একটি চিহ্ন দেখতে ইচ্ছা করি।" 39তিনি উত্তর করে তাদের বললেন, "এই সময়ের মন্দ ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্ন এদেরকে দেওয়া যাবে না। 40কারণ যোনা যেমন তিনদিন তিন রাত বড় মাছের পেটে ছিলেন, সেই রকম মনুষ্যপুত্রও তিনদিন তিন রাত পৃথিবীর অন্তরে থাকবেন।41নীনবী শহরের লোকেরা বিচারে এই সময়ের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদের দোষী করবে, কারণ তারা যোনার প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল, আর দেখ, যোনা থেকেও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।42দক্ষিণ দেশের রানী বিচারে এই যুগের লোকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবেন; কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনার জন্য তিনি পৃথিবীর শেষ থেকে এসেছিলেন, আর দেখ, শলোমনের থেকেও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন।"43আর যখন অশুচি আত্মা মানুষের মধ্যে থেকে বের হয়ে যায়, তখন জলবিহীন নানা জায়গা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিশ্রামের খোঁজ করে, কিন্তু তা পায় না। 44তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি, আমার সেই বাড়িতে ফিরে যাই; পরে সে এসে তা খালি, পরিষ্কার ও সাজানো দেখে। 45তখন সে গিয়ে নিজের থেকেও খারাপ অন্য সাত অশুচি আত্মাকে সঙ্গে নিয়ে আসে, আর তারা সেই জায়গায় প্রবেশ করে বাস করে; তাতে সেই মানুষের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও খারাপ হয়। এই সময়ের লোকদের প্রতি তাই ঘটবে।46তিনি সবলোদেরকে এই সব কথা বলছেন, এমন সময়ে দেখ, তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সাথে কথা বলবার চেষ্টায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 47তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, দেখুন, আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে কথা বলবার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।48কিন্তু যে ব্যক্তি এই কথা বলল, তাকে তিনি উত্তর করে বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? 49পরে তিনি নিজের শিষ্যদের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; 50কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

Chapter 13  
1সেই দিন যীশু ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বসলেন। 2আর প্রচুর লোক তাঁর কাছে এলো, তাতে তিনি সমুদ্রের মধ্যে একটি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সব লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল।3তখন তিনি গল্পের মাধ্যমে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন। 4তিনি বললেন, দেখ, একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। বোনার সময় কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, তাতে পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। 5আর কিছু বীজ পাথুরে মাটিতে পড়ল, যেখানে ঠিকমত মাটি পেল না, সেগুলি ঠিকমত মাটি না পেয়ে তাড়াতাড়ি অঙ্কুর বের হলো, কিন্তু সূর্য্য উঠলে সেগুলি পুড়ে গেল, 6এবং তার শিকড় না থাকাতে শুকিয়ে গেল।7আর কিছু বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তাতে কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে সেগুলি চেপে রাখলো। 8আর কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়ল ও ফল দিতে লাগল; কিছু একশোগুন, কিছু ষাট গুন, কিছু ত্রিশ গুন। 9যার কান আছে সে শুনুক।10পরে শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি জন্য গল্পের মাধ্যমে ওদের কাছে কথা বলছেন? 11তিনি উত্তর করে বললেন, স্বর্গরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব সব তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাদের দেওয়া হয়নি। 12কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে, ও তার বেশি হবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, সেটাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।13এই জন্য আমি তাদের গল্পের মাধ্যমে কথা বলছি, কারণ তারা দেখেও না দেখে এবং শুনেও শোনে না এবং বুঝেও না। 14আর তাদের বিষয়ে যিশাইয়ের এই ভাববাণী পূর্ণ হচ্ছে, “তোমরা কানে শুনবে, কিন্তু কোনো মতে বুঝবে না; এবং চোখে দেখবে, কিন্তু কোনো মতে জানবে না,15কারণ এই লোকদের হৃদয় শক্ত হয়েছে, তারা কানেও শোনে না ও তারা চোখ বন্ধ করেছে, পাছে তারা চোখে দেখে এবং কানে শুনে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরে আসে, আর আমি তাদের সুস্থ করি।”16কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ, কারণ তা দেখে এবং তোমাদের কান, কারণ তা শোনে; 17কারণ আমি তোমাদের সত্য বলছি, তোমরা যা যা দেখছ, তা অনেক ভাববাদী ও ধার্মিক লোক দেখতে ইচ্ছা করলেও দেখতে পায়নি এবং তোমরা যা যা শুনছ, তা তাঁরা শুনতে ইচ্ছা করলেও শুনতে পায়নি।18অতএব তোমরা বীজ বোনার গল্প শোন। 19যখন কেউ সেই রাজ্যের বাক্য শুনে না বোঝে, তখন সেই শয়তান এসে তার হৃদয়ে যা বোনা হয়েছিল তা নিয়ে চলে যায়; এ সেই, যে পথের পাশে পড়ে থাকা বীজের কথা।20আর যে পাথুরে জমির বীজ, এ সেই, যে সেই বাক্য শুনে অমনি আনন্দ সহকারে গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের ভিতরে শিকড় নেই বলে, তারা কম দিন স্থির থাকে; 21পরে সেই বাক্যের জন্য কষ্ট কিংবা তাড়না আসলে তখনই তারা পিছিয়ে যায়।22আর যে কাঁটাবনের মধ্যে বীজ, এ সেই ব্যক্তি, যে সেই বাক্য শোনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনা, সম্পতির মায়া ও অনান্য জিনিসের লোভ সেই বাক্যকে চেপে রাখে, তাতে সে ফলহীন হয়। 23আর যে ভালো জমির বীজ, এ সেই ব্যক্তি, যে সেই বাক্য শুনে তা বোঝে, সে বাস্তবিক ফলবান হয় এবং কিছু একশ গুন, কিছু ষাট গুন, ও কিছু ত্রিশ গুন ফল দেয়।24পরে তিনি তাদের কাছে আর এক গল্প উপস্থিত করে বললেন, স্বর্গরাজ্যকে এমন এক ব্যক্তির সাথে তুলনা করা যায়, যিনি নিজের ক্ষেতে ভাল বীজ বপন করলেন। 25কিন্তু লোকেরা ঘুমিয়ে পড়লে পর তাঁর শত্রুরা এসে ঐ গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বপন করে চলে গেল। 26পরে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফল দিল, তখন শ্যামাঘাসও বেড়ে উঠল।27তাতে সেই মালিকের দাসেরা এসে তাঁকে বলল, মহাশয়, আপনি কি নিজের ক্ষেতে ভাল বীজ বপন করেননি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে হল? 28তিনি তাদের বললেন, কোন শত্রু এটা করেছে। দাসেরা তাঁকে বলল, তবে আপনি কি এমন ইচ্ছা করেন যে, আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করি?29তিনি বললেন, না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করবার সময়ে তোমরা তার সাথে গমও উপড়িয়ে ফেলবে। 30ফসল কাটার সময় পর্যন্ত দুটিকেই একসঙ্গে বাড়তে দাও। পরে কাটার সময়ে আমি মজুরদের বলব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে পোড়াবার জন্য বোঝা বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।31তিনি আর এক গল্প তাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন একটি সরিষা দানার সমান, যা কোন ব্যক্তি নিয়ে নিজের ক্ষেতে বপন করল। 32সব বীজের মধ্যে ঐ বীজ অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু বেড়ে উঠলে, পর তা শাক সবজির থেকে বড় হয়ে ওঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়, তাতে আকাশের পাখিরা এসে তার ডালে বাসা বাধে।33তিনি তাদের আর এক গল্প বললেন, স্বর্গরাজ্য এমন খামির সমান, যা কোন স্ত্রীলোক নিয়ে অনেক ময়দার মধ্যে ঢেকে রাখল, শেষে পুরোটাই খামিতে পূর্ণ হয়ে উঠল।34এই সব কথা যীশু গল্পের মাধ্যমে লোকদেরকে বললেন, গল্প ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না; 35যেন ভাববাদীর মাধ্যমে বলা এই কথা পূর্ণ হয়, “আমি গল্প কথায় নিজের মুখ খুলব, জগতের শুরু থেকে যা যা গোপন আছে, সে সব প্রকাশ করব।”36তখন তিনি সবাইকে বিদায় করে বাড়ি এলেন। আর তাঁর শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, ক্ষেতের শ্যামাঘাসের গল্পটি আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন। 37তিনি উত্তর করে বললেন, যিনি ভাল বীজ বপন করেন, তিনি মনুষ্যপুত্র। 38ক্ষেত হল জগত; ভাল বীজ হল ঈশ্বরের রাজ্যের সন্তানেরা; শ্যামাঘাস হল সেই শয়তানের সন্তানেরা; 39যে শত্রু তা বুনেছিল, সে দিয়াবল; কাটার সময় যুগের শেষ; এবং মজুরেরা হল স্বর্গদূত।40অতএব যেমন শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে আগুনে পুড়িয়া দেওয়া হয়, তেমনি যুগের শেষে হবে। 41মনুষ্যপুত্র নিজের দূতদের পাঠাবেন; তাঁরা তাঁর রাজ্য থেকে সব বাঁধাজনক বিষয় ও অধর্মীদেরকে সংগ্রহ করবেন, 42এবং তাদের আগুনে ফেলে দেবেন; সেই জায়গায় কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ হবে। 43তখন ধার্মিকেরা নিজেদের পিতার রাজ্যে সুর্য্যের মত উজ্জ্বল হবে। যার কান আছে সে শুনুক।44স্বর্গরাজ্য ক্ষেতের মধ্যে গোপন এমন ভান্ডার এর সমান, যা দেখতে পেয়ে এক ব্যক্তি লুকিয়ে রাখল, পরে আনন্দের আবেগে গিয়ে সব বিক্রি করে সেই জমি কিনল। 45আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক বণিকের সমান, যে ভালো ভালো মুক্তার খোঁজ করছিল, 46সে একটি মহামূল্য মুক্তা দেখতে পেয়ে সব বিক্রি করে তা কিনল।47আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক টানা জালের সমান, যা সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলে সব রকম মাছ সংগ্রহ করল। 48জালটা পরিপূর্ণ হলে লোকে পাড়ে টেনে তুলল, আর বসে বসে ভালগুলো সংগ্রহ করে পাত্রে রাখল এবং খারাপগুলো ফেলে দিল।49এইভাবে যুগের শেষে হবে; দূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্য থেকে খারাপদের আলাদা করবেন, 50এবং তাদের আগুনে ফেলে দেবেন; সেই জায়গায় কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ হবে।51তোমরা কি এই সব বুঝতে পেরেছ? তাঁরা বললেন হ্যাঁ। 52তখন যীশু তাঁদের বললেন, এই জন্য স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষিত প্রত্যেক ধর্মশিক্ষক শিষ্য হয়েছে যারা এমন মানুষ যে তারা ঘরের মালিকের সমান, যে নিজের ভান্ডার থেকে নতুন ও পুরানো জিনিস বের করে। যীশু নিজের শহরে অগ্রাহ্য হন। 53এই সকল গল্প শেষ করবার পর যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন।54আর তিনি নিজের দেশে এসে লোকদের সমাজঘরে তাদের উপদেশ দিতে লাগলেন, তাতে তারা চমৎকৃত হয়ে বলল, এর এমন জ্ঞান ও এমন অলৌকিক কাজ সব কোথা থেকে হল? 55একি ছুতোরের ছেলে নায়? এর মায়ের নাম কি মরিয়ম নায়? এবং যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা কি এর ভাই নায়? 56আর তার বোনেরা কি সবাই আমাদের এখানে নেই? তবে এ কোথা থেকে এই সব পেল? এইভাবে তারা যীশুকে নিয়ে বাধা পেতে লাগল।57কিন্তু যীশু তাদের বললেন, নিজের দেশ ও জাতি ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। 58আর তাদের অবিশ্বাসের জন্য তিনি সেখানে প্রচুর অলৌকিক কাজ করলেন না।

Chapter 14

1সেই সময় হেরোদ রাজা যীশুর বার্তা শুনতে পেলেন, 2আর নিজের দাসদেরকে বললেন, ইনি সেই বাপ্তিষ্মদাতা যোহন; তিনি মৃতদের মধ্যে থেকে উঠেছেন, আর সেইজন্য এইসব অলৌকিক কাজ করতে পারছেন।3কারণ হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার জন্য যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে রেখেছিলেন; 4কারণ যোহন তাঁকে বলেছিলেন, তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে রাখা আপনার উচিত নয়। 5ফলে তিনি তাঁকে হত্যা করতে ইচ্ছা করলেও লোকদেরকে ভয় করতেন, কারণ লোকে তাঁকে ভাববাদী বলে মানত।6কিন্তু হেরোদের জন্মদিন এলো, হেরোদিয়ার মেয়ে সভার মধ্যে নেচে হেরোদকে সন্তুষ্ট করল। 7এই জন্য তিনি শপথ করে বললেন, “তুমি যা চাইবে, তাই তোমাকে দেব।”8তখন সে নিজের মায়ের পরামর্শ অনুসারে বলল, “যোহন বাপ্তিষ্মদাতার মাথা থালায় করে আমাকে দিন।” 9এতে রাজা দুঃখিত হলেন, কিন্তু নিজের শপথের কারণে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিল, তাদের কারণে, তা দিতে আজ্ঞা করলেন,10তিনি লোক পাঠিয়ে কারাগারে যোহনের মাথা কাটালেন। 11আর তাঁর মাথাটি একখানা থালায় করে এনে সেই মেয়েকে দেওয়া হল; আর সে তা মায়ের কাছে নিয়ে গেল। 12পরে তাঁর শিষ্যরা এসে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে তাঁর কবর দিল এবং যীশুর কাছে এসে তাঁকে খবর দিল।13যীশু তা শুনে সেখান থেকে নৌকায় করে একা এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন; আর লোকেরা সবাই তা শুনে নানা শহর থেকে এসে হাঁটা পথে তাঁর অনুসরণ করল। 14তখন যীশু নৌকা থেকে বের হয়ে অনেক লোক দেখে তাদের জন্য করুণাবিষ্ট হলেন এবং তাদের অসুস্থ লোকদেরকে সুস্থ করলেন।15পরে সন্ধ্যা হলে শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, এ জায়গা নির্জন, বেলাও হয়ে গিয়েছে; লোকদেরকে বিদায় করুন, যেন ওরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনে নেয়।16কিন্তু যীশু তাঁদের বললেন, ওদের যাবার প্রয়োজন নেই, তোমরাই ওদেরকে কিছু খাবার দাও। 17তাঁরা তাঁকে বললেন, আমাদের এখানে শুধুমাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটী মাছ আছে। 18তিনি বললেন, সেগুলি এখানে আমার কাছে আন।19পরে তিনি সমস্থ লোকদেরকে ঘাসের উপরে বসতে আদেশ করলেন; আর সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং রুটি ভেঙ্গে শিষ্যদের দিলেন, শিষ্যেরা লোকদেরকে দিলেন। 20তাতে সবাই খেল এবং সন্তুষ্ট হল এবং শিষ্যরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পূর্ণ বারো ঝুড়ি তুলে নিলেন। 21যারা খাবার খেয়েছিল, তারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া অনুমান পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।22আর যীশু তখনই শিষ্যদের বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অন্য পারে যান, আর সেই সময় তিনি লোকদেরকে বিদায় করে দেন। 23পরে তিনি লোকদেরকে বিদায় করে নির্জনে প্রার্থনা করবার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন। যখন সন্ধ্যা হল, তিনি সেই জায়গায় একা থাকলেন। 24তখন নৌকাটি ডাঙা থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল, ঢেউয়ে টলমল করছিল, কারণ হাওয়া তাদের বিপরীত দিক থেকে বইছিল।25পরে প্রায় শেষ রাত্রিতে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন । 26তখন শিষ্যেরা তাঁকে সমুদ্রের উপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভয় পেয়ে বললেন, "এ যে ভূত!" আর তাঁরা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। 27কিন্তু যীশু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদেরকে বললেন, সাহস কর, এখানে আমি, ভয় করো না।28তখন পিতর উত্তর করে তাঁকে বললেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে যেতে আজ্ঞা করুন। 29তিনি বললেন, এস; তাতে পিতর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর কাছে চললেন। 30কিন্তু বাতাস দেখে তিনি ভয় পেলেন এবং ডুবে যেতে যেতে চিৎকার করে ডেকে বললেন, হে প্রভু, আমায় উদ্ধার করুন।31তখনই যীশু হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরলেন, আর তাঁকে বললেন, হে অল্প বিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে? 32পরে তাঁরা নৌকায় উঠলেন, আর বাতাস থেমে গেল। 33আর যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা এসে তাঁকে প্রণাম করে বললেন, সত্যই আপনি ঈশ্বরের পুত্র।34পরে তাঁরা পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে নৌকা কূলে ভিড়ালে লাগালেন। 35সেখানকার লোকেরা যীশুকে চিনতে পেরেছিলেন, তখন তারা চারদিকে সেই দেশের সব জায়গায় খবর পাঠাল এবং যত অসুস্থ লোক ছিল, সবাইকে তাঁর কাছে আনল; 36আর তাঁকে মিনতি করল, যেন ওরা তাঁর পোশাকের ঝালর একটু ছুঁতে পারে; আর যত লোক তাঁকে ছুঁলো, সবাই সুস্থ হল।

Chapter 15  
1তখন যিরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশীরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা যীশুর কাছে এসে বললেন, 2আপনার শিষ্যরা কি জন্য প্রাচীন পূর্বপুরুষদের নিয়ম কানুন পালন করে না? কারণ খাওয়ার সময়ে তারা হাত ধোয় না। 3তিনি এর উত্তরে তাদের বললেন, "তোমরাও তোমাদের পরম্পরাগত নিয়ম কানুনের জন্য ঈশ্বরের আদেশ অবজ্ঞা কর কেন?"4কারণ ঈশ্বর আদেশ করলেন, "তুমি তোমার বাবাকে ও মাকে সম্মান করবে, আর যে কেউ বাবার কি মায়ের নিন্দা করে, তার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই হবে।" 5কিন্তু তোমরা বলে থাক, যে ব্যক্তি বাবাকে কি মাকে বলে, 'আমি যা কিছু দিয়ে তোমার উপকার করতে পারতাম, তা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করা হয়েছে,' 6সেই ব্যক্তির বাবাকে বা তার মাকে আর সম্মান করার দরকার নেই, এইভাবে তোমরা নিজেদের পরম্পরাগত নিয়ম কানুনের জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে অগ্রাহ্য করছ।7ভণ্ডরা, যিশাইয় ভাববাদী তোমাদের বিষয়ে একদম ঠিক কথা বলেছেন, 8"এই লোকেরা শুধুই মুখে আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমার থেকে দূরে থাকে 9আর এরা বৃথাই আমার আরাধনা করে কারণ তারা মানুষের বানানো নিয়মকে প্রকৃত নিয়ম বলে শিক্ষা দেয়।"10পরে তিনি লোকদেরকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা শোনো ও বোঝ। 11মুখের ভেতরে যা কিছু যায়, তা যে মানুষকে অপবিত্র করে, এমন নয়, কিন্তু মুখ থেকে যা বের হয়, সে সব মানুষকে অপবিত্র করে।"12তখন শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি কি জানেন, এই কথা শুনে ফরীশীরা আঘাত পেয়েছে?" 13তিনি এর উত্তরে বললেন, "আমার স্বর্গীয় পিতা যে সমস্ত চারা রোপণ করেননি, সে সমস্তই উপড়িয়ে ফেলা হবে।" 14ওদের কথা বাদ দাও, ওরা নিজেরা অন্ধ হয়ে অন্য অন্ধদের পথ দেখায়, অন্ধ যদি অন্ধকে পথ দেখায় তবে দুজনেই গর্তে পড়বে।15পিতর তাঁকে বললেন, "এই গল্পের অর্থ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিন।" 16তিনি বললেন, "তোমরাও কি এখনও বুঝতে পার না? 17এটা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের ভিতরে যায়, তা পেটের মধ্যে যায়, পরে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়?18কিন্তু যা যা মুখ থেকে বের হয়, তা হৃদয় থেকে আসে, আর সেগুলোই মানুষকে অপবিত্র করে।" 19কারণ হৃদয় থেকে কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বেশ্যাগমন, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য, ঈশ্বরনিন্দা বের হয়ে আসে। 20এই সমস্তই মানুষকে অপবিত্র করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খাবার খেলে মানুষ তাতে অপবিত্র হয় না।21পরে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গেলেন। 22আর দেখ, ঐ অঞ্চলের একটি কনানীয় মহিলা এসে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাকে দয়া করুন, আমার মেয়েটি ভূতগ্রস্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছে। 23কিন্তু তিনি তাকে কিছুই উত্তর দিলেন না। তখন তাঁর শিষ্যেরা কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করলেন, একে বিদায় করুন, কারণ এ আমাদের পিছন পিছন চিৎকার করছে।24তিনি এর উত্তরে বললেন, "ইস্রায়েলের হারানো মেষ ছাড়া আর কারও কাছে আমাকে পাঠানো হয়নি।" 25কিন্তু মহিলাটি এসে তাঁকে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, আমার উপকার করুন।" 26তিনি বললেন, "সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।"27তাতে সে বলল, "হ্যাঁ, প্রভু, কারণ কুকুরেরাও তাদের মালিকের টেবিলের নিচে পড়ে থাকা সন্তানদের সেই সব খাবারের গুঁড়াগাঁড়া খায়।" 28তখন যীশু এর উত্তরে তাকে বললেন, "হে নারী, তোমার বড়ই বিশ্বাস, তোমার যেমন ইচ্ছা, তেমনি তোমার প্রতি হোক।" আর সেই মুহূর্তেই তার মেয়ে সুস্থ হল।29পরে যীশু সেখান থেকে গালীল সমুদ্রের ধারে উপস্থিত হলেন এবং একটা পাহাড়ে উঠে সেই জায়গায় বসলেন। 30আর অনেক লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল, তারা তাদের সঙ্গে খোঁড়া, অন্ধ, বোবা, নুলা এবং আরও অনেক লোকদেরকে নিয়ে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখল, আর যারা অসুস্থ ছিল তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 31আর এইভাবে বোবারা কথা বলছিল, নুলারা সুস্থ হচ্ছিল, খোঁড়ারা হাঁটতে পারছিল এবং অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছিল, তখন তারা এই সব দেখে খুবই আশ্চর্য্য হল এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব করল।32তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, "এই লোকদের জন্য আমার করুণা হচ্ছে, কারণ এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে আছে এবং এদের কাছে খাবার কিছুই নেই, আর আমি এদেরকে না খাইয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চাই না, কারণ তারা হয়তো রাস্তায় দুর্বল হয়ে পড়বে।" 33তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিয়ে বললেন, "এই নির্জন জায়গায় আমরা কোথায় থেকে এত রুটি পাবো এবং এত লোককে কিভাবে তৃপ্ত করব?" 34যীশু তাঁদের বললেন, "তোমাদের কাছে কতগুলি রুটি আছে?" তাঁরা বললেন, "সাতখানা, আর কয়েকটি ছোট মাছ আছে।" 35তখন তিনি লোকদেরকে জমিতে বসতে নির্দেশ দিলেন।36পরে তিনি সেই সাতখানা রুটি ও সেই কয়েকটি মাছ নিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙ্গলেন এবং শিষ্যদের দিলেন, শিষ্যেরা লোকদেরকে দিলেন। 37তখন লোকেরা পেট ভরে খেল এবং সন্তুষ্ট হলো; পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পুরোপুরি সাত ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিলেন। 38যারা খাবার খেয়েছিল, তাদের মধ্যে মহিলা ও শিশু বাদে, শুধু পুরুষের সংখ্যাই ছিল চার হাজার। 39পরে যীশু লোকদেরকে বিদায় করে, তিনি নৌকায় উঠে মগদনের সীমাতে উপস্থিত হলেন।

Chapter 16  
1পরে ফরীশীরা ও সদ্দূকীরা তাঁর কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য, যীশুকে অনুরোধ করল, যেন তিনি তাদের আকাশ থেকে কোন চিহ্ন দেখান। 2কিন্তু তিনি এর উত্তরে তাদের বললেন, "সন্ধ্যা হলে তোমরা বলে থাক, আজ আবহাওয়া ভাল থাকবে, কারণ আকাশ লাল হয়েছে।3আর সকালে বলে থাক, আজ ঝড় হবে, কারণ আকাশ লাল ও মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তোমরা আকাশের ভাব বুঝতে পার, কিন্তু কালের চিহ্নের বিষয়ে বুঝতে পার না। 4এই কালের দুষ্ট ও অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন তাদের দেওয়া যাবে না।" তখন যীশু তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।5শিষ্যেরা অন্য পাড়ে যাবার সময় রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। 6যীশু তাঁদের বললেন, তোমরা সতর্ক হও, ফরীশী ও সদ্দূকীদের তাড়ী (খামি) থেকে সাবধান থাক। 7তখন তাঁরা নিজেদের মধ্য তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমরা রুটি আনিনি বলে তিনি এমন বলছেন। 8তা বুঝতে পেরে যীশু বললেন, "হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমাদের রুটি নেই বলে কেন নিজেদের মধ্য তর্ক করছ?9তোমরা কি এখনও কিছুই বুঝতে পারছ না, মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ হাজার লোকের খাবার পাঁচটি রুটি দিয়ে, আর তোমরা কত ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে? 10এবং সেইসাতটি রুটি দিয়ে চার হাজার লোকের খাবার, আর কত ঝুড়ি তুলে নিয়েছিলে?11তোমরা কেন বোঝ না যে, আমি তোমাদের রুটির বিষয়ে বলিনি? কিন্তু তোমরা ফরীশী ও সদ্দূকীদের খামি থেকে সাবধান থাক।" 12তখন তাঁরা বুঝলেন, তিনি রুটির খামি থেকে নয়, কিন্তু ফরীশী ও সদ্দূকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান থাকার কথা বলছেন।13পরে যীশু কৈসরিয়ার ফিলিপীর অঞ্চলে এসে তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "মনুষ্যপুত্র কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে?" 14তাঁরা বললেন, "কেউ কেউ বলে, আপনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহন, কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়, আর কেউ কেউ বলে, আপনি যিরমিয় কিংবা ভাববাদীদের কোন একজন।" 15তিনি তাঁদের বললেন, "কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?" 16শিমোন পিতর এর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।"17তখন যীশু উত্তরে তাঁকে বললেন, "যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কারণ রক্ত ও মাংস তোমার কাছে এ বিষয় প্রকাশ করে নি, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করেছেন।" 18আর আমিও তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গাঁথব, আর নরকের (মৃত্যুর) কোন শক্তিই মণ্ডলীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।19আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি দেব, আর তুমি পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে, তা স্বর্গে খোলা হবে। 20তখন তিনি শিষ্যদের এই আজ্ঞা দিলেন, আমি যে সেই খ্রীষ্ট, একথা কাউকে বল না।21সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের স্পষ্টই বললেন যে, "তাঁকে যিরুশালেমে যেতে হবে এবং প্রাচীনদের, প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের কাছ থেকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে ও মৃত্যুবরণ করতে হবে, আর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।" 22তখন পিতর তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে ধমক দিতে লাগলেন, বললেন, "প্রভু, এই সব আপনার থেকে দূরে থাকুক, এই সব আপনার প্রতি কখনও ঘটবে না।" 23কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে পিতরকে বললেন, "আমার সামনে থেকে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বাধা স্বরূপ, কারণ তুমি ঈশ্বরের কথা নয়, কিন্তু যা মানুষের কথা তাই তুমি ভাবছ।"24তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, নিজের ক্রুশ তুলে নিক এবং আমাকে অনুসরণ করুক। 25যে কেউ তার প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে, আর যে কেউ আমার জন্য প্রাণ হারায়, সে তা পাবে। 26মানুষ যদি সমস্ত জগত লাভ করে নিজের প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ হবে? কিম্বা মানুষ তার প্রাণের পরিবর্তে কি দিতে পারে?"27কারণ মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের সঙ্গে, তাঁর পিতার প্রতাপে আসবেন, আর তখন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুযায়ী ফল দেবেন। 28আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে না দেখে।

Chapter 17

1ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে সঙ্গে করে এক উঁচু পাহাড়ের নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। 2পরে তিনি তাঁদের সামনেই চেহারা পাল্টালেন, তাঁর মুখ সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল এবং তাঁর পোশাক আলোর মতো সাদা হল।3আর দেখ, মোশি ও এলিয় তাঁদের দেখা দিলেন, তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 4তখন পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখানে আমাদের থাকা ভাল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমি এখানে তিনটি কুটির তৈরী করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য এবং একটি এলিয়ের জন্য।"5তিনি কথা বলছিলেন, এমন সময় দেখা গেল, একটি উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ছায়া করল, আর, সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁর উপরে আমি সন্তুষ্ট, এঁর কথা শোন।’ 6এই কথা শুনে শিষ্যেরা উপুড় হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত ভয় পেলেন। 7পরে যীশু কাছে এসে তাঁদের স্পর্শ করে বললেন, ওঠো, ভয় কর না। 8তখন তাঁরা চোখ তুলে আর কাউকে দেখতে পেলেন না, সেখানে শুধু যীশু একা ছিলেন।9পাহাড় থেকে নেমে আসার সময়ে যীশু তাঁদের এই আদেশ দিলেন, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে না ওঠেন, সে পর্যন্ত তোমরা এই দর্শনের কথা কাউকে বোলো না। 10তখন শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?11যীশু এর উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ সত্যি, এলিয় আসবেন এবং সব কিছু পুনরায় স্থাপন করবেন।" 12কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় এসেছিলেন এবং লোকেরা তাঁকে চিনতে পারেনি, বরং তাঁর প্রতি যা ইচ্ছা, তাই করেছে, একইভাবে মনুষ্যপুত্রকেও তাদের থেকে দুঃখ সহ্য করতে হবে। 13তখন শিষ্যেরা বুঝলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের বিষয় বলছেন।14পরে, তাঁরা লোকদের কাছে এলে এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে হাঁটু গেঁড়ে বলল, 15"প্রভু, আমার ছেলেকে দয়া করুন, কারণ সে মৃগী রোগে আক্রান্ত এবং খুবই কষ্ট পাচ্ছে, আর সে বার বার জলে ও আগুনে পড়ে যায়। 16আর আমি আপনার শিষ্যদের কাছে তাকে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে সুস্থ করতে পারলেন না।"17যীশু উত্তর বললেন, "হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, আমি কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকব? কত দিন তোমাদের ভার বহন করব?" তোমরা ওকে এখানে আমার কাছে আন। 18পরে যীশু ভুতকে ধমক দিলেন, তাতে সেই ভূত তাকে ছেড়ে দিল, আর সেই ছেলেটি সেই মুহূর্তেই সুস্থ হল।19তখন শিষ্যেরা গোপনে যীশুর কাছে এসে বললেন, "কি জন্য আমরা ওর মধ্যে থেকে ভূত ছাড়াতে পারলাম না?' 20তিনি তাঁদের বললেন, "কারণ তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলে। কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের একটি সরষে দানার মতোও বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, 21‘এখান থেকে ঐখানে যাও,’ আর সেটা সরে যাবে এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকবে না।"22যখন তাঁরা গালীলে একসঙ্গে ছিলেন তখন যীশু তাঁদের বললেন, মনুষ্যপুত্র লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন 23এবং তারা তাঁকে মেরে ফেলবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবেন। এই কথা শুনে তাঁরা খুবই দুঃখিত হলেন।24পরে তাঁরা কফরনাহূমে এলে, যারা আধূলো, অর্থাৎ ঈশ্বরের মন্দিরের কর আদায় করত, তারা পিতরের কাছে এসে বলল, "তোমাদের গুরু কি আধূলো (মন্দিরের কর) দেন না?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ দেন।" 25পরে তিনি বাড়িতে এলে যীশুই আগে তাঁকে বললেন, "শিমোন, তোমার কি মনে হয়? পৃথিবীর রাজারা কাদের থেকে কর বা রাজস্ব আদায় করে থাকেন? কি নিজের সন্তানদের কাছ থেকে, না অন্য লোকেদের কাছ থেকে?"26পিতর বললেন, "অন্য লোকদের কাছ থেকে।" তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তবে সন্তানেরা স্বাধীন।" 27তবুও আমরা যেন ঐ কর আদায়কারীদের অপমান বোধের কারণ না হই, এই জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বঁড়শি ফেল, তাতে প্রথমে যে মাছটি উঠবে, সেটা ধরে তার মুখ খুললে একটি মুদ্রা পাবে, সেটা নিয়ে আমার এবং তোমার জন্য ওদেরকে কর দাও।

Chapter 18

1সেই সময় শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে বললেন, "তবে স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" 2যীশু একটি শিশুকে তাঁর কাছে ডাকলেন ও তাদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, 3এবং বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যদি মন না ফেরাও ও শিশুদের মতো হয়ে না ওঠ, তবে কোন ভাবেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।"4অতএব যে কেউ নিজেকে এই শিশুর মতো নত করে, সে স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ। 5আর যে কেউ এই রকম কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, 6কিন্তু যেসব শিশুরা আমাকে বিশ্বাস করে এবং যদি কেউ তাদের বিশ্বাসে বাধা দেয়, তার গলায় ভারী ভারী পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রের গভীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল।7বাধার কারণ হওয়ার জন্য জগতকে ধিক! কারণ বাধার সময় অবশ্যই আসবে, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যার মাধ্যমে তা আসে। 8আর তোমার হাত কি পা যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেলে দাও, দুই হাত কিম্বা দুই পা নিয়ে নরকের অনন্ত আগুনে প্রবেশ করার থেকে বরং খোঁড়া কিম্বা পঙ্গু হয়ে ভালোভাবে জীবনে প্রবেশ করা তোমার জন্য ভাল।9আর তোমার চোখ যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা উপড়িয়ে ফেলে দাও, দুই চোখ নিয়ে অগ্নিময় নরকে যাওয়ার থেকে বরং একচোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভাল।10-11এই ছোট শিশুদের একজনকেও তুচ্ছ কোর না, কারণ আমি তোমাদের বলছি, তাদের দূতগণ স্বর্গে সবসময় আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।12তোমাদের কি মনে হয়? কোন ব্যক্তির যদি একশটি ভেড়া থাকে, আর তাদের মধ্যে একটি হারিয়ে যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটাকে রেখে, পাহাড়ে গিয়ে ঐ হারানো ভেড়াটির খোঁজ করে না? 13আর যদি সে কোন ভাবে সেটি পায়, তবে আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে নিরানব্বইটা হারিয়ে যায় নি, তাদের থেকে সে বেশি আনন্দ করে যেটা সে হারিয়ে ফেলেছিল সেটিকে খুঁজে পেয়ে। 14তেমনি এই ছোট শিশুদের মধ্যে একজনও যে ধ্বংস হয়, তা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা নয়।15আর যদি তোমার ভাই তোমার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ করে, তবে তাঁর কাছে যাও এবং গোপনে তাঁর সেই দোষ তাঁকে বুঝিয়ে দাও। সে যদি তোমার কথা শোনে, তবে তুমি আবার তোমার ভাইকে ফিরে পেলে। 16কিন্তু যদি সে না শোনে, তবে আরও দুই একজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন “দুই কিম্বা তিনজন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা সঠিক প্রমাণিত করা হয়।”17আর যদি সে তাদের কথা অমান্য করে, তখন মণ্ডলীকে বল, আর যদি মণ্ডলীর কথাও অমান্য করে তবে সে তোমার কাছে অযিহুদী লোকের ও কর আদায়কারীদের মতো হোক।18আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা কিছু বাঁধবে, তা স্বর্গে বাঁধা হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু খুলবে তা স্বর্গে খোলা হবে। 19আমি তোমাদের কে সত্য বলছি, পৃথিবীতে তোমাদের মধ্যে দুই জন যদি একমত হয়ে কোন বিষয় নিয়ে প্রার্থনা কর, তবে আমার স্বর্গের পিতা তোমাদের জন্য তা পূরণ করবেন। 20কারণ যেখানে দুই কি তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত আছি।21তখন পিতর যীশুর কাছে এসে বললেন, "প্রভু, আমার ভাই আমার কাছে অপরাধ করলে কত বার আমি তাকে ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত কি?" 22যীশু তাঁকে বললেন, "তোমাকে বলছি, সাতবার পর্যন্ত না, কিন্তু সত্তর গুণ সাতবার পর্যন্ত।"23এজন্য স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার সমান, যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসাব নিতে চাইলেন। 24তিনি হিসাব আরম্ভ করলে তখন এক জনকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হল, যে তাঁর কাছে দশ হাজার তালন্ত (এক তালন্ত সমান পনেরো বৎসরের পারিশ্রমিকের ছেয়েও বেশী) ঋণ নিয়েছিল। 25কিন্তু তার শোধ করার সামর্থ না থাকায় তার প্রভু তাকে ও তার স্ত্রী, সন্তানদের এবং সব কিছু বিক্রি করে আদায় করতে আদেশ দিলেন।26তাতে সেই দাস তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করে বলল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সব কিছু শোধ করব। 27তখন সেই দাসকে দেখে তার রাজার করুণা হল ও তাকে মুক্ত করলেন এবং তার ঋণ ক্ষমা করলেন।28কিন্তু সেই দাস বাইরে গিয়ে তার সহদাসদের মধ্য এক জনকে দেখতে পেল, যে তার একশ সিকি ধার নিয়েছিল, সে তার গলাটিপে ধরে বলল, "তুই যা ধার নিয়েছিস, তা শোধ কর।" 29তখন তার দাস তার পায়ে পড়ে অনুরোধের সঙ্গে বলল, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋণ শোধ করব।30তবুও সে রাজি হল না, কিন্তু গিয়ে তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখল, যতক্ষণ না সে ঋণ শোধ করে। 31এই ব্যাপার দেখে তার অন্য দাসেরা খুবই দুঃখিত হল, আর তাদের রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয় জানিয়ে দিল।32তখন তাদের রাজা তাকে কাছে ডেকে বললেন, "দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে অনুরোধ করেছিলে বলে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋণ ক্ষমা করেছিলাম, 33আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করেছিলাম, তেমনি তোমার দাসদের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না?"34আর তার রাজা রেগে গিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য জেলখানার রক্ষীদের কাছে তাকে সমর্পণ করলেন, যতক্ষণ না সে সমস্ত ঋণ শোধ করে। 35আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এমন করবেন, যদি তোমরা সবাই হৃদয় থেকে নিজেদের ভাইকে ক্ষমা না কর।

Chapter 19  
1এই সব কথা সমাপ্ত করার পর যীশু গালীল থেকে চলে গেলেন, পরে যর্দন নদীর অন্য পারে যিহূদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হলেন, 2আর অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলো এবং তিনি সেখানে লোকদেরকে সুস্থ করলেন।3আর ফরীশীরা তাঁর কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, "কোনো কারণে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত?" 4তিনি বললেন, "তোমরা কি পড়নি যে, সৃষ্টিকর্তা প্রথমে পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদের সৃষ্টি করেছিলেন?"5আর বলেছিলেন, "এই জন্য মানুষ তার বাবা ও মাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আসক্ত হবে এবং তারা দুই জন এক দেহ হবে?" 6সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু এক দেহ। অতএব ঈশ্বর যাদেরকে এক করেছেন, মানুষ যেন তাদের আলাদা না করে।7তারা তাঁকে বলল, "তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়ে ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন?" 8তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের হৃদয় কঠিন বলে মোশি তোমাদের নিজের নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু একদম প্রথম থেকে এমন ছিল না।" 9আর আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ ব্যভিচার ছাড়া অন্য কারণে নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে এবং অন্য কাউকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিয়ে করে, সেও ব্যভিচার করে।10শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ যদি এই রকম হয়, তবে তো বিয়ে না করাই ভাল। 11তিনি তাঁদের বললেন, সবাই এই কথা মানতে পারে না, কিন্তু যাদেরকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তারাই এমন পারে। 12আর এমন নপুংসক আছে, যারা মায়ের গর্ভেই তেমন হয়েই জন্ম নিয়েছে, আর এমন নপুংসক আছে, যাদেরকে মানুষে নপুংসক করেছে, আর এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেদেরকে নপুংসক করেছে। যে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, সে গ্রহণ করুক।13তখন কতগুলি শিশুকে তাঁর কাছে আনা হল, যেন তিনি তাদের উপরে তাঁর হাত রাখেন ও প্রার্থনা করেন, তাতে শিষ্যেরা তাদের ধমক দিতে লাগলেন। 14কিন্তু যীশু বললেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না, কারণ স্বর্গরাজ্য এই রকম লোকেদেরই।" 15পরে তিনি শিশুদের উপরে হাত রাখলেন এবং সেখান থেকে চলে গেলেন।16দেখো, এক ব্যক্তি এসে যীশুকে বলল, "হে গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমি কি ধরনের ভাল কাজ করব?" 17যীশু তাকে বললেন, "কি ভালো তার বিষয়ে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছ? ভালো মাত্র একজনই আছেন।" কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে সমস্ত আদেশ পালন কর।18সে বলল, "কোন কোন আজ্ঞা?" যীশু বললেন, "এগুলি, “মানুষ হত্যা করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, 19তোমার বাবা ও মাকে সম্মান কর এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসো।"20সেই যুবক তাঁকে বলল, "আমি এই সব পালন করেছি, এখন আমার আর কি ত্রুটি আছে?" 21যীশু তাকে বললেন, "যদি তুমি সিদ্ধ হতে চাও, তবে চলে যাও, আর তোমার যা আছে, বিক্রি কর এবং গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে, আর এস, আমাকে অনুসরণ কর।' 22কিন্তু এই কথা শুনে সেই যুবক দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।23তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ধনীদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা খুবই কঠিন।" 24আবার তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে একজন ধনীর প্রবেশ করার থেকে বরং ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সহজ।25এই কথা শুনে শিষ্যেরা খুবই আশ্চর্য্য হলেন, বললেন, "তবে কে পাপের পরিত্রাণ পেতে পারে?" 26যীশু তাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যা মানুষের কাছে অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব।" 27তখন পিতর এর উত্তরে তাঁকে বললেন, "দেখুন, আমরা সব কিছুই ত্যাগ করে আপনার অনুসরণকারী হয়েছি, আমরা তবে কি পাব?"28যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যতজন আমার অনুসরণকারী হয়েছ, আবার যখন সব কিছু নতুন করে সৃষ্টি হবে, যখন মনুষ্যপুত্র তাঁর মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে।"29আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাড়ি, কি ভাই, কি বোন, কি বাবা, কি মা, কি সন্তান, কি জমি ত্যাগ করেছে, সে তার একশোগুন পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। 30কিন্তু অনেকে এমন লোক যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে এবং যারা শেষের, এমন অনেক লোক তারা প্রথম হবে।

Chapter 20

1কারণ স্বর্গরাজ্য এমন একজন জমির মালিকের মতো, যিনি সকালে তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে মজুর নিযুক্ত করার জন্য বাইরে গেলেন। 2তিনি মজুরদের এক দিনের মজুরির সমান বেতন দেবেন বলে স্থির করে তাদের তাঁর আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করার জন্য পাঠালেন।3পরে তিনি সকাল ন'টার সময়ে বাইরে গিয়ে দেখলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, 4তিনি তাদের বললেন, "তোমরাও আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ করতে যাও, যা ন্যায্য মজুরী, তা তোমাদের দেব," তাতে তারা গেল।5আবার তিনি বারোটা ও বিকাল তিনটের সময়েও বাইরে গিয়ে তেমন করলেন। 6পরে বিকেল পাঁচটার সময়ে বাইরে গিয়ে আরও কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তিনি বললেন, "কেন সারা দিন কোন জায়গায় কাজ না করে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?" 7তারা তাঁকে বলল, "কেউই আমাদেরকে কাজে লাগায় নি।" তিনি তাদের বললেন, "তোমরাও আঙ্গুর ক্ষেতে যাও।"8পরে সন্ধ্যা হলে সেই আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক তাঁর কর্মচারীকে বললেন, "মজুরদের ডেকে মজুরী দাও, শেষজন থেকে আরম্ভ করে প্রথমজন পর্যন্ত দাও।" 9তাতে যারা বিকেল পাঁচটার সময়ে কাজে লেগেছিল, তারা এসে এক একজন এক দিনের মজুরী পেল। 10যারা প্রথমে কাজে লেগেছিল, তারা এসে মনে করল, আমরা বেশি পাব, কিন্তু তারাও একদিনের মজুরী পেল।11এবং তারা সেই জমির মালিকের বিরুদ্ধে বচসা করে বলতে লাগল, 12"শেষের এরা তো এক ঘন্টা মাত্র খেটেছে, আমরা সমস্ত দিন খেটেছি ও রোদে পুড়েছি, আপনি এদেরকে আমাদের সমান মজুরী দিলেন।"13তিনি এর উত্তরে তাদের এক জনকে বললেন, "বন্ধু! আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করিনি, তুমি কি আমার কাছে এক দিনের মজুরীতে কাজ করতে রাজি হওনি?" 14তোমার যা পাওনা, তা নিয়ে চলে যাও, আমার ইচ্ছা, তোমাকে যা, ঐ শেষের জনকেও তাই দেব।15আমার নিজের যা, তা নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার কি আমার উচিত নয়? না আমি দয়ালু বলে তোমার হিংসা হচ্ছে? 16এইভাবেই যারা শেষের, তারা প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে।17পরে যখন যীশু যিরূশালেম যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন, তখন তিনি সেই বারো জন শিষ্যকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেলেন এবং রাস্তায় তাঁদের বললেন, 18"দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাচ্ছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের হাতে সমর্পিত হবেন, তারা তাঁকে মৃত্যুদন্ডের জন্য দোষী করবে, 19এবং ঠাট্টা করার জন্য, চাবুক মারার ও ক্রুশে দেওয়ার জন্য অযীহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেবে, পরে তিনি তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।"20তখন সিবদিয়ের স্ত্রী, তাঁর দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে প্রণাম করে তাঁর কাছে কিছু চাইলেন। 21তিনি তাঁকে বললেন, "তুমি কি চাও?" তিনি বললেন, "আদেশ করুন, যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই ছেলের একজন আপনার ডান দিকে, আর একজন বাম দিকে বসতে পারে।"22কিন্তু যীশু এর উত্তরে বললেন, "তোমরা কি চাইছ, তা বোঝ না, আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার?" তাঁরা বললেন, "আমরা পারব।" 23তিনি তাঁদের বললেন, "যদিও তোমরা আমার পাত্রে পান করবে, কিন্তু যাদের জন্য আমার পিতা স্থান প্রস্তুত করে রেখেছেন, তারা ছাড়া আর কাউকেই আমার ডান পাশে ও বাঁ পাশে বসানোর অধিকার আমার নেই।" 24এই কথা শুনে অন্য দশ জন শিষ্য ঐ দুই ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন।25কিন্তু যীশু তাঁদের কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা জান, অযীহুদী জাতির শাসনকর্তারা তাদের উপরে রাজত্ব করে এবং যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে।" 26তোমাদের মধ্যে তেমন হবে না, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের মধ্য সেবক হবে, 27এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে তোমাদের দাস হবে, 28যেমন মনুষ্যপুত্র সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে এসেছে এবং মানুষের জন্য নিজের জীবন মুক্তির মূল্য হিসাবে দিতে এসেছেন।29পরে যিরীহো থেকে যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের বের হওয়ার সময়ে অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 30আর দেখ, দুই জন অন্ধ পথের পাশে বসেছিল, সেই পথ দিয়ে যীশু যাচ্ছেন শুনে তারা চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।" 31তাতে লোকেরা চুপ চুপ বলে তাদের ধমক দিল, কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলল, "প্রভু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।"32তখন যীশু থেমে, তাদের ডাকলেন, "আর বললেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করব?" 33তারা তাঁকে বলল, "প্রভু, আমাদের চোখ যেন ঠিক হয়ে যায়।" 34তখন যীশুর করুণা হল এবং তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন, আর তখনই তারা দেখতে পেল ও তাঁর পেছন পেছন চলল।

Chapter 21  
1পরে যখন তাঁরা যিরূশালেমের কাছে জৈতুন পাহাড়ে, বৈৎফগী গ্রামে এলেন, তখন যীশু দুই জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন, 2তাঁদের বললেন, "তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও, আর সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, একটি গর্দ্দভী বাঁধা আছে, আর তার সঙ্গে একটি বাচ্চা তাদের খুলে আমার কাছে আন। 3আর যদি কেউ, তোমাদের কিছু বলে, তবে বলবে, এদেরকে প্রভুর প্রয়োজন আছে, তাতে সে তখনই তাদের পাঠিয়ে দেবে।"4এমনটি হল যেন এর দ্বারা ভাববাদীর ভাববাণী পূর্ণ হয়, 5"তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বল, দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি নম্র, ও গর্দ্দভ-শাবকের উপরে বসে আসছেন।"6পরে ঐ শিষ্যেরা গিয়ে যীশুর আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন, 7গর্দ্দভীকে ও শাবকটিকে আনলেন এবং তাদের উপরে নিজেদের বস্ত্র পেতে দিলেন, আর তিনি তাদের উপরে বসলেন। 8আর ভিড়ের মধ্যে অধিকাংশ লোক নিজের নিজের কাপড় রাস্তায় পেতে দিল এবং অন্য অন্য লোকেরা গাছের ডাল কেটে রাস্তায় ছড়িয়ে দিল।9আর যে সমস্ত লোক তাঁর আগে ও পিছনে যাচ্ছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, হোশান্না দায়ূদ-সন্তান, ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসছেন, স্বর্গেও হোশান্না। 10আর তিনি যিরূশালেমে প্রবেশ করলে সারা শহরে কোলাহল সৃষ্টি হয়ে গেল সবাই বলল, "উনি কে?" 11তাতে লোকেরা বলল, "উনি সেই ভাববাদী, গালীলের নাসরতীয় যীশু।"12পরে যীশু ঈশ্বরের উপাসনা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যত লোক মন্দিরে কেনা বেচা করছিল, সেই সবাইকে বের করে দিলেন এবং যারা টাকা বদল করার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা পায়রা বিক্রি করছিল, তাদের সব কিছু উল্টিয়ে ফেললেন, 13আর তাদের বললেন, "লেখা আছে, আমার ঘরকে প্রার্থনার ঘর বলা হবে," কিন্তু তোমরা এটাকে 'ডাকাতদের গুহায় পরিণত করেছো'। 14পরে অন্ধেরা ও খোঁড়ারা মন্দিরে তাঁর কাছে এলো, আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন।15কিন্তু প্রধান যাজকগণ ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁর সমস্ত আশ্চর্য্য কাজ দেখে এবং যে ছেলেমেয়েরা ‘হোশান্না দায়ূদ-সন্তান,’ বলে মন্দিরে চিৎকার করছিল তাদের দেখে রেগে গেল, 16এবং তাঁকে বলল, "শুনছ, এরা কি বলছে?" যীশু তাদের বললেন, "হ্যাঁ, তোমরা কি কখনও পড়নি যে, তুমি ছোট শিশু ও দুধ খাওয়া বাচ্চার মুখ থেকে প্রশংসার ব্যবস্থা করেছ?" 17পরে তিনি তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়ায় গেলেন, আর সেই জায়গায় রাতে থাকলেন।18সকালে শহরে ফিরে আসার সময় তাঁর খিদে পেল। 19রাস্তার পাশে একটি ডুমুরগাছ দেখে তিনি তার কাছে গেলেন এবং পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, "আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক", আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকিয়ে গেল।20তা দেখে শিষ্যেরা আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "ডুমুরগাছটা হঠাৎ শুকিয়ে গেল কিভাবে?" 21যীশু এর উত্তরে তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে, আর সন্দেহ না কর, তবে তোমরা খালি ডুমুরগাছের প্রতি এমন করতে পারবে, তা নয়, কিন্তু এই পাহাড়কেও যদি বল, উপড়িয়ে যাও, আর সমুদ্রে গিয়ে পড়, তাই হবে।" 22আর তোমরা প্রার্থনায় বিশ্বাসের সঙ্গে যা কিছু চাইবে, সে সব কিছু পাবে।23পরে যীশু মন্দিরে এলেন এবং যখন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, সে সময়ে প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমি কোন ক্ষমতায় এই সব করছ? আর কেই বা তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?" 24যীশু উত্তরে তাদের বললেন, "আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা আমাকে উত্তর দাও, তা হলে আমি তোমাদের বলবো, কোন ক্ষমতায় এসব করছি।"25যোহনের বাপ্তিষ্ম কোথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গরাজ্য থেকে না মানুষের থেকে? তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, "যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে এ আমাদেরকে বলবে, তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন?" 26আর যদি বলি, "মানুষের মাধ্যমে," লোকদের থেকে আমার ভয় আছে কারণ সবাই যোহনকে ভাববাদী বলে মানে। 27তখন তারা যীশুকে বলল, "আমরা জানি না।" তিনিও তাদের বললেন, "তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তা তোমাদের বলব না।"28কিন্তু তোমরা কি মনে কর? এক ব্যক্তির দুটি ছেলে ছিল, তিনি প্রথম জনের কাছে গিয়ে বললেন, "পুত্র, যাও, আজ আঙ্গুর ক্ষেতে কাজ কর।" 29সে বলল, "আমি যাব না," কিন্তু পরে মন পরিবর্তন করে গেল। 30পরে তিনি দ্বিতীয় জনের কাছে গিয়ে তেমনি বললেন। সে বলল, "বাবা আমি যাচ্ছি," কিন্তু সে গেল না।31সেই দুইজনের মধ্যে কে বাবার ইচ্ছা পালন করল? তারা বলল, "প্রথম জন।" যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কর আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করছে।" 32কারণ যোহন ধার্মিকতার পথ দিয়ে তোমাদের কাছে এলেন, আর তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করলে না, কিন্তু কর আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করল, আর তোমরা তা দেখেও এই রকম মন পরিবর্তন করলে না যে, তাঁকে বিশ্বাস করবে।33অন্য আর একটি গল্প শোন, একজন আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক ছিলেন, তিনি আঙ্গুর ক্ষেত করে তার চারিদিকে বেড়া দিলেন, ও তার মধ্যে আঙ্গুর রস বার করার জন্য একটা আঙ্গুর মাড়াবার জন্য গর্ত খুঁড়লেন এবং দেখাশোনা করার জন্য উঁচু ঘর তৈরী করলেন, পরে কৃষকদের হাতে তা জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। 34আর ফল পাবার সময় কাছে এলে তিনি তাঁর ফল সংগ্রহ করার জন্য কৃষকদের কাছে তাঁর দাসদেরকে পাঠালেন।35তখন কৃষকেরা তাঁর দাসদেরকে ধরে কাউকে মারলো, কাউকে হত্যা করল, কাউকে পাথর মারল। 36আবার তিনি আগের থেকে আরও অনেক দাসকে পাঠালেন, তাদের সঙ্গেও তারা সেই রকম ব্যবহার করল। 37অবশেষে তিনি তাঁর ছেলেকে তাদের কাছে পাঠালেন, বললেন, "তারা আমার ছেলেকে সম্মান করবে।"38কিন্তু কৃষকেরা মালিকের ছেলেকে দেখে বলল, "এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এসো, আমরা একে মেরে ফেলে এর উত্তরাধিকার কেড়ে নিই।" 39পরে তারা তাঁকে ধরে আঙ্গুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে বধ করল।40অতএব আঙ্গুুর ক্ষেতের মালিক যখন আসবেন, তখন সেই চাষীদের কে কি করবেন? 41তারা তাঁকে বলল, "মালিক সেই মন্দ লোকেদেরও একেবারে ধ্বংস করবেন এবং সেই ক্ষেত এমন অন্য কৃষকদেরকে জমা দেবেন, যারা ফলের সময়ে তাঁকে ফল দেবে।'42যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি কখনও শাস্ত্রে পড়নি, যে পাথরটাকে মিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছিল, সেই পাথরটাই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠল, প্রভু ঈশ্বর এই কাজ করেছেন, আর এটা আমাদের চোখে সত্যিই খুব আশ্চর্য্য কাজ?"43এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, "তোমাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তার ফল দেবে।" 44আর এই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে ভগ্ন হবে, কিন্তু এই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চূরমার করে ফেলবে।45তাঁর এই সব গল্প শুনে প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা বুঝল যে, তিনি তাদেরই বিষয় বলছেন। 46আর তারা যীশুকে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা জনগণকে ভয় পেলো, কারণ লোকে তাঁকে ভাববাদী বলে মানত।

Chapter 22  
1যীশু আবার গল্পের মাধ্যমে কথা বললেন, তিনি তাদের বললেন, 2স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার মতো, যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ আয়োজন করলেন। 3সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু লোকেরা আসতে চাইল না।4তাতে তিনি আবার অন্য দাসদের পাঠালেন, বললেন, "নিমন্ত্রিত লোকদেরকে বল, দেখ, আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি, আমার অনেক বলদ ও হৃষ্টপুষ্ট পশু সব মারা হয়েছে, সব কিছুই প্রস্তুত, তোমরা বিয়ের ভোজে এসো।"5কিন্তু তারা অবহেলা করে কেউ তার ক্ষেতে, কেউ বা তার নিজের কাজে চলে গেল। 6অবশিষ্ট সবাই তাঁর দাসদের ধরে অপমান করল ও বধ করল। 7তাতে রাজা প্রচন্ড রেগে গেলেন এবং সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে সেই হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।8পরে তিনি তাঁর দাসদের বললেন, "বিয়ের ভোজ তো প্রস্তুত, কিন্তু ঐ নিমন্ত্রিত লোকেরা এর যোগ্য ছিল না, 9অতএব তোমরা রাজপথের মাথায় মাথায় গিয়ে যত লোকের দেখা পাও, সবাইকে বিয়ের ভোজে ডেকে আন।" 10তাতে ঐ দাসেরা রাজপথে গিয়ে ভাল মন্দ যত লোকের দেখা পেল, সবাইকেই সংগ্রহ করে আনল, তাতে বিয়ে বাড়ি অতিথিতে পরিপূর্ণ হল।11পরে রাজা অতিথিদের দেখার জন্যে ভিতরে এসে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, যার গায়ে বিয়ে বাড়ির পোশাক ছিল না, 12তিনি তাকে বললেন, "হে বন্ধু, তুমি কেমন করে বিয়ে বাড়ির পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করলে?" সে উত্তর দিতে পারল না।13তখন রাজা তাঁর চাকরদের বললেন, "ওর হাত পা বেঁধে ওকে বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাও, যেখানে লোকেরা কাঁদবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে। 14যদিও অনেককেই ডাকা হয়েছে, কিন্তু অল্পই মনোনীত।"15তখন ফরীশীরা গিয়ে পরিকল্পনা করল, কিভাবে তাঁকে কথার ফাঁদে ফেলা যায়। 16আর তারা হেরোদীয়দের সঙ্গে তাদের শিষ্যদের দিয়ে তাঁকে বলে পাঠাল, "গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যবাদী এবং সঠিক ভাবে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিচ্ছেন এবং আপনি কাউকে ভয় পাননা, কারণ আপনি লোকেরা কে কি বলল সে কথায় বিচার করবেন না। 17ভাল, আমাদের বলুন, আপনার মত কি? কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না?"18কিন্তু যীশু তাদের ফাঁদ বুঝতে পেরে বললেন, "ভণ্ডরা, আমার পরীক্ষা কেন করছ? 19সেই করের পয়সা আমাকে দেখাও।" তখন তারা তাঁর কাছে একটি দিনার আনল।20তিনি তাদের বললেন, "এই মূর্তি ও এই নাম কার?" তারা বলল, "কৈসরের।" 21তখন তিনি তাদের বললেন, "তবে কৈসরের যা কিছু, তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা কিছু, তা ঈশ্বরকে দাও।" 22এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য্য হল এবং তাঁর কাছ থেকে চলে গেল।23সেই দিন সদ্দূকীরা, যারা বলে মৃত্যু থেকে জীবিত হয় না, তারা তাঁর কাছে এলো। 24এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "গুরু, মোশি বললেন, কেউ যদি সন্তান ছাড়া মারা যায়, তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে তার ভাইয়ের জন্য বংশ রক্ষা করবে।25ভাল, আমাদের মধ্যে কোনো একটি পরিবারে সাতটি ভাই ছিল, প্রথম জন বিয়ের পর মারা গেল এবং সন্তান না হওয়ায় তার ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল। 26এইভাবেই দ্বিতীয় জন তৃতীয় জন করে সাত জনই তাকে বিয়ে করল। 27সবার শেষে সেই স্ত্রীও মরে গেল। 28অতএব মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সময় ঐ সাত জনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? সবাই তো তাকে বিয়ে করেছিল।"29কিন্তু যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, "তোমরা ভুল বুঝছ, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের ক্ষমতা, 30কারণ মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে লোকে বিয়ে করে না এবং তাদের বিয়ে দেওয়াও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতদের মতো থাকে।31কিন্তু মৃতদের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার বিষয়ে ঈশ্বর তোমাদের যা বলেছেন, তা কি তোমরা শাস্ত্রে পড়নি?" 32তিনি বলেন, "আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর, ও যাকোবের ঈশ্বর," (এই লোকগুলির মৃত্যুর অনেক পরে ঈশ্বর এই কথাগুলি বলেছেন) ঈশ্বর মৃতদের নন, কিন্তু জীবিতদের। 33এই কথা শুনে লোকেরা তাঁর শিক্ষাতে অবাক হয়ে গেল।34ফরীশীরা যখন শুনতে পেল, তিনি সদ্দূকীদের নিরুত্তর করেছেন, তখন তারা একসঙ্গে এসে জুটল। 35আর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি, একজন ব্যবস্থার গুরু, পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 36"গুরু, ব্যবস্থার মধ্যে কোন আদেশটি মহান?"37তিনি তাকে বললেন, "তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে," 38এটা মহান ও প্রথম আদেশ।39আর দ্বিতীয় আদেশটি হলো, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।" 40এই দুটি আদেশেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদীদের বই নির্ভর করে।41আর ফরীশীরা একত্র হলে যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 42"খ্রীষ্টের বিষয়ে তোমাদের কি মনে হয়, তিনি কার সন্তান?" তারা বলল, "দায়ূদের।"43তিনি তাদের বললেন, "তবে দায়ূদ কিভাবে আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন?" তিনি বলেন,- 44"প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডান পাশে বস, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পা রাখার জায়গায় পরিণত করি।"45অতএব দায়ূদ যখন তাঁকে প্রভু বলেন, তখন তিনি কিভাবে তাঁর সন্তান? 46তখন কেউ তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারল না, আর সেই দিন থেকে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে কারও সাহস হল না।

Chapter 23  
1তখন যীশু লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, 2"ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসেন। 3অতএব তাঁরা তোমাদের যা কিছু করতে বললেন, তা পালন করবে এবং তা মেনে চলবে, কিন্তু তাদের কাজের মতো কাজ করবে না, কারণ তারা যা বলে, তারা নিজেরা সেগুলো করে না।4তারা ভারী ও কঠিন বোঝা বেঁধে লোকদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়, কিন্তু নিজেরা আঙ্গুল দিয়েও তা সরাতে চায় না। 5তারা লোকদেরকে দেখানোর জন্যই তাদের সমস্ত কাজ করে, তারা নিজেদের জন্য শাস্ত্রের বাক্য লেখা বড় কবচ তৈরী করে এবং বস্ত্রের ঝালর বড় করে,6আর ভোজে প্রধান স্থান, সমাজঘরে প্রধান প্রধান আসন তারা ভালবাসে, 7হাটে বাজারে শুভেচ্ছা জানায় এবং লোকের কাছে রব্বি (গুরু) বলে সম্মান সূচক অভিবাদন পেতে খুব ভালবাসে।"8কিন্তু তোমরা ‘শিক্ষক’ বলে সম্ভাষিত হয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজন এবং তোমরা সবাই তার ভাই। 9আর পৃথিবীতে কাউকেও ‘পিতা’ বলে ডেকো না, কারণ তোমাদের পিতা একজন, যিনি স্বর্গে থাকেন। 10তোমরা ‘শিক্ষক’ বলে সম্ভাষিত হয়ো না, কারণ তোমাদের গুরু একজন, তিনি খ্রীষ্ট।11কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের সেবক হবে। 12আর যে কেউ, নিজেকে উঁচু করে, তাকে নীচু করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে নীচু করে, তাকে উঁচু করা হবে।13কিন্তু ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ তোমরা লোকেদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দরজা বন্ধ করে থাক, 14নিজেরাও তাতে প্রবেশ কর না এবং যারা প্রবেশ করতে আসে, তাদেরও প্রবেশ করতে দাও না। 15ধর্মশিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ এক জনকে ইহূদি ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য তোমরা সমুদ্রে ও বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে থাক, আর যখন কেউ হয়, তখন তাকে তোমাদের থেকেও দ্বিগুন নরকের যোগ্য করে তোলো।16অন্ধ পথ পরিচালনাকারীরা, ধিক তোমাদের! তোমরা বলে থাক, কেউ মন্দিরের দিব্যি করে তা পালন না করলে তা কিছুই নয়, কিন্তু কেউ মন্দিরের সোনার দিব্যি করলে তাতে সে আবদ্ধ হল। 17তোমরা মূর্খেরা ও অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটি শ্রেষ্ঠ? সোনা, না সেই মন্দির, যা সেই সোনাকে পবিত্র করেছে?18আরও বলে থাক, কেউ যজ্ঞবেদির দিব্যি করলে তা কিছুই নয়, কিন্তু কেউ যদি তার উপরের উপহারের দিব্যি করে, তবে সে তার দিব্যিতে আবদ্ধ হল। 19তোমরা অন্ধেরা, বল দেখি, কোনটি শ্রেষ্ঠ? উপহার না সেই যজ্ঞবেদি, যা উপহারকে পবিত্র করে?20যে ব্যক্তি যজ্ঞবেদির দিব্যি করে, সে তো বেদির ও তার উপরের সবকিছুরই দিব্যি করে। 21আর যে মন্দিরের দিব্যি করে, সে মন্দিরের, যিনি সেখানে বাস করেন, তাঁরও দিব্যি করে। 22আর যে স্বর্গের দিব্যি করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসনের এবং যিনি তাতে বসে আছেন, তাঁরও দিব্যি করে।23ধর্মশিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ তোমরা পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়ে থাক, আর ব্যবস্থার মধ্যে প্রধান বিষয়, ন্যায়বিচার, দয়া ও বিশ্বাস ত্যাগ করেছ, কিন্তু এ সব পালন করা এবং ঐ গুলিও ত্যাগ না করা, তোমাদের উচিত ছিল। 24অন্ধ পথ পরিচালনাকারীরা, তোমরা মশা ছেঁকে ফেল, কিন্তু উট গিলে খাও!25ধর্মশিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ তোমরা পান করার পাত্র ও খাওয়ার পাত্রের বাইরে পরিষ্কার করে থাক, কিন্তু সেগুলির ভেতরে দৌরাত্ম্য ও অন্যায়ে ভরা। 26অন্ধ ফরীশীরা, আগে পান পাত্রের ও খাওয়ার পাত্রের ভেতরেও পরিষ্কার কর, যেন তা বাইরেও পরিষ্কার হয়।27ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের মতো, যা বাইরে দেখতে খুবই সুন্দর, কিন্তু ভেতরে মরা মানুষের হাড় ও সব রকমের অশুচিতায় ভরা। 28একইভাবে তোমরাও বাইরে লোকদের কাছে নিজেদের ধার্মিক বলে দেখিয়ে থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা ভণ্ড ও পাপে পরিপূর্ণ।29ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, হে ভণ্ডরা, ধিক তোমাদের! কারণ তোমরা ভাববাদীদের কবর গেঁথে থাক এবং ধার্মিকদের সমাধি স্তম্ভ সাজিয়ে থাক, আর তোমরা বল, 30আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে থাকতাম, তবে আমরা ভাববাদীদের রক্তপাতে তাঁদের সহভাগী হতাম না। 31অতএব, তোমরা নিজেদের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, যারা ভাববাদীদের বধ করেছিল, তোমরা তাদেরই সন্তান।32তোমরাও তোমাদের পূর্বপুরুষদের পাপের পরিমাণ পূর্ণ করছ। 33হে সাপের দল, কালসাপের বংশেরা, তোমরা কেমন করে বিচারে নরকদন্ড এড়াবে?34অতএব, দেখ, আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, জ্ঞানবান ও ব্যবস্থার শিক্ষকদের পাঠাব, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে তোমরা বধ করবে ও ক্রুশে দেবে, কয়েকজনকে তোমাদের সমাজঘরে চাবুক মারবে এবং এক শহর থেকে আর এক শহরে তাড়া করবে, 35যেন পৃথিবীতে যত ধার্মিক লোকের রক্তপাত হয়ে আসছে, সে সকলের দন্ড তোমাদের উপরে আসে, সেই ধার্মিক হেবলের রক্তপাত থেকে, বরখিয়ের ছেলে যে সখরিয়কে তোমরা ঈশ্বরের মন্দিরের ও যজ্ঞবেদির মাঝখানে বধ করেছিলে, তাঁর রক্তপাত পর্যন্ত। 36আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের উপরে এসমস্ত দন্ড আসবে।37যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীদেরকে বধ করেছ ও তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের তোমরা পাথর মেরে থাক! মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে একত্র করে, তেমন আমিও কত বার তোমার সন্তানদের একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা রাজি হলে না। 38দেখ, তোমাদের বাড়ি, তোমাদের জন্য খালি হয়ে পড়ে থাকবে। 39কারণ আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এখন থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না, যত দিন পর্যন্ত তোমরা না বলবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন।”

Chapter 24

1পরে যীশু ঈশ্বরের গৃহ থেকে বের হয়ে নিজের রাস্তায় চলেছেন, এমন সময়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে মন্দিরের গাঁথনিগুলি দেখানোর জন্য কাছে গেলেন। 2কিন্তু তিনি তাঁদের উত্তর করে বললেন, "তোমরা কি এই সব দেখছ না? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই মন্দিরের একটা পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না, সব কিছুই ধ্বংস হবে।"3পরে তিনি জৈতুন পর্বতের উপরে বসলে শিষ্যেরা গোপনে তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাদেরকে বলুন দেখি, এই সব ঘটনা কখন ঘটবে? আর আপনার আবার ফিরে আসার এবং যুগ শেষ হওয়ার চিহ্ন কি?" 4যীশু এর উত্তরে তাঁদের বললেন, "সাবধান হও, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়। 5কারণ অনেকেই আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ঠকাবে।6আর তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের গুজব শুনবে, দেখো, অস্থির হয়ো না, কারণ এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও এর শেষ নয়। 7কারণ এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে। জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প ও দূর্ভিক্ষ হবে। 8কিন্তু এই সবই যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।9সেই সময়ে লোকেরা কষ্ট দেবার জন্য তোমাদের সমর্পণ করবে, ও তোমাদের বধ করবে, আর আমার নামের জন্য সমস্ত জাতি তোমাদের ঘৃণা করবে। 10আর সেই সময় অনেকে বিশ্বাস ছেড়ে চলে যাবে, একজন অন্য জনকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করবে, একে অন্যকে ঘৃণা করবে। 11আর অনেক ভণ্ড ভাববাদী আসবে এবং অনেককে ভোলাবে।12কারণ অধর্ম বৃদ্ধি হওয়াতে অধিকাংশ লোকের প্রেম শীতল হয়ে যাবে। 13কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সে উদ্ধার পাবে। 14আবার সব জাতির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য রাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচার করা হবে, আর তখন শেষ সময় উপস্থিত হবে।15অতএব যখন তোমরা দেখবে, ধ্বংসের যে ঘৃণার জিনিসের বিষয়ে দানিয়েল ভাববাদী বলেছেন, যা পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে আছে, যে ব্যক্তি এই বিষয়ে পড়ে সে বুঝুক, 16তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে, তারা পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়ে যাক, 17যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য নীচে না নামুক, 18আর যে কেউ ক্ষেতে থাকে, সে তার পোশাক নেওয়ার জন্য পেছনে ফিরে না যাক।19হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং যাদের কোলে দুধের বাচ্চা তাদের খুবই কষ্ট হবে! 20আর প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের শীতকালে কিম্বা বিশ্রামবারে পালাতে না হয়। 21কারণ সেসময় এমন “মহাসংকট উপস্থিত হবে, যা জগতের আরম্ভ থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি, আর কখনও হবেও না। 22আর সেই দিনের সংখ্যা যদি কমিয়ে দেওয়া না হত, তবে কোন মানুষই উদ্ধার পেত না, কিন্তু যারা মনোনীত তাদের জন্য সেই দিনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে।23তখন যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে, তোমরা বিশ্বাস কর না। 24কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উঠবে এবং এমন মহান মহান চিহ্ন ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাজ দেখাবে যে, যদি হতে পারে, তবে মনোনীতদেরও ভোলাবে। 25দেখ, আমি আগেই তোমাদের বললাম।26অতএব লোকে যদি তোমাদের বলে, ‘দেখ, তিনি মরুপ্রান্তরে’ তোমরা মরুপ্রন্তরে যেও না, ‘দেখ, তিনি গোপন ঘরে,’ তোমরা বিশ্বাস করো না। 27কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিক থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমন ভাবেই মনুষ্যপুত্রের আগমনও হবে। 28যেখানে মৃতদেহ থাকে সেইখানে শকুন জড়ো হবে।29আর সেই সময়ের সংকটের পরেই “সূর্য্য অন্ধকার হবে, চাঁদও জ্যোৎস্না দেবে না, আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে ও আকাশমন্ডলের সমস্ত ক্ষমতা কেপেউঠবে।30আর তখন মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা যাবে, আর তখন পৃথিবীর সমস্ত জাতি বিলাপ করবে এবং মনুষ্যপুত্রকে আকাশে মেঘরথে পরাক্রম ও মহা প্রতাপে আসতে দেখবে। 31আর তিনি মহা তূরীধ্বনির সঙ্গে তাঁর দূতদের পাঠাবেন, তাঁরা আকাশের এক সীমা থেকে আর এক সীমা পর্যন্ত, চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের একত্রিত করবেন।32ডুমুরগাছের গল্প থেকে শিক্ষা নাও, যখন তার ডালে কচি পাতা বের হয়, তখন তোমরা জানতে পার, গ্রীষ্মকাল এসে গেছে, 33তেমনি তোমরা ঐ সব ঘটনা দেখলেই জানবে, তিনিও আসছেন, এমনকি, দরজার কাছে উপস্থিত।34আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই যুগের লোকদের লোপ হবে না, যে পর্যন্ত না এ সমস্ত কিছু পূর্ণ হয়। 35আকাশের ও পৃথিবীর লোপ হবে কিন্তু আমার বাক্যের লোপ কখনও হবে না।36কিন্তু সেই দিনের ও সেই মুহূর্তের বিষয় কেউই জানে না, এমনকি স্বর্গ দূতেরাও জানে না, পুত্রও জানে না, শুধু পিতা জানেন।37যেমন নোহের সময়ে হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনও তেমন হবে। 38কারণ বন্যা আসার আগে থেকে, জাহাজে নোহের প্রবেশের দিন পর্যন্ত, লোকে যেমন খাওয়া দাওয়া করত, বিয়ে করত, ও বিয়ে দিয়েছে। 39এবং ততক্ষণ বুঝতে পারল না, যতক্ষণ না বন্যা এসে সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তেমন মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময়েও হবে।40তখন দুই জন ক্ষেতে থাকবে, এক জনকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। 41দুটি মহিলা যাঁতা পিষবে, এক জনকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্য জনকে ছেড়ে দেওয়া হবে। 42অতএব জেগে থাক, কারণ তোমাদের প্রভু কোন্ দিন আসবেন, তা তোমরা জান না।43কিন্তু এটা জেনে রাখো, চোর কোন মুহূর্তে আসবে, তা যদি বাড়ির মালিক জানত, তবে জেগে থাকত, নিজের বাড়িতে সিঁধ কাটতে দিত না। 44এই জন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে সময় তোমরা মনে করবে তিনি আসবেন না, সেই সময়ই মনুষ্যপুত্র আসবেন।"45এখন, সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাসকে, যাকে তার মালিক তাঁর পরিজনের উপরে নিযুক্ত করেছেন, যেন সে তাদের উপযুক্ত সময়ে খাবার দেয়? 46ধন্য সেই দাস, যাকে তার মালিক এসে তেমন করতে দেখবেন। 47আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তাঁর সব কিছুর উপরে নিযুক্ত করবেন।48কিন্তু সেই দুষ্টু দাস যদি তার হৃদয়ে বলে, ‘আমার মালিকের আসবার দেরি আছে,’ 49আর যদি তার দাসদের মারতে এবং মাতাল লোকদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতে, আরম্ভ করে, 50তবে যে দিন সে অপেক্ষা করবে না এবং যে মুহূর্তের আশা সে করবে না, সেই দিন ও সেই মুহূর্তে সেই দাসের মালিক আসবেন, 51আর তাকে দুই খন্ড করে ভণ্ডদের মধ্যে তার স্থান ঠিক করবেন, সে সেই জায়গায় কাঁদবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।

Chapter 25  
1তখন স্বর্গরাজ্য এমন দশটি কুমারীর মতো হবে, যারা নিজের নিজের প্রদীপ নিয়ে বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হল। 2তাদের মধ্যে পাঁচ জন বোকা, আর পাঁচ জন বুদ্ধিমতী ছিল। 3কারণ যারা বোকা ছিল, তারা নিজের নিজের প্রদীপ নিল, কিন্তু সঙ্গে তেল নিল না, 4কিন্তু যারা বুদ্ধিমতী তারা তাদের প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে তেলও নিল।5আর বর্ আসতে দেরি হওয়ায় সবাই ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়ল। 6পরে মাঝ রাতে এই আওয়াজ হল, দেখ, বর! তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হও।7তাতে সেই কুমারীরা সবাই উঠল এবং নিজের নিজের প্রদীপ সাজালো। 8আর বোকা কুমারীরা বুদ্ধিমতিদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদেরকে কিছু দাও, কারণ আমাদের প্রদীপ নিভে যাচ্ছে। 9কিন্তু বুদ্ধিমতীরা বলল, হয়তো তোমাদের ও আমাদের জন্য এই তেলে কুলাবে না, তোমরা বরং বিক্রেতাদের কাছে গিয়ে তোমাদের জন্য তেল কিনে নাও।10তারা তেল কিনতে যাচ্ছে, সেই সময় বর এলো এবং যারা তৈরী ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করল এবং দরজা বন্ধ করে দিল। 11শেষে অন্য সমস্ত কুমারীরাও এলো এবং বলতে লাগল, প্রভু, প্রভু, আমাদেরকে দরজা খুলে দিন। 12কিন্তু তিনি উত্তর করে বললেন, তোমাদের সত্যি বলছি, আমি তোমাদের চিনি না। 13অতএব জেগে থাক, কারণ তোমরা সেই দিন বা সেই মুহূর্ত জান না।14এটা সেই রকম, মনে কর, যে কোন ব্যক্তি বিদেশে যাচ্ছেন, তিনি তাঁর দাসদেরকে ডেকে তাঁর সম্পত্তি তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। 15তিনি এক জনকে পাঁচ তালন্ত, অন্য জনকে দুই তালন্ত এবং আর এক জনকে এক তালন্ত, যার যেমন যোগ্যতা’ তাকে সেইভাবে দিলেন, পরে বিদেশে চলে গেলেন। 16যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে তখনই গেল, তা দিয়ে ব্যবসা করল এবং আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করল।17যে দুই তালন্ত পেয়েছিল, সেও তেমন করে আরও দুই তালন্ত লাভ করল। 18কিন্তু যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সে গিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মালিকের টাকা লুকিয়ে রাখল।19অনেকদিন পরে সেই দাসদের মালিক এলো এবং তাদের কাছে হিসেব নিলেন। 20তখন যে পাঁচ তালন্ত পেয়েছিল, সে এসে আরও পাঁচ তালন্ত এনে বলল, "মালিক, আপনি আমার কাছে পাঁচ তালন্ত দিয়েছিলেন, দেখুন, তা দিয়ে আমি আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি।" 21তার মালিক তাকে বললেন, "বেশ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব, তুমি তোমার মালিকের আনন্দের সহভাগী হও।"22পরে যে দুই তালন্ত পেয়েছিল, সেও এসে বলল, "মালিক, আপনি আমার কাছে দুই তালন্ত দিয়েছিলেন, দেখুন, তা দিয়ে আমি আরও দুই তালন্ত লাভ করেছি।" 23তার মালিক তাকে বললেন, "বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস, তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব, তুমি তোমার মালিকের আনন্দের সহভাগী হও।"24পরে যে এক তালন্ত পেয়েছিল, সেও এসে বলল, "মালিক, আমি জানতাম, আপনি খুবই কঠিন লোক, যেখানে বীজ রোপণ করেননি, সেখানে ফসল কেটে থাকেন ও যেখানে বীজ ছড়ান নি, সেখানে ফসল কুড়িয়ে থাকেন।" 25তাই আমি ভয়ে আপনার তালন্ত মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিলাম, দেখুন, আপনার যা ছিল তাই আপনি পেলেন।"26কিন্তু তার মালিক উত্তর করে তাকে বললেন, "দুষ্টু অলস দাস, তুমি নাকি জানতে, আমি যেখানে বুনিনা, সেখানে কাটি এবং যেখানে ছড়াই না, সেখানে কুড়াই? 27তবে মহাজনদের হাতে আমার টাকা রেখে দেওয়া তোমার উচিত ছিল, তা করলে আমি এসে আমার যা তা সুদের সঙ্গে পেতাম।28অতএব তোমরা এর কাছ থেকে ঐ তালন্ত নিয়ে নাও এবং যার দশ তালন্ত আছে, তাকে দাও, 29কারণ যে ব্যক্তির কাছে আছে, তাকে দেওয়া হবে, তাতে তার আরো বেশি হবে, কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। 30আর তোমরা ঐ অনুপযোগী দাসকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও, সেই জায়গায় সে কাঁদবে ও দাঁতে দাঁত ঘষবে।"31আর যখন মনুষ্যপুত্র সমস্ত দূতদের সঙ্গে নিয়ে নিজের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি তাঁর প্রতাপের সিংহাসনে বসবেন। 32আর সমস্ত জাতি তাঁর সামনে জমায়েত হবে, পরে তিনি তাদের একজন থেকে অন্য জনকে আলাদা করবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগলের পাল থেকে ভেড়া আলাদা করে, 33আর তিনি ভেড়াদের তাঁর ডানদিকে ও ছাগলদেরকে বাঁদিকে রাখবেন।34তখন রাজা তাঁর ডানদিকের লোকদেরকে বলবেন, "এস, আমার পিতার আশীর্বাদ ধন্য পাত্রেরা, জগত সৃষ্টির প্রথম থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, তার অধিকারী হও। 35কারণ যখন আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তখন তোমরা আমাকে খাবার দিয়েছিলে, আর যখন আমি পিপাসিত ছিলাম, তখন আমাকে পান করিয়েছিলে, অতিথি হয়েছিলাম, আর আমাকে থাকার আশ্রয় দিয়েছিলে, 36বস্ত্রহীন হয়েছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরিয়েছিলে, অসুস্থ হয়েছিলাম, আর আমার যত্ন নিয়েছিলে, জেলখানায় বন্দী ছিলাম, আর আমার কাছে এসেছিলে,"37তখন ধার্মিকেরা তাঁকে বলবে, "প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে খেতে দিয়েছিলাম, কিম্বা পিপাসিত দেখে পান করিয়েছিলাম? 38কবেই বা আপনাকে অতিথিরূপে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিম্বা বস্ত্রহীন দেখে বস্ত্র পরিয়েছিলাম? 39কবেই বা আপনাকে অসুস্থ দেখে, কিম্বা জেলখানায় আপনাকে দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম?" 40তখন রাজা এর উত্তরে তাদের বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার এই ভাইদের, এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে এক জনের প্রতি যখন এই সব করেছিলে, তখন আমারই প্রতি করেছিলে।"41পরে তিনি বাঁদিকের লোকদেরকেও বলবেন, "তোমরা শাপগ্রস্ত সবাই, আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবলের ও তার দূতদের জন্য যে অনন্ত আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে যাও। 42কারণ আমি ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে খাবার দাও নি, পিপাসিত হয়েছিলাম, আর আমাকে পান করাও নি, 43অতিথি হয়েছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দাও নি, বস্ত্রহীন ছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাও নি, অসুস্থ ও জেলখানায় ছিলাম, আর আমার যত্ন কর নি।'44তখন তারাও এর উত্তরে বলবে, "প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধার্ত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি অসুস্থ, কি জেলখানায় দেখে আপনার সেবা করিনি?" 45তখন তিনি তাদের উত্তর বলবেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদের কোন এক জনের প্রতি যখন এই সব কর নি, তখন আমারই প্রতি কর নি।" 46পরে তারা অনন্তকালের জন্য শাস্তি পেতে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।

Chapter 26

1তখন যীশু এই সমস্ত কথা শেষ করলেন এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 2"তোমরা জান, দুই দিন পরে নিস্তারপর্ব্ব আসছে, আর মনুষ্যপুত্র ক্রুশে বিদ্ধ হবার জন্য সমর্পিত হবেন।"3তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা কায়াফা মহাযাজকের বাড়ির প্রাঙ্গণে একত্র হল, 4আর এই ষড়যন্ত্র করল, যেন ছলে যীশুকে ধরে বধ করতে পারে। 5কিন্তু তারা বলল, "পর্বের সময় নয়, যদি লোকদের মধ্যে গন্ডগোল বাধে।"6যীশু তখন বৈথনিয়ায় শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল, 7যখন তিনি খেতে বসলেন তখন একটি মহিলা শ্বেত পাথরের পাত্রে খুব মূল্যবান সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর মাথায় সেই তেল ঢেলে দিলেন। 8কিন্তু এই সব দেখে শিষ্যেরা বিরক্ত হয়ে বললেন, "এ অপচয়ের কারণ কি? 9এই তেল অনেক টাকায় বিক্রি করে তা দরিদ্রদেরকে দেওয়া যেত।"10কিন্তু যীশু, এই সব বুঝতে পেরে তাঁদের বললেন, "এই মহিলাটিকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? এ তো আমার জন্য ভালো কাজ করল। 11কারণ দরিদ্ররা তোমাদের কাছে সব সময়ই আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে সবসময় পাবে না।12তাই আমার দেহের উপরে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে দেওয়াতে এ আমার সমাধির উপযোগী কাজ করল। 13আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমস্ত জগতে যে কোন জায়গায় এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেই জায়গায় এর এই কাজের কথাও একে মনে রাখার জন্য বলা হবে।"14তখন বারো জনের মধ্যে একজন, যাকে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা বলা হয়, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে বলল, 15"আমাকে কি দিতে চান, বলুন, আমি তাঁকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করব।" তারা তাকে ত্রিশটা রূপার মুদ্রা গুনে দিল। 16আর সেই সময় থেকে সে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।17পরে তাড়ীশূন্য (খামি বিহীন) রুটির পর্বের প্রথম দিন শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করব? আপনার ইচ্ছা কি?" 18তিনি বললেন, "তোমরা শহরের অমুক ব্যক্তির কাছে যাও, আর তাকে বল, গুরু বলছেন, আমার সময় সন্নিকট, আমি তোমারই বাড়িতে আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব্ব পালন করব।" 19তাতে শিষ্যেরা যীশুর আদেশ মতো কাজ করলেন, ও নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।20পরে সন্ধ্যা হলে তিনি সেই বারো জন শিষ্যের সঙ্গে খেতে বসলেন। 21আর তাঁদের খাওয়ার সময়ে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" 22তখন তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হলো এবং প্রত্যেক জন তাঁকে বলতে লাগলেন, "প্রভু, সে কি আমি?"23তিনি বললেন, "যে আমার সঙ্গে খাবারপাত্রে হাত ডুবাল, সেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" 24মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাবেন, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যার মাধ্যমে মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হবে, সেই মানুষের জন্ম না হলেই তার পক্ষে ভাল ছিল। 25তখন যে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, সেই যিহূদা বলল, "গুরু, সে কি আমি?" তিনি বললেন, "তুমিই বললে।"26পরে তাঁরা খাবার খাচ্ছেন, এমন সময়ে যীশু রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙ্গলেন এবং শিষ্যদের দিলেন, আর বললেন, "নাও, খাও, এটা আমার শরীর।"27পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের দিয়ে বললেন, "তোমরা সবাই এর থেকে পান কর, 28কারণ এটা আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য, পাপ ক্ষমার জন্য ঝরবে।" 29আর আমি তোমাদের বলছি, "এখন থেকে সেই দিন পর্যন্ত আমি এই আঙ্গুরের রস পান করব না, যত দিন না আমি আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করি ও তোমাদের সাথে নতুন আঙ্গুরের রস পান করি।"30পরে তাঁরা প্রশংসা গান করতে করতে , জৈতুন পর্বতে গেলেন। 31তখন যীশু তাঁদের বললেন, "এই রাতে তোমরা সবাই আমাতে বাধা পাবে (অর্থাৎ তোমরা আমাকে ত্যাগ করবে)", কারণ লেখা আছে, "আমি মেষ পালককে আঘাত করব, তাতে মেষেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।" 32কিন্তু আমি মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পরে আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব।33পিতর তাঁকে বললেন, "যদি সবাই আপনাকে ছেড়েও চলে যায়, আমি কখনও ছাড়বনা।" 34যীশু তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, এই রাতে মোরগ ডাকার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।" 35পিতর তাঁকে বললেন, "যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, তবু কোন মতেই আপনাকে অস্বীকার করব না।" সেই রকম সব শিষ্যই বললেন।36তখন যীশু তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামে এক জায়গায় গেলেন, আর তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি যতক্ষণ ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি, ততক্ষণ তোমরা এখানে বসে থাক।" 37পরে তিনি পিতরকে ও সিবদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, আর দুঃখার্ত্ত ও ব্যাকুল হতে লাগলেন। 38তখন তিনি তাঁদের বললেন, "আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত্ত হয়েছে, তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।"39পরে তিনি একটু আগে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে প্রার্থনা করে বললেন, "হে আমার পিতা, যদি এটা সম্ভব হয়, তবে এই দুঃখের পানপাত্র আমার কাছে থেকে দূরে যাক, আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হোক।" 40পরে তিনি সেই শিষ্যদের কাছে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, "একি? তোমরা এক ঘন্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পারলে না?" 41জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়, আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্বল।42আবার তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে এই প্রার্থনা করলেন, " তিনি বললেন, হে আমার পিতা, আমি পান না করলে যদি দুঃখের পানপাত্র দূরে যেতে না পারে, তবে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" 43পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে পড়েছিল। 44আর তিনি আবার তাঁদের ছেড়ে তৃতীয় বার আগের মতো কথা বলে প্রার্থনা করলেন।45তখন তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, "এখনও কি তোমরা ঘুমাচ্ছ এবং বিশ্রাম করছ?, দেখ, সময় উপস্থিত, মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" 46উঠ, আমরা যাই, এই দেখ, যে ব্যক্তি আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে কাছে এসেছে।47তিনি তখনও কথা বলছিলেন, দেখ, যিহূদা, সেই বারো জনের একজন, এল এবং তার সঙ্গে অনেক লোক, তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে এলো। 48যে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, সে তাদের এই সংকেত বলেছিল, "আমি যাকে চুমু দেব, তিনিই সেই ব্যক্তি, তোমরা তাকে ধরবে।"49সে তখনই যীশুর কাছে গিয়ে বলল, "গুরু, নমস্কার, আর সে তাঁকে চুমু দিল।" 50যীশু তাকে বললেন, "বন্ধু, যা করতে এসেছ, তা কর।" তখন তারা কাছে এসে যীশুর উপরে হস্তক্ষেপ করল ও তাঁকে ধরল।51আর দেখ, যীশুর সঙ্গীদের মধ্যে এক ব্যক্তি হাত বাড়িয়ে তলোয়ার বার করলেন এবং মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার কান কেটে ফেললেন। 52তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার তলোয়ার যেখানে ছিল সেখানে রাখ, কারণ যারা তলোয়ার ব্যবহার করে, তারা তলোয়ার দিয়েই ধ্বংস হবে।" 53আর তোমরা কি মনে কর যে, যদি আমি আমার পিতার কাছে অনুরোধ করি তবে তিনি কি এখনই আমার জন্য বারোটা বাহিনীর থেকেও বেশি দূত পাঠিয়ে দেবেন না? 54কিন্তু তা করলে কেমন করে শাস্ত্রের এই বাণীগুলি পূর্ণ হবে যে, এমন অবশ্যই হবে?55সেই সময়ে যীশু লোকদেরকে বললেন, "লোকে যেমন দস্যু ধরতে যায়, তেমনি কি তোমরা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছো? আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে ধরলে না।" 56কিন্তু এ সমস্ত ঘটল, যেন ভাববাদীদের লেখা ভাববাণীগুলি পূর্ণ হয়। তখন শিষ্যেরা সবাই তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।57আর যারা যীশুকে ধরেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক কায়াফার কাছে নিয়ে গেল, যেখানে ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও প্রাচীনেরা সমবেত হয়েছিল। 58কিন্তু পিতর দূরে থেকে তাঁর পিছনে পিছনে মহাযাজকের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত গেলেন এবং শেষে কি হয়, তা দেখার জন্য ভিতরে গিয়ে পাহারাদারদের সঙ্গে বসলেন।59তখন প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত মহাসভা যীশুকে বধ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ খুঁজতে লাগল, 60তাদের অনেক মিথ্যাসাক্ষী এসে জুটলেও, তারা কিছুই পেল না। 61কিন্তু অবশেষে দুই জন এসে বলল, "এই ব্যক্তি বলেছিল, আমি ঈশ্বরের মন্দির ভেঙ্গে, তা আবার তিন দিনের মধ্যে গেঁথে তুলতে পারি।"62তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে বললেন, "তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কিসব বলছে?" 63কিন্তু যীশু চুপ করে থাকলেন। মহাযাজক তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে জীবন্ত ঈশ্বরের নামে দিব্যি করছি, আমাদেরকে বল দেখি, তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র?' 64যীশু এর উত্তরে বললেন, "তুমি নিজেই বললে, আর আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে তোমরা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রমের (সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের) ডান পাশে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে।"65তখন মহাযাজক তাঁর বস্ত্র ছিঁড়ে বললেন, "এ ঈশ্বরনিন্দা করল, আমাদের আর প্রমাণের কি প্রয়োজন? দেখ, এখন তোমরা ঈশ্বরনিন্দা শুনলে, 66তোমরা কি মনে কর?" তারা উত্তরে বলল, "এ মৃত্যুর যোগ্য।"67তখন তারা তাঁর মুখে থুথু দিল ও তাঁকে ঘুষি মারল, 68আর কেউ কেউ তাঁকে চড় মেরে বলল, "রে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল, কে তোকে মারল?"69এদিকে পিতর যখন বাইরে উঠোনে বসেছিলেন, তখন আর একজন দাসী তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমিও সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।" 70কিন্তু তিনি সবার সামনে অস্বীকার করে বললেন, "তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না।"71তিনি দরজার কাছে গেলে আর এক দাসী তাঁকে দেখতে পেয়ে লোকদেরকে বলল, "এ ব্যক্তি সেই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিল।" 72তিনি আবার অস্বীকার করলেন, দিব্যি করে বললেন, "আমি সে ব্যক্তিকে চিনি না।"73আরও কিছুক্ষণ পরে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা এসে পিতরকে বলল, "সত্যিই তুমিও তাদের একজন, কারণ তোমার ভাষাই তোমার পরিচয় দিচ্ছে।" 74তখন তিনি অভিশাপের সঙ্গে শপথ করে বলতে লাগলেন, "আমি সেই ব্যক্তিকে চিনি না।" আর তখনই মোরগ ডেকে উঠল। 75তাতে যীশু এই যে কথা বলেছিলেন, ‘মোরগ ডাকার আগে তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে,’ তা পিতরের মনে পড়ল এবং তিনি বাইরে গিয়ে অত্যন্ত করুন ভাবে কাঁদলেন।

Chapter 27  
1সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা সবাই যীশুকে বধ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করল, 2আর তাঁকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে দেশাধ্যক্ষ পীলাতের কাছে সমর্পণ করল।3তখন যিহূদা, যে তাঁকে সমর্পণ করেছিল, সে যখন বুঝতে পারল যে, যীশুকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তখন অনুশোচনা করে সেই ত্রিশটা রূপার মুদ্রা প্রধান যাজক ও প্রাচীনদের কাছে ফিরিয়ে দিল। 4আর বলল, "আমি নির্দোষ ব্যক্তির রক্তমাংসের বিরুদ্ধে পাপ করেছি।" তারা বলল, "আমাদের কি? তা তুমি বুঝবে।" 5তখন সে ঐ সমস্ত মুদ্রা মন্দিরের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেল এবং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।6পরে প্রধান যাজকেরা সেই টাকাগুলো নিয়ে বলল, "এই টাকা ভান্ডারে রাখা উচিত না, কারণ এটা রক্তের মূল্য।" 7পরে তারা পরামর্শ করে বিদেশীদের কবর দেওয়ার জন্য ঐ টাকায় কুমারের জমি কিনল। 8এই জন্য আজও সেই জমিকে 'রক্তের জমি' বলা হয়।9তখন যিরমিয় ভাববাদী যে ভাববাণী বলেছিলেন তা পূর্ণ হল, "আর তারা সেই ত্রিশটা রূপার টাকা নিল, এটা তাঁর (যীশুর) মূল্য, যা ইস্রায়েল-সন্তানদের মধ্য কিছু লোক ঠিক করেছিল, 10তারা সেগুলি নিয়ে কুমারের জমির জন্য দিল, যেমন প্রভু আমার প্রতি আদেশ করেছিলেন।"11ইতিমধ্যে যীশুকে শাসনকর্তার কাছে দাঁড় করানো হল। শাসনকর্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি যিহুদীদের রাজা?" যীশু তাঁকে বললেন, "তুমিই বললে।" 12কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা তাঁর উপরে মিথ্যা দোষ দিতে লাগল, তিনি সে বিষয়ে কোনো প্রতিবাদ করলেন না। 13তখন পীলাত তাঁকে বললেন, "তুমি কি শুনছ না, ওরা তোমার বিরুদ্ধে কত বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে?" 14কিন্তু তিনি তাঁকে একটি কথারও উত্তর দিলেন না, তাই দেখে শাসনকর্তা খুবই আশ্চর্য্য হলেন।15আর শাসনকর্তার এই রীতি ছিল, পর্বের সময়ে তিনি লোকদের জন্য এমন একজন বন্দিকে মুক্ত করতেন, যাকে লোকেরা নির্বাচন করত। 16সেই সময়ে তাদের একজন কুখ্যাত বন্দী ছিল, তার নাম বারাব্বা।17তাই তারা একত্র হলে পীলাত তাদের বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি, আমি তোমাদের জন্য কাকে মুক্ত করব? বারাব্বাকে, না যীশুকে, যাকে খ্রীষ্ট বলে?" 18কারণ তিনি জানতেন, তারা হিংসার জন্যই তাঁকে সমর্পণ করেছিল। 19তিনি বিচারাসনে বসে আছেন, এমন সময়ে তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, "সেই ধার্মিকের প্রতি তুমি কিছুই কোর না, কারণ আমি আজ স্বপ্নে তাঁর জন্য অনেক দুঃখ পেয়েছি।"20আর প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনেরা লোকদেরকে বোঝাতে লাগল, যেন তারা বারাব্বাকে নির্বাচন করে ও যীশুকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। 21তখন শাসনকর্তা তাদের বললেন, "তোমাদের ইচ্ছা কি? সেই দুইজনের মধ্যে কাকে মুক্ত করব?" তারা বলল, "বারাব্বাকে।" 22পীলাত তাদের বললেন, "তবে যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে, তাকে কি করব?" তারা সবাই বলল, "ওকে ক্রুশে দাও"23তিনি বললেন, "কেন? সে কি অপরাধ করেছে?" কিন্তু তারা আরও চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ক্রুশে দাও।" 24পীলাত যখন দেখলেন যে, তাঁর চেষ্টা বিফল, বরং আরও গন্ডগোল বাড়ছে, তখন জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই ধার্মিক ব্যক্তির রক্তপাতের সম্বন্ধে আমি নির্দোষ, তোমরাই তা বুঝবে।"25তাতে সমস্ত লোক এর উত্তরে বলল, "ওর রক্তের জন্য আমারা ও আমাদের সন্তানেরা দায়ী থাকব।" 26তখন তিনি তাদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে কোড়া (চাবুক) মেরে ক্রুশে দেবার জন্য জনসাধারণের হাতে সমর্পণ করলেন।27তখন শাসনকর্তার সেনারা যীশুকে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর কাছে সমস্ত সেনাদের একত্র করল। 28আর তারা তাঁর বস্ত্র খুলে নিয়ে তাঁকে একটি লাল পোশাক পরিয়ে দিল। 29আর কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় সেটা পরিয়ে দিল ও তাঁর হাতে একটি লাঠি দিল, পরে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে বসে, তাঁকে ঠাট্টা করে বলল, "ইহূদি রাজ, নমস্কার!"30আর তারা তাঁর গায়ে থুথু দিল ও সেই লাঠি নিয়ে, তাঁর মাথায় আঘাত করতে থাকলো। 31আর তাঁকে ঠাট্টা করার পর পোশাকটি খুলে নিল ও তারা আবার তাঁকে তাঁর নিজের পোশাক পরিয়ে দিল এবং তাঁকে ক্রুশে দেবার জন্য বাইরে নিয়ে গেল।32আর যখন তারা বাইরে এলো, তারা শিমোন নামে একজন কুরীনীয় লোকের দেখা পেল, তারা তাকেই, তাঁর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করল। 33পরে গলগথা নামে এক জায়গায়, অর্থাৎ যাকে 'মাথার খুলি' বলা হয়, 34সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা তাঁকে পিত্তমিশ্রিত তেতো আঙ্গুরের রস পান করতে দিল, তিনি তা একটু পান করেই আর পান করতে চাইলেন না।35পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়ে তাঁর পোশাক নিয়ে, গুটি চেলে ভাগ করে নিল, 36আর সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। 37আর তারা তাঁর মাথার উপরে তাঁর বিরুদ্ধে এই দোষের কথা লিখে লাগিয়ে দিল, ‘এ ব্যক্তি যীশু, ইহূদিদের রাজা।’38তখন দুই জন দস্যুকেও তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল, একজন ডান পাশে আর একজন বাঁপাশে। 39তখন যারা সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নেড়ে নেড়ে খ্রীষ্টকে নিন্দা করে বলল, 40"এই যে, তুমি না মন্দির ভেঙ্গে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে তা গাঁথবে! নিজেকে রক্ষা কর, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এস।"41আর একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও প্রাচীনেরা একসঙ্গে ঠাট্টা করে বলল, 42"ঐ ব্যক্তি অন্য অন্য লোককে রক্ষা করত, আর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরা ওর উপরে বিশ্বাস করব,43ও ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, এখন তিনি ওকে বাঁচান, যদি ওকে রক্ষা করতে চান, কারণ ও তো বলেছে, আমি ঈশ্বরের পুত্র।" 44আর যে দুই জন দস্যু তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিল, তারাও তেমন ভাবে তাঁকে ঠাট্টা করল।45পরে বেলা বারোটা থেকে বিকাল তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশ অন্ধকার হয়ে থাকল। 46আর বিকাল তিনটের সময় যীশু উঁচুস্বরে চীৎকার করে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" 47তাতে যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বলল, "এ ব্যক্তি এলিয়কে ডাকছে।"48আর তাদের একজন অমনি দৌড়ে গেল, একটি স্পঞ্জ নিয়ে সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে এলো এবং একটা লাঠিতে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল। 49কিন্তু অন্য সবাই বলল, "থাক, দেখি এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না।" 50পরে যীশু আবার উঁচুস্বরে চীৎকার করে নিজের আত্মাকে সমর্পণ করলেন।51আর তখনি, মন্দিরের তিরস্করিনী (পর্দা) উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হল, ভূমিকম্প হল ও পাথরের ছাঁই ফেটে গেল, 52আর অনেক কবর খুলে গেল ও অনেক পবিত্র লোকের মৃতদেহ জীবিত হল, 53আর তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বের হয়ে পবিত্র শহরে প্রবেশ করলেন, আর অনেক লোককে তাঁরা দেখা দিলেন।54শতপতি এবং যারা তাঁর সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, তারা ভূমিকম্প ও আর যা যা ঘটছিল, তা দেখে খুবই ভয় পেয়ে বলল, "সত্যই, ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" 55আর সেখানে অনেক মহিলারা ছিলেন, তাঁরা দূর থেকে দেখছিলেন, তাঁরা যীশুর সেবা করতে করতে গালীল থেকে তাঁকে অনুসরণ করে এখানে এসেছিলেন। 56তাঁদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষেফের মা মরিয়ম এবং সিবদিয়ের ছেলে যোহন ও যাকোবের মা ছিলেন।57পরে সন্ধ্যা হলে অরিমাথিয়ার একজন ধনী ব্যক্তি এলো, তাঁর নাম যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন। 58তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহ চাইলেন। তখন পীলাত তাঁকে তা নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন।59তাতে যোষেফ মৃতদেহটি নিয়ে পরিষ্কার কোমল কাপড়ে জড়ালেন, 60এবং তাঁর নতুন কবরে রাখলেন, যেই কবর তিনি পাথর কেটে বানিয়ে ছিলেন, আর সেই কবরের মুখে একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে চলে গেলেন। 61মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সেখানে ছিলেন, তাঁরা কবরের অপর পাশে বসে থাকলেন।62পরের দিন, অর্থাৎ আয়োজন-দিনের পরের দিন, প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা পীলাতের কাছে একত্র হয়ে বলল, 63"প্রভূ আমাদের মনে আছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিনের পরে আমি জীবিত হয়ে উঠব। 64অতএব তিনদিন পর্যন্ত তার কবর পাহারা দিতে আদেশ করুন, না হলে তার শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবে, আর লোকদেরকে বলবে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন, তাহলে প্রথম ছলনার থেকে শেষ ছলনায় আরও ক্ষতি হবে।"65পীলাত তাদের বললেন, "আমার পাহারাদারদের নিয়ে যাও এবং তোমরা গিয়ে তা তোমাদের সাধ্যমত রক্ষা কর।" 66তাতে তারা গিয়ে পাহারাদারদের সঙ্গে সেই পাথরে মুদ্রাঙ্ক দিয়ে কবর রক্ষা করতে লাগল।

Chapter 28  
1বিশ্রামবার শেষ হয়ে এলো, সপ্তাহের প্রথম দিনের সূর্য্য উদয়ের সময়, মগ্দলীনী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবর দেখতে এলো। 2আর দেখ, সেখানে মহা ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেই পাথরটা সরিয়ে দিলেন এবং তার উপরে বসলেন।3তাঁকে দেখতে বিদ্যুতের মতো এবং তাঁর পোশাক তুষারের মতো সাদা। 4তাঁর ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে লাগল ও আধমরা হয়ে পড়ল।5সেই দূত সেই মহিলাদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না, কারণ আমি জানি যে, তোমরা ক্রুশে হত যীশুর খোঁজ করছ। 6তিনি এখানে নেই, কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন, যেমন তিনি বলেছিলেন, এস, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই জায়গা দেখ। 7আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন আর বললেন, তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন, সেখানে তাঁকে দেখতে পাবে, দেখ, আমি তোমাদের বললাম।"8তখন তাঁরা সভয়ে ও মহা আনন্দে কবর থেকে ফিরে গিয়ে তাঁর শিষ্যদের তাড়াতাড়ি সংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়ে গেলেন। 9আর দেখ, যীশু তাঁদের সামনে এসে, বললেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক," তখন তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা ধরলেন ও তাঁকে প্রণাম করলেন। 10তখন যীশু তাঁদের বললেন, "ভয় কোর না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের সংবাদ দাও, যেন তারা গালীলে যায়, সেখানে তারা আমাকে দেখতে পাবে।"11সেই মহিলারা যখন যাচ্ছিলেন, সেসময় পাহারাদারদের কেউ কেউ শহরে গিয়ে যা যা ঘটেছিল, সে সমস্ত ঘটনা প্রধান যাজকদের জানাল। 12তখন তারা প্রাচীনদের সঙ্গে একজোট হয়ে পরামর্শ করল এবং ঐ সেনাদেরকে অনেক টাকা দিল, 13আর বলল, "তোমরা বলবে যে, তাঁর শিষ্যরা রাতে এসে, যখন আমরা ঘুমিয়েছিলাম, তখন তাঁকে চুরি করে নিয়েগেছে।"14আর যদি এই কথা শাসনকর্তার কানে যায়, তখন আমরাই তাঁকে বুঝিয়ে তোমাদের ভাবনা দূর করব। 15তখন তারা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই রকম কাজ করল। আর যিহুদীদের মধ্যে সেই খবর ছড়িয়ে পড়ল, যা আজও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।16পরে এগারো জন শিষ্য গালীলে যীশুর আদেশ অনুযায়ী সেই পর্বতে গেলেন, 17আর তাঁরা তাঁকে দেখতে পেয়ে প্রণাম করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ করলেন।18তখন যীশু কাছে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন, "স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। 19অতএব তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিষ্ম দাও,20আমি তোমাদের যা যা আদেশ দিয়েছি, সে সমস্ত পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

## Mark

Chapter 1

1যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুরু; তিনি ঈশ্বরের পুত্র। 2যিশাইয় ভাববাদীর বইয়ে যেমন লেখা আছে, “দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাচ্ছি; যে তোমার পথ তৈরী করবে। 3মরুভূমিতে একজনের কন্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ তৈরী কর, তাঁর রাজপথ সোজা কর,”4সেইভাবে যোহন মরুপ্রান্তরে এসে বাপ্তিষ্ম দিতে লাগলেন এবং পাপের ক্ষমা, মন পরিবর্তন ও বাপ্তিষ্মের বিষয় প্রচার করতে লাগলেন। 5তাতে সব যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেমের সবাই বের হয়ে তাঁর কাছে যেতে লাগল; আর নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর মাধ্যমে বাপ্তিষ্ম নিতে লাগলো। 6যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবাঁধনী ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন।7তিনি প্রচার করে বলতেন, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার ছেয়েও শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খোলার যোগ্যও নই। 8আমি তোমাদের জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি, কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম দেবেন।9সেই সময়ে এই বিষয় ঘটেছিলো যীশু গালীলের নাসরত শহর থেকে এসে যোহনের কাছে যর্দন নদীতে বাপ্তিষ্ম নিলেন। 10আর যীশু জলের মধ্য থেকে উঠে আসছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখলেন, আকাশ খুলে গেল এবং পবিত্র আত্মা কবুতরের মত করে তাঁর উপরে নেমে আসছেন। 11আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, “তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট”।12এরপরে আত্মা তাঁকে মরুপ্রান্তরে চলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করলেন। 13তিনি প্রান্তরে চল্লিশ দিন থেকে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে থাকলেন এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁর সেবাযত্ন করতেন।14আর যোহনকে বন্ধী করার পর, যীশু গালীলে এসে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। 15তিনি বললেন, "সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে; তোমরা পাপ থেকে মন ফেরাও ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।"16পরে যীশু গালীল সমুদ্রের পার দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় দেখলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা পেশায় জেলে ছিলেন। 17যীশু তাঁদেরকে বললেন, "আস, আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে করব। 18আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা জাল ফেলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন।19পরে তিনি কিছু দুর এগিয়েগিয়ে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন; তাঁরাও নৌকাতে ছিলেন, জাল মেরামত করছিলেন। 20তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন, তাতে তাঁরা তখনই তাদের বাবা সিবদিয়কে বেতনজীবি কর্মচারীদের সঙ্গে নৌকায় ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চলে গেলেন।21পরে তাঁরা কফরনাহূমে গেলেন, আর তিনি বিশ্রামবারে সমাজঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 22লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য্য হল; কারণ তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির মত তাদের শিক্ষা দিতেন, ধর্মশিক্ষকদের মতো নয়।23তখন তাদের সমাজঘরে একজন লোক ছিল, তাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল; সে চেঁচিয়ে বলল, 24"হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করতে আসলেন? আমি জানি আপনি কে; আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যাক্তি!" 25তখন যীশু সেই মন্দ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।" 26তাতে সেই মন্দ আত্মা তাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেল্ল এবং খুব জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।27এতে সবাই আশ্চর্য্য হলো, এমনকি, তারা একে অপরকে বলতে লাগলো, "এটা কি? এ কেমন নতুন উপদেশ! উনি ক্ষমতার সঙ্গে মন্দ আত্মাদেরকেও আদেশ দেন, আর তারা তাঁর আদেশ মানে।" 28তাঁর কথা খুব তাড়াতাড়ি গালীল প্রদেশের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল।29পরে সমাজঘর থেকে বের হয়ে তাঁরা যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30তখন শিমোনের শ্বাশুড়ীর জ্বর হয়েছে বলে শুয়ে ছিলেন; আর তাঁরা দেরী না করে তার কথা যীশুকে বললেন; 31তখন তিনি কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে ওঠালেন। তখন তার জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।32পরে সন্ধ্যা বেলা, সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পর তারা সব অসুস্থ লোকদের এবং ভূতগ্রস্তদের তাঁর কাছে আনল। 33আর শহরের সমস্ত লোক দরজার কাছে জড়ো হয়েছিল। 34তাতে তিনি নানা প্রকার রোগে অসুস্থ অনেক লোকদের সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন কিন্তু তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনত যে, তিনি কে।35খুব সকালে যখন অন্ধকার ছিল, তিনি উঠে বাইরে গেলেন এবং নির্জন জায়গায় গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করলেন। 36শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা তাঁকে খুঁজতে গেলেন। 37তাঁকে পেয়ে তারা বললেন, "সবাই আপনার খোঁজ করছে।"38তিনি তাঁদেরকে বললেন, "চল, আমরা অন্য জায়গায় যাই, কাছাকাছি কোনো গ্রামে যাই, যেন আমি সেই সব জায়গায়ও প্রচার করি, কারণ সেইজন্যই আমি এসেছি।" 39পরে তিনি গালীল দেশের সব জায়গায়, লোকদের সমাজঘরে গিয়ে প্রচার করলেন ও ভূত ছাড়াতে লাগলেন।40একজন কুষ্ঠ রোগী এসে তাঁর কাছে অনুরোধ করে ও হাঁটু গেড়ে বলল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করতে পারেন। 41তিনি করুণার সাথে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হও। 42সেই মুহূর্তে কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে শুচি হল।43যীশু তাকে কঠোর আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। 44যীশু তাকে বললেন, “দেখ, এই কথা কাউকেও কিছু বলো না; কিন্তু যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে তোমার শুচি হওয়ার জন্য মোশির দেওয়া আদেশ অনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে তুমি সুস্থ হয়েছ।”45কিন্তু সে বাইরে গিয়ে সেই কথা এমন অধিক ভাবে প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে, যীশু আর স্বাধীন ভাবে কোন শহরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু তিনি বাইরে নির্জন জায়গায় থাকলেন; আর লোকেরা সব দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

Chapter 2

1কয়েক দিন পরে যীশু আবার কফরনাহূমে চলে আসলে, সেখানকার মানুষেরা শুনতে পেল যে, তিনি ঘরে আছেন। 2আর এত লোক তাঁর কাছে জড়ো হলো যে, দরজার কাছেও আর জায়গা রইল না। আর তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে লাগলেন।3তখন চারজন লোক একজন পক্ষাঘাতী রোগীকে বয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। 4কিন্তু সেখানে ভিড় থাকায় তাঁর কাছে আসতে না পেরে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই জায়গায় ছাদ খুলে ফেলে এবং ছিদ্র করে যে মাদুরে পক্ষাঘাতী রোগী শুয়েছিল সেই মাদুর সহ নামিয়ে দিল।5তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন, পুত্র, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল। 6কিন্তু সেখানে কয়েকজন ধর্মশিক্ষকরা বসেছিলেন; তারা হৃদয়ে এই রকম তর্ক করতে লাগলেন, 7এ মানুষটি এই রকম কথা কেন বলছে? এ যে ঈশ্বরনিন্দা করছে; সেই একজন, অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?8তারা মনে মনে এই রকম চিন্তা করছে, এটা যীশু তখনই নিজ আত্মাতে বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা হৃদয়ে এমন চিন্তা কেন করছ?" 9পক্ষাঘাতী রোগীক কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল বলা, না ‘ওঠ’ তোমার বিছানা তুলে হেঁটে বেড়াও বলা?10কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার, এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন। 11তোমাকে বলছি, "ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।" 12তাতে সে উঠে দাঁড়াল ও সেই মুহূর্তে মাদুর তুলে নিয়ে সবার সামনে দিয়ে বাইরে চলে গেল; এতে সবাই খুব অবাক হল, আর এই বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল যে, এরকম কখনও দেখিনি।13পরে তিনি আবার বের হয়ে সমুদ্রতীরে চলে গেলেন এবং সব লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, আর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। 14তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আলফেয়ের ছেলে লেবী কর আদায় করবার জায়গায় বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, "আমার সঙ্গে এস," তাতে তিনি উঠে তাঁর সঙ্গে চল্লেন।15তিনি যখন তাঁর ঘরের মধ্যে খাবার খেতে বসলেন, আর অনেক কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খাবার খেতে বসল; কারণ অনেক লোক যীশুর সঙ্গে ছিল এবং তাঁকে অনুসরন করছিল। 16কিন্তু তিনি পাপী ও কর আদায়কারীদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছেন দেখে ফরীশী, ধর্মশিক্ষকেরা তাঁর শিষ্যদের বললেন উনি কেন কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন?17যীশু তা শুনে তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসুস্থদের প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরই ডাকতে এসেছি।18আর যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপবাস করছিল। তারা যীশুর কাছে এসে তাঁকে বলল, যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীদের শিষ্যরা উপবাস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস করে না, এর কারণ কি? 19যীশু তাদের বললেন, বর সঙ্গে থাকতে কি বরের সঙ্গে থাকা লোকেরা উপবাস করতে পারে? যতদিন তাদের সঙ্গে বর থাকে, ততদিন তারা উপবাস করতে পারে না।20কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে; সেদিন তারা উপবাস করবে। 21পুরনো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালী দেয় না, কারণ তার তালীতে কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছেঁড়াটা আরও বড় হয়।22আর লোকে পুরাতন চামড়ার থলিতে নতুন আঙ্গুর রস রাখে না; রাখলে চামড়ার থলিগুলি ফেটে যায়, তাতে দ্রাক্ষারস পড়ে যায়, চামড়ার থলিগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন চামড়ার থলিতে টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে।23আর যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা যেতে যেতে শীষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। 24এতে ফরীশীরা তাঁকে বলল, দেখ, বিশ্রামবারে যা করা উচিত না তা ওরা কেন করছে?25তিনি তাদের বললেন, দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের খিদে পেলে তিনি কি করেছিলেন, সেটা কি তোমরা পড়নি? 26দায়ূদ অবিয়াথর মহাযাজকের সময় ঈশ্বরের ঘরের ভিতর ঢুকে যে, দর্শনরুটি যাজকরা ছাড়া আর অন্য কারও খাওয়া উচিত ছিল না, তাই তিনি খেয়েছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন।27যীশু তাদের আরও বললেন, "বিশ্রামবার মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য না," 28সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।

Chapter 3

1তিনি আবার সমাজঘরে গেলেন; সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। 2তিনি বিশ্রামবারে তাকে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর প্রতি নজর রাখল; যেন তারা তাঁকে দোষ দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়।3তখন তিনি সেই হাত শুকিয়ে যাওয়া লোকটিকে বললেন, "ওঠ এবং সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াও।" 4পরে তাদের বললেন, "বিশ্রামবারে কি করা উচিত? ভাল করা, না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা উচিত না হত্যা করা উচিত?" কিন্তু তারা চুপ করে থাকলো।5তখন তিনি তাদের হৃদয়ের কঠিনতার জন্য খুব দুঃখ পেয়ে তাদের চারদিকে তাকিয়ে রাগের সঙ্গে সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও," সে তার হাত বাড়িয়ে দিল এবং তার হাত আগের মত ভালো হয়ে গেল। 6পরে ফরীশীরা বাইরে গিয়ে হেরোদ রাজার লোকদের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায়।7তখন যীশু তার নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; তাতে গালীল থেকে একদল মানুষ তার পেছন পেছন গেল। 8আর যিহূদীয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর অপর পারের দেশ থেকে এবং সোর ও সীদোন শহরের চারদিক থেকে অনেক লোক, তিনি যে সব মহৎ মহৎ কাজ করছিলেন, তা শুনে তাঁর কাছে আসল।9তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, "যেন একটি নৌকা তাঁর জন্য তৈরী থাকে," কারণ সেখানে খুব ভিড় ছিল এবং যেন লোকেরা তাঁর ওপরে চাপাচাপি করে না পড়ে। 10তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেছিলেন, সেইজন্য রোগগ্রস্ত সব মানুষ তাঁকে ছোঁয়ার আশায় তাঁর গায়ের ওপরে পড়ছিল।11যখন অশুচি আত্মারা তাঁকে দেখত তাঁর সামনে পড়ে চেঁচিয়ে বলত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; 12তিনি তাদেরকে কঠিন ভাবে বারণ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।13পরে তিনি পর্বতের উপর উঠে, নিজে যাদেরকে চাইলেন তাদের কাছে ডাকলেন; তাতে তাঁরা তাঁর কাছে আসলেন। 14তিনি বারো জনকে নিযুক্ত করলেন যাদের তিনি প্রেরিত নাম দিলেন, যেন তাঁরা তাঁর সাথে থাকেন ও যেন তিনি তাঁদেরকে প্রচার করবার জন্য পাঠাতে পারেন। 15এবং তাঁরা যেন ভূত ছাড়াবার ক্ষমতা পায়। 16যে বারো জনকে তিনি নিযুক্ত করেছেন তাদের নাম হলো শিমোন যার নাম যীশু পিতর দিলেন,17সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন, এই দুই জনকে বোনেরগশ, মানে মেঘধ্বনির ছেলে, এই নাম দিলেন। 18এবং আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয় ও কনানী শিমোন, 19এবং যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।20তিনি ঘরে আসলেন এবং আবার এত লোক জড়ো হল যে, তাঁরা খেতে পারলেন না। 21এই কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে এলেন, কারণ তারা বললেন, সে হতজ্ঞান হয়ে পড়েছে। 22আর যে ধর্মশিক্ষকেরা যিরূশালেম থেকে এসেছিলেন, তারা বললেন "একে বেলসবূলের আত্মা ভর করেছে এবং ভূতদের রাজার মাধ্যমে সে ভূত ছাড়ায়।23তখন তিনি তাদেরকে ডেকে উপমা দিয়ে বললেন, "শয়তান কিভাবে শয়তানকে ছাড়াতে পারে?" 24কোন রাজ্য যদি নিজের মধ্যে ভাগ হয়, তবে সেই রাজ্য ঠিক থাকতে পারে না। 25আর কোন পরিবার যদি নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই পরিবার টিকে থাকতে পারে না।26আর শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধে ওঠে ও ভিন্ন হয়, তবে সেও টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু সেটা শেষ হয়ে যায়। 27কিন্তু আগে শক্তিশালী মানুষকে না বাঁধলে কেউ তার ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্র চুরি করতে পারে না; তবে বাঁধলে পর সে তার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করতে পারবে।28আমি তোমাদের সত্য বলছি, মানুষেরা যে সমস্ত পাপ কাজ ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সবের ক্ষমা হবে। 29কিন্তু যে মানুষ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করে, কখনও সে ক্ষমা পাবে না, সে বরং চিরকাল পাপের দায়ী থাকবে। 30ওকে মন্দ আত্মায় পেয়েছে, তাদের এই কথার জন্যই তিনি এই রকম কথা বললেন।31আর তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে কারো মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। 32তখন তাঁর চারপাশে অনেক লোক বসেছিল; তারা তাঁকে বলল, দেখুন, আপনার মা ও আপনার ভাই, ভোনেরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন।33তিনি উত্তরে তাদের বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? 34পরে যারা তাঁর চারপাশে বসেছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; 35কারণ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে, সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

Chapter 4

1পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে শিক্ষা দিতে লাগলেন; তাতে তাঁর কাছে এত লোক জড়ো হল যে, তিনি সমুদ্রের মধ্যে একটি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সব লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। 2তখন তিনি গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে অনেক শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বললেন,3"দেখ, একজন চাষী বীজ বুনতে গেল; 4বোনার সময় কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, তাতে পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। 5আর কিছু বীজ পাথুরে মাটিতে পড়ল, যেখানে ঠিকমত মাটি পেল না; সেগুলি ঠিকমত মাটি না পেয়ে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হলো,6কিন্তু সূর্য্য উঠলে সেগুলি পুড়ে গেল এবং তার শিকড় না থাকাতে শুকিয়ে গেল। 7আর কিছু বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তাতে কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে সেগুলি চেপে রাখলো, সেগুলিতে ফল ধরল না।8আর কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়ল, তা অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠে ফল দিল; কিছু ত্রিশ গুন, কিছু ষাট গুন ও কিছু শত গুন ফল দিল।" 9পরে তিনি বললেন, "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক!"10যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরা সেই বারো জনের সঙ্গে তাঁকে গল্পের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 11তিনি তাঁদেরকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের গুপ্ত সত্য তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঐ বাইরের লোকদের কাছে সবই গল্পের মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে," 12সুতরাং তারা যখন দেখে, তারা দেখুক কিন্তু যেন বুঝতে না পারে এবং যখন শুনে, শুনুক কিন্তু যেন না বোঝে, পাছে তারা ফিরে আসে ও ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করেন।13পরে তিনি তাদেরকে বললেন, "এই গল্প যখন তোমরা বুঝতে পার না? তবে কেমন করে বাকি সব গল্প বুঝতে পারবে?" 14সেই বীজবাপক ঈশ্বরের বাক্য বুনেছিল। 15পথের ধারে পড়া বীজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে, তারা এমন লোক যাদের মধ্যে বাক্যবীজ বোনা যায়; আর যখন তারা শোনে, তখনই শয়তান এসে, তাদের মধ্যে যা বোনা হয়েছিল, সেই বাক্য ছিনিয়ে নিয়ে যায়।16আর পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা এই বাক্য শোনে ও তখনই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে; 17আর তাদের ভিতরে শিকড় নেই বলে, তারা কম দিন স্থির থাকে, পরে সেই বাক্যের জন্য কষ্ট এবং তাড়না আসলে তখনই তারা পিছিয়ে যায়।18আর কাঁটাবনের মধ্যে যে বীজ বোনা হয়েছিল, তারা এমন লোক, যারা বাক্য শুনেছে, 19কিন্তু সংসারের চিন্তা-ভাবনা, সম্পত্তির মায়া ও অন্যান্য জিনিসের লোভ এসে ঐ বাক্যকে চেপে রাখে, তাতে তা ফলহীন হয়। 20আর ভালো জমিতে যে বীজ বোনা হয়েছিল, তারা এই মত যারা সেই বাক্য শোনে ও গ্রহন করে, কেউ ত্রিশ গুন, কেউ ষাট গুন ও কেউ একশ গুন ফল দেয়।"21তিনি তাদের আরও বললেন, "কেউ কি প্রদীপ এনে ঝুড়ির নীচে বা খাটের নীচে রাখে? তোমরা সেটা বাতিদানের ওপরই রাখ।" 22কারণ কোনো কিছুই লুকানো নেই, যেটা প্রকাশিত হবে না; আবার এমন কিছু গোপন নেই, যা প্রকাশ পাবে না। 23যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!”24আর তিনি তাদেরকে বললেন, “তোমরা যা শুনছ তার দিকে মনোযোগ দাও; তোমরা যে পরিমাণে পরিমাপ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা যাবে এবং তোমাদেরকে আরও বেশী পরিমানে পরিমাপ করা যাবে। 25কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা আছে, সেটাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।”26তিনি আরও বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য এই রকম, একজন লোক যে মাটিতে বীজ বুনল; 27পরে সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে ও দিনে আবার জেগে ওঠে এবং ঐ বীজও অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, যদিও সে তা জানে না কিভাবে হয়। 28জমি নিজে নিজেই ফসল দেয়; প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ ও শীষের মধ্যে পরিপূর্ণ শস্যদানা। 29কিন্তু শস্য পাকলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কারণ শস্য কাটবার সময় এসেছে।30আর তিনি বললেন, "আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করতে পারি? বা কোন দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বা আমরা বোঝাতে পারি?" 31এটা একটা সর্ষে দানার মত, এই বীজ মাটিতে বোনবার সময় জমির সব বীজের মধ্যে খুবই ছোট, 32কিন্তু বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সব শাক সবজি থেকে বড় হয়ে উঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়; তাতে আকাশের পাখিরা তার ছায়ার নীচে বাসা বাধতে পারে।”33এই রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাদের বুঝবার ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কাছে বাক্য প্রচার করতেন; 34আর দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না; পরে ব্যক্তিগত ভাবে শিষ্যদের সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন।35সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, “চল, আমরা হ্রদের অন্য পারে যাই।” 36তখন তাঁরা লোকদেরকে বিদায় দিয়ে, যীশু যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকায় করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন; এবং সেখানে আরও নৌকা তাঁর সঙ্গে ছিল। 37পরে ভীষণ ঝড় উঠল এবং সমুদ্রের ঢেউগুলো নৌকার ওপর পড়তে লাগলো এবং নৌকা জলে ভর্তি হতে লাগল।38তখন তিনি নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন; আর তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হে গুরু, আপনার কি মনে হচ্ছে না যে, আমরা মরতে চলেছি?" 39তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, "শান্তি! শান্ত হও!” তাতে বাতাস থেমে গেল এবং শান্ত হল।40পরে তিনি তাঁদেরকে কে বললেন, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? এখনো কি তোমাদের বিশ্বাস হয়নি?" 41তাতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সমুদ্রও তাঁর আদেশ মানে?"

Chapter 5

1পরে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে পৌঁছালেন। 2তিনি নৌকা থেকে যখন নামলেন, তখনই একজন লোক কবরস্থান থেকে তাঁর সামনে আসলো, যাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল।3সে কবর স্থানে বাস করত এবং কেউ তাকে শিকল দিয়েও আর বেঁধে রাখতে পারত না। 4লোকে বার বার তাকে বেড়ি ও শিকল দিয়ে বাঁধত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলত এবং বেড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো করত; কেউ তাকে সামলাতে পারত না।5আর সে রাত দিন সবসময় কবরে কবরে ও পাহারে পাহারে চিৎকার করে বেড়াত এবং ধারালো পাথর দিয়ে নিজেই নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করত। 6সে দূর হতে যীশুকে দেখে দৌড়ে আসল এবং তাঁকে প্রণাম করল।7খুব জোরে চেঁচিয়ে সে বলল, “হে যীশু, মহান ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।” 8কারণ যীশু তাকে বলেছিলেন, “হে মন্দ আত্মা, এই মানুষটি থেকে বের হয়ে যাও।”9তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি?” সে উত্তর দিল, “আমার নাম বাহিনী,” কারণ আমরা অনেকে আছি। 10পরে সে অনেক কাকুতি মিনতি করল, যেন তিনি তাদের সেই এলাকা থেকে বের করে না দেন।11সেই জায়গায় পাহাড়ের পাশে এক শূকরের পাল চরছিল। 12আর ভূতেরা মিনতি করে বলল, “ঐ শূকর পালের মধ্যে ঢুকতে দিন এবং আমাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিন।” 13তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই মন্দ আত্মারা বের হয়ে শূকরের পালের মধ্যে ঢুকলো; তাতে সেই শূকরপাল খুব জোরে দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ডুবে মরল। সেই পালে কমবেশি দুই হাজার শূকর ছিল।14যারা সেই শূকর গুলোকে চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে শহরে ও গ্রামে গ্রামে সংবাদ দিল। তখন কি ঘটেছে, তা দেখবার জন্য লোকেরা আসলো; 15তারা যীশুর কাছে আসলো এবং যখন দেখল, যে লোকটা ভূতগ্রস্ত সেই লোকটা কাপড় চোপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল।16আর ঐ ভূতগ্রস্ত লোকটীর ও শূকর পালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা লোকদেরকে সব বিষয় বলল। 17যারা সেখানে এসেছিল তারা নিজেদের এলাকা থেকে চলে যেতে যীশুকে অনুরোধ করতে লাগল।18পরে তিনি যখন নৌকায় উঠেছেন, এমন সময় সেই ভূতগ্রস্ত লোকটি এসে তাঁকে অনুরোধ করল, যেন সেও তাঁর সঙ্গে যেতে পারে। 19কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন, “তুমি বাড়িতে তোমার আত্মীয়দের কাছে যাও এবং ঈশ্বর তোমার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন ও তোমার জন্য যে দয়া করেছেন, তা তাদেরকে গিয়ে বল।” 20তখন সে চলে গেল, যীশু তার জন্য যে কত বড় কাজ করেছিলেন, তা দিকাপলিতে প্রচার করতে লাগল; তাতে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।21পরে যীশু নৌকা দিয়ে আবার পার হয়ে অন্য পারে আসলে তাঁর কাছে বহু মানুষের ভিড় হল; তখন তিনি সমুদ্রতীরে ছিলেন। 22আর সমাজ ঘরের যায়ীর নামে একজন নেতা এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে উবুড় হয়ে পড়লেন। 23তিনি অনেক মিনতি করে বললেন, “আমার মেয়েটী মরে যাওয়ার মত হয়েছে, আপনি এসে তার ওপরে আপনার হাত রাখুন, যেন সে সুস্থ হয়ে যায় ও বাঁচতে পারে।” 24তখন তিনি তাঁর সঙ্গে গেলেন; আর অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল ও তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিল।25আর একজন স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল, 26অনেক চিকিৎসার মাধ্যমে বহু কষ্টভোগ করেছিল এবং তার যা টাকা-পয়সা ছিল, সব ব্যয় করেও সুস্থতা পায়নি, বরং আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। 27সে যীশুর সমন্ধে শুনেছিল, তাই ভিড়ের মধ্যে যখন যীশু হাঁটছিলেন তখন তাঁর পিছন দিক থেকে এসে মহিলাটি তাঁর কাপড় স্পর্শ করলো।28কারণ সে মনে মনে বলল, “আমি যদি কেবল তাঁর কাপড় ছুঁতে পারি, তবেই সুস্থ হব।” 29যখন সে র্স্পশ করল তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল এবং নিজের শরীরে বুঝতে পারল যে ঐ যন্ত্রণাদায়ক রোগ হতে সে সুস্থ হয়েছে।30সঙ্গে সঙ্গে যীশু নিজের মনে জানতে পারলেন যে, তাঁর থেকে শক্তি বের হয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “কে আমার কাপড় ছুঁয়েছে?” 31তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “আপনি দেখছেন, মানুষেরা ঠেলাঠেলি করে আপনার গায়ের ওপরে পড়ছে, আর আপনি বলছেন, কে আমাকে র্স্পশ করল?” 32কিন্তু কে র্স্পশ করেছিল, তাকে দেখবার জন্য তিনি চারিদিকে দেখলেন।33সেই স্ত্রীলোকটী জানত তার প্রতি কি ঘটেছে, সে কারণে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এসে উবুড় হয়ে পড়ল এবং সব সত্যি ঘটনা তাঁকে বলল। 34তখন তিনি তাকে বললেন, “মেয়ে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল। শান্তিতে চলে যাও এবং তোমার রোগ থেকে মুক্ত হও।35তিনি যখন এই কথা তাকে বলছেন, এমন সময় সমাজঘরের নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে লোক এসে তাঁকে বলল, “আপনার মেয়ে মারা গেছে। গুরুকে আর কেন কষ্ট দিবেন?”36কিন্তু যীশু তাদের কথা শুনতে পেয়ে সমাজঘরের নেতাকে বললেন, “ভয় করো না, শুধুমাত্র বিশ্বাস কর।” 37আর তিনি পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিনজন ছাড়া আর কাউকে নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না। 38পরে তাঁরা সমাজের নেতার বাড়িতে আসলেন, আর তিনি দেখলেন, সেখানে অনেকে মন খারাপ করে বসে আছে এবং লোকেরা খুব চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে।39তিনি ভিতরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, “তোমরা চিৎকার করে কাঁদছ কেন? মেয়েটি তো মরে যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।” 40তখন তারা তাঁকে ঠাট্টা করল; কিন্তু তিনি সবাইকে বের করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা ও মাকে এবং নিজের শিষ্যদের নিয়ে, যেখানে মেয়েটি ছিল সেই ঘরের ভিতরে গেলেন।41পরে তিনি মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, “টালিথা কুমী;” অনুবাদ করলে এর মানে হয়, “খুকুমনি, তোমাকে বলছি, ওঠ।” 42সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তখনই উঠে বেড়াতে লাগল, কারণ তার বয়স বারো বছর ছিল। এতে তারা খুব অবাক ও বিস্মিত হল। 43পরে তিনি তাদেরকে কড়া আদেশ দিলেন, যেন কেউ এই বিষয়ে জানতে না পারে, আর তিনি মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে জন্য বললেন।

Chapter 6

1পরে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিজের গ্রামে আসলেন, আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর পেছন পেছন গেল। 2বিশ্রামবারে তিনি সমাজঘরে শিক্ষা দিতে লাগলেন; তাতে অনেক লোক তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, “এই লোক এ সব শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? এই প্রজ্ঞাই কি ঈশ্বর তাকে দিয়েছে? এই লোকটী তার হাত দিয়ে যে সব অলৌকিক কাজ করছে, সেগুলোই বা কি?” 3“একি সেই ছুতার মিস্ত্রি, মরিয়মের সেই পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নয়? এবং তার বোনেরা কি আমাদের এখানে নেই?” এইভাবে তারা যীশুকে নিয়ে বাধা পেতে লাগল।4তখন যীশু তাদের বললেন, “নিজের গ্রাম ও নিজের লোক এবং নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না।” 5তখন তিনি সে জায়গায় আর কোন আশ্চর্য্য কাজ করতে পারলেন না, শুধুমাত্র কয়েক জন রোগগ্রস্থ মানুষের ওপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন। 6আর তিনি তাদের অবিশ্বাস দেখে অবাক হলেন। পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিতে লাগলেন।7আর তিনি সেই বারো জনকে কাছে ডেকে দুজন দুজন করে তাঁদেরকে প্রচার করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন; এবং তাঁদেরকে মন্দ আত্মার ওপরে ক্ষমতা দান করলেন; 8আর নির্দেশ দিলেন, তারা যেন চলার জন্য এক লাঠি ছাড়া আর কিছুই না নেয়, রুটি ও না, থলিও না, কোমরবাধনীতে পয়সাও না; 9কিন্তু পায়ে জুতো পরো, আর দুটি জামাও পরিও না।10তিনি তাঁদেরকে আরও বললেন, “তোমরা যখন কোন বাড়িতে ঢুকবে, সেখান থেকে অন্য কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকো। 11আর যদি কোন জায়গার লোক তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না শোনে, সেখান থেকে যাওয়ার সময় তাদের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজ নিজ পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো।12পরে তাঁরা গিয়ে প্রচার করলেন, যেন মানুষেরা পাপ থেকে মন ফেরায়। 13আর তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন এবং অনেক অসুস্থ লোককে তেল অভিষেক দিয়ে সুস্থ করলেন।14আর হেরোদ রাজা যীশুর কথা শুনতে পেলেন, কারণ তাঁর খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ বলছে, “বাপ্তিষ্মদাতা যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, আর সেই জন্য এইসব অলৌকিক কাজ যীশু করতে পারছেন” 15কিন্তু আবার কেউ বলে, “উনি এলিয়” এবং কেউ বলে, “উনি একজন ভাববাদি, অতীতের ভাববাদিদের মধ্যে কোন এক জনের মত।”16কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, “আমি যে যোহনের মাথা শিরচ্ছেদ করেছি, তিনি উঠেছেন।” 17হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার জন্য যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে রেখেছিলেন।18কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, “ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয়নি।” 19আর হেরোদিয়া তাঁর ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। 20আর হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক বলে ভয় করতেন ও তাঁকে রক্ষা করতেন। আর তাঁর কথা শুনে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতেন, তথাপি তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।21পরে হেরোদিয়ার কাছে এক সুযোগ এল, যখন হেরোদ নিজের জন্মদিনে বড় বড় লোকদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান লোকদের জন্য এক রাত্রিভোজ আয়োজন করলেন; 22আর হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজ সভায় নেচে হেরোদ এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিলেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করল। তাতে রাজা সেই মেয়েকে বললেন, “তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।”23আর তিনি শপথ করে তাকে বললেন, “অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক, আমার কাছে যা চাইবে, তাই তোমাকে দেব”। 24সে তখন বাইরে গিয়ে নিজের মাকে জিজ্ঞাসা করল, “আমি কি চাইব?” সে বলল, “যোহন বাপ্তিষ্মদাতার মাথা”। 25সে তখনই তাড়াতাড়ি করে হলের মধ্যে গিয়ে রাজার কাছে তা চাইল, বলল, “আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখনই যোহন বাপ্তিষ্মদাতার মাথা থালায় করে আমাকে দিন”।26তখন রাজা খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু নিজের শপথের কারণে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিল, তাদের জন্যে, তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। 27আর রাজা তখনই একজন সেনাকে পাঠিয়ে যোহনের মাথা আনতে আদেশ দিলেন; সেই সেনাটি কারাগারের মধ্যে গিয়ে তাঁর মাথা কাটল। 28পরে তাঁর মাথা থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দিল এবং মেয়েটি নিজের মাকে দিল। 29এই খবর পেয়ে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দিল।30পরে প্রেরিতরা যীশুর কাছে এসে জড়ো হলেন; আর তাঁরা যা কিছু করেছিলেন, ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই সব তাঁকে বললেন। 31তিনি তাঁদেরকে বললেন, “তোমরা দূরে এক নির্জন জায়গায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম কর”। কারণ অনেক লোক আসা যাওয়া করছিল, তাই তাঁদের খাওয়ার সময় ছিল না। 32পরে তাঁরা নিজেরা নৌকা করে দূরে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন।33কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল এবং অনেকে তাঁদেরকে চিনতে পারল, তাই সব শহর থেকে মানুষেরা দৌড়ে গিয়ে তাঁদের আগে সেই জায়গায় গেল। 34তখন যীশু নৌকা থেকে নেমে বহুলোক দেখে তাদের জন্য করুণাবিষ্ট হলেন, কারণ তারা পালকহীন মেষপালের মত ছিল; আর তিনি তাদেরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।35পরে দিন প্রায় শেষ হলে তাঁর শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, “এ জায়গা নির্জন এবং দিনও প্রায় শেষ; 36তাই এদেরকে যেতে দিন, যেন তারা চারিদিকে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে পারে”।37কিন্তু তিনি উত্তরে তাঁদেরকে বললেন, “তোমরাই তাদেরকে কিছু খেতে দাও”। তাঁরা বললেন, “আমরা গিয়ে কি দুশো সিকির রুটি কিনে নিয়ে তাদেরকে খেতে দেব?” 38তিনি তাঁদেরকে বললেন, “তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? গিয়ে দেখ”। তাঁরা দেখে বললেন, “পাঁচটি রুটি এবং দুটী মাছ আছে”।39তখন তিনি সবাইকে সবুজ ঘাসের ওপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। 40তারা কোনো সারিতে একশো জন ও কোনো সারিতে পঞ্চাশ জন করে বসে গেল। 41পরে তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটী মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং সেই রুটি কয়টি ভেঙে লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন; আর সেই দুটী মাছও সবাইকে ভাগ করে দিলেন।42তাতে সবাই খেল এবং সন্তুষ্ট হল। 43আর শিষ্যরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পূর্ণ বারো ঝুড়ি রুটি এবং মাছ তুলে নিলেন। 44যারা সেই রুটি খেয়েছিল সেখানে পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।45পরে যীশু তখনই শিষ্যদের শক্তভাবে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অপর পাড়ে বৈৎসৈদার দিকে চলে যান, আর সেই সময় তিনি লোকদেরকে বিদায় করে দেন। 46যখন সবাই চলে গেল তখন তিনি প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন। 47আর সন্ধ্যা হল, তখন নৌকাটি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি একা ডাঙায় ছিলেন।48পরে যীশু দেখতে পেলেন শিষ্যরা নৌকায় করে যেতে খুব কষ্ট করছে কারণ হাওয়া তাদের বিপরীত দিক থেকে বইছিল। আর প্রায় শেষ রাত্রিতে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাঁদেরকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 49কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভূত মনে করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 50কারণ সবাই তাঁকে দেখছিল ও ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাথে বললেন, তাঁদেরকে বললেন, “সাহস কর, এখানে আমি, ভয় করো না”।51পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নৌকায় উঠলেন, আর বাতাস থেমে গেল; তাতে তাঁরা মনে মনে এই সব দেখে অবাক হয়ে গেল। 52কারণ তাঁরা রুটির বিষয় তখনও বুঝতে পারেনি, কিন্তু তাঁদের মন খুবই কঠিন ছিল এই সব বোঝার জন্য।53পরে তাঁরা পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে তীরে নৌকা লাগালেন এবং সেখানে নোঙ্গর ফেললেন। 54যখন সবাই নৌকা থেকে নামলেন লোকেরা তখন যীশুকে চিনতে পারল। 55তাঁকে চিনতে পেরে চারিদিক থেকে সমস্ত অঞ্চলের লোকজন দৌড়ে আসতে লাগল এবং অসুস্থ লোকদের খাটে করে তিনি যে জায়গায় আছেন সেখানে আনতে লাগলেন।56আর গ্রামে, কি শহরে, কি দেশে, যে কোনো জায়গায় তিনি গেলে, সেই জায়গায় তারা অসুস্থদেরকে নিয়ে আসত; এবং তাঁকে মিনতি করত, যেন রোগীরা তাঁর পোশাকের ঝালর একটু ছুঁতে পারে, আর যত লোক তাঁকে র্স্পশ করত, সবাই সুস্থ হত।

Chapter 7

1আর যিরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশীরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা এসে তাঁর কাছে জড়ো হল।2তারা দেখল যে, তাঁর কয়েক জন শিষ্য অশুচি হাত দিয়ে খাচ্ছে, যে হাত পরিষ্কার করা হয়নি। 3(ফরীশীরা ও যীহূদিরা সবাই পূর্বপুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম মেনে আসছে সেই নিয়ম মতে হাত না ধুয়ে খাওয়া যায় না। 4আর বাজার থেকে আসলে তারা স্নান না করে খাবার খায় না; এবং তারা আরও অনেক বিষয় মানবার আদেশ পেয়েছে, যথা; ঘটী, ঘড়া ও পিতলের নানা পাত্র ধোয়া যাতে তারা খেত।)5পরে ফরীশীরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, “আপনার শিষ্যেরা পূর্বপুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে, সে নিয়ম না মেনে কেন তারা অশুচি হাত দিয়েই খায়?”6কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, “আপনারা ভণ্ড, যিশাইয় ভাববাদী তোমাদের বিষয়ে একদম ঠিক কথা বলেছেন, তিনি লিখেছেন, “এই লোকেরা শুধুই মুখে আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে থাকে। 7এরা বৃথাই আমার আরাধনা করে এবং মানুষের বানানো নিয়মকে প্রকৃত নিয়ম বলে শিক্ষা দেয়।”8তোমরা ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে মানুষের দেওয়া কতগুলি নিয়ম পালন করো।” 9তিনি তাদেরকে আরও বললেন, “ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে নিজেদের নিয়ম পালন করবার জন্য বেশ ভালো উপায় আপনাদের জানা আছে।” 10কারণ মোশি বলেন, “তুমি নিজের বাবাকে ও নিজ মাকে সম্মান করবে,” আর “যে কেউ বাবার কিম্বা মায়ের নিন্দা করে, তার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই হবে।”11কিন্তু তোমরা বলে থাক, “মানুষ যদি বাবাকে কি মাকে বলে, ‘আমি যা দিয়ে তোমার উপকার করতে পারতাম, তা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,’ 12তবে বাবা ও মার জন্য তাকে আর কিছুই করতে হয় না। 13এইভাবে তোমরা নিজেদের পরম্পরাগত নিয়ম কানুনের জন্য ঈশ্বরের আদেশকে অগ্রাহ্য করছ। আর এই রকম আরও অনেক কাজ করে থাক।”14পরে তিনি লোকদেরকে আবার কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বোঝ। 15বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে যায় তা মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না; 16কিন্তু যা মানুষের ভিতর থেকে বের হয়, সেই সব মানুষকে অশুচি করে।”17পরে তিনি যখন লোকদের কাছ থেকে ঘরের মধ্যে গেলেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে গল্পটির মানে জিজ্ঞাসা করলেন। 18তিনি তাঁদেরকে বললেন, ” “তোমরাও কি এত অবুঝ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে অশুচি করতে পারে না? 19কারণ এটা তার হৃদয়ের মধ্যে যায় না, কিন্তু পেটের মধ্যে যায় এবং সেটা বাইরে গিয়ে পড়ে।” একথা দিয়ে তিনি বোঝালেন সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই শুচি।20তিনি আরও বললেন, “মানুষ থেকে যা বের হয়, সেগুলোই মানুষকে অপবিত্র করে। 21কারণ অন্তর থেকে, মানে মানুষের হৃদয় থেকে, কুচিন্তা বের হয়, অনৈতিক যৌনাচার, চুরি, নরহত্যা, 22ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লাম্পট্য, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরনিন্দা, অহংকার ও মূর্খতা; 23এই সব মন্দ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় এবং মানুষকে অপবিত্র করে।”24পরে তিনি উঠে সে জায়গা থেকে সোর ও সিদোন অঞ্চলে চলে গেলেন। আর তিনি এক বাড়িতে ঢুকলেন, তিনি চাইলেন যেন কেউ জানতে না পারে; কিন্তু তিনি লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। 25কারণ তখন একজন মহিলা , যার একটি মেয়ে ছিল, আর তাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল, যীশুর কথা শুনতে পেয়ে মহিলাটি এসে তাঁর পায়ে উবুড় হয়ে পড়ল। 26মহিলাটি গ্রীক, জাতিতে সুর ফৈনীকী। সে তাঁকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তার মেয়ের ভিতর থেকে ভূত তাড়িয়ে দেন।27তিনি তাকে বললেন, “প্রথমে সন্তানেরা পেট ভরে খাক, কারণ সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।” 28কিন্তু মহিলাটি উত্তর করে তাঁকে বলল, “হ্যাঁ প্রভু, আর কুকুরেরাও টেবিলের নীচে পড়ে থাকা সন্তানদের খাবারের গুঁড়াগাঁড়া খায়।”29তখন তিনি তাকে বললেন, “তুমি ঠিক কথাই বলেছ, তুমি এখন চলে যাও, তোমার মেয়ের মধ্য থেকে ভূত বের হয়ে গেছে।” 30পরে সে ঘরে গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং তার ভেতর থেকে ভূত বের হয়ে গেছে।31পরে তিনি সোর শহর থেকে বের হলেন এবং সিদোন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গালীল সাগরের কাছে আসলেন। 32তখন লোকেরা একজন বধির ও তোতলা লোককে তাঁর কাছে এনে তার উপরে হাত রাখতে কাকুতি মিনতি করল।33তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিয়ে থুথু দিলেন ও তার জিভ র্স্পশ করলেন। 34আর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ”ইপফাথা, অর্থাৎ “খুলে যাক!” 35তাতে তার কর্ণ খুলে গেল, জিভের বাধন খুলে গেল, আর সে ভালোভাবে কথা বলতে লাগল।36পরে তিনি তাদেরকে আজ্ঞা দিলেন, “তোমরা এই কথা কাউকে বোলো না;” কিন্তু তিনি যত বারণ করলেন, তত তারা আরও বেশি প্রচার করল। 37আর তারা সবাই খুব অবাক হল, বলল, “ইনি সব কাজ নিখুঁত ভাবে করেছেন, ইনি বধীরকে শুনবার শক্তি এবং বোবাদের কথা বলবার শক্তি দান করেছেন।”

Chapter 8

1সেই সময় এক দিন যখন আবার অনেক লোকের ভিড় হল এবং তাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 2“এই লোকদের জন্য আমার করুণা হচ্ছে; কারণ এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে এবং এদের কাছে খাবার কিছুই নেই। 3আর আমি যদি এদেরকে না খাইয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই, তবে এরা পথে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে; আবার এদের মধ্যে কিছু লোকজন অনেক দূর থেকে এসেছে।” 4তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিয়ে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এই সকল লোকদের যথেষ্ট খাবারের জন্য কোথা থেকে এত রুটি পাবো?”5তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?” তারা বললেন “সাতটি”। 6পরে তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ দিলেন এবং সেই সাতখানা রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙ্গলেন এবং লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের বললেন; আর শিষ্যরা তা লোকদের দিলেন।7তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি ধন্যবাদ দিয়ে সেগুলিও লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের বললেন। 8তাতে লোকেরা পেট ভরে খেল এবং সন্তুষ্ট হলো; পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পুরোপুরি সাত ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিলেন। 9সেখানে লোক ছিল কমবেশ চার হাজার; পরে তিনি তাদের বিদায় দিলেন। 10আর তখনই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দলমনুথা অঞ্চলে গেলেন।11তারপরে ফরীশীরা বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আকাশ থেকে এক চিহ্ন দেখতে চাইল। 12তখন তিনি আত্মায় গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, “এই সময়ের লোকেরা কেন চিহ্নের খোঁজ করে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই লোকদের কোন চিহ্ন দেখানো হবে না।” 13পরে তিনি তাদেরকে ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে অন্য পারে চলে গেলেন।14আর শিষ্যরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে কেবল একটি ছাড়া আর কোন রুটি ছিল না। 15পরে তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা ফরীশীদের ও হেরোদের তাড়ির বিষয়ে সতর্ক থেকো।”16তাতে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমাদের কাছে রুটি নেই বলে উনি এই কথা বলছেন। 17তা বুঝতে পেরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, ”তোমাদের রুটি নেই বলে কেন তর্ক করছ? তোমরা কি এখনও কিছু বুঝতে পারছ না? তোমাদের মন কি এখনও কঠিন হয়ে আছে?18তোমাদের চোখ থাকতেও কি দেখতে পাও না? কান থাকতেও কি শুনতে পাও না? আর তোমোদের মনেও কি পড়ে না? 19আমি যখন পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচটি রুটি ভেঙে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা কত ঝুড়ি গুঁড়াগাঁড়া তুলে নিয়েছিলে? তারা বললেন, “বারো ঝুড়ি”।20“আর যখন চার হাজার লোকের মধ্যে সাত খানা রুটি ভেঙে দিয়েছিলাম, তখন কত ঝুড়ি গুঁড়াগাঁড়া তুলে নিয়েছিলে? তারা বললেন, “সাত ঝুড়ি” 21তিনি তাঁদের বললেন, “তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না?”22তাঁরা বৈৎসৈদাতে আসলেন; আর লোকেরা একজন অন্ধকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে কাকুতি মিনতি করল, যেন তিনি তাঁকে র্স্পশ করেন। 23তিনি সেই অন্ধ মানুষটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছ?”24সে চোখ তুলে চাইল ও বলল, “মানুষ দেখছি, গাছের মতন হেঁটে বেড়াচ্ছে।” 25তখন তিনি তার চোখের উপর আবার হাত দিলেন, তাতে সে দেখবার শক্তি ফিরে পেল ও সুস্থ হল, পরিষ্কার ভাবে সব দেখতে লাগলো। 26পরে তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, “এই গ্রামে আর ঢুকবে না।”27পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কৈসরিয়ার ফিলিপী শহরের আশে পাশের গ্রামে গেলেন। আর পথে তিনি নিজের শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে"? 28তারা তাঁকে বললেন, “অনেকে বলে, আপনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহন; আবার কেউ বলে, আপনি এলিয়; আবার কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে একজন।”29তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে?” পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, “আপনি সেই খ্রীষ্ট।” 30তখন তিনি তাঁর কথা কাউকে বলতে তাঁদের কঠিনভাবে বারণ করে দিলেন।31পরে তিনি শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। প্রাচীনরা, প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে, তাঁকে মেরে ফেলা হবে, আর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠবে। 32এই কথা তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন। তাতে পিতর তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লালগনে।33কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিজের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, “আমার সামনে থেকে দূর হও শয়তান! কারণ যা ঈশ্বরের, তা নয় কিন্তু যা মানুষের তাই তুমি তোমার মনে ভাবছ।” 34পরে তিনি নিজ শিষ্যদের সঙ্গে লোকদেরকেও ডেকে বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, নিজের ক্রুশ তুলে নিক এবং আমাকে অনুসরণ করুক।35কারণ যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার এবং সুসমাচারের জন্য নিজ প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে। 36মানুষ যদি সমস্ত জগত লাভ করে নিজ প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ হবে? 37কিংবা মানুষ নিজের প্রাণের বদলে আর কি দিতে পারে?38কারণ যে কেউ এই কালের ব্যভিচারী ও পাপী লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন, যখন তিনি পবিত্র দূতদের সঙ্গে নিজের প্রতাপে মহিমায় আসবেন।

Chapter 9

1আর তিনি তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে।” 2ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে চোখের আড়ালে এক উঁচু পাহাড়ের নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। পরে তিনি তাঁদের সামনে চেহারা পাল্টালেন। 3আর তাঁর জামাকাপড় চকচকে এবং অনেক বেশি সাদা হলো, যা পৃথিবীর কোন ধোপা সেই রকম সাদা করতে পারে না।4আর এলিয় ও মোশি তাদেরকে দেখা দিলেন; তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 5তখন পিতর যীশুকে বললেন, “গুরু, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির তৈরী করি, একটা আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটা এলিয়ের জন্য।” 6কারণ কি বলতে হবে, তা তিনি বুঝলেন না, যেহেতু তারা খুব ভয় পেয়েছিল।7একটা মেঘ এসে তাদের উপর ছায়া করলো; আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনি আমার প্রিয় সন্তান, তাঁর কথা শোন।’ 8পরে হঠাৎ তাঁরা চারিদিক দেখলেন কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল একা যীশু তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন।9পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় তিনি তাদের কঠিন আদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা যা যা দেখলে, তা কাউকে বলো না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত না হন।” 10“মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হওয়ার” মানেটা কি এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো।11পরে শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ব্যবস্থা শিক্ষকেরা কেন বলেন যে , “প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?” 12যীশু এর উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ সত্যি, এলিয় আসবেন এবং সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে কেন লেখা আছে যে, তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হবে ও লোকে তাঁকে ঘৃণা করবে? 13কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেরকম লেখা আছে, সেইভাবে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁর উপর যা ইচ্ছা, তাই করেছে।”14পরে তাঁরা শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারিদিকে অনেক লোকের ভিড় জমেছে। আর ধর্মশিক্ষকেরা তাঁদের সঙ্গে তর্ক করছে। 15যীশুকে দেখে সব লোক অনেক চমৎকৃত হলো ও তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালো। 16তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি বিষয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করছো?”17লোকদের ভিড়ের মধ্যে একজন উত্তর করলো, “হে গুরু, আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে বোবা আত্মায় ধরেছে, সে কথা বলতে পারছে না। 18সেই আত্মা যখানে তাকে ধরে, তখন আছাড় মারে, আর তার মুখে ফেনা ওঠে এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর শক্ত কাঠ হয়ে যায়। আমি আপনার শিষ্যদের তা ছাড়াতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা পারল না।” 19যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “হে অবিশ্বাসীর বংশ, আমি আর কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকবো? কত দিন তোমাদের ভার বহন করব? ছেলেটিকে আমার কাছে আন।”20শিষ্যরা ছেলেটিকে যীশুর কাছে আনলো। তাঁকে দেখে সেই ভূত ছেলেটিকে জোরে মুচড়িয়ে ধরল, আর সে মাটিতে পড়ে গেলো এবং তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগলো। 21তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ছেলেটি কত দিন ধরে এই অসুখে ভুগছে?” 22ছেলেটির বাবা বললেন, “ছোটবেলা থেকে। এই আত্মা তাকে মেরে ফেলার জন্য অনেকবার আগুনে ও অনেকবার জলে ফেলে দিয়েছে। করুণা করে আপনি যদি ছেলেটিকে সুস্থ করতে পারেন, তবে আমাদের উপকার হয়”।23যীশু তাকে বললেন, “যদি পারেন? তোমার যদি বিশ্বাস থাকে তবে সবই হতে পারে।” 24তখনই সেই ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠলেন, “আমি বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতিকরি করুন।” 25পরে লোকেরা একসঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, “হে বোবা আত্মা ও বধীর আত্মা আমি তোমাকে আদেশ করছি, এই ছেলেটির শরীর থেকে বেরিয়ে যাও, আর কখনও এর শরীরের মধ্যে আসবে না।”26তখন সেই আত্মা চেঁচিয়ে তাকে খুব জোরে মুচড়িয়ে দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল; তাতে ছেলেটি মরার মতো হয়ে পড়ল, এমনকি অনেক লোক বলল, “সে মরে গেছে।” 27কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তাকে তুললো ও সে উঠে দাঁড়ালো।28পরে যীশু ঘরে এলে তাঁর শিষ্যেরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমরা কেন সেই বোবা আত্মাকে ছাড়াতে পারলাম না?” 29তিনি বললেন, “প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো কিছু দ্বারা মন্দ আত্মা তাড়ানো অসম্ভব।”30সেই জায়গা থেকে যীশু গালীলের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। 31কারণ তিনি নিজের শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁদের বললেন, “মনুষ্যপুত্র লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন এবং তারা তাঁকে মেরে ফেলবে। আর তিনি মারা যাবার তিনদিন পর আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।” 32কিন্তু তারা সে কথা বুঝতে পারল না এবং যীশুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও শিষ্যরা ভয় পেল।33পরে যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূমে এলেন। আর ঘরের ভিতরে এসে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পথে তোমরা কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছিলে?” 34শিষ্যরা চুপ করে থাকলো কারণ কে মহান? পথে নিজেদের ভিতরে এই বিষয়ে তর্ক করছিল। 35তখন যীশু বসে সেই বারো জনকে ডেকে বললেন, “কেউ যদি প্রথম হতে ইচ্ছা করো, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের সেবাকারী হতে হবে।”36পরে তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাদের বললেন, 37“যে আমার নামে এই রকম কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।”38যোহন তাঁকে বললেন, “হে গুরু, আমরা একজন লোককে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না।” 39কিন্তু যীশু বললেন, “তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে, আমার নামে আশ্চর্য্য কাজ করে, আবার আমার বদনাম করতে পারে।”40কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয়, সে আমাদেরই পক্ষে। 41যে কেউ তোমাদেরকে খ্রীষ্টের লোক মনে করে এক কাপ জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সে কোনো ভাবে নিজের পুরষ্কার হারাবে না।4442আর যেসব শিশুরা আমাকে বিশ্বাস করে, যদি কেউ তাদের বিশ্বাসে বাধা দেয়, তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ভাল। 43-44 তোমার হাত যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; কারণ দুই হাত নিয়ে নরকের আগুনে পোড়ার ছেয়ে বরং পঙ্গু হয়ে ভালোভাবে জীবন প্রবেশ করা অনেক ভালো।45আর তোমার পা যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; দুই পা নিয়ে নরকে যাওয়ার ছেয়ে খোঁড়া হয়ে ভালোভাবে জীবন প্রবেশ করা অনেক ভালো। 46আর তোমার চোখ যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায় তবে তা উপড়িয়ে ফেল।47দুই চোখ নিয়ে অগ্নিময় নরকে যাওয়ার ছেয়ে একচোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অনেক ভালো; 48আর নরকের পোকা যেমন মরে না, তেমনি আগুনও কখনো নেভে না।49প্রত্যেক ব্যক্তিকে লবণযুক্ত নরকের আগুন পোড়ানো যাবে। 50লবণ সব জিনিসকে স্বাদযুক্ত করে কিন্তু, লবণ যদি তার নোনতা স্বাদ হারায়, তবে সেই লবণকে কিভাবে স্বাদযুক্ত করা যাবে? তোমরা লবণের মতো হও নিজেদের মনে ভালবাসা রাখো এবং নিজেরা শান্তিতে থাক।”

Chapter 10

1যীশু সেই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়াতে ও যর্দন নদীর অন্য পারে এলেন; এবং তাঁর কাছে আবার লোক আসতে লাগলো এবং তিনি নিজের নিয়ম অনুসারে আবার তাদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 2তখন ফরীশীরা পরীক্ষা করার জন্য যীশুকে জিজ্ঞাসা করলো, “একজন স্বামীর কি স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত?” 3তিনি তাদের উত্তর দিলেন, “মোশি তোমাদেরকে কি আদেশ দিয়েছেন?” 4তারা বলল, “ত্যাগপত্র লিখে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দেবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন।”5যীশু তাদেরকে বললেন, “তোমাদের মন কঠিন বলেই মোশি এই আদেশ লিখেছেন। 6কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদের বানিয়েছেন’7‘এইজন্য মানুষ তার বাবা ও মাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আসক্ত হবে। 8আর তারা দুইজন এক দেহ হবে, সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু এক দেহ। 9অতএব ঈশ্বর যাদেরকে এক করেছেন মানুষ যেন তাদের আলাদা না করে।”10শিষ্যেরা ঘরে এসে আবার সেই বিষয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। 11তিনি তাদেরকে বললেন, “যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে; 12আর স্ত্রী যদি নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য আর একজন পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।”13পরে লোকেরা কতগুলো শিশুকে যীশুর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেন কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14তখন যীশু তা দেখে রেগে গেলেন, আর শিষ্যদের বললেন, “শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এই রকম লোকদেরই।15আমি তোমাদের সত্য বলছি, যে কেউ শিশুর মতো হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।” 16পরে যীশু শিশুদের কোলে তুলে নিলেন ও তাদের মাথার উপরে হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।17পরে যখন তিনি আবার বের হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, একজন লোক দৌড়ে এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে সৎগুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি কি করতে হবে?” 18যীশু তাকে বললেন, “আমাকে সৎ কেন বলছো? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়।” 19তুমি আদেশগুলি জান, “মানুষ খুন করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, ঠকিও না, তোমার বাবা মাকে সম্মান করো”।20সেই লোকটি তাঁকে বলল, “হে গুরু, ছোট্ট বয়স থেকে এই সব নিয়ম আমি মেনে আসছি।” 21যীশু তার দিকে ভালবেসে তাকালেন এবং বললেন, “একটি বিষয়ে তোমার অভাব আছে, যাও, তোমার যা কিছু আছে, বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে তুমি ধন পাবে; আর এস, আমাকে অনুসরণ কর।” 22এই কথায় সেই লোকটি হতাশ হয়ে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।23তারপর যীশু চারিদিকে তাকিয়ে নিজের শিষ্যদের বললেন, “যারা ধনী তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা অনেক কঠিন!” 24তাঁর কথা শুনে শিষ্যরা অবাক হয়ে গেলো; কিন্তু যীশু আবার তাদের বললেন, “সন্তানেরা যারা ধন সম্পত্তিতে নির্ভর করে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা অনেক কঠিন! 25ঈশ্বরের রাজ্যে ধনী মানুষের ঢোকার থেকে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সোজা।”26তখন তারা খুব অবাক হয়ে বললেন, “তবে কে রক্ষা পেতে পারে?" 27যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন “এটা মানুষের কাছে অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব।” 28তখন পিতর তাঁকে বললেন, “দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে আপনার অনুসরণকারী হয়েছি।”29যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও আমার সুসমাচার প্রচারের জন্য এই পৃথিবীতে থাকাকালীন তার ঘরবাড়ি, ভাই বোনদের, মা বাবাকে, ছেলে-মেয়েকে, জমিজায়গা ছেড়েছে কিন্তু সে তার শতগুণ ফিরে পাবে না; 30সে তার ঘরবাড়ি, ভাই, বোন, মা, ছেলেমেয়ে ও জমিজমা, সবই ফিরে পাবে এবং আগামী দিনে অনন্ত জীবনও পাবে। 31কিন্তু অনেকে এমন লোক যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে এবং যারা শেষের, তারা প্রথম হবে।”32এক সময়ে তারা, যিরূশালেমের পথে যাচ্ছিলেন এবং যীশু তাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। তখন শিষ্যরা অবাক হয়ে গেল; আর যারা পিছনে আসছিল, তারা ভয় পেলো। পরে তিনি আবার সেই বারো জনকে নিয়ে নিজের ওপর যা যা ঘটনা ঘটবে, তা তাদের বলতে লাগলেন। 33তিনি বললেন, “দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থা শিক্ষকদের হাতে সমর্পিত হবেন, তারা তাঁকে মৃত্যুদন্ডের জন্য দোষী করবে এবং অযিহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেবে। 34আর তারা তাঁকে ঠাট্টা করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে ও মেরে ফেলবে; আর তিনদিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।35পরে সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এসে বললেন, “হে গুরু আমাদের ইচ্ছা এই, আমরা আপনার কাছে যা চাইবো, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।” 36তিনি বললেন, “তোমাদের ইচ্ছা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করব?” 37তারা উত্তরে বলল, “আমাদেরকে এই আশীর্বাদ করুন, আপনি যখন রাজা ও মহিমান্বিত হবেন তখন যেন একজন আপনার ডান দিকে, আর একজন আপনার বাম দিকে বসতে পারি।”38যীশু তাদের বললেন, “তোমরা কি চাইছ তোমরা তা জানো না। আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার এবং আমি যে বাপ্তিষ্মের বাপ্তিষ্ম নিই, তাতে কি তোমরা সেই বাপ্তিষ্ম নিতে পার?” 39তারা বলল “পারি।” যীশু তাদেরকে বললেন, “আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিষ্মের বাপ্তিষ্ম নিই, তাতে তোমরাও বাপ্তিষ্ম নেবে; 40কিন্তু যাদের জন্য জায়গা তৈরী করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে কি বাম পাশে বসতে দেওয়ার আমার অধিকার নেই।41এই কথা শুনে অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের উপর রেগে যেতে লাগলো। 42কিন্তু যীশু তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা জান, অযিহুদীদের ভিতরে যারা শাসনকর্তা বলে পরিচিত, তারা তাদের মনিব হয় এবং তাদের ভেতরে যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে।43তোমাদের মধ্যে সেরকম নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্য যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের সেবক হবে। 44এবং তোমাদের মধ্য যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে সকলের দাস হবে। 45কারণ মনুষ্যপুত্র জগতে সেবা পেতে আসেনি, কিন্তু অপরের সেবা করতে এসেছে এবং মানুষের জন্য নিজের জীবন মুক্তির মূল্য হিসাবে দিতে এসেছেন।”46পরে তাঁরা যিরীহোতে এলেন। আর যীশু যখন নিজের শিষ্যদের ও অনেক লোকের সঙ্গে যিরীহো থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তীময়ের ছেলে বরতীময় নামে একজন অন্ধ ভিখারী পথের পাশে বসেছিল। 47সে যখন নাসরতীয় যীশুর কথা শুনতে পেলো, তখন চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।” 48তখন অনেক লোক “চুপ করো” “চুপ করো” বলে তাকে ধমক দিল; কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগলো, “হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।”49তখন যীশু থেমে বললেন, “ওকে ডাক;” তাতে লোকেরা সেই অন্ধকে ডেকে বলল, “সাহস কর, ওঠ, যীশু তোমাকে ডাকছেন।” 50তখন সে নিজের কাপড় ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল।51যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করব?” অন্ধ তাঁকে বলল, “হে গুরু, আমি দেখতে চাই।” 52যীশু তাকে বললেন, “চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল।” তাতে সে তক্ষুনি দেখতে পেল এবং পথ দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

Chapter 11

1পরে যখন তাঁরা যিরূশালেমের কাছে জৈতুন পাহাড়ে বৈৎফগী গ্রামে ও বৈথনিয়া গ্রামে এলেন, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন। 2তাদের বললেন, "তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও; গ্রামে ঢোকা মাত্রই সামনে দেখবে একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে, যার ওপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; সেটাকে খুলে আমার কাছে আন। 3আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এ কাজ কেন করছ? তবে বল, এটাকে আমাদের প্রভুর দরকার আছে; সে তখনই গাধাটাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।"4তখন তারা গিয়ে দেখতে পেলো, একটি গাধার বাচ্চা দরজার কাছাকাছি বাইরে বাঁধা রয়েছে, আর তারা তাকে খুলতে লাগলো। 5এবং সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের ভিতরে কেউ কেউ বলল, “গাধার বাচ্চাটাকে খুলে কি করছ?” 6যীশু শিষ্যদের যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, তারা লোকদেরকে সেই রকম বললেন, আর তারা তাদেরকে সেটা নিয়ে যেতে দিল।7তারপর শিষ্যরা গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে এনে তার ওপরে নিজেদের কাপড় পেতে দিলেন; আর যীশু তার ওপরে বসলেন। 8তারপর লোকেরা নিজের নিজের কাপড় রাস্তায় পেতে দিল ও অন্য লোকেরা বাগান থেকে ডালপালা কেটে এনে পথে ছড়িয়ে দিল। 9আর যে সমস্ত লোক তাঁর আগে ও পেছনে যাচ্ছিল, তারা খুব জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “হোশান্না! ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসছেন! 10ধন্য যে স্বর্গরাজ্য আসছে আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য! উর্দ্ধলোকে হোশান্না!”11পরে তিনি যিরূশালেমে এসে মন্দিরে গেলেন, চারপাশের সব কিছু দেখলেন। বেলা শেষ হয়ে এলে সেই বারো জনের সঙ্গে যীশু বের হয়ে বৈথনিয়াতে চলে গেলেন। 12পরের দিন তাঁরা বৈথনিয়া থেকে বেরিয়ে আসার সময় যীশুর খিদে পেলো।13কিছু দূর থেকে পাতায় ভরা একটা ডুমুরগাছ তিনি দেখতে পেলেন, যখন তিনি গাছটা দেখতে এগিয়ে গেলেন তখন দেখলেন শুধু পাতা ছাড়া আর কোনো ফল নেই; কারণ তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। 14তিনি গাছটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “এখন থেকে আর কেউ কখনও তোমার ফল খাবে না।” একথা তাঁর শিষ্যরা শুনতে পেলো।15পরে তাঁরা যিরূশালেমে এলেন, যীশু ঈশ্বরের উপাসনা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যত লোক মন্দিরে কেনা বেচা করছিল, সবাইকে বের করে দিতে লাগলেন এবং যারা টাকা বদল করার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা পায়রা বিক্রি করছিল, তাদের সব কিছু উল্টে ফেলে দিলেন, 16আর মন্দিরের ভেতর দিয়ে কাউকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিলেন না।17আর তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, “এটা কি লেখা নেই, “আমার ঘরকে সব জাতির প্রার্থনা ঘর বলা যাবে”? কিন্তু তোমরা এটাকে "ডাকাতদের আড্ডাখানায় পরিণত করেছো"। 18একথা শুনে প্রধান যাজক ও ব্যবস্থা শিক্ষকরা তাঁকে কিভাবে মেরে ফেলবে, তারই চেষ্টা করতে লাগলো; তারা তাঁকে ভয় করত, কারণ তাঁর শিক্ষায় সব লোক অবাক হয়েছিল। 19সন্ধ্যেবেলায় তাঁরা শহরের বাইরে গেলেন।20সকালবেলায় তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটী শেকড় সহ শুকিয়ে গেছে। 21তখন পিতর আগের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, “গুরু, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে।”22যীশু তাদেরকে বললেন, “ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে ‘সরে গিয়ে সমুদ্রে পড়,’ এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যা তিনি বললেন তা ঘটবে, তবে তার জন্য ঈশ্বর তাই করবেন।24এই জন্য আমি তোমাদের বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করো ও চাও, বিশ্বাস কর যে, তা পেয়েছ, তাতে তোমাদের জন্য তাই হবে। 25-26আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কোর; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করেন।27পরে তাঁরা আবার যিরূশালেমে এলেন; আর যীশু মন্দিরের ভেতরে বেড়াচ্ছেন, সে সময়ে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 28"তুমি কোন ক্ষমতায় এই সব করছ? আর কেই বা তোমাকে এই সব করার ক্ষমতা দিয়েছে?"29যীশু উত্তরে তাদের বললেন, “আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমাদের বলবো, কোন ক্ষমতায় আমি এসব করছি। 30যোহনের বাপ্তিষ্ম কি স্বর্গরাজ্য থেকে হয়েছিল, না মানুষের থেকে? আমাকে সে কথার উত্তর দাও।”31তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, "যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে এ আমাদেরকে বলবে, তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন? 32আবার যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে তবে? তাঁরা লোকদের ভয় করতেন, কারণ সবাই যোহনকে সত্যি একজন ভাববাদী বলে মনে করত। 33তখন তারা যীশুকে বললেন, “আমরা জানি না।” তখন যীশু তাদের বললেন, “তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তোমাদের বলব না।”

Chapter 12

1পরে যীশু নীতি গল্প দিয়ে তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, “একজন লোক আঙুর ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, আঙুর রস বের করার জন্য গর্ত খুঁড়লেন এবং দেখাশোনা করার জন্য একটি উঁচু ঘর তৈরী করলেন; পরে কৃষকদের হাতে তা জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। 2পরে চাষীদের কাছে আঙুর ক্ষেতের ফলের ভাগ নেবার জন্য, ফল পাকার সঠিক সময়ে এক দাসকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 3চাষীরা সেই দাসকে মারধর করে খালি হাতে পাঠিয়ে দিল।4আবার মালিক তাদের কাছে আর এক দাসকে পাঠালেন; তারা তার মাথা ফাটিয়ে দিল ও অপমান করলো। 5পরে তিনি তৃতীয় জনকে পাঠালেন; তারা সেই ব্যক্তিকে ও মেরে ফেলল; এইভাবে মালিক অনেককে পাঠালেন, চাষীরা কাউকে মারধর করল, কাউকে বা মেরে ফেলল।6মালিকের কাছে তাঁর একমাত্র প্রিয় ছেলে ছাড়া এরপর পাঠানোর মতো আর কেউ ছিল না, শেষে তিনি তাঁর আদরের ছেলেকে চাষীদের কাছে পাঠালেন, আর মালিক ভাবলেন হয়তো তারা আমার ছেলেকে অন্তত সম্মান করবে। 7কিন্তু চাষীরা নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে বলল, “বাবার পরে এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এস আমরা একে মেরে ফেলি, যেন উত্তরাধিকার আমাদেরই হয়।”8পরে তারা ছেলেটিকে ধরে মেরে ফেলল এবং আঙ্গুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো। 9এরপর সেই আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক কি করবেন? তিনি এসে সেই চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং আঙ্গুর ক্ষেত অন্য চাষীদের কাছে দেবেন।10তোমরা কি পবিত্র শাস্ত্রে এই কথাও পড়নি? “যে পাথরটাকে মিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছিল, সেই পাথরটাই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠল; 11প্রভু ঈশ্বরই এই কাজ করেছেন, আর এটা আমাদের চোখে সত্যিই খুব আশ্চর্য্য কাজ।” 12এই উপমাটি বলার জন্য যিহুদী নেতারা যীশুকে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা জনগণকে ভয় পেয়েছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, যীশু তাদেরই বিষয়ে এই নীতি গল্পটা বলেছেন; পরে তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো।13তারপর তারা কয়েক জন ফরীশী ও হেরোদীয়কে যীশুর কাছে পাঠিয়ে দিল, যেন তারা যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলে তাঁকে ধরতে পারে। 14তারা এসে তাঁকে বলল, “গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যবাদী এবং সঠিক ভাবে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং আপনি কাউকে ভয় পাননা, কারণ আপনি লোকেরা কে কি বলল সে কথায় বিচার করেন না। কিন্তু লোকদের আপনি ঈশ্বরের সত্য পথের বিষয় শিক্ষা দেন; আচ্ছা বলুন তো, “কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না? আমরা কর দেবো কি না?” 15কিন্তু যীশু তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন, “আমার পরীক্ষা করছ কেন? আমাকে একটা টাকা এনে দাও আমি টাকাটা দেখি।”16তারা টাকাটা আনল; যীশু তাদেরকে বললেন, “এই মূর্ত্তি ও এই নাম কার?" তারা বলল, " কৈসরের।" 17তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে কৈসরের যা কিছু, তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা কিছু, তা ঈশ্বরকে দাও।" তখন এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য্য হল।18তারপর সদ্দূকীরা, যারা বলত মানুষ কখনো মৃত্যু থেকে জীবিত হয় না, তারা যীশুর কাছে আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 19"গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, আর তার যদি সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করবে।"20ভাল, কোনো একটি পরিবারে সাতটি ভাই ছিল; প্রথম জন বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। 21পরে দ্বিতীয় ভাই সেই স্ত্রীটিকে বিয়ে করল, কিন্তু সেও ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল; তৃতীয় ভাইও সেই রকম অবস্থায় রেখে মারা গেলো। 22এইভাবে সাত ভাই বিয়ে করে কোন ছেলেমেয়ে না রেখে মারা যায়; সবার শেষে সেই স্ত্রীও মরে গেলো। 23শেষ দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সময় ঐ সাত জনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।”24যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, “তোমরা কি ভুল বুঝছ না, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের ক্ষমতা? 25যখন সেই মৃতদেহগুলি জীবিত হয়ে উঠবে, না তারা বিয়ে করবে, না তাদের বিয়ে দেওয়া হবে, তারা স্বর্গের দূতদের মতো থাকবে।26মৃত্যু থেকে জীবিত হবার বিষয়ে বলব, এই বিষয়ে মোশির বইয়ে সেই ঝোপের বিষয়ে পড়নি, ঈশ্বর তাঁকে কিভাবে বলেছিলেন, “আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর? 27যীশু মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা ভীষণ ভুল করছ।”28আর তাদের একজন ব্যবস্থা শিক্ষক কাছে এসে তাদের তর্ক বিতর্ক করতে শুনলেন এবং যীশু তাদের ঠিকঠিক উত্তর দিচ্ছেন শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সব আদেশের ভেতরে কোনটী প্রথম?” 29যীশু উত্তর করলেন, “প্রথমটি এই, “হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; 30আর তুমি সেই ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।” 31দ্বিতীয়টি এই, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে” এই দুইটি আদেশের থেকে বড় আর কোন আদেশ নেই।”32ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁকে বললেন, “ভালো গুরু, আপনি সত্যি বলছেন যে, ঈশ্বর এক এবং তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। 33আর তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সব হোম ও বলিদান থেকেও ভালো।” 34তখন সে বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছে শুনে যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঈশ্বরের রাজ্যের খুব কাছাকাছি আছ।” এর পরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আর কারোর কোনো সাহস হলো না।35আর মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা দেবার সময়ে যীশু বললেন, “ব্যবস্থার শিক্ষকরা কিভাবে বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? 36কারণ দায়ূদ নিজে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এই কথা বলেছেন, “প্রভু আমার প্রভুকে বলেছিলেন, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদেরকে তোমার পায়ের নীচে নিয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার ডান পাশে বসে থাকবে।” 37যখন দায়ূদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেন, তবে তিনি কিভাবে তাঁর ছেলে হলেন?” আর সাধারণ লোকেরা আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনত।38আর যীশু নিজের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বললেন, “ব্যবস্থা শিক্ষকদের থেকে সাবধানে থেকো, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পরে বেড়াতে চায়, 39এবং হাটে বাজারে লোকদের শুভেচ্ছা জানায়, সমাজঘরে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান জায়গা ভালবাসে । 40এই সব লোকেরা বিধবাদের সব বাড়ি দখল করে, আর ছলনা করে বড় বড় প্রার্থনা করে, এই সব লোকেরা বিচারে অনেক বেশি শাস্তি পাবে।”41আর তিনি মন্দিরের দান বাক্সের সামনে বসলেন, লোকেরা দান বাক্সের ভেতরে কিভাবে টাকা রাখছে তা দেখছিলেন। তখন অনেক ধনী লোক এতে অনেক টাকা রাখলো। 42এর পরে একজন গরিব বিধবা এসে মাত্র দুইটি পয়সা তাতে রাখলো, যার মূল্য সিকি পয়সা।43তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি দানের বাক্সে যারা পয়সা রাখছে, তাদের সবার থেকে এই গরিব বিধবা বেশি রাখল; 44কারণ অন্য সবাই নিজের নিজের বাড়তি টাকা পয়সা থেকে কিছু কিছু রেখেছে, কিন্তু এই বিধবা গরিব মহিলা বেঁচে থাকার জন্য যা ছিল সব কিছু দিয়ে দিলো।”

Chapter 13

1যীশু উপাসনা ঘর থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বলল, হে গুরু, দেখুন কি সুন্দর সুন্দর পাথর ও কি সুন্দর দালান! 2যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি এই সব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটা পাথর ও আর একটা পাথরের ওপরে থাকবে না, সবই ধ্বংস হবে।”3পরে যীশু যখন উপাসনা ঘরের সামনে জৈতুন পর্বতে বসেছিলেন তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় তাঁকে গোপনে জিজ্ঞাসা করল, 4“আপনি আমাদের বলুন, কখন এই সব ঘটনা ঘটবে? আর কোন চিহ্ন দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সব ঘটার সময় হয়ে এসেছে?”5যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, "সাবধান হও, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায় । 6অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ঠকাবে।7কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথাও যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না; এ সব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। 8এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে, ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে। জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প ও দূর্ভিক্ষ হবে; এই সবই যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।9তোমরা লোকদের থেকে সাবধান থাকো। লোকে তোমাদের বিচার সভার লোকেদের হাতে ধরিয়ে দেবে এবং সমাজঘরে তোমাদের মারা হবে; আর আমার জন্য তোমাদের দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য দাঁড়াতে হবে। 10কিন্তু তার আগে সব জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে।11লোকে যখন তোমাদের ধরে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে, তখন কি বলতে হবে তা নিয়ে ভেবো না সেই সময় যে কথা তোমাদের বলে দেওয়া হবে, তোমরা তাই বলবে; কারণ তোমরাই যে কথা বলবে তা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন। 12তখন ভাই ভাইকে ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করবে; এবং সন্তানেরা মা বাবার বিপক্ষে উঠে তাদের হত্যা করাবে। 13আর আমার নামের জন্য তোমাদের সবাই ঘৃণা করবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই রক্ষা পাবে।14যখন তোমরা দেখবে, সব শেষ করার সেই ঘৃণার জিনিস যেখানে থাকবার নয়, সেখানে রয়েছে (যে পড়ে, সে বুঝুক), তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ি জায়গায় পালিয়ে যাক; 15যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নীচে না নামুক; 16এবং যে জমিতে থাকে, সে নিজের পোশাক নেবার জন্য পিছনে ফিরে যেন না যায়।17সেই সময়ে যারা গর্ভবতী এবং যারা সন্তানকে বুকের দুধ পান করায় সেই মহিলাদের অবস্থা কি খারাপই না হবে! 18প্রার্থনা কর, যেন এসব শীতকালে না ঘটে। 19কারণ সেই সময় এমন কষ্ট হবে যা ঈশ্বরের জগত সৃষ্টির শুরু থেকে এই পর্যন্ত হয়নি, আর কখনও হবে না। 20আর প্রভু যদি সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন মাংসই রক্ষা পেত না; কিন্তু ঈশ্বর যাদেরকে মনোনীত করে নিয়েছেন তাদের জন্য দিনগুলি কমিয়ে দিয়েছেন।21আর সেই সময় যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে! কিম্বা দেখ, ওখানে! তোমরা বিশ্বাস কোর না। 22কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও নকল ভাববাদীরা আসবে এবং অনেক আশ্চর্য্য কাজ করবে, যেন তারা ঈশ্বরের মনোনীত করা লোকদেরকেও ঠকাতে পারে। 23তোমরা কিন্তু সাবধান থেকো! আমি তোমাদেরকে আগে থেকেই সব কিছু বলে রাখলাম।24সেই সময়ের কষ্টের দিনগুলোর পরেই, সূর্য্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আলো দেবে না, 25তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়ে যাবে এবং চাঁদ, সূর্য্য, তারা আর আকাশের সব শক্তি নড়ে যাবে।’ 26সেই সময় লোকেরা মনুষ্যপুত্রকে মহাশক্তি ও মহাপ্রতাপের সঙ্গে মেঘের ভেতর দিয়ে আসতে দেখবে। 27আর তিনি তাঁর দূতদের পাঠিয়ে পৃথিবীর এবং আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত চারিদিক থেকে ঈশ্বরের সব মনোনীত করা লোকদের জড়ো করবেন।28ডুমুরগাছের গল্প থেকে শিক্ষা নাও; যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা বের হয়, তখন তোমরা জানতে পার যে গরমকাল কাছে এসে গেছে। 29সেইভাবে যখন তোমরা দেখবে এই সব ঘটনা ঘটছে তখন বুঝতে হবে যে, যীশুর আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এমনকি, তিনি দরজায় হাজির।30আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতক্ষণ না এই সব কিছু ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু লোক বেঁচে থাকবে। 31আকাশ ও পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার বাক্য চিরকাল থাকবে। 32কিন্তু সেই দিন বা সেই সময়ের কথা কেউ জানে না; স্বর্গের দূতেরাও না, পুত্রও না, শুধু পিতাই জানেন।33সাবধান হও! জেগে থাক ও প্রার্থনা করো; কারণ সেই সময় কখন আসবে তা তোমরা জান না। 34এটা ঠিক যেন এইরকম, একজন লোক নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন; আর তিনি নিজের দাসদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিলেন এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ দিলেন।35অতএব তোমরাও এইভাবে জেগে থাকো, কারণ বাড়ির কর্তা সন্ধ্যায়, কি দুপুররাতে, কি মোরগ ডাকার সময়, কি সকাল বেলায় আসবেন তোমরা তা জান না; 36তিনি হঠাৎ এসে যেন না দেখেন তোমরা ঘুমিয়ে আছ। 37আর আমি তোমাদের যা বলি, সবাইকেই তা বলি: জেগে থাকো!”

Chapter 14

1উদ্ধারপর্ব ও তাড়ীশূন্য রুটির পর্বের মাত্র দুই দিন বাকি; তখন প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা গোপনে যীশুকে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। 2কারণ তারা বলল, “পর্বের সময়ে নয়, কারণ লোকদের ভেতরে গোলমাল হতে পারে।”3যীশু তখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন একটি মহিলা শ্বেত পাথরের পাত্রে খুব মূল্যবান এবং খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এলো এবং তিনি খেতে বসলে পাত্রটি ভেঙ্গে সে তাঁর মাথায় সেই তেল ঢেলে দিল। 4সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ভেতরে কয়েক জন বিরক্ত হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলো “এইভাবে আতরটা নষ্ট করা হল কেন? 5এই আতরটা বিক্রি করলে তিনশো দিনারিরও বেশি পাওয়া যেত এবং তা গরিবদের দেওয়া যেত।” আর এই বলে তারা সেই মহিলাটিকে বকাবকি করতে লাগলো।6তখন যীশু বললেন 'থাম, এই মহিলাটিকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? এ তো আমার জন্য ভালো কাজ করল। 7কারণ দরিদ্ররা তোমাদের কাছে সবসময়ই আছে; যখন ইচ্ছা তখনই তাদের উপকার করতে পার; কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না। 8এ যা পেরেছে তাই করেছে, আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে আগেই আমার দেহের উপর আতর মাখিয়ে দিয়েছে। 9আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমস্ত জগতে যেখানে এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেইখানে এই কাজের কথা ও তাকে মনে রাখার জন্য বলা হবে।"10এর পরে ইস্কারিয়োতীয় যিহূদা নামে, সেই বারো জন শিষ্যের ভেতরে একজন যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য, প্রধান যাজকদের কাছে গেল। 11প্রধান যাজক যিহূদার কথা শুনে খুশী হলেন এবং তাকে টাকা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন; তখন সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো।12তাড়ীশূন্য রুটির পর্বের প্রথম দিনে, নিস্তারপর্ব্বের ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হতো, সেই দিন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, " আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করব? আপনার ইচ্ছা কি?" 13তখন যীশু তাঁর দুই জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, “তোমরা নগরে যাও, সেখানে এমন একজন লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে; তোমরা তার পেছনে পেছনে যেও; 14সে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির মালিককে বলো, গুরু বলেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ খেতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়?15তাতে সে লোকটি তোমাদেরকে ওপরের একটি সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে, সেই জায়গা আমাদের জন্য প্রস্তুত করো।” 16পরে শিষ্যরা শহরে ফিরে গেলেন, আর তিনি যেরকম বলেছিলেন, সেরকম দেখতে পেলেন; পরে তাঁরা নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।17পরে সন্ধ্যা হলে যীশু সেই বারো জন শিষ্যকে নিয়ে সেখানে এলেন। 18তাঁরা বসে ভোজন করছেন, সেই সময়ে যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সে আমার সঙ্গে ভোজন করছে।” 19তখন শিষ্যরা দুঃখ পেলো এবং একে একে যীশুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, “আমি কি সেই লোক?”20যীশু তাদেরকে বললেন, “এই বারো জনের ভেতরে একজন, যে আমার সঙ্গে এখন পাত্রে রুটি ডুবাচ্ছে। 21কারণ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাবেন, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যার মাধ্যমে মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হবে! সেই মানুষের জন্ম না হলেই তার পক্ষে ভাল ছিল।”22যখন তাঁরা খাবার খাচ্ছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙলেন এবং শিষ্যদের দিলেন। আর বললেন, "এটা নাও, এটা আমার শরীর।" 23পরে যীশু পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের দিলেন এবং তারা সকলেই তা থেকে পান করলো। 24যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এটা আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য ঢেলে দেওয়া হলো। 25আমি তোমাদের সত্য বলছি, ‘যত দিন না আমি আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করি ও তোমাদের সাথে নতুন আঙুরের রস পান না করি, সেই দিন পর্যন্ত আমি আঙুর ফলের রস আর কখনও পান করব না।”26এর পরে তাঁরা একটা গান গাইতে গাইতে জৈতুন পর্বতে চলে গেলেন। 27যীশু তাদেরকে বললেন, “তোমরা সকলে আমাকে ছেড়ে পালাবে; শাস্ত্রে এরকম লেখা আছে, ‘আমি মেষ পালককে আঘাত করব, তাতে মেষেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।’28কিন্তু আমি মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পরে আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব।” 29পিতর তাঁকে বললে “যদি সবাই আপনাকে ছেড়েও চলে যায়, আমি কখনও ফেলে যাব না।”30যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যই বলছি, “আজ রাতে দুই বার মোরগ ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” 31পিতর খুব বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, “যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোন ভাবেই আপনাকে আমি অস্বীকার করব না।” অন্যান্য শিষ্যরাও সেই রকম বলল।32পরে তাঁরা গেৎশিমানী নামে এক জায়গায় এলেন; আর যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, “আমি যতক্ষণ না প্রার্থনা করে আসি, সেই পর্যন্ত তোমরা এখানে বসে থাক।” 33পরে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব দুঃখীত হলেন ও কষ্ঠ পেতে লাগলেন। 34তিনি তাদেরকে বললেন, “আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে, তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।"35তিনি আর একটু সাম্মনে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে এই প্রার্থনা করলেন, যদি সম্ভব হয় তবে যেন সেই সময় তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। 36যীশু বললেন, “আব্বা, পিতা তোমার কাছে তো সবই সম্ভব; এই দুঃখের পেয়ালা তুমি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও; তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হয়।”37যীশু ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, শিমোন তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? এক ঘন্টাও কি তুমি জেগে থাকতে পারলে না? 38তোমরা জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্বল।” 39আর তিনি আবার গিয়ে সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন।40পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে পড়েছিল, তারা যীশুকে কি উত্তর দেবে, তা তারা বুঝতে পারল না। 41পরে তিনি তৃতীয় বার এসে তাদেরকে বললেন, ”এখনও কি তোমরা ঘুমাচ্ছ এবং বিশ্রাম করছ? যথেষ্ট হয়েছে! সময় এসেছে, দেখ, মানুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 42উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে লোক আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে কাছে এসে পড়েছে।”43আর তিনি যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় যিহূদা, সেই বারো জনের একজন এবং তার সঙ্গে অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের, ব্যবস্থা শিক্ষকদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে আসল। 44যে যীশুকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে পূবেই তাদের এই চিহ্নের কথা বলেছিল, “আমি যাকে চুম্বন করব, সেই ঐ লোক, তোমরা তাকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাবে।” 45সে তখন যীশুর কাছে গিয়ে বলল, “গুরু,” এই বলে তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে চুম্বন করলো। 46তখন তারা যীশুকে ধরে বেঁধে ফেলল।47কিন্তু যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরে এক ব্যক্তি তলোয়ার বের করলেন এবং মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। 48তখন যীশু তাদেরকে বললেন, “যেমন ডাকাতকে ধরা হয়, তেমনি কি তোমরা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছো? 49আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে ধরলে না। কিন্তু শাস্ত্রের কথা গুলি যেন সফল হয় এইজন্য এরকম ঘটল। 50তখন শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেল।51আর, একজন যুবক কেবল একখানি চাদর পরে যীশুর পেছন পেছন যেতে লাগলো; 52তারা যুবকটিকে ধরলে, সে সেই চাদরটি ফেলে উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।53পরে তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে প্রধান যাজকরা, প্রাচীনরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা জড়ো হল। 54আর পিতর দূরে দূরে থেকে তাঁর পেছন পেছন ভিতরে, মহাযাজকের উঠোন পর্যন্ত গেলেন এবং পাহারাদারদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।55তখন প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত যিহুদী মহাসভা যীশুকে বধ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ খুঁজতে লাগল, 56কিন্তু অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষী এসে জুটলেও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।57পরে একজন দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে বলল, 58“আমরা ওনাকে এই কথা বলতে শুনেছি, আমি এই হাতে তৈরী উপাসনা মন্দির ভেঙে ফেলবো, আর তিন দিনের ভেতরে হাতে তৈরী নয় আর এক উপাসনার মন্দির তৈরী করব।” 59এতে ও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।60তখন মহাযাজক মাঝখানে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কিসব বলছে?” 61কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, সেই মহিমার পুত্র? 62যীশু বললেন, “আমিই সেই; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সপরাক্রমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে।"63তখন মহাযাজক নিজের কাপড় ছিঁড়ে বললেন, “আর সাক্ষীতে আমাদের কি দরকার? 64তোমরা ত ঈশ্বরনিন্দা শুনলে, তোমাদের মতামত কি?” তারা সবাই তাঁকে দোষী করে বলল, “একে মেরে ফেলা উচিত।” 65তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগলো এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মারতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, ভাববানী বল!” পরে পাহারাদাররা মারতে মারতে তাঁকে নিয়ে গেলো।66পিতর যখন নীচে উঠোনে ছিলেন, তখন মহাযাজকের এক দাসী এল; 67সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমিও ত সেই নাসরতীয় যীশুর, সঙ্গে ছিলে।” 68কিন্তু পিতর স্বীকার না করে বলল, “তুমি যা বলছ, আমি তা জানিও না, বুঝিও না।” পরে তিনি বেরিয়ে দরজার কাছে গেলেন, আর মোরগ ডেকে উঠল।69কিন্তু দাসী তাঁকে দেখে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে বলতে লাগলো “এই লোক তাদেরই একজন!” 70তিনি আবার অস্বীকার করলেন। কিছুক্ষণ পরে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, আবার তারা পিতরকে বলল, “ঠিকই বলছি তুমি তাদের একজন, কারণ তুমি গালীলিয় লোক।”71পিতর নিজেকে অভিশাপের সঙ্গে এই শপথ নিয়ে বলতে লাগলেন, “তোমরা যে লোকের কথা বলছো, তাকে আমি চিনি না।” 72তখনি দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল; তাতে যীশু এই যে কথা বলেছিলেন, ‘মোরগ দুই বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে,’ সেই কথা পিতরের মনে পড়ল এবং তিনি সেই বিষয়ে মনে করে কাঁদতে লাগলেন।

Chapter 15

1আর সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনরা, ব্যবস্থা শিক্ষকরা এবং সব যিহুদী মহাসভা পরামর্শ করে যীশুকে বেঁধে পীলাতের কাছে ধরিয়ে সমর্পন করলেন। 2তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি যিহুদীদের রাজা?” যীশু তাঁকে বললেন, "তুমিই বললে।" 3পরে প্রধান যাজকেরা তাঁর উপরে নানারকম অভিযোগ করতে লাগলো।4পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ নিয়ে আসছে।” 5যীশু আর কোনো উত্তর দিলেন না; তাতে পিলাত অবাক হয়ে গেলেন।6নিস্তার পর্ব্বের সময়ে পিলাত লোকদের জন্য এমন এক জন বন্দিকে মুক্ত করতেন, যাকে লোকেরা চাইত। 7বিদ্রোহ, খুন, জখম করার অপরাধে যে সব বন্দী জেলে ছিল তাদের মধ্য বারাব্বা নামে একজন খারাপ লোক ছিল। 8তখন লোকেরা উপরে গিয়ে, পিলাত তাদের জন্য আগে যা করতেন, তারা তা চাইতে লাগলো।9পীলাত তাদের বললেন, “আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব, এই কি তোমাদের ইচ্ছা?” 10কারণ প্রধান যাজকেরা যে হিংসা করে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিলন সেই কথা পিলাত জানতে পারলেন। 11প্রধান যাজকেরা জনসাধারনকে খেপিয়ে, চিৎকার করে নিজেদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে বলল।12পিলাত উত্তর করে আবার তাদেরকে বললেন, “তবে তোমরা যাকে যিহুদীদের রাজা বল, তাকে আমি কি করব?” 13তারা আবার চিৎকার করে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও!”14পিলাত তাদেরকে বললেন, “কেন? একি অপরাধ করেছে?” কিন্তু তারা খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও।” 15তখন পিলাত লোকদেরকে খুশি করবার জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন।16পরে সেনারা উঠোনের মাঝখানে, অর্থাৎ রাজবাড়ির ভেতরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে সব সেনাদলকে ডেকে একসঙ্গে করলো। 17পরে তাঁকে বেগুনী রঙের পোশাক পরাল এবং কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, 18তারা যীশুকে তাচ্ছিল্য করে বলতে লাগল, “যিহুদী রাজ, নমস্কার!”19একটা বেতের লাঠি দিয়ে তার মাথায় মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুথু দিল, ও হাঁটু গেড়ে তাঁকে প্রণাম করল। 20তাঁকে তাচ্ছিল্য করবার পর তারা ঐ বেগুনী পোশাকটি খুলে নিল এবং তাঁর নিজের পোশাক পরিয়ে দিল। পরে তারা ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। 21আর শিমোন নামে একজন কুরীনীয় লোক গ্রাম থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল, (সে আলেক্সান্দর ও রূফের বাবা), তাকেই তারা যীশুর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করল।22পরে সৈন্যরা তাঁকে গলগথা নামে এক জায়গায় নিয়ে গেল; এই নামের মানে (“মাথার খুলির স্থান”)। 23তারা তাঁকে গন্ধরস মেশানো আঙুর রস দিতে চাইল; কিন্তু তিনি তা পান করলেন না। 24পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর জামাকাপড় সব ভাগ করে নিল; কে কোন অংশ নেবে, এটা ঠিক করবার জন্য লটারী করলো।25সকাল নয়টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। 26ক্রুশের উপর তাঁর দোষের কথা লেখা একটা ফলক ঝুলিয়ে দিলো আর তাতে লিখে দিলো, “যিহুদীদের রাজা”। 27আর তারা তাঁর সঙ্গে দুইজন দস্যুকেও ক্রুশে দিলেন, এক জন যীশুর ডান পাশে আর একজন বাঁপাশে। 28আর যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর নিন্দা করে বলল,29"এইযে! তুমি না মন্দির ভেঙে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে তা গাঁথ! 30তবে নিজেকে বাঁচাও, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এস!"31আর একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ঠাট্টা করে বলল, “ঐ ব্যক্তি অন্য লোকদের রক্ষা করত, এখন আর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। 32খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন তুমি ক্রুশ থেকে নেমে এস, যেন তা দেখে আমরা তোমায় বিশ্বাস করতে পারি। আর যারা যীশুর সঙ্গে ক্রুশে ঝুলছে, তারাও তাঁকে অপমান করল।33পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। 34আর বিকাল তিনটের সময় যীশু উঁচুস্বরে চীৎকার করে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" 35যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বলল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে।36তখন একজন দৌড়ে একখানি স্পঞ্জ সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে এলো এবং একটা লাঠিতে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল, বলল “দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না।” 37এর পরে যীশু খুব জোরে চিৎকার করে শেষ নিঃশ্বাস প্রাণ ত্যাগ করলেন। 38সেই সময় মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে দুইভাগ হল।39আর যে শতপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এইভাবে যীশুকে প্রাণ ত্যাগ করতে দেখে বললেন যে, “সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।” 40কয়েক জন মহিলাও দূর থেকে এই সব দেখছিলেন; তাঁদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষির মা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন; 41যীশু যখন গালীলে ছিলেন, তখন তারা যীশুকে অনুসরণ ও তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক মহিলা সেখানে ছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে যিরূশালেমে এসেছিলেন।42সেই দিন আয়োজনের দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, 43অরিমাথিয়ার যোষেফ নামে একজন নামী সম্মানীয় লোক এলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহ চাইলেন। 44যীশু যে এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন, এতে পীলাত অবাক হয়ে গেলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে, তিনি এর ভেতরেই মরেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করলেন।45পরে শতপতির কাছ থেকে জেনে যোষেফকে যীশুর মৃতদেহ দেওয়া হলো। 46যোষেফ একখানি লিনেন চাদর কিনে তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং পাথর দিয়ে তৈরী এক কবরে তাঁকে রাখলেন; পরে কবরের দরজায় একখানা পাথর দিয়ে আটকে দিলেন। 47যীশুকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হল, তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখেছিলেন।

Chapter 16

1বিশ্রামবার শেষ হওয়ার পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম ও শালোমী ভালো গন্ধযুক্ত জিনিস কিনলেন, যেন গিয়ে যীশুর দেহে মাখিয়ে দিতে পারেন। 2সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব ভোরে, সূর্য্য ওঠার পর, কবরের কাছে গেলেন।3তাঁরা নিজেদের মধ্য বলাবলি করছিলেন, কবরের দরজা থেকে কে আমাদের পাথরখানা সরিয়ে দেবে? 4এমন সময় তাঁরা কবরের কাছে এসে দেখলেন অত বড় পাথরখানা কেউ সরিয়ে দিয়েছে।5তারপরে তাঁরা কবরের ভেতরে গিয়ে দেখলেন, ডান পাশে সাদা কাপড় পরে একজন যুবক বসে আছেন; তাতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। 6তিনি তাদেরকে বললেন, “অবাক হওয়ার কিছু নেই, তোমরা যে ক্রুশে হত নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছ। তিনি এখানে নেই; তিনি উঠেছেন! দেখ এই জায়গায় তাঁকে রাখা হয়েছিল। 7কিন্তু তোমরা যাও তাঁর শিষ্যদের আর পিতরকে বল, “তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন; যে রকম তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন, সেই জায়গায় তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।”8তারা কবর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন কারণ তারা অবাক হয়েছিলেন ও কাঁপছিলেন। তারা আর কাউকে কিছু বললেন না কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন।9সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু পূনরুত্থানের পর প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যার কাছ থেকে তিনি সাতটি ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন। 10মগ্দলীনী মরিয়ম গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন, তাদেরকে খবর দিলেন, তখনও তারা শোক করছিলেন ও কাঁদছিলেন। 11যখন তারা শুনলেন যে, যীশু জীবিত হয়েছেন ও তাকে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই কথা বিশ্বাস করলেন না।12তারপরে তাঁদের দুই জন যখন গ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আর এক চেহারায় তাঁদের দেখা দিলেন। 13তারা দুজন গিয়ে অন্যান্য সবাইকে এই কথা জানালেন, কিন্তু তাদের কথাতেও তারা বিশ্বাস করলেন না।14তারপরে সেই এগারো জন শিষ্য খেতে বসলে যীশু তাদের আবার দেখা দিলেন এবং তাঁদের বিশ্বাসের অভাব ও মনের কঠিনতার জন্য তিনি তাদের বকলেন; কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের কথায় তাঁরা অবিশ্বাস করেছিল। 15যীশু সেই শিষ্যদের বললেন, “তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যাও, সব সৃষ্টির কাছে গিয়ে সুসমাচার প্রচার কর। 16যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে, সে পাপ থেকে উদ্ধার পাবে; কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না, তারা শাস্তি পাবে।17আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের ভেতরে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে; তারা আমার নামে ভূত ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে। 18তারা হাতে করে সাপ তুলবে এবং তারা যদি বিষাক্ত কিছু পান করে তাতেও তারা মারা যাবে না; তারা অসুস্থদের মাথার উপরে হাত রাখলে তারা সুস্থ হবে।19যীশু শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসলেন। 20আর শিষ্যেরা গিয়ে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন এবং প্রভু তাদের সঙ্গে থেকে আশ্চর্য্য চিহ্ন দ্বারা সেই বাক্য প্রমাণ করলেন।

## Luke

Chapter 1  
1আগে থেকে যাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন , এবং বাক্যের (ঈশ্বরের সুসমাচারের) সেবা করে আসছেন, তাঁরা আমাদেরকে যেমন সমর্পণ করেছেন, 2সেই অনুসারে অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলোর বিবরণ লেখার চিন্তাভাবনা নিয়েছেন। 3সেজন্য আমি নিজেও আগে থেকে সব বিষয়ে ভালোভাবে খোঁজাখুজি করেছি বলে, মাননীয় থিয়ফিল , আপনাকেও সেই ঘটনা গুলোর বিস্তারিত বিবরণ লেখা ভালো মনে করলাম। 4যেন, আপনি যেসব সত্য বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছেন, সে সকল বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেন।5যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের দলের মধ্যে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন, তাঁর স্ত্রী হারোণ বংশের, তাঁর নাম ইলীশাবেত। 6তাহারা দু জনেই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সব আদেশ ও নিয়ম মেনে সত্য ভাবে চলতেন। 7তাঁদের সন্তান ছিল না, কারণ ইলীশাবেত বন্ধ্যা ছিলেন ,এবং দুজনেরই অনেক বয়স হয়েছিল।8এক দিন যখন সখরিয়র নিজের দলের পালা অনুসারে ঈশ্বরের সামনে যাজকীয় কাজ করছিলেন, 9তখন যাজকীয় কাজের নিয়ম অনুসারে গুলিবাঁটের মাধ্যমে তাঁকে প্রভুর সামনে ধূপ জ্বালাবার জন্য মনোনীত করা হল। 10ঐ ধূপ জ্বালাবার সময়ে সকল মানুষ বাইরে প্রার্থনা করছিল।11তখন প্রভুর এক দূত তাঁকে দেখা দিলেন, যিনি ধূপবেদির ডানদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 12তাঁকে দেখে সখরিয় খুব বিরক্তি হয়ে উঠলেন ,এবং খুব ভয় পেলেন। 13কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, "সখরিয়, ভয় করো না, কারণ তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করা হয়েছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেত তোমার জন্য পুত্র সন্তানের জন্ম দেবেন ও তুমি তার নাম যোহন রাখবে।14আর তুমি আনন্দিত ও খুশি হবে, এবং তার জন্মে অনেকে আনন্দিত হবে। 15কারণ তিনি প্রভুর চোখে মহান হবেন, এবং মদ বা পানীয় জাতীয় কোনও কিছুই পান করবেন না| আর তিনি মায়ের গর্ভ থেকেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হবেন|16এবং ইস্রায়েল সন্তানদের অনেক কে তাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরিয়ে আনবেন। 17তিনি প্রভুর আগে এলিয়ের আত্মায় ও শক্তিতে চলবেন, যেন পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে ফিরিয়ে আনবে ও আজ্ঞাবহতায় নয়, এমন লোকদের ধার্মিকদের বিজ্ঞতায় ফিরিয়ে আনবে। তিনি এসব প্রভুর জন্য মানুষ প্রস্তুত করবেন।"18তখন সখরিয় দূতকে বললেন, "কিভাবে তা জানব? কারণ আমি বুড়ো হয়ে গেছি, এবং আমার স্ত্রীর অনেক বয়সও হয়েছে।" 19এর উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, "আমি গাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার সাথে কথা বলতে ও তোমাকেেএসব বিষয়ের সুসমাচার দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। 20আর দেখ, এসব যেদিন ঘটবে, সেদিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকবে, কথা বলতে পারবে না। কারণ তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করলে না, কিন্তু আমার সব কথাই ঠিক সময়ে সম্পূর্ণ হবে।"21এদিকে লোকেরা সখরিয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল , এবং ঈশ্বরের ঘরের মধ্যে তাঁর দেরি হচ্ছে দেখে তারা অবাক হতে লাগলেন। 22পরে তিনি বাইরে এসে তাদের কাছে কথা বলতে পারলেন না, তখন তারা বুঝলেন যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি নিশ্চয় কোনও দর্শন পেয়েছেন, আর তিনি তাদের কাছে বিভিন্ন ইশারা করতে থাকলেন, এবং বোবা হয়ে রইলেন। 23তাঁর সেবা কাজের সময় শেষ হওয়ার পরে তিনি নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।24এর পরে তাঁর স্ত্রী ইলীশাবেত গর্ভবতী হলেন , এবং তিনি পাঁচ মাস পর্যন্ত নিজেকে গোপনে রাখলেন, বললেন, 25"লোকদের মধ্যে থেকে আমার লজ্জা মুছে দেওয়ার জন্য প্রভু এই সময়ে আমাকে দয়া করে এমন ব্যবহার করেছেন।"26ইলীশাবেত যখন ছয় মাসের গর্ভবতী তখন ঈশ্বর গাব্রিয়েল দূতকে গালীল দেশের নাসরৎ নামে শহরে একটি কুমারীর কাছে পাঠালেন, 27তিনি দায়ূদ বংশের যোষেফ নামে এক ব্যক্তির বাগদত্তা ছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। 28দূত তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন ;”হে অনুগ্রহের পাত্রী, তোমার মঙ্গল হোক, প্রভু তোমার সাথে আছেন।" 29কিন্তু তিনি এই কথাতে খুব চিন্তিত হলেন ,এবং এই কথায় তাঁর মন তোলপাড় হতে লাগল, এটি কেমন শুভেচ্ছা?30দূত তাঁকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় পেয় না, কেননা তুমি ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ পেয়েছ। 31আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে ও তাঁর নাম যীশু রাখবে।” 32তিনি মহান হবেন ও তাঁকে মহান ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে ,এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন | 33তিনি যাকোবের বংশের উপরে চিরকাল রাজত্ব করবেন ও তাঁর রাজ্যের কোনদিন শেষ হবে না।34তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, "এটি কি করে সম্ভব? কারণ আমি তো কুমারী।" 35উত্তরে দূত তাঁকে বললেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং মহান ঈশ্বরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে, এই কারণে যে , পবিত্র সন্তান জন্মাবেন তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে।"36আর শোন, "তোমার আত্মীয়া যে ইলীশাবেত , তিনিও বুড়ো বয়সে পুত্রসন্তান গর্ভে ধারণ করেছেন, এখন তিনি ছয় মাসের গর্ভবতী। 37কারণ ঈশ্বরের জন্য কোনও কিছুই অসম্ভব নয়।" 38তখন মরিয়ম বললেন, "দেখুন, আমি অবশ্যই প্রভুর দাসী আপনার কথা মতো সবকিছুই আমার প্রতি ঘটুক।" পরে দূত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন।39তারপর মরিয়ম প্রস্তুত হয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত যিহূদার একটা শহরে গেলেন, 40এবং সখরিয়ের বাড়িতে গিয়ে ইলীশাবেতকে সংবাদ জানালেন। 41যখন ইলীশাবেত মরিয়মের সংবাদ শুনলেন, তখনই তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠল ,ও ইলীশাবেত পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন|42এবং তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "নারীদের মধ্যে তুমি ধন্যা এবং ধন্য তোমার গর্ভের ফল। 43আর আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবেন, এমন সৌভাগ্য আমার কি করে হইল? 44কারণ দেখ, তোমার কাছ থেকে সংবাদ শোনার সাথে সাথে আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠল। 45আর ধন্যা যিনি বিশ্বাস করলেন, কারণ প্রভুর কাছ থেকে যা কিছু তাঁর সর্ম্পকে বলা হয়েছে, সে সবকিছুই সফল হবে।"46তখন মরিয়ম বললেন, "আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা প্রশংসা করছে, 47আমার আত্মা আমার ত্রাণকর্তা ঈশ্বরে আনন্দিত হয়েছে।48কেননা তিনি আমার মতো সমান্য দাসীকে মনে করেছেন , আর এখন থেকে পুরুষ পরম্পরায় সবাই আমাকে ধন্যা বলবে। 49কারণ যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি আমার জন্য মহান মহান কাজ করেছেন এবং তাঁহার নাম পবিত্র।50আর যারা তাহাকে ভয় করে, তাঁহার দয়া তাদের উপরে বংশপরম্পরায় থাকবে। 51তিনি তাঁর বাহু দিয়ে শক্তিশালী কাজ করেছেন, যারা নিজেদের হৃদয়ে র্গব করে তাদের ধংস /বিনাষ করেছেন।52তিনি শাসন কর্তাদের সিংহাসন থেকে নামিয়ে দিয়েছেন , ও নম্র লোকদের উন্নত করেছেন| 53তিনি দরিদ্রদের/গরিবদের উত্তম উত্তম জিনিস দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন ,এবং ধনীদের খালি হাতে বিদায় করেছেন।54তিনি তাঁর দাস ইস্রায়েলের সাহায্য করেছেন,“ যেন আমাদের পিতামহদের কাছে করা প্রতিজ্ঞা ও নিজের করা প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, 55অব্রাহাম ও তাঁর বংশের জন্য তাঁহার করুণা চিরকাল মনে রাখেন।”56আর মরিয়ম প্রায় তিনমাস ইলীশাবেতের কাছে থাকলেন, পরে নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন। 57এরপর ইলীশাবেতের প্রসবের সময় সম্পূর্ণ হলে, তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। 58তখন তাঁর প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনেরা শুনতে পেলেন যে, প্রভু তাঁর প্রতি মহা দয়া করেছেন, আর তারাও তাঁর সাথে আনন্দ করল।59এর পরে তারা আট দিনের দিন শিশুটির ত্বকছেদ করতে এলো, আর তার পিতার নাম অনুসারে তার নাম সখরিয় রাখতে চাইল। 60কিন্তু তাঁর মা উত্তরে বললেন, না, এর নাম হবে যোহন। 61তারা তাঁকে বলল, "আপনার বংশের মধ্যেএই নামে তো কাউকেই ডাকা হয়নি।"62পরে তারা তাঁর পিতাকে ইশারাতে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ইচ্ছা কি? এর কি নাম রাখা হবে?" 63তিনি একটি লেখার জিনিস চেয়ে নিয়ে তাতে লিখলেন, ওর নাম যোহন। তাতে সবাই খুবই অবাক হল।64আর তখনই তার মুখ ও তার জিভা খুলে গেল, আর তিনি কথা বললেন ,ও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করতে লাগলেন। 65এরফলে আশেপাশের প্রতিবেশীরা সবাই খুব ভয় পেল, ও যিহূদিয়ার পাহাড়ী এলাকার সব জায়গার লোকেরা এই সব কথা বলাবলি করতে লাগল। 66আর যত লোক শুনল, তারা নিজেদের মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, আর বলল, "এই শিশুটি বড় হয়ে কি হবে?" কারণ প্রভুর হাত তার উপরে ছিল।67তখন তাঁর বাবা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন, এবং ভাববাণী বললেন, তিনি বললেন, 68"ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বর কারণ তিনি আমাদের যত্ন নিয়েছেন ও নিজের লোকদের জন্য মুক্তি সাধন করেছেন|69আর আমাদের জন্য নিজের দাস দায়ূদের বংশে এক শক্তশালী উদ্ধারকর্তা দিয়েছেন| 70যেমন তিনি প্রথমকাল থেকেই তাঁর সেই পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে বলে আসছেন, 71আমাদের শত্রুদের হাত থেকে ও যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের সকলের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।72আমাদের আদি পিতাদের উপরে দয়া করার জন্য, তিনি নিজের পবিত্র নিয়ম মনে করার জন্য 73এ সেই প্রতিজ্ঞা, যা তিনি আমাদের আদি পিতা অব্রাহামের কাছে শপথ করেছিলেন| 74যে, আমরা শত্রুদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে নির্ভয়ে , 75পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় তাঁর সেবা করতে পারব, তাঁর সামনে সারা জীবন করতে পারব।76আর, হে আমার সন্তান , তুমি মহান ঈশ্বরের ভাববাদী বলে পরিচিত হবে, কেননা তার পথ প্রস্তুত করার জন্য, তুমি প্রভুর আগে আগে চলবে, 77তাঁর লোকেদের পাপ ক্ষমার জন্য তাদের পাপ থেকে মুক্তির জ্ঞান দেওয়ার জন্য|78এ সব আমাদের ঈশ্বরের সেই দয়ার জন্যই হবে, এবং এই দয়া অনুযায়ী, মুক্তিদাতা যিনি ভোরের সুর্যের আলোর মত স্বর্গ থেকে এসে আমাদের সেবা /যত্ন করবেন| 79যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে, তাদের উপরে আলো দেওয়ার জন্য ও আমাদের শান্তির পথে চালানোর জন্য।"80পরে শিশুটি বড় হয়ে উঠতে লাগল , এবং আত্মায় শক্তিশালী হতে লাগল , আর সে ইস্রায়েলের জাতির কাছে প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মরুভূমিতে জীবন যাপন করছিল।

Chapter 2  
1সেই সময়ে আগস্ত কৈসর এই আদেশ দিলেন যেন, সব রোম সাম্রাজ্যে লোক গণনা করা হয়। 2সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরীনিয়ের সময়ে এই প্রথম নাম লেখানো হয়। 3এজন্য সবাই নাম লেখার জন্য নিজের নিজের শহরে চলে গেলেন।4আর যোষেফও গালীলের নাসরৎ শহর থেকে যিহুদিয়ায় বৈৎলেহম নামে দায়ূদের নগরে গেলেন, কারণ তিনি দায়ূদ বংশের লোক ছিলেন। 5সে নিজের বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মকেও সাথে নিয়ে নাম লেখানোর জন্য গেলেন, সে সময় মরিয়ম গর্ভবতী ছিলেন।6তারা যখন সেই জায়গাতে আছেন, তখন মরিয়মের প্রসব ব্যথা উঠল। 7ও সে নিজের প্রথম সন্তান জন্ম দিলেন , এবং তাকে কাপড়ে জড়িয়ে যাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন, কারণ অতিথিশালায় ও তাঁদের জন্য কোন জায়গা ছিল না।8ঐ অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে ছিল , এবং রাতে নিজেদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল। 9আর হঠাৎ প্রভুর এক দূত এসে তাদের সামনে দাঁড়ালেন , এবং প্রভুর মহিমা তাদের চারিদিকে উজ্জ্বল আলোর মত ছড়িয়ে পড়ল , আর তারা খুবই ভয় পাইল।10তখন দূত তাদের বললেন, "ভয় পেয়ও না, কারণ দেখ, আমি তোমাদের এক মহা আনন্দের খবর জানাতে এসেছি । সেই খবর সব মানুষের জন্য আনন্দের কারণ হবে। 11কারণ আজ দায়ূদের শহরে তোমাদের জন্য মুক্তিদাতা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। 12আর তোমাদের জন্য এটাই চিহ্ন, তোমরা দেখতে পাবে, একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও যাবপাত্রে শোয়ানো আছে।"13পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর একটি বড় দল সেই দূতের সাথী হয়ে এবং ঈশ্বরের মহিমা গান করতে করতে বললেন, 14"উর্ধে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে শান্তি হোক।"15দূতেরা তাদের কাছ থেকে স্বর্গে চলে যাওয়ার পর মেষপালকেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, "চলো, আমরা একবার বৈৎলেহমে যাই , এবং যে ঘটনা প্রভু আমাদের নিকট প্রচার করলেন, তা গিয়ে দেখি।" 16পরে তারা তাড়াতাড়ি সেই জায়গায় পৌছালেন এবং মরিয়ম, যোষেফ ও সেই যাবপাত্রে শোয়ানো শিশুটিকে দেখতে পেলেন।17আর শিশুটির বিষয়ে যে সব কথা তাদের বলা হয়েছিল, তারা সেগুলো লোকেদের জানালেন। 18এবং যত লোক মেষপালকদের মুখে ঐ সব কথা শুনল, সবাই খুবই অবাক বোধ করলেন। 19কিন্তু মরিয়ম এসব কথা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন ,এবং নিজের হৃদয়ে সেগুলো জমা করে রাখলেন। 20আর মেষপালকদের যেমন যেমন বলা হয়েছিল, তারা তেমনই সবকিছু দেখতে পেয়ে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে করতে ফিরে গেল।21এবং আট দিন পরে যখন শিশুটির ত্বকছেদ করা হল, তখন তাঁর নাম যীশু রাখা হইল। তাঁর গর্ভস্থ হবার আগেই দূতের দ্বারা এই নাম রাখা হয়েছিল। শিশু যীশুর বিষয়ে শিমিয়ন ও হান্নার কথা ।22পরে যখন মোশির আইন অনুযায়ী যোষেফ এবং মরিয়মের শুচি হবার সময় পূর্ণ হলো, তখন তাঁরা যীশুকে যিরুশালেমে নিয়ে এলেন, যেন তাঁকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করতে পারেন। 23যেমন প্রভুর আইনে লেখা আছে ,“গর্ভের প্রথম পুরুষ সন্তান প্রভুর উদ্দেশ্যে পবিত্র হবে।” 24আর যেন বলি উৎসর্গ করেন, যেমন প্রভুর আইনে লেখা আছে “এক জোড়া ঘুঘু , কিংবা দুটি পায়রা বাচ্চা।”25আর দেখ, শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি যিরুশালেমে ছিলেন, তিনি ধার্মিক ও ঈশ্বরভক্ত ইস্রায়েলের সান্ত্বনাদাতার অপেক্ষাতে ছিলেন । এবং পবিত্র আত্মা তাঁর সাথেই ছিলেন। 26আর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়েছিল যে, তিনি প্রভু খ্রীষ্টকে দেখতে না পেলে তাঁর মরণ হবে না।27শিমিয়োন একদিন পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ঈশ্বরের মন্দিরে আসলেন , এবং শিশু যীশুর মা বাবা যখন তাঁর জন্য আইনের রীতি অনুযায়ী কাজ করবার জন্য তাঁকে ভিতরে আনলেন। 28তখন তিনি তাঁকে কোলে নিলেন, আর ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন ও বললেন, 29"হে প্রভু, এখন তোমার প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় কর।30কারণ আমি নিজের চোখে তোমার পরিত্রাণ দেখতে পেলাম, 31যা তুমি সকল জাতির চোখের সামনে প্রস্তুত করেছ। 32অযিহূদীর লোকেদের কাছে সত্য প্রকাশ করবার জন্য আলো ও তোমার প্রজা ইস্রায়েলের গৌরব হবে।"33তাঁর বিষয়ে যা বলা হলো, সে সব শুনে তাঁর মা বাবা অবাক হতে লাগলেন। 34আর শিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন , এবং তাঁর মা মরিয়মকে বললেন ,“দেখ, ইনি ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকের পতন ও উত্থানের জন্য এবং যার বিপক্ষে কথা বলা হবে, এমন চিহ্ন হবার জন্য নিযুক্ত। 35যেন অনেকের হৃদয়ের চিন্তা প্রকাশ হয়। আর তোমার নিজের প্রাণও তলোয়ারে বিদ্ধ হবে ।"36আর হান্না নামে একজন ভাববাদীনী ছিলেন, তিনি পনুয়েলের মেয়ে, আশের বংশে তার জন্ম, তাঁর অনেক বয়স হয়েছিল। তিনি বিয়ের পর সাত বছর স্বামীর সাথে বসবাস করেন, 37আর চুরাশী বছর পর্যন্ত বিধবা হয়ে ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের মন্দিরে সবসময় থাকতেন এবং উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে রাত দিন উপাসনা করতেন। 38তিনিও সেই মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করলেন , এবং যত লোক যিরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষা করছিলেন , তাদের যীশুর কথা বলতে লাগলেন।39আর প্রভুর আইন অনুযায়ী সব কাজ শেষ করার পর তাঁরা তাদের গালীল শহর নাসরতে ফিরে গেলেন। 40পরে শিশুটি বড় হয়ে উঠতে ও শক্তিশালী হতে লাগলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হতে থাকলেন। আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিল।41তাঁর মা ও বাবা প্রতি বছর বছরের শেষ উৎসব সময়ে যিরুশালেমে যেতেন। 42তাঁর বারো বছর বয়স হলে, তাঁরা রীতি অনুসারে পর্বের জন্য যিরুশালেমে গেলেন, 43এবং পর্ব শেষ করে যখন তাঁরা ফিরে আসছিলেন, তখন বালক যীশু যিরুশালেমে থেকে গেলেন। আর তার মা বাবা সেটা জানতে পারলেন না। 44কিন্তু তিনি সহযাত্রীদের সাথে আছেন, মনে করে তাঁরা এক দিনের পথ গেলেন, পরে তাঁরা আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন।45আর তাঁকে না পেয়ে তাঁর খোঁজ করতে করতে যিরুশালেমে ফিরে গেলেন। 46তিন দিন পরে তাঁরা তাঁকে ঈশ্বরের মন্দিরে পেলেন, তিনি ধর্মগুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন , ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন । 47আর যারা তাঁর কথা শুনছিল, তাঁরা সবাই তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে খুবই অবাক বোধ করলেন।48তাঁকে দেখে তাঁরা খুবই অবাক হলেন , এবং তাঁর মা তাঁকে বললেন, "পুত্র, আমাদের সাথে এমন ব্যবহার কেন করিলে? দেখ, তোমার বাবা এবং আমি খুবই চিন্তিত হয়ে তোমার খোঁজ করছিলাম।" 49তিনি তাঁদের বললেন, "কেন আমার খোঁজ করলে? আমার পিতার বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে, এটা কি জানতে না?" 50কিন্তু তিনি তাঁদের যে কথা বললেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।51পরে তিনি তাঁদের সাথে নাসরতে চলে গেলেন ও তাঁদের বাধ্য হয়ে থাকলেন। আর তাঁর মা এ সব কথা নিজের হৃদয়ে জমা করে রাখলেন। 52পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।

Chapter 3  
1তিবিরিয় কৈসরের রাজত্বের পনেরো বছরে যখন পন্তীয় পীলাত যিহুদিয়ার শাসনকর্তা, হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁর ভাই ফিলিপ যিতূরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া অঞ্চলের রাজা এবং লূষানিয় অবিলীনির রাজা। 2তখন হানন ও কায়াফার মহাযাজকদের সময় ঈশ্বরের এই বাণী মরূপ্রান্তে সখরিয়ের পুত্র যোহনের কাছে উপস্থিত হল।3তাতে তিনি যর্দনের কাছাকাছি সব এলাকায় গিয়ে পাপের ক্ষমা, মন পরিবর্তন এবং বাপ্তিষ্মের বিষয় প্রচার করতে লাগলেন।4যেমন যিশাইয় ভাববাদীর পুস্তকে লেখা আছে, "মরূপ্রান্তরে একজনের কন্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ তৈরী কর, তাঁর রাজপথ সোজা কর।5প্রত্যেক উপত্যকা পরিপূর্ণ হবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত সমান করা হবে, উচু নীচু পথকে সমান পথ করা হবে, যা কিছু আঁকা বাঁকা পথ, সে সবই সোজা করা হবে। 6এবং সকল মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ দেখবে।7অতএব, যে সকল লোক তাঁর কাছে বাপ্তিষ্ম নিতে বের হয়ে আসল, তিনি তাদের বললেন, "হে বিষধর সাপের বংশরা, আগামী শাস্তির হাত থেকে পালাতে তোমাদেরকে কে সাবধান করিল?8অতএব ;মন পরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও ,এবং নিজেদের মধ্যে বলতে শুরু করো না যে, অব্রাহাম আমাদের পিতা । কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এসব পাথর থেকেও অব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করতে পারেন।9আর এখন সব গাছের শিকরে কুড়াল লাগান আছে। অতএব ;“ যে গাছে ভাল ফল ধরবে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে।"10তখন লোকেরা বাপ্তিষ্মদাতা যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে আমাদের কি করতে হবে? 11“ তিনি এর উত্তরে তাদেরকে বললেন, "যার দুটি জামা আছে, ,যার নেই, সে তাকে একটি দিক , আর যার কাছে খাবার আছে, সেও তেমন করুক।"12আর কর আদায়কারীরাও বাপ্তিষ্ম নিতে আসল এবং তাঁকে বলল, "গুরু আমাদের কি করতে হবে?" 13তিনি তাদের বললেন, "তোমাদের যতটা অর্থ আদায় করতে আদেশ করা হয়েছে, তার বেশি অর্থ আদায় করো না।"14আর সৈনিকেরাও তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আমাদেরকে বা কি করতে হবে?" তিনি তাদের বললেন, "কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করো না, জোর করে কারোর থেকে টাকা নিওনা , এবং তোমাদের বেতনে খুশি থাকো।"15আর যেমন লোকেরা খ্রীষ্টের আসার জন্য অধীর আগ্রহে আশায় ছিল, এবং তাই যোহনের বিষয়ে সকলে নিজেদের মনে এই ভেবে অবাক হচ্ছিলেন, কি জানি, হয়ত ইনিই সেই খ্রীষ্ট । 16তখন যোহন তাদের বললেন, "আমি তোমাদেরকে জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি, কিন্তু এমন একজন আসছেন, যিনি আমার থেকেও শক্তিমান, যাঁর পায়ের জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিষ্ম দেবেন।17ফসল মাড়াইয়ের উঠোন পরিষ্কারের জন্য, তাঁর চালুনি তাঁর হাতে আছে। তিনি যত্ন সহকারে বাছবেন ও গম নিজের গোলাঘরে সংগ্রহ করবেন, কিন্তু তুষ যে আগুন কখনো নেভে না তাতে পুড়িয়ে ফেলবেন।18আরও অনেক উপদেশ দিয়ে যোহন লোকেদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতেন। 19কিন্তু হেরোদ রাজা নিজের ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করার ও অন্যান্য মন্দ চিন্তা করার জন্য বাপ্তিষ্মদাতা যোহন তাঁর নিন্দা করলেন। 20তাই তিনি যোহনকে জেলে বন্দি করলেন।21আর যখন সব লোক যোহনের কাছে বাপ্তিষ্ম নিচ্ছিল, তখন যীশুও বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গ খুলে গেল । 22এবং পবিত্র আত্মা কবুতোরের আকারে, তাঁর উপরে নেমে এলেন, আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হলো, "তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতেই আমি প্রীত।"23আর যীশু নিজে, যখন কাজ করতে শুরু করলেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ বছর ছিল। তিনি (যেমন মনে করা হত) যোষেফের পুত্র, ইনি এলির পুত্র, 24ইনি মত্ততের পুত্র, ইনি লেবির পুত্র, ইনি মল্কির পুত্র, ইনি যান্নায়ের পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র।25ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি আমোসের পুত্র, ইনি নহুমের পুত্র, ইনি ইষলির পুত্র, 26ইনি নগির পুত্র, ইনি মাটের পুত্র, ইনি মত্তথিয়ের পুত্র, ইনি শিমিয়ির পুত্র, ইনি যোষেখের পুত্র।27ইনি যূদার পুত্র, ইনি যোহানার পুত্র, ইনি রীষার পুত্র, ইনি সরুব্বাবিলের পুত্র, ইনি শল্টীয়েলের পুত্র। 28ইনি নেরির পুত্র, ইনি মল্কির পুত্র, ইনি অদ্দীর পুত্র, ইনি কোষমের পুত্র, ইনি ইলমাদমের পুত্র। 29ইনি এরের পুত্র, ইনি যিহোশূয়ের পুত্র, ইনি ইলীয়েষরের পুত্র, ইনি যোরীমের পুত্র, ইনি মত্ততের পুত্র।30ইনি লেবির পুত্র, ইনি শিমিয়োনের পুত্র, ইনি যিহূদার পুত্র, ইনি যোষেফের পুত্র, ইনি যোনমের পুত্র, 31ইনি ইলীয়াকীমের পুত্র, ইনি মিলেয়ার পুত্র, ইনি মিন্নার পুত্র, ইনি মত্তথের পুত্র, ইনি নাথনের পুত্র, 32ইনি দায়ূদের পুত্র, ইনি যিশয়ের পুত্র, ইনি ওবেদের পুত্র, ইনি বোয়সের পুত্র, ইনি সলমোনের পুত্র,33ইনি নহশোনের পুত্র, ইনি অম্মীনাদবের পুত্র, ইনি অদমানের পুত্র, ইনি অর্ণির পুত্র, ইনি হিস্রোনের পুত্র, ইনি পেরসের পুত্র, ইনি যিহূদার পুত্র, 34ইনি যাকোবের পুত্র, ইনি ইসহাকের পুত্র, ইনি অব্রাহামের পুত্র, ইনি তেরহের পুত্র, 35ইনি নাহোরের পুত্র, ইনি সরুগের পুত্র, ইনি রিয়ুর পুত্র, ইনি পেলগের পুত্র, ইনি এবারের পুত্র, ইনি শেলহের পুত্র,36ইনি কৈননের পুত্র, ইনি অর্ফকষদের পুত্র, ইনি শেমের পুত্র, ইনি নোহের পুত্র, ইনি লেমকের পুত্র, 37ইনি মথূশেলহের পুত্র, ইনি হনোকের পুত্র, ইনি যেরদের পুত্র, ইনি মহললেলের পুত্র, ইনি কৈননের পুত্র, 38ইনি ইনোশের পুত্র, ইনি শেথের পুত্র, ইনি আদমের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের পুত্র।

Chapter 4  
1যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে, যর্দন নদী থেকে ফিরে এলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত সেই আত্মার আবেশে মরূপ্রান্তে পরিচালিত হলেন। 2আর সেসময় শয়তান দ্বারা প্রলোভিত হলেন, সেই চল্লিশ দিন তিনি কিছুই ভোজন করেননি, পরে সেই চল্লিশ দিন শেষ হলে তাঁহার খিদে পেলেন।3তখন শয়তান তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এই পাথরটিকে বল, যেন এটি রুটি হয়ে যায়। 4যীশু তাকে বললেন, “লেখা আছে, মানুষ কেবল রুটিতে বাঁচবে না।”5পরে শয়তান তাঁকে উপরে নিয়ে গেলেন , এবং এক মুহূর্তের মধ্যে তাঁকে জগতের সব রাজ্য দেখাল। 6আর শয়তান তাঁকে বলল, "তোমাকে আমি এই সব রাজ্যর উপর কর্তৃত্ব ও এই সব ঐশ্বর্য্য দেব। কারণ এগুলোর উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে, আর আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দান করতে পারি। 7অতএব ; এখন তুমি যদি আমার সামনে হাঁটু পেতে প্রণাম কর, তবে এ সবই তোমার হবে।"8যীশু এর উত্তরে তাকে বললেন, "লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করবে।"9আর সে তাঁকে যিরুশালেমে নিয়ে গেল ও ঈশ্বরের ঘরের চূড়ার উপরে দাঁড় করাল , এবং তাঁকে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে ওখান থেকে নিচে লাফিয়ে পড় ।” 10কেননা লেখা আছে, তিনি নিজের দূতদের তোমার জন্য আদেশ দেবেন, যেন তাঁরা তোমাকে রক্ষা করে। 11আর, তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন, পিছনে তোমার চরণে পাথরের আঘাত লাগে।12যীশু এর উত্তরে বললেন, এটাও লেখা আছে, "তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করো না।" 13আর সব পরীক্ষার পর শয়তান সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষার জন্য তাঁর কাছ থেকে চলে গেল। নাসরতে যীশুর উপদেশ ।14তখন যীশু আত্মার শক্তিতে গালীলে ফিরে গেলেন ,এবং তাঁর কার্য কলাপ সব এলাকার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 15আর তিনি তাদের সমাজঘরে উপদেশ দিলেন, এবং সবাই তাঁর খুবই মহিমা করতে লাগল।16আর তিনি যেখানে বড় হয়েছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন ,এবং তিনি নিজের রীতি অনুসারে বিশ্রামবারে সমাজঘরে প্রবেশ করলেন ,ও বাক্য পাঠ করতে দাঁড়ালেন। 17তখন যিশাইয় ভাববাদীর বই তাঁর হাতে দেওয়া হল, আর বইটি খুলে তিনি সেই অংশটি পেলেন, যেখানে লেখা আছে।18"প্রভুর আত্মা আমার উপর আছেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করেছেন, দরিদ্রের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার করার জন্য, অন্ধদের কাছে দৃষ্টি দানের প্রচার করার জন্য, নির্যাতিতদের রক্ষা করার জন্য। 19প্রভুর অনুগ্রহের বছর ঘোষণা করার জন্য।"20পরে তিনি বইটিকে বন্ধ করে পরিচারকের হাতে দিলেন ,এবং বসলেন। তাতে সমাজঘরের সবাই একভাবে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল। 21আর তিনি তাদের বললেন, "আজই বাক্যের এই বাণী তোমাদের শোনার মাধ্যমে পূর্ণ হল।" 22তাতে সবাই তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিল , ও তাঁর মুখের সুন্দর অনুগ্রহের কথায় তারা অবাক হল, আর বলল, "এ তো যোষেফের ছেলে, তাই না কি?"23যীশু তাদের বললেন, "তোমরা আমাকে অবশ্যই এই প্রবাদবাক্য বলবে, ডাক্তার আগে নিজেকে সুস্থ কর কফরনাহূমে তুমি যা যা করেছ আমরা শুনেছি, সে সব এখানে নিজের দেশেও কর।" 24তিনি আরও বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কোনও ভাববাদী তাঁর নিজের দেশে গ্রহণযোগ্য হয় না।"25আর আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এলিয়ের সময় যখন তিন বছর ছয় মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি , ও সারা দেশে কঠিন দূর্ভিক্ষ হয়েছিল, তখন ইস্রায়েলের মধ্যে অনেক বিধবা ছিল। 26কিন্তু এলিয়কে তাদের কারও কাছে পাঠানো হয়নি, কেবল সীদোন দেশের সারিফতে এক বিধবা মহিলার কাছে পাঠানো হয়েছিল। 27আর ইলীশায় ভাববাদীর সময়ে ইস্রায়েলের মধ্যে অনেকে কুষ্ঠরোগী ছিল, কিন্তু তাদের কেহই শুচি হয়নি, কেবল সুরীয় দেশের নামান হয়েছিল।28এই কথা শুনে সমাজঘরের লোকেরা সবাই রাগে পূর্ণ হল। 29আর তারা উঠে তাঁকে শহরের বাইরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল , এবং যে পাহারে তাদের শহর তৈরি হয়েছিল, তার শেষ প্রান্তে নিয়ে গেল যেন তাঁকে নিচে ফেলে দিতে পারে। 30কিন্তু তিনি তাদের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন।31পরে তিনি গালীলের কফরনাহূম শহরে নেমে গেলেন। আর তিনি বিশ্রামবারে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন। 32এবং লোকরা তাঁর শিক্ষায় চমৎকৃত হল, কারণ তিনি ক্ষমতার সাথে কথা বলতেন।33তখন ঐ সমাজঘরে এক ব্যক্তি ছিল, তাকে ভূত ও মন্দ আত্মায় ধরেছিল। 34সে চিৎকার করে বললেন , "হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি কে, ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।"35তখন যীশু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর এবং এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাও," তখন সেই ভূত তাকে সবার মাঝখানে ফেলে দিয়ে তার মধ্যে দিয়ে বের হয়ে গেল, তার কোনও ক্ষতি করল না। 36তখন সবাই খুবই অবাক হল এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, এ কেমন কথা? তিনি ক্ষমতায় ও পরাক্রমে মন্দ আত্মাদের আদেশ করেন, আর তারা বের হয়ে যায়। 37আর আশেপাশের এলাকার সব জায়গায় তাঁর কার্যকলাপ ছড়িয়ে পড়ল।38পরে তিনি সমাজঘর থেকে বের হয়ে শিমোনের বাড়িতে প্রবেশ করলেন, তখন শিমোনের শাশুড়ীর কঠিন জ্বরে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাই তাঁরা তাঁর সুস্থতার জন্য যীশুকে অনুরোধ করলেন। 39তখন তিনি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে জ্বরকে ধমক দিলেন, তাতে তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল ।আর তিনি সাথে সাথে উঠে তাদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।40পরে সূর্য্য ডুবে যাবার সময়ে, বিভিন্ন রোগে অসুস্থ রুগীদের লোকেরা, তাঁর কাছে আনল, আর তিনি প্রত্যেক জনের উপরে হাত রেখে তাদের সুস্থ করলেন। 41আর অনেক লোকের মধ্যে থেকে ভূত বের হল, ভূতেরা চীৎকার করে বলল, "আপনি ঈশ্বরের পুত্র ।" কিন্তু তিনি তাদের ধমক দিয়ে কথা বলতে দিলেন না, কারণ ভূতেরা জানত যে, তিনিই সেই খ্রীষ্ট।42পরে সকাল হলে তিনি সেই জায়গা থেকে একটি নির্জন জায়গায় চলে গেলেন, আর লোকেরা তাঁর খোঁজ করল এবং তাঁর কাছে এসে তাঁকে বারণ করল, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে না যান। 43কিন্তু তিনি তাদের বললেন, "আরও অনেক শহরে আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ সেইজন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে।" 44পরে তিনি যিহুদিয়ার বিভিন্ন সমাজঘরে প্রচার করতে লাগলেন।

Chapter 5  
1এক দিন যখন লোকেরা তাঁর চারিদিকে খুব ভিড় করে ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের কূলে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 2আর তিনি দেখতে পেলেন, হ্রদের কাছে দুটি নৌকা আছে, কিন্তু জেলেরা নৌকা থেকে নেমে জাল ধুচ্ছিল। 3তাতে তিনি ঐ দুটি নৌকার মধ্যে শিমোনের নৌকাতে উঠে উচু থেকে একটু দূরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করলেন, আর তিনি নৌকায় বসে লোকদের উপদেশ দিতে লাগলেন।4পরে কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে বললেন, "তুমি গভীর জলে নৌকা নিয়ে চল, আর মাছ ধরবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।" 5শিমোন এর উত্তরে বললেন, "হে মহাশয়, আমরা সারা রাত পরিশ্রম করেও কিছু পাইনি, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলব।" 6তাঁরা সেইমত করল, তখন মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়ল ও তাঁদের জাল ছিঁড়তে লাগল। 7তাতে তাঁদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁদের তাঁরা ইশারায় ডাক দিলেন, যেন তাঁরা এসে তাঁদের সাথে সাহায্য করেন। কারণ তাদের দুটি নৌকা মাছে এমন পূর্ণ করলেন যে নৌকা দুটি ডুবে যাচ্ছিল।8এসব দেখে শিমোন পিতর যীশুর হাঁটুর উপরে পড়ে বললেন, "আমার কাছ থেকে চলে যান, কারণ, হে প্রভু, আমি পাপী।" 9কারণ জালে এত মাছ ধরা পড়েছিল বলে তিনি ও যাঁরা তাঁর সাথে ছিলেন, সবাই খুব অবাক হয়েছিলেন। 10আর সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন, যাঁরা শিমোনের অংশীদার ছিলেন, তাঁরাও তেমনই অবাক হয়েছিলেন। তখন যীশু শিমোনকে বললেন, "ভয় করো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।" 11পরে তাঁরা নৌকা ডাঙ্গায় এনে সব বাদ করে তাঁর অনুগামী/পিছু হলেন।12একবার তিনি কোন এক শহরে ছিলেন, এবং সেখানে এক জনের সব শরীরে কুষ্ঠ রোগ ছিল। সে যীশুকে দেখে উবুর হয়ে পড়ে অনুরোধ করে বলল, "প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে ভালো করতে পারেন।" 13তখন তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি ভালো হয়ে যাও, আর তখনই তার কুষ্ঠ ভালো হয়ে গেল।"14পরে তিনি তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন, “এই কথা কাউকেও কিছু বলো না। কিন্তু যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে তোমার শুচি হওয়ার জন্য মোশির দেওয়া আদেশ অনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাদের কাছে সাক্ষ্য হওয়ার জন্য যে, তুমি সুস্থ হয়েছ।”15কিন্তু তাঁর বিষয়ে নানা খবর আরও বেশি করে ছড়াতে লাগল, আর কথা শুনবার জন্য এবং নিজেদের রোগ থেকে ভালো হবার জন্য অনেক লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। 16কিন্তু তিনি প্রায়ই কোন না কোন নির্জন জায়গায় নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতেন ও প্রার্থনা করতেন।17আর এক দিন তিনি উপদেশ দিচ্ছিলেন, এবং ফরীশীরা ও শিক্ষা গুরুরা কাছেই বসেছিল। তারা গালীল ও যিহুদিয়ার সব গ্রাম এবং যিরুশালেম থেকে এসেছিল, আর তাঁর সাথে প্রভুর শক্তি উপস্থিত ছিল, যেন তিনি ভালো করেন।18আর দেখ, কিছু লোক মাদুরে করে একজন পক্ষাঘাত রুগীকে আনল, তারা তাকে ভিতরে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল। 19কিন্তু ভিড়ের জন্য ভিতরে যাবার পথ না পাওয়াতে তারা ঘরের ছাদে উঠল এবং টালি সরিয়ে তার মধ্য দিয়ে মাদুর সহকারে তাকে মাঝখানে যীশুর সামনে নামিয়ে দিল।20তাদের বিশ্বাস দেখে তিনি বললেন, "হে বন্ধু, তোমার সব পাপ ক্ষমা হল।" 21তখন ধর্মশিক্ষকরা ও ফরীশীরা এই তর্ক করতে লাগল, এ কে যে ঈশ্বর নিন্দা করছে? কেবল ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?22যীশু তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা মনে মনে কেন তর্ক করছ?" 23কোনটা বলা সহজ 'তোমার পাপ ক্ষমা হল বলা, না 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও' বলা? 24কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা মানবপুত্রের আছে। এটা যেন তোমরা জানতে পার, এ জন্যই তিনি সেই পক্ষঘাতী রুগীকে বললেন, তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।25তাতে সে তখনই তাদের সামনে উঠে দাঁড়াল, এবং নিজের বিছানা তুলে নিয়ে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে নিজের বাড়ি চলে গেল। 26তখন সবাই খুবই অবাক হল, আর তারা ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল এবং ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে বলতে লাগল, আজ আমরা অসাধারণ বিষয় দেখলাম। লেবির আবেদন, যীশুর বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা ।27এই ঘটনার পরে সেখান থেকে তিনি চলে গেলেন এবং দেখলেন, লেবি নামে একজন কর আদায়কারী কর জমা নেওয়ার জায়গায় বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, "আমার সাথে চল।" 28তাতে তিনি সব কিছু ত্যাগ করে উঠে তাঁর সাথে চলে গেলেন।29পরে লেবি নিজের বাড়িতে তাঁর জন্য সুন্দর এক ভোজের আয়োজন করলেন, এবং অনেক কর আদায়কারীরাও আরো অন্য লোকেরাও তাঁদের সাথে ভোজনে বসেছিল। 30তখন ফরীশীরা ও আইন শিক্ষকেরা তাঁর শিষ্যদের কাছে অভিযোগ করে বলতে লাগল, "তোমরা কেন কর আদায়কারী ও অন্যান্য পাপী লোকেদের সাথে ভোজন পান করছ?" 31যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, ভালো লোকদের ডাক্তার দেখাবার দরকার নেই, কিন্তু অসুস্থদের প্রয়োজন আছে। 32আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরকেই ডাকতে এসেছি, যেন তারা মন ফেরায়।"33পরে তারা তাঁকে বলল, "যোহনের শিষ্যরা প্রায়ই উপবাস করে ও প্রার্থনা করে, ফরীশীরাও সেরকম করে, কিন্তু তোমার শিষ্যেরাও ভোজন পান করে থাকে।" 34যীশু তাদের বললেন, "বর সাথে থাকতে তোমরা কি বাসর ঘরের লোকেরা উপবাস করতে পার? 35কিন্তু সময় আসবে, যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে নেওয়া হবে, তখন তারা উপবাস করবে।"36আরও তিনি তাদের একটি উপমা দিলেন, তা এমন কেউ নতুন কাপড় থেকে টুকরো ছিঁড়ে পুরনো কাপড়ে লাগায় না ,সেটা করলে নতুনটাও ছিঁড়তে হয়, এবং পুরানো কাপড়েও সেই নতুন কাপড়ের তালি মিলবে না।37আর লোকে পুরাতন চামড়ার থলিতে নতুন আঙুরের রস রাখে না। রাখলে চামড়ার থলিগুলি ফেটে যায়, তাতে দ্রাক্ষারস পড়ে যায়, চামড়ার থলিগুলিও নষ্ট হয়। 38কিন্তু লোকে নূতন চামড়ার থলিতে তাজা দ্রাক্ষারস রাখে। 39আর পুরনো আঙ্গুরের রস পান করার পর কেউ তাজা চায় না, কারণ সে বলে, পুরনোই ভাল।

Chapter 6  
1একদিন যীশু বিশ্রামবারে ধান ক্ষেতের মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তাঁর শিষ্যেরা ধান শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে ঘসিয়ে খেতে লাগলেন। 2তাতে কয়েক জন ফরীশী বলল, "বিশ্রামবারে যা করা উচিত নয়, তোমরা কেন বিশ্রামবারে তাই করছ?"3যীশু উত্তরে তাদের বললেন, "দায়ূদ ও তাঁর সহপাটিদের খিদে পেলে তিনি কি করেছিলেন, সেটা কি তোমরা পড়নি? 4তিনি ঈশ্বরের ঘরের ভিতর ঢুকে যে, দর্শনরুটি যাজকরা ছাড়া আর অন্য কারও খাওয়া উচিত ছিল না, তাই তিনি খেয়েছিলেন এবং সহপাটিদেরকেও দিয়েছিলেন ।" 5পরে তিনি তাদের বললেন, "মানবপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।"6আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজঘরে প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন, সেখানে একটি লোক ছিল, তার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। 7আর আইন শিক্ষকেরা ও ফরীশীরা, তিনি বিশ্রামবারে তাকে ভালো করেন কি না তা দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর প্রতি নজর রাখল, যেন তারা তাঁকে দোষ দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়। 8কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জানতেন, আর সেই ব্যক্তি যার হাত শুকিয়ে গিয়েছিল তাকে বললেন, "ওঠ, সবার মাঝখানে দাঁড়াও। তাতে সে উঠে দাঁড়াল।"9পরে যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কি করা উচিত? ভাল করা না মন্দ করা, প্রাণ রক্ষা করা না হত্যা করা। 10পরে তিনি চারিদিকে তাদের সবার দিকে তাকিয়ে সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" সে তাই করল, আর তার হাত ভালো হল। 11কিন্তু তারা খুব রেগে গেল, আর যীশুর জন্য কি করবে, তাই তাদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল।12সেই সময়ে তিনি এক দিন প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে গেলেন, আর ঈশ্বরের কাছে সারা রাত ধরে প্রার্থনায় সময় কাটালেন। 13পরে যখন সকাল হল, তিনি তাঁর শিষ্যদের ডাকলেন ,এবং তাঁদের মধ্য থেকে বারো জনকে মনোনীত করলেন, আর তাঁদের ‘প্রেরিত’ নাম দিলেন।14শিমোন যার নাম যীশু "পিতর" দিলেন, তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বর্থলময়, 15মথি, থোমা এবং আলফেয়ের [পুত্র] যাকোব ও শিমোন যাকে উদযোগী অর্থাৎ আগ্রহে পূর্ণ বলা হত, যাকোবের [পুত্র] যিহূদা। 16এবং ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা, যে যীশুকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।17পরে তিনি তাঁদের সাথে পাহাড় থেকে নেমে এক সমান ভূমির উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। আর তাঁর অনেক শিষ্য এবং সকল যিহূদীয়া ও যিরুশালেম এবং সোর ও সীদোনের সমুদ্র উপকূল থেকে অনেক লোক এসে উপস্থিত হল। 18তারা তাঁর কথা শুনবার ও নিজেদের অশুচি আত্মার অত্যাচার ও রোগ থেকে ভালো হবার জন্য তাঁর কাছে এসেছিল। 19আর, সব লোক তাঁকে স্পর্শ করতে চেষ্টা করল, কারণ তাঁর মধ্যে দিয়ে শক্তি বের হয়ে সবাইকে ভালো করছিল।20পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁদের বললেন, "ধন্য যারা গরিব, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তাদেরই। 21ধন্য তোমরা, যাদের এখন খিদে, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য তোমরা, যারা এখন কাঁদছ , কারণ তোমরা হাসবে।22ধন্য তোমরা, যখন লোকে মানবপুত্রের জন্য তোমাদের ঘৃণা করে, আর যখন তোমাদের তাদের সমাজ থেকে আলাদা করে দেয় ও নিন্দা করে ,এবং তোমাদের নামে মন্দ কথা বলে দূর করে দেয়। 23সেদিন আনন্দ করিও ও নাচ, কারণ দেখ, স্বর্গে তোমাদের অনেক পুরষ্কার আছে। কারণ তাদের বংশধরেরাও ভাববাদীদের প্রতি তাই করিত।24কিন্তু ধনবানেরা ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা তোমাদের সান্ত্বনা পেয়েছ। 25ধিক্ তোমাদের, যারা এখন পরিতৃপ্ত, কারণ তোমাদের খিদে হবে। ধিক্ তোমাদের, যারা হাসে, কারণ তোমরা দুঃখ করবে ও কাঁদবে।26ধিক্ তোমাদের, যখন সবাই তোমাদের বিষয়ে ভালো বলে, কারণ তোমাদের বংশধরেরা ভন্ড ভাববাদীদের প্রতি তাহাই করিত।27কিন্তু তোমরা যারা শুনছ, আমি তোমাদের বলি, তোমরা নিজের নিজের শত্রুদের ভালবাসো, যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের ভাল কর। 28যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ কর, যারা তোমাদের নিন্দা করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কর।29যে তোমার এক গালে চড় মারে, তার দিকে অন্য এক গালও পেতে দাও ,এবং যে তোমার পোশাক জোর করে খুলে নিতে চায়, তাকে তোমার পোশাকটা দিয়ে দাও, বারণ করো না। 30যে কেউ তোমার কাছে কিছু চায়, তাকে সেটা দিও, এবং যে তোমার জিনিস জোর করে নিয়ে নেয়, তার কাছে সেটা আর চেও না।31আর তোমরা যেমন ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের জন্য করুক তোমরাও তাদের প্রতি তেমনই কর। 32আর যারা তোমাদের ভালবাসে, যদি শুধু তাদেরই ভালবাসো তবে তাতে ধন্যবাদের কি আছে? কারণ পাপীরাও, যারা তাদের ভালবাসে, তারাও তাদেরই ভালবাসে। 33আর যারা তোমাদের উপকার করে, তোমরা যদি তাদের উপকার কর, তবে তোমরা কি করে ধন্যবাদ পেতে পার? পাপীরাও তাই করে। 34আর যাদের কাছে পাবার আশা আছে, যদি তাদেরই ধার দাও, তবে তোমরা কেমন করে ধন্যবাদ পেতে পার? পাপীরাও পাপীদেরই ধার দেয়, যেন সেই পরিমাণে পুনরায় পায়।35কিন্তু তোমরা নিজের নিজের শত্রুদেরও ভালবাসো, তাদের ভালো কর এবং কখনও নিরাশ না হয়ে ধার দিও। যদি তোমরা এমন কর তোমরা অনেক পুরষ্কার পাবে ,এবং তোমরা মহান ঈশ্বরের সন্তান হবে, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও মন্দ লোকেদেরও দয়া করেন। 36তোমার স্বর্গীয় পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমন দয়ালু হও।37আর তোমরা বিচার করিও না, তাতে বিচারিত হবে না। আর কাউকে দোষ দিও না, তাতে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। তোমরা ক্ষমা কর, তাতে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে।38দাও, তাতে তোমাদেরও দেওয়া যাবে, লোকে আরো বেশি পরিমাণে চেপে চেপে ঝাঁকিয়ে উপচিয়ে তোমাদের কোলে দেবেন। কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাপ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা যাবে।"39আর তিনি তাদের একটি উপমা দিলেন, অন্ধ কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? দুজনেই কি গর্তে পড়বে না? 40শিষ্য গুরুর থেকে বড় নয়, কিন্তু যে কেউ পরিপক্ক হয়, সে তার গুরুর সমান হবে।41আর তোমার ভাইয়ের চোখে যে ছোট খড়ের টুকরো আছে, সেটা কেন দেখছ, অথচ তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, তা কেন ভেবে দেখছ না? 42তোমার চোখে যে কড়িকাঠ আছে, সেটা যখন দেখতে পাচ্ছ না, তখন তুমি কেমন করে নিজের ভাইকে বলতে পার,“ ভাই, এসো, আমি তোমার চোখ থেকে কুটোটা বের করে দিই”? তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ আছে, সেটা তো তুমি দেখছ না। হে ভণ্ড, আগে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠ বের কর, তারপর তোমার ভাইয়ের চোখে যে কুটোটা আছে, তা বের করার জন্য সম্পুর্ন দেখতে পাবে।43কারণ এমন ভালো গাছ নেই, যাতে পচা ফল ধরে এবং এমন পচা গাছও নেই, যাতে ভালো ফল ধরে। 44নিজের নিজের ফলের দ্বারা গাছকে চেনা যায়, লোকে শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুর সংগ্রহ করে না, এবং কাঁটাগাছ থেকে আঙ্গুর সংগ্রহ করে না।45ভালো মানুষ নিজের অন্তরের ভাল ভান্ডার থেকে ভাল জিনিসই বের করে ,এবং মন্দ লোক মন্দ ভান্ডার থেকে মন্দ জিনিসই বের করে,।কারণ তার অন্তরে যা থাকে সে মুখেও তাই বলে।46আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে ডাক, অথচ আমি যা যা বলি, তা করো না? 47যে কেউ আমার কাছে এসে আমার কথা শুনে পালন করে, সে কার মতো তা আমি তোমাদের জানাচ্ছি। 48সে এমন এক ব্যক্তির মতো, যে ঘর তৈরির সময় খুঁড়ল, খুঁড়ে গভীর করল ও পাথরের উপরে ঘরের ভিত গাঁথল। পরে বন্যা হলে সেই ঘর জলের প্রবল ঢেউয়ের মধ্যে পড়ল, কিন্তু ঘরটিকে হেলাতে পারল না। কারণ ঘরটিকে ভালোভাবে তৈরি করা হয়েছিল।49কিন্তু যে শুনে পালন না করে, সে এমন একজন বোকা লোকের মত, যে মাটির উপরে, বিনা ভিতে, ঘর তৈরি করল।পরে ভীষন জলের ঢেউ এসে সেই ঘরে লাগল, আর অমনি তা পড়ে গেল, এবং সেই ঘর সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হল।"

Chapter 7  
1লোকদের কাছে নিজের সব কথা শেষ করে তিনি কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন।2সেখানে একজন শতপতির একটি দাস ছিল, যে অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়ার মত হয়েছিল, সে তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। 3তিনি যীশুর সংবাদ শুনে ইহূদিদের কয়েক জন প্রাচীনকে তাঁর কাছে অনুরোধ করার জন্য পাঠালেন, যেন তিনি এসে তাঁর দাসকে মরে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। 4তাঁরা যীশুর কাছে গিয়ে বিশেষভাবে অনুরোধ করে বলতে লাগলেন, "আপনি যেন তাঁর জন্য এই কাজ করেন, তিনি এর যোগ্য।" 5কারণ তিনি আমাদের জাতিকে ভালবাসেন, আর আমাদের সমাজঘর তিনি তৈরি করে দিয়েছেন।6যীশু তাঁদের সাথে গেলেন, আর তিনি বাড়ির কাছাকাছি আসতেই শতপতি কয়েক জন বন্ধুদের দিয়ে তাঁকে বলে পাঠালেন, "প্রভু, নিজেকে কষ্ট দেবেন না, কারণ আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার বাড়িতে আসেন। 7সেজন্য আমাকেও আপনার কাছে আসার যোগ্য বলে মনে হলো না, আপনি শুধু মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস ভালো হবে। 8কারণ আমিও অন্যের ক্ষমতার অধীনে নিযুক্ত লোক, আবার সেনাগণ আমার দাস। আর আমি তাদের এক জনকে, ‘যাও’ বললে সে যায় এবং অন্যকে ‘এস’ বললে সে আসে, আর আমার দাসকে ‘এই কাজ কর’ বললে সে তা করে।"9এই কথা শুনে যীশু তাঁর বিষয়ে অবাক হলেন, এবং যে লোকেরা তাঁর পিছনে আসছিল, তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যে এত বড় বিশ্বাস কখনো দেখতে পাইনি।" 10পরে যাঁদের পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে সেই দাসকে ভালো দেখতে পেলেন।11কিছু সময় পরে তিনি নায়িন নামে এক শহরে গেলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা ও অনেক লোক তাঁর সাথে যাচ্ছিলেন। 12যখন তিনি সেই শহরের ফটকের কাছে এলেন, তখন দেখতে পেলেন, লোকেরা একটি মৃত মানুষকে বয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন ।সে তার মায়ের একমাত্র ছেলে এবং সেই মা বিধবা ছিলেন, আর শহরের অনেক লোক তার সাথে ছিল। 13তাকে দেখে প্রভুর খুবই দয়া হল এবং তাকে বললেন, "কেঁদো না।" 14পরে তিনি কাছে গিয়ে খাট স্পর্শ করলেন, আর যারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তারা দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "হে যুবক, তোমাকে বলছি ওঠো।" 15তাতে সেই মরা মানুষটি উঠে বসল ,এবং কথা বলতে লাগলেন পরে তিনি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।16তখন সবাই ভয় পেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করে বলতে লাগল, 'আমাদের মধ্যে একজন মহান ভাববাদী এসেছেন, আর ঈশ্বর নিজের প্রজাদের সাহায্য করেছেন। 17পরে সকল যিহূদীয়াতে এবং আশেপাশের সব অঞ্চলে যীশুর বিষয়ে এই খবর ছড়িয়ে পড়ল।18আর যোহনের শিষ্যরা তাঁকে এই সব বিষয়ে সংবাদ দিল। 19তাতে যোহন নিজের দুজন শিষ্যকে ডাকলেন ও তাদের প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন। 20পরে সেই দুই ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, "বাপ্তিষ্মদাতা যোহন আমাদের আপনার কাছে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন, যাঁর আগমন হবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি? না, আমরা অন্য কারও অপেক্ষায় থাকব?"21সে সময় তিনি অনেক লোককে রোগ, ব্যাধি ও মন্দ আত্মা থেকে ভাল করলেন, এবং অনেক অন্ধের চোখ ভাল করে দিলেন। 22পরে তিনি সেই দুই জন দূতকে এই উত্তর দিলেন, "তোমরা যাও এবং যা শুনেছ ও দেখেছ, সেই খবর যোহনকে দাও, অন্ধরা দেখতে পাচ্ছে, খোঁড়ারা হাঁটছে, কুষ্ঠ রুগীরা শুচি হচ্ছে, ও বধিরেরা শুনতে পাচ্ছে, মৃতেরা জীবিত হচ্ছে, গরিবদের কাছে সুসমাচার প্রচার করা হচ্ছে। 23আর ধন্য সেই ব্যক্তি, যে আমাকে গ্রহণ করতে ভয় পায় না।"24যোহনের দূতেরা চলে যাওয়ার পর যীশু লোকজনকে যোহনের বিষয়ে বলতে লাগলেন, "তোমরা মরূপ্রান্তে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি বাতাসে দুলছে এমন একটি নল ? 25তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? কি সুন্দর পোষাক পরা কোনও লোককে? দেখ, যারা দামী পোষাক পরে এবং ভোগবিলাসে এবং সম্মানের সহিত জীবন যাপন করে, তারা রাজবাড়িতে থাকে। 26তবে কি দেখতে গিয়েছিলে? একজন ভাববাদীকে দেখবার জন্য? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি ভাববাদী থেকেও মহান ব্যক্তিকে?27ইনি সেই ব্যক্তি," যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, "দেখ আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাব, সে তোমার আগে তোমার পথ তৈরী করবে। 28আমি তোমাদের বলছি, স্ত্রীলোকের গর্ভে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে যোহন থেকে মহান কেউই নেই, তবুও ঈশ্বরের রাজ্যে সবথেকে ছোট যে ব্যক্তি, সে তাঁর থেকেও মহান।"29আর সব লোক ও কর আদায়কারীরা যারা যোহনের বাপ্তিষ্মের বাপ্তাইজিত হয়েছে এই কথা শুনে তারা ঈশ্বরকে ধার্মিক বলে স্বীকার করলেন। 30কিন্তু ফরীশী ও শিক্ষা গুরুরা যারা যোহনের কাছে বাপ্তিষ্ম নেয়নি তারা নিজেদের বিষয়ে ঈশ্বরের পরামর্শ ব্যর্থ করল।31অতএব, আমি কার সাথে এই যুগের লোকদের তুলনা করব? তারা কি রকম? 32তারা এমন ছোট বালকের মতো, যারা বাজারে বসে একজন অন্য এক জনকে ডেকে বলল, ‘আমরা তোমাদের কাছে বাঁশী বাজালাম, তোমরা নাচলে না,এবং আমরা দুঃখ প্রকাশ করলাম, তোমরা কাঁদলে না।33কারণ বাপ্তিষ্মদাতা যোহন এসে রুটি খান না, আঙ্গুর রসও পান করেন না, আর তোমরা বল, সে ভূতগ্রস্ত। 34মনুষ্যপুত্র এসে ভোজন পান করেন, আর তোমরা বল, ঐ দেখো, একজন পেটুক ও মাতাল, কর আদায়কারীদের ও পাপীদের বন্ধু। 35কিন্তু প্রজ্ঞা তার সকল সন্তানের মাধ্যমেই নির্দোষ বলে প্রমাণিত হলেন।36আর ফরীশীদের মধ্যে একজন যীশুকে তার সাথে ভোজন করতে নিমন্ত্রণ করলেন। তাতে তিনি সেই ফরীশীর ঘরে গিয়ে ভোজনে বসলেন। 37আর দেখ, সেই শহরে এক পাপী স্ত্রীলোক ছিল, সে যখন জানতে পারলেন, তিনি সেই ফরীশীর ঘরে খেতে বসেছেন, তখন একটি শ্বেত পাথরের পাত্রে সুগন্ধি তেল নিয়ে আসল । 38এবং পিছন দিকে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে সে চোখের জলে তাঁর পা ভেজাতে লাগল এবং তার মাথার চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিল। আর তাঁর পায়ে চুমু দিয়ে সেই সুগন্ধি তেলে অভিষেক করতে লাগল।39এই দেখে, যে ফরীশী তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিল, সে মনে মনে বলল, এ যদি ভাববাদী হত, তবে নিশ্চয় জানতে পারতেন, একে যে স্পর্শ করছে, সে কে, এবং কি ধরনের স্ত্রীলোক, কারণ সে পাপী। 40তখন যীশু উত্তরে তাকে বললেন, "শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" সে বলল, "গুরু বলুন।"41এক মহাজনের কাছে দুজন ঋণী ছিল, এক জনের পাঁচশো দিনারী ঋণ ছিল, আর একজন পঞ্চাশ। 42তাদের শোধ করার ক্ষমতা না থাকার জন্য তিনি দুজনকেই ক্ষমা করলেন। তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালবাসবে? 43শিমোন বলল, "আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ ক্ষমা করা হয়েছিল, সেই।" তিনি বললেন, "সঠিক বিচার করেছ।"44আর তিনি সেই স্ত্রীলোকটীর দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন, "এই স্ত্রীলোকটীকে দেখছ? আমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, তুমি আমার পা ধোয়ার জল দিলে না, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটী চোখের জলে আমার পা ভিজিয়েছে ও নিজের চুল দিয়ে পা মুছিয়ে দিয়েছে। 45তুমি আমাকে চুমু দিলে না, কিন্তু আমি ভিতরে আসার পর থেকে, এ আমার পায়ে চুমু দিয়েই চলেছে, থামেনি।46তুমি তেল দিয়ে আমার মাথা অভিষেক করলে না, কিন্তু এ সুগন্ধি জিনিস আমার পায়ে মাখিয়েছে। 47তাই, তোমাকে বলছি, এর বেশি পাপ থাকলেও, তার ক্ষমা হয়েছে। কারণ সে বেশি ভালবেসেছে, কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্প ভালবাসে।48পরে তিনি সেই স্ত্রীলোককে বললেন, তোমার সব পাপ ক্ষমা হয়েছে। 49তখন যারা তাঁর সাথে খেতে বসেছিল, তারা মনে মনে বলতে লাগল, "এ কে যে পাপও ক্ষমা করে?" 50কিন্তু তিনি সেই মহিলাটিকে বললেন, "তোমার বিশ্বাস তোমাকে রক্ষা করেছে শান্তিতে চলে যাও।"

Chapter 8  
1এর পরেই তিনি প্রচার করতে করতে এবং ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করার জন্য শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করলেন। আর তাঁর সাথে সেই বারো জন, 2এবং যাঁরা মন্দ আত্মা ও রোগ থেকে ভাল হয়েছিলেন, এমন কয়েক জন স্ত্রীলোক ছিলেন, মগ্দলীনি যাকে মরিয়ম বলা হতো, যাঁর মধ্যে থেকে সাতটা ভূত বের করা হয়েছিল। 3যোহানা, যিনি হেরোদের পরিচালক কুষের স্ত্রী, এবং শোশন্না ও অন্য অনেক স্ত্রীলোক ছিলেন, তাঁরা নিজেদের সম্পদ দিয়ে তাঁদের সেবা করতেন।4আর যখন, অনেক লোক সমবেত হচ্ছিলেন, এবং অন্য অন্য শহর থেকে লোকেরা তাঁর কাছে এলেন, তখন তিনি একটা গল্পের মাধ্যমে তাদের সাথে কথা বললেন। 5"একজন চাষী বীজ বপন করতে গেলেন, বপনের সময়ে কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল, তাতে সেই বীজগুলো লোকেরা পায়ে পাড়িয়ে গেল ও আকাশের পাখিরা সেগুলো খেয়ে ফেলল। 6আর কিছু বীজ পাথরের ওপরে পড়ল, তাতে সেগুলোর গাছ বের হল ,কিন্তু রস না পাওয়াতে শুকিয়ে গেল।7আর কিছু বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তাতে কাঁটাও বীজের সাথে বড় হতে থাকলো, এবং সেগুলোকে চেপে ধরল। 8আর কিছু বীজ ভাল জমিতে পড়ল, তাতে সেগুলো গাছ হয়ে একশোগুন বেশি ফল উৎপন্ন করল।" এই কথা বলে তিনি চিৎকার করে বললেন, "যার শোনার কান আছে সে শুনুক।"9পরে তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই গল্পটার মানে কি? 10তিনি বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের সব লুকানো বিষয় জানার অধিকার তোমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্য সবার কাছে গল্পের মাধ্যমে বলা হয়েছে, যেন তারা দেখেও না দেখে এবং শুনেও না বোঝে।"11গল্পের মানে এই, সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য। 12যে বীজগুলো পথের পাশে পড়েছিল তা এমন লোকেদের বোঝায়, যারা শুনেছিল, পরে শয়তান এসে তাদের হৃদয় থেকে সেই বাক্য চুরি করে নিয়ে যায়, যেন তারা বিশ্বাস করে পরিত্রাণ না পায়। 13আর যে বীজগুলি পাথরের ওপরে পড়েছিল তা এমন লোকদের বোঝায়, যারা শুনে খুশির সাথে সেই বাক্য গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের মূল ছিল না, তারা অল্প সময়ের জন্য বিশ্বাস করে, আর পরীক্ষার সময়ে তারা বিশ্বাস থেকে দূরে চলে যায়।14আর যেগুলো কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তারা এমন লোক, যারা শুনেছিল। কিন্তু চলতে চলতে জীবনের চিন্তা ও ধন ও সুখভোগে চাপা পড়ে যায় এবং ভাল ফল উৎপন্ন করে না। 15আর যেগুলো ভাল জমিতে পড়ল, তারা এমন লোক, যারা সৎ ও ভালো মনে বাক্য শুনে ধরে রাখে, এবং ধৈর্য্য সহকারে ফল উৎপন্ন করে।16আর প্রদীপ জালিয়ে কেউ বাটি দিয়ে ঢাকে না, কিংবা খাটের নীচে রাখে না, কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে, যেন যারা ভিতরে যায়, তারা আলো দেখতে পায়। 17কারণ এমন ঢাকা কিছুই নেই, যা জানা পাবে না, এবং এমন গোপন কিছুই নেই, যা জানা যাবে না। 18অতএব; তোমরা কীভাবে শোন সে বিষয়ে সাবধান হও, কারণ যার আছে, তাকে দেওয়া হবে, আর যার নেই, তার যা কিছু আছে, সেগুলোও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।19আর তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর কাছে আসলেন, কিন্তু লোকেদের ভিড়ের জন্য তাঁর কাছে যেতে পারলেন না। 20পরে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, দেখুন আপনার মা ও ভাইয়েরা আপনার সাথে দেখা করার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। 21তিনি এর উত্তরে তাদের বললেন, "এই যে ব্যক্তিরা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও পালন করে, ওরাই আমার মা ও ভাই।"22এক দিন তিনি ও তাঁর শিষ্যরা একটি নৌকায় উঠলেন, আর তিনি তাঁদের বললেন, "চল আমরা সাগরের অন্য পারে যাই" তাতে তাঁরা নৌকার পাল তুলে দিলেন। 23কিন্তু তাঁরা যখন নৌকা করে যাচ্ছিলেন, তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন সাগরের ওপর ঝড় এসে পড়ল, তাতে নৌকা জলে পূর্ণ হতে লাগল ও তাঁরা বিপদে পড়লেন।24পরে তাঁরা কাছে গিয়ে তাঁকে ডেকে বললেন, "প্রভু, প্রভু, আমরা মারা পড়লাম।" তখন তিনি ঘুম থেকে উঠে বাতাস ও ঢেউকে ধমক দিলেন, তাতে সব কিছু থেমে গেল, ও সবার শান্তি হল। 25পরে তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায়?" তখন তাঁরা ভয় পেলেন ও খুবই অবাক হলেন, একজন অন্য জনকে বললেন, "ইনি তবে কে যে, বাতাসকে ও জলকে আদেশ দেন, আর তারা তাঁর আদেশ মানে?26পরে তাঁরা গালীলের ওপারে গেরাসেনীদের এলাকায় পৌঁছালেন। 27আর তিনি ডাঙায় নামলে ঐ শহরের একটা ভূতগ্রস্ত লোক তাঁর সামনে উপস্থিত হল। সে অনেকদিন ধরে কাপড় পড়ত না ও ঘরে বসবাস করত না, কিন্তু কবরে থাকত।28যীশুকে দেখার সাথে সাথে সে চিৎকার করে উঠল, এবং তাঁর সামনে পড়ে চিৎকার করে বলল, "হে যীশু, মহান ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সাথে আমার সম্পর্ক কি? আমি আপনাকে ঈশ্বরের শপথ দিয়ে বলছি, আমাকে কষ্ঠ দেবেন না।" 29কারণ তিনি সেই ভূতকে লোকটীর মধ্যে থেকে বের হয়ে যেতে নির্দেশ করলেন।ঐ মন্দ আত্মা অনেকদিন তাকে আটক করে রেখেছিল, আর শিকল ও বেড়ি দিয়ে তাকে বাঁধলেও সে সব কিছু ছিঁড়ে ভূতের অধীনে ফাঁকা জায়গায় চলে যেত।30যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার নাম কি? সে বলল, "বাহিনী", কারণ অনেক ভূত তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। 31পরে তারা তাঁকে অনুরোধ করতে লাগল, যেন তিনি তাদের অতল গর্তে চলে যেতে আদেশ না দেন।32সেই জায়গায় পাহাড়ের উপরে এক শূকরের পাল খাচ্ছিল,তাতে ভূতেরা তাঁকে অনুরোধ করল। যেন তিনি তাদের শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করতে অনুমতি দেন, তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। 33তখন ভূতেরা সেই লোকটার মধ্যে দিয়ে বের হয়ে শূকরদের মধ্যে প্রবেশ তাতে সেই পাল ঢালু পাহাড় দিয়ে জোরে দৌড়ে গিয়ে গর্তের নিচে পরে ডুবে মরল।34এই ঘটনা দেখে, যারা শূকর চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গেল এবং শহরে ও তার আশেপাশের এলাকায় খবর দিল। 35তখন কি ঘটেছে, দেখার জন্য লোকেরা বের হল এবং যীশুর কাছে এসে দেখল, যে লোকটির মধ্যে থেকে ভূতেরা বের হয়েছে। সে কাপড় পরে ও ভদ্র হয়ে যীশুর পায়ের কাছে বসে আছে, তাতে তারা ভয় পেল।36আর যারা দেখেছিল, সেই ভূতগ্রস্ত লোকটা কীভাবে ভাল হয়েছিল, তা তাদের বলল। 37তাতে গেরাসেনীদের প্রদেশের সব লোকেরা তাঁকে অনুরোধ করল, যেন তিনি তাদের কাছ থেকে চলে যান। কারণ তারা খুবই ভয় পেয়েছিল, তখন ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি নৌকায় উঠলেন।38আর যার মধ্যে থেকে ভূতেরা বের হয়েছিল, সেই লোকটি অনুরোধ করল, যেন তাঁর সাথে থাকতে পারে। 39কিন্তু তিনি তাকে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও এবং তোমার জন্য ঈশ্বর যা যা মহৎ কাজ করেছেন, তার ঘটনা বল।" তাতে সে চলে গেল এবং যীশু তার জন্য যে সব মহৎ কাজ করেছেন, তা শহরের সব জায়গায় প্রচার করতে লাগল।40যীশু ফিরে আসার পর লোকেরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করল, কারণ সবাই তাঁর অপেক্ষা করছিল। 41আর দেখ, যায়ীর নামে এক ব্যক্তি আসলেন, তিনি সমাজঘরের একজন তত্ত্বাবধায়ক। তিনি যীশুর পায়ে পড়ে তার ঘরে যেতে তাঁকে অনুরোধ করতে লাগলেন। 42কারণ তার একমাত্র মেয়ে ছিল, বয়স প্রায় বারো বছর, আর সে যে কোনো সময় মারা যেতে পারে। যীশু যখন যাচ্ছিলেন, তখন লোকেরা তাঁর উপরে ঠেলাঠেলি করে পড়তে লাগল।43আর, একটি মহিলা, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিলেন, তিনি ডাক্তারদের পিছনে সব টাকা ব্যয় করেও কারোর কাছেই ভালো হতে পারেননি। 44সে তাঁর পিছন দিকে এসে তাঁর কাপরের পার হাত দিলেন,আর সাথে সাথে তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল।45তখন যীশু বললেন, "কে আমাকে হাত দিল?" সবাই অস্বীকার করলে পিতর ও তাঁর সাথীরা বললেন, "প্রভু, লোকেরা ঠেলাঠেলি করে আপনার উপরে পড়ছে।" 46কিন্তু যীশু বললেন, "আমাকে কেউ হাত দিয়েছে, কারণ আমি টের পেয়েছি যে, আমার মধ্যে থেকে শক্তি বের হয়েছে।"47মহিলাটি যখন দেখল, সে যা করেছে তা লুকানো যাবে না, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে এসে যীশূর সামনে উবুড় হয়ে প্রণাম করল, আর কিসের জন্য তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং কীভাবে সাথে সাথে ভালো হয়েছিল, তা সব লোকের সামনে বর্ণনা করলেন। 48তিনি তাকে বললেন, "মা তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভালো করেছে, শান্তিতে চলে যাও।49তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে সমাজঘরের এক অধ্যক্ষের বাড়ি থেকে একজন এসে বলল, "আপনার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, গুরুকে আর কষ্ট দেবেন না।" 50একথা শুনে যীশু তাঁকে বললেন, ভয় করো না, কিন্তু বিশ্বাস কর, তাতে সে বাচিঁবে।51পরে তিনি সেই বাড়িতে উপস্থিত হলে, পিতর, যাকোব ও যোহন এবং মেয়েটির বাবা ও মা ছাড়া আর কোন লোককে ঢুকতে দিলেন না। 52তখন সবাই তার জন্য কাঁদছিল, ও দুঃখ করছিল। তিনি বললেন, "কেঁদো না, সে মারা যায়নি, ঘুমিয়ে আছে।" 53তখন তারা তাঁকে মজা করে হাঁসলো, কারণ তারা জানত, সে মারা গেছে।54কিন্তু তিনি তার হাত ধরে ডেকে বললেন, "মেয়ে ওঠ।" 55তাতে তার আত্মা ফিরে আসল ও সে তখনেই উঠল, আর তিনি তাকে কিছু খাবার দিতে আদেশ দিলেন। 56এসব দেখে তার মা বাবা খুবই অবাক হলেন, কিন্তু তিনি তাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, "এ ঘটনার কথা কাউকে বলো না।"

Chapter 9  
1পরে তিনি সেই বারো জনকে একসাথে ডাকলেন ও তাঁদের সব ভূতের উপরে এবং রোগ ভালো করবার জন্য, শক্তি ও ক্ষমতা দিলেন। 2ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করতে এবং ভালো করতে তাঁদের পাঠিয়ে দিলেন।3আর তিনি তাঁদের বললেন, "পথে যাওয়ার সময় কিছুই সাথে নিও না, লাঠি, থলে, খাবার, টাকা এমনকি দুটি জামাও নিও না। 4আর তোমরা যে কোন বাড়িতে প্রবেশ কর, সেখানেই থাক এবং সেখান থেকে চলে যাইও না।5আর যে লোকেরা তোমাদের গ্রহণ না করে, সেই শহর থেকে চলে যাওয়ার সময়ে তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্যের জন্য তোমাদের পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো। 6পরে তাঁরা চলে গেলেন এবং চারিদিকে গ্রামে গ্রামে যেতে লাগলেন, সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার এবং রোগ থেকে ভালো করতে লাগলেন।7আর, যা কিছু হচ্ছিল, হেরোদ রাজা সব কিছুই শুনতে পেলেন, এবং তিনি বড় অস্থির হয়ে পড়লেন, কারণ কেউ কেউ বলত, যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন। 8আবার অনেকে বলত, এলিয় দেখা দিয়েছেন এবং আরোও অনেকে বলত, আগেরদিনের ভাববাদীদের মধ্যে একজন বেঁচে উঠেছেন। 9আর হেরোদ বললেন, "যোহনের মাথা তো আমি কেটেছি কিন্তু ইনি কে, যাঁর সর্ম্পকে এমন কথা শুনতে পাচ্ছি?" আর তিনি তাঁকে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।10পরে প্রেরিতরা যা যা করেছিলেন, ফিরে এসে তার সব ঘটনা যীশুকে বললেন। আর তিনি তাদের সাথে নিয়ে বৈৎসৈদা শহরের গেলেন। 11কিন্তু লোকেরা তা জানতে পেরে তাঁর সাথে সাথে যেতে লাগল, আর তিনি তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাদের গ্রহণ করলেন ,এবং তাদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় কথা বললেন, এবং যাদের ভাল হবার প্রয়োজন ছিল, তাদের ভালো করলেন।12পরে বেলা শেষ হতে লাগল, আর সেই বারো জন কাছে এসে তাঁকে বললেন, "আপনি এই লোকদের বিদায় করুন, যেন তারা আশেপাশের গ্রামে গিয়ে রাতে থাকার জায়গা ও খাবার জোগার করে, কারণ আমরা এখানে নির্জন জায়গায় আছি। 13কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরাই এদের খাবার দাও।" তাঁরা তাঁকে বললেন, আমাদের এখানে শুধুমাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটো মাছ আছে। তবে কি আমরা গিয়ে এই সকল লোকের জন্য খাবার কিনে আনতে পারব?” 14কারণ সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল। তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, "পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করে সারিবদ্ধ ভাবে সবাইকে বসিয়ে দাও।"15তাঁরা তাই করলেন, সবাইকে বসিয়ে দিলেন। 16পরে তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ,এবং রুটি ভেঙ্গে শিষ্যদের দিলেন লোকদের দেওয়ার জন্য। 17তাতে সবাই খেল এবং পরিতৃপ্ত হল এবং শিষ্যরা যা বাচছিল তা জড়ো করে পূর্ণ বারো ঝুড়ি তুলে নিলেন।18একবার তিনি এক নির্জন জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, শিষ্যরাও তাঁর সাথে ছিলেন। আর তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কি বলে?" 19তাঁরা এর উত্তরে বললেন, "বাপ্তিষ্মদাতা যোহন, কিন্তু কেউ কেউ বলে, আপনি এলিয়, আবার কেউ কেউ বলে, প্রাচীন ভাববাদীদের মধ্যে একজন বেঁচে উঠেছে।"20তখন তিনি তাঁদের বললেন, কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে? পিতর বললেন, "ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।" 21তখন তিনি তাঁদের সাবধান করলেন ও নির্দেশ দিলেন, "এই কথা কাউকে বল না"। 22তিনি বললেন, "মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে, প্রাচীনেরা, প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা আমাকে অস্বীকার করবে, এবং আমার মৃত্যু হবে, আর তিন দিনের দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠব।"23আর তিনি সবাইকে বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক। প্রতিদিন নিজের ত্রুশ তুলে নিক এবং আমাকে অনুসরণ করুক। 24কারণ যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে, কিন্তু যে কেউ আমার জন্য নিজের প্রাণ হারায়, সেই তা রক্ষা করবে। 25কারণ মানুষ যদি সব জগত লাভ করে নিজেকে ধংস করে, কিংবা হারায়, তবে তার লাভ কি হল?26কারণ যে কেউ আমাকেও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করে, মানুষ্যপুত্র যখন নিজের মহিমায় এবং পিতার ও পবিত্র দূতদের মহিমায় আসবেন, তখন তিনি তাকেও লজ্জার বিষয় বলে মনে করবেন। 27কিন্তু আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে, তারা যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্য দেখবে, সেই পর্যন্ত তাদের কোনও মতে মরণ হবে না।"28এসব কথা বলার পরে, আনুমানিক আট দিন গত হলে পর, তিনি পিতর, যোহন ও যাকোবকে সাথে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে উঠলেন। 29আর তিনি প্রার্থনা করছিলেন, এমন সময়ে তাঁর মুখের আকৃতি অন্য রকম হল এবং তাঁর কাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।30আর দেখ, দুই জন পুরুষ মোশি ও এলিয় তাঁর সাথে কথা বলছিলেন। 31তাঁরা মহিমায় দেখা দিলেন, তাঁর মৃত্যুর বিষয় কথা বলতে লাগলেন, যা তিনি যিরুশালেমে পূর্ণ করতে যাচ্ছেন।32তখন পিতর ও তাঁর সাথীরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু জেগে উঠে তাঁর মহিমা এবং সেই দুই ব্যক্তিকে দেখলেন, যাহারা তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 33পরে তাঁরা যীশুর কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন, এমন সময়ে পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখানে আমাদের থাকলে ভালো, আমরা তিনটি ঘর বানাই, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য, আর একটি এলিয়ের জন্য," কিন্তু তিনি কি বললেন, তা বুঝলেন না।34তিনি এই কথা বলছিলেন, এমন সময়ে একটা মেঘ এসে তাঁদের ছায়া করল, তাতে তাঁরা সেই মেঘে গমন করলেও, তাঁরা ভয় পেলেন। 35আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, আমার মনোনীত, তাঁর কথা শোন।" 36এই বাণী হওয়ার সাথে সাথে যীশুকে একা দেখা গেল। আর তাঁরা চুপ করে থাকলেন, যা যা দেখেছিলেন তার কিছুই সেই সময়ে কাউকেই জানালেন না।37পরের দিন তাঁরা সেই পাহাড় থেকে নেমে আসলে অনেক লোক তাঁর সাথে দেখা করলেন। 38আর দেখ, ভিড়ের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, "হে গুরু, অনুরোধ করি, আমার ছেলেকে দেখুন, কারণ এ আমার একমাত্র সন্তান। 39আর দেখুন, একটা ভূত একে আঘাত করে, আর এ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে এবং সে একে মুচড়িয়ে ধরে, তাতে এর মুখ দিয়ে ফেনা বের হয়, আর সে একে ক্ষতবিক্ষত করে কষ্ট দেয়। 40আর আমি আপনার শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলাম, যেন তাঁরা এটাকে ছাড়ান কিন্তু তাঁরা পারলেন না।41তখন যীশু এর উত্তরে বললেন, হে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী বংশ, কত কাল আমি তোমাদের কাছে থাকব ও তোমাদের ওপর ধৈর্য্য রাখব? 42তোমার ছেলেকে এখানে আন। সে আসছে, এমন সময়ে ঐ ভূত তাকে ফেলে দিল ও ভয়ানক মুচড়িয়ে ধরল। কিন্তু যীশু সেই মন্দ আত্মাকে ধমক দিলেন, ছেলেটাকে ভালো করলেন ও তার বাবার কাছে তাকে ফিরিয়ে দিলেন।43তখন সবাই ঈশ্বরের মহিমায় খুবই অবাক হলেন। আর তিনি যে সব কাজ করছিলেন, তাতে সকল লোক অবাক হল এবং তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন। 44"তোমরা এই কথা ভাল করে শোন, কারণ খুব তাড়াতাড়ি ঈশ্বরপুত্র লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন।” 45কিন্তু তাঁরা এই কথা বুঝতে পারলনা, এবং এটা তাঁদের থেকে গোপন থাকল, যাতে তাঁরা বুঝতে না পারেন, এবং তাঁর কাছে এই কথার বিষয় জিজ্ঞাসা করতে তাঁদের ভয় হল। কে মহান?46আর তাঁদের মধ্যে কে মহান, এই তর্ক তাঁদের মধ্যে শুরু হল। 47তখন যীশু তাঁদের হৃদয়ের তর্ক জানতে পেরে একটি শিশুকে নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড় করালেন। 48এবং তাঁদের বললেন, "যে কেউ আমার নামে এই শিশুটিকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে, এবং যে কেউ আমাকে গ্রহণ করে সে তাঁকেই গ্রহণ করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, কারণ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবথেকে ছোট সবার থেকে সেই মহান।"49পরে যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না।" 50কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন, "বারণ করো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষ নয়, সে তোমাদেরই স্বপক্ষ।"51আর যখন তাঁর স্বর্গে যাওয়ার সময় প্রায় কাছে আসছিল, তখন তিনি নিজের ইচ্ছায় যিরুশালেমে যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। 52তিনি তাঁর দূতদের তাঁর আগে পাঠালেন আর তাঁরা গিয়ে শমরীয়দের কোন এক গ্রামে ঢুকলেন , যাতে তাঁর জন্য আয়োজন করতে পারেন। 53কিন্তু লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করল না, কারণ তিনি যিরুশালেম যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।54তা দেখে তাঁর শিষ্য যাকোব ও যোহন বললেন, "প্রভু, আপনি কি চান যে, এলিয় যেমন করেছিলেন, তেমনি আমরা বলি, স্বর্গ থেকে আগুন নেমে এসে এদের ধংস করে ফেলুক?" 55কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে তাঁদের ধমক দিলেন, আর বললেন, "তোমরা কেমন আত্মার লোক, তা জান না।" 56কারণ ঈশ্বরপুত্র লোকেদের জীবন শেষ করতে আসেননি, কিন্তু জীবন রক্ষা করতে এসেছেন। পরে তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন।57তাঁরা যখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, আপনি যে কোন জায়গায় যাবেন, আমি আপনার সাথে যাব। 58যীশু তাকে বললেন, "শিয়ালদের গর্ত আছে এবং আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার কোন জায়গা নেই।"59আর এক জনকে তিনি বললেন, "আমাকে অনুসরণ কর।" কিন্তু সে বলল, "প্রভু, আগে আমার বাবাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন। 60তিনি তাকে বললেন, "মৃতরাই নিজের নিজের মৃতদের কবর দিক, কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য সব জায়গায় প্রচার কর।"61আর একজন বলল, "প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করব, কিন্তু আগে নিজের বাড়ির লোকদের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে অনুমতি দিন।" 62কিন্তু যীশু তাকে বললেন, "যে ব্যক্তি লাঙ্গলে হাত দিয়ে পিছনে ফিরে চায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের উপযোগী নয়।"

Chapter 10  
1এর পরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিয়োগ করলেন, আর তিনি যেখানে যেখানে যাবেন বলে ঠিক করতেন, সেই সব শহরে ও জায়গায় তাঁর যাওয়ার আগে দুই জন দুই জন করে তাদের পাঠালেন। 2তিনি তাদের বললেন, "ফসল অনেক বটে, কিন্তু কাটার লোক কম, এইজন্য ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজের শস্য ক্ষেত্রে লোক পাঠিয়ে দেন।"3তোমরা যাও। দেখ, নেকড়েদের মধ্যে যেমন মেষ বাচ্চা, তেমনি আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।" 4তোমরা টাকার থলি কি ঝুলি কি জুতো সাথে নিয়ে যেও না এবং পথে কাউকে অভিবাদন কর না।5আর যে কোন বাড়িতে ঢুকতে যাবে, প্রথমে বলো, এই বাড়ির শান্তি হোক। 6আর সেখানে যদি শান্তির সন্ধান থাকে, তবে তোমাদের শান্তি তার সাথে থাকবে, না হলে তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। 7আর সেই বাড়িতেই থাকো এবং তারা যা দেয়, তাই থাইও ও পান কর, কারণ শ্রমিকেরা তার বেতনের যোগ্য! এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যেওনা।8আর তোমরা যে কোন শহরে যাও, লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ করে, তবে যা তোমাদের সামনে খাওয়ার জন্য রাখা হবে, তাই খাইও। 9আর সেখানকার রোগীদের ভাল করো এবং তাদেরকে বলো, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে।10কিন্তু তোমরা যে কোন শহরে যাও , লোকে যদি তোমাদেরকে গ্রহণ না করে, তবে বের হয়ে সেই শহরের পথে পথে গিয়ে এই কথা বলিও, 11তোমাদের শহরের যে ধূলো আমাদের পায়ে লেগেছে, তাও তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে দিই, কিন্তু এটা জেনে রাখ যে, ঈশ্বরের রাজ্য খুব কাছে এসে পড়েছে। 12আমি তোমাদের বলছি, সেই দিন সেই শহরের দশা থেকে বরং সদোমের দশা সহনীয় হবে।13কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বৈৎসদা, ধিক্ তোমাকে! কারণ তোমাদের মধ্যে যে সব মহান কাজ করা হয়েছে, সে সব যদি সোর ও সীদোনে করা যেত, তবে অনেকদিন আগে তারা চট পরে ছাইয়ে বসে মন ফেরাত। 14কিন্তু বিচারে তোমাদের দশা হতে বরং সোর ও সীদোনের দশা সহনীয় হবে। 15আর হে কফরনাহূম, তুমি নাকি আকাশ পর্যন্ত উন্নত হবে? তুমি পাতাল পর্যন্ত নেমে যাবে।16যে তোমাদের মানে, সে আমাকেই মানে ,এবং যে তোমাদের অমান্য করে, সে আমাকে অমান্য করে, আর যে আমাকে অমান্য করে, সে তাহাকেই অমান্য করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।17পরে সেই সত্তর জন আনন্দের সাথে ফিরে এসে বলল, "প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের বশীভূত হয়।" 18তিনি তাদের বললেন, "আমি শয়তানকে বিদ্যুতের মতন স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম। 19দেখ, আমি তোমাদের সাপ ও বিছাকে পায়ে মাড়াবো এবং শত্রুর সব শক্তির উপরে দেখাভাল করার ক্ষমতা দিয়েছি। কিছুই কোন মতে তোমাদের ক্ষতি করবে না, 20কিন্তু ভূতেরা যে তোমাদের বশীভূত হয় এতে আনন্দ করো না, কিন্তু তোমাদের নাম যে স্বর্গে লেখা আছে, তাতে আনন্দ কর।"21সেই সময় তিনি পবিত্র আত্মায় আনন্দিত হলেন ও বললেন," “হে পিতা, হে স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করছি। কারণ তুমি জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমানদের থেকে এসকল ঘটনা গোপন রেখে শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ।22সব কিছুই আমার পিতার মাধ্যমে আমাকে সমর্পণ করা হয়েছে , এবং পুত্র কে, তা কেউ জানে না, একমাত্র পিতা জানেন, আর পিতা কে, তা কেউ জানেন না, শুধুমাত্র পুত্র জানেন, তবে পুত্র যার কাছে তাহাকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে, সে জানে।"23পরে তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরে তাদের গোপনে বললেন, "ধন্য সেই সকল চোখ, তোমরা যা যা দেখছো, তারা তা দেখে।" 24কারণ আমি তোমাদের বলছি, "তোমরা যা যা দেখছাে, সে সব অনেক ভাববাদী ও রাজা দেখতে ইচ্ছা করলেও দেখতে পায়নি, এবং তোমরা যা যা শুনেছো, তা তাঁরা শুনতে ইচ্ছা করলেও শুনতে পায়নি।"25আর দেখ, একজন ব্যবস্থার অধ্যাপক এসে তাঁর পরীক্ষা করার জন্য বলল, হে অধ্যাপক অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি কি করতে হবে? 26তিনি তাকে বললেন, ব্যবস্থায় কি লেখা আছে? সেখানে তুমি কি পড়েছ? 27সে উত্তরে বলল, “তুমি তোমার সমস্ত অন্তর, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত শক্তি ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে; এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।” 28তিনি তাকে বললেন, "ঠিক উত্তর দিয়েছ, তাই কর, তাতেই জীবন পাবে।"29কিন্তু সে নিজেকে নির্দোষ দেখানোর জন্য যীশুকে বললেন, "ভালো, আমার প্রতিবেশী কে?" 30এই কথায় যীশু বললেন, "এক ব্যক্তি যিরুশালেম থেকে যিরীহোর দিকে নেমে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে সে ডাকাতদের সামনে পড়ল, তারা তার কাপড় খুলে নিলেন, এবং তাকে মেরে আধমরা করে ফেলে চলে গেলেন।31যথাসময়ে একজন যাজক সেই পথ দিয়েই নেমে আসছিলেন, সে তাকে দেখে এক পাশ দিয়ে চলে গেলেন। 32পরে একই ভাবেই একজন লেবীয় ও সেই জায়গায় এসে দেখলো ,আর এক পাশ দিয়ে চলে গেলেন।33কিন্তু একজন শমরীয় সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, এবং তার কাছে গেল, আর তাকে দেখে তার খুব দয়া হল। 34এবং কাছে গিয়ে তেল ও আঙ্গুরের রস ঢেলে দিয়ে তার কাঁটা জায়গাগুলো বেঁধে দিল, পরে তার গাধার উপরে তাকে বসিয়ে এক হোটেলে নিয়ে গেল ও তার সেবা করল। 35পরের দিন দু‘টা সিকি বের করে হোটেলের মালিককে দিয়ে বলল, "এই লোকটির সেবা করো, যদি বেশি কিছু খরচ হয়, আমি যখন ফিরে আসব, তখন শোধ করব।"36তোমার কি মনে হয়, এই তিন জনের মধ্যে কে ,ঐ ডাকাতদের হাতে পড়া ব্যক্তির প্রতিবেশী হয়ে উঠল? 37সে বলল, "যে ব্যক্তি তার প্রতি দয়া করলো, সেই।" তখন যীশু তাকে বললেন, যাও, "তুমিও তেমন কর।"38আর যখন তাঁরা যাচ্ছিলেন, তিনি কোন একটা গ্রামে প্রবেশ করলেন, আর মার্থা নামে এক মহিলার বাড়িতে তিনি আত্তীয়তা তৈরি করলেন। 39মার্থার, মরিয়ম নামে তাঁর এক বোন ছিলেন, তিনি প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন।40কিন্তু মার্থা খাবার তৈরির কাজে খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, আর তিনি কাছে এসে বললেন, "প্রভু, আপনি কি কিছু মনে করছেন না যে, আমার বোন সব কাজের ভার একা আমার উপরে ফেলে রেখেছে? অতএব ওকে বলুন, যেন আমার সাহায্য করে।" 41কিন্তু প্রভু উত্তরে তাঁকে বললেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে চিন্তিত আছো্ । 42কিন্তু অল্প কয়েকটি বিষয়ে, বরং একটি মাত্র বিষয় প্রয়োজন, কাজেই মরিয়ম সেই ভাল বিষয়টি বাছাই করেছে, যা তার কাছ থেকে নেওয়া হবে না।"

Chapter 11  
1একসময়ে তিনি কোন জায়গায় প্রার্থনা করছিলেন, যখন প্রার্থনা শেষ করলেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "প্রভু, আমাদের প্রার্থনা করার শিক্ষা দিউন, যেমন যোহনও নিজের শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।"2তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন এমন বলো, পিতা তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক।3আমাদের প্রয়োজনীয় খাবার প্রতিদিন আমাদের দাও। 4আর আমাদের সকল পাপ ক্ষমা কর, কারণ আমরাও আমাদের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি। আর আমাদের পরীক্ষা থেকে দূরে রাখ।"5আর তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে কারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মাঝ রাতে তার কাছে গিয়ে বলে, ‘বন্ধু, আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও। 6কারণ আমার এক বন্ধু পথ দিয়ে যেতে যেতে আমার কাছে এসেছেন, তাঁর সামনে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই, 7তাহলে সেই লোকটি ভিতরে থেকে কি এমন উত্তর দেবে, ‘আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দরজা আটকা এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুয়ে আছে, আমি উঠে তোমাকে দিতে পারব না?" 8আমি তোমাদের বলছি, "সে যদিও বন্ধু ভেবে উঠে তাকে কিছু নাও দেয়, কিন্তু তাঁর কাছে বারবার চাওয়ার জন্য তাঁর যত প্রয়োজন, তার বেশি দেবে।"9আর আমি তোমাদের বলছি, "চাও, তোমাদের দেওয়া হবে, খোঁজ কর, তোমরা পাবে, দরজায় আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। 10কেননা যে কেউ চায়, সে গ্রহণ করে, এবং যে খোঁজ করে সে পায় ,আর যে দরজায় আঘাত করে, তার জন্য খুলে দেওয়া হবে।11তোমাদের মধ্যে এমন বাবা কে আছে, যার ছেলে রুটি চাইলে তাকে পাথর দেবে। অথবা- মাছের পরিবর্তে সাপ দেবে? 12অথবা ডিম চাইলে তাকে বিছা দেবে? 13অতএব; তোমরা মন্দ হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভাল ভাল জিনিস দিতে জান, তবে কত না বেশি তোমাদের স্বর্গের পিতা দেবেন, যারা তাঁর কাছে চায়, তাদের পবিত্র আত্মা দান করবেন।"ভূতদের বিষয়ে শিক্ষা14আর তিনি একটি ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন, সে বোবা ছিল। ভূত বের হলে সেই বোবা কথা বলতে লাগল, তাতে লোকেরা অবাক হলেন। 15কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এ লোকটি বেলসবূল নামে ভূতদের রাজার মাধ্যমে ভূত ছাড়ায়।"16আর কেউ কেউ পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আকাশ থেকে একটি চিহ্ন দেখতে চাইল। 17কিন্তু তিনি তাদের মনের ভাব জানতে পেরে তাদের বললেন, "যে কোন রাজ্য যদি নিজের বিপক্ষে ভাগ হয়, তবে তা ধ্বংস হয়, এবং বাড়ি যদি বাড়ির বিপক্ষে যায় তাও ধ্বংস হয়।18আর শয়তানও যদি নিজের বিপক্ষে ভাগ হয়, তবে তার রাজ্য কীভাবে স্থির /ধরে থাকবে? কারণ তোমরা বলছ, আমি বেলসবূলের মাধ্যমে ভূত ছাড়াই। 19আর আমি যদি বেলসবূলের মাধ্যমে ভূত ছাড়াই, তবে তোমাদের সন্তানেরা কার মাধ্যমে ছাড়ায়? এই জন্য তারাই তোমাদের বিচারকর্তা হবে। 20কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের শক্তি দিয়ে ভূত ছাড়াই, তবে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে এসে পড়েছে।21সেই বলবান মানুষ যখন অস্ত্রশস্ত্রে তৈরি থেকে নিজের বাড়ি রক্ষা করে, তখন তার সম্পত্তি নিরাপদে থাকে। 22কিন্তু যিনি তার থেকেও বেশি বলবান, তিনি এসে যখন তাকে পরাজিত করেন, তখন তার যে অস্ত্রে বিশ্বাসী ছিল, তা কেড়ে নেবেন, ও তার সব জিনিস লুট করবেন। 23যে আমার সাথে নয়, সে আমার বিপক্ষে এবং যে আমার সাথে কুড়ায় না, সে ছড়িয়ে ফেলে।24যখন অশুচি আত্মা মানুষের মধ্যে থেকে বের হয়ে যায়, তখন জলবিহীন নানা জায়গা দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বিশ্রামের খোঁজ করে। কিন্তু তখন তা পায় না, তখন সে বলে, আমি যেখান থেকে বের হয়ে এসেছি, আবার সেই বাড়িতে ফিরে যাই। 25পরে সে এসে তা পরিষ্কার ও ভাল দেখে। 26তখন সে গিয়ে নিজের থেকেও খারাপ অন্য সাত মন্দ ভূতকে সাথে নিয়ে আসে, আর তারা সেই জায়গায় প্রবেশ করে বাস করে। তাতে সেই মানুষের আগের দশা থেকে শেষের দশা আরও খারাপ হয়।"27তিনি এই সকল কথা বলছেন, এমন সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে কোন একজন মহিলা চিৎকার করে তাঁকে বলল, "ধন্য সেই গর্ভ, যে আপনাকে জন্ম দিয়েছিল, আর সেই স্তন, যার দুধ আপনি পান করেছিলেন।" 28তিনি বললেন, "সত্যি ধন্য তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে পালন করে।"সরল হওয়ার বিষয়ে শিক্ষা ।29পরে তাঁর কাছে অনেক লোকের ভিড় বাড়তে লাগল, তখন তিনি বলতে লাগলেন, "এই যুগের লোকেরা খারাপ, এরা প্রমাণের খোঁজ করে, কিন্তু যোনার প্রমাণ ছাড়া আর কোন প্রমাণ তাদের দেওয়া হবে না। 30কারণ যোনা যেমন নীনবীয়দের কাছে প্রমাণের মতো হয়েছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্র এই যুগের লোকদের কাছে প্রমাণ হবেন।31দক্ষিণ দেশের রানী বিচারে এই যুগের লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে এদেরকে দোষী করবেন। কারণ শলোমনের জ্ঞানের কথা শোনার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন, আর দেখ, শলোমনের থেকেও মহান এক লোক এখানে আছেন।32নীনবীয় লোকেরা বিচারে এই যুগের লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে এদের দোষী করবে, কারণ তারা যোনার প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল, আর দেখ, যোনার থেকেও মহান এক লোক এখানে আছেন।33বাতি জ্বেলে কেউ গোপন জায়গায় কিংবা ঝুড়ির নীচে রাখে না, কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে, যেন যারা ভিতরে যায়, তারা আলো দেখতে পায়। 34তোমার চোখ হল শরীরের বাতি, তোমার চোখ যদি সরল হয়, তখন তোমার সকল শরীরও আলোকিত হয়, কিন্তু চোখ খারাপ হলে তোমার শরীরও অন্ধকারে পূর্ণ হয়। 35অতএব; সাবধান হও যে, তোমার অন্তরে যে আলো আছে, তা অন্ধকার কিনা। 36সত্যিই যদি তোমার সব শরীর আলোকিত হয় এবং কোনও অংশ অন্ধকারে পূর্ণ না থাকে, তবে বাতি যেমন নিজের তেজে তোমাকে আলো দান করে, তেমনি তোমার শরীরও সফলভাবে আলোকিত হবে।"37তিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে একজন ফরীশী তাঁকে খাওয়ার দাওয়াত করলেন, আর তিনি ভিতরে গিয়ে খেতে বসলেন। 38ফরীশী দেখে অবাক হলো, কারণ খাবার আগে তিনি স্নান করেননি।39কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, "তোমরা ফরীশীরা তো পান করার পাত্র ও খাওয়ার পাত্র্রের বাইরে ধুইয়ে ফেল, কিন্তু তোমাদের ভিতরে লোভ ও অধার্মিকতায়/ শয়তানে ভরা। 40বোকারা, যিনি বাইরের অংশ তৈরি করেছেন, তিনি কি ভেতরের অংশও তৈরি করেননি? 41বরং ভিতরে যা যা আছে, তা দান কর, তাহলে দেখবে, তোমাদের কাছে সব কিছুই শুচি।42কিন্তু ফরীশীরা, ধি্ক তোমাদের, কারণ তোমরা পুদিনা, ধনে ও সকল প্রকার শাকের দশমাংশ দান করে থাক, আর ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রেম আসা করে থাক, কিন্তু এসব পালন করা এবং ঐ সকল আলাদা না করা, তোমাদের উচিত ছিল।43ফরীশীরা, ধি্ক তোমাদের, কারণ তোমরা সমাজঘরে প্রথম আসন ও হাটে বাজারে লোকদের শুভেচ্ছা পেতে ভালবাস। 44ধি্ক তোমাদের, কারণ তোমরা এমন লুকানো কবরের মতো, যার উপর দিয়ে লোকে না জেনে যাওয়া আসা করে।"45তখন ব্যবস্থার শিক্ষকদের মধ্যে একজন উত্তরে তাঁকে বলল, "হে শিক্ষক, এইকথা বলে আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।" 46তিনি বললেন, "ব্যবস্থার শিক্ষকরা, ধি্ক তোমাদেরও, কারণ তোমরা লোকদের ওপরে ভারী বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাক। কিন্তু নিজেরা একটি আঙ্গুল দিয়ে সেই সব বোঝা ধরেও দেখ না।47ধি্ক তোমাদের, কারণ তোমরা ভাববাদীদের কবর গেঁথে স্মৃতিসৌধ তৈরী কর, আর তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁদের হত্যা করেছিল। 48সুতরাং, তোমরাই এর সাক্ষী এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজের অনুমোদন করছো, কারণ তারা তাঁদের হত্যা করেছিল, আর তোমরা তাঁদের কবর গাঁথ।49এই জন্য ঈশ্বরের বুদ্ধি একথা বলে, আমি তাদের কাছে ভাববাদী ও শিষ্যদের পাঠাব, আর তাঁদের মধ্যে তারা কাউকে কাউকে হত্যা করবে, ও অত্যাচার করবে। 50যেন পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকে যত ভাববাদীর রক্তপাত হয়েছে, তার বদলা এই যুগের লোকদের কাছে যেন নেওয়া যায় । 51হেবলের রক্তপাত থেকে সখরিয়ের রক্তপাত পর্যন্ত, যাকে যজ্ঞবেদি ও মন্দিরের মাঝখানে হত্যা করা হয়েছিল, হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, এই যুগের লোকদের কাছে তার বদলা নেওয়া হবে।52ব্যবস্থার শিক্ষরা, ধি্ক তোমাদের, কারণ তোমরা জ্ঞানের চাবি নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছো, আর নিজেরাও প্রবেশ করলে না ,এবং যারা প্রবেশ করছিল, তাদেরও বাধা দিলে।"53তিনি সেখান থেকে বের হয়ে এলে ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও ফরীশীরা তাঁকে কঠোরভাবে বিরক্ত করতে, ও নানা বিষয়ে কথা বলবার জন্য প্রশ্ন করতে লাগল। 54এবং তাঁর মুখের কথার ভুল ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখল।

Chapter 12  
1এর মধ্যে হাজার হাজার লোক সমবেত হয়ে একজন অন্যের উপর পড়তে লাগল, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বলতে লাগলেন, "তোমরা ফরীশীদের খামির/সম্পর্ক থেকে সাবধান থাক, তা ভণ্ডামি।2কিন্তু, এমন ঢাকা কিছুই নাই, যা প্রকাশ পাবে না এবং এমন গোপন কিছুই নাই, যা জানা যাবে না। 3অতএব তোমরা অন্ধকারে যা কিছু বলিয়াছ, তা আলোতে শুনা যাবে এবং কোন গোপন জায়গায় কানে কানে যা বলিয়াছ, তা ছাদের উপরে প্রচারিত হবে।4আর, হে আমার বন্ধুরা, আমি তোমাদের বলছি, যাহারা শরীর বধ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, তাদের ভয় করিও না। 5তবে কাকে ভয় করবে, তাহা বলিয়া দিই, বধ করে নরকে ফেলার যাঁর ক্ষমতা আছে, তাহাকেই ভয় কর।6পাঁচটি চড়াই পাখি কি দুই পয়সায় বিক্রি হয় না? আর তাদের মধ্যে একটিও ঈশ্বরের চোখের আড়ালে থাকে না। 7এমনকি, তোমাদের মাথার চুলগুলিও সব হিসাব আছে। ভয় কর না, তোমরা অনেক চড়াই পাখির বেশি মূল্যবান ।"8আর আমি তোমাদের বলছি, "যে কেউ লোকদের সামনে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে স্বীকার করবেন। 9কিন্তু যে কেউ মানুষদের সামনে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের সামনে তাকে অস্বীকার করা হবে। 10আর যে কেউ মনুষ্যপুত্রের বিপক্ষে কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে, কিন্তু যে কেউ ঈশ্বরনিন্দা করে, সে ক্ষমা পাবে না।11আর লোকে যখন তোমাদের সমাজঘরে এবং কর্তৃপক্ষ ও শাসনকর্তা দের কাছে নিয়ে যাবে, তখন কীভাবে কি উত্তর দিবে, অথবা কি বলবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও না, 12কেননা কি বলা উচিত, তা পবিত্র আত্মা সেই সময়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন।"13পরে লোকেদের মধ্য থেকে এক লোক তাঁহাকে বলল, "হে গুরু, আমার ভাইকে বলুন, যেন আমার সাথে পৈতৃক ধন ভাগ করে।" 14কিন্তু তিনি তাকে বললেন, "তোমাদের উপরে বিচারকর্তা বা বিভাগ কর্তা করে আমাকে কে নিযুক্ত করিয়াছে?" 15পরে তিনি তাদের বললেন, "সাবধান, সকল লোভ থেকে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ মানুষের ধন সম্পত্তি অধিক হলেও তা তার জীবন হয় না।"16আর তিনি তাদের এই গল্প বললেন, "একজন ধনীর জমিতে অনেক শস্য উৎপন্ন হয়েছিল। 17তাতে সে, মনে মনে চিন্তা করতে লাগল, কি করি? আমার তো শস্য রাখার জায়গা নাই। 18পরে বলল, "আমি এমন করব, আমার গোলাঘরগুলো ভেঙে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব এবং তার মধ্যে আমার সব শস্য ও আমার অন্য জিনিস রাখব। 19আর নিজের প্রাণকে বলব, প্রাণ, অনেক বছরের জন্য, তোমার জন্য অনেক জিনিস জমা আছে, বিশ্রাম কর, খাও, পান কর ও আনন্দে মেতে থাক।"20কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, "হে বোকা, আজ রাতেই তোমার প্রাণ তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে, তবে তুমি এই যে আয়োজন করলে, এসব কার হবে?" 21যে কেউ নিজের জন্য ধন জমা করে সে ঈশ্বরের কাছে ধনবান নয়, তার অবস্থা এমনই হয়।"22পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, ‘কি খাবার খাব’ বলে জীবনের বিষয়ে, কিংবা ‘কি পরব’ বলে দেহের বিষয়ে ভাবিও না। 23কারণ খাবার থেকে জীবন ও কাপরের থেকে দেহ বড় বিষয়।24কাকদের বিষয় ভাবো, তারা বোনেও না, কাটেও না, তাদের ভান্ডারও নেই, গোলাঘরও নেই, কিন্তু ঈশ্বর তাদেরও খাবার দিয়ে থাকেন। আর পাখিদের থেকেও তোমরা কত বেশি মূল্যবান! 25আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবে যে নিজের বয়স এক হাত বড় করতে পারে? 26অতএব তোমরা এত ছোট কাজও যদি করতে না পার, তবে অন্য অন্য বিষয়ে কেন ভাবিত হও?27লিলি ফুলের বিষয়ে ভাবো , সেগুলি কেমন বাড়ে, সেগুলি কোন পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না, কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলছি, শলোমনও তাঁর সব প্রতিপত্তি/সয় সম্পদ এদের একটির মতোও নিজেকে সাজাতে পারেননি। 28ভাল, মাঠের যে ঘাস আজ আছে তা কাল আগুনে পুরে দেওয়া হবে, তা যদি ঈশ্বর এমন সুন্দর করে সাজিয়েছেন, তবে হে কম বিশ্বাসীরা, তোমাদের কত বেশি করে অবষ্যই সাজাবেন!29আর, কি খাবে, কি পান করবে, এ বিষয়ে তোমরা ভেবো না এবং চেষ্ঠাও কর না, 30কারণ জগতের জাতিগন এসব জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়, কিন্তু তোমাদের পিতা ঈশ্বর জানেন যে, এই সকল খাবার তোমাদের প্রয়োজন আছে।31তোমরা বরং তার রাজ্যর বিষয়ে ভাবিত হও, তাহলে এই সকল তোমাদের দেওয়া হবে। 32হে ছোট্ট মেষপাল, ভয় করিও না, কারণ তোমাদের সেই রাজ্য দিতে তোমাদের পিতা ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছেন।33তোমাদের যা আছে, বিক্রি করে দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা কখনো পুরনো হবে না, স্বর্গে এমন ধন জমা কর যা কখনো শেষ হবে না, যেখানে চোর আসে না, 34এবং পোকাও নষ্ট করে না, কারণ যেখানে তোমাতদর ধন, সেখানে তোমাদের মনও থাকিবে।35তোমাদের কোমর বেঁধে রাখ ও বাতি ধরিয়ে রাখ। 36তোমরা এমন লোকের মতো হও, যারা তাদের প্রভুর আসায় থাকে যে, তিনি বিয়ের ভোজ থেকে কখন ফিরে আসবেন, যেন তিনি এসে দরজায় আঘাত করলে তাহারা তখনই তাঁহার জন্য দরজা খুলে দিতে পারে।37যাদেরকে প্রভু এসে জেগে থাকতে দেখবেন, সেই দাসেরা ধন্য । আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, তিনি কোমর বেঁধে তাদেরকে খেতে বসাবেন এবং কাছে এসে তাদের সেবা করবেন। 38যদি মাঝ রাতে অথবা, যদি শেষ রাতে এসে প্রভু তেমনিই দেখেন, তবে দাসেরা ধন্য!39কিন্তু এটা জানে রাখো চোর কোন সময়ে আসবে, তা যদি বাড়ির মালিক জানিত, তবে সে জেগে থাকিত, নিজের বাড়িতে সিঁধ কাটতে দিত না। 40তোমরাও প্রস্তুত থাক, কারণ যে সময় তোমরা মনে করবে তিনি আসবেন না, সেই সময়ই মানুষ্যপুত্র আসবেন।"41তখন পিতর বললেন, "প্রভু, আপনি কি আমাদের, না সবাইকে এই গল্প বলছেন?" 42প্রভু বললেন, "সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান মালিক কে, যাকে তার প্রভু তাঁর অন্য দাসদের উপরে নির্বাচন করবেন, যেন সে তাদের সঠিক সময়ে খাবারের নিরূপিত অংশ দেয়? 43ধন্য সেই দাস, যাকে তার প্রভু এসে তেমন করতে দেখবেন। 44আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তাঁর সব কিছুর উপরে র্নিবাচন করবেন।45কিন্তু সেই দাস যদি মনে মনে বলে, আমার প্রভুর আসতে দেরি হবে এবং সে দাস দাসীদেরকে মারধর করে, ভোজন ও পান করতে এবং মাতাল হতে আরম্ভ করে, 46তবে যে দিন সে অপেক্ষা করবে না এবং যে সময়ের আশা সে করবে না ,সেই দিন ও সেই সময় সেই দাসের প্রভু আসবেন, আর তাকে দুই টুকরা করে ভন্ডদের মধ্যে তার জায়গা ঠিক করবেন।47আর সেই দাস, যে তার প্রভুর ইচ্ছা জেনেও তৈরি হয়নি, ও তাঁর ইচ্ছা মতো কাজ করে নি, সে বেশি শাস্তি পাবে। 48কিন্তু যে না জেনে শাস্তির কাজ করেছে, সে কম শাস্তি পাবে। আর যে কোন লোককে বেশি দেওয়া হয়েছে, তার কাছে বেশি দাবী করা হবে এবং লোকে যার কাছে বেশি রেখেছে, তার কাছে বেশি চাওয়া হবে।49আমি পৃথিবীতে আগুন নিক্ষেপ করতে এসেছি, আর এখন যদি তা প্রজ্বলিত হয়ে থাকে, তবে আর কি চাই? 50কিন্তু আমাকে এক বাপ্তিষ্মের বাপ্তিষ্ম নিতে হবে, আর তা যাবৎ সম্পুর্ণ না হয়, তাবৎ আমি কতই না হয়রান হচ্ছি।51তোমরা কি মনে কর, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি? তোমাদেরকে বলছি, তা নয়, বরং বিভেদ। 52কারণ এখন থেকে এক বাড়িতে পাঁচ জন আলাদা হবে, তিনজন দুইজনের বিপক্ষে ও দুই জন তিন জনের বিপক্ষে, 53বাবা ছেলের বিপক্ষে এবং ছেলে বাবার বিপক্ষে, মায়ের সাথে মেয়ের এবং মেয়ের সাথে মায়ের, শাশুড়ীর সাথে বৌমার এবং বৌয়ের সাথে শাশুড়ির দন্দ সৃষ্ঠি করতে এসেছি।54আর তিনি লোকদের বললেন, তোমরা যখন পশ্চিমদিকে মেঘ উঠতে দেখ, তখন বল যে বৃষ্টি আসছে, আর তেমনটাই ঘটে। 55আর যখন দক্ষিণের বাতাস বইতে দেখ, তখন বল আজ খুব গরম পড়বে এবং তাই ঘটে। 56শয়তানেরা তোমরা পৃথিবীর ও আকাশের ভাব দেখে বিচার করতে পার, কিন্তু এই বর্তমান সময়ের অবস্থা বুঝতে পার না, এ কেমন?57আর সত্য কি, তা নিজেরাই কেন বিচার কর না? 58যখন বিপক্ষের সাথে বিচারকের কাছে যাও, পথে তার সাথে মিটমাট করে নাও, না হলে যদি সে তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যায়, আর বিচারক তোমাকে সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দেবে, এবং সৈন্য তোমাকে জেলখানায় নিয়ে যাবে। 59আমি তোমাকে বলছি, যে পর্যন্ত না তুমি শেষ পয়সাটা শোধ করবে, সেই পর্যন্ত তুমি কোন মতেই সেখান থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।"

Chapter 13  
1সেই সময় কয়েক জন লোক যীশুকে সেই গালীলীয়দের বিষয়ে বলল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। 2তিনি তাদের বললেন," তোমরা কি মনে কর, সেই গালীলীয়দের এই শাস্তি হয়েছে বলে তারা অন্য সব গালীলীয়দের থেকে কি বেশি পাপী ছিল? 3আমি তোমাদের বলছি, তাহা নয়; আর যদি মন না ফেরাও, তবে তোমরাও তাদের মত বিনাশ হইবে।4সেই আঠারো জন, যাদের উপরে শীলোহের উঁচু পাহাড়ের চূড়া চাপা পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছিল, তোমরা কি তাদের বিষয়ে মনে করছো যে, তারা কি যিরুশালেমের অন্য সব লোকদের থেকে বেশি পাপী ছিল? 5আমি তোমাদের বলছি, তাহা নয়; আর যদি মন না ফেরাও, তবে তোমরাও সেভাবে বিনাশ হইবে।"6এরপর যীশু তাদের শিক্ষা দেবার জন্য এই বিবরণ বললেন,“ কোনো একজন লোকের আঙ্গুর ক্ষেতে একটা ডুমুরগাছ লাগানো ছিল; আর তিনি এসে সেই গাছে ফলের খোঁজ করলেন, কিন্তু পেলেন না।” 7তাতে তিনি মালীকে বললেন, দেখ, আজ তিন বছর ধরে এই ডুমুরগাছে ফলের খোঁজ করছি, কিন্তু কিছুই পাচ্ছি না, এটাকে কেটে ফেল,এটা কেন জমি নষ্ট করবে।8সে তাঁকে বলল, প্রভু, এ বছর এটা রেখে দিন, আমি এটার চারপাশে খুঁড়ে সার দেব, 9তারপর যদি এই গাছে ফল হয় ভালই, না হলে এটা কেঁটে ফেলবেন।"10কোন এক সময় বিশ্রামবারে যীশু একটা সমাজঘরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 11সেখানে একজন স্ত্রীলোক ছিল, যাকে আঠারো বছর ধরে দুর্বল করার একটি মন্দ আত্মা ধরেছিল, তার কোমর বাকানো ছিল, কোনো মতেই সোজা হতে পারত না।12তাকে দেখে যীশু কাছে ডাকলেন, আর বললেন, হে নারী, তুমি তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে।" 13পরে তিনি তার উপরে হাত রাখলেন; তাতে সে তখনই সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগলেন। 14কিন্তু বিশ্রামবারে যীশু ভালো করেছিলেন বলে, সমাজঘরের নেতা রেগে গেলেন এবং সে উত্তর করে লোকদের বললেন, ছয় দিন আছে, সেই সব দিনে কাজ করা উচিত। অতএব ;ঐ সব দিনে এসে ভাল হও, বিশ্রামবারে নয়।15কিন্তু যীশু তাকে উত্তর করে বললেন," ভণ্ডরা, তোমাদের প্রত্যেক জন কি বিশ্রামবারে নিজের নিজের গরু অথবা গাধাকে গোয়াল থেকে খুলে জল খাওয়াতে নিয়ে যাও না? 16তবে এই স্ত্রীলোক, অব্রাহামের কন্যা, দেখ যাকে শয়তান আজ আঠারো বছর ধরে বেঁধে রেখেছিল, এর এই বাধঁন থেকে বিশ্রামবারে মুক্তি পাওয়া কি উচিত নয়?"17তিনি এই কথা বললে, তাঁর বিরোধীরা সবাই লজ্জিত হলেন; কিন্তু তাঁর মাধ্যমে যে সব গৌরবময় কাজ হচ্ছিল, তাতে সকল সাধারণ লোক আনন্দিত হইল।18তখন তিনি বললেন," ঈশ্বরের রাজ্য কি রকমের মত? আমি কিসের সাথে তার তুলনা করব?" 19এটি সরিষা দানার মত, যা কোনো লোক নিয়ে নিজের বাগানে ছুড়ে দিল, পরে তা বেড়ে গাছ হয়ে উঠল এবং পাখিরা স্বর্গ থেকে এসে তার ডালে বাসা বানালো।20আবার তিনি বললেন, "আমি কিসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করব? 21এটি এমন খামিরের মত, যা কোনো স্ত্রীলোক নিয়ে ময়দার মধ্যে ঢেকে রাখল, পরিশেষে পুরোটাই খামিরে ভোরে উঠল।"22আর তিনি শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিতে দিতে যিরুশালেমের দিকে যাচ্ছিলেন। 23তখন একজন লোক তাঁকে বললেন, প্রভু, যারা উদ্ধার পাচ্ছে, তাদের সংখ্যা কি কম? 24তিনি তাদেরকে বললেন, "চিকন দরজা দিয়ে ঢুকতে প্রাণপণে চেষ্টা কর; কারণ আমি তোমাদের বলছি, অনেকে ঢুকতে চেষ্টা করবে, কিন্তু পারবে না।25ঘরের মালিক উঠে দরজা বন্ধ করলে পর তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দরজায় বাড়ি দিতে দিতে বলবে, প্রভু, আমাদের জন্য দরজা খুলে দিন; আর তিনি উত্তর করে তোমাদের বলবেন, আমি জানি না, তোমরা কোথা থেকে এসেছ, 26তখন তোমরা বলবে, আমরা আপনার সাথে খাওয়া দাওয়া করেছি এবং আমাদের পথে পথে আপনি উপদেশ দিয়েছেন। 27কিন্তু তিনি বলবেন, তোমাদের বলছি, আমি জানি না, তোমরা কোথা থেকে এসেছো; হে অধর্মচারীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও।28যে জায়গায় কান্নাকাটি ও দাঁতে দাঁত ঘষাঘষি হবে তখন তোমরা দেখবে, অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোব এবং ভাববাদী সবাই ঈশ্বরের রাজ্যে আছেন, আর তোমাদের বাইরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। 29আর লোকেরা পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আসবে এবং ঈশ্বরের রাজ্যে একসাথে বসবে। 30আর দেখ, যারা শেষের, তারা প্রথম হবে এবং যারা প্রথম, তারা এমন কেউ কেউ শেষে পড়বে।"31সেই সময়ে কয়েক জন ফরীশী কাছে এসে তাঁকে বলল, "চলে যাও, এখান থেকে চলে যাও; কারণ হেরোদ তোমাকে নিহত করতে চাইছেন।" 32তিনি তাদের বললেন, তোমরা গিয়ে সেই শিয়ালকে বল, দেখ, আজ ও কাল আমি ভূত ছাড়াচ্ছি, ও রোগীদের ভালো করছি এবং তৃতীয় দিনে আমি আমার কাজ শেষ করব। 33যাই হোক, আজ, কাল ও পরশু দিনের পর আমাকে চলতে হবে। কারণ এমন হতে পারে না যে, যিরুশালেমের বাইরে আর কোথাও কোনো ভাববাদী ধংস হয়।34যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীদেরকে নিহত করেছ, ও তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথর মেরে থাক! মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে একত্র করে, তেমনি আমিও কত বার তোমার সন্তানদের একত্র করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা রাজি হলে না। 35দেখ, তোমাদের বাড়ি তোমাদের জন্য খালি হয়ে পড়ে থাকবে। আর আমি তোমাদের বলছি, তোমরা এখন থেকে আমাকে আর দেখতে পাবে না, যত দিন পর্যন্ত তোমরা না বলবে, “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন।”

Chapter 14  
1তিনি এক বিশ্রামবারে প্রধান ফরীশীদের একজন নেতার বাড়িতে ভোজনে গেলেন, আর তারা তাঁর ওপরে নজর রাখলেন। 2আর দেখ, তাঁর সামনে একজন লোক ছিল, যে শরীরে জল জমে যাওয়া রোগে ভুগছিলেন। 3যীশু ব্যবস্থার শিক্ষক ও ফরীশীদের জিজ্ঞাসা করলেন, বিশ্রামবারে ভালো করা উচিত কি না? কিন্তু তারা চুপ করে থাকলেন।4তখন তিনি তাকে ধরে ভালো করে বিদায় দিলেন। 5আর তিনি তাদের বললেন," তোমাদের মধ্যে কে আছে, যার সন্তান কিংবা গরু বিশ্রামবারে কুয়োতে পড়ে গেলে সে তখনই তাকে তুলবে না?" 6তারা এই সব কথার উত্তর দিতে পারিলেন না।7আর মনোনীত লোকেরা কীভাবে ভালো ভালো আসন বেছে নিচ্ছে, তা দেখে যীশু গল্পের মাধ্যমে তাদের একটি শিক্ষা দিলেন, 8তিনি তাদের বললেন," যখন কেউ তোমাদের বিয়ের ভোজে দাওয়াত করে, তখন সম্মানিত জায়গায় বস না। কারণ, তোমাদের থেকে হয়তো অনেক সম্মানিত অন্য কোনো লোককে দাওয়াত করা হয়েছে। 9আর যে লোক তোমাকে ও তাকে দাওয়াত করেছে, সে এসে তোমাকে বলবে, এনাকে জায়গা দাও; আর তখন তুমি লজ্জিত হয়ে নীচু জায়গায় বসতে যাবে।10কিন্তু তুমি যখন দাওয়াত পাও তখন নীচু জায়গায় গিয়ে বস, তাতে যে লোক তোমাকে দাওয়াত করেছে, সে যখন আসবে আর তোমাকে বলবে, বন্ধু, সম্মানিত জায়গায় গিয়ে বস, তখন যারা তোমার সাথে বসে আছে, তাদের সামনে তুমি সম্মানিত হবে। 11কারণ যে- কেউ নিজেকে বড় করে, তাকে নত করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে, তাকে বড় করা হবে।"12আবার যে লোক তাকে দাওয়াত করেছিল, তাকেও তিনি বললেন," তুমি যখন দুপুরের খাবার অথবা রাতের খাবার তৈরী কর, তখন তোমার বন্ধুদের, বা তোমার ভাইদের, বা তোমার আত্মীয়দের অথবা ধনবান প্রতিবেশীকে ডেকো না, কারণ তারাও এর বদলে তোমাকে দাওয়াত করবে, আর তুমি প্রতিদান পাবে।13কিন্তু যখন খাবার তৈরি কর, তখন গরিব, খোঁড়া, বিকলাঙ্গ ও অন্ধদের দাওয়াত করো। 14তাতে ধন্য হবে, কারণ তারা তোমার সেই দাওয়াদতের প্রতিদান দিতে পারবে না, তাই ধার্মিকদের পুনরুত্থানের সময়ে তুমি এর প্রতিদান পাবে।"15এই সব কথা শুনে, যারা বসেছিল, তাদের মধ্যে এক লোক তাকে বলল," যে ঈশ্বরের রাজ্যে খাবার বসবে, সেই ধন্য।" 16তিনি তাকে বললেন, "কোনো এক লোক বড় খাবারের আয়োজন করে অনেককে দাওয়াত করলেন। 17পরে খাবারের সময়ে নিজের দাসদের দিয়ে দাওয়াতের লোকদের ডাকার জন্য বললেন, আসুন, এখন সবই তৈরি হয়েছে।18কিন্তু তারা সবাই একমত হয়ে ক্ষমা চাইতে লাগল। প্রথম জন তাকে বলল, আমি একটা জমি কিনেছি, তা দেখতে যেতে হবে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর। 19আর একজন বলল, আমি পাঁচ জোড়া গরু কিনেছি, তাদের পরীক্ষা করতে যাচ্ছি; দয়া করে, আমাকে ক্ষমা কর। 20আর একজন বলল, আমি বিয়ে করেছি, এই জন্য যেতে পারছি না।21পরে সেই দাস এসে তার প্রভুকে এই সব কথা জানালেন। তখন সেই বাড়ির মালিক রেগে গিয়ে নিজের দাসকে বললেন, এখনই বাইরে গিয়ে শহরের পথে পথে ও গলিতে গলিতে যাও, গরিব, খোঁড়া ও অন্ধদের এখানে আন। 22পরে সেই দাস বলল, প্রভু, আপনার আদেশ মতো তাই করাহয়েছে, আর এখনও জায়গা আছে।23তখন প্রভু দাসকে বললেন, বাইরে গিয়ে বড় পথে পথে যাও এবং আসিবার জন্য লোকদেরকে মিনতি কর, যেন আমার বাড়ি ভরে যায়। 24কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঐ দাওয়াতের লোকদের মধ্যে একজনও আমার এই খাবারের মজা পাবে না।"25একবার অনেক লোক যীশুর সাথে যাচ্ছিলেন; তখন তিনি মুখ ঘুরিয়ে তাদের বললেন, 26"যদি কেউ আমার কাছে আসে, আর নিজের বাবা, মা, স্ত্রী, সন্তান, ভাই ও বোনদের এমনকি, নিজের জীবনকে ভালো বলে মনে করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না। 27যে কেউ নিজের ক্রশ বহন করে আমার পিছনে না আসে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।28তোমাদের মধ্যে যদি কারোর উঁচু ঘর তৈরি করতে ইচ্ছা হয়, সে আগে বসে খরচের হিসাব কি করে দেখবে না, শেষ করবার টাকা তার আছে কি না? 29কারণ ভিত গাঁথবার পর যদি সে শেষ করতে না পারে, তবে যত লোক তা দেখবে, সবাই তাকে উপহাস করতে শুরু করবে, বলবে, 30এই লোক তৈরি করতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারল না।31অথবা কোনো রাজা অন্য রাজার বিপক্ষে যুদ্ধ করতে যাবার আগে বসে কি বিবেচনা করবেন না, যে কুড়ি হাজার সেনা নিয়ে যুদ্ধ করতে আসছে তার বিপক্ষে কি দশ হাজার সেনা নিয়ে তার সামনে যেতে পারি? 32যদি না পারেন, তবে শত্রু দূরে থাকতেই তিনি খবরদাতা পাঠিয়ে তিনি তার সাথে শান্তির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। 33ভাল, সেইভাবে তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সব কিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।34লবণ তো ভালো, কিন্তু সেই লবণের যদি স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা আবার কি করে নোনতা করা যইবে? 35তা না মাটির, না সারের ঢিবির উপযুক্ত; লোকে তা বাইরে ফেলে দেয়। যার শোনার কান আছে সে শুনুক।"

Chapter 15  
1আর কর আদায়কারী ও পাপী লোকেরা সবাই যীশুর কথা শোনার জন্য তাঁর কাছে আসছিল। 2তাতে ফরীশী ও ধর্মশিক্ষকেরা অভিযোগ করে বলতে লাগলেন," এ লোক পাপীদের ভালোবাসে , ও তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া ও মেলামেশা করে।"3তখন তিনি তাদের এই উপমা বললেন, 4"তোমাদের মধ্যে কোনো এক লোক যার একশো ভেরা আছে, ও তার মধ্যে থেকে একটি হারিয়ে যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটাকে ছেড়ে দিয়ে সেই একটাকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার খোঁজ করতে যায় না? 5আর সেটিকে খুঁজে পেলে সে খুশী হয়ে তাকে ঘারে তুলে নেয়।6পরে ঘরে এসে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমার যে ভেরাটি হারিয়ে গিয়েছিল, তা আমি খুঁজে পেয়েছি। 7আমি তোমাদের বলছি, ঠিক সেইভাবে একজন পাপী মন ফেরালে স্বর্গে আনন্দ হবে; যারা পাপ থেকে মন ফেরানো দরকার বলে মনে করে না, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের জন্য তত আনন্দও হবে না।8অথবা কোনো এক স্ত্রীলোক, যার দশটি সিকি আছে, সে যদি একটি হারিয়ে ফেলে, তবে বাতি জ্বালিয়ে ঘর ঝাড় দিয়ে যতক্ষণ তা না পায়, ভালো ভাবে খুঁজে দেখে না? 9আর সেটি খুঁজে পেলে পর সে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীদের ডেকে বলে, আমার সাথে আনন্দ কর, কারণ আমি যে সিকিটি হারিয়ে ফেলেছিলাম, তা খুঁজে পেয়েছি। 10ঠিক সেইভাবে, আমি তোমাদের বলছি, একজন পাপী মন ফেরালে ঈশ্বরের দূতদের সাথে সামনে আনন্দ হয়।"11আর তিনি বললেন," এক লোকের দুটি ছেলে ছিল; 12ছোট ছেলেটি তার বাবাকে বলল, বাবা, টাকা ও জায়গাজমির যে অংশ আমার ভাগে পড়ে, তা আমাকে দিয়ে দাও। তাতে তিনি তাদের মধ্যে জায়গাজমি ও টাকা ভাগ করে দিলেন।13কিছুদিন পরে ছোট ছেলেটি সব কিছু নিয়ে দূর দেশে চলে গেল, আর সেখানে সে বেহিসাবি জীবন কাটিয়ে নিজের সব টাকা পয়সা শেষ করে দিল। 14সে সব কিছু খরচ করে ফেললে পর সেই দেশে কঠিন দূর্ভিক্ষ হল, তাতে সে সমস্যায় পড়তে লাগল।15তখন সে সেই দেশের একজন লোকের কাজ নিল, আর সে তাকে শূকর চরানোর জন্য নিজের জমিতে পাঠিয়ে দিল। 16তখন, শূকরে যে শুঁটি খেত, সেই শুঁটি সে খেতে ইচ্ছা করলো, কারণ কেউই তাকে খাবার খেতে দেওয়ার মত ছিল না।17কিন্তু সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলল, আমার বাবার কত চাকরেরা অনেক অনেক খাবার পাচ্ছে,কিন্তু আমি খিদেতে মরছি। 18আমি উঠে আমার বাবার কাছে গিয়ে বলব, বাবা, আমি তোমার ও স্বর্গের বিপক্ষে পাপ করেছি, 19আমি আর তোমার ছেলে নামের যোগ্য নই; তোমার একজন চাকরের মত আমাকে রাখ।20পরে সে উঠে তার বাবার কাছে আসল। সে দূরে থাকতেই তাকে দেখেই তার বাবার খুব দয়া হল, আর দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিতে থাকলেন। 21তখন ছেলেটি বলল, বাবা, আমি তোমার ও স্বর্গরাজ্যের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমি আর তোমার ছেলে নামের যোগ্য নয়।22কিন্তু তার বাবা নিজের চাকরদেরকে বললেন, তাড়াতাড়ি করে সবচেয়ে ভাল জামাটি নিয়ে এসো, আর একে পরিয়ে দাও, এবং এর হাতে আংটি ও পায়ে জুতো দাও; 23আর মোটাসোটা বাছুরটি এনে মার, আমরা খাওয়া দাওয়া করে আনন্দ করি। 24কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল, কিন্তু এখন জীবিত; সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন পাওয়া গেল। তাতে তারা আমোদ প্রমোদ করতে লাগল।25তখন তাঁর বড় ছেলেটি মাঠে ছিল, পরে সে আসতে আসতে যখন বাড়ির কাছে পৌঁছালো, তখন বাজনা ও নাচের শব্দ শুনতে পেল। 26আর সে একজন চাকরকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, এ সব কি? 27সে তাকে বলল, তোমার ভাই এসেছে এবং তোমার বাবা মোটাসোটা বাছুরটি মেরেছেন, কারণ তিনি তাকে ভালো অবস্থায় ফিরে পেয়েছেন।28তাতে সে রেগে গেল, ভিতরে যেতে চাইল না, তখন তার বাবা বাইরে এসে সাজাসাজি করতে লাগলেন। 29কিন্তু সে তার বাবাকে বলল, দেখ, এত বছর ধরে আমি তোমার সেবাযত্ন করে আসছি, কখনও তোমার আদেশ অমান্য করিনি, তবুও আমার বন্ধুদের সাথে আমোদ প্রমোদ করবার জন্য তুমি কখনও একটি ছাগলের বাচ্চাও দাওনি; 30কিন্তু তোমার এই ছেলে যে, বেশ্যাদের সাথে তোমার টাকা পয়সা শেষ করেছে, সে যখন আসল, তারই জন্য মোটাসোটা বাছুরটি মারলে।31তিনি তাকে বললেন, বাবা, তুমি সবসময় আমার সাথে আছ, আর যা কিছু আমার, সবই তোমার। 32কিন্তু আমাদের আমোদ প্রমোদ ও আনন্দ করা উচিত, কারণ তোমার এই ভাই মারা গিয়েছিল এবং এখন জীবিত হয়েছে;সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন পাওয়া গেছে।"

Chapter 16  
1আর যীশুও তার শিষ্যদের বললেন," একজন ধনী লোক ছিল, তার এক প্রধান কর্মচারী ছিল; সে মালিকের টাকা পয়সা অপচয় করত বলে তার কাছে অপমানিত হল। 2পরে সে তাকে ডেকে বলল, তোমার সম্পর্কে একি কথা শুনছি? তোমার কাজের হিসাব দাও, কারণ তুমি আর প্রধান কর্মচারী থাকতে পারবে না।3তখন সেই প্রধান কর্মচারী মনে মনে বলল, কি করব? আমার মালিক তো আমাকে প্রধান কর্মচারী পদ থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন,আমার মাটি কাটবার ও শক্তি নেই, ভিক্ষা করতেও আমার লজ্জা করে। 4আমার প্রধান কর্মচারী পদ গেলে লোকে যেন আমাকে তাদের বাড়িতে থাকতে দেয়, এজন্য আমি কি করব, তা জানি।5পরে সে নিজের মালিকের প্রত্যেক ঋণীকে ডেকে প্রথম জনকে বলল, আমার মালিকের কাছে তোমার ধার কত? 6সে বলল, একশো লিটার অলিভ তেল। তখন সে তাকে বলল, তোমার হিসাবের কাগজটি নাও এবং তাড়াতাড়ি তাতে পঞ্চাশ লেখ। 7পরে সে আর এক জনকে বলল, তোমার ধার কত? সে বলল, একশো মণ গম। তখন সে বলল, তোমার কাগজ নিয়ে আশি লেখ।8তাতে সেই মালিক সেই অসৎ প্রধান কর্মচারীর প্রশংসা করল, কারণ সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল। এই জগতের লোকেরা নিজের জাতির সম্বন্ধে আলোর লোকদের থেকে বেশি বুদ্ধিমান। 9আর আমিই তোমাদের বলছি, নিজেদের জন্যে জগতের টাকা পয়সা দিয়ে লোকের সাথে বন্ধুত্ব কর, যেন ওটা শেষ হলে তারা তোমাদের সেই চিরকালের থাকবার জায়গায় গ্রহণ করে।10যে অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত, সে অনেক বিষয়েও বিশ্বস্ত; আর যে অল্প বিষয়েও অধার্মিক, সে অনেক বিষয়ে অধার্মিক। 11অতএব; তোমরা যদি জগতের ধনে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে বিশ্বাস করে তোমাদের কাছে সত্য ধন রাখবে? 12আর যদি পরের বিষয়ে বিশ্বস্ত না হয়ে থাক, তবে কে তোমাদের নিজের বিষয় তোমাদের দেবে?13কোন চাকর দুই মালিকের সেবা করতে পারে না, কারণ সে হয় এক জনকে ঘৃণা করবে, আর অন্য জনকে ভালবাসবে, নয় তো এক জনের প্রতি মনোযোগ দেবে, অন্য জনকে তুচ্ছ করবে। তোমরা ঈশ্বর এবং ধন দুইয়ের সেবা করতে পার না।"14তখন ফরীশীরা, যারা টাকা ভালবাসতেন, এ সব কথা শুনছিল, আর তারা তাঁকে উপহাস করতে লাগল। 15তিনি তাদের বললেন," তোমরাই তো মানুষের সামনে নিজেদের ধার্মিক দেখিয়ে থাক, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় জানেন, কারণ মানুষের কাছে যা সম্মানিত, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঘৃণার যোগ্য।16বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের সময় পর্যন্ত মোশির আইন কানুন ও ভাববাদীদের লেখা চলিত; সেই সময় থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হল এবং প্রত্যেক জন আগ্রহী হয়ে জোরের সাথে সেই রাজ্যে প্রবেশ করছে। 17কিন্তু আইন কানুনের এক বিন্দু বাদ পড়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যাওয়া সহজ।18যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে ব্যভিচার করে; এবং যে কেউ, যাকে স্বামী ছেড়ে দিয়েছে সেই স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যাভিচার করে।19একজন ধনী লোক ছিল, সে বেগুনি রঙের কাপড় ও দামী দামী কাপড় পরতো এবং প্রতিদিন জাঁকজমকের সাথে আমোদ প্রমোদ করত। 20তার দরজার সামনে লাসার নামে একজন ভিখারীকে রাখা হয়েছিল, তার সারা দেহ ঘায়ে ভরা ছিল, 21এবং সেই ধনীর টেবিল থেকে যে গুঁড়াগাঁড়া পড়ত তাই খেয়ে সে পেট ভরাতে চাইত; আবার কুকুরেরাও এসে তার ঘা চেটে দিত।22এক দিন সেই ভিক্ষারী মারা গেল, আর স্বর্গ দূতেরা এসে তাকে নিয়ে গিয়ে অব্রাহামের কোলে বসালেন। পরে সেই ধনী ও মারা গেল এবং তাকে কবর দেওয়া হল। 23আর নরকে, যন্ত্রণার মধ্যে, সে চোখ তুলে দূর থেকে অব্রাহামকে ও তার কোলে লাসারকে দেখতে পেল।24তাতে সে চিৎকার করে বলল, পিতা অব্রাহাম, আমাকে দয়া করুন, লাসারকে পাঠিয়ে দিন, যেন সে আঙুলের মাথা জলে ডুবিয়ে আমার জিহ্বা ঠান্ডা করে, কারণ এই আগুনে আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি।25কিন্তু অব্রাহাম বললেন, মনে কর; তুমি যখন জীবিত ছিলে তখন কত সুখভোগ করেছ, আর লাসার কত দুঃখ ভোগ করেছে ,এখন সে এখানে সান্ত্বনা পাচ্ছে, আর তুমি কষ্ট পাচ্ছ। 26আর এছাড়া আমাদেরও তোমাদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান রয়েছে, সুতরাং ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেন এখান থেকে তোমাদের কাছে কেউ যেতে না পারে, আবার ওখান থেকে আমাদের কাছে কেউ পার হয়ে আসতে না পারে।"27তখন সে বলল," তবে আমি আপনাকে অনুরোধ করি, পিতা আমার বাবার বাড়িতে ওকে পাঠিয়ে দিন, 28কারণ আমার পাঁচ ভাই আছে সে গিয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণার জায়গায় না আসে।29কিন্তু অব্রাহাম বললেন, তাদের কাছে মোশি ও ভাববাদীরা আছেন তাদেরই কথা তারা শুনুক।" 30তখন সে বলল," তা নয়, পিতা অব্রাহাম, যদি মৃতদের মধ্যে থেকে কেউ তাদের কাছে যায়, তাহলে তারা মন ফেরাবে"। 31কিন্তু তিনি বললেন," তারা যদি মোশির ও ভাববাদীদের ব্যবস্থা না শোনে, তবে মৃতদের মধ্যে থেকে কেউ উঠলেও তারা মানিবে না।"

Chapter 17  
1যীশু তার শিষ্যদের আরও বললেন, "পাপের প্রলোভন আসবে না, এমন হতে পারে না; কিন্তু ধিক তাকে, যার মাধ্যমে তা আসে! 2এই ছোটদের মধ্যে এক জনকে যদি কেউ পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তার গলায় ভারী পাথর বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াও বরং তার পক্ষে ভালো।3তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাক। তোমার ভাই যদি পাপ করে, তাকে ধমক দাও; আর সে যদি সেই অন্যায় থেকে মন ফেরায় তবে তাকে ক্ষমা কর। 4আর যদি সে এক দিনের মধ্যে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে, আর সাতবার তোমার কাছে ফিরে এসে বলে, আমি এই অন্যায় থেকে মন ফেরালাম, তবে তাকে ক্ষমা কর।"5আর প্রেরিতরা প্রভুকে বললেন, "আমাদের বিশ্বাস বাড়িয়ে দিন।" 6প্রভু বললেন, "যদি তোমাদেরএকটি সরষে দানার মত বিশ্বাস থাকে, তবে, ‘তুমি শিকড়শুদ্ধ উঠে গিয়ে নিজে সমুদ্রে পুঁতে যাও’ একথা তুঁত গাছটিকে বললে ও তোমাদের কথা মানবে।7আর তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার দাস হাল চালায় বা ভেড়া চরিয়ে মাঠ থেকে এলে সে তাকে বলবে, ‘তুমি এখনই এসে খেতে বস? 8বরং তাকে কি বলবে না, ‘আমি কি খাব, তার আয়োজন কর এবং আমি যতসময় খাওয়া দাওয়া করি, ততসময় কোমর বেঁধে আমার সেবাযত্ন কর, তারপর তুমি খাওয়া দাওয়া করবে’?9সেই দাস আদেশ পালন করল বলে সে কি তার ধন্যবাদ করে? 10সেইভাবে সব আদেশ পালন করলে পর তোমারও বলবে আমার অযোগ্য দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম, তাই করলাম।"11যিরুশালেমে যাবার সময়ে তিনি শমরিয়া ও গালীল দেশের মধ্যে দিয়ে গেলেন। 12তিনি কোনো এক গ্রামে ঢুকছেন, এমন সময়ে দশ জন কুষ্ঠরোগী তাঁর সামনে পড়িল, তারা দূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 13"যীশু, নাথ, আমাদের প্রতি দয়া করুন!"14তাহাদের দেখে তিনি বললেন, "যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও। যেতে যেতে তারা শুচি হল।" 15তখন তাদের একজন নিজেকে ভাল দেখে চিৎকার করে ঈশ্বরের গৌরব করতে করতে ফিরে এলো, 16এবং যীশুর পায়ের উপর নত হয়ে তাঁর ধন্যবাদ করতে লাগলেন, সেই ব্যক্তি শমরীয়।17যীশু উত্তর করে বললেন," দশ জন কি শুচি হয়নি? তবে সেই নয় জন কোথায়? 18ঈশ্বরের গৌরব করবার জন্য ফিরে এসেছে, এই অন্য জাতির লোকটি ছাড়া এমন কাউকেও কি পাওয়া গেল না?" 19পরে তিনি তাকে বললেন, "উঠ এবং যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভালো করেছে।20ফরীশীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল," ঈশ্বরের রাজ্য কখন আসবে?" তিনি উত্তর করে তাদের বললেন," ঈশ্বরের রাজ্য চিহ্নের সাথে আসে না। 21আর লোকে বলবে না, দেখ, এই জায়গায়! ঐ জায়গায়! কারণ দেখ, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের মধ্যেই আছে।"22আর তিনি শিষ্যদের বললেন, "এমন সময় আসবে, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রের রাজত্বের সময়ের এক দিন দেখতে ইচ্ছা করবে, কিন্তু দেখতে পাবে না। 23তখন লোকেরা তোমাদের বলবে, দেখ, ঐ জায়গায়! দেখ, এই জায়গায়! যেও না, তাদের পিছনে পিছনে যেও না। 24কারণ বিদ্যুৎ যেমন আকাশের নীচে এক দিক থেকে চমকালে, আকাশের নীচে অন্য দিক পর্যন্ত আলোকিত হয়, মানুষ্যপুত্র নিজের দিনে তেমনি হবেন।25কিন্তু প্রথমে তাঁকে অনেক দুঃখভোগ করতে হবেএবং এই সময়ের লোকরা তাঁকে অস্বীকার করবে। 26আর নোহের সময়ে যেমন হয়েছিল, মানুষ্যপুত্রের সময়েও তেমনি হবে। 27লোকে খাওয়া দাওয়া করত, বিবাহ করত, বিবাহিতা হত, যতক্ষণ না নোহ জাহাজে ঢুকলেন, আর জলপ্লাবন এসে সবাইকে ধ্বংস করল।28সেইভাবে লোটের সময়ে যেমন হয়েছিল লোকে খাওয়া দাওয়া, কেনাবেচা, গাছ লাগানো ও বাড়ি তৈরী করিত। 29কিন্তু যেদিন লোট সদোম থেকে বাইরে গেলেন, সেই দিন আকাশ থেকে আগুনও গন্ধকের বৃষ্টি পড়ে সবাইকে ধ্বংস করিলেনল।30মানুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন, সে দিনেও এই রকমই হবে। 31সেই দিন যে কেউ ছাদের উপরে থাকবে, আর তার জিনিসপত্র ঘরে থাকবে, সে তা নেবার জন্য নীচে না নামুক; আর তেমনি যে কেউ মাঠে থাকবে, সেও ফিরে না আসুক।32লোটের স্ত্রীর কথা মনে কর। 33যে কেউ নিজের জীবন লাভ করতে চেষ্টা করে, সে তা হারাবে, কিন্তু যে কেউ জীবন হারায়, সে তা বাঁচাবে।34আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রিতে দুজন এক বিছানায় থাকবে, তাদের মধ্যে থেকে এক জনকে নেওয়া হবে এবং অন্য জনকে ফেলে যাওয়া হবে। 35দুটি স্ত্রীলোক একসাথে যাঁতা ঘুরাবে; তাদের মধ্যে থেকে এক জনকে নেওয়া হবে এবং অন্য জনকে ফেলে যাওয়া হবে।" 36তখন তারা উত্তর করে তাঁকে বললেন, 37"হে প্রভু, কোথায়?" তিনি তাদের বললেন," যেখানে মৃতদেহ, সেখানেই শকুন জড়ো হয়।"

Chapter 18  
1আর তিনি তাদের এই রকম এক গল্প বললেন যে, তাদের সবসময় প্রার্থনা করা উচিত, হতাশ/ভয় হওয়া উচিত নয়। 2তিনি বললেন, কোনএক শহরে একজন বিচারক ছিল, সে ঈশ্বরকে ভয় করত না, মানুষকেও মানত না।3আর সেই শহরে এক বিধবা ছিল, সে তার কাছে এসে বলত, অন্যায়ের প্রতিকার করে আমার বিপক্ষ থেকে আমাকে রক্ষা করুন! 4বিচারক কিছুদিন পর্যন্ত কিছুই করলেন না; কিন্তু পরে মনে মনে বলল, যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, মানুষকেও মানি না, 5তবুও এই বিধবা আমাকে যাতনা দিচ্ছে, সেইজন্য বিচার থেকে একে রক্ষা করব, না হলে সবসময় আমাকে বিরক্ত করবে।6পরে প্রভু বললেন, শোন, ঐ অধার্মিক বিচারক কি বলে। 7তবে ঈশ্বর কি তাঁর সেই মনোনীতদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন না, যারা দিনরাত তাঁর কাছে কাদছেঁ, যদিও তিনি তাদের বিষয়ে সহনমীল? 8আমি তোমাদের বলছি, তিনি তাড়াতারি তাদের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র যখন আসবেন, তখন কি পৃথিবীতে বিশ্বাস দেখতে পাবেন?9যারা নিজেদের মনে করত যে তারাই ধার্মিক এবং অন্য সবাইকে অবহেলা করত, এমন কয়েকজনকে তিনি এই গল্প বললেন। 10দুইজন লোক প্রার্থনা করার জন্য মন্দির গেল, একজন ফরীশী, আর একজন কর আদায়কারী।11ফরীশী দাঁড়িয়ে নিজের জন্য এই প্রার্থনা করল, হে ঈশ্বর, আমি তোমার ধন্যবাদ করি যে, আমি অন্য সব লোকের মতো ঠগ, অসৎ ও ব্যভিচারী এবং কর আদায়কারীর মতো নই; 12আমি সাত দিনের মধ্যে দুইবার উপবাস করি, সকল আয়ের দশ ভাগের একভাগ দান করি।13কিন্তু কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে চোখ তুলিতেও সাহস পেল না, বরং সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর। 14আমি তোমাদের বলছি, এই লোক ধার্মিক বলে গণ্য হয়ে নিজ বাড়িতে চলে গেল, ঐ লোক ধার্মিক নয়; কারণ যে কেউ নিজেকে উঁচু করে, তাকে নীচু করা যাবে; কিন্তু যে নিজেকে নীচু করে, তাকে উঁচু করা যাবে।15আর লোকেরা নিজেদের ছোট বাচ্চাদের তাঁর কাছে আনল, যেন তিনি তাদের ধরলেন। শিষ্যেরা তা দেখে তাদের ধমক দিতে লাগলেন। 16কিন্তু তিনি তাদের কাছে ডাকলেন, বললেন," বাচ্চাদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বারণ কর না, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এদের মত লোকদেরই। 17আমি তোমাদের সত্য বলছি, যে কেউ বাচ্চার মতো হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।" ধনাসক্তির বিষয় শিক্ষা।18একজন শাসক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল," হে সৎগুরু, অনন্ত জীবন পেতে হোলে আমাকে কি কি করতে হবে?" 19যীশু তাকে বললেন," আমাকে সৎ কেন বলছো? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়। 20তুমি বাইবেলের আদেশ সকল জান, “ব্যভিচার কর না, মানুষ খুন কর না, চুরি কর না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার বাবা মাকে সমাদর করো।” 21সে বলল, ছোট থেকে এই সব পালন করে আসছি।"22এইকথা শুনে যীশু তাকে বললেন, "এখনও একটি বিষয়ে তোমার ভুল আছে; তোমার যা কিছু আছে, সব বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাবে; আর এস, আমাকে অনুসরণ কর।" 23কিন্তু একথা শুনে সে খুব দুঃখিত হল, কারণ সে অনেক ধনী লোক ছিল।24তখন তার দিকে তাকিয়ে যীশু বললেন,"যারা ধনী তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে যাওয়া অনেক কঠিন! 25ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের যাওয়ার থেকে বরং সুইয়ের ফুটা দিয়ে উটের যাওয়া অনেক সহজ।"26যারা তা শুনল, তারা বলল, "তবে কে রক্ষা পেতে পারে?" 27তিনি বললেন, "যা মানুষের কাছে অসম্ভব তা ঈশ্বরের পক্ষে সবই সম্ভব।"28তখন পিতর তাঁকে বললেন," দেখুন, যা কিছু আমাদের নিজের ছিল, সে সবকিছু ছেড়ে আপনার অনুসরণকারী হয়েছি।" 29তিনি তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্য বলছি, এমন কেউ নেই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য বাড়ি কি স্ত্রী কি ভাইদের কি বাবা মা কি ছেলে মেয়েদের ছেড়েেএসেছে, 30বর্তমানে তার অনেক বেশি এবং ভবিষ্যতে অনন্ত জীবন পাবে না।"31পরে তিনি সেই বারো জনকে কাছে নিয়ে তাদের বললেন, দেখ, আমরা যিরুশালেমে যাচ্ছি; আর ভাববাদীদের মাধ্যমে যা যা লেখা হয়েছে, সে সব মনুষ্যপুত্রে পূর্ণ হবে। 32কারণ তিনি অযীহুদি লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন এবং লোকেরা তাঁকেিউপহাস করবে, তাঁকে অপমান করবে, তাঁর গায়ে থুথু দেবে 33এবং চাবুক দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলবে, পরে তিন দিনের দিন তিনি পুনরায় উঠবেন।34এসবের কিছুই তাঁরা বুঝলেন না, এই কথা তাদের থেকে গোপন থাকল এবং কি কি বলা হয়েছে, তাও তারা বুঝে উঠতে পারিল না।35আর যখন যীশু এবং তাঁর শিষ্যগন যিরীহোর কাছে আসলেন, একজন অন্ধ পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিলেন। 36সে লোকদের যাওয়ার শব্দ শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, এর কারণ কি? 37লোকে তাকে বললো, নাসরতীয় যীশু পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন।38তখন সে চিৎকার করে বলল, হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। 39যারা আগে আগে যাচ্ছিল, তারা চুপ করো বলে তাকে ধমক দিল, কিন্তু সে আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল,বললো হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।40তখন যীশু থেমে গিয়ে তাকে তাঁর কাছে আনতে আদেশ করলেন,পরে সে কাছে আসলে যীশু তাকে বললেন, তুমি কি চাও? 41আমি তোমার জন্য কি করব? সে বলল, প্রভু, আমি দেখতে চাই।42যীশু তাকে বললেন, দেখ; তোমার বিশ্বাস তোমাকে ভালো করল। 43তাতে সে তক্ষুনি দেখতে পেল এবং ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগলেন ও তাঁর পিছন পিছন চললেন। তা দেখে সকল লোক ঈশ্বরের মহিমা ক রলেন।

Chapter 19  
1পরে যীশু যিরীহোতে প্রবেশ করে শহরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। 2আর দেখ, সক্কেয় নামে একজন লোক ছিল , সে একজন প্রধান কর আদায়কারী এবং সে ধনবান ছিল।3যীশু কে, সে দেখতে চেষ্টা করছিল, কিন্তু ভিড় থাকাতে দেখতে পারল না, কারণ সে খাটো ছিল। 4তাই সে আগে দৌড় দিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখবার জন্য একটি ডুমুর গাছে উঠলেন, কারণ যীশু সেই পথে যাচ্ছিলেন।5পরে যীশু যখন সেই জায়গায় আসলেন, তখন উপরের দিকে চেয়ে তাকে বললেন, সক্কেয়, তাড়াতারি নেমে এসো, কারণ আজ তোমার ঘরে আমাকে থাকতে হবে। 6তাতে সে তাড়াতারি নেমে আসল এবং আনন্দের সাথে তাঁর পরিচয় করল। 7তা দেখে সবাই উপহাস করে বলতে লাগল, তিনি একজন পাপীর ঘরে রাত্র যাপন করতে গেলেন।8তখন সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, প্রভু, দেখুন, আমার সম্পত্তির অর্ধেক আমি গরিবদের দান করি; আর যদি অন্যায় করে কারোর কাছে কিছু জিনিস নিয়ে থাকি, তার চারগুণ ফিরিয়ে দেব। 9তখন যীশু তাকে বললেন, আজ এই ঘরে পরিত্রাণ এলো; যেহেতু এ লোকটিও অব্রাহামের সন্তান। 10কারণ যা হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খোঁজ ও রক্ষা করতে মনুষ্যপুত্র এসেছেন।11যখন তারা এই সব কথা শুনছিল, তখন তিনি একটি গল্পও বললেন, কারণ তিনি যিরুশালেমের কাছে এসেছিলেন; আর তারা অনুমান করছিল যে, ঈশ্বরের রাজ্যের প্রকাশ তখনই হবে। 12অতএব তিনি বললেন, ভালো বংশিয় এক লোক রাজ্য ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন বলে অন্যদেশে গেলেন।13আর তিনি নিজের দশ জন চাকরকে ডেকে দশটি সোনার টাকা দিয়ে বললেন, আমি যত সময় না আসি, এ দিয়ে ব্যবসা কর। 14কিন্তু তাঁর প্রজারা তাকে ঘৃণা করত, তারা তাঁর পিছনে লোক পাঠিয়ে দিল, বলল, আমাদের ইচ্ছা নয় যে, এ লোক আমাদের উপরে শাসন করে। 15পরে তিনি রাজপদ নিয়ে যখন ফিরে আসলেন, তখন, যাদেরকে টাকা দিয়েছিলেন, সেই দাসদেরকে তাঁর কাছে ডেকে আনতে বললেন, যেন তিনি জানতে পারেন, তারা ব্যবসায়ে কে কত লাভ করেছে।16তখন প্রথম লোক তাঁর সামনে এসে বলল, প্রভু, আপনার টাকা থেকে আর দশ টাকা হয়েছে। 17তিনি তাকে বললেন, ধন্য! ভালো দাস, তুমি অতি কম বিষয়ে বিশ্বস্ত হলে; এজন্য দশটা শহরের উপরে শাসন কর।18দ্বিতীয় লোক এসে বলল, প্রভু, আপনার টাকা থেকে আর পাঁচ টাকা হয়েছে। 19তিনি তাকেও বললেন, তুমিও পাঁচটি শহরের মালিক হও।20পরে আর একজন এসে বলল, প্রভু, দেখুন, এই আপনার টাকা,আমি এটা রুমালে বেঁধে রেখেছিলাম। 21কারণ আমি আপনার বিষয়ে ভয়ে ছিলাম, কারণ আপনি কঠিন লোক, যা রাখেননি, তা তুলে নেন এবং যা বোনেননি, তাহাই কাটেন।22তিনি তাকে বললেন, মন্দ দাস, আমি তোমার মুখের কথায় তোমার বিচার করব। তুমি না জানতে, আমি কঠিন লোক, যা রাখিনা তাই তুলে নিই এবং যা বুনিনা তাই কাটি? 23তবে আমার টাকা ব্যবসাকারীর কাছে কেন রাখনি? তা করলে আমি এসে সুদের সাথে তা আদায় করতাম।24আর যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তিনি তাদের বললেন, এর কাছ থেকে ঐ টাকা নাও এবং যার দশ টাকা আছে, তাকে দাও। 25তারা তাঁকে বলল, প্রভু, ওর যে দশটি টাকা আছে।26আমি তোমাদের বলছি, যার আছে, তাকে দেওয়া যাবে; কিন্তু যার নেই, তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নেওয়া যাবে। 27কিন্তু আমার শত্রুরা যারা চায়নি যে, আমি তাদের উপরে শাসন করি, তাদের এখানে আন, আর আমার সামনে মেরে ফেল।28এই সকল কথা বলে তিনি তাদের আগে আগে চললেন, যিরুশালেমের দিকে উঠতে লাগলেন।29পরে যখন জৈতুন নামক পাহারের পাশে বৈৎফগী ও বৈথনিয়া গ্রামের কাছে আসলেন, তখন তিনি দুই জন শিষ্যকে পাঠিয়ে দিলেন, বললেন, 30তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও; গ্রামে ঢুকার সাথেই মুখে দেখবে একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে, যার ওপরে কোন মানুষ কখনও বসেননি, সেটাকে খুলে আন।" 31আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এটি কেন খুলছো? তবে এইভাবে বলবে, এতে প্রভুর দরকার আছে।32তখন যাদের পাঠানো হলো, তারা গিয়ে তিনি যেমন বলেছিলেন সেই রকমই দেখতে পেলেন। 33যখন তারা গাধার বাচ্চাটিকে খুলছিলেন, তখন মালিকেরা তাদেরকে বললেন, গাধার বাচ্চাটিকে খুলছো কেন? 34তারা বললেন, এতে প্রভুর দরকার আছে। 35পরে তারা সেটিকে যীশুর কাছে এনে তার পিঠের ওপরে নিজেদের কাপড় পেতে তার উপরে যীশুকে বসালেন। 36পরে যখন তিনি যেতে লাগলেন, লোকেরা নিজের নিজের কাপড় পথের মধ্যে পেতে দিলেন।37আর তিনি জৈতুন পাহার থেকে নামিবার কাছাকাছি জায়গায় এসেছেন, এমন সময়ে, সেই শিষ্যেরা যে সব অলৌকিক কাজ দেখেছিলেন, সেই সবের জন্য আনন্দের সাথে চিৎকার করে ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, 38“ধন্য সেই রাজা, যিনি প্রভুর নামে আসিতেছেন, স্বর্গেতে শান্তি এবং উর্ধলোকে মহিমা।”39তখন লোকদের মধ্যে থেকে কয়েক জন ফরীশী তাঁকে বলল, মহাশয়, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন। 40তিনি উত্তর করলেন, আমি তোমাদের বলছি, যদিএরা চুপ করে থাকে, পাথরগুলি চিৎকার করে উঠবে।41পরে যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন যিরূশালেম শহরটি দেখে তার জন্য দুঃখিত হয়ে কাদঁলেন , 42বললেন, তুমিই যদি আজকের দিনে যা যা শান্তিজনক তা বুঝতে! কিন্তু এখন সে সব তোমার চোখ থেকে গোপন থাকল।43কারণ তোমার উপরে এমন সময় আসবে, যেসময়ে তোমার শত্রুরা তোমার চারদিকে দেয়াল গাঁথবে, তোমাকে ঘিরে রাখবে, তোমাকে সবদিকে আটক করবে, 44এবং তোমাকে ও তোমার মধ্যবর্তী তোমার সন্তানদের ভূমিসাৎ করবে, তোমার মধ্যে পাথরের উপরে পাথর থাকতে দেবে না; কারণ তোমার ঈশ্বরের তদারকির সময় তুমি বোঝনি।45পরে তিনি উপাসনা ঘরে গমন করলেন এবং যত লোক কেনা বেচা করছিলেন তাদের সবাইকে বাইরে বের করে দিতে শুরু করলেন। 46তাহাদের বললেন, লেখা আছে, “আমার ঘরকে প্রার্থনার ঘর বলা হবে,” কিন্তু তোমরা এটাকে “ডাকাতদের আসতানায় পরিণত করেছ”।47আর তিনি প্রতিদিন উপাসনা ঘরে উপদেশ দিতেন। আর প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা এবং লোকদের প্রধানেরাও তাঁকে মেরে ফেলার চেষ্টা করতে লাগলেন; 48কিন্তু কীভাবে তা করবে তার কোন উপায় তারা খুঁজে পেলেন না, কারণ লোকেরা সকলে মনোযোগ দিয়ে তাহাঁর কথা শুনছিল।

Chapter 20  
1এক দিন যীশু উপাসনায় লোকদের উপদেশ দিচ্ছেন ও সুসমাচার প্রচার করছেন, এর মধ্যে প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকরা প্রাচীনদের সাথে এসে উপস্থিত হলো এবং তাকে বললেন, আমাদের বলো তুমি কোন ক্ষমতায় এই সব করছ? 2কে বা তোমাকে এই ক্ষমতা দিয়েছে?3তিনি উত্তর করে তাদের বললেন, আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাকে বল; 4যোহনের বাপ্তিষ্ম কি স্বর্গ থেকে হয়েছিল, না মানুষের থেকে?5তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বললেন, "যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে এ আমাদেরকে বলবে, তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন? 6আর যদি বলি, মানুষের থেকে, তবে লোকেরা সবাই আমাদের পাথর মারবে; কারণ তাদের ধারণা হয়েছে যে, যোহন ভাববাদী ছিলেন।7তারা উত্তর দিল, আমরা জানি না, কোথা থেকে। 8যীশু তাদের বললেন, তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তোমাদের বলব না।ঘরের মালিক ও চাষীদের গল্প।9পরে তিনি লোকদের এই গল্পকথা বলতে লাগলেন, কোন এক লোক আঙ্গুরের বাগান করেছিলেন, পরে তা চাষীদের কাছে জমা দিয়ে অনেক দিনের জন্য বাইরের দেশে চলে গেলেন। 10পরে চাষিদের কাছে আঙুর খেতের ফলের ভাগ নেওয়ার জন্য, ফল পাকার সঠিক সময়ে এক চাকরকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন; কিন্তু চাষীরা তার চাকরকে মারধর করে খালি হাতে পাঠিয়ে দিল।11পরে তিনি আর এক দাসকে পাঠালেন, তারা তাকেও মারধর ও অপমান করে খালি হাতে বিদায় করনলন। 12পরে তিনি তৃতীয় দাসকে পাঠালেন, তারা তাকেও আহত করে বাইরে ফেলে দিলেন।13তখন আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক বললেন, আমি কি করব? আমার প্রিয় ছেলেকে পাঠাব; হয়তো বা তারা তাকে সম্মান করবে; 14কিন্তু চাষীরা তাঁকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, এই লোকটিই উত্তরাধিকার; এস, আমরা তাকে মেরে ফেলি, যেন তার উত্তরাধিকার আমাদের হয়।15পরে তারা উত্তরাধীকে ধরে মেরে ফেললেন এবং আঙ্গুর খেতের বাইরে ফেলে দিলেন। 16এরপর সেই আঙুর খেতের মালিক তাদের কি করবেন? তিনি এসে সেই চাষিদের মেরে ফেলবেন এবং খেত অন্য চাষিদের কাছে দেবেন। এই কথা শুনে তারা বলল, ঈশ্বর এমন না করুক।17কিন্তু তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তবে যা লেখা আছে ,তার অর্থ কি, “যে পাথরটিকে গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করেছে, তাকেই ঘরের কোনের প্রধান পাথর করা হয়েছে?” 18সেই পাথরের উপরে যারা পড়বে, সে ভেঙে যাবে; কিন্তু সেই পাথর যার উপরে পড়বে, তাকে চুরমার করে ফেলবে।19সেই সময়ে ব্যবস্থার শিক্ষকরা ও প্রধান যাজকেরা তার উপরে জোরকরে নিতে চেষ্টা করল; আর তারা লোকদের ভয় করছিল; কারণ তারা বুঝেছিল যে, তিনি তাদেরই বিষয়ে সেই গল্প বলেছিলেন। 20তখন তারা তার উপরে নজর রেখে, এমন কয়েক জন অচেনা লোক পাঠিয়ে দিল, যারা ছদ্মবেশী ধার্মিক সাজবে, যেন তার কথা ধরে তাকে রাজ্যপালের শাসন ও ক্ষমতাবানদের কাছে সমর্পণ করতে পারে।21তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাষয়, আমরা জানি, আপনি সঠিক কথা বলেন ও সঠিক শিক্ষা দেন, কারো বিষয় করে কথা বলেন না, কিন্তু সত্যভাবে ঈশ্বরের পথের বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। 22কৈসরকে খাজনা দেওয়া আমাদের উচিত কি না?23কিন্তু যীশু তাদের চালাকি বুঝতে পেরে বললেন, 24আমাকে একটি দিনার দেখাও; এতে কার মূর্তি ও নাম লেখা আছে?25তারা বললেন, কৈসরের, তখন তিনি তাদের বললেন, তবে যা যা কৈসরের তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দাও। 26এতে তারা লোকদের সামনে তাঁর কথার কোনো ভুল ধরতে পারলেন না, বরং তাঁর উত্তরে অবাক হলেন। পরকালের বিষয়ে শিক্ষা ।27আর সদ্দূকীদের যারা প্রতিবাদ করে বলেন,কোন পুনরুত্থান নেই, তাদের কয়েক জন কাছে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 28"হে মহাশয়, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারোর ভাই যদি স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, আর তার সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করবে।"29ভালো, কোনো একটি পরিবারে সাতটি ভাই ছিল; প্রথম জন একটি স্ত্রীকে বিয়ে করল, আর সে সন্তান না রেখে মারা গেল। 30পরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল; 31এইভাবে সাতজনই সন্তান না রেখে মারা গেল। 32শেষে সেই স্ত্রীও মারা গেল। 33অতএব; মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সময় ঐ সাত জনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।34যীশু তাদের বললেন, এই জগতের সন্তানেরা বিয়ে করে এবং বিবাহিতা হয়। 35কিন্তু যারা সেই জগতের এবং মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থানের অধিকারী হবার যোগ্য বলে গণ্য হয়েছে, তারা না বিয়ে করবে, না তাদের বিয়ে দেওয়া হবে। 36তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা দূতদের সমান এবং পুনরুত্থানের সন্তান হওয়ায় ঈশ্বরের সন্তান।37আবার মৃতেরা যে উত্থাপিত হয়েছে, এটা মোশিও ঝোপের বিবরণে দেখিয়েছেন; কারণ তিনি প্রভুকে "অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বরও যাকোবের ঈশ্বর "বলেন। 38ঈশ্বর তো মৃতদের ঈশ্বর নয়, কিন্তু জীবিতদের; কারণ তাঁর সামনে সকলেই জীবিত।39তখন কয়েক জন ব্যবস্থার শিক্ষক বলল, "হে মহাশয়, আপনি ভালো বলেছেন!" 40আসলে সেই থেকে তারা তাঁকে আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করেনি।41আর তিনি তাদের বললেন, লোকে কেমন করে খ্রীষ্টকে দায়ূদের সন্তান বলে? 42দায়ূদ তো আপনি গীতপুস্তকে বলেন, "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে বস, 43যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় না রাখি।" 44অতএব; দায়ূদ তাঁকে প্রভু বলেন, তবে তিনি কীভাবে তাঁর সন্তান?45যখন সবকিছু শুনছিল তখন তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, 46"ব্যবস্থার শিক্ষকদের থেকে সাবধান, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পরে বেড়াতে চায় এবং হাটে বাজারে লোকদের শুভেচ্ছা জানায়, সমাজঘরে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান জায়গা ভালবাসে; 47এই সব লোকেরা বিধবাদের সব বাড়ি দখল করে, আর ছলনা করে বড় বড় প্রার্থনা করে, এই সব লোকেরা বিচারে অনেক বেশি শাস্তি পাবে।

Chapter 21  
1পরে তিনি চোখ খুলে দেখলেন, ধনীলোকেরা দানবাক্সে নিজের নিজের দান রাখছেন। 2আর তিনি দেখলেন এক গরিব বিধবা সেখানে দুটি পয়সা রাখছে; 3তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের সত্য বলছি, এই গরিব বিধবা সবার থেকে বেশি দান রেখেছে। 4কারণ এরা সবাই নিজের নিজের বাড়তি টাকা থেকে কিছু কিছু দানের মধ্যে রাখলেন, কিন্তু তার অভাব থাকলেও নিজের যা কিছু ছিল, সে সব রাখলেন।5আর যখন কেউ কেউ ঈশ্বরের ঘরের বিষয়ে বলছিলেন, ওটা কেমন সুন্দর সুন্দর পাথরে ও নৈবেদ্য জিনিসে সুশোভিত, তিনি বললেন, 6"তোমরা যা কিছু দেখছ, এমন সময় আসবে, যখন একটি পাথরের উপর অন্য আর একটি পাথর থাকবে না, সব কিছুই শেষ হবে।"7তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন "হে মহাশয়, তবে এসব ঘটনা কখন হবে? আর যখন এসব ঘটনা ঘটবে তখন তার চিহ্নই বা কি?" 8তিনি বললেন, দেখ, প্রতারিত হয়ো না; কারণ অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই ও সময় খুবকম, তোমরা তাদের পিছনে যেও না। 9আর যখন তোমরা যুদ্ধের ও মারামারির কথা মুনতে পাবে, ভয় পাবে না, কারণ প্রথমে এই সব ঘটবে কিন্তু তখনই শেষ না।10পরে তাদের বললেন, জাতির বিরুদ্ধে জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য উঠবে। 11অনেক অনেক ভূমিকম্প এবং জায়গায় জায়গায় দূর্ভিক্ষ ও মহামারী হবে, আর আকাশে ভয়ঙ্কর লক্ষণ এবং মহৎ চিহ্ন হবে।12কিন্তু এই সব ঘটনার আগে লোকেরা তোমাদের আটক করবে, তোমাদের মারপিট করবে, সমাজঘরে ও কারাগারে সমর্পণ করবে, আমার নামের জন্য তোমাদের রাজাদের ও শাসনকর্তাদের সামনে আনা হবে। 13প্রমানের জন্য এই সব তোমাদের সহিত ঘটবে।14অতএব; মনে মনে তৈরি থেকো যে, কি উত্তর দিতে হবে, তার জন্য আগে চিন্তা করবে না। 15কারণ আমি তোমাদের এমন কথা ও বুদ্ধি দেব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেউ প্রতিরোধ করতে কি উত্তর দিতে পারবে না।16আর তোমরা বাবা মা, ভাই, আত্মীয় ও বন্ধুদের দ্বারা সমর্পিত হবে এবং তোমাদের যে কাউকে তারা মেরে ফেলবে। 17আমার নামের জন্য তোমরা সবার কাছে ঘৃণার পাত্র হবে। 18কিন্তু তোমাদের মাথার একটা চুলও নষ্ট হবে না। 19তোমরা নিজেদের সহনশীলতা মাধ্যমে নিজেরা জীবন রক্ষা করবে।20আর যখন তোমরা যিরুশালেমকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে ঘেরা দেখবে, তখন জানবে যে, তার ধ্বংস নিকটবর্তী। 21তখন যারা যিহূদিয়ায় থাকে, তারা পাহাড়ি অঞ্চলে পালিয়ে যাক এবং যারা শহরের মধ্যে থাকে, তারা বাইরে যাক; আর যারা গ্রামাঞ্চলে থাকে, তারা শহরে না আসুক। 22কারণ তখন প্রতিশোধের সময়, যে সব কথা লেখা আছে সে সব পূর্ণ হবার সময়।23হায়! সেই সময়ে গর্ভবতী ও সন্তানের বুকের দুধ খাওয়া স্ত্রীলোকদের ভীষণ অবস্থা । কারণ দেশে মহা কষ্ঠ এবং এই জাতির ওপর রাগ নেমে আসবে। 24লোকেরা তলোয়ার দিয়ে তাদের মেরে ফেলা হবে ; এবং বন্দি হয়ে সকল যিহুদীদের মধ্যে বন্দী হবে; আর যিহুদীদের সময় সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যিরুশালেম সকল জাতির কাছে পায়ের নীচে দলিত হবে।25তখন সূর্য্যে, চাঁদে ও তারকাগুলোর মধ্যে নানা চিহ্ন দেখা যাবে এবং পৃথিবীতে সকল জাতি কষ্টে থাকবে, তারা সমুদ্রের ও ঢেউয়ের গর্জনে অস্থির হবে। 26যা কিছু পৃথিবীতে ঘটবে তার ভয়ে, মানুষেরা অজ্ঞান হয়ে যাবে; কারণ আকাশের সব ক্ষমতা বিচলিত হবে।27আর সেই সময়ে তারা মনুষ্যপুত্রকে মহিমায় ও মহা শক্তির সাথে মেঘের মধ্যে করে আসতে দেখবে। 28কিন্তু এসব ঘটনা আরাম্ভ হলে তোমরা উপরের দিকেমাথা তুলে দেখিও। কারণ তোমাদেরে উদ্ধার নিকটবর্তী/কাছাকাছি ।29আর তিনি তাদেরকে একটি গল্প বললেন, ডুমুরগাছ ও আর সব গাছ দেখ; 30যখন সেগুলির নতুন পাতা গজায়, তখন তা দেখে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পার যে, এখন গরমকাল কাছে এসেছে। 31সেইভাবে তোমরাও যখন এই সব ঘটছে দেখবে, তখন জানবে, ঈশ্বরের রাজ্য নিকটবর্তী।32আমি তোমাদের সত্য বলছি, যে যতদিন এসব পূর্ণ না হয়, সেই ততোদিন এই কালের লোকদের মৃত্যু হবে না। 33আকাশের ও পৃথিবীর শেষ হবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও শেষ হবে না ।34কিন্তু নিজেদের বিষয়ে সাবধান হও, রোগে ও ভোগবিলাসে এবং কাজের চিন্তায় তোমাদের অন্তর যেন ভারাক্রান্ত না হয় এবং জীবনে যেন ভয় না আসে, যে দিন হঠাৎ ফাঁদের মতো এসে তোমাদের উপড়ে পড়বে; 35কারণ সেই দিন সকল পৃথিবীর লোকদের উপরে আসবে।36কিন্তু তোমরা সব সময়ে সজাগ থেকো এবং প্রার্থনা কর, যেন এই যেসব ঘটনা ঘটবে, তা এড়াতে এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াতে, শক্তিমান হও।37আর তিনি প্রতিদিন উপাসনায় উপদেশ দিতেন এবং প্রতিরাতে বাইরে গিয়ে জৈতুন নামে পাহাড়ে গিয়ে থাকতেন। 38আর সব লোক তাঁর কথা শুনবার জন্য খুব ভোরে উপাসনায় তাঁর কাছে আসত।

Chapter 22  
1তখন খামিরবিহীন রুটির উৎসব, যাকে নিস্তারপর্ব্ব বলে, কাছাকাছি ছিল; 2আর প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা কিভাবে তাঁকে হত্যা করতে পারে, তার চেষ্টা করছিল, কারণ তারা লোকদের ভয় করিত।3আর শয়তান ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার নামে ভিতরে প্রবেশ করলো, এ সেই বারো জনের একজন। 4তখন সে গিয়ে প্রধান যাজকদের ও সেনাপতিদের সাথে কথাবার্তা বলল, কিভাবে যীশুকে তাদের হাতে ধরিয়ে দিতে পারবে ।5তখন তারা আনন্দিত হলেন ও তাকে টাকা দিতে সম্মত করলেন। তাতে সে রাজি হল এবং 6লোক জনের নজরের বাইরে যীশুকে ধরিয়ে দেবার সুযোগ খুঁজতে লাগল। নিস্তারপর্ব ও প্রভূর ভোজ পালন7পরে খামিরহীন রুটির দিন, অর্থাৎ যে দিন নিস্তারপর্বের মেষশাবক বলি দিতে হত, সেই দিন আসল। 8তখন তিনি পিতর ও যোহনকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা গিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ তৈরি কর, আমরা ভোজন করব। 9তারা বললেন, কোথায় তৈরি করব?10আপনার ইচ্ছা কি? যীশ তাদেরকে বললেন, দেখ, তোমরা সবাই শহরে ঢুকলে এমন একজন লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে; তোমরা তার পেছনে পেছনে যেও; সে যে বাড়িতে ঢুকবে। 11সেই বাড়ির মালিককে বলো, গুরু বলেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সাথে নিস্তারপর্বের ভোজ খেতে পারি, আমার সেই ভোজানালয় কোথায়?12তাতে সে তোমাদের সাজানো একটি উপরের বড় ঘর দেখিয়ে দেবেন, 13সেই জায়গায় তৈরী কর। তারা গিয়ে, তিনি যে ভাবে বলেছিলেন,ঠিক সে ভাবে দেখতে পেলেন; পরে তাঁরা নিস্তারপর্বের ভোজ তৈরী করলেন।14পরে সময় হলে তিনি ও প্রেরিতরা একসাথে ভোজে অংশগ্রহণ করলেন। 15তখন তিনি তাদের বললেন, আমার দুঃখভোগের আগে তোমাদের সাথে আমি এই নিস্তারপর্বের ভোজ ভোজন করতে আমি খুব ইচ্ছা করেছি; 16কারণ আমি তোমাদের বলছি, যে যতক্ষন ঈশ্বরের রাজ্যে এ পূর্ণ না হয়, সেই ততক্ষণ আমি এ আর ভোজন করিব না।17পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, এটা নাও এবং নিজেদের মধ্যে ভাগ করে দাও; 18কারণ আমি তোমাদের বলছি, যে পর্যন্ত না ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হয়, এখন থেকে সেই পর্যন্ত আমি আঙ্গুর ফলের রস পান করিব না।19পরে তিনি রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙ্গিলেন এবং তাদেরকে দিলেন, আর বললেন, " এই আমার শরীর যেটা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।" এইটা আমার স্মরণে কর।" 20আর সেইভাবে তিনি খাওয়ার পর পানপাত্র হাতে নিয়ে বললেন, এই পানপাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম, যে রক্ত তোমাদের জন্য দেওয়া হলো।21কিন্তু দেখ, যে লোক আমাকে সমর্পণ করবে, তার হাত আমার সাথে টেবিলের উপরে রয়েছে। 22যেমন নির্ধারিত হয়েছে সেই অনুসারেই মনুষ্যপুত্র যাচ্ছেন, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যার মাধ্যমে তিনি সমর্পিত হন। 23তখন তারা একে অপরকে প্রশ্ন করতে লাগলেন, তবে আমাদের মধ্যে এ কাজ কে করবে?24আর তাদের মধ্যে এই নিয়ে ঝগড়া শুরু হল যে, তাদের মধ্যে কে মহান বলে গণ্য। 25কিন্তু তিনি তাদের বললেন, অযিহুদী রাজারাই তাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং তাদের উপর যার ক্ষমতা থাকে তাকে সম্মানীত শাসক বলে।26কিন্তু তোমরা সেই রকম হইও না; বরং তোমাদের মধ্যে যে মহান, সে ছোটোর মত হোউক; এবং যে প্রধান, সে দাসের মত হোক। 27কারণ, কে মহান? যে ভোজনে বসে, না যে পরিবেশন করে? যে ভোজনে বসে সেই কি না? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে দাসের মত আছি।28তোমরাই আমার সব পরীক্ষায় আমার সাথে আছো; 29আর আমার পিতা যেমন আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের জন্য এক রাজ্য নির্ধারণ করেছি । 30যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমার সাথে ভোজন পান কর; আর তোমরা সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে।31শিমোন, শিমোন, দেখ, গমের মত চেলে বের করার জন্য শয়তান তোমাদের নিজের বলে চেয়েছে; 32কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রার্থনা করেছি, যেন তোমাদের বিশ্বাসে বিভেদ না ধরে, আর তুমিও একবার ফিরলে পর তোমার ভাইদের সুস্থির করিও।33তিনি তাকে বললেন, প্রভু, আপনার সাথে আমি কারাগারে যেতে এবং মরতেও রাজি আছি। 34তিনি বললেন, পিতর আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ তুমি আমাকে চেন না বলে তিনবার অস্বীকার করবে, ততক্ষণ মোরগ ডাকবে না।35আর তিনি তাদের বললেন, আমি যখন থলি, ঝুলি ও জুতো ছাড়া তোমাদের পাঠিয়েছিলাম, তখন কি কোনো কিছুর অভাব হয়েছিল? তারা বললেন কিছুই না। 36তখন তিনি তাদের বললেন, এখন যার থলি আছে, সে তা নিয়ে যাক, সেইভাবে ঝুলিও নিয়ে নিক; এবং যার নেই, সে নিজের কাপড় বিক্রি করে তলোয়ার কিনুক।37কারণ আমি তোমাদের বলছি, যে কথা বাইবেলে লেখা আছে, "আর তিনি অধার্মিকদের সাথে গণ্য হলেন" তা আমাতে পূর্ণ হতে হবে; কারণ আমার বিষয়ে যা, তা পূর্ণ হয়েছে। 38তখন তারা বললেন, প্রভু, দেখুন, দুটি তলোয়ার আছে। তিনি তাদের বললেন,এটি যতেষ্ট।39পরে তিনি বাইরে এসে নিজের নিয়ম অনুসারে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন এবং শিষ্যরাও তার পিছন পিছন গেলেন। 40সেই জায়গায় আসলে পর তিনি তাদের বললেন, তোমরা প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।41পরে তিনি তাদের থেকে কিছু দূরে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগলেন, বললেন, 42পিতা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার থেকে এই দুঃখের পানপাত্র দূর কর; তবুও আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক43তখন স্বর্গ থেকে এক দূত দেখা দিলেন তাঁকে সবল করলেন। 44পরে তিনি করুন দুঃখে মগ্ন হয়ে একমনে প্রার্থনা করলেন; আর তার ঘাম যেন রক্তের আকারে বড় বড় ফোঁটা হয়ে জমিতে পড়তে লাগল।45পরে তিনি প্রার্থনা করে উঠলে পর, শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তারা দুঃখের কারণে ঘুমিয়ে পড়েছে, 46তিনি তাদের বললেন, কেন তোমরা ঘুমাচ্ছ? ওঠ, প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়।47তিনি কথা বলছেন, এমন সময় দেখ, অনেক লোক এবং যার নাম যিহূদা সেই বারো জনের মধ্যে একজন সে তাদের আগে আগেেএসেছে; সে যীশুকে চুম্বন করবার জন্য তাঁর কাছে আসল। 48কিন্তু যীশু তাকে বললেন, যিহূদা, চুম্বনের মাধ্যমে কি মনুষ্যপুত্রকে সমর্পণ করছ?49তখন কি কি ঘটবে, তা দেখে যারা তাঁর কাছে ছিলেন, তারা বললেন, প্রভু আমরা কি তলোয়ারের আঘাত করিব? 50আর তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার ডান কান কেটে ফেললেন। 51কিন্তু যীশু উত্তরে বললেন, এই পর্যন্ত শান্ত হও। পরে তিনি তার কান স্পর্শ করে তাকে নিরাময় করলেন।52আর তার বিপক্ষে যে প্রধান যাজকেরা, ধর্মগৃহের সেনাপতি ও প্রাচীনেরা এসেছিল, যীশু তাদের বললেন, লোকে "যেমন দস্যুর বিপক্ষে যায়, তেমনি খড়গ ও লাঠি নিয়ে তোমরা কি এসেছ? 53আমি যখন প্রতিদিন ধর্মগৃহে তোমাদের সাথে ছিলাম, তখন আমার উপরে হাত রাখোনি; কেননা এই তোমাদের সময় এবং অন্ধকারের কর্তৃত্ব।"54পরে তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গেল এবং মহাযাজকের বাড়িতে আনলেন; আর পিতর দূরে থেকে পিছন পিছন চললেন। 55পরে লোকেরা উঠানের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে একসাথে বসলে পর পিতরও তাদের মধ্যে বসলেন।56তিনি সেই আলোর কাছে বসলে এক দাসী তাকে দেখে তার দিকে এক নজরে চেয়ে বললেন, এই লোকটিও তাঁর সাথে ছিল। 57কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন, না, নারী! আমি তাকে জানিনা। 58একটু পরে আর একজন তাকে দেখে বললেন, তুমিও তাদের একজন। পিতর বললেন, না, আমি নই।59ঘন্টাখানেক পরে আর একজন জোর দিয়ে বলল, সত্যি, এই লোকটিও তাঁর সাথে ছিল, কারণ এ গালীলীয় লোক। 60তখন পিতর বললেন, দেখ, তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।যখন তিনি কথা বলছিলেন, আর অমনি মোরগ ডেকে উঠল।61আর প্রভু মুখ ফিরিয়ে পিতরের দিকে নজর দিলেন; তাতে প্রভু যে কথা বলেছিলেন, "আজ মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।" তা পিতরের মনে পড়ল। 62আর তিনি বাইরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।যাজকদের ও রাজ্যপালের সামনে যীশুর বিচার।63আর যে লোকেরা যীশুকে ধরেছিল, তারা তাঁকে উপহাস ও মারধর করতে শুরু করলেন। 64আর তাঁর চোখ ঢেকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাববাণী বল দেখি, "কে তোকে মারলো?" 65আর তারা ঈশ্বরনিন্দা করে তাঁর বিপক্ষে আরো অনেক কথা বলতে লাগল।66যখন দিন হল, তখন লোকদের প্রাচীন নেতারা, প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষক একসাথে মিলিত হলেন এবং নিজেদের সভার মধ্যে তাঁকে নিয়ে এসে বললেন। 67তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তবে আমাদের বল, তিনি তাদের বললেন, "যদি তোমাদের বলি, তোমরা বিশ্বাস করবে না; 68আর যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা উত্তর দেবে না;"69কিন্তু এখন থেকে মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের শক্তির ডান পাশে বসে থাকবেন। 70তখন সবাই বললেন, তবে তুমি কি ঈশ্বরের পুত্র? তিনি তাদের বললেন, তোমরাই তো বলছ যে, "আমিই সেই।" 71তখন তারা বললেন," আমাদের সাক্ষ্যের কি প্রয়োজন? আমরা নিজেরাই তো তাঁর মুখে শুনলাম।"

Chapter 23  
1পরে তারা সকলে উঠে যীশুকে পীলাতের কাছে নিয়ে গেলেন। 2আর তারা তাঁর উপরে দোষ দিয়ে বলতে লাগলেন, আমরা দেখতে পেলাম যে, এই লোক আমাদের জাতিকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে, কৈসরকে কর দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমি সেই খ্রীষ্ট রাজা।3তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমিই কি যিহুদীদের রাজা? যীশু তাঁকে বললেন, তুমিই বললে। 4তখন পীলাত প্রধান যাজকদের ও লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি এই লোকের কোনো দোষ পাচ্ছি না। 5কিন্তু তারা আরও জোর করে বলতে লাগলেন, এ লোক সকল যিহূদিয়ায় এবং গালীল থেকে এই জায়গা পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে লোকদের ক্ষেপিয়ে তুলছে।6এই কথা শুনে পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, এই লোক কি গালীলীয়? 7পরে যখন তিনি জানতে পারলেন, ইনি হেরোদের রাজ্যের লোক, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, কারণ সেই সময় তিনি যিরুশালেমে ছিলেন।8যীশুকে দেখে হেরোদ খুব আনন্দিত হলেন, কারণ তিনি তাঁর বিষয়ে শুনেছিলেন, হেরোদ অনেকদিন থেকে তাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেছিলেন এবং তাঁর অলৌকিক কোনো আশ্চর্যকাজ দেখবার আশা করতে লাগলেন। 9তিনি তাঁকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু যীশু তাকে কোনো উত্তর দিলেন না। 10আর প্রধান যাজকরা ও ধর্মশিক্ষকেরা দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে তাঁর উপরে দোষারোপ করছিল।11আর হেরোদ ও তাঁর সেনারা তাঁকে ছোটো করলেন ও উপহাস করলেন এবং দামী পোষাক পরিয়ে তাঁকে পীলাতের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 12সেই দিন থেকে হেরোদ ও পীলাত দুজনে বন্ধু হয়ে উঠলেন, কারণ আগে তাদের মধ্যে শত্রুতা ছিল।13পরে পীলাত প্রধান যাজকরা, তত্ত্বাবধায়ক ও লোকদের একসাথে ডেকে তাদের বললেন, 14তোমরা এই লোককে আমার কাছে এই বলে এনেছ যে, এ যেন বিপথে নিয়ে যায়; আর দেখ, আমি তোমাদের সামনে বিচার করলেও, তোমরা এর উপরে যেসব দোষ দিচ্ছ, তার মধ্যে এই লোকের কোনো দোষ দেখতে পেলাম না।15আর হেরোদও পান নাই ,কেননা তিনি ইহাকে আমাদের কাছে ফেরতপাঠিয়ে দিয়েছেন; আর দেখ, এ ব্যক্তি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কিছুই করে নি। 16অতএব; আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব। 17(ঐ পর্বের সময় তাদের জন্য এক জনকে ছেড়ে দিতেই হত।)18কিন্তু তাহারা একত্রে সবাই চিৎকার করিয়া বলিল, ইহাকে দূর কর, আমাদের জন্য বারাব্বাকে ছারিয়া দেও । 19শহরের মধ্যে মাড়ামারি ও মানুষ হত্যার দায়ে সেই লোকটি কারাবদ্ধ হয়েছিল।20পরে পীলাত যীশুকে মুক্ত করিবার বাসনায় আবার তাহাদের কাছে কথা বলিলেন। 21কিন্তু তাহারা চেচাইয়া বলিতে লাগিল, ক্রশে দাও, উহাকে ত্রুশে দাও। 22পরে তিনি তৃতীয় বার তাদের বললেন, কেন? এ কি অপরাধ করিয়াছে? আমি প্রাণদণ্ডের যোগ্য কোনো দোষই পাই নাই। অতএব; ইহাকে শাস্তি দিয়ে ছারিয়া দিব।23কিন্তু তারা খুব জোরে বলতে লাগল, যেন তাকে ক্রশে দেওয়া হয়; আর তারা আরো জোরে চিৎকার করিল। 24তখন পীলাত তাদের বিচার অনুসারে করিতে আদেশ দিলেন; 25দাঙ্গা ও মানুষ হত্যার দায়ে কারাবদ্ধ যে লোকটিকে তারা চাইলেন, তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু যীশুকে তাদের অধীনে সমপর্ন করলেন।26পরে তারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন, এর মধ্যে শিমোন নামে একজন কুরীনীয় লোক গ্রাম থেকে আসছিলেন, তারা তাকে ধরে তার কাঁধে ত্রুশ রাখিল, যেন সে যীশুর পিছন পিছন তা নিয়ে যায়।27আর অনেক লোক তাঁর পিছন পিছন চলিল; এবং অনেকগুলি স্ত্রীলোক ছিল, তারা তাঁর জন্য হাহাকার ও কান্নাকাটি করছিলেন। 28কিন্তু যীশু তাদের দিকে ফিরে বললেন, "ওগো যিরুশালেমের মেয়েরা, আমার জন্য কাঁদিও না, বরং আপনাদের এবং আপন আপন সন্তানদের জন্য কাঁদ।"29কেননা দেখ, এমন সময় আসছে যেসময় লোকেরা বলবে, ধন্য সেই স্ত্রীলোকেরা, যারা বন্ধ্যা, যাদের গর্ভে কখনো সন্তান প্রসব করে নাই, যাদের স্তন কখনো শিশুদের পান করান নাই। 30সেই সময় লোকেরা পর্বতগণকে বলিতে শুরু করিবে, আমাদের উপরে পড়; এবং পাহাড়গুলোকে বলিবে, আমাদের ঢাকিয়া রাখো। 31কারণ লোকেরা সবুজ গাছের প্রতি যদি এমন করে, তবে শুকনো গাছে কি না ঘটবে?32আরও দুজন অপরাধীকে প্রাণডণ্ড দেবার জন্য তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।33পরে মাথার খুলি নামক জায়গায় নিয়ে গিয়ে তারা সেখানে তাঁকে এবং সেই দুজন অপরাধীকে ক্রশে দিল, এক জনকে তার ডান পাশে ও অপর জনকে বাম পাশে রাখিল। 34তখন যীশু বললেন, পিতা, ইহাদের ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করছে, তা জানে না। পরে তারা তাঁর জামা-কাপড়গুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।35লোকেরা দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। যিহুদী শাসকেরা তাঁকে উপহাস করে বলিতে লাগিল,এই ব্যক্তি অন্য লোককে রক্ষা করত, যদি তিনি ঈশ্বরের সেই মনোনীত খ্রীষ্ট, তবে নিজেকে রক্ষা করুক,36আর সেনারাও তাঁকে উপহাস করিল, তাঁর কাছে অম্লরস নিয়ে বলিতে লাগিল, 37তুমি যদি যিহুদীদের রাজা হও, তবে নিজেকে রক্ষা কর, 38আর তাঁর উপরে ফলকে এই লেখা ছিল, "ইনিই যিহুদীদের রাজা।"39আর যে দুজন অপরাধীকে ক্রশে ঝোলানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন খ্রীষ্টকে নিন্দা করে বলিতে লাগিল, তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট?তবে আপনাকে ও আমাদেরকেউ রক্ষা কর। 40কিন্তু অন্যজন উত্তর দিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি কি ঈশ্বরকেউ ভয় কর না? তুমিও তো একই শাস্তি পাচ্ছো। 41আর আমরা যে শাস্তি পাচ্ছি তা ন্যায্য; কেননা যা যা করেছি, তারই যোগ্য শাস্তি পাচ্ছি; কিন্তু ইনি অন্যায় কাজ কিছুই করেন নাই।42পরে সে বলিল, যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসবেন, তখন আমাকে মনে করবেন। 43তিনি তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সাথে স্বর্গরাজ্যে যাবে।44তখন বেলা প্রায় বারোটা আর তিনটা পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকারময় হয়ে থাকিল। 45সূর্য্যের আলো থাকিলো না, আর মন্দিরের পর্দাটা মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে ভাগ হয়ে গেল।46আর যীশু খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা সমর্পণ করিলাম; আর এই বলে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 47যা ঘটিল, তা দেখে শতপতি ঈশ্বরের গৌরব করে বললেন, সত্যিই, এই লোক ধার্মিক ছিলেন।48আর যেসব লোক এই দৃশ্য দেখার জন্য এসেছিলেন, তাহারা এই সব দেখে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ফিরে গেলেন। 49আর তাঁর পরিচিত সবাই এবং যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সাথে গালীল থেকে এসেছিলেন তাহারা দূরে এই সকল দেখছিলেন।50আর দেখ, যোষেফ নামে এক লোক ছিলেন, তিনি মন্ত্রী, এক সৎ ধার্মিক লোক, 51এই লোক ওদের পরিকল্পনাতে ও কাজে সম্মত ছিলেন না, তিনি অরিমাথিয়া যিহুদী শহরের লোক; তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।52এ লোক পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহ চাইলেন; 53পরে মৃতদেহ নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং পাথর দিয়ে তৈরী এক কবরের মধ্যে তাকে রাখলেন, যেখানে কখনো কাউকে রাখা হয়নি।54সেই দিন আয়োজনের দিন এবং বিশ্রামবার প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছিল। 55আর যে স্ত্রীলোকেরা তাঁর সাথে গালীল থেকে এসেছিলেন, তারা পিছন পিছন গিয়ে সেই কবর এবং কীভাবে তাঁর মৃতদেহ রাখিলেন, তা দেখলেন; 56পরে ফিরে গিয়ে সুগন্ধি দ্রব্য ও তেল প্রস্তুত করলেন। তখন তাঁরা ঈশ্বরের আদেশ অনুযায়ী বিশ্রামবারে বিশ্রাম নিলেন।

Chapter 24  
1সপ্তাহের প্রথম দিন তারা খুব ভোরে উঠে ঐ কবরের কাছে এলে, যে সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করেছিলেন তা নিয়ে আসলেন; 2আর দেখলেন, কবর থেকে পাথরটা সরানো রয়েছে, 3কিন্তু ভিতরে গিয়ে প্রভু যীশুর মৃতদেহ দেখতে পেলেন না।4তারা এই বিষয়ে ভাবছেন, এমন সময়ে, দেখ, উজ্জ্ব কাপড় পরিহিত দুজন লোক তাদের কাছে দাঁড়ালেন। 5তখন তারা ভয় পেয়ে মাটির দিকে মুখ নীচু করলে সেই দুই লোক তাদের বললেন, মৃতদের মধ্যে জীবিতের খোঁজ করছ কেন?6তিনি এখানে নেই, কিন্তু উঠেছেন। গালীলে থাকতে তিনি তোমাদের যা বলেছিলেন, তা মনে কর; 7তিনি তো বলেছিলেন, মনুষ্যপুত্রকে পাপী মানুষদের হাতে সমর্পিত হতে হবে, ক্রশারোপিত হতে হবেএবং তৃতীয় দিনে উঠতে হবে।8তখন তাঁর সেই কথা গুলি তাদের মনে পড়ল, 9আর তারা কবর থেকে ফিরে গিয়ে সেই এগারো জন শিষ্যকে ও অন্য সবাইকে এই সব খবর দিলেন। 10উহারা মগ্দলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মা মরিয়ম; আর এদের সাথে অন্য স্ত্রীলোকরাও প্রেরিতদের এই সব কথা বললেন।11কিন্তু এই সব কথা তাদের চোখে গল্পের মত মনে হল; তারা তাদের কথায় বিশ্বাস করলেন না। 12তা সত্ত্বেও পিতর উঠে গিয়ে কবরের কাছে দৌড়ে গেলেন এবং নীচু হয়ে ভালো করে দেখলেন, শুধু কাপড়গুলো পরে রয়েছে; যা ঘটেছে, তাতে অবাক হয়ে তারা নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।13আর দেখ, সেই দিন তাদের দুজন যিরুশালেম থেকে সাত মাইল দূরে ইম্মায়ূ নামে গ্রামে যাচ্ছিলেন, 14এবং তারা ঐ সব ঘটনার বিষয়ে একে অপরে কথা বলাবলি করতে ছিলেন।15তারা কথা বলাবলি করতে একে অপরে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, এমন সময়ে যীশু নিজে এসে তাদের সাথে সাথে যেতে লাগলেন; 16কিন্তু তাদের চোখ বন্ধ হয়েছিল, তাই তাঁকে চিনতে পারলেন না।17তিনি তাদের বললেন, তোমরা হাঁটতে হাঁটতে একে অপরে যে সব কথা বলাবলি করছ, সে সব কি? তারা চিন্তিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। 18পরে ক্লিয়পা নামে তাদের একজন উত্তর করে তাঁকে বললেন, আপনি কি একা যিরুশালেমে বাস করছেন, এই কয়েক দিনের মধ্যে সেখানে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা জানেন না?19তিনি তাদেরকে বললেন, কি কি ঘটনা? তারা তাঁকে বললেন, নাসরতীয় যীশুর বিষয়ে ঘটনা, যিনি ঈশ্বরের সকল লোকের সামনে কাজে ও কথায় মহান ভাববাদী ছিলেন; 20আর কীভাবে প্রধান যাজকেরা ও আমাদের শাসকেরা প্রাণদণ্ডের জন্য দোষী করে তাকে সমর্পণ করলেন, ও ক্রশে দিলেন।21কিন্তু আমরা আশা করছিলাম যে, তিনি সেই লোক, যিনি ইস্রায়েলকে উদ্ধার করবেন। আর এসব ছাড়া আজ তিনদিন হলো, এসব ঘটেছে।22আবার আমাদের কয়েক জন স্ত্রীলোক আমাদের অবাক করলেন; তারা ভোরে তাঁর কবরের কাছে গিয়েছিলেন, 23আর তাঁর মৃতদেহ দেখতে না পেয়ে এসে বললেন, স্বর্গ দূতদের ও দেখা পেয়েছি এবং তাঁরা বললেন, তিনি জীবিত আছেন। 24আর আমাদের সাথীদের যারা কবরের কাছে গিয়েছিল, সেই স্ত্রীলোকেরা যেমন বলেছিলেন, তেমনি দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি।25তখন তিনি তাদের বললেন, হে বোকারা এবং ধীর হৃদয়ের লোকেরা, ভাববাদীরা যে সব কথা বলেছেন, সেই সবে বিশ্বাস করতে পার না 26খ্রীষ্টের কি প্রয়োজন ছিল না যে, এই সব দুঃখভোগ করেন ও আপন মহিমায় প্রবেশ করেন? 27পরে তিনি মোশি থেকে ও সব ভাববাদী শুরু করে সব বাইবেলে তাঁর আপন বিষয়ে যে সব কথা আছে, তা তাদের বুঝিয়ে দিলেন।28পরে তারা যেখানে যাচ্ছিলেন, সেখানে সেই গ্রামের কাছে আসলেন; আর তিনি দূরে যাবার ভাব দেখালেন। 29কিন্তু তারা অনুরোধ করে বললেন, আমাদের সাথে থাকুন, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসল, বেলা প্রায় চলে গেছে। তাতে তিনি তাদের সাথে থাকার জন্য ঘরে ঢুকলেন।30পরে যখন তিনি তাদের সাথে খাবার খেতে বসলেন, তখন রুটি নিয়ে ধন্যবাদ করলেন এবং ভেঙে তাদের দিতে লাগলেন। 31অমনি তাদের চোখ খুলে গেল, তারা তাঁকে চিনতে পারলেন, আর তিনি তাদের থেকে অদৃশ্য হলেন। 32তখন তারা পরস্পরকে বললেন, পথের মধ্যে যখন তিনি আমাদের সাথে কথা বলছিলেন, আমাদের কাছে বাইবেলের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন আমাদের ভিতরে আমাদের হৃদয় কি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল না?33আর তারা সেই সময়েই উঠে যিরুশালেমে ফিরে গেলেন; এবং সেই এগারো জনকে ও তাদের সাথীদের একসাথে দেখতে পেলেন; 34তারা বললেন, প্রভু নিশ্চয় উঠেছেন এবং শিমোনকে দেখা দিয়েছেন। 35পরে সেই দুজন পথের ঘটনার বিষয়ে এবং রুটি ভাঙার সময় তারা কীভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, এই সকল বিষয়েও বললেন।36তারা একে অপরে এই কথা বলাবলি করছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালেন, ও তাদের বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। 37এতে তারা খুব ভয় পেয়ে মনে করলেন, ভূত দেখছি।38তিনি তাদের বললেন, কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছ? তোমাদের মনে সন্দেহ জাগছে কেন? 39আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি নিজে; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমায় যেমন দেখছ, ভূতের এই রকম হাড় মাংস নেই। 40এই বলে তিনি তাদের হাত ও পা দেখালেন।41তখনও তারা এত আনন্দিত হয়েছিল যে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ও অবাক হচিছলেন, তাই তিনি তাদের বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাবার আছে? 42তখন তারা তাঁকে একটি ভাজা মাছ দিলেন। 43তিনি তা নিয়ে তাদের সামনে খেলেন।44পরে তিনি তাদের বললেন, তোমাদের সাথে থাকতে থাকতে আমি তোমাদের যা বলেছিলাম, আমার সেই কথা এই, মোশির ব্যবস্থায় এবং ভাববাদীদের বইয়ে এবং গীতসংহিতায় আমার বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সে সব অবশ্যই পূর্ণ হবে।45তখন তিনি তাদের মন খুলে দিলেন, যেন তারা বাক্য বুঝতে পারে, 46আর তিনি তাদের বললেন, এই কথা লেখা আছে যে, খ্রীষ্ট দুঃখভোগ করবেন এবং তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্যে থেকে উঠবেন; 47আর তাঁর নামে পাপ ক্ষমার জন্য এবং মন ফেরানোর কথা সকল জাতির কাছে প্রচারিত হবে যিরুশালেম থেকে শুরু করা হবে।48তোমরাই এসবের প্রমাণ। 49আর দেখ আমার পিতা যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি; কিন্তু যে পযর্ন্ত স্বর্গ থেকে আসা শক্তি না পাও, সেই পযর্ন্ত তোমরা ঐ শহরে থাক।50পরে তিনি তাদের বৈথনিয়া পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; এবং হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করলেন। 51পরে এই রকম হইল, তিনি আশীর্বাদ করতে করতে তাদের থেকে আলাদা হলেন এবং স্বর্গে যেতে লাগলেন।52আর তারা তাঁকে প্রণাম করে মহানন্দে যিরুশালেমে ফিরে গেলেন, 53এবং সব সময় মন্দিরে থেকে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগলেন।

## John

Chapter 1

1231শুরুতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। 2এই এক বাক্য শুরুতে ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। 3সব কিছুই তাঁর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে, যা হয়েছে, তার কোনো কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্টি হয়নি।454তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মানবজাতির আলো ছিল। 5সেই আলো অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি দিচ্ছে, আর অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারল না।6786ঈশ্বর একজন মানুষকে পাঠালেন তাঁর নাম ছিল যোহন। 7তিনি স্বাক্ষী হিসাবে এসেছিলেন সেই আলোর জন্য সাক্ষ্য দিতে, যেন সবাই তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করে। 8যোহন সেই আলো ছিলেন না, কিন্তু তিনি এসেছিলেন যেন সেই আলোর বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন।99তিনিই প্রকৃত আলো যিনি পৃথিবীতে আসছিলেন এবং যিনি সব মানুষকে আলোকিত করবেন।101110তিনি পৃথিবীর মধ্যে ছিলেন এবং পৃথিবী তাঁর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছিল আর পৃথিবী তাঁকে চিনত না। 11তিনি তাঁর নিজের জায়গায় এসেছিলেন আর তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না।121312কিন্তু যতজন মানুষ তাঁকে গ্রহণ করল, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করল, সেই সব মানুষকে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন, 13যাদের জন্ম রক্ত থেকে নয়, মাংসিক অভিলাস থেকেও নয়, মানুষের ইচ্ছা থেকেও নয়, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকেই হয়েছে।141514এখন সেই বাক্য দেহে পরিণত হলেন এবং আমাদের সাথে বসবাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, যা পিতার কাছ থেকে আসা একমাত্র পুত্রের যে মহিমা, সেই অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ মহিমা আমরা দেখেছি। 15যোহন তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে চিত্কার করে বললেন, "ইনি সে জন যাঁর সম্বন্ধে আমি আগে বলেছিলাম, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার থেকে অনেক মহান, কারণ তিনি আমার আগে ছিলেন।"16171816কারণ তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সবাই অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ পেয়েছি। 17কারণ ব্যবস্থা মোশির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল আর অনুগ্রহ ও সত্য যীশু খ্রীষ্টর মাধ্যমে এসেছে। 18ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি। সেই এক ও একমাত্র ব্যক্তি, যিনি নিজে ঈশ্বর, যিনি পিতার সঙ্গে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। যীশুর বিষয়ে যোহনের সাক্ষ্য।19202119এখন যোহনের সাক্ষ্য হল, যখন ইহূদি নেতারা কয়েক জন যাজক ও লেবীয়কে যিরূশালেম থেকে যোহনের কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করতে পাঠাল, ‘আপনি কে?’ 20তিনি অস্বীকার না করে স্পষ্ট কথায় উত্তর দিলেন, "আমি সেই খ্রীষ্ট নই"। 21আর তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তবে আপনি কে? আপনি কি এলিয়?" তিনি বললেন, "আমি না।" তারা বলল, "আপনি কি ভাববাদী?" তিনি উত্তরে বললেন, "না"222322তখন তারা তাঁকে বলল, "আপনি কে বলুন, যাতে, যাঁরা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে আমরা উত্তর দিতে পারি। আপনি আপনার নিজের বিষয়ে কি বলেন?" 23তিনি বললেন, "মরূপ্রান্তে একজন চিত্কার করে ঘোষণা করছে, আমি হলাম তাঁর রব; যেমন যিশাইয় ভাববাদীর বইতে যেমন লেখা আছে, তোমরা প্রভুর রাজপথ সোজা কর,”।242524আর যাদেরকে যোহনের কাছে পাঠানো হয়েছিল তারা ছিল ফরীশী। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো এবং বলল 25আপনি যদি সেই খ্রীষ্ট না হন, এলিয় না হন, সেই ভাববাদীও না হন, তবে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছেন কেন?26272826যোহন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন, আমি জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যাকে তোমরা চেনো না। 27ইনি হলেন সেই যিনি আমার পরে আসছেন; আমি তাঁর জুতোর দড়ির বাঁধন খোলবার যোগ্যও নই। 28যর্দন নদীর অপর পারে বৈথনিয়া গ্রামে যেখানে যোহন বাপ্তিষ্ম দিচ্ছিলেন সেই জায়গায় এই সব ঘটনা ঘটেছিল। যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক।John 1:26–28 — বাংলা (ulb)29303129পরের দিন যোহন যীশুকে নিজের কাছে আসছে দেখে বললেন, ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি পৃথিবীর সব পাপ নিয়ে যান। 30ইনিই সেই মানুষ, যাঁর সম্বন্ধে যে আমি আগে বলেছিলাম, আমার পরে এমন একজন মানুষ আসছেন, যিনি আমার থেকে মহান কারণ তিনি আমার আগে থেকেই ছিলেন। 31আর আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি যাতে ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশিত হন, সেইজন্য আমি এসে জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি।32333432আর যোহন সাক্ষ্য দিয়ে বললেন, আমি পবিত্র আত্মাকে পায়রার মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখেছি এবং তাঁর উপরে থাকতে দেখেছি। 33আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিষ্ম দিতে পাঠিয়েছেন তিনিই আমাকে বললেন, তুমি যাঁর উপরে পবিত্র আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই সেই মানুষ যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম দেন। 34আর আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিয়েছি যে, ইনিই হলেন ঈশ্বরের পুত্র। যীশুর প্রথম শিষ্যদের গ্রহণ।353635পরের দিন আবার যেমন যোহন তাঁর দুই জন শিষ্যের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন; 36তখন যীশু হেঁটে যাচ্ছেন এমন সময় দেখতে পেয়ে যোহন বললেন ঐ দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক।John 1:35–36 — বাংলা (ulb)37383937সেই দুই শিষ্য যোহনের কাছে এই কথা শুনে যীশুর পিছন পিছন চলতে লাগলেন। 38তখন যীশু পিছনের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে তাঁর পিছন পিছন আসতে দেখে বললেন, তোমরা কি চাও? তাঁরা উত্তর দিয়ে বললেন, "রব্বি- (অনুবাদ করলে এর মানে হল গুরু)- আপনি কোথায় থাকেন?" 39যীশু তাঁদেরকে বললেন, "এসো এবং দেখো"। তিনি যে জায়গায় থাকতেন তখন তারা সেই জায়গায় গিয়ে দেখলেন এবং সেই দিন তাঁর সঙ্গে থাকলেন; তখন বেলা অনুমানে বিকাল চারটা।40414240যোহনের কথা শুনে যে দুই জন যীশুর সঙ্গে চলে গিয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন ছিল শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয়। 41তিনি প্রথমে নিজের ভাই শিমোনকে খুঁজে পান এবং তাঁকে বলেন, "আমরা মশীহের দেখা পেয়েছি" (অনুবাদ করলে যার মানে হয় খ্রীষ্ট) 42তিনি তাঁকে যীশুর কাছে আনলেন। যীশু তাঁর দিকে দেখলেন এবং বললেন, "তুমি যোহনের ছেলে শিমোন। তোমাকে কৈফা নামে ডাকা হবে" (অনুবাদ করলে যার মানে হয় পিতর) যীশু ফিলিপ ও নথনেলকে ডাকলেন।43444543পরের দিন যখন যীশু গালীলে যাওয়ার জন্য ঠিক করলেন, তিনি ফিলিপের খোঁজ পেলেন এবং তাঁকে বললেন, আমার সঙ্গে এসো। 44ফিলিপ ছিলেন বৈৎসৈদার লোক; আন্দ্রিয় ও পিতরও সেই একই শহরের লোক। 45ফিলিপ নথনেলকে খুঁজে পেলেন এবং তাঁকে বললেন, মোশির ব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ বক্তারা যাঁর কথা লিখেছিলেন, আমরা তাঁকে পেয়েছি; তিনি যোষেফের ছেলে নাসরতীয় যীশু।John 1:43–45 — বাংলা (ulb)46474846নথনেল তাঁকে বললেন, নাসরৎ থেকে কি ভালো কিছু আসতে পারে? ফিলিপ তাঁকে বললেন, এসো এবং দেখ। 47যীশু নথনেলকে নিজের কাছে আসতে দেখে তাঁর সমন্ধে বললেন, ঐ দেখ একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয়, যার মনে কোনো ছলনা নেই। 48নথনেল তাঁকে বললেন, কেমন করে আপনি আমাকে চিনলেন? যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, ফিলিপ তোমাকে ডাকবার আগে যখন তুমি সেই ডুমুরগাছের নিচে ছিলে তখন তোমাকে আমি দেখেছিলাম।49505149নথনেল তাঁকে উত্তর করে বললেন, রব্বি, আপনিই হলেন ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই হলেন ইস্রায়েলের রাজা। 50যীশু উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, কারণ আমি তোমাকে বললাম, সেই ডুমুরগাছের নিচে আমি তোমাকে দেখেছিলাম এই কথা বলার জন্যই তুমি কি বিশ্বাস করলে? এর সব কিছুর থেকেও মহৎ কিছু দেখতে পাবে। 51যীশু বললেন, সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমরা দেখবে স্বর্গ খুলে গেছে এবং ঈশ্বরের দূতেরা মানবপুত্রের উপর দিয়ে উঠছেন এবং নামছেন।

Chapter 2

121তৃতীয় দিনে গালীলের কান্না শহরে এক বিয়ে ছিল এবং যীশুর মা সেখানে ছিলেন; 2আর সেই বিয়েতে যীশুর ও তাঁর শিষ্যদেরও নিমন্ত্রণ হয়েছিল।3453যখন আঙ্গুর রস শেষ হয়ে গেল যীশুর মা তাঁকে বললেন, ওদের আঙ্গুর রস নেই। 4যীশু তাঁকে বললেন, হে নারী এই বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার কি কাজ আছে? আমার সময় এখনও আসেনি। 5তাঁর মা চাকরদের বললেন, ইনি তোমাদের যা কিছু করতে বলেন তাই কর।6786সেখানে ইহূদি ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী বিশুদ্ধ করার জন্য পাথরের ছয়টি জালা বসান ছিল, তার এক একটিতে প্রায় তিন মণ করে জল ধরত। 7যীশু তাদেরকে বললেন "ঐ সব জালাগুলি জল দিয়ে ভর্তি কর"। সুতরাং তারা সেই পাত্রগুলি কাণায় কাণায় জলে ভর্তি করল। 8পরে তিনি সেই চাকরদের বললেন, এখন কিছুটা এখান থেকে তুলে নিয়ে ভোজন কর্তার কাছে নিয়ে যাও। তখন তারা তাই করলো।9109সেই আঙ্গুর রস যা জল থেকে করা হয়েছে, ভোজন কর্তা পান করে দেখলেন এবং তা কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে তা জানতেন না কিন্তু যে চাকরেরা জল তুলেছিল তারা জানতো তখন ভোজন কর্তা বরকে ডাকলেন 10এবং তাকে বললেন, সবাই প্রথমে ভালো আঙ্গুর রস পান করতে দেয় এবং পরে যখন সবার পান করা হয়ে যায় তখন প্রথমের থেকে একটু নিম্নমানের আঙ্গুর রস পান করতে দেয়; কিন্তু তুমি ভালো আঙ্গুর রস এখন পর্যন্ত রেখেছ।1111এইভাবে যীশু গালীল দেশের কান্নাতে এই প্রথম চিহ্ন হিসাবে আশ্চর্য্য কাজ করে নিজের মহিমা প্রকাশ করলেন; তখন তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে বিশ্বাস করলেন। যীশু মন্দির পরিষ্কার করলেন।1212এই সব কিছুর পরে তিনি, তাঁর মা ও ভাইয়েরা এবং তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূমে নেমে গেলেন এবং সেখানে কিছুদিন থাকলেন।131413ইহূদিদের নিস্তারপর্ব্ব খুব কাছে তখন যীশু যিরূশালেমে গেলেন। 14পরে তিনি মন্দিরের মধ্যে দেখলেন যে লোকে গরু, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে এবং টাকা বদল করার লোকও বসে আছে;151615তখন তিনি ঘাস দিয়ে একটা চাবুক তৈরী করলেন এবং সেইটি দিয়ে সব গরু, মেষ ও মানুষদেরকে উপাসনা ঘর থেকে বের করে দিলেন এবং টাকা বদল করার লোকদের টাকা তিনি ছড়িয়ে দিয়ে টেবিলগুলিও উল্টে দিলেন; 16তিনি পায়রা বিক্রেতাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই জায়গা থেকে এই সব নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার জায়গা বানানো বন্ধ করো।"17181917তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “তোমার গৃহের উদ্যোগ আমাকে গ্রাস করবে।” 18তখন ইহূদিরা উত্তর দিয়ে যীশুকে বললেন, তুমি আমাদেরকে কি চিহ্ন দেখাবে যে কি ক্ষমতায় এই সব কাজ তুমি করছ? 19যীশু উত্তর দিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা এই মন্দির ভেঙে ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে আবার সেটা ওঠাব।20212220তখন ইহূদিরা বলল, এই মন্দির তৈরী করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে আর তুমি কি তিন দিনের মধ্যে সেটা ওঠাবে? 21যদিও ঈশ্বরের মন্দির বলতে তিনি নিজের শরীরের কথা বলছিলেন। 22সুতরাং যখন তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন তখন তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল যে, তিনি এই কথা আগে বলেছিলেন এবং তাঁরা শাস্ত্রের কথায় এবং যীশুর বলা কথার উপর বিশ্বাস করলেন।23242523তিনি যখন উদ্ধার পর্বের সময় যিরূশালেমে ছিলেন, তখন যে সব অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তা দেখে অনেকে তাঁর নামে বিশ্বাস করল। 24কিন্তু যীশু নিজে তাদের ওপরে নিজের সম্বন্ধে বিশ্বাস করলেন না, কারণ তিনি সবাইকে জানতেন, 25এবং কেউ যে মানুষ জাতির সমন্ধে সাক্ষ্য দেয়, এতে তার প্রয়োজন ছিল না; কারণ মানুষ জাতির অন্তরে কি আছে তা তিনি নিজে জানতেন।

Chapter 3

121ফরীশীদের মধ্যে নীকদীম নামে একজন মানুষ ছিলেন; তিনি একজন ইহূদি সভার নেতা। 2এই মানুষটি রাত্রিতে যীশুর কাছে এসে তাঁকে বললেন, রব্বি, আমরা জানি যে আপনি একজন গুরু এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন; কারণ আপনি এই যে সব আশ্চর্য্য কাজ করছেন তা ঈশ্বর সঙ্গে না থাকলে কেউ করতে পারে না।343যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, কারুর নতুন জন্ম না হওয়া পর্যন্ত সে ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে পারে না। 4নীকদীম তাঁকে বললেন, মানুষ যখন বুড়ো হয় তখন কেমন করে তার আবার জন্ম হতে পারে? সে তো আবার মায়ের গর্ভে ফিরে গিয়ে দ্বিতীয়বার জন্ম নিতে পারে না, সে কি তা পারে?565যীশু উত্তর দিলেন, আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যদি কেউ জল এবং আত্মা থেকে না জন্ম নেয় তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6যা মানুষ থেকে জন্ম নেয় তা মাংসিক এবং যা আত্মা থেকে জন্ম নেয় তা আত্মাই।787তোমাদের অবশ্যই নতুন জন্ম হতে হবে এই কথা আমি বললাম বলে তোমরা বিষ্মিত হয়ো না। 8বাতাস যে দিকে ইচ্ছা করে সেই দিকে বয়ে চলে। তুমি শুধু তার শব্দ শুনতে পাও কিন্তু কোন দিক থেকে আসে অথবা কোন দিকে চলে যায় তা জান না; আত্মা থেকে যারা জন্ম নেয় প্রত্যেক জন সেই রকম।910119নীকদীম উত্তর করে তাঁকে বললেন, এ সব কেমন ভাবে হতে পারে? 10যীশু তাঁকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি একজন ইস্রায়েলের গুরু, আর তুমি এখনো এ সব বুঝতে পারছ না? 11সত্য, সত্যই, আমরা যা জানি তাই বলছি এবং যা দেখেছি তারই সাক্ষ্য দিই। আর তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য কর না।121312আমি যদি জাগতিক বিষয়ে তোমাদের বলি এবং তোমরা বিশ্বাস না কর, তবে যদি স্বর্গের বিষয়ে বলি তোমরা কেমন করে বিশ্বাস করবে? 13আর স্বর্গে কেউ ওঠেনি শুধুমাত্র যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন তিনি ছাড়া, আর তিনি হলেন মানবপুত্র।141514আর মোশি যেমন মরূপ্রান্তে সেই সাপকে উঁচুতে তুলেছিলেন, ঠিক তেমনি মানবপুত্রকেও উঁচুতে অবশ্যই তুলতে হবে, 15সুতরাং যারা সবাই তাঁতে বিশ্বাস করবে তারা অনন্ত জীবন পাবে।16171816কারণ ঈশ্বর জগতকে এত ভালবাসলেন যে, নিজের একমাত্র পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। 17কারণ ঈশ্বর জগতকে দোষী প্রমাণ করতে পুত্রকে জগতে পাঠাননি কিন্তু জগত যেন তাঁর মাধ্যমে পরিত্রাণ পায়। 18যে তাঁতে বিশ্বাস করে তাকে দোষী করা হয় না। যে বিশ্বাস না করে তাকে দোষী বলে আগেই ঠিক করা হয়েছে কারণ সে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নি।19202119বিচারের কারণ হলো এই যে, পৃথিবীতে আলো এসেছে এবং মানুষেরা আলো থেকে অন্ধকার বেশি ভালবেসেছে, কারণ তাদের কর্মগুলি ছিল মন্দ। 20কারণ প্রত্যেকে যারা মন্দ কাজ করে তারা আলোকে ঘৃণা করে এবং তাদের সব কর্ম্মের দোষ যাতে প্রকাশ না হয় তার জন্য তারা আলোর কাছে আসে না। 21যদিও, যে সত্য কাজ করে সে আলোর কাছে আসে, যেন তার সব কাজ ঈশ্বরের ইচ্ছামত করা হয়েছে বলে প্রকাশ পায়। যীশুর সমন্ধে যোহনের প্রচার।22232422তারপরে যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা যিহূদিয়া দেশে গেলেন, আর তিনি সেখানে তাঁদের সঙ্গে থাকলেন এবং বাপ্তিষ্ম দিতে লাগলেন। 23আর যোহনও শালীম দেশের কাছে ঐনোন নামে একটি জায়গায় বাপ্তিষ্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেই জায়গায় অনেক জল ছিল। আর মানুষেরা তাঁর কাছে আসতো এবং বাপ্তিষ্ম নিত। 24কারণ তখনও যোহনকে জেলখানায় পাঠানো হয়নি।252625তখন একজন ইহূদির সঙ্গে বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয় নিয়ে যোহনের শিষ্যদের তর্ক বিতর্ক হল। 26তারা যোহনের কাছে গিয়ে তাঁকে বলল রব্বি, যিনি যর্দনের অপর পারে আপনার সঙ্গে ছিলেন এবং যাঁর সমন্ধে আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, দেখুন তিনি বাপ্তিষ্ম দিচ্ছেন এবং সবাই তাঁর কাছে যাচ্ছে।272827যোহন উত্তর দিয়ে বললেন, স্বর্গ থেকে যতক্ষণ না মানুষকে কিছু দেওয়া হয়েছে ততক্ষণ তা ছাড়া সে আর কিছুই পেতে পারে না। 28তোমরা নিজেরাই আমার সাক্ষী যে, আমি বলেছি আমি সেই খ্রীষ্ট নই, কিন্তু আমি বলেছি তাঁর আগে আমাকে পাঠানো হয়েছে।293029যার কাছে কনে আছে সেই বর; কিন্তু বরের বন্ধু যে দাঁড়িয়ে বরের কথা শুনে, সে তাঁর গলার আওয়াজ শুনে খুব আনন্দিত হয়; ঠিক সেইভাবে আমার এই আনন্দ পূর্ণ হল। 30তিনি অবশ্যই বড় হবেন, আমি অবশ্যই ছোট হব।31323331যিনি উপর থেকে আসেন, তিনি সব কিছুর প্রধান; যে পৃথিবী থেকে আসেন সে পৃথিবীর এবং সে পৃথিবীর জিনিষেরই কথাই বলে; যিনি স্বর্গ থেকে আসেন, তিনি সব কিছুর প্রধান। 32তিনি যা কিছু দেখেছেন ও শুনেছেন, তারই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, আর তাঁর সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করে না। 33যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে, সে নিশ্চিত করেছে যে ঈশ্বর সত্য।34353634কারণ ঈশ্বর যাকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য বলেন; কারণ ঈশ্বর আত্মা মেপে দেন না। 35পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং সব কিছুই তাঁর হাতে দিয়েছেন। 36যে কেউ পুত্রের ওপর বিশ্বাস করেছে, সে অনন্ত জীবন পেয়েছে; কিন্তু যে কেউ পুত্রকে না মেনে চলে সে জীবন দেখতে পাবে না কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপরে থাকবে।

Chapter 4

1231প্রভু যখন জানতে পারলেন যে, ফরীশীরা শুনেছে, যীশু যোহনের চেয়ে অনেক বেশি শিষ্য করেন এবং বাপ্তিষ্ম দেন 2যদিও যীশু নিজে বাপ্তিষ্ম দিতেন না কিন্তু তাঁর শিষ্যরাই দিতেন, 3তখন তিনি যিহূদিয়া ছাড়লেন এবং আবার গালীলে চলে গেলেন।454আর গালীলে যাবার সময় শমরিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হল। 5তখন তিনি শুখর নামক শমরিয়ার এক শহরের কাছে আসলেন; যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে যে জমি দান করেছিলেন এই শহর তার কাছে।6786আর সেই জায়গায় যাকোবের কূপ ছিল। তখন যীশু হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে সেই কূপের পাশে বসলেন। তখন অনুমানে দুপুর বেলা ছিল। 7শমরিয়ার একজন স্ত্রীলোক জল তুলতে এসেছিলেন এবং যীশু তাকে বললেন, "আমাকে পান করবার জন্য একটু জল দাও"। 8কারণ তাঁর শিষ্যেরা খাবার কেনার জন্য শহরে গিয়েছিলেন।9109তখন শমরীয় স্ত্রীলোকটী তাঁকে বললেন, আপনি ইহূদি হয়ে কেমন করে আমার কাছে পান করবার জন্য জল চাইছেন? আমি ত একজন শমরীয় স্ত্রীলোক।- কারণ শমরীয়দের সঙ্গে ইহূদিদের কোনো আদান প্রদান নেই। 10যীশু উত্তরে তাকে বললেন, তুমি যদি জানতে, ঈশ্বরের দান কি, আর কে তোমাকে বলছেন, ‘আমাকে পান করবার জল দাও,’ তবে তাঁরই কাছে তুমি চাইতে এবং তিনি হয়তো তোমাকে জীবনদায়ী জল দিতেন।111211স্ত্রীলোকটী তাঁকে বলল, মহাশয়, জল তোলার জন্য আপনার কাছে বালতি নেই এবং কূপটীও গভীর; তবে সেই জীবন জল আপনি কোথা থেকে পেলেন? 12আমাদের পিতৃপুরুষ যাকোব থেকে কি আপনি মহান? যিনি আমাদেরকে এই কূপ দিয়েছেন, আর এই কূপের জল তিনি নিজে ও তাঁর পুত্রেরা পান করতেন ও তার পশুর পালও পান করত।131413যীশু উত্তর দিয়ে তাকে বললেন, যে কেউ এই জল পান করে, তার আবার পিপাসা পাবে; 14কিন্তু আমি যে জল দেব তা যে কেউ পান করবে তার আর কখনও পিপাসা পাবে না; বরং আমি তাকে যে জল দেব তা তার অন্তরে এমন জলের ফোয়ারার মত হবে যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলিয়ে উঠবে।151615স্ত্রীলোকটী তাঁকে বলল, মহাশয়, সেই জল আমাকে দিন যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল তোলার জন্য এখানে না আসতে হয়। 16যীশু তাকে বললেন, যাও আর তোমার স্বামীকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।171817স্ত্রীলোকটী উত্তরে তাঁকে বললেন, আমার স্বামী নেই। যীশু তাকে উত্তরে বললেন, তুমি ভালই বলেছ যে, আমার স্বামী নেই; 18কারণ তোমার পাঁচটি স্বামী ছিল এবং এখন তোমার সঙ্গে যে আছে সে তোমার স্বামী নয়; এটা তুমি সত্য কথা বলেছ।192019স্ত্রীলোকটী তাঁকে বলল, মহাশয়, আমি দেখছি যে আপনি একজন ভবিষ্যৎ বক্তা। 20আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতের উপর উপাসনা করতেন কিন্তু আপনারা বলে থাকেন যে, যিরূশালেমই হলো সেই জায়গা যে জায়গায় মানুষের উপাসনা করা উচিত।212221যীশু তাকে উত্তর দিয়ে বললেন, হে নারী, আমাকে বিশ্বাস কর; একটা সময় আসছে যখন তোমরা না এই পর্বতে না যিরূশালেমে পিতার উপাসনা করবে। 22তোমরা যাকে জান না তাকে উপাসনা করছ; আমরা যাকে জানি তারই উপাসনা করি, কারণ ইহূদিদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ আসবে।232423যদিও এমন সময় আসছে বরং এখনই সেই সময়, যখন প্রকৃত উপাসনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার উপাসনা করবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এই রকম উপাসনাকারী কে খোঁজ করেন। 24ঈশ্বর আত্মা; এবং যারা তাঁকে উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।252625স্ত্রীলোকটী তাঁকে বলল, আমি জানি যে মশীহ আসছেন, যাকে খ্রীষ্ট বলে, তিনি যখন আসবেন তখন আমাদেরকে সব কিছু জানাবেন। 26যীশু তাকে বললেন, আমি, যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, আমিই সেই।2727ঠিক সেই সময়ে তাঁর শিষ্যরা ফিরে আসলেন। আর তারা আশ্চর্য্য হলেন যে তিনি কেন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা বলছেন, যদিও কেউ বলেননি, আপনি কি চান? অথবা কি জন্য তার সঙ্গে কথা বলছেন?28293028তখন সেই স্ত্রীলোকটী নিজের কলসী ফেলে রেখে শহরে ফিরে গেল এবং লোকদের বলল, 29এস, দেখো একজন মানুষ আমি যা কিছু আজ পর্যন্ত করেছি তিনি সব কিছুই আমাকে বলে দিলেন; তিনি কি সেই খ্রীষ্ট নন? 30তারা শহর থেকে বের হয়ে তাঁর কাছে আসলেন।31323331এর মধ্যে শিষ্যরা তাঁকে আবেদন করে বললেন, রব্বি, কিছু খেয়ে নিন। 32কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, আমার কাছে খাবার জন্য খাদ্য আছে যার সম্পর্কে তোমরা জান না। 33সেইজন্য শিষ্যেরা একে অপরকে বলতে লাগলেন, কেউ তো ওনার খাবার জন্য কিছু আনেনি, এনেছে কি?34353634যীশু তাঁদের বললেন, আমার খাদ্য এই যে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তাঁর ইচ্ছা পালন করি এবং তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করি। 35তোমরা কি বল না, "এখনো চার মাস বাকি তারপরে শস্য কাটবার সময় আসবে? আমি তোমাদেরকে বলছি, চোখ তুলে শস্য ক্ষেতের দিকে তাকাও, শস্য পেকে গেছে, কাটার সময় হয়েছে।" 36যে ফসল কাটে সে বেতন পায় এবং অনন্ত জীবনের জন্য ফল জড়ো করে রাখে; সুতরাং যে বীজ বোনে ও যে ফসল কাটে সবাই একসঙ্গে আনন্দ করে।373837কারণ এই কথা সত্য যে, একজন বোনে অন্য একজন কাটে। 38আমি তোমাদের ফসল কাটতে পাঠালাম, যার জন্য তোমরা কোনো কাজ করনি; অন্য লোক পরিশ্রম করেছে এবং তোমরা তাদের পরিশ্রম করা ক্ষেতে ঢুকেছ। অনেক শমরীয় বিশ্বাস করলেন।394039সেই শহরের শমরীয়েরা অনেকে তাঁতে বিশ্বাস করল কারণ সেই স্ত্রীলোকটী সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আমি যা কিছু আজ পর্যন্ত করেছি তিনি আমাকে সব কিছুই বলে দিয়েছেন। 40সুতরাং সেই শমরীয়েরা যখন তাঁর কাছে আসল, তারা তখন তাঁকে অনুরোধ করল যেন তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন এবং তাতে তিনি দুই দিন সেখানে ছিলেন।414241এবং আরও অনেক লোক তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করল; 42তারা সেই স্ত্রীলোককে বলতে লাগল, আমরা যে বিশ্বাস করছি সে শুধুমাত্র তোমার কথা শুনে নয়, কারণ আমরা নিজেরা শুনেছি ও এখন জানতে পেরেছি যে, ইনি হলেন প্রকৃত জগতের ত্রাণকর্তা। যীশু রাজকর্মীর ছেলেকে সুস্থ করলেন।43444543সেই দুই দিনের পর তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে গালীলে যাবার জন্য রওনা দিলেন। 44কারণ যীশু নিজে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যৎ বক্তা তাঁর নিজের দেশে সম্মান পান না। 45যখন তিনি গালীলে আসলেন তখন গালীলীয়েরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেছিল, যিরূশালেমে পর্বের সময়ে তিনি যা কিছু করেছিলেন, সে সব তারা দেখেছিল; কারণ তারাও সেই পর্ব্বে গিয়েছিল।464746পরে তিনি আবার গালীলের সেই কান্না শহরে আসলেন, যেখানে তিনি জলকে আঙ্গুর রস বানিয়েছিলেন। সেখানে একজন রাজকর্মী ছিলেন যাঁর ছেলে কফরনাহূমে অসুস্থ ছিল। 47যখন তিনি শুনলেন যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন তিনি তাঁর কাছে গেলেন এবং অনুরোধ করলেন যেন তিনি আসেন এবং তাঁর ছেলেকে সুস্থ করেন যে প্রায় মরে যাবার মত হয়েছিল।48495048তখন যীশু তাঁকে বললেন, চিহ্ন এবং বিষ্ময়জনক কাজ যতক্ষণ না দেখ, তোমরা বিশ্বাস করবে না। 49সেই রাজকর্মী তাঁকে বললেন, হে প্রভু আমার ছেলেটা মরার আগে আসুন। 50যীশু তাঁকে বললেন যাও, তোমার ছেলে বেঁচে গেছে। সেই লোকটিকে যীশু যে কথা বললেন তিনি তা বিশ্বাস করলেন এবং তাঁর নিজের রাস্তায় চলে গেলেন।515251যখন তিনি যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর চাকরেরা তাঁর কাছে এসে বলল আপনার ছেলেটি বেঁচে গেছে। 52তখন তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন কোন সময় তার সুস্থ হওয়া শুরু হয়েছিল? তারা তাঁকে বলল, কাল প্রায় দুপুর একটার সময়ে তার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে।535453তখন পিতা বুঝতে পারলেন, যীশু সেই ঘন্টাতেই তাঁকে বলেছিলেন, তোমার ছেলে বেঁচে গেছে; সুতরাং তিনি নিজে ও তাঁর পরিবারের সবাই বিশ্বাস করলেন। 54যিহূদিয়া থেকে গালীলে আসবার পর যীশু আবার এই দ্বিতীয়বার আশ্চর্য্য কাজ করলেন।

Chapter 5

12341এর পরে ইহূদিদের একটি উত্সব ছিল এবং যীশু যিরূশালেমে গিয়েছিলেন। 2যিরূশালেমে মেষ ফটকের কাছে একটি পুকুর আছে, ইব্রীয় ভাষায় সেই পুকুরের নাম বৈথেসদা, তার পাঁচটি ছাদ দেওয়া ঘাট আছে। 3সেই সব ঘাটে অনেকে যারা অসুস্থ মানুষ, অন্ধ, খঞ্জ ও যাদের শরীর শুকিয়ে গেছে তারা পড়ে থাকত। 4[তারা জলকম্পনের অপেক্ষায় থাকত। কারণ বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পুকুরে প্রভুর এক দূত নেমে আসতেন ও জল কম্পন করতেন; সেই জলকম্পের পরে যে কেউ প্রথমে জলে নামত তার যে কোন রোগ হোক সে ভালো হয়ে যেতো।]565সেখানে একজন অসুস্থ মানুষ ছিল, সে আটত্রিশ বছর ধরে অচল অবস্থায় আছে। 6যখন যীশু তাকে পড়ে থাকতে দেখলেন এবং অনেকদিন ধরে সেই অবস্থায় আছে জানতে পেরে তিনি তাকে বললেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও"?787অসুস্থ মানুষটি উত্তর দিলেন, মহাশয়, আমার কেউ নেই যে, যখন জল কম্পিত হয় তখন আমাকে পুকুরে নামিয়ে দেয়; আমি যখন চেষ্টা করি, অন্য একজন আমার আগে নেমে পড়ে। 8যীশু তাকে বললেন, "উঠ, তোমার বিছানা তুলে নাও এবং হেঁটে বেড়াও"।99সেই মুহূর্তেই ওই মানুষটি সুস্থ হয়ে গেল এবং নিজের বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে লাগল। সেই দিন ছিল বিশ্রামবার।101110সুতরাং যাকে সুস্থ করা হয়েছিল তাকে ইহূদি নেতারা বললে, আজ বিশ্রামবার, ব্যবস্থা অনুসারে বিছানা বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমার উচিত নয়। 11কিন্তু সে তাদেরকে উত্তর দিল, যিনি আমাকে সুস্থ করেছেন তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে চলে যাও"।121312তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, সেই মানুষটি কে যে তোমাকে বলেছে, "বিছানা তুলে নিয়ে হেঁটে বেড়াও"। 13যদিও যে মানুষটি সুস্থ হয়েছিল সে জানত না তিনি কে ছিলেন, কারণ সেই জায়গায় অনেক লোক থাকার জন্য যীশু সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন (চলে গিয়েছিলেন)।141514পরে যীশু উপাসনা ঘরে তাকে দেখতে পেলেন এবং তাকে বললেন, দেখ, তুমি সুস্থ হয়েছ; আর কখনো পাপ করো না, পাছে তোমার প্রতি আর খারাপ কিছু ঘটে। 15সেই মানুষটি চলে গেল এবং ইহূদি নেতাদের বলল যে, উনি যীশুই ছিলেন যিনি তাকে সুস্থ করেছেন। পুত্রের মাধ্যমে জীবন।16171816আর এই সব কারণে ইহূদি নেতারা যীশুকে তাড়না করতে লাগল, কারণ তিনি বিশ্রামবারে এই সব কাজ করছিলেন। 17যীশু তাদেরকে উত্তর দিলেন, আমার পিতা এখনও পর্যন্ত কাজ করেন এবং আমিও করি। 18এই কারণে ইহূদিরা তাঁকে মেরে ফেলার খুব চেষ্টা করছিল কারণ তিনি শুধু বিশ্রামবারের নিয়ম ভাঙছিলেন তা নয় কিন্তু তিনি ঈশ্বরকেও নিজের পিতা বলে নিজেকে ঈশ্বরের সমান করতেন।192019যীশু তাদেরকে উত্তর দিয়ে বললেন, সত্য, সত্য, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করতে পারেন না, কেবল পিতাকে যা কিছু করতে দেখেন, তাই করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন পুত্রও সেই সব একইভাবে করেন। 20কারণ পিতা পুত্রকে ভালবাসেন এবং তিনি নিজে যা কিছু করেন সবই তাঁকে দেখান এবং এর থেকেও মহৎ মহৎ কাজ তাঁকে দেখাবেন যেন তোমরা সবাই আশ্চর্য্য হও।21222321কারণ পিতা যেমন মৃতদের ওঠান এবং জীবন দান করেন, সেই রকম পুত্রও যাদেরকে ইচ্ছা করেন তাকে জীবন দেন। 22কারণ পিতা কারও বিচার করেন না কিন্তু সব বিচারের ভার পুত্রকে দিয়েছেন, 23সুতরাং সবাই যেমন পিতাকে সম্মান করে, তেমনি পুত্রকে সবাই সম্মান করে। যে পুত্রকে সম্মান করে না, সে পিতাকে সম্মান করে না যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।2424সত্য, সত্যই বলছি যে কেউ আমার বাক্য শুনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং তাকে দোষী করা হবে না কিন্তু সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে গেছে।2525সত্য, সত্যই বলছি এমন সময় আসছে, বরং এখন সেই সময়, যখন মৃতেরা ঈশ্বরের পুত্রের গলার শব্দ শুনবে এবং যারা শুনবে তারা জীবিত হবে।282928এই জন্য বিষ্মিত হয়ো না, কারণ এমন সময় আসছে, যখন কবরের মধ্যে যারা আছে তারা সবাই তাঁর গলার শব্দ শুনতে পাবে, 29এবং যারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য ভালো কাজ করেছে ও যারা খারাপ কাজ করেছে তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে।30313230আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি তেমন বিচার করি এবং আমার বিচার ন্যায়পরায়ন কারণ আমি নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্টা করি না কিন্তু আমাকে যিনি পঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে চেষ্ঠা করি। যীশুর সমন্ধে সাক্ষ্য। 31আমি যদি নিজের সমন্ধে নিজে সাক্ষ্য দিই, তবে আমার সাক্ষ্য সত্য হবে না। 32আমার সমন্ধে অন্য আর একজন সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং আমি জানি যে আমার সমন্ধে তিনি যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেই সাক্ষ্য সত্য।33343533তোমরা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছ এবং তিনি সত্যের হয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34আমি যে সাক্ষ্য গ্রহণ করি তা মানুষ থেকে নয় তবুও আমি এই সব বলছি যেন তোমরা পরিত্রাণ পাও। 35যোহন একজন জলন্ত ও আলোময় প্রদীপ ছিলেন এবং তোমরা তাঁর আলোতে কিছু সময় আনন্দ করতে রাজি হয়েছিলে।36373836কিন্তু যোহনের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে আমার আরও বড় সাক্ষ্য আছে; কারণ পিতা আমাকে যে সব কাজ সম্পন্ন করতে দিয়েছেন, যে সব কাজ আমি করছি, সেই সব আমার উদ্দেশ্যে এই সাক্ষ্য দেয় যে পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। 37আর পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনিই আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর গলার শব্দ তোমরা কখনও শোননি, তাঁর আকারও কখনো দেখনি। 38তাঁর বাক্য তোমাদের অন্তরে থাকে না; কারণ তিনি যাকে পাঠিয়েছেন তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর না।394039তোমরা পবিত্র শাস্ত্র খোঁজ করো কারণ তোমরা মনে করো যে তাতেই তোমাদের অনন্ত জীবন আছে এবং এই একই বাক্য আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়; 40এবং তোমরা জীবন পাবার জন্য আমার কাছে আসতে রাজি হও না।414241আমি মানুষদের থেকে গৌরব নিই না! 42কিন্তু আমি জানি যে তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা নেই।434443আমি আমার পিতার নামে এসেছি এবং তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না। যদি অন্য কেউ তার নিজের নামে আসে, তাকে তোমরা গ্রহণ করবে। 44তোমরা কিভাবে বিশ্বাস করবে? তোমরা তো একে অপরের কাছ থেকে প্রশংসা গ্রহণ করছ কিন্তু শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে যে গৌরব আসে তার চেষ্ঠা কর না।45464745মনে করো না যে আমি পিতার কাছে তোমাদের দোষী করব। সেখানে আর একজন আছেন যিনি তোমাদের দোষী করেন তিনি হলেন মোশি যাঁর উপরে তোমরা আশা রেখেছ। 46যদি তোমরা মোশিকে বিশ্বাস করতে তবে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ আমার সম্পর্কেই তিনি লিখেছেন। 47যেহেতু তাঁর লেখায় বিশ্বাস কর না, তবে আমার বাক্যে কিভাবে বিশ্বাস করবে?

Chapter 6

1231এই সব কিছুর পরে যীশু গালীল সাগরের যাকে তিবিরিয়া- সাগরও বলে, তার অপর পারে চলে গেলেন। 2আর বহু মানুষ তাঁর পিছনে পিছনে যেতে লাগল, কারণ তিনি অসুস্থদের উপরে যে সব চিহ্ন- কাজ করতেন সে সব তারা দেখত। 3যীশু পর্বতের উপর উঠলেন এবং সেখানে নিজের শিষ্যদের সঙ্গে বসলেন।4564তখন নিস্তারপর্ব্ব, ইহূদিদের এই পর্ব্ব খুব কাছেই এসেছিল। 5যখন যীশু তাকালেন এবং দেখলেন যে বহু মানুষ তাঁর কাছে আসছে তখন তিনি ফিলিপকে বললেন, এদের খাবারের জন্য আমরা কোথায় রুটি কিনতে যাব? 6আর এই সব তিনি ফিলিপকে পরীক্ষা করার জন্য বললেন, কারণ তা তিনি নিজে জানতেন কি করবেন।7897ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, ওদের জন্য দুশো দিনারের রুটি ও যথেষ্ট নয় যে, প্রত্যেকে এমনকি অল্প করে পাবে। 8তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয় যীশুকে বললেন, 9এখানে একটি বালক আছে যার কাছে যবের পাঁচটি রুটি এবং দুটী মাছ আছে কিন্তু এত মানুষের মধ্যে এইগুলি দিয়ে কি হবে?10111210যীশু বললেন, "লোকদের বসিয়ে দাও"। সেই জায়গায় অনেক ঘাস ছিল। সুতরাং পুরুষেরা বসে গেল, সংখ্যায় প্রায় পাঁচ হাজার লোক হবে। 11তখন যীশু সেই রুটি কয়টি নিলেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে যারা বসেছিল তাদেরকে ভাগ করে দিলেন; সেইভাবে মাছ কয়টিও তারা যতটা চেয়েছিল ততটা দিলেন। 12আর তারা তৃপ্ত করে খাবার পর তিনি নিজের শিষ্যদের বললেন, অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া সব জড়ো কর, যেন কিছুই নষ্ট না হয়।13141513সুতরাং তাঁরা জড়ো করলেন এবং ঐ পাঁচটি যবের রুটি র গুঁড়াগাঁড়ায় সেই মানুষদের খাবার পর যা বেঁচেছিল তাতে বারো ঝুড়ি ভরলেন। 14তখন সেই মানুষেরা তাঁর আশ্চর্য্য কাজ দেখে বলতে লাগল, ইনি সত্যই সেই ভাববাদী যাঁর পৃথিবীতে আসার কথা আছে। 15যখন যীশু বুঝতে পারলেন যে, তারা এসে রাজা করবার জন্য জোর করে তাঁকে ধরতে আসছে, তাই তিনি আবার নিজে একাই পর্বতে চলে গেলেন। যীশু জলের উপর হাঁটলেন।16171816যখন সন্ধ্যা হলো তাঁর শিষ্যেরা সমুদ্রতীরে চলে গেলেন। 17তারা একটি নৌকায় উঠলেন এবং সমুদ্রের অপর পারে কফরনাহূমের দিকে চলতে লাগলেন। সে সময় অন্ধকার হয়ে এসেছিল এবং যীশু তখনও তাঁদের কাছে আসেননি। 18সেই সময় ঝড় হচ্ছিল এবং সাগরে বড় বড় ঢেউ উঠছিল।19202119এইভাবে যখন শিষ্যেরা দেড় বা দুই ক্রোশ বয়ে গেলেন তাঁরা যীশুকে দেখতে পেলেন যে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার কাছে আসছেন এতে তাঁরা ভয় পেলেন। 20তখন তিনি তাঁদেরকে বললেন, "এ আমি, ভয় কর না"। 21তখন তাঁরা তাঁকে নৌকায় নিতে রাজি হলেন এবং তাঁরা যেখানে যাচ্ছিলেন নৌকা তক্ষনি সেই ডাঙা জায়গায় পৌঁছে গেল।222322পরের দিন, সাগরের অপর পারে যেখানে মানুষের দল দাঁড়িয়েছিল তারা দেখেছিল যে সেখানে একটি ছাড়া আর কোনো নৌকা নেই এবং যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই নৌকায় ওঠেন নি কেবল তাঁর শিষ্যেরা চলে গিয়েছিলেন। 23যদিও সেখানে কিছু নৌকা ছিল যা তিবিরিয়া থেকে এসেছিল যেখানে প্রভু ধন্যবাদ দেবার পর মানুষেরা রুটি খেয়েছিল।242524যখন মানুষের দল দেখল যে, না যীশু না শিষ্যেরা কেউই সেখানে নেই, তখন তারা সেই সব নৌকায় চড়ে যীশুর খোঁজ করতে কফরনাহূমে গেল। যীশু জীবনের রুটি । 25সাগরের অপর পারে তাঁকে পাওয়ার পর তারা বলল, রব্বি, আপনি এখানে কখন এসেছেন?262726যীশু তাদেরকে উত্তর দিলেন, বললেন, সত্য সত্যই, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা আশ্চর্য্য কাজ দেখেছ বলে আমার খোঁজ করছ তা নয় কিন্তু সেই রুটি খেয়েছিলে ও তৃপ্ত হয়েছিলে বলে। 27যে খাবার নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য কাজ করো না, কিন্তু সেই খাবারের জন্য কাজ কর যেটা অনন্ত জীবন পর্যন্ত থাকে যা মানবপুত্র তোমাদের দেবেন, কারণ পিতা ঈশ্বর কেবল তাঁকেই মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।282928তখন তারা তাঁকে বলল, আমরা যেন ঈশ্বরের কাজ করতে পারি, এ জন্য আমাদের কি করতে হবে? 29যীশু উত্তর দিয়ে বললেন, ঈশ্বরের কাজ এই যে, যেন তাঁতে তোমরা বিশ্বাস কর যাকে তিনি পাঠিয়েছেন।303130সুতরাং তারা তাঁকে বলল, আপনি এমনকি আশ্চর্য্য কাজ করবেন যা দেখে আমরা আপনাকে বিশ্বাস করব? আপনি কি করবেন? 31আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরূপ্রান্তে গিয়ে মান্না খেয়েছিলেন, যেমন লেখা আছে, “তিনি খাবার জন্য তাদেরকে স্বর্গ থেকে রুটি দিলেন।”32333432যীশু তাদেরকে বললেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদেরকে বলছি, মোশি তোমাদেরকে স্বর্গ থেকে তো সেই রুটি দেননি, কিন্তু আমার পিতাই তোমাদের কে স্বর্গ থেকে প্রকৃত রুটি দিচ্ছেন। 33কারণ ঈশ্বরীয় রুটি হলো যা স্বর্গ থেকে নেমে আসে এবং পৃথিবীর মানুষকে জীবন দেন। 34সুতরাং তারা তাঁকে বলল, প্রভু, সেই রুটি সবসময় আমাদের দিন।35363735যীশু তাদের বললেন, আমিই হলাম সেই জীবনের রুটি । যে আমার কাছে আসে তার আর খিদে হবে না এবং যে আমার উপর বিশ্বাস করে তার আর কখনো পিপাসা পাবে না। 36যদিও আমি তোমাদের বলেছি যে, তোমরা আমাকে দেখেছ এবং এখনো বিশ্বাস কর না। 37পিতা যে সব আমাকে দেন সে সব আমার কাছেই আসবে এবং যে আমার কাছে আসবে তাকে আমি কোন ভাবেই বাইরে ফেলে দেবো না।38394038কারণ আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি আমার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য নয় কিন্তু তাঁরই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 39এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা হলো যে তিনি আমাকে যে যাদের দিয়েছেন, তার কিছুই যেন না হারাই, কিন্তু শেষ দিনে যেন তাদের জীবিত করে তুলি। 40কারণ আমার পিতার ইচ্ছা হলো, যে কেউ পুত্রকে দেখে এবং তাঁতে বিশ্বাস করে সে যেন অনন্ত জীবন পায় এবং আমিই তাকে শেষ দিনে জীবিত করব।414241তখন ইহূদি নেতারা তাঁর সম্পর্কে বকবক করতে লাগল, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে"। 42তারা বলল, এ যোষেফের পুত্র সেই যীশু নয় কি, যার পিতা মাতাকে আমরা জানি? এখন সে কেমন করে বলে, আমি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছি?43444543যীশু উত্তর দিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্যে বকবক করা বন্ধ কর। 44কেউ আমার কাছে আসতে পারবে না যতক্ষণ না পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন ও তিনি আকর্ষণ করছেন, আর আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করে তুলবো। 45ভাববাদীদের বইতে লেখা আছে, “তারা সবাই ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পাবে।” যে কেউ পিতার কাছে শুনে শিক্ষা পেয়েছে, সেই আমার কাছে আসে।464746কেউ যে পিতাকে দেখেছে তা নয়, শুধুমাত্র যিনি ঈশ্বর থেকে এসেছেন কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন। 47সত্য, সত্যই বলছি যে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন পায়।484948আমিই জীবনের রুটি । 49তোমাদের পূর্বপুরুষেরা মরূপ্রান্তে মান্না খেয়েছিল এবং তারা মরে গিয়েছে।505150এই হলো সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে যেন মানুষেরা এর কিছুটা খায় এবং না মরে। 51আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। কেউ যদি এই রুটি র কিছুটা খায় তবে সে চিরকাল জীবিত থাকবে। আমি যে রুটি দেব সেটা আমার মাংস, পৃথিবীর মানুষের জীবনের জন্য।525352ইহূদিরা খুব রেগে গেল ও একে অপরের সঙ্গে তর্ক করে বলতে লাগলো, কেমন করে ইনি আমাদেরকে খাবার জন্য নিজের মাংস দেবে? 53যীশু তাদেরকে বললেন, সত্য, সত্যই আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ না তোমরা মানবপুত্রের মাংস খাবে ও তাঁর রক্ত পান করবে তোমাদের নিজেদের জীবন পাবে না।54555654যে আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে অনন্ত জীবন পেয়েছে এবং আমি তাকে শেষ দিনে জীবিত করব। 55কারণ আমার মাংস সত্য খাবার এবং আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। 56যে কেউ আমার মাংস খায় ও আমার রক্ত পান করে সে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে থাকি।57585957যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং পিতার জন্যই আমি বেঁচে আছি, ঠিক সেইভাবে যে কেউ আমাকে খায়, সেও আমার মাধ্যমে জীবিত থাকবে। 58এই হলো সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে, পূর্বপুরুষেরা যেমন খেয়েছিল এবং মরেছিল সেই রকম নয়। এই রুটি যে খাবে সে সে চিরকাল বেঁচে থাকবে। 59যীশু এই সব কথা কফরনাহূমে সমাজঘরে উপদেশ দেবার সময় বললেন। মরূপ্রান্তে যীশুর সঙ্গে শিষ্য।606160তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এই কথা শুনে বলল, এইগুলি কঠিন উপদেশ, কে এইগুলি গ্রহণ করবে? 61তাঁর শিষ্যেরা এই নিয়ে তর্ক করছে যীশু তা নিজে অন্তরে জানতে পেরে তাদের বললেন, "এই কথায় কি তোমরা বিরক্ত হচ্ছ"?626362তখন কি ভাববে? যখন মানবপুত্র আগে যেখানে ছিলেন সেখানে তোমরা তাঁকে উঠে যেতে দেখবে? 63পবিত্র আত্মা জীবন দেন, মাংস কিছু উপকার দেয় না। আমি তোমাদের যে সব কথা বলেছি তা হলো আত্মা এবং জীবন।646564এখনও তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা বিশ্বাস করে না। কারণ যীশু প্রথম থেকে জানতেন কারা বিশ্বাস করে না এবং কেই বা তাঁকে শত্রুর হাতে ধরিয়ে দেবে। 65তিনি বললেন, এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলেছি, যতক্ষণ না পিতার কাছ থেকে ক্ষমতা দেওয়া হয়, কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।6667686966এই সবের পরে তাঁর অনেক শিষ্য ফিরে গেল এবং তাঁর সঙ্গে আর তারা চলাফেরা করল না। 67তখন যীশু সেই বারো জনকে বললেন, তোমরাও কি দূরে চলে যেতে চাও? 68শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিলেন, প্রভু, কার কাছে আমরা যাব? আপনার কাছে অনন্ত জীবনের বাক্য আছে; 69এবং আমরা বিশ্বাস করেছি ও জেনেছি যে আপনি হলেন ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।707170যীশু তাঁদেরকে বললেন, তোমাদের এই যে বারো জনকে কি আমি মনোনীত করে নিই নি? এবং তোমাদের মধ্যে একজন শয়তান আছে। 71এই কথা তিনি ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদার সমন্ধে বললেন, কারণ সে সেই বারো জনের মধ্যে একজন ছিল যে তাঁকে বেইমানি করে ধরিয়ে দেবে।

Chapter 7

121এই সবের পরে যীশু গালীলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন, কারণ ইহূদিরা তাঁকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল বলে তিনি যিহূদিয়াতে যেতে চাইলেন না। 2তখন ইহূদিদের কুটিরবাস পর্বের সময় প্রায় এসে গিয়েছিল।343অতএব তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বলল, এই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়াতে চলে যাও; যেন তুমি যে সব কাজ করছ তা তোমার শিষ্যেরাও দেখতে পায়। 4কেউ গোপনে কাজ করে না যদি সে নিজেকে অপরের কাছে খোলাখুলি জানাতে চায়। যদি তুমি এই সব কাজ কর তবে নিজেকে জগতের মানুষের কাছে দেখাও।5675কারণ এমনকি তাঁর ভাইয়েরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না। 6তখন যীশু তাদের বললেন, আমার সময় এখনও আসেনি, কিন্তু তোমাদের সময় সবসময় প্রস্তুত। 7পৃথিবীর মানুষ তোমাদেরকে ঘৃণা করতে পারে না কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে কারণ আমি তার সম্বন্ধে এই সাক্ষ্য দিই যে তার সব কাজ অসৎ।898তোমরাই তো উত্সবে যাও; আমি এখন এই উত্সবে যাব না, কারণ আমার সময় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। 9তাদেরকে এই কথা বলার পর তিনি গালীলে থাকলেন।101110যদিও তাঁর ভাইয়েরা উত্সবে যাবার পর তিনিও গেলেন, খোলাখুলি ভাবে নয় কিন্তু গোপনে গেলেন। 11ইহূদিরা উত্সবের মধ্যে তাঁর খোঁজ করল এবং বলল, তিনি কোথায়?121312ভিড়ের মধ্যে মানুষেরা তাঁর সম্পর্কে অনেক আলোচনা করতে লাগলো। অনেকে বলল, তিনি একজন ভাল লোক; আবার কেউ বলল, না, তিনি মানুষদেরকে বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। 13কিন্তু ইহূদিদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্পর্কে খোলাখুলি কিছু বলল না। ভোজের সময় যীশুর শিক্ষা।14151614যখন উত্সবের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেল তখন যীশু উপাসনা ঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15ইহূদিরা আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো, এই মানুষটি শিক্ষা না নিয়ে কিভাবে এই রকম শাস্ত্র জ্ঞানী হয়ে উঠল? 16যীশু তাদেরকে উত্তর দিয়ে বললেন, আমার শিক্ষা আমার নয় কিন্তু তাঁর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।171817যদি কেউ তাঁর ইচ্ছা পালন করবে মনে করে, সে এই শিক্ষার বিষয় জানতে পারবে, এই সকল ঈশ্বর থেকে এসেছে কিনা, না আমি নিজের থেকে বলি। 18যারা নিজের থেকে বলে তারা নিজেদেরই গৌরব খোঁজ করে কিন্তু যারা তাঁর সম্মান খোঁজ করে যিনি তাদের পাঠিয়েছেন তিনিই সত্য এবং তাঁতে কোন অধর্ম নেই।John 7:17–18 — বাংলা (ulb)192019মোশি কি তোমাদেরকে কোনো নিয়ম কানুন দেননি? যদিও তোমাদের মধ্যে কেউই এখনো সেই নিয়ম পালন করে না। কেন তোমরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছ? 20সেই মানুষের দল উত্তর দিল, তোমাকে ভূতে ধরেছে, কে তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে?212221যীশু উত্তর দিয়ে তাদেরকে বললেন, আমি একটা কাজ করেছি, আর সেজন্য তোমরা সকলে আশ্চর্য্য হচ্ছ। 22মোশি তোমাদেরকে ত্বকছেদ করার নিয়ম দিয়েছেন, তা যে মোশি থেকে নয় কিন্তু পূর্বপুরুষদের থেকে হয়েছে এবং তোমরা বিশ্রামবারে শিশুদের ত্বকছেদ করে থাক।232423মোশির নিয়ম যেন না ভাঙে সেইজন্য যদি বিশ্রামবারে মানুষের ত্বকছেদ করা হয়, তবে আমি বিশ্রামবারে একজন মানুষকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ করেছি বলে আমার উপরে কেন রাগ করছ? 24বাইরের চেহারা দেখে বিচার করো না কিন্তু ন্যায়ভাবে বিচার কর। যীশুই কি খ্রীষ্ট?25262725যিরূশালেম বসবাসকারীদের মধ্যে থেকে কয়েক জন বলল, এই কি সে নয় যাকে তারা মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল? 26আর দেখ, সে তো খোলাখুলি ভাবে কথা বলছে আর তারা ওনাকে কিছুই বলছে না। কারণ এটা হতে পারে না যে শাসকেরা জানত যে ইনিই সেই খ্রীষ্ট, তাই নয় কি? 27কিন্তু আমরা জানি এই মানুষটি কোথা থেকে এলো; কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আসেন তখন তিনি কোথা থেকে আসেন তা কেউ জানে না।282928যীশু মন্দিরে খুব চিত্কার করে উপদেশ দিলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে চেন এবং আমি কোথা থেকে এসেছি তাও জান। আমি নিজে থেকে আসিনি কিন্তু আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য যাকে তোমরা চেন না। 29আমি তাঁকে জানি কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে এসেছি এবং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।30313230তারা তাঁকে ধরার জন্য চেষ্টা করছিল কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না কারণ তখনও তাঁর সেই সময় আসেনি। 31যদিও মানুষের দলের মধ্যে থেকে অনেকে তাঁতে বিশ্বাস করল এবং বলল, খ্রীষ্ট যখন আসবেন তখন এই মানুষটির করা কাজ থেকে কি তিনি বেশি আশ্চর্য্য কাজ করবেন? 32ফরীশীরা তাঁর সম্পর্কে জনগনের মধ্যে এই সব কথা ফিসফিস করে বলতে শুনল এবং প্রধান যাজকেরা ও ফরীশীরা তাঁকে ধরে আনবার জন্য কয়েক জন আধিকারিককে পাঠিয়ে দিল।333433তখন যীশু বললেন, আমি এখন অল্প সময়ের জন্য তোমাদের সঙ্গে আছি এবং তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে চলে যাব। 34তোমরা আমাকে খোঁজ করবে কিন্তু আমাকে পাবে না; আমি যেখানে যাব সেখানে তোমরা আসতে পারবে না।353635তখন ইহূদিরা একে অপরকে বলতে লাগল, এই মানুষটি কোথায় যাবে যে আমরা তাকে খুঁজে পাব না? তিনি কি গ্রীকদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন ইহূদি মানুষের কাছে যাবে এবং সেই সকল মানুষদের শিক্ষা দেবেন? 36তিনি যে কথা বললেন, "আমার খোঁজ করবে কিন্তু আমাকে পাবে না এবং আমি যেখানে যাই সেখানে তোমরা আসতে পারবে না" এটা কি কথা?373837এখন শেষ দিন, উত্সবের মহান দিন, যীশু দাঁড়িয়ে চিত্কার করে বললেন, কারুর যদি পিপাসা পায় তবে আমার কাছে এসে পান করুক। 38যে কেউ আমাতে বিশ্বাস করে, যেমন শাস্ত্রে বলা আছে, তার হৃদয়ের মধ্য থেকে জীবন জলের নদী বইবে।3939কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মার সমন্ধে এই কথা বললেন, যারা তাঁতে বিশ্বাস করত তারা সেই আত্মাকে পাবে, তখনও সেই আত্মা দেওয়া হয়নি কারণ সেই সময় পর্যন্ত যীশুকে মহিমান্বিত করা হয়নি।40414240যখন জনগনের মধ্য থেকে অনেকে এই কথা শুনল তখন তারা বলল ইনি সত্যিই সেই ভাববাদী। 41অনেকে বলল, ইনি হলেন সেই খ্রীষ্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলল, কেন? খ্রীষ্ট কি গালীল থেকে আসবেন? 42শাস্ত্রের বাক্যে কি বলে নি, খ্রীষ্ট দায়ূদের বংশ থেকে এবং দায়ূদ যেখানে ছিলেন সেই বৈৎলেহম গ্রাম থেকে আসবেন?434443এইভাবে জনগনের মধ্যে যীশুর বিষয় নিয়ে মতভেদ হলো। 44তাদের মধ্যে কিছু লোক তাঁকে ধরবে বলে ঠিক করলো কিন্তু তার গায়ে কেউই হাত দিল না। ইহূদি নেতাদের অবিশ্বাস।454645তখন আধিকারিকরা প্রধান যাজকদের ও ফরীশীদের কাছে ফিরে আসলে তাঁরা তাদের বললেন তাকে নিয়ে আসনি কেন? 46আধিকারিকরা উত্তর দিয়ে বলল, এই মানুষটি যেভাবে কথা বলেন অন্য কোন মানুষ কখনও এই রকম কথা বলেননি।47484947ফরীশীরা তাদেরকে উত্তর দিল, তোমরাও কি বিপথে চালিত হলে? 48কোনো শাসকেরা অথবা কোনো ফরীশী কি তাঁতে বিশ্বাস করেছেন? 49কিন্তু এই যে মানুষের দল কোনো নিয়ম জানে না এরা অভিশাপ গ্রস্থ।50515250নীকদীম ফরীশীদের মধ্যে একজন, যিনি আগে যীশুর কাছে এসেছিলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, 51আগে কোনো মানুষের তার নিজের কথা না শুনে এবং সে কি করে তা না জেনে, আমাদের আইন কানুন কি কাহারও বিচার করে? 52তারা উত্তর দিয়ে তাঁকে বলল, তুমিও কি গালীল থেকে এসেছ? খোঁজ নিয়ে দেখ গালীল থেকে কোন ভাববাদী আসে না।5353তখন প্রত্যেকে তাদের নিজের বাড়িতে চলে গেলেন।

Chapter 8

123১ ঈসা জৈতুন পাহাড়ে চলে গিয়েছিলেন। ২ খুব সকালে তিনি আবার বাইতুল মোকাদ্দেসে ফিরলেন, তখন সব মানুষেরা তাঁর কাছে আসল এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে বসে শিক্ষা দিতে লাগলেন। ৩ আলেম ও ফরীশীরা জেনা করেছে এমন একজন স্ত্রীলোককে ধরে তাঁর কাছে আনলো ও তাদের মাঝখানে দাঁড় করালো।456৪ তারপর তারা বলল, ” হুজুর, এই স্ত্রীলোকটী জেনা করে ধরা পড়েছে। ৫ মুসা (আঃ) এর শরিয়তে এই রকম গুনাহগারকে পাথর মেরে হত্যা করার বিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন; একই অপরাধে আপনার বিধান কি ?” ৬ তারা তাঁর পরীক্ষা নেবার জন্য এই কথা বললো, যেন তাঁকে দোষ দেবার কোন কারণ খুঁজে পায়। কিন্তু ঈসা মাথা নিচু করে আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।78৭ যখন তারা বারবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, তখন তিনি মাথা তুলে তাদেরকে বললেন" তোমাদের মধ্যে যার কোনো গুনাহ নেই, তাকেই প্রথমে তার উপরে পাথর মারতে বল।” ৮ এরপর তিনি আবার মাথা নিচু করে তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন।91011৯ তারা এই কথা শোনার পর, তাদের বুড়ো থেকে শুরু করে এক এক করে সবাই চলে গেল, ঈসা কেবল একাই রইলেন আর সেই স্ত্রীলোকটী তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল। ১০ ঈসা তখন মাথা তুলে বললেন, ”হে নারী, তারা কোথায়? কেউ কি তোমাকে শাস্তির উপযুক্ত মনে করে নি?” ১১ স্ত্রীলোকটি জবাব দিল, ”না হুজুর, কেউই করে নি।” তখন ঈসা বললেন, ”আমিও তোমাকে গুনাহগার মনে করছি না। যাও, আর গুনাহ করো না।”1213১২ পরে ঈসা আবার লোকদের বললেন, তিনি বললেন, "আমিই দুনিয়ার নূর; যে আমার শরিয়তে চলে সে কখনো গুনাহে পরবে না কিন্তু জীবনের নূর পাবে।” ১৩ এতে ফরীশীরা ঈসাকে বললো, ”তোমার সাক্ষ্য সত্যি নয়, কারণ তুমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ।”141516১৪ ঈসা তাদের জবাবে বললেন, "যদিও আমি নিজের পক্ষে নিজেই সাক্ষ্য দেই তবুও আমার সাক্ষ্য সত্যি। কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি আর কোথায় বা যাব তা জানি; কিন্তু তোমরা জানো না আমি কোথা থেকে আসেছি বা কোথায় যাব। ১৫ তোমরা তোমাদের মতো করে বিচার করছো কিন্ত আমি করি না। ১৬ অবশ্য আমি যদি বিচার করি তবে আমার বিচার সত্যি কারণ আমি একা নই, বরং আমার মাবুদ সঙ্গে আছেন যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।1718১৭ হ্যা, তোমাদের শরিয়তেও লেখা আছে যে, যদি দুই জন মানুষের সাক্ষ্য একই হয় তবে তা সত্যি। ১৮ আমিই সেই ব্যাক্তি যে নিজেই নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দেই আর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সেই পিতাও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন।”1920১৯ ফরীশীরা তাঁকে বললো, ”তোমার পিতা কোথায়?” ঈসা জবাব দিলেন, "তোমরা আমাকে চিন না আর আমার পিতাকেও চিন না; যদি তোমরা আমাকে চিনতে তবে আমার পিতাকেও চিনতে পারতে।” ২০ বায়তুল মোকাদ্দেসে শিক্ষা দেবার সময়ে দান দেবার জায়গায় ঈসা এসব কথা বললেন কিন্ত তখনও তাঁর সময় হয়নি বলে কেউ তাঁকে ধরল না।2122২১ ঈসা তাই আবারো ফরীশীদের বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি, তোমরা আমাকে খোঁজ করবে এবং তোমাদের গুনাহে মরবে। আমি যেখানে যাচ্ছি তোমরা সেখানে আসতে পারবে না"। ২২ ইহূদি নেতারা তখন জানতে চাইল , ”সে আত্মহত্যা করবে না কি? কারণ সে বলছে, ”আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোমরা আসতে পারবে না?”2324২৩ ঈসা তাদেরকে বললেন, আমি এসেছি বেহেশত থেকে আর তোমরা এসেছো এই জমিন থেকে, তোমরা এই জগতের কিন্তু আমি এই জগতের নই। ২৪ তাই আমি তোমাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের গুনাহে মরবে। তোমরা যতক্ষণ না বিশ্বাস করবে আমিই সেই মসিহ, তাহলে তোমরা তোমাদের গুনাহেই মরবে।252627২৫ এতে নেতারা ঈসাকে জিজ্ঞেস করলো, ”তুমি কে?” তিনি তাদেরকে বললেন, "প্রথম থেকে আমি তোমাদের যা বলছি আমি তা-ই।” ২৬ তোমাদের সম্বন্ধে বলবার ও বিচার করে দেখবার জন্য আমার কাছে অনেক বিষয়ই আছে। যাহোক, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি সত্য এবং আমি তাঁর কাছ থেকে যা শুনেছি সেই সবই আমি জগতে বলছি।” ২৭ তিনি তাদেরকে পিতার সমন্ধে বলছিলেন তা তারা বুঝতে পারে নি।282930২৮ এজন্য ঈসা বললেন, ”যখন তোমরা মরিয়মপুত্রকে ক্রূশে তুলবে তখন তোমরা জানতে পারবে যে আমিই তিনি, যেনে রাখ আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, বরং পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছেন আমি সেই সব কথাই বলি। ২৯ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনিই আমার সঙ্গে আছেন এবং তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ তিনি যে কাজে সন্তুষ্ট হন সব সময় আমি সেই কাজই করি।” ৩০ ঈসা যখন এই সব কথা বলছিলেন তখন অনেকেই তাঁর উপরে ঈমান আনল।313233৩১ যে ইহূদিরা তাঁর উপরে ঈমান এনেছিল ঈসা তাঁদের বললেন, "যদি তোমরা আমার কথা মেনে চল, তাহলে তোমরা সত্যিই আমার উম্মত; ৩২ তখন তোমরা সত্য জানতে পারবে ও সেই সত্যই তোমাদের নাজাত করবে।” ৩৩ তারা তাঁকে উত্তর দিল, আমরা অব্রাহামের বংশের লোক এবং কখনও কারও গোলাম হইনি; আপনি কেমন করে বলছেন যে, ”তোমাদের নাজাত করা হবে?”343536৩৪ ঈসা তাঁদের জবাব দিলেন, ”সত্যি, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি , যারা গুনাহে পরে থাকে তাাঁরা সবাই গুনাহের গোলাম। ৩৫ গোলাম চিরকাল বাড়িতে থাকে না কিন্তু পুত্র চিরকাল থাকে। ৩৬ তাই পুত্র যদি তোমাদের নাজাত করে তবে তোমরা সত্যিই রক্ষা পাবে।3738৩৭ আমি জানি তোমরা ইব্রাহিমের বংশের লোক; তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছো, কারণ আমার কথা তোমরা বিশ্বাস করতে পারছো না। ৩৮আমি আমার পিতার কাছে যা দেখেছি সেই বিষয়েই বলি; আর তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে যা শুনেছ, তা-ই করে থাক।”394041৩৯ এতে সেই ইহুদী নেতারা ঈসাকে বলল, ”ইব্রাহিমই আমাদের পিতা।” ঈসা তাদেরকে বললেন, "যদি তোমরা ইব্রাহিমের সন্তান হতে, তবে তোমরা ইব্রাহিমের মতোই কাজ করতে। ৪০ আল্লাহর কাছ থেকে আমি যে সত্য জেনেছি তা-ই তোমাদেরকে বলেছি, আর তবুও তোমরা আমাকে হত্যা করতে চাইছো। কিন্ত ইব্রাহিম এইরকম ছিলেন না। ৪১ তোমরা তোমাদের পিতারই কাজ করো। ”তাঁরা ঈসাকে বলল, আমরা তো জারজ নই; আমাদের একজনই পিতা আছেন, তিনি আল্লাহ।”424344৪২ ঈসা তাঁদের বললেন, ”সত্যি যদি আল্লাহ তোমাদের পিতা হতেন, তবে তোমরা আমাকে মহব্বত করতে, কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি আর এখন তোমাদের মধ্যে আছি; আর আমি নিজ থেকে আসিনি বরং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন। ৪৩ তোমরা কেন আমার কথা বুঝতে পার না? তার কারণ হলো, তোমরা আমার কথা মন দিয়ে শুন না। ৪৪ ইবলিসই তোমাদের পিতা আর তোমরা তারই সন্তান, সেজন্য তোমরা তার ইচ্ছা পূরণ করতে চাও। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনি এবং সে সত্যের পক্ষে থাকে না কারণ তার মধ্যে কোনো সত্য নেই। সে যখন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের স্বভাব থেকেই বলে কারণ সে মিথ্যাবাদী এবং সমস্ত মিথ্যার জন্ম তাঁর মাধ্যমেই হয়েছে।454647৪৫ অথচ আমি সত্য কথা বলি বলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না। ৪৬ তোমাদের মধ্যে কে আমাকে গুনাহগার বলে প্রমাণ করতে পারে? যদি আমি সত্যকথা বলি, তবে কেন তোমরা আমার উপরে ঈমান আনছো না? ৪৭ "যে আল্লাহর সে আল্লাহর সব কথা শোনে; তোমরা আল্লাহর নও তাই আল্লাহর কথা শোন না।4849৪৮ ইহূদি নেতারা জবাব দিল, আমরা কি সত্য বলিনি যে তুমি একজন শমরীয় এবং তোমাকে ভূতে ধরেছে? ৪৯ জবাবে ঈসা বললেন, "আমাকে ভূতে ধরেনি কিন্তু আমি আমার পিতাকে সম্মান করি, অথচ তোমরা আমাকে অসম্মান কর।5051৫০ আমি আমার নিজের প্রশংসার চেষ্টা করি না; কিন্ত একজন আছেন যিনি আমাকে সন্মান দান করেন আর তিনিই বিচারকর্তা। ৫১ সত্যি, সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ আমার উপরে ঈমান আনে, তবে সে কখনও মরবে না।”5253৫২ ইহূদি নেতারা তাঁকে বলল, ”এবার আমরা সত্যিই বুঝলাম যে, তোমাকে ভূতেই ধরেছে। ইব্রাহিম ও নবীরা মারা গেছেন; অথচ তুমি বলছ, যদি কেউ আমার উপরে ঈমান আনে সে কখনও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে না।” ৫৩ তুমি আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম থেকেও মহান নও যিনি মারা গেছেন, তাই না? নবীরাও মারা গেছেন। তুমি নিজেকে কি মনে কর?”545556৫৪ জবাবে ঈসা বললেন, ”যদি আমি নিজের প্রশংসা নিজেই করি,তবে তার কোন দাম নেই ; আমার পিতা, যাঁকে তোমরা তোমাদের আল্লাহ বলে দাবি করো তিনিই আমাকে সন্মান দান করেন। ৫৫ তোমরা তাঁকে জান না; কিন্তু আমি তাঁকে জানি। যদি আমি বলি, ’তাঁকে জানি না,’ তবে তোমাদের মত আমিও একজন মিথ্যাবাদী হব। কিন্ত আমি তাঁকে জানি এবং তাঁর কথা মেনেও চলি। ৫৬ তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আমারই দিন দেখবার আশায় আনন্দ করেছিলেন; তিনি তা দেখেছিলেন আর খুশীও হয়েছিলেন।”575859৫৭ তখন ইহূদি নেতারা তাঁকে বলল, ”তোমার বয়স এখনও পঞ্চাশ বছর হয়নি, আর তুমি ইব্রাহিমকে কি দেখেছ?” ৫৮ ইসা তাঁদের বললেন, সত্য, সত্যই, আমি তোমাদেরকে বলছি, ইব্রাহিম জন্মগ্রহন করবার আগে থেকেই আমি আছি।” ৫৯ এই কথা শুনে সেই নেতারা তাঁকে মারবার জন্য পাথর তুলে নিল কিন্তু ঈসা লুকিয়ে বাইতুল-মোকাদ্দেস থেকে বের হয়ে গেলেন।

Chapter 9

12১ পথে যেতে যেতে ঈসা একজন জন্মান্ধ লোককে দেখতে পেলেন। ২ তখন সাহাবীরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ”হুজুর, কার গুনাহে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে, তার নিজের, না তার পিতা-মাতার?”345৩ ঈসা জবাব দিলেন, ”গুনাহ সে নিজেও করে নি, তার পিতা-মাতাও করে নি, এটা হয়েছে যেন আল্লাহর কাজ তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। ৪ যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সময় থাকতেই তাঁর কাজ আমরা করবো। দুঃসময় আসছে যখন কেউ কাজ করতে পারবে না। ৫ যতদিন আমি দুনিয়াতে আছি, ততদিন আমিই দুনিয়ার নূর।”67৬ এই কথা বলার পর, ঈসা মাটিতে থুথু ফেললেন, সেই থুথু দিয়ে কাদা বানালেন, অতঃপর অন্ধ লোকটির চোখে সেই কাদা লাগিয়ে দিলেন। ৭ তারপর তাঁকে বললেন, ”যাও শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল” (শীলোহ অর্থ ”প্রেরিত বা পাঠানো হলো”)। তাই সে চলে গেল, চোখ ধুয়ে ফেলল এবং চোখে দেখতে পেয়ে ফিরে আসল।89৮ এ দেখে লোকটির প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল তারা সবাই বলতে লাগল, ”এ কি সেই লোকটি নয় যে বসে ভিক্ষা করত?” ৯ কেউ কেউ বলল, “এ সেই লোক।” আবার অন্যরা বলল, ”না, সে নয় তবে সে দেখতে তারই মত।” অথচ সে বার বার বলছিল, 'আমিই দৃষ্টি ফিরে পাওয়া সেই অন্ধ ভিখারী।”101112১০ একসময় তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, ”তাহলে কিভাবে তুমি তোমার দৃষ্টি ফিরে পেলে?” ১১ সে জবাব দিল, ”ঈসা নামের সেই লোকটি একটু কাদা বানিয়ে আমার চোখের উপরে লাগিয়ে দিয়ে আমাকে বললেন, ’শীলোহের পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেল।’ তাই আমি পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলার সাথে সাথেই দৃষ্টি ফিরে পেলাম।” ১২ তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, “সে এখন কোথায়?” সে বললো, “এখন কোথায় সে বলতে পারবো না।”131415১৩ যে লোকটি অন্ধ ছিল লোকেরা তাকে ফরীশীদের কাছে নিয়ে গেল। ১৪ যে দিন ঈসা কাদা লাগিয়ে তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন সেই দিনটি ছিল বিশ্রামবার। ১৫ তখন ফরীশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা করলো কিভাবে সে দৃষ্টি ফিরে পেল। লোকটি ফরীশীদের বলল, ”তিনি আমার চোখের উপরে কাদা লাগিয়ে দিলেন, পরে আমি ধুয়ে ফেললাম এবং তখন থেকেই আমি দেখতে পাচ্ছি।”161718১৬ তখন ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন বলল, ঐ মানুষটি আল্লাহর কাছ থেকে থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামবার পালন করে না।” অন্যেরা বলল, ”একজন গুনাহগার কেমন করে এমন অলৌকিক কাজ করতে পারে?” এভাবে তাদের মধ্যে মতের অমিল দেখা দিল। ১৭ তাই তারা আবারো সেই অন্ধ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলো, ”তুমি তার সম্পর্কে কিরুপ ধারনা করো, কেননা সে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে?” সেই অন্ধ লোকটি বলল, ”তিনি একজন রাসুল”। ১৮ ইহূদিরা নেতারা লোকটির পিতা-মাতাকে ডেকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত নিশ্চিত হলো না যে, সে অগে অন্ধ ছিল আর এখন দেখতে পাচ্ছে।192021১৯ তারা লোকটির পিতা-মাতাকে জিজ্ঞাসা করলো, ”এই কি তোমাদের সেই ছেলে যে জন্মান্ধ তোমরা বলেছিলে? তাহলে এখন সে কিভাবে দেখতে পাচ্ছে?” ২০ তাঁর পিতা-মাতা জবাব দিলো, ” সে আমাদেরই ছেলে এবং সে অন্ধ হয়েই জন্মেছিল। ২১ সে এখন কিভাবে দেখতে পাচ্ছে, তা আমরা জানি না এবং কে-ই বা এর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে তাকেও চিনি না। ছেলেকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে এখন সাবালক হয়েছে। নিজের কথা নিজেই বলুক।”2223২২ তার পিতা-মাতা ইহূদি নেতাদের এই কথা বলল, কেননা তারা তাদের ভয় করত। অপরদিকে ইহূদি নেতারা আগেই ঠিক করেছিল যে, যদি কেউ ঈসাকে মসীহ্ বলে স্বীকার করে তবে তাকে ইহূদি সমাজচ্যুত করা হবে। ২৩ এইসব কারণে, তার পিতা-মাতা বলেছিল, ”সে সাবালক, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।”2425২৪ তাই ইহূদি নেতারা দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফিরে পাওয়া লোকটিকে ডেকে বলল, ” মহান আল্লাহর গৌরব কর; আমরা জানি যে, সে একজন গুনাহগার।” ২৫ তখন সেই লোকটি জবাব দিল, ”তিনি গুনাহগার কি না আমি জানি না। তবে একটা বিষয় বুঝি যে; আমি আগে অন্ধ ছিলাম আর এখন দেখতে পাচ্ছি।”2627২৬ তাঁরা আবারো জিজ্ঞেস করলো, ”সে কি করেছিল? কিভাবে সে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল?” ২৭ সে এবার বললো, ”আমি তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি কিন্ত আপনারা শোনেন নি! তাহলে কেন সেই একই কথা আবার শুনতে চাচ্ছেন? আপনারা তো তাঁর উম্মত হতে চান না, চান কি?”2829২৮ তখন তারা তাঁকে বকাঝকা করে বলল, ”তুই তার উম্মত কিন্তু আমরা মূসা নবীর উম্মত। ২৯ আমরা জানি আল্লাহ মূসা নবীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন কিন্তু ঐ লোক কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।”3031৩০ তখন সেই লোকটি জবাবে তাদেরকে বলল, ”এটাই আশ্চর্য্য বিষয় যে, আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। ৩১ আমরা জানি আল্লাহ গুনাহগারদের কথা শোনেন না, কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ ভক্ত হয় ও আল্লাহর ইচ্ছামতো চলে, তখন আল্লাহ তার কথা শোনেন।323334৩২ দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে কখনও শোনা যায় নি যে, জন্মান্ধ কেউ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেয়েছে। ৩৩ যদি ঐ লোকটি আল্লাহর কাছ থেকে থেকে না আসতেন, তবে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।” ৩৪ তারা জবাবে বলল, ”তোর জন্ম হয়েছিল পুরোপুরি গুনাহের মধ্যে, আর তুই আমাদের জ্ঞাণ দিচ্ছিস?” এরপর তারা তাঁকে ইহূদি সমাজ থেকে বের করে দিল।35363738৩৫ ঈসা শুনলেন যে, নেতারা লোকটিকে ইহূদি সমাজ থেকে বের করে দিয়েছে। তিনি তাঁকে খুঁজে বের করলেন এবং বললেন, ”তুমি কি ইবনে আদমের উপরে ঈমান এনেছো?” ৩৬ সে জবাব দিল, ”হুজুর, তিনি কে, যেন আমি তাঁর উপরে ঈমান আনতে পারি?” ৩৭ ঈসা তাঁকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ, আর তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।” ৩৮ তখন লোকটি বলল, ”হুজুর,আমি ঈমান আনলাম,” এই বলে সে ঈসাকে সেজদা করল।394041৩৯ তখন ঈসা বললেন, ”আমি এই দুনিয়াতে বিচার করতে এসেছি, যারা দেখতে পায় না তারা যেন দেখতে পায় এবং যারা দেখে তারা যেন অন্ধ হয়।” ৪০ ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন ঈসার সঙ্গে ছিল, তারা ঈসাকে জিজ্ঞেস করলো, তবে আমরাও কি অন্ধ? ৪১ ঈসা তাঁদেরকে বললেন, ”যদি তোমরা অন্ধ হতে তবে তোমাদের গুনাহ থাকত না, কিন্ত তোমরা বলছ যে, ’আমরা দেখতে পাই,’ অতএব তোমরা গুনাহগার।”

Chapter 10

12১ ”আমি তোমাদের সত্যি, সত্যিই বলছি, যে, যদি কেউ মেষের খোঁয়াড়ে দরজা দিয়ে না ঢুকে অন্য কোন রাস্তা দিয়ে ঢোকে, তবে সে চোর ও ডাকাত। ২ কিন্তু যে দরজা দিয়ে ঢোকে সে-ই মেষদের পালক।34৩ পাহারাদার তার জন্য দরজা খুলে দেয়। মেষেরা তার কথা শোনে, এবং সে তার নিজের মেষদেরকে নাম ধরে ডাকে ও বাইরে নিয়ে যায়। ৪ সে নিজের সব মেষগুলিকে বের করার পরে, মেষগুলোর আগে আগে চলে এবং মেষেরা তার পিছনে পিছনে চলে কেননা মেষগুলো তার রাখালকে চেনে।56৫ তারা কখনোই কোন অচেনা লোকের পিছনে যাবে না, বরং তাঁকে অবজ্ঞা করবে কারণ অচেনা লোকের গলার স্বরটি তাদের কাছে অপরিচিত “ ৬ হযরত ঈসা শিক্ষামুলক এই উদাহরনটি ফরীশীদের বললেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারল না যে, তিনি তাদের কি বলেছেন।78৭ এরপর ঈসা আবারো বললেন, ”সত্যিই, আমি তোমাদেরকে সত্যিই বলছি, যে, আমিই সেই মেষ খোঁয়াড়ের দরজা। ৮ আমার আগে যারা এসেছিল তারা সবাই ছিল চোর ও ডাকাত, তাই মেষেরা তাদের কথা শোনে নি।910৯ আমিই সেই দরজা। যদি কেউ আমার মধ্য দিয়ে ঢোকে, তবে সে নিরাপদে থাকবে; সে ভিতরে ও বাইরে যাবে এবং চারণভূমি পাবে। ১০ চোর চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করার প্রয়োজন ছাড়া আসেনা। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তাদের জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।111213১১ আমিই উত্তম মেষপালক। উত্তম মেষপালক মেষদের জন্য নিজের জীবন দেয়। ১২ মেষগুলো যার নিজের নয় এমন একজন ভাড়া করা চাকর কখনো উত্তম মেষপালক হতে পারে না। সে নেকড়ে আসতে দেখলে মেষগুলি ফেলে পালায়, অতঃপর নেকড়ে মেষগুলিকে ধরে নিয়ে যায় ও ছিন্নভিন্ন করে। ১৩ সে পালায় কারণ সে একজন ভাড়া করা চাকর তাই মেষদের জন্য তেমন চিন্তা করে না।141516১৪ আমিই উত্তম মেষপালক, এবং যারা আমার নিজের তাদের আমি চিনি এবং তারাও আমাকে চেনে। ১৫ পিতা আমাকে চিনেন আর আমিও পিতাকে চিনি, এবং অমি আমার মেষদের জন্য নিজের জীবন কোরবানী করি। ১৬ আমার আরও মেষ আছে যেসব এই খোঁয়াড়ের নয়। আমি অবশ্যই তাদেরকেও নিয়ে আসব, এবং তারা আমার ডাক শুনবে যাতে একটি পাল এবং একটি রাখাল থাকবে।1817১৭ এই জন্য পিতা আমাকে মহব্বত করেন; কারণ আমি নিজেকে কোরবানী করবো যেন আবার তা ফিরে পাই। ১৮ কেউ আমার কাছ থেকে এটি কেড়ে নিবেনা, বরং আমি নিজে থেকেই এটি কোরবানী করবো। আমার কাছেে এটি কোরবানী করার ক্ষমতা আছে এবং আমার আবার এটি নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। আমি আমার পিতার কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি।”192021১৯ ঈসার এই সব কথা ইহূদীদের আবারো দ্বিধাদন্দে ফেলে দিলো। ২০ তাদের মধ্যে অনেকে বলল, ”একে ভূতে ধরেছে এবং সে পাগল। তোমরা কেন তার কথা শুনছ?” ২১ বাকি লোকেরা বলল, ” তার আচরণ ভূতগ্রস্ত লোকের মতো নয়। একজন ভূতগ্রস্থ লোক কি কারো দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারে?”222324২২ তখন জেরুজালেমে কোরবানীর ঈদের সময় ছিলো। শীতকাল, ২৩ আর ঈসা বায়তুল-মোকাদ্দসের সোলায়মানের বারান্দায় হাঁটছিলেন। ২৪ তখন ইহূদী নেতারা তাঁকে ঘিরে ধরে জানতে চাইলো, ”আর কতদিন আপনি আমাদেরকে সন্দেহের মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি মসিহ্ হন,আমাদেরকে খোলাখুলি বলুন।”2526২৫ ঈসা তাদের বললেন, ”আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম কিন্তু তোমরা ঈমান আন নি। আমি যে সব কাজ আমার পিতার নামে করি, সেগুলোও আমার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়। ২৬ এখনো তোমরা ঈমান আন নি কারণ তোমরা আমার মেষ নও।2728২৭ আমার মেষরা আমার ডাক শোনে; আমি তাদের চিনি এবং তারাও আমার পিছন পিছন আসে। ২৮ আমি তাদেরকে অনন্ত জীবন দিই; তাদের কখনও মৃত্যু হবে না এবং কেউ আমার হাত থেকে তাদেরকে কেড়েও নিতে পারবে না।293031২৯ আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবার চেয়ে মহান এবং কেউ পিতার হাত থেকে কিছুই কেড়ে নিতে পারে না। ৩০ আমি ও পিতা এক।” ৩১ তখন ইহূদিরা আবার পাথর তুলল তাঁকে মারবার জন্য।3233৩২ ঈসা তাঁদের বললেন, "আমি পিতার হুকুমে তোমাদেরকে অনেক ভালো ভালো কাজ দেখিয়েছি। সেগুলোর মধ্যে কোন কাজের জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারাতে চাইছ?” ৩৩ ইহূদিরা উত্তর দিল, ”কোনো ভালো কাজের জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারছি না, কিন্তু তুমি কুফুরী করছো, কারণ তুমি, একজন মানুষ, নিজেকে মাবুদ বানাচ্ছো।”343536৩৪ ঈসা উত্তরে বললেন, ”তোমাদের শরীয়তে কি লেখা নেই, ’আমি বললাম, তোমরা আল্লাহর মতো?” ৩৫ যাদের কাছে আল্লাহর কালাম এসেছিল, তিনি তাদেরকে আল্লাহর মতো বলেছিলেন ( আর পাক-কিতাবের কথা বাদ দেওয়া যাবে না), ৩৬ যাকে পিতা মসিহ করলেন ও দুনিয়াতে পাঠালেন, তোমরা কি তাঁকেই বলছো যে, ’তুমি আল্লাহর বদনাম করছ,’ কারণ ’আমি বলেছি যে, আমি ইবনুল্লাহ’?373839৩৭ যদি আমি আমার পিতার কাজ না করি, তবে তোমরা আমার উপরে ঈমান এনো না। ৩৮ যদিও আমি এইগুলি করছি, তবুও যদি তোমরা আমার উপরে ঈমান আনতে না পারো, তবে সেই কাজগুলোর উপরে ঈমান আনো যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পার যে পিতা আমার মধ্যে আছেন এবং আমিও পিতার মধ্যে আছি।” ৩৯ তারা তাঁকে আবারো আটক করতে চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের হাত এড়িয়ে বাইরে দূরে চলে গেলেন।404142৪০ তিনি আবারো দূরে জর্ডান নদীর ওপারে যেখানে ইয়াহিযা প্রথমে তরিকাবন্দী দিতেন সেখানে চলে গেলেন এবং সেখানেই থাকতে লাগলেন। ৪১ অনেক মানুষ তার কাছে আসলো, এবং তারা বলাবলি করতে লাগলো, ”হযরত ইয়াহিয়া কোন কেরামতি কাজ করেননি, কিন্তু এই মানুষটির সম্পর্কেে ইয়হিয়া যে সব কথা বলেছিলেন সে সবই সত্যি হয়েছে।” ৪২ অনেক মানুষ সেখানে তার উম্মতি গ্রহন করলো।

Chapter 11

12১ লাসার নামে একজন লোক খুবই অসুস্থ ছিলেন, তিনি বৈথনিয়া গ্রামের দুই বোন মরিয়ম ও মার্থার ভাই ছিলেন। ২ ইনি সেই মরিয়ম যিনি হযরতের পায়ে আতর মাখিয়ে দেন এবং নিজের মাথার চুল দিয়ে হযরতের পা মুছে দেন, তাঁরই ভাই লাসার অসুস্থ ছিলেন।34৩ বোনেরা ঈসাকে বলে পাঠালেন, ”হযরত, দেখুন, আপনি যাকে মহব্বত করেন সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।” ৪ ঈসা এই কথা শুনলেন, তিনি বললেন, ”এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয়নি, কিন্তু মাবুদের মহিমার জন্য হয়েছে যেন ইবনুল্লাহ এর দ্বারা মহিমান্বিত হন।”567৫ মার্থা ও তাঁর বোন এবং লাসারকে ঈসা মহব্বত করতেন। ৬ তাই লাসারের অসুস্থতার খবর শোনার পর, তিনি যে জায়গায় সফরে ছিলেন সেখানে আরও দুই দিন থাকলেন। ৭ এরপর তিনি সাহাবীদের বললেন, "চল আমরা আবার এহূদিয়াতে যাই।”89৮ সাহাবীরা তাঁকে বললেন, ”হুজুর, এই সেদিনই তো ইহূদিরা আপনাকে পাথর মারতে চেয়েছিল, আর আপনি আবারো সেখানে যাবেন?” ৯ ঈসা জবাব দিলেন, ”একদিনে কি বারো ঘন্টা আলো থাকে না?” যদি কেউ দিনের বেলা হাঁটে, সে হোঁচট খাবে না, কারণ সে দিনের অলোতে সব দেখে।1011১০ তবে, যদি সে রাতে হাঁটে, সে হোঁচট খাবে কারণ তখন আলো থাকে না।” ১১ তিনি এই সব কথা বললেন, এবং এই সব কিছু বলার পরে, তিনি তাঁদেরকে বললেন, ”আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু আমি যাচ্ছি যেন তাকে ঘুম থেকে জাগাতে পারি।”121314১২ তখন সাহাবীরা তাঁকে বললেন, ”হযরত, সে যদি ঘুমিয়েই থাকে, তবে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।” ১৩ এখানে ঈসা তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁরা মনে করেছিলেন যে, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথাই বলেছেন। ১৪ এরপরে ঈসা স্পষ্টভাবে তাঁদেরকে বললেন, ”লাসার মারা গেছে।”1516১৫ আমি আনন্দিত, তোমাদের জন্য, আমি সেখানে ছিলাম না যাতে তোমরা বিশ্বাস কর। এখন চল আমরা তার কাছে যাই। ১৬ থোমা, যাকে যমজ বলা হতো, তার সঙ্গী সাহাবীদের বললেন, ”চল আমরাও যাই যেন ঈসার সঙ্গে মরতে পারি।”17181920১৭ ঈসা যখন আসলেন, তিনি শুনলেন যে, লাসারকে চার দিন আগে দাফন করা হয়েছে। ১৮ বৈথনিয়া জেরুজালেমের কাছেই ছিল, দুরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। ১৯ ইহূদিদের মধ্য থেকে অনেকেই মার্থা ও মরিয়মের কাছে এসেছিল, তাঁদের ভাইয়ের জন্য সান্ত্বনা দিতে। ২০ তখন মার্থা, যখন সে শুনল যে ঈসা আসিতেছেন, তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই বসে ছিলেন।212223২১ মার্থা তখন ঈসাকে বললেন, ”প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই হয়ত মরত না। ২২ তবে এখনও, আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর কাছে যা কিছু চাইবেন, আল্লাহ তা আপনাকে দেবেন।” ২৩ ঈসা তাঁকে বললেন, ”তোমার ভাই আবার উঠবে।”242526২৪ মার্থা তাঁকে বললেন, ”আমি জানি যে শেষের দিনে পুনরুত্থানে সে আবার উঠবে।” ২৫ ঈসা তাঁকে বললেন, ”আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমার উপরে ঈমান আনে, যদি সে মরেও, জীবন পাবে; ২৬ এবং যে বেঁচে আছে এবং আমার উপরে ঈমান আনে সে কখনও মরবে না। তোমার কি এই কথার উপর ঈমান আছে?”272829২৭ তিনি তাঁকে বললেন, ”হ্যাঁ, হযরত, আমি ঈমান এনেছি যে আপনিই সেই মসিহ, ইবনুল্লাহ, যিনি এই দুনিয়ায় এসেছেন।” ২৮ যখন তিনি কথাগুলো বললেন, তিনি চলে গেলেন এবং তার নিজের বোন মরিয়মকে গোপনে ডাকলেন। তিনি বললেন, ”হুজুর এখানে এসেছেন এবং তোমাকে ডাকছেন।” ২৯ যখন তিনি এটি শুনলেন, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেলেন।303132৩০ ঈসা তখনও গ্রামে প্রবেশ করেননি কিন্তু যেখানে মার্থা তার সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেই জায়গাতেই ছিলেন। ৩১ তখন যে ইহূদিরা, তার সঙ্গে ঘরের মধ্যে ছিল ও তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল, তারা দেখলো মরিয়ম তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে গেলেন, তারাও তাঁর পিছু নিল, তারা মনে করলো তিনি কবরের কাছে কাঁদতে যাচ্ছেন। ৩২ যখন মরিয়ম যেখানে ঈসা ছিলেন সেখানে আসলেন, তখন তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে পড়ে বললেন, ”হযরত, আপনি যদি এখানে থাকতেন, আমার ভাই মরত না।”333435৩৩ ঈসা যখন দেখলেন তিনি কাঁদছেন, ও তাঁর সঙ্গে যে ইহূদিরা এসেছিল তারাও কাঁদছে, তখন আত্মায় খুব অস্থির হয়ে উঠলেন ও উদ্বিগ্ন হলেন; ৩৪ তিনি বললেন "তোমরা তাকে কোথায় দাফন করেছো ?" তাঁরা তাঁকে বললেন, ”হযরত, এসে দেখুন।” ৩৫ ঈসা কাঁদলেন।3637৩৬ তখন ইহূদিরা বলল, ”দেখ তিনি লাসারকে কতটা মহব্বত করতেন !” ৩৭ কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, ”এই মানুষটি কি পারতেন না, যে ব্যাক্তি অন্ধের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছেন, একই ভাবে মানুষটিকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে?”383940৩৮ এতে ঈসা আবারো, মনে মনে অস্থির হয়ে, কবরের কাছে গেলেন। সেই কবর একটা গুহা ছিল, এবং তার উপরে একটা পাথর দেওয়া ছিল। ৩৯ ঈসা বললেন, "তোমরা পাথরটা সরিয়ে ফেল।” মার্থা, মৃত লাসারের বোন, ঈসাকে বললেন, ”হযরত, এতক্ষণে ওর দেহ পঁচে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, কারণ সে মারা গেছে চার দিন হয়েছে।” ৪০ ঈসা তাঁকে বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি ঈমান আনো, তবে মাবুদের কুদরত দেখতে পাবে?"4142৪১ তাই তারা পাথরটি সরিয়ে ফেললো। ঈসা আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ”পিতা, আমি তোমার শুকরিয়া আদায় করি যে, তুমি আমার কথা শুনেছ। ৪২ আমি জানতাম তুমি সবসময় আমার কথা শোন, কিন্তু এই যে সব মানুষের দল আমার চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে এদের জন্য এই কথা বললাম, যেন তারা বিশ্বাস করে যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।”4344৪৩এই সব বলার পরে, তিনি চিৎকার করে ডেকে বললেন, ”লাসার, বাইরে এস।” ৪৪ তাতে সেই মৃত মানুষটি বেরিয়ে আসলেন; তাঁর পা ও হাত কবর কাপড়ে জড়ানো ছিল, এবং তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। ঈসা তাদেরকে বললেন, "তাকে খুলে দাও এবং যেতে দাও।"4546৪৫ তখন ইহূদিদের অনেকে যারা মরিয়মের কাছে এসেছিল এবং দেখেছিল ঈসা যা করেছিলেন, তাঁতে উপস্থিত সবাই ঈমান আনলো। ৪৬ কিন্তু তাদের কয়েকজন ফরীশীদের কাছে ছুটে গেল এবং ঈসা যা কিছু করেছিলেন তাদেরকে তার সবই বলল।4748৪৭ তখন প্রধান ইমামগণ ও ফরীশীরা মহাসভা করে বলতে লাগল, ”আমরা এখন কি করব?” এ মানুষটি তো অনেক অলৌকিক কাজ করছে। ৪৮ আমরা যদি তাঁকে এইভাবে চলতে দিই, তবে সবাই তার উপরেই ঈমান আনবে; তখন রোমীয়েরা আসবে এবং আমাদের দেশ ও জাতি উভয়ই কেড়ে নেবে।”4950৪৯ যাহোক, তাদের মধ্যে একজন ক্ষমতাশালী ব্যাক্তি, কাইয়াফা, যিনি সেই বছরের মহা-ইমাম ছিলেন, তাদেরকে বললেন, ”তোমরা কিছুই জানো না। ৫০ আর ভেবেও দেখ না যে সমগ্র জাতি ধ্বংস হওয়ার চেয়ে মানুষের জন্য একজন মানুষের মৃত্যু তোমাদের জন্য ভালো।”515253৫১ এই সব কথা তিনি নিজের থেকে বললেন নি, বরং, তিনি ছিলেন সেই বৎসরের মহা-ইমাম, তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, ঈসা জাতির জন্য মৃত্যুবরন করবেন। ৫২ আর শুধুমাত্র সেই জাতির জন্য নয় বরং যাতে আল্লাহর সন্তানরা যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তারা একত্রিত হয়।। ৫৩ তাই সেই দিন থেকে তারা ঈসাকে কীভাবে হত্যা করা যায় তার পরিকল্পনা করেছিল।5455৫৪ তখন থেকে ঈসা আর খোলাখুলি ভাবে ইহূদিদের মধ্যে চলাফেরা করতেন না, আর সেখান থেকে দূরে মরূপ্রান্তের কাছে এক নিরাপদ জায়গা আফরাহীম নামক শহরে গেলেন। সেখানে তিনি তার সাহাবীদের নিয়ে থাকতেন। ৫৫ তখন ইহূদিদের উদ্ধার-ঈদ কাছে এসেছিল, এবং অসংখ্য মানুষ নিজেদেরকে পাক-সাফ করবার জন্য উদ্ধার-ঈদের আগে দেশের সমস্ত এলাকা থেকে জেরুজালেমে গিয়েছিল।5657৫৬ তারা ঈসার খোঁজ করছিলেন, এবং বায়তুল-মোকাদ্দসে দাঁড়িয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, ”তোমরা কি ধারণা কর? তিনি কি এই ঈদে আসবেন না?” ৫৭ আর তখন প্রধান ইমাম ও ফরীশীরা হুকুম দিয়েছিল যে, যদি কেউ জানে ঈসা কোথায় আছেন, সে যেন খবর দেয় যেন তারা তাঁকে গ্রেফতার করতে পারে।

Chapter 12

123১ উদ্ধার-ঈদ শুরুর ছয় দিন আগে ঈসা বৈথনিয়াতে এলেন, যেখানে লাসার ছিলেন, যাকে ঈসা মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন। ২ তাই তারা তাঁর জন্য সেখানে একটা ভোজের আয়োজন করেছিল, এবং মার্থা পরিবেশন করছিলেন, তাদের মধ্যে লাসার ছিল একজন যে টেবিলে ঈসার সঙ্গে বসেছিল। ৩ তারপর মরিয়ম এক লিটার খুব দামী সুগন্ধি লতা দিয়ে তৈরী খাঁটি আতর, এনে ঈসার পায়ে মাখিয়ে দিলেন, এবং নিজের চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিলেন। বাড়িটি আতরের সুগন্ধে ভরে গিয়েছিল।456৪ যিহূদা ঈষ্করিয়োত, ঈসার একজন সাহাবী, যে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সে বলল, ৫ "কেন এই আতর তিনশো দিনারে বিক্রি করে গরিবদের দিলে না?" ৬ সে এটি বলেছিল, গরিব লোকদের জন্য চিন্তা করে নয়, বরং সে ছিল একজন চোর। টাকার থলি তার কাছে থাকত এবং কিছু রাখলে সে সেখান থেকে চুরি করতো।78৭ ঈসা বললেন, " তাকে আমার দাফনের দিনের জন্য যা আছে তা রাখতে দাও। ৮ গরিবদের তোমরা সবসময় তোমাদের কাছে পাবে। কিন্তু তোমরা আমাকে সবসময় পাবে না।"91011৯ ইহূদিদের একদল লোক জানতে পেরেছিল যে, ঈসা সেখানে ছিলেন, তারা এসেছিল, তারা শুধুমাত্র ঈসাকে দেখতে আসেনি, তারা লাসার কেও দেখতে এসেছিল, ঈসা যাকে মৃত্যর পর জীবিত করেছিলেন। ১০ প্রধান ইমামেরা ষড়যন্ত্র করল যে লাসারকে ও মেরে ফেলতে হবে; ১১ কারণ তাঁর কারণেই অনেক ইহূদি চলে গিয়েছিল এবং ঈসার উপর ঈমান এনেছিল।1213১২ পরের দিন অনেক লোক ঈদ উত্সবে এসেছিল। যখন তারা শুনতে পেল যে ঈসা জেরুজালেমে আসছেন, ১৩ তারা খেঁজুর পাতা হাতে নিয়েছিল এবং তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল অতঃপর চিৎকার করে বলছিল, "মারহাবা! ধন্য তিনি যিনি মাবুদের নামে আসছেন, তিনিই ইস্রায়েলের বাদশাহ্।"1415১৪ ঈসা একটা গাধাশাবক দেখতে পেলেন এবং তার ওপর বসলেন; কিতাবে যেমন লেখা ছিল, ১৫ “ভয় কোরো না, সিয়োন কন্যা; দেখ, তোমার বাদশা আসছেন, একটা গাধাশাবকের উপরে বসে আসছেন।”161১৬ তাঁর সাহাবীরা প্রথমে এই সব বিষয় বুঝতে পারেনি; কিন্তু ঈসা যখন মহিমান্বিত হলেন, তখন তাঁদের মনে পড়ল যে, তাঁর বিষয়ে এই সব কেতাবেই লেখা ছিল এবং লোকেরা তাঁর জন্যই ঐ সব করেছিলো।171819১৭ তখন লোকজন সাক্ষ্য দিতে লাগলো যে তাঁরা তখন ঈসার সঙ্গে ছিলেন যখন তিনি মৃত লাসার কে কবর থেকে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন আর তাকে মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন। ১৮ এটার আরও কারণ ছিল যে লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিল কারণ তারা তাঁর এই অলৌকিক কাজের কথা শুনেছিল। ১৯ এদেখে ফরীশীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো, "দেখ, কোন লাভই হচ্ছে না; তাকিয়ে দেখ, সারা দুনিয়া তার দলে চলে গেছে।”202122২০ ঐ ঈদে যারাে এবাদত করতে এসেছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রীকও ছিল। ২১ তারা ফিলিপের কাছে গিয়েছিল, যিনি ছিলেন গালীলের বৈৎসৈদা এলাকার বাসিন্দা, এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বলেছিল, "জনাব, আমরা ঈসাকে দেখতে চাই।” ২২ ফিলিপ গিয়ে আন্দ্রিয়কে বলেছিলেন; আন্দ্রিয় ফিলিপের সঙ্গে গিয়েছিলেন, অতঃপর তাঁরা দুজনে ঈসাকে জানিয়েছিলেন।2324২৩ ঈসা উত্তরে তাদের বললেন, ”ইবনে-আদমকে মহিমান্বিত করার সময় এসেছে। ২৪ সত্য, সত্যই, আমি তোমাদের বলছি, গমের বীজ মাটিতে পড়ে যদি না মরে, তবে এটা একটা মাত্র থাকে, কিন্তু যদি এটা মরে তবে এটা অনেক ফল দেবে।2526২৫ যে তার নিজের জীবনকে ভালবাসে সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ এই জগতে তার জীবনকে ঘৃণা করে সে অনন্তকালের জন্য প্রাণ রক্ষা করবে। ২৬ কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে সে আমাকে অনুসরণ করুক; এবং আমি যেখানে থাকব আমার সেবকও সেখানে থাকবে। কেউ যদি আমার সেবা করে, তবে পিতা তাকে সম্মান করবেন।272829২৭ এখন আমার আত্মা উদ্বিগ্ন এবং আমি কি বলব? ’পিতা, আমাকে এই মুহুর্ত থেকে বাঁচাবেন?’ কিন্তু এই কারণে আমি এই সময়ে এসেছি। ২৮ পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত হোক।” বেহেশত থেকে তখন এই কথা শোনা গেল, ”আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আবারে একে মহিমান্বিত করব।” ২৯ তখন যে লোকেরা পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং শুনেছিল তারা বলল যে এটি বজ্রপাত হয়েছে। অন্যরা বলল, "একজন ফেরেশতা তার সাথে কথা বলেছেন।"3031৩০ ঈসা উত্তরে বললেন, "এই কথা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়নি, বরং তোমাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। ৩১ এখন এই জগতের বিচার : এখন এই জগতের শাসককে বহিষ্কার করা হবে।3233৩২ আমি যখন পৃথিবী থেকে উপরে উঠব, আমি সবাইকে নিজের কাছে টানব।" ৩৩ তিনি কি ধরনের মৃত্যু হবে তা নির্দেশ করার জন্য এটি বলেছিলেন।343536৩৪ তখন লোকেরা উত্তর দিল, "আমরা পাক-কিতাব থেকে শুনেছি যে, মসীহ চিরকাল থাকবেন। আপনি কিভাবে বলছেন যে, ’ইবনে-আদমকে অবশ্যইে উপরে তোলা হবে?’ তবে এই ইবনে-আদম কে?" ৩৫ ঈসা তখন তাদের বললেন, "আর অল্প সময়ের জন্য নূর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে নূর আছে তোমরা চলতে থাক, তাহলে অন্ধকার তোমাদেরকে গ্রাস করবে না। যে অন্ধকারে চলে সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। ৩৬ যতক্ষণ তোমাদের কাছে নূর আছো, সেই নূরে ঈমান আনো যেন তোমরা নূরের উম্মত হতে পার।" ঈসা এই সব কথা বললেন এবং তারপর চলে গেলেন অতঃপর তাদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখলেন।3738৩৭ যদিও ঈসা তাদের সামনে অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তারা তাঁর উপরে ঈমান আনে নি। ৩৮ এটি এজন্য যাতে ইশাইয়া নবীর বলা কথা সম্পূর্ণ হয়, তিনি বলেছিলেন: “ মাবুদ, কে আমাদের তাবলীগে ঈমান এনেছে? এবং কার কাছেই বা মাবুদের শক্তিশালী হাত প্রকাশিত হয়েছে?”3940৩৯ এই জন্য তারা ঈমান আনে নি, কারণ ইশাইয়া এটাও বলেছিলেন, ৪০ “তিনি তাদের চোখ অন্ধ করেছেন এবং তিনি তাদের হৃদয় কঠিন করেছেন; না হলে তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখত এবং হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত, ও ফিরে আসতো এবং আমি তাদের সুস্থ করতাম।”414243৪১ ইশাইয়া এই সব বিষয় বলেছিলেন কারণ তিনি ঈসার মহিমা দেখেছিলেন এবং তাঁরই বিষয় বলেছিলেন। ৪২ কিন্তু তা সত্বেও, অনেক শাসকেরা ঈসার উপরে ঈমান এনেছিল; কিন্তু ফরীশীদের কারণে, তারা এটা স্বীকার করে নি যাতে তারা সেনাগগ থেকে নিষিদ্ধ না হয়। ৪৩ তারা আল্লাহর কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশি ভালবাসত।4445৪৪ ঈসা চিৎকার করে বললেন, "যে আমার উপরে ঈমান আনে, সে কেবল আমার উপরে ঈমান আনে তা নয় বরং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপরেও ঈমান আনে, ৪৫ আর যে আমাকে দেখে সে তাঁকেও দেখে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।4647৪৬ আমি এই দুনিয়াতে নূর হিসাবে এসেছি, সুতরাং যে আমার উপরে ঈমান আনে সে অন্ধকারময় জীবনে থাকে না। ৪৭ যদি কেউ আমার কথা শুনে কিন্তু মান্য করে না, আমি তার বিচার করি না; কারণ আমি দুনিয়ার বিচার করতে আসিনি, কিন্তু দুনিয়াকে নাজাত করতে এসেছি।484950৪৮ যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আমার বাক্য গ্রহন করে না, তাঁর বিচার করার একজন আছেন। আমি যে কথা বলেছি তা শেষ দিনে তার বিচার করবে। ৪৯ কারণ আমি আমার নিজের থেকে কিছু বলিনি, কিন্তু, পিতা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে কি কি বলতে হবে সেই বিষয়ে হুকুম দিয়েছেন। ৫০ আমি জানি যে তাঁর হুকুমই অনন্ত জীবন; তাই আমি যা বলি- পিতা যেমন আমাকে বলেছেন, আমিও তাই বলি।"

Chapter 13

12১ উদ্ধার-ঈদের আগের ঘটনা, ঈসা জানতে পেরেছিলেন যে এই পৃথিবী ছেড়ে পিতার কাছে যাবার সময় তাঁর হয়েছে। তাই এই দুনিয়াতে যারা তাঁর নিজের মহব্বতের পাত্র ছিল, তিনি তাদেরকে শেষ পর্যন্তই মহব্বত করেছিলেন। ২ তাই রাতের খাবারের সময়, শয়তান আগে থেকেই শিমোনের ছেলে ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদার মনে, ঈসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছিল।345৩ ঈসা- যিনি জানতেন যে পিতা সব কিছুই তাঁর হাতে দিয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে এসেছিলেন এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাচ্ছিলেন- ৪ তিনি রাতের খাবার থেকে উঠলেন এবং উপরের কাপড়টি খুলে রাখলেন। তারপর তিনি একটি তোয়ালে নিলেন এবং নিজের কোমরে জড়ালেন। ৫ তারপরে তিনি একটি গামলায় পানি ঢাললেন এবং সাহাবীদের পা ধোয়াতে শুরু করলেন এবং তার চারপাশে জড়ানো তোয়ালে দিয়ে শুকাতে লাগলেন।6789৬ তিনি শিমোন পিতরের কাছে এলেন এবং পিতর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হুজুর, আপনি কি আমার পা ধুইয়ে দেবেন?" ৭ ঈসা উত্তরে বললেন, "আমি কি করছি তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে এটা বুঝতে পারবে।" ৮ পিতর তাঁকে বললেন, "আপনি কখনও আমার পা ধুইয়ে দেবেন না।" ঈসা উত্তরে তাঁকে বললেন, ”যদি আমি তোমার পা ধুয়ে না দিই, তবে তুমি আমার অংশীদার নও।” ৯ শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেবল আমার পা ধোবেন না, কিন্তু আমার হাত ও মাথাও ধুইয়ে দিন।"1011১০ ঈসা তাঁকে বললেন, ”যে গোসল করেছে, তার পা ছাড়া আর কিছু ধোয়ার দরকার নেই, এবং সে পুরোপুরিই পরিষ্কার; তোমরা অবশ্য পরিষ্কার, কিন্তু সকলে নও।" ১১ (কারণ ঈসা জানতেন কে তাঁর সঙ্গে বেঈমানী করবে; এই জন্য তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে সবাই পরিষ্কার নও।")12131415১২ যখন ঈসা তাদের পা ধোয়া শেষ করলেন অতঃপর তাঁর পোষাক পরলেন, এবং আবার বসলেন, তাদের বললেন, "তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি তোমাদের জন্য কি করেছি? ১৩ তোমরা আমাকে 'ওস্তাদ' এবং 'হুজুর' বলে ডাক, এবং তোমরা ঠিকই বল, কারণ আমিই সেই। ১৪ তাহলে যদি আমি, প্রভু এবং হুজুর, তোমাদের পা ধুইয়ে থাকি, তবে তোমরাও একে অন্যের পা ধুইবে। ১৫ সেইজন্য আমি তোমাদের একটা উদাহরন দিয়েছি সুতরাং তোমাদেরও এই রকম করা উচিত যা আমি তোমাদের জন্য করেছি।161718১৬ সত্যি, সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, একজন গোলাম তার নিজের মনিব থেকে বড় নয়; একজন বার্তাবাহক কখনোই বড় নয় তাঁর প্রেরকের চেয়ে। ১৭ যদি তোমরা এই বিষয়গুলো জানো, তাহলে তোমরা রহমত পাবে যদি তাদের জন্যও এগুলো কর।১৮ আমি তোমাদের সকলের বিষয়ে বলছি না; আমি তাদের জানি যাদের আমি বেছে নিয়েছি- কিন্তু এটি এজন্য যে পাক-কিতাবের কথা পূর্ণ হবেই: 'যে আমার রুটি খায় সে আমার বিরুদ্ধে তার গোঁড়ালি তুলেছে।'1920১৯ এটা ঘটবার আগেই আমি তোমাদের বলছি যে যখন এটা ঘটবে, তখন তোমরা যেন বিশ্বাস করতে পারো আমিই সেই। ২০ সত্যি, সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ আমার প্রেরিত কে গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহন করে, এবং যে অমাকে গ্রহন করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন সে তাঁকেই গ্রহণ করে।"2122২১ যখন ঈসা এই কথা বললেন, তখন তিনি মনে কষ্ট পেলেন।তিনি সাক্ষ্য দিলেন এবং বললেন, "সত্যি, সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি যে তোমাদের মধ্যেই একজন আমার সঙ্গে বেঈমানী করবে।" ২২ সাহাবীরা একে অপরের দিকে তাকালো, তিনি কার বিষয়ে কথা বলছেন তা নিয়ে অবাক হয়েছিলো।232425২৩ তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন, যাকে ঈসা মহব্বত করতেন, ঈসার পাশে টেবিলে শুয়ে ছিল। ২৪ শিমোন পিতর সেই সাহাবীকে ইশারা করলেন এবং বললেন, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করো সে কে তিনি যার কথা বলছেন।" ২৫ তাই সে ঈসার পাশে হেলান দিয়ে বললেন, "হুজুর, কে?"2627২৬ ঈসা তার উত্তরে বললেন, "এটি সেই ব্যাক্তি যার জন্য আমি রুটি র টুকরোটা ডোবাব এবং তাকে দেব।” তাই যখন তিনি রুটির টুকরো ডোবালেন, ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের ছেলে যিহূদাকে তা দিলেন। ২৭ তখন রুটি টি দেবার পরেই, শয়তান তার অন্তরে প্রবেশ করল, তারপরে ঈসা তাকে বললেন, "তুমি যেটা করছ, সেটা তাড়াতাড়ি কর।"282930২৮ তখন ভোজের টেবিলের কেউ জানতে পারেনি যে ঈসা তাকে কেন এটা বলেছিলেন। ২৯ কিছু লোক চিন্তা করেছিল যে, যিহূদার কাছে টাকার থলি ছিল, ঈসা তাকে বললেন, "উৎসবের জন্য যে জিনিসগুলো দরকার কিনে আন," অথবা সে যেন অবশ্যই গরিবদের কিছু জিনিস দেয়। ৩০ যিহূদা রুটি টি গ্রহণ করার পর, সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তখন ছিল রাত।313233৩১ যখন যিহূদা চলে গেল, ঈসা বললেন, "এখন ইবনে- আদম মহিমান্বিত হলেন, এবং আল্লাহ নিজে মহিমান্বিত হলেন। ৩২ যদি আল্লাহ নিজে মহিমান্বিত হন, তবে আল্লাহ পুত্র কেও তাঁর জন্য মহিমান্বিত করবেন, আর তিনি খুব তাড়াতাড়িই তাঁকে মহিমান্বিত করবেন। ৩৩ প্রিয় শিশুরা, আমি অল্পদিনের জন্য তোমাদের সঙ্গে আছি। তোমরা আমাকে খুঁজবে, এবং আমি ইহূদিদের যেমন বলেছিলাম, ‘আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পার না।’ এখন আমি তোমাদেরও তাই বলছি।3435৩৪ আমি তোমাদের এক নতুন হুকুম দিচ্ছি, যে তোমরা একে অন্যকে মহব্বত করবে; ঠিক আমি যেমন তোমাদের মহব্বত করেছি, তাই তোমরাও একে অন্যকে মহব্বত করবে। ৩৫ এর মাধ্যমে প্রত্যেকে জানবে যে তোমরা আমার শিষ্য, যদি তোমরা একে অপরকে মহব্বত করো।”363738৩৬ শিমোন পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" ঈসা উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা এখন আসতে পারবে না, কিন্তু পরে তোমরা আসতে পারবে।" ৩৭ পিতর তাঁকে বললেন, "হুজুর, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না? আপনার জন্য আমি আমার জীবনও দেব।" ৩৮ ঈসা উত্তরে বললেন, ”তুমি কি আমার জন্য তোমার জীবন দেবে? সত্যি, সত্যিই, আমি তোমাকে বলছি, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করার আগে মোরগ ডাকবে না।"

Chapter 14

123১ "তোমাদের মন যেন অস্থির না হয়। তোমরা আল্লাহর উপরে ঈমান আনো; আমার উপরেও ঈমান আনো। ২ আমার পিতার বাড়িতে থাকার অনেক জায়গা আছে। যদি তা না থাকতো, আমি তোমাদের বলতাম, সেইজন্য আমি তোমাদের জন্য থাকার জায়গা তৈরী করতে যাচ্ছি। ৩ যদি আমি যাই এবং তোমাদের জন্য থাকার জায়গা তৈরী করি, আমি আবার আসব এবং আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার।4567৪ আমি কোথায় যাচ্ছি সে পথ তোমরা জান।"। ৫ থোমা ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আমরা জানি না আপনি কোথায় যাচ্ছেন; আমরা কিভাবে পথটা জানব?" ৬ ঈসা তাঁকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য ও জীবন; আমার মাধ্যম ছাড়া কেউ পিতার কাছে যেতে পারে না। ৭ যদি তোমরা আমাকে চিনতে, তবে আমার পিতাকেও চিনতে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে চিন এবং দেখেছ।"89৮ ফিলিপ ঈসাকে বললেন, "হুজুর, আমাদের পিতাকে দেখান, এবং আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট হবে।" ৯ ঈসা তাঁকে বললেন, "আমি এত দিন তোমার সঙ্গে আছি এবং তুমি এখনো আমাকে চিনতে পারো না, ফিলিপ?" যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে, তুমি কিভাবে বলতে পারো, 'আমাদের পিতাকে দেখান'?1011১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যেই আছেন? যে সব কথা আমি তোমাদের বলছি সে সব আমার নিজের কথা নয়, কিন্তু পিতা আমার মধ্যে থেকে নিজের কাজ করছেন। ১১ আমাকে বিশ্বাস কর যে আমি পিতার মধ্যে আছি আর পিতা আমার মধ্যে আছেন, অন্যথায় কাজের কারণে বিশ্বাস কর।121314১২ সত্যি, সত্যিই, আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ আমার উপরে ঈমান আনে তবে আমি যে সব কাজ করি সেও তাই করবে, এবং সে এর থেকেও মহান কাজগুলো করবে কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। ১৩ তোমরা আমার নামে যা কিছু চাইবে, আমি তা করব যেন পিতা তাঁর পুত্রের মাধ্যমে মহিমান্বিত হন। ১৪ যদি তোমরা আমার নামে কিছু চাও, তা আমি করব।151617১৫ যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করো, তবে তোমরা আমার সব হুকুম পালন করবে, ১৬ এবং আমি পিতার কাছে দোয়া করব, এবং তিনি তোমাদের অন্য একজন সহায়ক দেবেন সুতরাং তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবেন- ১৭ তিনি সত্যের রুহ। দুনিয়ার লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না কারণ সে তাঁকে দেখতে পারেনা অথবা তাঁকে চিনেও না। কিন্তু তোমরা তাঁকে জান, এইজন্য তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকেন এবং তোমাদের কলবে থাকবেন।181920১৮ আমি তোমাদের এতিমদের মতো রেখে যাব না; আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব। ১৯ তবুও অল্প সময় এবং লোকেরা আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। কারণ আমি বেঁচে আছি, তোমরাও বেঁচে থাকবে। ২০ সেই দিন তোমরা জানবে যে আমি আমার পিতার মধ্যে আছি, আর তোমরা আমার মধ্যে আছ এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি।2122২১ যে আমার আদেশ জানে এবং সেগুলি পালন করে সে আমাকে মহব্বত করে, এবং যে আমাকে মহব্বত করে আমার পিতাও তাকে মহব্বত করবেন, এবং আমি তাকে মহব্বত করবো এবং আমি নিজেকে তার কাছে প্রকাশ করব।” ২২ এহূদা (ঈষ্করিয়োতীয় নয়) ঈসাকে বললেন, "হুজুর, কি ঘটেছে যে আপনি আমাদের কাছেই নিজেকে প্রকাশ করবেন জগতের কাছে নয়?"2324২৩ ঈসা উত্তর দিলেন এবং তাঁকে বললেন, "যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে, তাহলে সে আমার কথা মান্য করবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন, এবং আমরা তাঁর কাছে আসব এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের বাস করার জায়গা তৈরী করবো। ২৪ যে আমাকে মহব্বত করে না সে আমার কথা মান্য করে না। যে কথা তোমরা শুনছ সেটা আমার কথা নয় কিন্তু পিতার কথা যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।252627২৫ আমি তোমাদের এই সব বিষয় বলেছি, যখন আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি। ২৬ যাইহোক, সান্তনাদাতা- পবিত্র আত্মা যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন- তিনি তোমাদের সব কিছু শেখাবেন এবং আমি তোমাদের যা বলেছি সে সবই তিনি তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন। ২৭ আমি তোমাদের জন্য শান্তি রেখে যাচ্ছি; আমার শান্তি তোমাদের দান করছি। জগত যেভাবে দেয় আমি সেভাবে দিই না। তোমাদের মন যেন অস্থির না হয় এবং মনে ভয়ও না থাকে।2829২৮ তোমরা শুনেছ যে আমি তোমাদের বলেছি, 'আমি চলে যাচ্ছি এবং আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব।' 'যদি তোমরা আমাকে মহব্বত করতে, তবে তোমরা আনন্দ করতে কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি, কারণ পিতা আমার চেয়েও মহান। ২৯ এখন ঐসব ঘটবার আগে আমি তোমাদের বলেছি যাতে, যখন এটা ঘটবে, তখন তোমরা ঈমান আনবে।3031৩০ আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশি কথা বলবো না, কারণ দুনিয়ার শাষণকর্তা আসছে। আমার উপরে তার কোন ক্ষমতা নেই, ৩১ কিন্তু যাতে দুনিয়া জানতে পারে যে আমি পিতাকে ভালোবাসি, পিতা আমাকে যেমন আদেশ করেন আমি ঠিক তেমনই করি। চল আমরা উঠি আর এখান থেকে চলে যাই।”

Chapter 15

121আমিই সত্য আঙুরলতা এবং আমার পিতা একজন আঙুর উত্পাদক। 2তিনি আমার থেকে সেই সব ডাল কেটে ফেলেন যে ডালে ফল ধরে না এবং যে ডালে ফল ধরে সেই ডালগুলি তিনি পরিষ্কার করেন যেন তারা আরো অনেক বেশি ফল দেয়।343আমি যে বার্তার কথা তোমাদের আগে বলেছি তার জন্য তোমরা আগে থেকেই শুচি হয়েছ। 4আমাতে থাক এবং আমি তোমাদের মধ্যে। যেমন আঙুর গাছের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো ডাল নিজের থেকে ফল দিতে পারে না, তেমনই তোমরা যদি আমার মধ্যে না থাক তবে তোমরাও দিতে পার না।5675আমি আঙুরগাছ; তোমরা শাখা প্রশাখা। যে কেউ আমার মধ্যে থাকে এবং আমি তার মধ্যে, সেই লোক অনেক ফলে ফলবান হবে, যে আমার থেকে দূরে থাকে সে কিছুই করতে পারে না। 6যদি কেউ আমাতে না থাকে, তাকে ডালের মত ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় এবং সে শুকিয়ে যায়; লোকেরা ডালগুলো জড়ো করে সেগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয় ও সেগুলো পুড়ে যায়। 7যদি তোমরা আমার মধ্যে থাক এবং আমার কথাগুলো যদি তোমাদের মধ্যে থাকে, তবে তোমাদের যা ইচ্ছা চাও এবং আমি তোমাদের জন্য তাই করব।898এতে আমার পিতা মহিমান্বিত হন, যদি তোমরা অনেক ফলে ফলবান হও তবে তোমরা আমার শিষ্য হবে। 9পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমন তোমাদের ভালো বেসেছি; আমার ভালবাসার মধ্যে থাক।101110তোমরা যদি আমার আদেশগুলি পালন কর, তোমরাও আমার ভালবাসার মধ্যে থাকবে যেমন আমি আমার পিতার আদেশগুলি পালন করেছি এবং তাঁর ভালবাসায় থাকি। 11আমি তোমাদের এই সব বিষয় বলেছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হয়।121312আমার আদেশ এই, যেন তোমরা একে অন্যকে ভালবাসবে, যেমন আমি তোমাদের ভালবেসেছি। 13কারোর এর চেয়ে বেশি ভালবাসা নেই, যে নিজের বন্ধুদের জন্য নিজের জীবন দেবে।141514তোমরা আমার বন্ধু যদি তোমরা এই সব জিনিস কর যা আমি তোমাদের আদেশ করি। 15বেশিদিন আর আমি তোমাদের দাস বলব না, কারণ, দাসেরা জানে না তাদের প্রভু কি করছে। আমি তোমাদের বন্ধু বলেছি, কারণ আমার পিতার কাছে যা শুনেছি, সবই তোমাদের প্রচার করছি।161716তোমরা আমাকে মনোনীত কর নি, কিন্তু আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি এবং তোমাদের যাওয়ার জন্য তোমাদের নিয়োগ করেছি এবং ফল বহন কর এবং তোমাদের ফল যেন থাকে। তোমরা আমার নামে পিতার কাছে যা কিছু চাইবে, তিনি তোমাদের তাই দেবেন। 17এই আদেশ আমি তোমাদের দিচ্ছি, যে তোমরা একে অন্যকে ভালবাসো। জগত শিষ্যদের ঘৃণা করে।181918জগত যদি তোমাদের ঘৃণা করে, জেন যে এটা তোমাদের ঘৃণা করার আগে আমাকে ঘৃণা করেছে। 19তোমরা যদি এই জগতের হতে, তবে জগত তোমাদের নিজের মত ভালবাসত; কিন্তু কারণ তোমরা জগতের নও এবং কারণ আমি তোমাদের জগতের বাইরে থেকে মনোনীত করেছি, এই জন্য জগত তোমাদের ঘৃণা করে।20212220মনে রেখো আমি তোমাদের যা বলেছি, ‘একজন দাস তার নিজের প্রভুর থেকে মহৎ নয়।’ যদিও তারা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তারা তোমাদেরও কষ্ট দেবে; তারা যদি আমার কথা রাখত, তারা তোমাদের কথাও রাখত। 21তারা আমার নামের জন্য তোমাদের উপর এই সব করবে, কারণ তারা জানে না কে আমাকে পাঠিয়েছেন। 22আমি যদি না আসতাম এবং তাদের কাছে কথা না বলতাম, তবে তাদের পাপ হত না; কিন্তু এখন তাদের পাপ ঢাকবার কোনো উপায় নেই।23242523যে আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24যদি আমি তাদের মধ্যে কাজ না করতাম যা অন্য কেউ করে নি, তবে তারা পাপ করত না। কিন্তু এখন তারা আমাকে এবং আমার পিতা উভয়ের আচার্য্য কাজ দেখেছে এবং ঘৃণা করেছে। 25এটা ঘটেছে যে তাদের নিয়মে লেখা এই কথা পূর্ণ হয়েছে: “তারা কোনো কারণ ছাড়া আমাকে ঘৃণা করেছে।”262726যখন সহায়ক এসেছে, যাকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, তিনি হলেন সত্যের আত্মা, যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন, তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। 27তোমরাও সাক্ষ্য বহন করবে কারণ তোমরা প্রথম থেকে আমার সঙ্গে আছ।

Chapter 16

121"আমি তোমাদের এই সব কথা বলেছি যেন তোমরা বাধা না পাও। 2তারা তোমাদের সমাজঘর থেকে বের করে দেবে; সম্ভবত, সময় আসছে, যখন যে কেউ তোমাদের হত্যা করে তোমরা মনে করবে যে সে ঈশ্বরের জন্য সেবা কাজ করেছে।343তারা এই সব করবে কারণ তারা পিতাকে অথবা আমাকে জানে না। 4কিন্তু যখন সময় আসবে, যেন তাদের তোমরা মনে করতে পার যে, আমি তোমাদের এই সবের বিষয় বলেছি, সেই জন্য আমি তোমাদের এই সব কথা বলেছি। আমি প্রথম থেকে তোমাদের এই সব বিষয় বলিনি, কারণ আমি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম। পবিত্র আত্মার কাজ।5675তাসত্ত্বেও, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন এখন আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি; যদিও তোমাদের মধ্যে কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা কর নি, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' 6কারণ আমি তোমাদের এই সব কথা বলেছি বলে তোমাদের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হয়েছে। 7তথাপি, আমি তোমাদের সত্যি বলছি: আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য ভাল; যদি আমি না যাই, সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের কাছে তাঁকে পাঠিয়ে দেব।8910118যখন তিনি আসবেন, সাহায্যকারী জগতকে অপরাধী করবে পাপের বিষয়ে, ন্যায়পরায়নতা বিষয়ে এবং বিচারের বিষয়ে, 9পাপের বিষয়ে, কারণ তারা আমাকে বিশ্বাস করে না; 10ন্যায়পরায়নতা বিষয়ে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; 11এবং বিচারের বিষয়ে, কারণ এ জগতের শাসনকর্তা বিচারিত হয়েছেন।12131412তোমাদের বলবার আমার অনেক কিছু আছে, কিন্তু তোমরা এখন তাদের বুঝতে পারবে না। 13তথাপি, তিনি সত্যের আত্মা, যখন আসবেন তিনি তোমাদের সব সত্যের উপদেশ দেবেন; তিনি নিজের থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু তিনি যা কিছু শোনেন সেগুলোই বলবেন; এবং যে সব ঘটনা আসছে তিনি সে সব বিষয়ে তোমাদের কাছে ঘোষণা করবেন। 14তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন, কারণ আমার যা কিছু আছে, সেসব তিনি নিয়ে তোমাদের কাছে ঘোষণা করবেন।151615পিতার যা কিছু আছে সে সবই আমার; তা সত্ত্বেও আমি বলছি যে, আত্মা আমার কাছে যা কিছু আছে, সেসব নিয়ে তোমাদের কাছে ঘোষণা করবেন। 16কিছু সময় পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার কিছু সময় পরে, তোমরা আমাকে দেখতে পাবে।" শিষ্যদের দুঃখ আনন্দে পরিবর্তন।171817তারপর তাঁর কিছু শিষ্য নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "তিনি আমাদের একি বলছেন, ‘কিছু কাল পরে তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না,' এবং আবার, 'কিছু কাল পরে আবার, তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,’ এবং, ‘কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি'?" 18অতএব তারা বলল, "এটা কি যা তিনি বলছেন, ‘কিছু কাল'?, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না তিনি কি বলছেন।"19202119যীশু দেখলেন যে তাঁরা তাঁকে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন এবং তিনি তাঁদের বললেন, আমি যা বলেছি, "তোমরা কি এটা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছ, যে আমি কি বলেছি, 'কিছু কালের মধ্যে, তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; আবার কিছু কাল পরে, আমাকে দেখতে পাবে'? 20সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, তোমরা কাঁদবে এবং বিলাপ করবে, কিন্তু জগত আনন্দ করবে; তোমরা দুঃখার্ত হবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে। 21একজন স্ত্রীলোক দুঃখ পায় যখন তার প্রসব বেদনা হয় কারণ তার প্রসব কাল এসে গেছে; কিন্তু যখন সে সন্তান প্রসব করে, সে আর তার ব্যাথার কথা কখনো মনে করে না কারণ জগতে একটি শিশু জন্মালো এটাই তার আনন্দ।22232422তোমরাও, তোমরা এখনও দুঃখ পাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমাদের আবার দেখব; এবং তোমাদের হৃদয় আনন্দিত হবে এবং কেউ তোমাদের কাছ থেকে সেই আনন্দ নিতে পারবে না। 23ওই দিনে তোমরা আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে না। সত্যি, সত্যি, আমি তোমাদের বলছি, যদি তোমরা পিতার কাছে কিছু চাও, তিনি আমার নামে তোমাদের তা দেবেন। 24এখন পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু চাওনি; চাও এবং তোমরা গ্রহণ করবে সুতরাং তোমরা আনন্দে পূর্ণ হবে।2525আমি অস্পষ্ট ভাষায় এই সব বিষয় তোমাদের বললাম, কিন্তু সময় আসছে, যখন আমি তোমাদের আর অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলব না, কিন্তু পরিবর্তে পিতার বিষয় তোমাদের সোজা ভাবে বলব।26272826ওই দিন তোমরা আমার নামেই চাইবে এবং আমি তোমাদের বলব না যে, আমি পিতার কাছে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করব; 27কারণ পিতা নিজেই তোমাদের ভালবাসেন, কারণ তোমরা আমাকে ভালবেসেছ এবং কারণ তোমরা বিশ্বাস করেছ যে আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি। 28আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি এবং জগতে এসেছি; আবার একবার, আমি জগত ত্যাগ করছি এবং পিতার কাছে যাচ্ছি।"29303129তাঁর শিষ্যরা বললেন, "দেখুন, এখন আপনি সোজা ভাবে কথা বলছেন, আপনি অস্পষ্ট ভাষায় কথা বলছেন না। 30এখন আমরা জানি যে আপনি সব কিছুই জানেন এবং আপনি দরকার মনে করেন না যে কেউ আপনাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। কারণ এই, আমরা বিশ্বাস করি যে, আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছেন। 31যীশু তাঁদের উত্তর দিলেন, "তোমরা এখন বিশ্বাস করছ?"323332দেখ, সময় এসেছে, হ্যাঁ, সম্ভবত এসেছে, যখন তোমরা ছড়িয়ে পড়বে, প্রত্যেকে নিজের জায়গায় যাবে এবং আমাকে একা রেখে যাবে। তথাপি আমি একা নই, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন। 33তোমাদের এই সব বললাম, যেন তোমরা আমাতে শান্তিতে থাক। জগতে তোমরা কষ্ট পাবে, কিন্তু সাহস কর, আমি জগতকে জয় করেছি।"

Chapter 17

121যীশু এই সব কথা বললেন; তারপর তিনি তাঁর চোখ স্বর্গের দিকে তুললেন এবং বললেন, "পিতা, সময় এসেছে; তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত কর, যেন তোমার পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করে 2যেমন তুমি তাঁকে সব মানুষের উপরে কর্তৃত্ব দিয়েছ, যাদেরকে তুমি তাঁকে দিয়েছ তিনি যেন তাদের অনন্ত জীবন দেন।3453আর এটাই অনন্ত জীবন: যেন তারা তোমাকে জানতে পারে, একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে এবং তুমি যাকে পাঠিয়েছ, যীশু খ্রীষ্টকে। 4তুমি আমাকে যে কাজ করতে দিয়েছ, তা শেষ করে আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। 5এখন পিতা, তোমার উপস্থিতে আমাকে মহিমান্বিত কর, জগত সৃষ্টি হবার আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তুমি সেই মহিমায় এখন আমাকে মহিমান্বিত কর। যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য প্রার্থনা করলেন।6786জগতের মধ্য থেকে তুমি যে লোকদের আমাকে দিয়েছ আমি তাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল এবং তাদের তুমি আমাকে দিয়েছ এবং তারা তোমার কথা রেখেছে। 7এখন তারা জানে যে, তুমি আমাকে যা কিছু দিয়েছ সে সবই তোমার কাছ থেকে এসেছে, 8তুমি আমাকে যে সব বাক্য দিয়েছ আমি এই বাক্যগুলি তাদের দিয়েছি। তারা তাদের গ্রহণ করেছে এবং সত্যি জেনেছে যে আমি তোমার কাছ থেকে এসেছি এবং তারা বিশ্বাস করেছে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো।910119আমি তাদের জন্য প্রার্থনা করি। আমি জগতের জন্য প্রার্থনা করি না কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, কারণ তারা তোমারই। 10সব জিনিস যা আমার সবই তোমার এবং তোমার জিনিসই আমার; আমি তাদের মধ্যে মহিমান্বিত হয়েছি। 11আমি আর বেশিক্ষণ জগতে নেই, কিন্তু এই লোকেরা জগতে আছে এবং আমি তোমাদের কাছে আসছি। পবিত্র পিতা, তোমার নামে তাদের রক্ষা কর যা তুমি আমাকে দিয়েছ যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা এক।12131412যখন আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম আমি তোমার নামে তাদের রক্ষা করেছি যা তুমি আমাকে দিয়েছ; আমি তাদের পাহারা দিয়েছি এবং যার বিনষ্ট হওয়ার কথা ছিল সে বিনাশ হয়েছে, যেন শাস্ত্রের কথা পূর্ণ হয়। 13এখন আমি তোমার কাছে আসছি; কিন্তু আমি জগতে থাকতেই এই সব কথা বলেছি যেন তারা আমার আনন্দে নিজেদের পূর্ণ করে। 14আমি তাদের তোমার বাক্য দিযেছি; জগত তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ তারা জগতের নয়, যেমন আমি জগতের নই।15161715আমি প্রার্থনা করছি না যে তুমি তাদের জগত থেকে নিয়ে নাও, কিন্তু তাদের শয়তানের কাছ থেকে রক্ষা কর। 16তারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 17তাদের সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্য সত্য।181918তুমি আমাকে জগতে পাঠিয়েছো এবং আমি তাদের জগতে পাঠিয়েছি। 19তাদের জন্য আমি নিজেকে পবিত্র করেছি যেন তারা তাদেরকেও সত্যিই পবিত্র করে। যীশু সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য প্রার্থনা করলেন।202120আমি কেবলমাত্র এদের জন্য প্রার্থনা করি না, কিন্তু আরও তাদের জন্য যারা তাদের বাক্যের মধ্য দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করবে 21সুতরাং তারা সবাই এক হবে, যেমন তুমি, পিতা, আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে। আমি প্রার্থনা করি যে তারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে সুতরাং জগত বিশ্বাস করবে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো।222322যে মহিমা তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমি তাদের দিয়েছি, সুতরাং তারা এক হবে, যেমন আমরা এক। 23আমি তাদের মধ্যে এবং তুমি আমার মধ্যে, যেন তারা সম্পূর্ণভাবে এক হয়; যেন জগত জানতে পারে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো এবং তাদের ভালবেসেছ, যেমন তুমি আমাকে প্রেম করেছ।2424পিতা, যাদের তুমি আমায় দিয়েছ আমি আশাকরি যে তারাও আমার সঙ্গে থাকে যেখানে আমি থাকি, তুমি আমায় যাদের দিয়েছো, তাহারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে সুতরাং তারা যেন আমার মহিমা দেখে, যা তুমি আমাকে দিয়েছ: কারণ জগত সৃষ্টির আগে তুমি আমাকে প্রেম করেছিলেন।252625ধার্মিক পিতা, জগত তোমাকে জানে নি, কিন্তু আমি তোমাকে জানি; এবং এরা জানে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছো। 26আমি তাদের কাছে তোমার নাম প্রচার করেছি এবং আমি এটা জানাব যে তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করেছ, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি তাদের মধ্যে থাকি।"

Chapter 18

1231পরে যীশু এই সব কথা বলেছিলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেরিয়ে কিদ্রোণ উপত্যকা পার হয়েছিলেন, সেখানে একটি বাগান ছিল তার মধ্যে তিনি ঢুকেছিলেন, তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা। 2এখন যিহূদা , যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেও জায়গাটা চিনত, কারণ যীশু প্রায়ই তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখানে যেতেন। 3তারপর যিহূদা একদল সৈন্য এবং প্রধান যাজকদের কাছ থেকে আধিকারিক গ্রহণ করেছিল এবং ফরীশীরা লন্ঠন, মশাল এবং তরোয়াল নিয়ে সেখানে এসেছিল।454তারপর যীশু, যিনি সব কিছু জানতেন যে তাঁর উপর কি ঘটবে, সামনের দিকে গেলেন এবং তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা কাকে খুঁজছো?" 5তারা তাঁকে উত্তর দিল, "নাসরতের যীশুর।" যীশু তাদের উত্তর দিল, "আমি সে।" যিহূদা, যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেও সৈন্যদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল।John 18:4–5 — বাংলা (ulb)676সুতরাং যখন তিনি তাদের বললেন, "আমি হই," তারা পিছিয়ে গেল এবং মাটিতে পড়ে গেল। 7তারপরে তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কার খোঁজ করছ?" তারা আবার বলল, "নাসরতের যীশুর"।

## Acts

Chapter 1  
1প্রিয় থিয়ফিল, প্রথম বইটা আমি সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে লিখেছি, যা যীশু করতে এবং শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, সেদিন পর্যন্ত, 2যেদিন তিনি নিজের মনোনীত প্রেরিতদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আদেশ দিয়ে স্বর্গে গেলেন। 3নিজের দুঃখ সহ্য করার পর তিনি অনেক প্রমাণ দিয়ে তাঁদের কাছে নিজেকে জীবিত দেখালেন, চল্লিশ দিন ধরে তাঁদের কাছে দেখা দিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যাপারে বিভিন্ন কথা বললেন।4আর তিনি তাঁদের সঙ্গে মিলে আদেশ দিলেন, তোমরা যিরুশালেম থেকে বাইরে যেও না, কিন্তু পিতার প্রতিজ্ঞা করা যে দানের কথা আমার কাছে শুনেছ, তাঁর অপেক্ষা কর। 5কারণ যোহন জলে বাপ্তিষ্ম দিতেন, কিন্তু তোমরা কিছুদিন পর পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে।6সুতরাং তাঁরা সকলে একসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, এই কি সেই সময়, যখন আপনি ইস্রায়েলের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে আনবেন? 7তিনি তাদেরকে বললেন, "যেসব সময় বা কাল পিতা নিজের অধিকারে রেখেছেন তা তোমাদের জানার বিষয় নয়। 8কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি পাবে; এবং তোমরা যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদীয়া, শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর শেষ পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।"9যখন প্রভু যীশু এসব কথা বলছেন, তিনি তাঁদের চোখের সামনে স্বর্গে উঠে যেতে লাগলেন, একটি মেঘ তাঁদের দৃষ্টিপথ থেকে তাঁকে ঢেকে দিল। 10তিনি যাচ্ছেন আর তাঁরা আকাশের দিকে এক নজরে চেয়ে আছেন, এমন সময়, সাদা পোশাক পরা দুজন মানুষ তাদের কাছে দাঁড়ালেন; 11আর তাঁরা বললেন, "প্রিয় গালিলের লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই যে যীশু তোমাদের কাছ থেকে স্বর্গে গেলেন, তাঁকে যেমন স্বর্গে যেতে দেখলে, ঠিক তেমনি তাঁকে ফিরে আসতে দেখবে।"12তখন তাঁরা জৈতুন পাহাড় থেকে যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। সেই পাহাড় যিরুশালেমের কাছে, এক বিশ্রামবারের পথ। 13শহরে গিয়ে যেখানে তাঁরা ছিলেন, সেই উপরের ঘরে গেলেন পিতর, যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব ও ঈশ্বরভক্ত শিমোন, জীলট এবং যাকোবের (ভাই) যিহূদা, 14তাঁরা সকলেই মহিলাদের এবং যীশুর মা মরিয়ম ও যীশুর ভাইদের সঙ্গে এক মনে প্রার্থনা করতে থাকলেন।15সেসময় এক দিন প্রায় একশো কুড়ি জন এক জায়গায় একসঙ্গে ছিলেন, সেখানে পিতর ভাইদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন- 16"প্রিয় ভাইয়েরা, যারা যীশুকে ধরেছিল, তাদের পথ দেখিয়েছিলেন যে যিহূদা, তার ব্যাপারে পবিত্র আত্মা দায়ূদের মুখ থেকে আগেই যা বলেছিলেন, সেই শাস্ত্রীয় বাক্য সফল হওয়া দরকার ছিল।17কারণ সেই ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে ছিল এবং এই পরিচর্য্যা কাজের লাভের ভাগিদার হয়েছিল। 18সে মন্দ কাজের রোজগার দিয়ে একটি জমি কিনেছিল। তারপর সে মাথা নিচু অবস্থায় মাটিতে পড়ল, তার পেট ফেটে যাওয়াতে নাড়ি ভুঁড়ী সব বের হয়ে পড়ল; 19আর যিরুশালেমের সকল লোকে সেটা জানতে পেরেছিল, এজন্য তাদের ভাষায় ঐ জমি হকলদামা অর্থাৎ "রক্তাক্ত ভূমি" নামে পরিচিত"।20কারণ গীতসংহিতায় লেখা আছে, "তার ভূমি খালি হোক, তাতে বাস করে এমন কেউ না থাক এবং তার পালকের পদ অন্য কাউকে দেওয়া হোক।"21সুতরাং , সেদিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে চলাফেরা করতেন, ততদিন সবসময় যাঁরা আমাদের সঙ্গ দিয়েছে, 22যোহনের বাপ্তিষ্ম থেকে শুরু করে যেদিন প্রভু যীশুকে আমাদের কাছ থেকে স্বর্গে উঠিয়ে নেওয়া হয়, এঁদের একজন আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হন, এটা অবশ্যই দরকার।" 23তখন তাঁরা এই দু'জনকে দাঁড় করালেন, যোষেফ যাঁকে বার্শবা বলে, যাঁর উপাধি যুষ্ঠ,-24এবং মত্তথিয়; আর তাঁরা প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু, তুমি সবার অন্তর জান, সুতরাং এই দু'জনের মধ্যে যাকে মনোনীত করেছ তাকে দেখিয়ে দাও। 25যিহূদা নিজের জায়গাতে যাওয়ার জন্য এই যে সেবার ও প্রেরিতের পদ ছেড়ে গিয়েছে, তার পরিবর্তে পদ গ্রহণের জন্য দেখিয়ে দাও। 26পরে তারা দুজনের জন্য গুলিবাঁট করলেন, আর মত্তথিয়ের নামে গুলি পড়ল, তাতে তিনি এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে যোগ দিলেন।

Chapter 2

1এর পরে যখন দিন এলো, তাঁরা সবাই একমনে, এক জায়গায় মিলিত হয়ে প্রার্থনায় ছিলেন। 2তখন হঠাৎ স্বর্গ থেকে অনেক গতির বায়ুর শব্দের মত শব্দ এলো, যে ঘরে তাঁরা বসে ছিলেন, সেই ঘরের সব জায়গায় তা ছড়িয়ে পড়ল। 3এবং জিভের মত দেখতে এমন অনেক আগুনের শিখা তাঁরা দেখতে পেলেন এবং সেগুলো তাঁদের প্রত্যেকের উপর বসলো। 4তারফলে তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন, আত্মা যাকে যেমন যেমন ভাষা বলার শক্তি দিলেন, সেভাবে তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন।5সেসময় যিরূশালেমে বসবাসকারী যিহূদীরা এবং আকাশের নিচে প্রত্যেক জাতি থেকে আসা ঈশ্বরের লোকেরা, সেখানে ছিলেন। 6সেই শব্দ শুনে সেখানে অনেকে একত্র হল এবং তারা সবাই খুবই অবাক হয়ে গেল, কারণ সবাই তাদের নিজের নিজের ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনলেন। 7তখন সবাই খুবই আশ্চর্য্য ও অবাক হয়ে বলতে লাগলো, এই যে লোকেরা কথা বলছেন এরা সবাই কি গালীলীয় না?8তবে আমরা কেমন করে আমাদের নিজেদের ভাষায় ওদের কথা বলতে শুনছি? 9পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় এবং মেসোপটেমিয়া যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও এশিয়া, 10ফুরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিশর এবং লুবিয়া দেশের কুরিনীয়ের কাছে বসবাসকারী এবং রোম দেশের বাসিন্দারা। 11যিহূদী ও যিহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত অনেকে এবং ক্রীতীয় ও আরবের বাসিন্দা যে আমরা, সবাই নিজের নিজের ভাষায় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য ও উত্তম কাজের কথা ওদের মুখ থেকে শুনছি।12এসব দেখে তারা সবাই আশ্চর্য্য ও নির্বাক হয়ে একজন অন্য জনকে বলতে লাগলো, এসবের মানে কি? 13আবার অনেকে উপহাস করে বলতে লাগলো এরা আঙ্গুরের রস পান করে মাতাল হয়েছে।14তখন পিতর এগারো জন প্রেরিতের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জোর গলায় তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে যিহূদী ও যিরূশালেমের বাসিন্দারা, আপনাদের এর অর্থ জানা দরকার, তাই আপনারা আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। 15কারণ আপনারা যা ভাবছেন তা নয়, এই লোকেরা কেউই মাতাল নয়, কারণ এখন মাত্র সকাল নয়টা।16কিন্তু এটা সেই ঘটনা, যার বিষয়ে যোয়েল ভাববাদী বলেছেন, 17"শেষের দিনে এমন হবে, ঈশ্বর বলেন, আমি সকল মাংসের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, তারফলে তোমাদের ছেলে ও মেয়েরা ভাববাণী বলবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে ও তোমাদের বৃদ্ধরাও স্বপ্ন দেখবে।18আবার সেই দিনগুলোয় আমি আমার দাস ও দাসীদের উপরে আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর তারা ভাববাণী বলবে। 19আমি আকাশে বিভিন্ন অদ্ভুত লক্ষণ এবং নীচে পৃথিবীতে নানারকম চিহ্ন, রক্ত, আগুনও ধোঁয়ার বাষ্পকুণ্ডলী দেখাব।20প্রভুর সেই মহান ও বিশেষ দিনের আগমনের আগে সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে এবং চাঁদ রক্তের মত লাল হয়ে যাবে, 21আর এমন হবে, প্রত্যেকে যারা প্রভুর নামে ডাকবে, তারা পরিত্রাণ পাবে।"22হে ইস্রায়েলের লোকেরা এই কথা শুনুন। নাসরতের যীশু আশ্চর্য্য, পরাক্রম ও চিহ্ন কাজের মাধ্যমে আপনাদের কাছে ঈশ্বর থেকে প্রমাণিত মানুষ, তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বর আপনাদের মধ্য এই সমস্ত কাজ করেছেন, যেমন আপনারা সবাই জানেন; 23তাঁকে ঈশ্বরের পূর্ব পরিকল্পনা ও জ্ঞান অনুসারে সমর্পণ করা হয়েছিল আর আপনারা তাঁকে অধার্মিকদের দিয়ে ক্রুশে হত্যা করেছিলে। 24ঈশ্বর মৃত্যু যন্ত্রণা কমিয়ে তাঁকে মৃত্যু থেকে তুলেছেন; কারণ তাঁকে ধরে রাখা মৃত্যুর সাধ্য ছিল না।25কারণ দায়ূদ তাঁর বিষয় বলেছেন, "আমি প্রভুকে সবসময় আমার সামনে দেখতাম; কারণ তিনি আমার ডানদিকে আছেন, যেন আমি অস্থির না হই। 26এই জন্য আমার মন আনন্দিত ও আমার জিভ আনন্দ করে; আর আমার শরীরও আশায় (নির্ভয়ে) বসবাস করবে;27কারণ তুমি আমার প্রাণ মৃত্যুলোকে ত্যাগ করবে না, আর নিজের পবিত্রজনকে ক্ষয় দেখতে দেবে না। 28তুমি আমাকে জীবনের পথ দেখিয়েছ, তোমার শ্রীমুখ দিয়ে আমাকে আনন্দে পূর্ণ করবে।"29ভাইয়েরা সেই পূর্বপুরুষ দায়ূদের বিষয় আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, তিনি মারা গেছেন এবং তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে, আর তাঁর কবর আজ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে আছে। 30সুতরাং, তিনি ভাববাদী ছিলেন এবং জানতেন, ঈশ্বর শপথ করে এই প্রতিশ্রুতি করেছিলেন যে, তাঁর বংশের এক জনকে তাঁর সিংহাসনে বসাবেন; 31এবং তিনি খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবিত হবার বিষয় এই কথা বলেছিলেন যে, তাঁকে মৃত্যুলোকে ত্যাগ করা হয়নি, তাঁর মাংস ক্ষয় হবে না।32এই যীশুকেই ঈশ্বর মৃত্যু থেকে তুলেছেন, আমরা সবাই যার সাক্ষী। 33সুতরাং, তোমরা যা দেখছ ও শুনছ তা এই, যে, ঈশ্বরের ডানপাশে উত্থানের পর এবং শপথ অনুসারে পিতার থেকে পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার পর, তিনি তা ঢেলে দিয়েছেন।34কারণ রাজা দায়ূদ স্বর্গে ওঠেননি, কিন্তু নিজে এই কথা বলেছেন, "প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি আমার ডানদিকে বস, 35যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পা রাখার জায়গায় পরিণত করি।" 36"সুতরাং ইস্রায়েলের সকল বংশ নিশ্চিত ভাবে জানুন যে, যাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, সেই যীশুকেই ঈশ্বর প্রভু ও খ্রীষ্ট উভয়ই করেছেন।"37এই কথা শুনে তাদের অন্তরে খুব আঘাত লাগল এবং তারা পিতর ও অন্য প্রেরিতদের বললেন, "ভাইয়েরা আমরা কি করব?" 38তখন পিতর তাদের বললেন, "আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের পাপ ক্ষমার জন্য মন ফেরান এবং যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিষ্ম নিন, তাহলে পবিত্র আত্মার দান পাবেন। 39কারণ এই প্রতিজ্ঞা আপনাদের ও আপনাদের সন্তানদের জন্য এবং যারা দূরে ও যত লোককে প্রভু আমাদের ঈশ্বর ডেকে আনবেন।"40আরোও অনেক কথা বলে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন ও তাদের অনুরোধ করে বলেছিলেন, "এই কালের মন্দ লোকেদের হাত থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা কর"। 41তখন যারা পিতরের কথা শুনল, তারা বাপ্তিষ্ম নিল, তারফলে সেই দিন প্রায় তিন হাজার আত্মা তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলো। 42আর তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগীতায় (নিজেদের মধ্যে সব কিছু ভাগ করে নিতেন), রুটি ভাঙায় ও প্রার্থনায় সময় কাটাতেন।43তখন সবার মধ্যে ভয় উপস্থিত হলো এবং প্রেরিতরা অনেক আশ্চর্য্য কাজ ও চিহ্ন-কার্য্য সাধন করতেন। 44আর যারা বিশ্বাস করলো, তারা সব কিছু একসঙ্গে রাখতেন; 45আর তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি ও জায়গা জমি বিক্রি করে, যার যেমন প্রয়োজন হত তাকে তেমন অর্থ দেওয়া হত।46আর তারা প্রতিদিন একমনে মন্দিরে যেতেন এবং বাড়িতে আনন্দে ভাঙা রুটি খেতেন ও আনন্দের সঙ্গে এবং সরল মনে খাবার খেতেন, 47তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতেন এবং এতে সকল মানুষের কাছে তাঁরা ভালবাসার পত্র পরিচিত হলেন। আর যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু তাদের প্রতিদিন মন্দ্লিতে যুক্ত করতেন।

Chapter 3

1এক দিন বিকাল তিনটেয় প্রার্থনার সময় পিতর ও যোহন উপাসনা ঘরে যাচ্ছিলেন। 2সেসময় মানুষেরা এক জন লোককে বয়ে নিয়ে আসছিল। সেই ব্যক্তি মায়ের গর্ভ হতে খোঁড়া। তাকে প্রতিদিন মন্দিরের সুন্দর নামক এক দরজার কাছে রেখে দিত, যাতে, মন্দিরে যারা প্রবেশ করে, তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। 3সে যখন পিতর ও যোহনকে গীর্জায় প্রবেশ করতে দেখলো, তখন তাদের কাছে ভিক্ষা চাইল।4তাতে যোহনের সাথে পিতরও তার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, আমাদের দিকে তাকাও। 5তাতে সে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল এবং তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। 6তখন পিতর উত্তর করে বললেন" রূপা কিংবা সোনা আমার কাছে নেই" কিন্তু যা আছে তা তোমাকে দেবো "নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হেঁটে বেড়াও।7পরে পিতর তার ডান হাত ধরে তুললেন, তাতে তখনই তার পা এবং পায়ের গোড়ালী শক্ত হলো। 8আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং সে হাঁটতে হাঁটতে, কখনও লাফাতে লাফাতে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাদের সাথে উপাসনার ভিতরে প্রবেশ করলো।9সমস্ত লোক যখন তাকে হাঁটতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখলো, 10তখন তারা তাকে দেখে চিনতে পারলো যে এ সেই ব্যক্তি যে গীর্জায় সুন্দর নামক দরজায় বসে ভিক্ষা করত, আর তার প্রতি এই ঘটনা ঘটায় তারা খুবই চমৎকৃত এবং অবাক হলো।11আর যখন লোকেরা ভিখারীকে পিতর ও যোহনের সঙ্গে দেখল তখন সকলে চমৎকৃত হলো এবং শলোমনের নামে চিহ্নিত বারান্দায় তাদের কাছে দৌড়ে আসলো। 12এই সকল দেখে পিতর সকলকে বললেন হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা এই মানুষটির বিষয়ে কেন অবাক হচ্ছে। আর আমরাই আমাদের শক্তি বা ভক্তি গুনে একে চলবার ক্ষমতা দিয়েছি, এসব মনে করে কেনই বা আমাদের প্রতি এক নজরে তাকিয়ে আছ?13অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, আপনার দাস সেই যীশুকে মহিমান্বিত করেছেন, যাকে তোমরা শত্রুর হাতে বিচারের জন্য সমর্পণ করেছিলে এবং পীলাত যখন তাঁকে ছেড়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন তাঁর সামনে তোমরা অস্বীকার করেছিলে। 14তোমরা সেই পবিত্র ও ধার্মিক ব্যক্তিকে অস্বীকার করেছিলে এবং পিলাতের কাছে তোমরা চেয়েছিলে তাঁর পরিবর্তে যেন তোমাদের জন্য একজন খুনিকে সমর্পণ করা হয়,15কিন্তু তোমরা জীবনের সৃষ্টিকর্তাকে মেরে ফেলেছিলে; ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য হতে উঠিয়েছেন, আমরা তার সাক্ষী। 16আর প্রভুর নামে বিশ্বাসে এই ব্যক্তি শক্তিবান হয়েছে, যাকে তোমরা দেখছ ও চেন, যীশুতে তাঁর বিশ্বাসই তোমাদের সকলের সামনে তাঁকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়েছে।17এখন, ভাইয়েরা, আমি জানি যে তোমরা অজ্ঞানতার সঙ্গে এই কাজ করেছ, যেমন তোমাদের শাসকেরা করেছিলেন। 18কিন্তু ঈশ্বর তাঁর খ্রীষ্টের দুঃখভোগের বিষয়ে যেসকল ভাববাণী সকল ভাববাদীর মুখ দিয়ে আগে জানিয়েছিলেন, সে সব এখন পূর্ণ করেছেন।19অতএব, তোমরা মন ফেরাও, ও ফের, যেন তোমাদের পাপ সব মুছে ফেলা হয়, যেন এরূপে ঈশ্বরের কাছ থেকে আত্মিক বিশ্রাম আসে, 20আর তোমাদের জন্য পূর্বনির্দ্ধারিত খ্রীষ্ট যীশুকে পাঠিয়েছেন।21আর তিনি সেই, যাকে স্বর্গ নিশ্চয়ই গ্রহণ করে রাখবে, যেপর্যন্ত না সকল বিষয়ের আবার স্থাপনের সময় উপস্থিত হয়, যে সময়ের বিষয়ে ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মুখ দিয়ে বলেছেন, যাঁরা আদিকাল হতে হয়ে আসছেন। 22মোশি তো বলেছিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মতো এক ভাববাদীকে তৈরী করবেন, তিনি তোমাদের যা যা বলবেন, সে সব বিষয়ে তোমরা সবই শুনবে; 23আর এখন হবে যে, যাঁরা এই ভাববাদীর কথা না শুনবে, সে মানুষদের মধ্য থেকে ধ্বংস হবে"।24আর শমূয়েল ও তাঁর পরে যতজন ভাববাদী কথা বলেছেন, তাঁরাও সবাই এই সময়ের কথা বলেছেন। 25তোমরা সেই ভাববাদীগণ এবং সেই নিয়মেরও সন্তান, যা ঈশ্বর তোমাদের পিতৃপুরুষদের সহিত শপথ করেছিলেন, তিনি যেমন অব্রাহামকে বলেছিলেন, "তোমার বংশে পৃথিবীর সকল পরিবার আশীর্বাদ পাবে"। 26ঈশ্বর নিজের দাসকে তৈরী করলেন এবং প্রথমেই তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তোমাদের প্রত্যেককে সব অধর্ম হতে ফিরিয়ে তার দ্বারা তোমাদের আশীর্বাদ করেন।

Chapter 4

1যখন পিতর এবং যোহন লোকেদের কাছে কথা বলছিলেন ঠিক সেসময়ে পুরোহিতেরা ও ধর্মধামের গীর্জা ররক্ষকদের নেতার এবং সদ্দূকীরা তাড়াতাড়ি তাদের কাছে এসে হাজির হলেন। 2তারা গভীর সমস্যায় পড়েছিল কারণ তারা লোকেদের উপদেশ দিতেন এবং যিশু যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান হয়েছেন তা প্রচার করতেন। 3আর তারা তাদেরকে ধরে পরের দিন পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন, 4কারণ তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তবুও যারা কথা শুনছিল তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করেছিল, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা কমবেশি পাঁচ হাজার মতো ছিল।5পরের দিন লোকেদের শাসকেরা, প্রাচীনেরা ও শিক্ষা গুরুরা যিরুশালেমে সমেবেত হয়েছিলেন, 6এবং হানন মহাযাজক, কায়াফা, যোহন, আলেকসান্দর, আর মহাযাজকের নিজের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন। 7তারা তাদেরকে মধ্যিখানে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কি ক্ষমতায় বা কার নামে তোমরা এই কাজ করেছ?8তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাদেরকে বলেছিলেন হে লোকেদের শাসকেরা ও প্রাচীনবর্গ, 9একটি দুর্বল মানুষের উপকার করার জন্য যদি আজ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় কিভাবে এই লোকটি সুস্থ হয়েছে, 10তবে আপনারা সকলে ও সকল ইস্রায়েলবাসী এই জানুক যে, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে যাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, যাকে ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছিলেন, তাঁরই গুনে এই ব্যক্তি আপনাদের কাছে সুস্থ শরীরে দাঁড়িয়ে আছে।11তিনি সেই পাথর যেটি গাঁথকেরা যে আপনারা আপনাদের দ্বারাই অবহেলিত হয়েছিল, যা কোন প্রধান পাথর হয়ে উঠেছে। 12আর অন্য কারোও কাছে পরিত্রাণ নেই, কারণ আকাশের নীচে ও মানুষদের মধ্যে দেওয়া এমন আর কোনোও নাম নেই যে নামে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।13সেসময় পিতর ও যোহনের সাহস দেখে এবং এরা যে অশিক্ষিত সাধারণ লোক এটা দেখে তারা অবাক হয়েছিলেন এবং চিনতে পারলেন যে এঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন। 14আর ঐ সুস্থ লোকটি তাঁদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারলো না।15কিন্তু তারা প্রেরিতদের সভা কক্ষ থেকে বাইরে যেতে আদেশ দিলেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকলো 16যে এই লোকেদের নিয়ে কি করা যায়? কারণ তারা যে অলৌকিক কাজ করেছিল তা যিরূশালেমের লোকেরা জেনে গিয়েছিল; আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। 17কিন্তু এই কথা যেন লোকেদের মধ্যে না ছড়ায়, তাই তারা এদের ভয় দেখিয়ে বলল তারা যেন এই নামে কাউকে কিছু না বলে। 18তাই তারা পিতর এবং যোহনকে ভিতরে ডাকলো এবং তাঁদের আদেশ করলো কাউকে যেন কিছু না বলে এবং যীশুর নামে শিক্ষা না দেয়।19পিতর ও যোহন উত্তর দিয়ে তাদের বললেন," ঈশ্বরের কথা ছেড়ে আপনাদের কথা শুনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উচিত কিনা আপনারা বিচার করুন। 20কিন্তু আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি তা না বলে থাকতে পারিনা"21পরে তারা পিতর ও যোহনকে আরোও ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিলেন। কারণ লোকের ভয়ে তাঁদের শাস্তি দেবার কোন কারণ পেল না, কারণ যা করা হয়েছিল তার জন্য সকল লোক ঈশ্বরের গৌরব করছিল 22যে ব্যক্তি এই অলৌকিক কাজের দ্বারা সুস্থ হয়েছিল তিনি প্রায় চল্লিশ বছরের উপরে ছিলেন।23তাদের ছেড়ে দেওয়ার পর তারা নিজেদের সঙ্গীদের কাছে গেলেন এবং প্রধান পুরহীত ও প্রাচীনরা তাদের যে কথা বলেছিল তা তাদের জানালেন। 24যখন তারা একথা শুনেছিল তারা একসঙ্গে উচ্চস্বরে ঈশ্বরের জন্য বলেছিল, প্রভু তুমি যিনি আকাশমণ্ডল, পৃথিবী, সমুদ্র এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর সৃষ্টি কর্তা। 25তুমি তোমার দাস আমাদের পিতা দাউদের মুখ থেকে পবিত্র আত্মার দ্বারা কথা বলেছ 'যেমন অযিহূদীরা কেন ঝগড়া করল? লোকেরা কেন অনর্থক বিষয়ে ধ্যান করল?26পৃথিবীর রাজারা একসঙ্গে দাঁড়ালো, শাসকেরা একসঙ্গে জড়ো হলো প্রভুর বিরুদ্ধে এবং তাঁর মনোনীত খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে;27কারণ সত্যি যীশু যিনি তোমার পবিত্র দাস যাকে তুমি মনোনীত করেছ, তাঁর বিরুদ্ধে হেরোদ ও পন্তীয় পীলাত অযিহূদীদেরও এবং ইস্রায়েলের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, 28যেন তোমার হাতের ও তোমার জ্ঞানের দ্বারা আগে যে সকল বিষয় ঠিক করা হয়েছিল তা সম্পন্ন করে।29আর এখন হে প্রভু তাদের ভয় প্রদর্শনের প্রতি দেখো; এবং তোমার এই দাসেদের গভীর সাহসের সঙ্গে তোমার কথা বলার শক্তি দাও, রোগ ভালো হয় তাই আশীর্বাদ করো; 30আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন চিহ্ন ও আর্শ্চয্য কাজ সম্পূর্ণ হয়। 31তারা যে স্থানে একত্র হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন সেই মুহূর্তে সেই জায়গায় কেঁপে উঠেছিল এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন ও সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে থাকলেন।32আর যে বহুলোক যারা বিশ্বাস করেছিল, তারা এক হৃদয় ও এক প্রাণের বিশ্বাসী ছিল; তাদের একজনও নিজের সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলত না, কিন্তু তাদের সব কিছু সর্ব সাধারণের থাকত। 33আর প্রেরিতরা খুব ক্ষমতার সঙ্গে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন এবং তাদের সকলের ওপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।34এমনকি তাদের মধ্যে কেউই গরিব ছিল না; কারণ যারা জমির অথবা ঘর বাড়ির অধিকারী ছিল, তারা তা বিক্রি করে সম্পত্তির টাকা আনতো 35এবং তারা প্রেরিতদের পায়ের কাছে রাখতো, পরে যার যেমন দরকার তাকে তেমন দেওয়া হত।36আর যোষেফ যাকে প্রেরিতরা বার্ণবা নাম দিয়েছিলেন অনুবাদ করলে এই নামের মানে উৎসাহদাতা, যিনি লেবীয় ও সেই ব্যক্তি যিনি কুপ্র দ্বীপে থাকেন, 37তার এক টুকরো জমি ছিল, তিনি তা বিক্রি করে তার টাকা এনে প্রেরিতদের চরণে রাখলেন।

Chapter 5  
1এখন অননিয় নামে একজন লোক ছিল এবং তার স্ত্রী সাফেরা একটি জমি বিক্রি করল, 2আর সে সেই বিক্রয়ের টাকার কিছু অংশ নিজের কাছে রাখল আর বাকি অংশ প্রেরিতদের কাছে দিয়ে দিল, এই বিষয়ে তার স্ত্রীও জানতো।3তখন পিতর তাকে বলল, অননিয় তোমার মনে কেন শয়তানকে কাজ করতে দিলে যে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যে বললে আর জমির টাকা থেকে কিছুটা নিজের কাছে রেখে দিলে? 4জমিটা বিক্রির আগে এটা কি তোমার ছিল না? এবং বিক্রির পরও কি তোমার অধিকারে ছিল না? তবে তুমি কেমন করে এই জিনিসগুলি তোমার হৃদয়ে ভাবলে? তুমি মানুষের কাছে মিথ্যে বললে তা নয়, কিন্তু ঈশ্বরকেই বললে। 5অননিয় এই সব শুনে পড়ে গিয়ে মারা গেল। এবং যারা শুনল তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। 6কিছু যুবকেরা এগিয়ে এলো এবং তাকে কাপড়ে জড়ালো এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে কবর দিল7প্রায় তিন ঘন্টা পরে, তার স্ত্রী এসেছিল কিন্তু সে জানতো না কি হয়েছে 8পিতর তাকে বলল," আমাকে বলত, তোমরা সেই জমি কি এত টাকাতে বিক্রি করেছিলে?" সে বলল, "হ্যাঁ, এত টাকাতেই।"9তারপর পিতর তাকে বললেন, "তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কেমন করে এক মনা হলে? দেখ, যারা তোমার স্বামীর কবর দিয়েছে, তারা দরজায় এসেছে এবং তোমাকে নিয়ে যাবে"। 10তখনই সাফেরা তার পায়ে পড়ে মারা যায়। এবং যুবকেরা ভিতরে এসে দেখল, সে মৃত; তারা তাকে বাইরে নিয়ে গেল এবং তার স্বামীর পাশে কবর দিল। 11সকল মণ্ডলী এবং যারা একথা শুনল সবাই খুব ভয় পেয়ে গেল12প্রেরিতদের মাধ্যমে অনেক চিহ্ন-কার্য্য ও আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হতে লাগল। তারা সকলে একমনে শলোমনের বারান্দাতে একত্রিত হত। 13যারা তাঁদের বিশ্বাস করতোনা সেইসব লোকেরা তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহসও করত না, কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকেরা তাঁদের উচ্চমূল্য দিল।14আর দলে দলে অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রভু যীশুতে বিশ্বাসী হয়ে তাঁদের সাথে সংযুক্ত হতে লাগল। 15এমনকি লোকেরা অসুস্থ রোগীদের নিয়ে রাস্তার মাঝে বিছানায় এবং খাটে শুইয়ে রাখতো, যাতে পিতর যখন আসবে তখন তাঁর ছায়া তাদের ওপর পড়ে। 16যিরুশালেমের চারপাশের বিভিন্ন নগর থেকে অনেক লোক অসুস্থ রোগী ও অশুচি আত্মায় পাওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে একত্রিত হত এবং তারা সুস্থ হয়ে যেত।17পরে মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা অর্থাৎ সদ্দূকী সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রেরিতদের প্রতি হিংসায় পরিপূর্ণ হলেন। 18এবং প্রেরিতদের ধরে নিয়ে সাধারণ জেলখানায় বন্ধ করে দিলেন।19কিন্তু রাত্রিবেলায় প্রভুর এক দূত এসে জেলখানার দরজা খুলে দিলেন এবং প্রেরিতদের বাইরে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, 20"যাও, উপাসনা ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নতুন জীবনের সকল কথা লোকদের বল।" 21এই সব শোনার পর প্রেরিতেরা ভোরবেলায় উপাসনা ঘরে গিয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। ইতিমধ্যে, মহাযাজক ও তার সঙ্গীরা, ইস্রায়েলের লোকেদের গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে এক মহাসভা ডাকল এবং প্রেরিতদের আনার জন্য কারাগারে লোক পাঠালো।22কিন্তু যখন সেই আধিকারিকরা কারাগারে পৌঁছলো, তারা দেখল প্রেরিতেরা সেখানে নেই, সুতরাং তারা ফিরে গেল এবং এই সংবাদ দিল, 23"আমরা দেখলাম জেলখানার দরজা সুন্দরভাবে বন্ধ আছে এবং দরজায় দরজায় পাহারাদাররা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু যখন আমরা দরজা খুলে ভিতরে গেলাম কাউকে দেখতে পেলাম না।"24তখন উপাসনা ঘরের রক্ষী বাহিনীর প্রধান এবং প্রধান যাজকেরা এই কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগল, এর পরিণতি কি হবে। 25তারপর কোনও একজন লোক এলো এবং তাদের বলল, "শুনুন, যে লোকেদের আপনারা কারাগারে রেখেছিলেন তারা গীর্জায় দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন"26তখন উপাসনা ঘরের রক্ষী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি তার সেনাদের নিয়ে সেখানে গেল ও প্রেরিতদের নিয়ে এল কিন্তু তারা কোনোরকম জোর করল না, কারণ তারা লোকদের ভয় করত যে লোকেরা হয়ত তাদের পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলবে। 27পরে তারা প্রেরিতদের মহাসভায় এনে দাঁড় করালেন, মহাযাজক প্রেরিতদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, 28বললেন, "আমরা যীশুর নামে শিক্ষা দিতে দৃঢ়ভাবে বারণ করেছিলাম, তা সত্ত্বেও দেখ, তোমরা তোমাদের শিক্ষায় যিরূশালেম পূর্ণ করেছ এবং সেই ব্যক্তির রক্তের দায়ে আমাদের দোষী করতে চাইছ।"29কিন্তু পিতর এবং অন্য প্রেরিতরা বলল, "আমাদের মানুষের থেকে বরং ঈশ্বরের আজ্ঞাকে মেনে চলতে হবে! 30আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকেে উঠিয়েছেন, যাকে আপনারা ক্রুশে টাঙিয়ে হত্যা করেছেন। 31ঈশ্বর যীশুকেই রাজপুত্র ও ত্রাণকর্তারূপে উন্নত করে তাঁর ডান হাত দিয়ে স্থাপন করেছেন, যেন ইস্রায়েলকে মন পরিবর্তন ও পাপের ক্ষমা দান করেন। 32এসব বিষয়ের আমরাও সাক্ষী এবং পবিত্র আত্মাও সাক্ষী, যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবাহকদের দিয়েছেন33এই কথা শুনে তারা রাগে ফুলে উঠলেন ও প্রেরিতদের মেরে ফেলার জন্য চিন্তা করলেন। 34কিন্তু মহাসভায় গমলীয়েল নামে এক ফরীশী ছিলেন, ইনি আইন গুরু, যাকে লোকেরা মান্য করত, তিনি উঠলেন এবং প্রেরিতদের কিছুক্ষণের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার আজ্ঞা দিলেন।35পরে প্রহরীরা প্রেরিতদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার পর, তিনি বললেন, "হে, ইস্রায়েলের লোকেরা, তোমরা সেই লোকেদের নিয়ে কি করতে উদ্যত হয়েছ, সে বিষয়ে মনোযোগী হও। 36ইতিপূর্বে থুদা নামে একজন নিজেকে মহান বলে দাবী করেছিল এবং কমবেশি চারশো জন লোক তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল; সে নিহত হলে পর তার অনুগামীরা সব ছড়িয়ে পড়ল, কেউই থাকলো না। 37সেই ব্যক্তির পর লোক গণনা করার সময় গালীলীয় যিহূদা উদয় হয় ও কতকগুলি লোককে নিজের দলে টানে, পরে সেও নিহত হয়, আর তার অনুগামীরাও ছড়িয়ে পড়ে38এখন আমি তোমাদের বলছি, তোমরা ওই লোকদের থেকে দূরে থাক এবং তাদের ছেড়ে দাও, যদি এই মন্ত্রণা বা কাজ মানুষের থেকে হয়ে থাকে, তবে তা ব্যর্থ হবে। 39কিন্তু যদি ঈশ্বর থেকে হয়ে থাকে, তবে তাদের বন্ধ করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, হয়তো দেখা যাবে যে, তোমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ।40তখন তারা গমলীয়েলের কথায় একমত হলেন, আর প্রেরিতদের ডেকে এনে মারলেন এবং যীশুর নামে কোনোও কথা না বলতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। 41তখন প্রেরিতেরা মহাসভা থেকে আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন, কারণ তারা যীশুর নামের জন্য অপমানিত হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। 42তারপর প্রত্যেক দিন, প্রেরিতেরা উপাসনা ঘরে ও বাড়িতে বাড়িতে বারবার যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন।

Chapter 6

1আর এ সময়ে, যখন শিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল, তখন গ্রীক ভাষাভাষী বিশ্বাসীরা ইব্রীয় ভাষাভাষী বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ঝগড়া করতে লাগল, কারণ প্রতিদিনের খাবারের অংশ থেকে তাদের বিধবা মহিলারা বাদ যাচ্ছিল।2তখন সেই বারো জন (প্রেরিত) শিষ্যদের কাছে ডেকে বলল, আমরা যে ঈশ্বরের বাক্য ছেড়ে খাবার পরিবেশন করি, তা ঠিক নয়। 3কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা, তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে সুনামধন্য এবং আত্মায় ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ সাত জনকে বেছে নাও; তাঁদের আমরা এই কাজের দায়িত্ব দেব। 4কিন্তু আমরা প্রার্থনায় ও তাঁর বাক্যের সেবায় যুক্ত থাকব।5এই কথায় সকল লোক খুশি হল, আর তারা এই ক'জনকে মনোনীত করলো, স্তিফান- এ ব্যক্তি বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন এবং ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মিনা, ও নিকালয়, ইনি আন্তিয়খিয়াস্থ ধর্মান্তরিত বিশ্বাসী; 6তাঁরা এদেরকে প্রেরিতদের সামনে হাজির করল এবং তাঁরা তাদের মাথায় হাত রেখে প্রার্থনা করলেন।7আর ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে গেল এবং যিরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা বাড়তে লাগল; আর যাজকদের মধ্যে অনেক লোক বিশ্বাস করল।8আর স্তিফান অনুগ্রহে ও শক্তিতে পূর্ণ হয়ে লোকদের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ করতে লাগলেন। 9কিন্তু যাকে লিবর্ত্তীনয়দের সমাজঘর বলে, তার কয়েক জন এবং কুরিনীয় ও আলেকসান্দ্রিয় শহরের লোক এবং কিলিকিয়া ও এশিয়ার অঞ্চলের কতগুলো লোক উঠে স্তিফানের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে লাগল।10কিন্তু তিনি যে জ্ঞান ও যে আত্মার শক্তিতে কথা বলছিলেন, তার বিরোধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল না।। 11তখন তারা কয়েক জন লোককে গোপনে প্ররোচনা দিল, আর তারা বলল, আমরা স্তিফানকে মোশির ও ঈশ্বরের নিন্দা ও অপমান জনক কথা বলতে শুনেছি।12তারা জনগণকে এবং প্রাচীনদের ও আইনের শিক্ষকদের রাগিয়ে তুললো এবং স্তিফানকে মারার জন্য ধরল ও মহাসভায় নিয়ে গেল; 13এবং মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করাল তারা বলল, এ ব্যক্তি পবিত্র স্থানের ও নিয়মের বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কথা বলা বন্ধ করে নি; 14কারণ আমরা একে বলতে শুনেছি যে, সেই নাসরতীয় যীশু এই স্থান ভেঙে ফেলবে এবং মোশি আমাদের কাছে যে সকল নিয়ম কানুন দিয়েছেন, সেগুলো পাল্টে দেবে। 15তখন যারা সভাতে বসেছিল, তারা সকলে তাঁর প্রতি এক নজরে দেখল, তাঁর মুখ স্বর্গদূতের মতো দেখাচ্ছিল।

Chapter 7

1পরে মহাযাজক বললেন, এসব কথা কি সত্য? তিনি বললেন, 2প্রিয় ভাইয়েরা ও পিতারা, শুনুন। আমাদের পিতা অব্রাহাম হারণ নগরে বাস করার আগে যেসময়ে মিসপটেমিয়া দেশে ছিলেন, সেসময় মহিমার ঈশ্বর তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন, 3তিনি বললেন, "তুমি নিজের দেশ থেকে ও সকল আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে বাইরে বের হও এবং আমি যেদেশ তোমাকে দেখাই, সেদেশে চল।"4তখন তিনি কলদীয়দের দেশ থেকে বের হয়ে এসে হারণে বসবাস করলেন; আর তাঁর পিতার মৃত্যুর পর (ঈশ্বর) তাঁকে সেখান থেকে এদেশে আনলেন, যেদেশে আপনারা এখন বাস করছেন। 5কিন্তু এদেশে তাঁকে অধিকার দিলেন না, এক টুকরো জমিও না; আব্রাহাম প্রতিজ্ঞা করলেন যে, তিনি তাঁকে ও তাঁর পরে তাঁর বংশকে অধিকার দেবেন, যদিও তখন তাঁর কোনও সন্তান হয়নি।6আর ঈশ্বর এমন বললেন যে, "তাঁর বংশ বিদেশে বাস করবে এবং লোকে তাদের দাস বানাবে ও তাদের প্রতি চারশো বছর পর্যন্ত অত্যাচার করবে;" 7আর তারা যে জাতির দাস হবে, আমিই তাদের বিচার করব," এটা ঈশ্বর আরও বললেন, "তারপরে তারা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং এই স্থানে আমার আরাধনা করবে।" 8আর তিনি অব্রাহামকে ত্বকছেদের প্রতিজ্ঞা দিলেন, আর এভাবে অব্রাহাম ইসাহাক কে জন্ম দিলেন এবং আটদিনের দিন তাঁর ত্বকছেদ করল: পরে ইসাহাক যাকোবের এবং যাকোব সেই বারো জন পিতৃকুলপতির জন্ম দিলেন।9আর পিতৃকুলপতিরা যোষেফের উপর হিংসা করে তাঁকে বিক্রি করলে তিনি মিশরে যান এবং ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। 10কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সাথে সাথে ছিলেন এবং তাঁর সকল দু:খকষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার করলেন, আর মিশরের রাজা ফরৌনের কাছে অনুগ্রহ ও জ্ঞানীর পরিচয় দিলেন; এজন্য ফরৌণ তাঁকে মিশরের ও নিজের সকল ঘরের শিক্ষক পদে নিযুক্ত করলেন।11পরে সমস্ত মিশরে ও কনানে দূর্ভিক্ষ হল, লোকেরা খুব কষ্ট পেতে থাকল, আর আমাদের পূর্বপুরুষদের খাবারের অভাব হল। 12কিন্তু মিশরে খাবার আছে শুনে যাকোব আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথমবার পাঠালেন। 13পরে দ্বিতীয়বারে যোষেফ নিজের ভাইদের সাথে পরিচিত হলেন এবং যোষেফের বংশ সম্পর্কে ফরৌণ জানতে পারলেন।14পরে যোষেফ নিজের পিতা যাকোবকে এবং নিজের সমস্ত বংশকে, পঁচাত্তর জন লোককে নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন। 15তাতে যাকোব মিশরে গেলেন, পরে তাঁর ও আমাদের পূর্বপুরুষদের মৃত্যু হল। 16আর তাঁদের শিখিমে এনে কবর দেওয়া হয়েছে এবং যে কবর অব্রাহাম রূপো দিয়ে শিখিমে হামোর সন্তানদের কাছ থেকে কিনেছিলেন, সেখানে কবরপ্রাপ্ত হয়েছে।17পরে, ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হওয়ার সময় এগিয়ে আসলে, লোকেরা মিশরে বেড়ে সংখ্যায় অনেক হয়ে উঠল, 18শেষে মিশরের উপরে এমন আর একজন রাজা হলেন, যে যোষেফকে জানতেন না। 19তিনি আমাদের জাতির সাথে চালাকি করলেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন, উদ্দেশ্যে এই যে, তাঁদের শিশুদের যেন বাইরে ফেলে দেওয়া হয়, যেন তারা বাঁচতে না পারে।20সেই সময় মোশির জন্ম হয়। তিনি ঈশ্বরের চোখে সুন্দর ছিলেন এবং তিনমাস পর্যন্ত পিতার বাড়িতে পালিত হন। 21পরে তাঁকে বাইরে ফেলে দিলে ফরৌণের মেয়ে তুলে নেয়, ও নিজের ছেলে করার জন্য লালন পালন করলেন।22আর মোশি মিশ্রীয়দের সমস্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন এবং তিনি বাক্যে ও কাজে বলবান ছিলেন। 23পরে তাঁর প্রায় সম্পূর্ণ চল্লিশ বছর বয়স হওয়ার পর নিজের ভাইদের, ইস্রায়েল সন্তানদের, পরিচয় করার ইচ্ছা তার হৃদয়ে জাগলো। 24তখন এক জনের উপর অন্যায় করা হচ্ছে দেখে, তিনি তার পক্ষ নিলেন, ঐ মিশ্রীয় লোককে মেরে অত্যাচার সহ্য করা লোকটিকে সুবিচার দিলেন। 25তিনি মনে করলেন তার ভাইয়েরা বুঝেছে যে, তাঁর হাতের দ্বারা ঈশ্বর তাদের মুক্তি দিচ্ছেন; কিন্তু তারা বুঝল না।26আর পরের দিন তারা যখন মারামারি করছিল, তখন তিনি তাদের কাছে গিয়ে মিটমাট করে শান্তি দেওয়ার চেষ্টা করলেন, বললেন, হে প্রিয়, তোমরা তো ভাই, একজন অন্য জনের সাথে অন্যায় করছ কেন? 27কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি অন্যায় করেছিল যে ব্যক্তি, সে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলল, তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা করে আমাদের উপরে কে নিযুক্ত করেছে? 28কালকে যেমন সেই মিশ্রীয়কে মেরে ফেলেছিলে, তেমনি কি আমাকেও মেরে ফেলতে চাও?29এই কথায় মোশি পালিয়ে গেল, আর মিদিয়ণ দেশে বিদেশী হয়ে বসবাস করতে লাগল; সেখানে তার দুই ছেলের জন্ম হয়। 30পরে চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে সীনয় পর্বতের মরূপ্রান্তে এক দূত একটা ঝোপে আগুনের শিখায় তাকে দেখা দিল।31মোশি সে দৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে উঠল, আরও ভালো করে দেখার জন্য কাছে যাচ্ছিল, এমন সময়ে প্রভুর কথা শোনা গেল, বললেন, 32"আমি তোমার পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের, ইসহাকের ও যাকোবের ঈশ্বর।" তখন মোশি ভয় পেয়ে ভাল করে আর দেখার সাহস করলেন না।33পরে প্রভু তাঁকে বললেন, "তোমার পা থেকে জুতো খুলে ফেল; কারণ যে জায়গাতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, ওটা পবিত্র স্থান। 34আমি মিশরের মধ্যে আমার প্রজাদের দুঃখ ভাল করে দেখেছি, তাদের কান্না শুনেছি, আর তাদের উদ্ধার করতে নেমে এসেছি, এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে পাঠাই।"35এই যে মোশিকে তারা অস্বীকার করেছিল, বলেছিল, তোমাকে শাসনকর্তা ও বিচারকর্তা করে কে নিযুক্ত করেছে? তাঁকেই ঈশ্বর, যে দূত ঝোপে তাঁকে দেখা দিয়েছিল, সেই দূতের হাতের দ্বারা অধ্যক্ষ ও মুক্তিদাতা করে পাঠালেন। 36তিনি মিশরে, লোহিত সমুদ্রে ও মরূপ্রান্তে চল্লিশ বছর পর্যন্ত নানারকম অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কাজ করে তাদের বের করে আনলেন। 37ইনি সেই মোশি, যে ইস্রায়েল সন্তানদের একথা বলেছিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্যে থেকে আমার মতো একজন ভাববাদীকে তৈরী করবে।"38তিনিই মরূপ্রান্তে ইহূদিদের সাথে সভাতে ছিলেন; যে দূত সীনয় পাহাড়ে তাঁর সাথে কথা বলেছিলেন,। তিনিই তাঁর এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে ছিলেন। তিনি আমাদের দেওয়ার জন্য জীবনদায়ী বাক্যসকল পেয়েছিলেন। 39আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাঁর কথা মানতে চাইল না, বরং তাঁকে ঠেলে ফেলে দিলেন, আর মনে মনে আবার মিশরের দিকে ফিরলেন, 40হারোণকে বললেন, "আমাদের জন্য দেবতা তৈরি কর, তাঁরাই আমাদের আগে আগে যাবেন, কারণ এই যে মোশি মিশর দেশ থেকে আমাদের বের করে আনলেন, তাঁর কি হল, আমরা জানি না।"41আর সেই সময় তারা একটা বাছুর তৈরি করলেন এবং সেই মূর্তির উদ্দেশ্যে বলি দান করলেন, ও নিজেদের হাতের তৈরি জিনিসে আনন্দ করতে লাগলেন। 42কিন্তু ঈশ্বর খুশি হলেন না, তাঁদের আকাশের বাহিনী পূজো করার জন্য দান করলেন; যেমন ভাববাদী বইয়ে লেখা আছে,43তোমরা বরং মোলকের তাঁবু ও রিফন দেবতার তারা তুলে নিয়ে বহন করেছ, সেই মূর্তিগুলো, যা তোমরা পূজো করার জন্য গড়েছিলে; আর আমি তোমাদের বাবিলের ওদিকে স্থাপন করব।”44যেমন তিনি আদেশ করেছিলেন, সাক্ষ্য তাঁবু মরূপ্রান্তে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে ছিল, যিনি মোশিকে বলেছিলেন, তুমি যেমন উদাহরন দেখলে, সেরকম ওটা তৈরি কর। 45আর আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের সময়ে ওটা পেয়ে যিহোশূয়ের কাছে আনলেন, যখন সেই জাতিগনের অধিকারে প্রবেশ করল, যাদের ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষের সামনে থেকে তাড়িয়ে দিলেন। সেই তাঁবু দায়ূদের সময় পর্যন্ত ছিল। 46ইনি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেলেন এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি ঘর নির্ম্মান করার জন্য অনুমতি চাইলেন;47কিন্তু শলোমন তাঁর জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করলেন। 48অথচ মহান ঈশ্বর হাতের তৈরি গৃহে বাস করেন না; যেমন ভাববাদী বলেন। 49"স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পা রাখার স্থান; প্রভু বলেন, তোমরা আমার জন্য কেমন বাসস্থান বানাবে? 50অথবা আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়? আমার হাতই কি এ সমস্ত তৈরী করে নি?"51হে ঘাড়শক্ত লোকেরা এবং হৃদয়ে ও কানে অচ্ছিন্নত্বকেরা, তোমরা সবসময় পবিত্র আত্মার প্রতিরোধ করে থাক; তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যেমন, তোমরাও ঠিক তেমন। 52তোমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন ভাববাদীকে তাড়না না করেছে? তারা তাঁদের মেরে ফেলেছিল, যাঁরা আগেই সেই ধার্মিকের আসার কথা জানত, যাকে কিছুদিন আগে তোমরা শত্রুর হাতে তুলে দিলে ও মেরে ফেলেছিলে; 53তোমরা সকলে দূতদের দ্বারা মোশির আদেশ পেয়েছিলে, কিন্তু পালন করনি।54এই কথা শুনে মহাসভার সদস্যরা আঘাতগ্রস্ত হলো, স্তিফানের দিকে চেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল। 55কিন্তু তিনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে এক নজরে চেয়ে ঈশ্বরের মহিমা দেখলেন এবং যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন, 56আর তিনি বললেন, দেখ, আমি দেখছি, স্বর্গ খোলা রয়েছে, মানবপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।57কিন্তু তারা খুব জোরে চিৎকার করে উঠল, নিজে নিজের কান চেপে ধরল এবং একসাথে তাঁর উপরে গিয়ে পড়ল; 58আর তাঁকে শহর থেকে বের করে পাথর মারতে লাগল; এবং সাক্ষীরা নিজে নিজের কাপড় খুলে শৌল নামের একজন যুবকের পায়ের কাছে রাখল।59এদিকে তারা স্তিফানকে পাথর মারছিল, আর তিনি তাঁর নাম ডেকে প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু যীশু আমার আত্মাকে গ্রহণ করো। 60পরে তিনি হাঁটু পেতে জোরে জোরে বললেন, প্রভু, এদের বিরুদ্ধে এই পাপ ধর না। এই বলে তিনি মারা গেলেন। আর শৌল তার হত্যার আদেশ দিচ্ছিলেন।

Chapter 8  
1সেই দিন যিরূশালেম মণ্ডলীর উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু হল, তারফলে প্রেরিতরা ছাড়া অন্য সবাই যিহূদিয়া ও শমরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। 2কয়েক জন ভক্ত লোক স্তিফানকে কবর দিলেন ও তাঁর জন্য গভীর শোক প্রকাশ করলেন। 3কিন্তু শৌল মণ্ডলীকে ধ্বংস করার জন্য, ঘরে ঘরে ঢুকে বিশ্বাসীদের ধরে টানতে টানতে এনে জেলে বন্দি করতে লাগলেন।4তখন যারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, তারা সে সব জায়গায় সুসমাচার প্রচার করতে লাগলো। 5আর ফিলিপ শমরিয়ার অঞ্চলে গিয়ে লোকেদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করতে লাগলেন।6লোকেরা ফিলিপের কথা শুনল ও তাঁর সমস্ত আশ্চর্য্য কাজ দেখে একমনে তাঁর কথা শুনতে লাগলো 7কারণ মন্দ আত্মায় পাওয়া অনেক লোকেদের মধ্যে থেকে সেই আত্মারা চিৎকার করে বের হয়ে এলো এবং অনেক পক্ষাঘাতী (অসাড়) ও খোঁড়া লোকেরা সুস্থ হোল; 8ফলে সেই শহরে অনেক আনন্দ হল।9কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি আগে থেকেই সেই নগরে যাদু দেখাতেন ও শমরীয় জাতির লোকেদের অবাক করে দিতেন, আর নিজেকে একজন মহান ব্যক্তি হিসাবে প্রকাশ করতেন; 10তার কথা ছোট বড় সবাই শুনত, আর বলত, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের সেই শক্তি, যা মহান নামে পরিচিত। 11লোকেরা তার কথা শুনত, কারণ তিনি বহু দিন ধরে তাদের যাদু দেখিয়ে অবাক করে রেখেছিলেন।12কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম সুসমাচার প্রচার করলে তারা তাঁর কথায় বিশ্বাস করল, আর পুরুষ ও মহিলারা বাপ্তিষ্ম নিল। 13আর শিমন নিজেও বিশ্বাস করলেন, ও বাপ্তিষ্ম নিয়ে ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন; এবং আশ্চর্য্য ও শক্তিশালী কাজ দেখে অবাক হয়ে গেলেন।14যিরূশালেমের প্রেরিতরা যখন শুনতে পেলেন যে শমরীয়রা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তখন তাঁরা পিতর ও যোহন কে তাদের কাছে পাঠালেন। 15যখন তাঁরা আসলেন, তাঁরা তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তারা পবিত্র আত্মা পায়; 16কারণ তখন পর্যন্ত তারা পবিত্র আত্মা পায়নি; তারা শুধু প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন। 17তখন তাঁরা তাদের মাথায় হাত রাখলেন (হস্তার্পণ), আর তারা পবিত্র আত্মা পেল।18এবং শিমন যখন দেখল, প্রেরিতদের হাত রাখার (হস্তার্পণ) মাধ্যমে পবিত্র আত্মা পাওয়া যাচ্ছে, তখন সে তাঁদের কাছে টাকা এনে বললেন, 19আমাকেও এই ক্ষমতা দিন, যেন আমি যার উপরে হাত রাখব (হস্তার্পণ) সেও পবিত্র আত্মা পায়।20কিন্তু পিতর তাকে বললেন, তোমার রূপা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, কারণ ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়ে কিনতে চাইছ। 21এই বিষয়ে তোমার কোনোও অংশ বা কোনোও অধিকার নেই; কারণ তোমার হৃদয় ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। 22সুতরাং তোমার এই মন্দ চিন্তা থেকে মন ফেরাও; এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা কর, তাহলে হয়ত, তোমার হৃদয়ের পাপ ক্ষমা হলেও হতে পারে; 23কারণ আমরা দেখছি তোমার মধ্যে হিংসা আছে আর তুমি পাপের কাছে বন্দি।24তখন শিমন বললেন, আপনারাই আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা কিছু বললেন তা যেন আমার সাথে না ঘটে।25পরে তাঁরা সাক্ষ্য দিলেন ও প্রভুর বিষয়ে আরোও অনেক কথা বললেন এবং যিরূশালেমে যাবার সময় তাঁরা শমরীয়দের গ্রামে গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন।26পরে প্রভুর একজন দূত ফিলিপকে বললেন, দক্ষিণ দিকে, যে রাস্তাটা যিরূশালেম থেকে ঘসা শহরের দিকে নেমে গেছে, সেই দিকে যাও; সেই জায়গাটা মরূপ্রান্তে অবস্থিত। 27তাই তিনি যাত্রা শুরু করলেন আর, ইথিয়পীয় দেশের এক লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো, যিনি ইথিয়পীয়ের কান্দাকি রানীর রাজত্বের অধীনে নিযুক্ত উঁচু পদের একজন নপুংসক, যিনি রানীর প্রধান কোষাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি আরাধনা করার জন্য যিরূশালেমে এসেছিলেন; 28ফিরে যাবার সময়, রথে বসে যিশাইয় ভাববাদীর বই পড়ছিলেন।29তখন পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন তুমি সেই ব্যক্তির রথের সঙ্গে সঙ্গে যাও। 30তখন ফিলিপ রথের সঙ্গ নিলেন এবং শুনতে পেলেন, সেই ব্যক্তি যিশাইয় ভাববাদীর বই পড়ছিলেন; ফিলিপ বললেন, আপনি যা পড়ছেন, সে বিষয়গুলো কি বুঝতে পারছেন? 31ইথিয়পীয় বললেন, কেউ সাহায্য না করলে, আমি কিভাবে বুঝব? তখন তিনি ফিলিপকে তাঁর রথে আসতে এবং তার সাথে বসতে অনুরোধ করলেন।32তিনি শাস্ত্রের যে অংশটা পড়ছিলেন, তা হলো, যেমন মেষ বলিদান করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, তেমন তিনিও বলি হলেন এবং লোম কাঁটা লোকদের কাছে মেষ যেমন চুপ থাকে, তেমন তিনিও চুপ করে থাকলেন। 33তাঁর হীনাবস্তায় (অসহায়) তাঁকে বিচার করা হল, তাঁর সমকালীন লোকেদের বর্ণনা কে করতে পারে? কারণ তাঁর প্রাণ পৃথিবী থেকে নিয়ে নেওয়া হলো।"34নপুংসক তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং প্রার্থনার সঙ্গে জানতে চাইলেন, ভাববাদী কার বিষয়ে এই কথা বলছেন? নিজের বিষয়ে না অন্য কারো বিষয়। 35তখন ফিলিপ শাস্ত্রের অংশ থেকে শুরু করে, প্রভু যীশুর সুসমাচার তাকে জানালেন।3736তাঁরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটি পুকুরের কাছে আসলেন; তখন নপুংসক বললেন, এই দেখুন, জল আছে, বাপ্তিষ্ম নিতে আমার বাধা কোথায়? 38পরে তিনি রথ থামানোর আদেশ দিলেন, ফিলিপ ও নপুংসক দুজনেই জলে নামলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিষ্ম দিলেন।39তাঁরা যখন জল থেকে উঠলেন, প্রভুর আত্মা ফিলিপকে নিয়ে চলে গেলেন এবং নপুংসক তাঁকে আর কখনো দেখতে পেলেন না, কিন্তু আনন্দ করতে করতে তাঁর বাড়ি চলে গেলেন। 40এদিকে ফিলিপ কে অসদোদ নগরে দেখতে পাওয়া গেল; আর তিনি শহরে শহরে সুসমাচার প্রচার করতে করতে কৈসরিয়া শহরে গেলেন।

Chapter 9  
1শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের ভয় দেখাতেন ও হত্যা করছিলেন, তিনি প্রধান মহাযাজকদের কাছে গিয়েছিলেন এবং, 2দম্মেশকস্থ সমাজ সকলের জন্য চিঠি চাইলেন, যেন তিনি সেই পথে যাওয়া পুরুষ ও স্ত্রী যেসব লোককে পাবেন, তাদের বেঁধে যিরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন।3যখন যাচ্ছিলেন, আর দম্মেশকের নিকটে যখন পৌঁছলেন, হঠাৎ আকাশ হতে আলো তার চারিদিকে চমকিয়ে উঠল। 4এবং তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন আর এমন বাণী শুনলেন" শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ?5তিনি বললেন, "প্রভু, তুমি কে?" প্রভু বললেন, আমি যীশু, যাকে তুমি কষ্ট দিচ্ছ; 6কিন্তু ওঠ, শহরে প্রবেশ কর, তোমাকে কি করতে হবে, তা বলা হবে। 7আর তাঁর সাথীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং ঐ বাণী তারা শুনল কিন্তু তারা কোনোও কিছুই দেখতে পেল না।8শৌল পরে মাটি হইতে উঠলেন, কিন্তু যখন চোখ খুললে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না; আর তার সঙ্গীরা তাঁর হাত ধরে তাঁকে দম্মেশক শহরে নিয়ে গেল। 9আর তিনি তিনদিন অবধি কোনোও কিছুই দেখতে পেলেন না এবং কিছুই খেলেন না বা পান করলেন না।10দম্মেশকে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শনের মাধ্যমে বললেন, "অনণীয়"। তিনি বললেন, প্রভু, "দেখ আমি এখানে", 11প্রভু তখন তাঁকে বললেন "উঠ এবং সরল নামক রাস্তায় গিয়ে যিহূদার বাড়িতে তার্স শহরে শৌল নামক এক ব্যক্তির খোঁজ কর; কারণ তিনি প্রার্থনা করছেন; 12শৌল দর্শন দেখলেন যে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি এসে তাঁর উপর হাত রাখলেন যেন সে পুনরায় দেখতে পায়।13অননিয় উত্তরে বললেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছ থেকে এই ব্যক্তির বিষয় শুনেছি, সে যিরুশালেমে তোমার মনোনীত পবিত্র লোকদের প্রতি কত নির্যাতন করেছে; 14এই জায়গাতেও যত লোক তোমার নামে ডাকে, সেই সব লোককে বেঁধে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে পেয়েছে। 15কিন্তু প্রভু তাকে বললেন, তুমি যাও, কারণ অযিহূদীদের ও রাজাদের এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে আমার নাম বহন করার জন্য সে আমার মনোনীত ব্যক্তি; 16কারণ আমি তাঁকে দেখাবো, আমার নামের জন্য তাঁকে কত কষ্টভোগ করতে হবে।17সুতরাং অননিয় চলে গেলেন এবং সেই বাড়িতে গিয়ে তাঁর উপর হাত রেখে বললেন, ভাই শৌল, প্রভু যীশু, যিনি তোমার আসবার পথে তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তুমি আবার দৃষ্টি ফিরে পাও এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও। 18আর সেই মূহুর্তে তাঁর চক্ষু থেকে যেন একটা মাছের আঁশ পড়ে গেল এবং তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন এবং উঠে বাপ্তিষ্ম নিলেন; 19পরে তিনি খেলেন এবং শক্তি পেলেন। আর তিনি দম্মেশকের শিষ্যদের সাথে কিছুদিন থাকলেন;20সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমাজঘরে গিয়ে যীশুর বাণী প্রচার করতে লাগলেন, যে তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। 21আর যারা তাঁর কথা শুনল, তারা সবাই অবাক হলো, বলতে লাগল, একি সেই লোকটি নয়, যে, যারা যিরুশালেমে যীশুর নামে ডাকত তাদের মেরে ফেলতো? এবং সে এখানে এসেছেন যেন তাদের বেঁধে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যায়। 22কিন্তু শৌল দিন দিন শক্তি পেলেন এবং দম্মেশকে বসবাসকারী যিহূদীদের উত্তর দেবার পথ দিলেন না এবং প্রমাণ দিতে লাগলেন যে ইনিই সেই খ্রীষ্ট।23আর অনেকদিন পার হয়ে গেলে, যিহূদীরা তাঁকে মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলো; 24কিন্তু শৌল তাদের চালাকি পরিকল্পনা জানতে পারলেন। আর তারা যেন তাঁকে মেরে ফেলতে পারে সেজন্য দিনরাত নগরের দরজায় পাহারা দিতে লাগল। 25কিন্তু তাঁর শিষ্যরা রাতে তাঁকে নিয়ে একটি ঝুড়িতে করে পাঁচিলের উপর দিয়ে বাইরে নামিয়ে দিল।26পরে তিনি যখন যিরুশালেমে পৌঁছে শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, সকলে তাঁকে ভয় করলো, তিনি যে শিষ্য তা বিশ্বাস করল না। 27তখন বার্ণবা তার হাত ধরে প্রেরিতদের কাছে নিয়ে গেলেন এবং পথের মধ্যে কীভাবে প্রভুকে দেখতে পেয়েছিলেন, ও প্রভু যে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং কিভাবে তিনি দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসের সঙ্গে প্রচার করেছিলেন, এসব তাঁদের কাছে বললেন।28আর শৌল যিরুশালেমে তাঁদের সঙ্গে থাকতেন এবং ভিতরে ও বাইরে যাওয়া আসা করতেন, প্রভুর নামে সাহসের এর সঙ্গে প্রচার করলেন, 29আর তিনি গ্রীক ভাষাবাদী যিহূদীদের সঙ্গে কথাবার্তা ও তর্ক করতেন; কিন্তু তারা তাঁকে মেরে ফেলার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। 30যখন ভাইয়েরা এটা জানতে পারল, তাঁকে কৈসরিয়াতে নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তার্স নগরে পাঠিয়ে দিলেন।31সুতরাং তখন যিহূদীয়া, গালীল ও শমরিয়ার সব জায়গায় মণ্ডলী শান্তি ভোগ ও বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং প্রভুর ভয়ে ও পবিত্র আত্মার সান্ত্বনায় চলতে চলতে মণ্ডলী সংখ্যায় অনেক হয়ে উঠল। 32আর পিতর সব স্থানে ঘুরতে ঘুরতে লুদ্দা শহরে বসবাসকারী পবিত্র লোকদের কাছে গেলেন।33সেখানে তিনি ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির দেখা পান, সে আট বছর বিছানায় ছিল, কারণ তার পক্ষাঘাত (অবসাঙ্গতা) হয়েছিল। 34পিতর তাকে বললেন, ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে সুস্থ করলেন, ওঠ এবং তোমার বিছানা তুলে নেও। তাতে সে তখনই উঠল। 35তখন লুদ্দা ও শারণে বসবাসকারী সব লোক তাকে দেখতে পেল এবং তারা প্রভুর প্রতি ফিরল।36আর যোফা শহরে এক শিষ্যা ছিল তার নাম টাবিথা, অনুবাদ করলে এই নামের অর্থ দর্কা (হরিণী); তিনি গরিবদের জন্য নানান সৎ কাজ ও দান করতেন। 37সেই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান; সেখানকার লোকেরা তাঁকে স্নান করালেন এবং ওপরের ঘরে শুইয়ে রাখলেন।38আর লুদ্দা যাফোর কাছাকাছি হওয়াতে এবং পিতর লুদ্দায় আছেন শুনে, শিষ্যরা তাঁর কাছে দুই জন লোক পাঠিয়ে এই বলে অনুরোধ করলেন, "কোনোও দেরি না করে আমাদের এখানে আসুন"। 39আর পিতর উঠে তাদের সঙ্গে চললেন। যখন তিনি পৌঁছলেন, তারা তাঁকে উপরের ঘরে নিয়ে গেল। আর সব বিধবারা তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলো এবং দর্কা তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে সকল জামা ও বস্ত্র তৈরি করেছিলেন, সেই সমস্ত দেখাতে লাগলো।40তখন পিতর সবাইকে ঘরের বাইরে বের করে দিলেন, হাঁটু পাতলেন এবং প্রার্থনা করলেন, তারপর সেই মৃতদেহের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "টাবিথা ওঠ"। তাতে তিনি চোখ খুললেন এবং পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। 41তখন পিতর হাত দিয়ে তাকে ওঠালেন এবং বিশ্বাসীদের ও বিধবাদের ডেকে তাকে জীবিত দেখালেন। 42এই ঘটনা যাফোর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেক লোক প্রভুকে বিশ্বাস করলো। 43আর পিতর অনেকদিন যাবৎ যাফোতে শিমন নামে একজন মুচির বাড়িতে ছিলেন।

Chapter 10  
1কৈসরিয়া নগরে কর্নীলিয় নামে একজন লোক ছিলেন, তিনি ইতালির সৈন্যদলের শতপতি ছিলেন। 2তিনি ঈশ্বরভক্ত এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে ঈশ্বরকে ভয় করতেন, অনেক লোককে প্রচুর পরিমাণে দান করতেন এবং সব সময়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।3এক দিন প্রায় দুপুর তিনটের সময় কর্নীলিয় একটি দর্শন দেখতে পেয়েছিলেন যে ঈশ্বরের এক দূত তার কাছে ভিতরে এসে বললেন কর্নীলিয়, 4তখন কর্নীলিয় তাঁর প্রতি একভাবে তাকিয়ে ভয়ের সঙ্গে বললেন প্রভু কি চান? দূত তাঁকে বললেন তোমার প্রার্থনা ও তোমার দান সকল ও তোমার নৈবেদ্য হিসাবে স্বর্গে ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, 5এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাও এবং শিমোন যাকে পিতর বলে, তাকে ডেকে আন। 6তিনি শিমোন নামে একজন মুচির বাড়িতে আছেন, তাঁর বাড়িটি সমুদ্রের ধারে,7কর্নীলিয়র সঙ্গে যে দূত কথা বলেছিলেন তিনি চলে যাবার পর কর্নীলিয় বাড়ির চাকরদের মধ্যে দুজনকে এবং যারা সব সময়ই তাঁর সেবা করত, তাদের একজন ভক্ত সেনাকে ডাকলেন, 8আর তাদের সব কথা বলে যাফোতে পাঠালেন।9পরের দিন তারা পথ ধরে যেতে যেতে যখন নগরের কাছে হাজির হলেন, তখন পিতর ছাদের উপরে প্রার্থনা করার জন্য উঠলেন অনুমান দুপুর বারোটার সময়। 10তিনি ক্ষুধার্ত হলেন এবং কিছু খেতে চাইলেন। কিন্তু যখন লোকেরা খাবার তৈরি করছিল, এমন সময়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন, 11আর দেখলেন, আকাশ খুলে গেছে এবং একটি বড় চাদর নেমে আসছে তার চারটি কোন ধরে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে; 12আর তার মধ্যে পৃথিবীর সব রকমের পশু, সরীসৃপ এবং আকাশের পাখীরা আছে।13পরে তাঁর প্রতি আকাশ থেকে এই বাণী হলো ওঠ পিতর, "মার এবং খাও"। 14কিন্তু পিতর বললেন, প্রভু এমন না হোক; আমি কোনওদিন কোনোও অপবিত্র ও অশুচি বস্তু খাইনি। 15তখন দ্বিতীয়বার আবার এই বাণী হল, ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তুমি তা অপবিত্র বলও না, 16এইভাবে তিনবার হলো, পরে আবার ঐ চাদরটি আকাশে উঠে গেল।17পিতর যে দর্শন পেয়েছিলেন, তার অর্থ কি হতে পারে, এই বিষয়ে মনে মনে ভাবছিলেন ঠিক সেই সময়ে দেখো, কর্নীলিয়ের প্রেরিত লোকেরা শিমোনের বাড়ির খোঁজ করে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো, 18আর ডেকে জিজ্ঞাসা করলো, শিমোন যাকে পিতর বলে, তিনি কি এখানে থাকেন?19পিতর সেই দর্শনের বিষয়ে ভাবছিলেন, এমন সময়ে আত্মা বলল, দেখো তিনজন লোক তোমার খোঁজ করছে। 20কিন্তু তুমি উঠে নীচে যাও, তাদের সাথে যাও, কোনও সন্দেহ করো না কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি। 21তখন পিতর সেই লোকেদের কাছে নেমে গিয়ে বললেন, দেখো তোমরা যার খোঁজ করছো, আমি সেই ব্যক্তি, তোমরা কি জন্য এসেছ?22তারা বলল, একজন শতপতি কর্নীলিয় নামে পরিচিত, একজন ধার্মিক লোক, যিনি ঈশ্বরকে ভয় করেন এবং সমস্ত যিহূদী জাতির মধ্যে বিখ্যাত, তিনি পবিত্র দূতের দ্বারা এমন আদেশ পেয়েছেন, যেন আপনাকে ডেকে নিজ বাড়িতে এনে আপনার মুখের কথা শোনেন। 23তখন পিতর তাদের ভিতরে ডেকে এনে তাদের সেবা করলেন। পরদিন উঠে তিনি তাদের সঙ্গে গেলেন, আর যাফোত নিবাসী ভাইদের মধ্যে কিছু জন তাদের সাথে গেল।24পরের দিন তারা কৈসরিয়াতে প্রবেশ করলেন; তখন কর্নীলিয় নিজের লোকদের ও বন্ধুদের এক জায়গায় ডেকে তাদের অপেক্ষা করছিলেন।25পরে পিতর যখন প্রবেশ করলেন, সেই সময় কর্নীলিয় তার সাথে দেখা করে তাঁর পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। 26কিন্তু পিতর তাঁকে তুললেন, বললেন উঠুন; আমি নিজেও একজন মানুষ।27তারপর পিতর কর্নীলিয়ের সাথে আলাপ করতে করতে প্রবেশ করে দেখলেন, অনেক লোক জমা হয়েছে। 28তখন তিনি তাদের বললেন, আপনারা জানেন, অন্য জাতির সঙ্গে যোগ দেওয়া অথবা তার কাছে আসা যিহূদী লোকের পক্ষে নিয়মের বাইরে; কিন্তু আমাকে ঈশ্বর দেখিয়েছেন যে, কোনোও মানুষকে অধার্মিক অথবা অশুচি বলা উচিত নয়। 29এই জন্য আমাকে ডেকে পাঠানো হলে আমি কোনোও আপত্তি না করেই এসেছি; এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি কারণে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?30তখন কর্নীলিয় বললেন, আজ চার দিন হলো, আমি এই সময় পর্যন্ত নিজের ঘরের মধ্যে বেলা অনুমান তিনটের সময় প্রার্থনা করছিলাম, সেই সময় একজন পুরুষ আলোময় পোশাক পরে আমার সামনে দাঁড়ালেন; 31তিনি বললেন, কর্নীলিয়, তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তোমার দান সকল ঈশ্বরের সামনে মনে করা হয়েছে। 32অতএব যাফোতে লোক পাঠিয়ে শিমোন যাকে পিতর বলে, তাঁকে ডেকে আনো; সে সমুদ্রের ধারে শিমোন মুচির বাড়িতে আছেন। 33এই জন্যে আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক পাঠিয়ে দিলাম; আপনি এসেছেন ভালোই করেছেন, অতএব এখন আমরা সকলে ঈশ্বরের সাক্ষাৎে উপস্থিত আছি; প্রভু আপনাকে যেসকল আদেশ করেছেন, তা শুনবো।34তাঁর পর পিতর তার মুখ খুলে তাদের বলতে লাগলেন সত্যি আমি বুঝতে পারলাম যে ঈশ্বর কারোও মুখচেয়ে বিচার করেন না। 35কিন্তু সব জাতির মধ্যে যে কেউ তাঁকে ভয় করে ও ধর্মাচরণ করে, ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেন।36তোমরা জান যে তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে একটি বাক্য ঘোষণা করেছেন; যখন তিনি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে শান্তির সুখবর প্রচার করেছেন; যিনি সকলের প্রভু। 37আপনারা সকলে এই ঘটনা জানেন, যা যোহনের দ্বারা প্রচারিত বাপ্তিষ্মের পর গালীল থেকে শুরু হয়ে সমগ্র যিহূদীয়া প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল; 38ফলতঃ নাসরতীয় যীশুর কথা, কীভাবে ঈশ্বর তাঁকে পবিত্র আত্মাতে ও শক্তিতে মনোনীত করেছিলেন; ভালো কাজ করে বেড়াতেন এবং শয়তান দ্বারা পীড়িত সমস্ত লোককে সুস্থ করতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।39আর তিনি যিহূদীদের জনপদে ও যিরুশালেমে যা যা করেছেন, সেই সকলের সাক্ষী; আবার লোকে তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে হত্যা করল। 40তাঁকে ঈশ্বর তৃতীয় দিনে ওঠালেন, প্রমাণ করে দেখালেন সমস্ত লোকের কাছে এমন নয়, 41কিন্তু পূর্বে ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত সাক্ষীদের, অর্থাৎ আমাদের দেখা দিলেন, আর মৃতদের মধ্য থেকে তাঁর পুনরুত্থান হলে পর তাঁর সঙ্গে আমরা ভোজন ও পান করলাম।42আর তিনি নির্দেশ করলেন, যেন আমরা লোকদের কাছে প্রচার করি ও সাক্ষ্য দিই যে, ইনিই সেই ব্যক্তি যাকে ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছেন। 43তাঁর পক্ষে সকল ভবিষ্যৎ বক্তারা এই সাক্ষ্য দেন, যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের গুণে পাপের ক্ষমা পাবে।44পিতর এই কথা বলছেন ঠিক সেই সময়ে যত লোক বাক্য শুনছিল, প্রত্যেকের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। 45তখন পিতরের সঙ্গে আসা বিশ্বাসী ছিন্নত্বক লোক সব আর্শ্চয্য হলেন, কারণ অযিহূদীদের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দান দেওয়া হলো;46কারণ তারা তাদের নানা ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে শুনলেন। তখন পিতর উত্তর করে বললেন, 47"এই যে লোকেরা আমাদের মতই পবিত্র আত্মা পেয়েছ, কেউ কি এদের জলে বাপ্তিষ্ম দিতে বাধা দিতে পারে?" 48পরে তিনি তাদের যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিষ্ম দেবার আদেশ দিলেন। তখন তারা কিছুদিন তাকে থাকতে অনুরোধ করলেন।

Chapter 11  
1এখন প্রেরিতরা এবং যিহুদিয়ার ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে, অযিহূদী লোকেরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে। 2আর যখন পিতর যিরুশালেমে আসলেন, তখন ছিন্নত্বক (যিহূদী) বিশ্বাসীরা তাঁকে দোষী করে বললেন, 3তুমি অচ্ছিন্নত্বক (অযিহুদি) বিশ্বাসীদের ঘরে গিয়েছ, ও তাদের সঙ্গে খাবার খেয়েছ।4কিন্তু পিতর তখন তাঁদের আগের ঘটনা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন, 5বললেন, 'আমি যাফো নগরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময় অভিভূত অবস্থায় এক দর্শন পেলাম, দেখলাম, একটি বড় চাদরের মত কোনও পাত্র নেমে আসছে, যার চারকোণ ধরে আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা আমার কাছে এলো। 6আমি সেটার দিকে এক নজরে চেয়ে চিন্তা করতে লাগলাম, আর দেখলাম, তার মধ্যে পৃথিবীর চার পা বিশিষ্ট পশু ও বন্য পশু, সরীসৃপ ও আকাশের পাখীরা আছে;7আর আমি একটি আওয়াজও শুনলাম, যা আমাকে বলল, ওঠ, পিতর, মারো, আর খাও। 8কিন্তু আমি বললাম, প্রভু, এমন না হোক; কারণ অপবিত্র কিংবা অশুচি কোনও জিনিসই আমি খাইনি। 9কিন্তু দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে এই বাণী হলো, ঈশ্বর যা শুচি করেছেন, তুমি তাদের অশুচি বলও না। 10এমন তিনবার হলে; পরে সে সমস্ত আবার আকাশে টেনে নিয়ে গেল।11আর দেখলাম, খুব তাড়াতাড়ি তিনজন পুরুষ, যে বাড়িতে আমরা ছিলাম, সেখানে এসে দাঁড়ালো; কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল। 12আর আত্মা আমাকে সন্দেহ না করে তাদের সঙ্গে যেতে বললেন। আর এই ছয়জন ভাইও আমার সঙ্গে গেলেন। পরে আমরা সেই লোকটী বাড়িতে গেলাম। 13তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি এক দূতের দর্শন পেয়েছিলেন সেই দূত তাঁর বাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, যাফোতে লোক পাঠিয়ে শিমোনকে ডেকে আনো, যার অন্য নাম পিতর; 14সে তোমাকে এমন কথা বলবে, যার দ্বারা তুমি ও তোমার সমস্ত পরিবার মুক্তি পাবে।15পরে আমি কথা বলতে শুরু করলে, তাদের উপরেও পবিত্র আত্মা এসেছিলেন, যেমন আমাদের উপরে শুরুতে হয়েছিল। 16তাতে প্রভুর কথা আমাদের মনে পড়ল, যেমন তিনি বলেছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তিষ্ম দিত, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম পাবে।'17সুতরাং, তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হওয়ার পর, যেমন আমাদের তেমন তাঁদেরও ঈশ্বর সমান আশীর্বাদ দিলেন, তখন আমি কে যে ঈশ্বরকে বাধা দিতে পারি? 18এই সব কথা শুনে তাঁরা চুপ করে থাকলেন এবং ঈশ্বরের গৌরব করলেন, বললেন, তাহলে তো ঈশ্বর অযিহূদীর লোকদেরও জীবনের জন্য মন পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছেন।19ইতিমধ্যে স্তিফানের মৃত্যর পরে বিশ্বাসীদের প্রতি যে অত্যাচার হয়েছিল, তার জন্য সকলে যিরূশালেম থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল, তারা ফৈনীকিয়া অঞ্চল, কুপ্রদ্বীপ, ও আন্তিয়খিয়া শহর পর্যন্ত চারিদিকে ঘুরে কেবল যিহূদীদের কাছে বাক্য [সুসমাচার] প্রচার করতে লাগল অন্য কাউকে নয়। 20কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েক জন কুপ্রীয় ও কুরিনিয় লোক ছিল; তারা আন্তিয়খিয়াতে এসে গ্রীকদের কাছে বলল ও প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করল। 21আর প্রভুর হাত তাদের ওপরে ছিল এবং অনেক লোক বিশ্বাস করে প্রভুর কাছে ফিরল।22পরে তাদের বিষয়ে যিরুশালেমের মণ্ডলীর লোকেরা জানতে পারল; এজন্য এরা আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত বার্ণবাকে পাঠালেন। 23যখন তিনি নিজে এসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ দেখলেন, তিনি আনন্দ করলেন; এবং তিনি তাদেরকে উৎসাহ দিতে লাগলেন যেন তারা সমস্ত সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে প্রভুতে যুক্ত থাকে; 24কারণ তিনি সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পূর্ণ ছিলেন। আর অনেক লোক প্রভুতে যুক্ত হল।25পরে তিনি শৌলের খোঁজে তার্ষে গেলেন। 26তিনি যখন তাঁকে পেলেন, তিনি তাঁকে আন্তিয়খিয়াতে আনলেন। আর তারা সম্পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত মণ্ডলীতে মিলিত হতেন এবং অনেক লোককে শিক্ষা দিতেন; আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রিষ্টান' নামে পরিচিত হল।27এখন এই সময় কয়েক জন ভাববাদী যিরুশালেম থেকে আন্তিয়খিয়াতে আসলেন। 28তাদের মধ্যে আগাব নামে একজন উঠে আত্মার দ্বারা জানালেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে এক মহাদূর্ভিক্ষ হবে; সেটা ক্লৌদিয়ের শাসনকালে ঘটল।29তাতে শিষ্যেরা, প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে, যিহুদিয়ার ভাইদের সেবার জন্য সাহায্য পাঠাতে স্থির করলেন; 30এবং সেই মত কাজও করলেন, বার্ণবা ও শৌলের হাত দিয়ে প্রাচীনদের কাছে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

Chapter 12

1সেই সময়ে হেরোদ রাজা মণ্ডলীর কয়েকজনের ওপরে অত্যাচার করার জন্য হাত ওঠালেন। 2তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করলেন।3তাতে যিহূদী নেতারা খুশি হলো দেখে সে আবার পিতরকেও ধরলেন। তখন তাড়ীশূন্য (নিস্তারপর্ব্ব) পর্বের সময় ছিল। সে তাঁকে ধরার পর জেলের মধ্যে রাখলেন, 4এবং তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য চারটি ক্ষুদ্র সৈনিক দল, এমন চারটি সেনা দলের কাছে ছেড়ে দিলেন; মনে করলেন, নিস্তারপর্ব্বের পরে তাঁকে লোকদের কাছে হাজির করবেন।5সুতরাং পিতরকে জেলের মধ্যে বন্দি রাখা হয়েছিল, কিন্তু মণ্ডলী তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছিল। 6পরে হেরোদ যেদিন তাঁকে বাইরে আনবেন, তার আগের রাতে পিতর দুই জন সেনার মধ্যে দুটি শেকলের দ্বারা বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়ে ছিলেন এবং দরজার সামনে রক্ষীরা জেলখানাটি পাহারা দিচ্ছিল।7দেখো, সেই সময় প্রভুর এক দূত তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালেন এবং জেলের ঘর আলোময় হয়ে গেল। তিনি পিতরকে বুকে আঘাত করে জাগিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ওঠো। তখন তাঁর দুহাত থেকে শেকল খুলে গেল। 8পরে তাঁকে দূত বললেন, কোমড় বাঁধ ও তোমার জুতো পর, সে তখন তাই করলো। পরে দূত তাঁকে বললেন, গায়ে কাপড় দিয়ে আমার পিছন পিছন এসো।9তাতে তিনি বের হয়ে তার পিছন পিছন যেতে লাগলেন; কিন্তু দূতের দ্বারা যা করা হল, তা যে সত্যিই, তা তিনি জানতে পারলেন না, বরং মনে করলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। 10পরে তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় পাহারাদারদের দল পিছনে ফেলে, লোহার দরজার কাছে আসলেন, যেখান দিয়ে শহরে যাওয়া যায়; সেই দরজার খিল খুলে গেল; তাতে তাঁরা বের হয়ে একটা রাস্তার শেষ পর্যন্ত গেলেন, আর তখন দূত তাঁর কাছ থেকে চলে গেলেন।11তখন পিতর বুঝতে পেরে বললেন, এখন আমি বুঝলাম, প্রভু নিজে দূতকে পাঠালেন, ও হেরোদের হাত থেকে এবং যিহূদী লোকদের সমস্ত মনের আশা থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। 12এই ব্যাপারে আলোচনা করে তিনি মরিয়মের বাড়ির দিকে চলে গেলেন, ইনি সেই যোহনের মা, যার নাম মার্ক; সেখানে অনেকে জড়ো হয়েছিল ও প্রার্থনা করছিল।13পরে তিনি বাইরের দরজায় ধাক্কা মারলে রোদা নামের একজন দাসী শুনতে পেলো; 14এবং পিতরের গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে আনন্দে দরজা খুললো না, কিন্তু ভেতরে গিয়ে সংবাদ দিল, পিতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর তারা তাকে বলল, তুমি পাগল হয়েছ, কিন্তু সে মনের জোরে বলতে লাগলো, না, এটাই ঠিক। 15তখন তারা বলল, উনি তাঁর দূত।16কিন্তু পিতর আঘাত করতে থাকলেন; তখন তারা দরজা খুলে তাকে দেখতে পেল ও আশ্চর্য্য হলো। 17তাতে তিনি হাত দিয়ে সবাইকে চুপ থাকার ইশারা করলেন এবং প্রভু কীভাবে তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছেন, তা তাদের কাছে খুলে বললেন, আর এও বললেন, তোমরা যাকোবকে ও ভাইদের এই সংবাদ দাও; পরে তিনি বের হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।18এখন, যখন দিন হলো, সেখানে সৈনিদের মধ্যে কোনো ক্ষুদ্র উত্তেজনা ছিল না, পিতরের বিষয়ে যা কিছু ঘটেছিল 19পরে হেরোদ তাঁর খোঁঁজ করেছিলেন এবং কিন্তু তাঁকে পাওয়া যায়নি, না পাওয়াতে রক্ষীদের জিজ্ঞাসা করে তাদের মৃত্যুদন্ড দেওয়ার আদেশ দিলেন এবং যিহূদীয়া প্রদেশ থেকে চলে গিয়ে কৈসরিয়া শহরে বসবাস করলেন।20আর তিনি সোরীয় ও সীদোনীয়দের উপরে খুবই রেগে ছিলেন, কিন্তু তারা একমত হয়ে তার কাছে আসল এবং রাজার ঘুমানোর ঘরের প্রধান ভারপ্রাপ্ত ব্লাস্তকে বুঝিয়ে নিজের পক্ষে টেনে মিলন করার অনুরোধ করলেন। তখন তারা শান্তি চাইল, কারণ রাজার দেশ থেকে তাদের দেশে খাবার সামগ্রী আসত। 21তখন এক নির্দিষ্ট দিনে হেরোদ রাজার পোশাক পরে বিচারাসনে বসে তাদের কাছে ভাষণ দেন।22তখন জনগণ জোরে চিৎকার করে বলল, এটা দেবতার আওয়াজ, মানুষের না। 23আর প্রভুর এক দূত সেই মুহূর্তে তাকে আঘাত করলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরকে গৌরব দিলেন না; আর তার দেহ পোকা-মাকড় খেয়ে ফেলাতে মৃত্যু হল।24কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বৃদ্ধি পেল এবং চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। 25আর বার্ণবা ও শৌল আপনাদের সেবার কাজ শেষ করার পরে যিরুশালেম থেকে চলে গেলেন; যোহন, যার নাম মার্ক, তাঁকে সঙ্গে নিলেন।

Chapter 13

1এখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাকে নীগের বলা হত কুরীনীয় লুকিয়, মনহেম (যিনি হেরোদ রাজার পালিত ভাই) এবং শৌল, নামে কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। 2তাঁরা প্রভুর আরাধনা ও উপবাস করছিলেন, এমন সময় পবিত্র আত্মা বললেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কাজের জন্য ডেকেছি, সেই কাজ ও আমার জন্য এদের আলাদা করে রাখো। 3তখন তাঁরা সভার পর উপবাস ও প্রার্থনা করলেন এবং এই মানুষগুলির উপরে তাঁদের হাত রাখলেন (হস্তার্পণ) ও তাঁদের বিদায় জানালেন।4এইভাবে পবিত্র আত্মা তাঁদের সিলূকিয়াতে পাঠালেন এবং সেখান থেকে জাহাজে করে কুপ্রে গেলেন। 5তাঁরা সালোমী শহরে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে যিহূদীদের সমাজঘরে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে লাগলেন; এবং যোহন (মার্ক) তাঁদের সহকারী রূপে যোগ দেন।6তাঁরা সমস্ত দ্বীপ ঘুরে পাফঃ শহরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তাঁরা একজন যিহূদী যাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীকে দেখতে পেলেন, তাঁর নাম বর-যীশু; 7সে রাজ্যপাল সের্গিয় পৌলের সঙ্গে থাকত; তিনি একজন বুদ্ধিমান লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে কাছে ডাকলেন ও ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চাইলেন। 8কিন্তু ইলুমা, সেই যাদুকর (মায়াবী) (এইভাবে নামের অনুবাদ করা হয়েছে) তাদের বিরোধিতা করছিল; সে চেষ্টা করছিল যেন রাজ্যপাল বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।9কিন্তু শৌল, যাকে পৌল বলা হয়, তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁর দিকে একভাবে তাকিয়ে বললেন, 10তুমি সমস্ত ছলচাতুরিতে ও মন্দ অভ্যাসে পূর্ণ, দিয়াবলের (শয়তান) সন্তান, তুমি সব রকম ধার্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সোজা পথকে বাঁকা করতে কি থামবে না?11এখন দেখ, প্রভুর হাত তোমার উপরে আছে, তুমি অন্ধ হয়ে যাবে, কিছুদিন সূর্য্য দেখতে পাবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপর এক গভীর অন্ধকার নেমে এলো, তারফলে সে হাত ধরে চালানোর লোকের খোঁজ করতে এদিক ওদিক চলতে লাগল। 12তখন প্রাচীন রোমের শাসক সেই ঘটনা ও প্রভুর উপদেশ শুনে অবাক হলেন এবং বিশ্বাস করলেন।13পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা পাফঃ শহর থেকে জাহাজে করে পাম্ফুলিয়া দেশের পর্গা শহরে উপস্থিত হলেন। তখন যোহন (মার্ক) তাদের ছেড়ে চলে গেলেন ও যিরূশালেমে ফিরে গেলেন। 14কিন্তু তাঁরা পর্গা থেকে এগিয়ে পিষিদিয়া দেশের আন্তিয়খিয়া শহরে উপস্থিত হলেন; এবং বিশ্রামবারে (সপ্তাহের শেষ দিন) তাঁরা সমাজঘরে গিয়ে বসলেন। 15ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের বই পাঠ সমাপ্ত হলে পর সমাজঘরের নেতারা তাঁদের কাছে একটা বার্তা পাঠালেন এবং বললেন ভাইয়েরা, লোকেদের কাছে শিক্ষা দেওয়ার যদি কিছু থাকে আপনারা বলুন।16তখন পৌল দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে বলতে লাগলেন, হে ইস্রায়েলের লোকেরা, হে ঈশ্বরের ভয়কারীরা, শুনুন। 17এই ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের মনোনীত করেছেন এবং এই জাতি যখন মিশর দেশে যাচ্ছিল, তখন তাদেরকে উন্নত (বংশ বৃদ্ধি) করলেন এবং তাঁর শক্তি দিয়ে তাদেরকে বার করে আনলেন। 18আর তিনি মরূপ্রান্তে প্রায় চল্লিশ বছর তাঁদের ব্যবহার সহ্য করলেন।19পরে তিনি কনান দেশের সাত জাতিকে উচ্ছেদ করলেন ও ইস্রায়েল জাতিকে সেই সমস্ত জাতির দেশ দিলেন। এইভাবে চারশো পঞ্চাশ বছর কেটে যায়। 20এর পরে শমুয়েল ভাববাদীর সময় পর্যন্ত তাদের কয়েক জন বিচারক দিলেন।21তারপরে তারা একজন রাজা চাইল, তারফলে ঈশ্বর তাদের চল্লিশ বছরের জন্য বিন্যামীন বংশের কিসের ছেলে শৌলকে দিলেন। 22পরে তিনি তাঁকে সরিয়ে তাদের রাজা হবার জন্য দায়ূদকে উত্থাপিত করলেন, যাঁর বিষয়ে ঈশ্বর বললেন তিনি ছিলেন দাউদ, 'আমি যিশয়ের পুত্র দায়ূদকে পেয়েছি, সে আমার মনের মত লোক, সে আমার সমস্ত ইচ্ছা পালন করবে।23এই মানুষটির বংশ থেকেই ঈশ্বরের শপথ অনুযায়ী ইস্রায়েলের জন্য এক উদ্ধারকর্তাকে, যীশুকে উপস্থিত করলেন; 24তাঁর আসার আগে যোহন সমস্ত ইস্রায়েল জাতির কাছে মন পরিবর্তনের বাপ্তিষ্মের কথা প্রচার করেছিলেন। 25এবং যোহনের কাজ যখন শেষ হয়ে এসেছিল, তিনি বলতেন, আমি কে, তোমরা কি মনে কর? আমি সেই খ্রীষ্ট নই। কিন্তু দেখ, আমার পরে এমন এক ব্যক্তি আসছেন, তাঁর জুতোর ফিতে খোলার যোগ্যতাও আমার নেই।26হে ভাইয়েরা, অব্রাহামের বংশের সন্তানরা, ও তোমরা যত লোক ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাদের কাছেই এই পরিত্রাণের বাক্য পাঠানো হয়েছে। 27কারণ যিরুশালেমের অধিবাসীরা এবং তাদের শাসকেরা তাঁকে চিনতে পারেনি এবং ভাববাদীদের যে সমস্ত বাক্য বিশ্রামবারে পড়া হয়, সেই কথা তাঁরা বুঝতে পারেনি, কিন্তু তাঁকে শাস্তি দিয়ে সেই সব বাক্য সফল করেছে।28যদিও তারা মৃত্যুদন্ডের জন্য কোন দোষ তাঁর মধ্যে পায়নি, তারা পিলাতের কাছে দাবী জানালো, যেন তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। 29তাঁর বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছিল, সেগুলো সিদ্ধ হলে তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কবর দেওয়া হয়।30কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করলেন। 31আর যারা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে যিরূশালেমে এসেছিলেন, তাঁদের তিনি অনেকদিন পর্যন্ত দেখা দিলেন; তাঁরাই এখন সমস্ত মানুষের কাছে তাঁর সাক্ষী।32তাই আমরা আপনাদের কাছে এই সুসমাচার জানাচ্ছি যা, ঈশ্বর আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শপথ করেছিলেন যে, 33ঈশ্বর যীশুকে জীবিত করে আমাদের সন্তানদের পক্ষে তাঁর শপথ সম্পূর্ণ করেছেন, যেমন দ্বিতীয় গীতেও লেখা আছে, "তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।" 34আর তিনি যে তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন এবং তাঁর দেহ যে আর কখনোও ক্ষয় হবে না, এই বিষয়ে ঈশ্বর বলেছেন, "আমি তোমাদের বিশ্বস্তদের দায়ূদের পবিত্র নিয়ম ও নিশ্চিত আশীর্বাদ গুলো দেব"।35এই জন্য তিনি অন্য গীতেও বলেছেন, "তুমি তোমার সাধু কে ক্ষয় দেখতে দেবে না"। 36দায়ূদ, তাঁর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করলেন ও মারা গেলেন এবং তাঁকে পিতৃপুরুষদের কাছে কবর দেওয়া হলো ও তাঁর দেহ নষ্ট হল। 37কিন্তু ঈশ্বর যাকে জীবিত করেছেন, তিনি ক্ষয় দেখেননি।38সুতরাং হে আমার ভাইয়েরা, আপনাদের জানা দরকার যে, এই ব্যক্তির মাধ্যমেই পাপ ক্ষমার বিষয়ে প্রচার করা হচ্ছে; 39আর মোশির ব্যবস্থা দিয়ে আপনারা পাপের ক্ষমা পাননি, কিন্তু যে কেউ সেই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করবে সে পাপের ক্ষমা লাভ করবে।40তাই সাবধান হোন, ভাববাদীরা যা বলে গেছেন তা যেন আপনাদের জীবনে না ঘটে, 41"হে অবাধ্যরা, দেখ আর অবাক হও এবং ধ্বংস হও; কারণ তোমাদের সময়ে আমি এমন কাজ করব যে, সেই সব কাজের কথা যদি কেউ তোমাদের বলে, তবুও তোমরা বিশ্বাস করবে না।"42পৌল ও বার্ণবা সমাজঘর ছেড়ে যাওয়ার সময়, লোকেরা তাঁদের অনুরোধ করলেন, যেন তাঁরা পরের বিশ্রামবারে এই বিষয়ে আরোও কিছু বলেন। 43সমাজঘরের সভা শেষ হবার পর অনেক যিহূদী ও যিহূদী ধর্মান্তরিত ভক্ত লোকেরা পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে সঙ্গে গেল; তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন, ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্থির থাকতে বললেন।44পরের বিশ্রামবারে শহরের প্রায় সমস্ত লোক ঈশ্বরের বাক্য শুনতে সমবেত হলো। 45যখন যিহূদীরা লোকের সমাবেশ দেখলো, তারা হিংসায় পরিপূর্ণ হল এবং তাঁকে নিন্দা করতে করতে পৌলের কথায় প্রতিবাদ করতে লাগল।46কিন্তু পৌল ও বার্ণবা সাহসের সঙ্গে উত্তর দিলেন ও বললেন, প্রথমে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করা উচিত; দেখলাম তোমরা এই বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে দুরে সরিয়ে দিয়েছ, আর নিজেদের অনন্ত জীবনের অযোগ্য করে তুলেছ, তাই আমরা অযিহূদীদের কাছে যাব। 47কারণ প্রভু আমাদের এমনই আদেশ দিয়েছেন, "আমি তোমাকে সমস্ত জাতির কাছে আলোর মত করেছি, যেন তুমি পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে মুক্তিস্বরূপ হও।"48এই কথা শুনে অযিহূদীর লোকেরা খুশি হল এবং ঈশ্বরের বাক্যের গৌরব করতে লাগলো; ও যারা অনন্ত জীবনের জন্য মনোনীত হয়েছিল, তারা বিশ্বাস করল। 49এবং প্রভুর সেই বাক্য ঐ অঞ্চলের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল।50কিন্তু যিহূদীরা ভক্ত ভদ্র মহিলা ও শহরের প্রধান নেতাদের উত্তেজিত করে, পৌল ও বার্ণবার উপর অত্যাচার শুরু করল এবং তাঁদের শহরের সীমানার বাইরে তাড়িয়ে দিল। 51তখন তাঁরা সেই লোকেদের বিরুদ্ধে পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলে ইকনিয় শহরে গেলেন। 52এবং শিষ্যরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে থাকলেন।

Chapter 14  
1এর পরে পৌল ও বার্ণবা ইকনিয়ে যিহূদীদের সমাজঘরে প্রবেশ করলেন এবং এমন স্পষ্টভাবে কথা বললেন যে, যিহূদী ও গ্রীকদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল। 2কিন্তু যে যিহূদীরা অবাধ্য হলো, তারা ভাইদের বিরুদ্ধে অযিহূদীর লোকেদের প্রাণ উত্তেজিত ও ক্ষেপিয়ে তুলল।3সুতরাং তাঁরা আরোও অনেকদিন সেখানে থাকলেন, সাহসের সঙ্গে এবং প্রভুর শক্তির সঙ্গে কথা বলতেন; আর তিনি প্রভুর অনুগ্রহের কথা বলতেন এবং প্রভুও পৌল এবং বার্ণবার হাত দিয়ে বিভিন্ন চিহ্ন এবং আশ্চর্য্য কাজ করতেন। 4এরফলে শহরের লোকেরা দুই দলে ভাগ হলো, একদল যিহূদীদের আর একদল প্রেরিতদের পক্ষ নিল।5তখন অযিহূদীর ও যিহূদীদের কিছু লোকেরা তাদের নেতাদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে, তাঁদের অপমান ও পাথর মারার পরিকল্পনা করল। 6তাঁরা তাদের পরিকল্পনা বুঝতে পেরে লুকায়নিয়া দেশের, লুস্ত্রা ও দর্বী শহরে এবং তার চারপাশের অঞ্চলে পালিয়ে গেলেন; 7আর সেখানে তাঁরা সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন।8লুস্ত্রায় একজন ব্যক্তি বসে থাকতেন, তার দাঁড়ানোর কোনোও শক্তি ছিল না, সে জন্ম থেকেই খোঁড়া, কখনোও হাঁটা চলা করে নি। 9সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনছিলেন; পৌল তার দিকে একভাবে তাকালেন, ও দেখতে পেলেন সুস্থ হবার জন্য তার বিশ্বাস আছে, 10তিনি উঁচুস্বরে তাকে বললেন, তোমার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াও; তখন সে লাফ দিয়ে দাঁড়াল ও হাঁটতে লাগলো।11পৌল যা করলেন, তা দেখে লোকেরা লুকানীয় ভাষায় উঁচুস্বরে বলতে লাগল, দেবতারা মানুষ রূপ নিয়ে আমাদের মধ্যে এসেছে। 12তারা বার্ণবাকে দ্যুপিতর (জিউস) এবং পৌলকে মর্কুরিয় (হারমেশ) বলল, কারণ পৌল প্রধান বক্তা ছিলেন। 13এবং শহরের সামনে দ্যুপিতরের যে মন্দির ছিল, তার যাজক (পুরোহিত) কয়েকটা ষাঁড় ও মালা নিয়ে শহরের মূল দরজার সামনে লোকেদের সঙ্গে বলিদান করতে চাইল।14কিন্তু প্রেরিতরা, বার্ণবা ও পৌল, একথা শুনে তাঁরা নিজের বস্ত্র ছিঁড়লেন এবং দৌড়ে বাইরে গিয়ে লোকেদের উদ্দেশ্যে বললেন, 15মহাশয়েরা, আপনারা এমন কেন করছেন? আমরাও আপনাদের মত সম সুখদুঃখভোগী মানুষ; আমরা আপনাদের এই সুসমাচার জানাতে এসেছি যে, এই সব অসার বস্তু থেকে জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে আসুন, যিনি আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র, ও সমুদ্রের মধ্যে যা কিছু আছে সে সমস্তই সৃষ্টি করেছেন। 16তিনি অতীতে পুরুষ পরম্পরা অনুযায়ী সমস্ত জাতিকে তাদের ইচ্ছামত চলতে দিয়েছেন;17কিন্তু তবুও তিনি নিজেকে প্রকাশিত রাখলেন, তিনি মঙ্গল করেছেন, আকাশ থেকে আপনাদের বৃষ্টি এবং ফল উৎপন্নকারী ঋতু দিয়ে ফসল দিয়েছেন ও আনন্দে আপনাদের হৃদয় পরিপূর্ণ করেছেন। 18এই সব কথা বলে পৌল এবং বার্ণবা অনেক কষ্টে তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি দান করা থেকে লোকেদের থামালেন।19কিন্তু আন্তিয়খিয়া ও ইকনিয় থেকে কয়েক জন যিহূদী এলো; তারা লোকেদের ক্ষেপিয়ে দিল এবং লোকেরা পৌলকে পাথর মারলো এবং তাঁকে শহরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল, কারণ তারা মনে করল, তিনি মারা গেছেন। 20কিন্তু শিষ্যরা তাঁর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াতে তিনি উঠে শহরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। পরে তিনি বার্ণবার সঙ্গে দর্বী শহরে চলে গেলেন।21তাঁরা সেই শহরে সুসমাচার প্রচার করলেন এবং অনেক লোক প্রভুর শিষ্য হলো। তাঁরা লুস্ত্রা থেকে ইকনিয়ে, ও আন্তিয়খিয়ায় ফিরে গেলেন; 22তাঁরা সেই অঞ্চলের শিষ্যদের প্রাণে শক্তি যোগালেন এবং তাদের ভরসা দিলেন, যেন তারা বিশ্বাসে স্থির থাকে। এবং তাঁরা তাদের বললেন আমাদের অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে।23যখন তাঁরা তাদের জন্য প্রত্যেক মণ্ডলীতে বয়ষ্কদের নিয়োগ করলেন এবং উপবাস ও প্রার্থনা করলেন এবং যারা প্রভুকে বিশ্বাস করেছিলেন তাদের প্রভুর হাতে দান করলেন। 24পরে তাঁরা পিষিদিয়ার দেশের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পাম্ফুলিয়া দেশে পৌঁছালেন। 25এর পরে তাঁরা পর্গাতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে অত্তালিয়াতে চলে গেলেন; 26এবং সেখান থেকে জাহাজে করে আন্তিয়খিয়ায় চলে গেলেন, যে কাজ তাঁরা শেষ করলেন, সেই কাজের জন্য বিশ্বাসীরা তাঁদের এই স্থানেই ঈশ্বরের অনুগ্রহের কাছে নিজেদের দান করেছিলেন।27তাঁরা যখন ফিরে আসলেন, ও মণ্ডলীকে এক করলেন এবং ঈশ্বর তাঁদের দিয়ে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন ও কিভাবে অযিহূদীর লোকেদের জন্য বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছেন, সে সব কথা তাদের বিস্তারিত জানালেন। 28পরে তাঁরা বিশ্বাসীদের সঙ্গে অনেকদিন সেখানে থাকলেন।

Chapter 15

1পরে যিহূদীয়া থেকে কয়েক জন লোক এল এবং ভাইদের শিক্ষা দিতে লাগল যে, তোমরা যদি মোশির নিয়ম অনুযায়ী ত্বকছেদ না হও তবে মুক্তি (পরিত্রাণ) পাবে না। 2আর তাদের সঙ্গে পৌলের ও বার্ণবার এর অনেক তর্কাতর্কি ও ঝগড়া হলে ভাইয়েরা স্থির করলেন, সেই তর্কের মীমাংসার জন্য পৌল ও বার্ণবা এবং তাদের আরোও কয়েক জন যিরুশালেমে প্রেরিতদের ও বয়ষ্কদের কাছে যাবেন।3অতএব মণ্ডলী তাদের পাঠিয়ে দিলেন এবং তারা ফৈনিকিয়া ও শমরিয়া প্রদেশ দিয়ে যেতে যেতে অযিহূদীদের পরিবর্তনের বিষয় বললেন এবং সব ভাইয়েরা অনেক আনন্দিত হলো। 4যখন তারা যিরুশালেমে পৌঁছলেন, মণ্ডলী এবং প্রেরিতরা ও প্রাচীনরা তাদের আহবান করলেন এবং ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে থেকে যে কাজ করেছেন সেসকলই বললেন।5কিন্তু ফরীশী দল হইতে কয়েক জন বিশ্বাসী দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "তাদের ত্বকছেদ করা খুবই প্রয়োজন এবং মোশির নিয়ম সকল পালনের নির্দেশ দেওয়া হোক। 6সুতরাং প্রেরিতরা ও বয়ষ্করা এই সকল বিষয় আলোচনা করার জন্য একত্রিত হলো।7অনেক তর্কযুদ্ধ হওয়ার পর পিতর উঠে দাঁড়িয়ে তাদের বললেন হে ভাইগণ, তোমরা জানো যে, অনেকদিন আগে ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে আমাকে মনোনীত করেছেন, যেন আমার মুখ থেকে অযিহূদীরা সুসমাচারের বাক্য অবশ্যই শুনে এবং বিশ্বাস করে। 8ঈশ্বর, যিনি হৃদয়ের অন্তঃকরণ জানেন, তিনি তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমাদের যেমন, তাদেরকেও তেমনি পবিত্র আত্মা দান করেছেন; 9এবং আমাদেরও তাদের মধ্যে কোনোও বিশেষ দলাদলি রাখেননি, বিশ্বাস দ্বারা তাদের হৃদয় পবিত্র করেছেন।10অতএব এখন কেন তোমরা ঈশ্বরের পরীক্ষা করছো, শিষ্যদের ঘাড়ে সেই জোয়ালী কেন দিচ্ছ, যার ভার না আমাদের পূর্বপুরুষেরা না আমরা বইতে পারি। 11কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি তারা যেমন, আমরাও তেমনি প্রভু যীশুর কৃপা দ্বারা পরিত্রাণ পাবো।12তখন সকলে চুপ করে থাকলো, আর বার্ণবার ও পৌলের মাধ্যমে অযিহূদীদের মধ্যে ঈশ্বর কি কি চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধন করেছেন, তাঁর বিবরণ তাদের কাছ থেকে শুনছিল।13তাদের কথা শেষ হওয়ার পর, যাকোব উত্তর দিয়ে বললেন, 'হে ভাইয়েরা' আমার কথা শোনো। 14ঈশ্বর নিজের নামের জন্য অযিহূদীর মধ্য হইতে একদল মানুষকে গ্রহণের উদ্দেশ্যে কিভাবে প্রথমে তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন, তা শিমোন ব্যাখ্যা করলেন।15আর ভবিষ্যৎ বক্তাদেরর বাক্য তাঁর সঙ্গে মেলে, যেমন লেখা আছে, 16"এই সবের পরে আমি ফিরে আসব, দাউদের পড়ে থাকা ঘর আবার গাঁথব, সব ধ্বংসস্থান আবার গাঁথব এবং পুনরায় স্থাপন করব, 17সুতরাং, অবশিষ্ট সব লোক যেন প্রভুকে খোঁজ করে এবং যে জাতিদের উপর আমার নাম প্রদান করা হয়েছে, তারা যেন সবাই খোঁজ করে। 18প্রভু এই কথা বলেন, যিনি পূর্বকাল থেকে এই সকল বিষয় জানান।19অতএব আমার বিচার এই যে, যারা ভিন্ন্ জাতিদের মধ্য থেকে ঈশ্বরের পথে ফেরে তাদের আমরা কষ্ট দেব না, 20কিন্তু তাদেরকে লিখে পাঠাব, যেন তারা প্রতিমা সংক্রান্ত অশুচিতা, ব্যভিচার, গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস ও রক্ত থেকে আলাদা থাকে। 21কারণ প্রত্যেক শহরে বংশপরম্পরায় মোশির জন্য এমন লোক আছে, যারা তাঁকে প্রচার করে এবং প্রত্যেক বিশ্রামবারে সমাজ গৃহগুলিতে তাঁর বই পড়া হচ্ছে।'22তখন প্রেরিতরা এবং বয়ষ্করা আগের সমস্ত মণ্ডলীর সাহায্যে, নিজেদের মধ্য হইতে মনোনীত কোনো কোনো লোককে, অর্থাৎ বার্শবা নামে পরিচিত যিহূদা এবং সীল, ভাইদের মধ্যে পরিচিত এই দুই জনকে পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে আন্তিয়খিয়ায় পাঠাতে উপযুক্ত বুঝলেন; 23এবং তাঁদের হাতে এই রকম লিখে পাঠালেন 'আন্তিয়খিয়া, সুরিয়া ও কিলিকিয়াবাসী অযিহূদীয় ভাই সকলের কাছে প্রেরিতদের ও বয়ষ্কদের, ভাইদের মঙ্গলবাদ।24আমরা শুনতে পেয়েছি যে, আমরা যাদের কোনোও ত্বকছেদ আজ্ঞা দেইনি, সেই কয়েক জন লোক আমাদের ভেতর থেকে গিয়ে কথার মাধ্যমে তোমাদের প্রাণ চঞ্চল করে তোমাদের চিন্তিত করে তুলেছে। 25এই জন্য আমরা একমত হয়ে কিছু লোককে মনোনীত করেছি এবং আমাদের প্রিয় যে বার্ণবা ও পৌল, 26আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য মনে প্রাণে চেষ্টা করেছেন, তাদের সঙ্গে ওদের তোমাদের কাছে পাঠাতে উপযুক্ত মনে করলাম।27অতএব যিহূদা ও সীলকেও পাঠিয়ে দিলাম এরাও তোমাদের সেই সকল বিষয় বলবেন। 28কারণ পবিত্র আত্মার এবং আমাদের এটাই ভালো বলে মনে হলো, যেন এই কয়েকটা প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের ওপর কোনো ভার না দিই, 29ফলে প্রতিমার প্রসাদ এবং রক্ত ও গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস ও ব্যভিচার হতে দূরে থাকা তোমাদের উচিত; এই সব থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখলে তোমাদের মঙ্গল হবে। তোমাদের মঙ্গল হোক।'30সুতরাং তারা, বিদায় নিয়ে আন্তিয়খিয়ায় এলেন এবং লোক গুলোকে একত্র করে পত্র খানি দিলেন। 31পড়ার পর তারা সেই আশ্বাসের কথায় আনন্দিত হলো। 32আর যিহূদা এবং সীল নিজেরাও ভাববাদী ছিলেন বলে, অনেক কথা দিয়ে ভাইদের আশ্বাস দিলেন ও শান্ত করলেন।33কিছুদিন সেখানে থাকার পর, যাঁরা তাঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে ফিরে যাবার জন্য তাঁরা ভাইদের কাছ থেকে শান্তিতে বিদায় নিলেন। 35কিন্তু পৌল ও বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে অন্যান্য অনেক লোকের সঙ্গে থাকলেন, যেখানে তাঁরা প্রভুর বাক্য শিক্ষা দিতেন এবং সুসমাচার প্রচার করতেন।36কিছুদিন পর পৌল বার্ণবাকে বললেন, চল আমরা যে সব শহরে প্রভুর বাক্য প্রচার করেছিলাম, সেই সব শহরে ফিরে গিয়ে ভাইদেরকে দেখাশোনা করি এবং দেখি তারা কেমন আছে। 37আর বার্ণবা চাইলেন, যোহন, যাঁহাকে মার্ক বলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। 38কিন্তু পৌল ভাবলেন যে ব্যক্তি পাম্ফুলিয়াতে তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে পুনরায় কাজে যায়নি সেই মার্ককে সঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না।39তখন তাদের মধ্যে মনের অমিল হলো, সুতরাং তারা পরস্পর ভাগ হয়ে গেল; এবং বার্ণবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে কুপ্রে গেলেন; 40কিন্তু পৌল সীলকে মনোনীত করে এবং ভাইদের দ্বারা প্রভুর কৃপায় সমর্পিত হয়ে বিদায় নিলেন। 41এবং তিনি সুরিয়া ও কিলিকিয়া দিয়ে যেতে যেতে মণ্ডলীকে সুস্থির ও শক্তিশালী করলেন।

Chapter 16  
1পরে তিনি দর্বীতও লুস্ত্রায় পৌঁছলেন এবং দেখ সেখানে তীমথিয় নামক এক শিষ্য ছিলেন; তিনি এক বিশ্বাসীনী যিহূদী মহিলার ছেলে কিন্তু তাঁর বাবা ছিলেন গ্রীক। 2লুস্ত্রা ও ইকনিয় বসবাসকারী ভাইবোন তাঁর সম্পর্কে ভালো সাক্ষ্য দিত। 3পৌল চাইল যেন এই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে যান; সুতরাং তিনি তাঁকে নিয়ে যিহূদীদের মতই ত্বকছেদ করলেন, কারণ সবাই জানত যে তার পিতা গ্রীক।4আর তারা যেমন শহর ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছিল, তারা মণ্ডলী গুলোকে নির্দেশ দিলেন যেন যিরুশালেমের প্রেরিতরা ও প্রাচীনদের লিখিত আদেশগুলি পালন করে। 5এইভাবে মণ্ডলীগণ বিশ্বাসে বলবান হলো এবং দিনের পর দিন সংখ্যায় বাড়তে লাগল।6পৌল এবং তাঁর স্বাথীরা ফরুগিয়া ও গালাতিয়া প্রদেশ দিয়ে গেলেন কারণ এশিয়া দেশে বাক্য প্রচার করতে পবিত্র আত্মা হতে বারণ ছিল; 7তারা মুশিয়া দেশের নিকটে পৌঁছে বৈথুনিয়া প্রদেশে যেতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাদেরকে যেতে বাধা দিলেন। 8সুতরাং তারা মুশিয়া দেশ ছেড়ে ত্রোয়া শহরে চলে গেলেন।9রাত্রিতে পৌল এক দর্শন পেলেন; এক মাকিদনীয় লোক অনুরোধের সঙ্গে তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, মাকিদনিয়াতে এসে আমাদের সাহায্য করুন। 10তিনি সেই দর্শন পাওয়ার সাথে সাথে আমরা মাকিদনিয়া দেশে যেতে প্রস্তুুত হলাম, কারণ আমরা বুঝলাম তাদের মধ্যে সুসমাচার প্রচারের জন্য ঈশ্বর আমাদের ডেকেছেন।11আমরা ত্রোয়া থেকে জলপথ ধরে সোজা পথে সামথ্রাকিদ্বীপ এবং পরের দিন নিয়াপলি শহরে পৌঁছলাম। 12সেখান থেকে ফিলিপী শহরে গেলাম; এটি মাকিদনিয়া প্রদেশেরঐ ভাগের প্রধান শহর এবং রোমীয়দের বসবাস। আমরা এই শহরে কিছুদিন ছিলাম। 13আর বিশ্রামবারে শহরের প্রধান দরজার বাইরে নদীতীরে গেলাম, মনে করলাম সেখানে প্রার্থনার জায়গা আছে; আমরা সেখানে বসে একদল স্ত্রীলোক যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে কথা বললাম।14আর থুয়াতিরা শহরে লুদিয়া নামে এক ঈশ্বরভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনে কাপড় বিক্রি করতেন তিনি আমাদের কথা শুনছিলেন। প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন যেন তিনি পৌলের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। 15তিনি ও তাঁর পরিবার বাপ্তিষ্ম নেওয়ার পর তিনি অনুরোধ করে বললেন, আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে বিশ্বাসীনী বলে বিচার করেন তবে আমার বাড়িতে এসে থাকুন এবং তিনি আমাদের যত্নের সহিত নিয়ে গেলেন।16এক দিন আমরা সেই প্রার্থনার জায়গায় যাচ্ছিলাম, সেই সময় অন্য দেবতার আত্মায় পূর্ণ এক দাসী (যুবতী নারী) আমাদের সামনে পড়ল, সে ভবিষ্যৎ বাক্যের মাধ্যমে তার কর্তাদের অনেক লাভ করিয়ে দিত। 17সে পৌলের এবং আমাদের পিছনে চলতে চলতে চিৎকার করে বললেন এই ব্যক্তিরা হলো ঈশ্বরের দাস, এরা তোমাদের পরিত্রাণের পথ বলছেন। 18সে অনেকদিন পর্যন্ত এই রকম করতে থাকলো। কিন্তু পৌল বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সেই মন্দ আত্মাকে বললেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আদেশ করছি, এর মধ্য থেকে বের হও। তাতে সেই সময়ই সে বের হয়ে গেল।19কিন্তু তার কর্তারা দেখল যে, লাভের আশা বের হয়ে গেছে দেখে পৌল ও সীলকে ধরে বাজারে নেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল; 20এবং শাসকদের কাছে তাদের এনে বলল, এই ব্যক্তিরা হলো ইহূদি, এরা আমাদের শহরে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে। 21আমরা রোমীয়, আমাদের যে সব নিয়ম কানুন গ্রহণ ও পালন করা সঠিক নয়, সেই সব এরা প্রচার করছে।22তাতে লোকরা তাঁদের বিরুদ্ধে গেলো এবং শাসনকর্তা তাদের পোষাক (বস্ত্র) খুলে ফেলে দিলেন ও লাঠি দিয়ে মারার জন্য আদেশ দিলেন। 23তাদের অনেক মারার পর তারা জেলের মধ্যে দিলেন এবং সাবধানে পাহারা দিতে জেল রক্ষককে নির্দেশ দিলেন। 24এই রকম আদেশ পেয়ে জেল রক্ষী তাদের পায়ে বেড়ী লাগিয়ে জেলের ভিতরের ঘরে বন্ধ করে রাখলেন।25কিন্তু মাঝরাতে পৌল ও সীল প্রার্থনা করতে করতে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আরাধনা ও গান করছিলেন, অন্য বন্দীরা তাদের গান কান পেতে শুনছিল। 26তখন হঠাৎ মহা ভূমিকম্প হলো, এমনকি জেলখানার ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল; এবং তখুনি সমস্ত দরজা খুলে গেল এবং সকলের শিকল বন্ধন মুক্ত হলো।27তাতে জেল রক্ষকের ঘুম ভেঙে গেল এবং জেলের দরজাগুলি খুলে গেছে দেখে নিজের তরবারি বের করে নিজেকেই মারার জন্য প্রস্তুত হলো, সে ভেবেছিল বন্দিরা সকলে পালিয়েছে। 28কিন্তু পৌল চিৎকার করে ডেকে বললেন, নিজের প্রাণ নষ্ট করো না, কারণ আমরা সকলেই এখানে আছি।29তখন তিনি আলো আনতে বলে ভিতরে দৌড়ে গেলেন এবং ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পৌল ও সীলের সামনে পড়লেন; 30এবং তাঁদের বাইরে এনে বললেন, মহাশয়েরা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে? 31তাঁরা বললেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাতে তুমি ও তোমার পরিবার পরিত্রাণ পাবে।32পরে তাঁরা তাকে এবং তার বাড়ির সকল লোককে ঈশ্বরের বাক্য বললেন। 33তখন জেল কর্তা রাতের সেই সময়ে তাঁদের মারের ক্ষতস্থান সকল ধুয়ে পরিষ্কার করলো এবং তার পরিবারের সকল সদস্য ও নিজে বাপ্তিষ্ম নিল। 34পরে সে তাঁদের উপরের গৃহমধ্যে নিয়ে গিয়ে তাদের সামনে খাবার জিনিস রাখল। এবং সমস্ত পরিবারের সঙ্গে ঈশ্বরে বিশ্বাস করাতে সে খুবই আনন্দিত হলো।35পরে যখন দিন হলো, বিচার করা রক্ষীদের বলে পাঠালেন যে সেই লোক গুলোকে যেতে দেওয়া হোক। 36জেল রক্ষক পৌলকে এই সংবাদ দিল যে, বিচারকরা আপনাদের ছেড়ে দিতে বলে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আপনারা এখন বাইরে আসুন এবং শান্তিতে যান।37কিন্তু পৌল তাদেরকে বললেন, তারা আমাদের বিচারে দোষী না করে সবার সামনে মেরে জেলের ভিতর জেলখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল, আমরা তো রোমীয় লোক, এখন কি গোপনে আমাদেরকে বের করে দিচ্ছেন? তা হবে না; তারা নিজেরাই এসে আমাদেরকে বাইরে নিয়ে যাক। 38যখন রক্ষীরা বিচারককে এই সংবাদ দিল। তাতে তারা যে রোমীয়, একথা শুনে বিচারকরা ভিতু হলেন। 39বিচারকরা তাদেরকে বিনীত করলেন এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে শহর থেকে চলে যেতে অনুরোধ করলেন।40তখন পৌল ও সীল জেল থেকে বের হয়ে লুদিয়ার বাড়িতে গেলেন। এবং যখন ভাইদের সঙ্গে পৌল ও সিলাস এর দেখা হলো, তাদের অশান্ত করলেন এবং চলে গেলেন।

Chapter 17

1পরে তারা আম্ফিপলি ও আপল্লোনিয়া শহর দিয়ে গিয়ে থিষলনীকী শহরে আসলেন। সেই জায়গায় যিহূদীদের এক সমাজ গৃহ ছিল; 2আর পৌল তাঁর নিয়ম অনুসারে তাদের কাছে গেলেন এবং তিনটি বিশ্রামবারে তাদের সঙ্গে শাস্ত্রের কথা নিয়ে আলোচনা করলেন, ও বুঝিয়ে দিলেন যে,3তিনি শাস্ত্রের বাক্য খুলে দেখালেন যে খ্রীষ্টের মৃত্যুভোগ ও মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থান হওয়া জরুরি ছিল এবং এই যে যীশুর বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই খ্রীষ্ট। 4তাতে যিহূদীদের মধ্যে কয়েক জন এক মত জানালো এবং পৌলের ও সীলের সাথে যোগ দিল; আর ভক্ত গ্রীকদের মধ্যে অনেক লোক ও অনেক প্রধান মহিলা তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।5কিন্তু যিহূদীরা হিংসা করে বাজারের কয়েক জন দুষ্ট লোকদের নিয়ে একটি দল তৈরী করে শহরে গোলমাল বাঁধিয়ে দিল এবং যাসোনের বাড়িতে হানা দিয়ে লোকদের সামনে আনার জন্য মনোনীতদের খুঁজতে লাগল। 6কিন্তু তাদের না পাওয়ায় তারা যাসোন এবং কয়েক জন ভাইকে ধরে শহরের প্রধান নেতাদের সামনে টেনে নিয়ে গেল, চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই যে লোকেরা সারা জগতে গোলমাল করে বেড়াচ্ছে, এরা এখানেও উপস্থিত হলো; 7যাসোন এদের আতিথ্য করেছে; আর এরা সকলে কৈসরের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে বলে যীশু নামে আরও একজন রাজা আছেন।8যখন এই কথা শুনল তখন সাধারণ মানুষেরা এবং শাসনকর্তারা রাগান্বিত হয়ে উঠল। 9তখন তারা যাসোনের ও আর সবার জামিন নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিলেন।10পরে ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে ওই রাত্রিতেই বিরয়া নগরে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাড়াতাড়ি যিহূদীদের সমাজ গৃহে গেলেন। 11থিষলনীকীর যিহূদীদের থেকে এরা ভদ্র ছিল; কারণ এরা সম্পূর্ণ ইচ্ছার সঙ্গে বাক্য শুনছিল এবং সত্য কিনা তা জানার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র বিচার করতে লাগল। 12এরফলে তাদের মধ্যে অনেক ভদ্র এবং গ্রীকদের মধ্যেও অনেকে সম্ভ্রান্ত মহিলা ও পুরুষ বিশ্বাস করলেন13কিন্তু থিষীলনীর যিহূদীরা যখন জানতে পারল যে, বিরয়াতেও পৌলের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার হয়েছে, তখন তারা সেখানেও এসে লোকেদের অস্থির ও রাগান্বিত করে তুলতে লাগল। 14তখন ভাইয়েরা তাড়াতাড়ি পৌলকে সমুদ্র পর্যন্ত যাওয়ার জন্য পাঠালেন; আর সীল ও তীমথিয় সেখানে থাকলেন। 15আর যারা পৌলকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তারা আথীনী পর্যন্ত নিয়ে গেল; আর তাঁরা যেমন পৌলকে ছেড়ে চলে গেল, তারা তাঁর কাছ থেকে সীল এবং তীমথির অতি শীঘ্র তাঁর কাছে যাতে আসতে পারে তার জন্য আদেশ পেল।16পৌল যখন তাঁদের অপেক্ষায় আথানীতে ছিলেন, তখন শহরের নানা জায়গায় প্রতিমা মূর্তি দেখে তাঁর আত্মা উতপ্ত হয়ে উঠল। 17এরফলে তিনি সমাজঘরে যিহূদী ও ভক্ত লোকদের কাছে এবং বাজারে প্রতিদিন যাদের সঙ্গে দেখা হত, তাদের কাছে যীশুর বিষয়ে কথা বলতেন18আবার ইপিকুরের ও স্তোয়িকীরের কয়েক জন দার্শনিক পৌলের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে লাগল। আবার কেউ কেউ বলল, "এ বাচালটা কি বলতে চায়?" আবার কেউ কেউ বলল, "ওকে অন্য দেবতাদের প্রচারক বলে মনে হয়; "কারণ তিনি যীশু ও পুনরুত্থান বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করতেন।19পরে তারা পৌলের হাত ধরে আরেয়পাগে নিয়ে গিয়ে বলল, আমরা কি জানতে পারি, এই যে নতুন শিক্ষা আপনি প্রচার করছেন, এটা কি ধরনের? 20কারণ আপনি কিছু অদ্ভুত কথা আমাদের বলেছেন; এরফলে আমরা জানতে চাই, এ সব কথার মানে কি। 21কারণ আথানী শহরের সকল লোক ও সেখানকার বসবাসকারী বিদেশীরা শুধু নতুন কোনো কথা বলা বা শোনা ছাড়া অন্য কিছুতে সময় নষ্ট করত না।22তখন পৌল আরেয়পাগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে আথানীয় লোকেরা দেখছি, তোমরা সব বিষয়ে বড়ই দেবতাভক্ত।" 23কারণ বেড়ানোর সময় তোমাদের উপাসনার জিনিস দেখতে দেখতে একটি বেদি দেখলাম, যার উপর লেখা আছে, "অজানা দেবতার উদ্দেশ্যে "অতএব তোমরা যে অজানা দেবতার আরাধনা করছ, তাঁকে আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি।24ঈশ্বর যিনি জগত ও তাঁর মধ্যেকার সব বস্তু তৈরী করেছেন। তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং মানুষের হাত দিয়ে তৈরী মন্দিরে তিনি বাস করেন না; 25কোনো কিছু অভাবের কারণে মানুষের সাহায্যও নেন না, তিনিই সবাইকে জীবন ও শ্বাস সব কিছুই দিয়েছেন।26আর তিনি একজন মানুষ থেকে মানুষের সকল জাতি তৈরী করেছেন, তিনি বসবাসের জন্য এই পৃথিবী দিয়েছেন; তিনি বসবাসের জন্য সময়সীমা ঠিক করেছেন; 27যেন তারা ঈশ্বরের খোঁজ করে, যদি কোনো মতে খুঁজে খুঁজে তাঁর দেখা পায়; অথচ তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নয়।28কারণ ঈশ্বরেতেই আমারা জীবিত, আমাদের গতি ও সত্তা; যেমন তোমাদের কয়েক জন কবিও বলেছেন, "কারণ আমরাও তাঁর বংশধর।" 29এরফলে আমরা যখন ঈশ্বরের সন্তান, তখন ঈশ্বরীয় স্বভাবকে মানুষের শিল্প ও কল্পনা অনুসারে তৈরী সোনার কি রূপার কি পাথরের সঙ্গে তুলনা করা আমাদের উচিত নয়।30ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার সময়কে উপেক্ষা করেছেন, কিন্তু এখন সব জায়গার সব মানুষকে মন পরিবর্তন করতে নির্দেশ দিলেন। 31কারণ তিনি একটি দিন ঠিক করেছেন, যে দিনে নিজের মনোনীত ব্যক্তির দ্বারা পৃথিবীর লোককে বিচার করবেন; আর এই সবের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিয়েছেন; ফলে মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠিয়েছেন।32তখন মৃতদের পুনরুত্থানের কথা শুনে কেউ কেউ উপহাস করতে লাগল; কিন্তু কেউ কেউ বলল, আপনার কাছে এই বিষয়ে আরও একবার শুনব। 33এইভাবে পৌল তাদের কাছ থেকে চলে গেলেন। 34কিন্তু কিছু ব্যক্তি তাঁর সঙ্গ নিয়ে যীশুকে বিশ্বাস করল; তাদের মধ্যে আরেয়পাগীর দিয়নুষিয় এবং দামারি নামে একজন মহিলা ও আরোও কয়েক জন ছিলেন।

Chapter 18  
1তারপর পৌল আথীনী শহর থেকে চলে গিয়ে করিন্থ শহরে আসিলেন। 2আর তিনি আক্কিলা নামে একজন যিহূদীর দেখা পেলেন; তিনি জাতিতে পন্তীয়, কিছুদিন আগে নিজের স্ত্রী প্রিস্কিল্লার সাথে ইতালীয়া থেকে আসলেন, কারণ ক্লৌদিয় সমস্ত যিহূদীদের রোম থেকে চলে যাওয়ার আদেশ করেছিলেন। পৌল তাঁদের কাছে গেলেন। 3আর তিনি সম ব্যবসায়ী হওয়াতে তাঁদের সাথে বসবাস করলেন, ও তাঁরা কাজ করতে লাগলেন, কারণ তাঁরা তাঁবু তৈরীর ব্যবসায়ী ছিলেন।4প্রত্যেক বিশ্রামবারে তিনি সমাজঘরে [ধর্মগৃহে] বাক্য বলতেন এবং যিহূদী ও গ্রীকদের বিশ্বাস করতে উৎসাহ দিতেন। 5যখন সীল ও তীমথিয় মাকিদনিয়া থেকে আসলেন, তখন পৌল বাক্য প্রচার করছিলেন, যীশুই যে খ্রীষ্ট, তার প্রমাণ যিহূদীদের দিচ্ছিলেন। 6কিন্তু যিহূদীরা বিরোধ ও নিন্দা করাতে পৌল কাপড় ঝেড়ে তাদের বললেন, তোমাদের রক্ত তোমাদের মাথায় পড়ুক, আমি শুচি; এখন থেকে অযিহূদীদের কাছে চললাম।7পরে তিনি সেখান থেকে চলে গিয়ে তিতিয় যুষ্ঠ নামে একজন ঈশ্বর ভক্তের বাড়িতে গেলেন, যার বাড়ি সমাজঘরের [ধর্মগৃহের] পাশেই ছিল। 8আর সমাজের ধর্মাধক্ষ্য ক্রিস্প সমস্ত পরিবারের সাথে প্রভুকে বিশ্বাস করলেন; এবং করিন্থীয়দের মধ্যে অনেক লোক শুনে বিশ্বাস করল, ও বাপ্তিষ্ম নিল।9আর প্রভু রাতে স্বপ্নের দ্বারা পৌলকে বললেন, ভয় কর না, বরং কথা বল, চুপ থেকো না; 10কারণ আমি তোমার সাথে সাথে আছি, তোমাকে হিংসা করে কেউই তোমাকে আক্রমণ করবে না; কারণ এই শহরে আমার অনেক বিশ্বাসী আছে। 11তাতে তিনি দেড় বছর বসবাস করে তাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিলেন।12কিন্তু গাল্লীয়ো যখন আখায়া প্রদেশের প্রধান হলো, তখন যিহূদীরা একসাথে পৌলের বিরুদ্ধে উঠল, ও তাঁকে বিচারাসনে নিয়ে গিয়ে বলল, 13এই ব্যক্তি আইনের বিপরীতে ঈশ্বরের আরাধনা করতে লোকদের খারাপ বুদ্ধি দেয়।14কিন্তু যখন পৌল মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন, তখন গাল্লিয়ো যিহূদীদের বললেন, কোনো ব্যাপারে দোষ বা অপরাধ যদি হত, তবে, হে যিহূদীরা, তোমাদের জন্য ন্যায়বিচার করা আমার কাছে যুক্তি সম্মত হত; 15কিন্তু বাক্য বা নাম বা তোমাদের ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন যদি হয়; তাহলে তোমরা নিজেরাই বুঝে নাও, আমি ওসবের জন্য বিচারক হতে চাই না।16পরে তিনি তাদের বিচারাসন থেকে তাড়িয়ে দিলেন। 17এরফলে সকলে ধর্ম প্রধান সোস্থিনিকে ধরে সমাজের বিচারাসনের সামনে মারতে লাগল; আর গাল্লীয় সে সকল বিষয়ে কিছু মনোযোগ করলেন না।18পৌল আরো অনেকদিন বসবাস করার পর ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমুদ্র পথে সুরিয়া প্রদেশে গেলেন এবং তাঁর সাথে প্রিস্কিল্লা ও আকিলাও গেলেন; তিনি কংক্রিয়া শহরে মাথা ন্যাড়া করেছিলেন, কারণ তাঁর এক শপথ ছিল। 19পরে তাঁরা ইফিষে পৌছালেন, আর তিনি ঐ দুজনকে সেই জায়গাতে রাখলেন; কিন্তু নিজে সমাজ গৃহে [ধর্মগৃহে] গিয়ে যিহূদীদের কাছে বাক্য প্রচার করলেন।20আর তাঁরা নিজেদের কাছে আর কিছুদিন থাকতে তাঁকে অনুরোধ করলেও তিনি রাজি হলেন না; 21কিন্তু তাদের কাছে বিদায় নিলেন, বললেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসব। পরে তিনি জলপথে ইফিষ থেকে চলে গেলেন।22আর কৈসরিয়ায় এসে (যিরুশালেম) গেলেন এবং মণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আদেশ দিয়ে সেখান থেকে আন্তিয়খিয়ায় চলে গেলেন। 23সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি আবার চলে গেলেন এবং পরপর গালাতিয়া ও ফরুগিয়া প্রদেশ ঘুরে ঘুরে শিষ্যদের নিশ্চিত করলেন।24আপল্লো নামে একজন যিহূদী, জাতিতে, জন্ম থেকে একজন আলেকসান্দ্রিয়, একজন ভাল বক্তা, ইফিষে আসলেন; তিনি শাস্ত্রে জ্ঞানী ছিলেন। 25তিনি প্রভুর পথের বিষয়ে শিক্ষা পেয়েছিলেন এবং আত্মার শক্তিতে যীশুর বিষয়ে গভীরভাবে কথা বলতেন ও শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তিনি শুধু যোহনের বাপ্তিষ্ম জানতেন। 26তিনি সমাজঘরে [ধর্মগৃহে] সাহসের সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। আর প্রিস্কিল্লা ও আক্কিলা তার উপদেশ শুনে তাঁকে নিজেদের কাছে আনলেন এবং ঈশ্বরের পথ আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিলেন।27পরে তিনি আখায়াতে যেতে চাইলে ভাইয়েরা উৎসাহ দিলেন, আর তাঁকে সাথে নিতে শিষ্যদের চিঠি লিখলেন; তাতে তিনি সেখানে পৌঁছে, যারা অনুগ্রহ দ্বারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের অনেক উপকার করলেন। 28কারণ যীশুই যে খ্রীষ্ট, এটা শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা প্রমাণ করে আপল্লো ক্ষমতার সঙ্গে জনগনের মধ্যে যিহূদীদের একদম চুপ করালেন।

Chapter 19  
1আপল্লো যে সময়ে করিন্থে ছিলেন, সেই সময় পৌল পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে গিয়ে ইফিষে আসলেন। সেখানে কয়েক জন শিষ্যের দেখা পেলেন; 2আর পৌল তাদের বললেন, যখন তোমরা বিশ্বাসী হয়েছিলে তখন তোমরা কি পবিত্র আত্মা পেয়েছিলে? তারা তাঁকে বলল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, সেই কথা আমরা শুনিনি।3তিনি বললেন, তবে কিসে বাপ্তাইজিত হয়েছিলে? তারা বলল, যোহনের বাপ্তিষ্মের। 4পৌল বলেলন, যোহন মন পরিবর্তনের বাপ্তিষ্মের বাপ্তাইজিত করতেন, লোকদের বলতেন, যিনি তাঁর পরে আসবেন, তাকে অর্থাৎ যীশুকে তাদের বিশ্বাস করতে হবে।5এই কথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম নিল। 6আর পৌল তাদের উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করলে পবিত্র আত্মা তাদের উপরে আসলেন, তাতে তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ভবিষ্যত বাণী করতে লাগল। 7তারা সকলে মোট বারো জন পুরুষ ছিল।8পরে তিনি সমাজঘরে [ধর্মগৃহে] গিয়ে তিনমাস সাহসের সাথে কথা বললেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয় যুক্তিসহ বুঝিয়ে দিলেন। 9কিন্তু কয়েক জন দয়াহীন ও অবাধ্য হয়ে জনগনের সামনেই সেই পথের নিন্দা করতে লাগল, আর তিনি তাদের কাছ থেকে চলে গিয়ে শিষ্যদের আলাদা করলেন, প্রতিদিনই তূরান্নের বিদ্যালয়ে বাক্য আলোচনা করতে লাগলেন। 10এভাবে দুবছর চলল; তাতে এশিয়াতে বসবাসকারী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনতে পেল।11আর ঈশ্বর পৌলের হাতের মাধ্যমে অনেক আশ্চর্য্য কাজ করতে লাগলেন; 12এমনকি পৌলের শরীর থেকে তাঁর রুমাল কিংবা গামছা অসুস্থ লোকদের কাছে আনলে তাদের অসুখ সেরে যেত এবং মন্দ আত্মা বের হয়ে যেত।13আর কয়েক জন ভ্রমণকারী যিহূদী ওঝারাও প্রভু যীশুর নাম ব্যবহার করে মন্দ আত্মায় পাওয়া লোকদের সুস্থ করার চেষ্টা করল, আর বলল, পৌল যাকে প্রচার করেন, সেই যীশুর নামে আমি তোমাদের বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি। 14আর স্কিবা নামে একজন যিহূদী প্রধান যাজকদের সাতটি ছেলে ছিল, তারা এরকম করত।15তাতে মন্দ আত্মা উত্তর দিয়ে তাদের বলল, যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও চিনি, কিন্তু তোমরা কে? 16তখন যে লোকটিকে মন্দ আত্মায় ধরেছিল, সে তাদের উপরে লাফ দিয়ে পড়ে, দুজনকে এমন শক্তি দিয়ে চেপে ধরল যে, তারা জামাকাপড় রেখে ও ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। 17আর তা ইফিষের সমস্ত যিহূদী ও গ্রীক লোকেরা জানতে পারল, তাতে সকলে ভয় পেয়ে গেল এবং প্রভু যীশুর নামের গৌরব করতে লাগল।18আর অনেক বিশ্বাসীরা এসেছিল এবং অনুতপ্ত হয়ে তাদের নিজের নিজের খারাপ কাজ স্বীকার ও দেখাতে লাগল। 19আর যারা জাদু কাজ করত, তাদের মধ্যে অনেকে নিজের নিজের বই এনে একত্র করে সকলের সামনে পুড়িয়ে ফেলল; সে সব কিছুর দাম হিসাব করে দেখা গেল, পঞ্চাশ হাজার রূপার মুদ্রা। 20আর এভাবে প্রভুর বাক্য সন্মানের সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে ও ছড়াতে লাগল।21এই সব কাজ শেষ করার পর পৌল পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে স্থির করলেন যে, তিনি মাকিদনিয়া ও আখায়া যাবার পর যিরুশালেম যাবেন, তিনি বললেন, সেখানে যাওয়ার পরে আমাকে রোম শহরও দেখতে হবে। 22আর যাঁরা তাঁর পরিষেবা করতেন, তাঁদের দুজনকে, তীমথিয় ও ইরাস্তকে, মাকিদনিয়াতে পাঠিয়ে তিনি নিজে কিছুদিন এশিয়ায় থাকলেন।23আর সেসময়ে এই পথের বিষয়ে নিয়ে খুব গন্ডগোল শুরু হয়ে গেল। 24কারণ দিমীত্রিয় নামে একজন রৌপ্যশিল্পী দীয়ানার রূপার মন্দির নির্মাণ করত এবং শিল্পীদের যথেষ্ঠ কাজ জুগিয়ে দিত। 25সেই লোকটি তাদের এবং সেই ব্যবসার শিল্পীদের ডেকে বলল, মহাশয়েরা, আপনারা জানেন, এই কাজের দ্বারা আমরা উপার্জন করি।26আর আপনারা দেখছেন ও শুনছেন, কেবল এই ইফিষে নয়, প্রায় সমস্ত এশিয়ায় এই পৌল অনেক লোককে প্রভাবিত করেছে, এই বলেছে যে, যে দেবতা হাতের তৈরী, তারা ঈশ্বর না। 27এতে এই ভয় হচ্ছে, কেবল আমাদের ব্যবসার দুর্নাম হবে, তা নয়; কিন্তু মহাদেবী দিয়ানার মন্দির নগণ্য হয়ে পড়বে, আবার সে তুচ্ছও হবে, যাকে সমস্ত এশিয়া, এমনকি, সমস্ত পৃথিবী পূজো করে।28এই কথা শুনে তারা খুব রেগে চিৎকার করে বলতে লাগল, ইফিষীয়দের দিয়ানাই মহাদেবী। 29তাতে শহরে গন্ডগোল বেধে গেল; পরে লোকেরা একসাথে রঙ্গভূমির দিকে ছুটল, মাকিদনীয়ার গায় ও আরিষ্টার্খ, পৌলের এইদুজন সহযাত্রীকে ধরে নিয়ে গেল।30তখন পৌল লোকদের কাছে যাবার জন্য মন করলে শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিল না। 31আর এশিয়ার প্রধানদের মধ্যে কয়েক জন তাঁর বন্ধু ছিল বলে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে এই অনুরোধ করলেন, যেন তিনি রঙ্গভূমিতে নিজের বিপদ ঘটাতে না যান। 32তখন নানা লোকে নানা কথা বলে চিৎকার করছিল, কারণ সভাতে গন্ডগোল বেধেছিল এবং কি জন্য একত্র হয়েছিল, তা বেশিরভাগই লোক জানত না।33তখন যিহূদীরা আলেকসান্দরকে সামনে উপস্থিত করাতে লোকেরা জনগনের মধ্যে থেকে তাকে বের করল; তাতে আলেকসান্দর হাতের দ্বারা ইশারা করে লোকেদের কাছে পক্ষ সমর্থন করতে চেষ্টা করলেন। 34কিন্তু যখন তারা জানতে পারল যে, সে, যিহূদী, তখন সকলে একসুরে অনুমান দুঘন্টা এই বলে চিৎকার করতে থাকল, 'ইফিষীয়দের দীয়ানাই মহাদেবী।'35শেষে শহরের সম্পাদক জনগনকে শান্ত করে বললেন, প্রিয় ইফিষীয় লোকেরা, বল দেখি, ইফিষীয়দের শহরে যে মহাদেবী দীয়ানার এবং আকাশ থেকে পতিতা প্রতিমার গৃহমার্জ্জিকা, মানুষের মধ্যে কে না জানে? 36সুতরাং এই কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই জেনে তোমাদের শান্ত থাকা এবং অবিবেচনার কোনও কাজ না করা উচিত। 37কারণ এই যে লোকদের এখানে এনেছ, তারা মন্দির লুটেরাও নয়, আমাদের মহাদেবীর বিরুদ্ধে ধর্ম্মনিন্দাও করে নি।38অতএব যদি কারও বিরুদ্ধে দীমীত্রিয়ের ও তার সহ শিল্পীদের কোনো অভিযোগ থাকে, তবে আদালত খোলা আছে, দেশের প্রধানেরাও আছেন, তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করুক। 39কিন্তু তোমাদের অন্য কোনো দাবী দাওয়া যদি থাকে, তবে প্রতিদিনের সভায় তার সমাধান করা হয়। 40সাধারনত: আজকের ঘটনার জন্য আমাকে অত্যাচারী বলে আমাদের নামে অভিযোগ হওয়ার ভয় আছে, যেহেতু এর কোন কারণ নেই, এই জনসমাগমের বিষয়ে উত্তর দেওয়ার রাস্তা আমাদের নেই। 41এই বলে তিনি সভার লোকদের ফিরিয়ে দিলেন।

Chapter 20

1সেই গন্ডগোল শেষ হওয়ার পরে পৌল শিষ্যদের ডেকে পাঠালেন এবং উৎসাহ দিলেন ও শুভেচ্ছা সহ বিদায় নিয়ে মাকিদনিয়াতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। 2পরে যখন সেই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন যেতে যেতে নানা কথার মধ্যে দিয়ে শিষ্যদের উৎসাহ দিতে দিতে গ্রীস দেশে এসে পৌঁছলেন। 3সেই জায়গায় তিনমাস কাটানোর পর যখন তিনি জলপথে সুরিয়া দেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন তখন যিহূদীরা তাদের বিরুদ্ধে কানাকানি করাতে তিনি ঠিক করলেন যে তিনি মাকিদনিয়া দিয়ে ফিরে যাবেন। 4বিরয়া শহরের পুর্হের পুত্র সোপাত্র, থিষোলনীয় আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, দার্ব্বী শহরের গায় তীমথিয় এবং এশিয়ার তুখিক ও ত্রফিম এঁরা সকলে তাঁর সাথে গেলেন। 5কিন্তু এঁরা এগিয়ে গিয়েও আমাদের জন্য এোয়া শহরে অপেক্ষা করছিলেন। 6পরে তাড়ীশূন্য রুটি র অনুষ্ঠান শেষ হলে আমরা ফিলিপী থেকে জলপথে গিয়ে পাঁচ দিনে এোয়াতে তাঁদের কাছে উপস্থিত হলাম সেখানে সাত দিন ছিলাম।7সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি ভাঙার জন্য একত্রিত হলে পৌল পরদিন সেখান থেকে চলে যাবার জন্য পরিকল্পনা করায় তিনি শিষ্যদের কাছে মধ্যরাএি পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 8আমরা যে উপরের ঘরেতে সবাই একত্রিত হয়েছিলাম সেখানে অনেক বাতি ছিল।9আর উতুখ নামে একজন যুবক জানালার ধারে বসেছিল, সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে পড়েছিল; এবং পৌল আরও অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা দিলে সে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়ায় তিনতলা থেকে নীচে পড়ে গেলে, তাতে লোকেরা তাকে মৃত অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল। 10তখন পৌল নেমে গিয়ে তার গায়ের ওপরে পড়লেন, ও তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন তোমরা চিৎকার করো না; কারণ এর মধ্যে এখনও প্রাণ আছে।11পরে তিনি ওপরে গিয়ে রুটি ভেঙে ভোজন করে অনেকক্ষণ, এমনকি, রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত কথাবার্তা করলেন, তারপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন। 12আর তারা সেই বালকটিকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পেয়ে অসাধারণ বিশ্বাস অর্জন করলো।13আর আমরা আগে গিয়ে জাহাজে উঠে, আসস শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম এবং সেখান থেকে পৌলকে তুলে নেওয়ার জন্য মন স্থির করলাম; এটা তিনি নিজেই ইচ্ছা করেছিলেন, কারণ তিনি শুকনো পথে যাবেন বলে পরিকল্পনা করেছিলেন। 14পরে তিনি আসে আমাদের সঙ্গে এলে আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে মিতুলীনী শহরে এলাম।15সেখান থেকে জাহাজ খুলে পরদিন খীয়র দ্বীপের সামনে উপস্থিত হলাম; দ্বিতীয় দিনে সামস দ্বীপে গেলাম, পরদিন মিলীত শহরে এলাম। 16কারণ পৌল ইফিষ ফেলে যেতে ঠিক করেছিলেন, যাতে এশিয়াতে তাঁর বেশি সময় কাটাতে না হয়; তিনি তাড়াতাড়ি করছিলেন যেন সাধ্য হলে পঞ্চসপ্তমীর দিন যিরুশালেমে উপস্থিত থাকতে পারেন।17মিলিত থেকে তিনি ইফিষে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর বয়ষ্কদেরকে ডেকে আনলেন। 18তাঁরা সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন,- তোমরা জান, এশিয়া দেশে এসে, আমি প্রথম দিন পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে কীভাবে সময় কাটিয়েছি, 19পুরোপুরি নম্র মনে ও অশ্রুপাতের সাথে এবং যিহূদীদের ষড়যন্ত্র থেকে উৎপন্ন নানা পরীক্ষার মধ্যে থেকে প্রভুর সেবাকার্য্য করেছি; 20মঙ্গল জনক কোনও কথা গোপন না করে তোমাদের সকলকে জানাতে এবং সাধারনের মধ্যে ও ঘরে ঘরে শিক্ষা দিতে, দ্বিধাবোধ করিনি; 21ঈশ্বরের প্রতি মন ফেরানো এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস বিষয়ে যিহূদী ও গ্রীকদের কাছে সাক্ষ্য দিয়ে আসছি।22আর এখন দেখ, আমি আত্মাতে বদ্ধ হয়ে যিরূশালেমে যাচ্ছি; সেখানে আমার প্রতি কি কি ঘটবে, তা জানি না। 23এইটুকু জানি, পবিত্র আত্মা প্রত্যেক শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, বন্ধন ও ক্লেশ আমার অপেক্ষা করছে। 24কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার নিজের প্রাণকে মূল্যবান বলে মনে করি না, যেন আমি ঈশ্বরের দেওয়া পথে শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে পারি এবং ঈশ্বরের কৃপায় সুসমাচারের জন্য সাক্ষ্য দেওয়ার যে সেবা কাজের দায়িত্ব প্রভু যীশুর থেকে পেয়েছি, তা শেষ করতে পারি।25এবং দেখো, আমি জানি যে, যাদের মধ্যে আমি সেই রাজ্যের প্রচার করে বেড়িয়েছি, সেই তোমরা সবাই আমার মুখ আর দেখতে পাবে না; 26এই জন্যে আজ তোমাদের কাছে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সবার রক্তের দায় থেকে আমি শুচি; 27কারণ আমি তোমাদের ঈশ্বরের সকল পরিকল্পনা জানাতে দ্বিধাবোধ করিনি।28তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান এবং পবিত্র আত্মা তোমাদের পরিচয় করার জন্য যাদের মধ্যে পালক করেছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পরিচর্য্যা কর, যাকে তিনি নিজের রক্ত দিয়ে কিনেছেন। 29আমি জানি আমি চলে যাওয়ার পর দুরন্ত নেকড়ে তোমাদের মধ্যে আসবে এবং পালের প্রতি মমতা করবে না, 30এবং তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো কোনো লোক উঠে শিষ্যদের নিজেদের কাছে টেনে নেওয়ার জন্য বিপরীত কথা বলবে।31সুতরাং জেগে থাকো, মনে রাখবে আমি তিন বৎসর ধরে রাত দিন চোখের জলের সাথে প্রত্যেককে চেতনা দেওয়া বন্ধ করি নি। 32এবং এখন ঈশ্বরের কাছে ও তাঁর অনুগ্রহের বাক্যের কাছে তোমাদের সমর্পণ করলাম, তিনি তোমাদের গেঁথে তুলতে ও পবিত্রীকৃত সকলের মধ্যে দায়াধিকার দিতে সক্ষম।33আমি কারও রূপা বা সোনা বা কাপড়ের উপরে লোভ করিনি। 34তোমরা নিজেরাও জানো, আমার নিজের এবং আমার সাথীদের অভাব দূর করার জন্য এই দুই হাত দিয়ে পরিষেবা করেছি। 35সমস্ত বিষয়ে আমি তোমাদেরকে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি যে, এইভাবে পরিশ্রম করে দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে এবং প্রভু যীশুর বাক্য স্মরণ করা উচিত এবং তিনি নিজে বলেছেন "গ্রহণ করা অপেক্ষা বরং দান করা ধন্য হওয়ার বিষয়।36এই কথা বলে তিনি হাঁটু পেতে সকলের সঙ্গে প্রার্থনা করলেন। 37তাতে সকলে খুবই কাঁদলেন এবং পৌলের গলা ধরে তাঁকে চুম্বন করতে লাগলেন; 38সর্বাপেক্ষা তাঁর উক্ত এই কথার জন্য অধিক দুঃখ করলেন যে, তারা তাঁর মুখ আর দেখতে পাবে না। পরে জাহাজ পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিতে গেলেন।

Chapter 21

1তাদের কাছ থেকে কষ্টে বিদায় নেওয়ার পর আমরা সমুদ্রপথে সোজা কো দ্বীপে এলাম, পরের দিন রোদঃ দ্বীপে এবং সেখান থেকে পাতারা শহরে পৌছোলাম। 2এবং সেখানে এমন একটি জাহাজ পেলাম যেটা ফৈনীকিয়ায় যাবে, আমরা সেই জাহাজে করে রওনা হলাম।3পরে কুপ্র দ্বীপ দেখতে পেলাম ও সেই দ্বীপকে আমাদের বাঁদিকে ফেলে, সুরিয়া দেশে গিয়ে, সোর শহরে নামলাম; কারণ সেখানে জাহাজের মালপত্র নামানোর কথা ছিল। 4এবং সেখানের শিষ্যদের খোঁজ করে আমরা সেখানে সাত দিন থাকলাম; তারা আত্মার দ্বারা পৌলকে যিরূশালেমে যেতে বারণ করলেন।5সেই সাত দিন থাকার পর আমরা রওনা দিলাম, তখন তারা সবাই স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের শহরের বাইরে ছাড়তে এলো, সেখানে আমরা হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে একে অপরকে বিদায় জানালাম। 6আমরা জাহাজে উঠলাম, তাঁরা নিজেদের বাড়ি ফিরে গেলেন।7পরে সোরে জলপথের যাত্রা শেষ করে তলিমায়ি প্রদেশে পৌছোলাম; ও বিশ্বাসী ভাইদের শুভেচ্ছা জানালাম এবং তাদের সঙ্গে এক দিন থাকলাম। 8পরের দিন আমরা সেখান থেকে রওনা হয়ে কৈসরিয়ায় পৌছালাম এবং সুসমাচার প্রচারক ফিলিপ, যিনি সেই সাত জনের একজন, তাঁর বাড়িতে আমরা থাকলাম। 9তাঁর চার অবিবাহিতা মেয়ে ছিল, তাঁরা ভাববাণী বলত।10সেখানে আমরা অনেকদিন ছিলাম এবং যিহূদিয়া থেকে আগাব নাম একজন ভাববাদী উপস্থিত হলেন। 11এবং তিনি আমাদের কাছে এসে পৌলের কোমরবন্ধন (বেল্ট) টা নিয়ে, নিজের হাত পা বেঁধে বললেন, পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন, এই কোমরবন্ধনীটি যাঁর, তাঁকে যিহূদীরা যিরূশালেমে এইভাবে বাঁধবে এবং অযিহূদী লোকেদের হাতে সমর্পণ করবে।12এই কথা শুনে আমরাও সেখানকার ভাইয়েরা পৌলকে অনুরোধ করলাম, তিনি যেন যিরূশালেমে না যান। 13তখন পৌল বললেন, তোমরা একি করছ? কেঁদে আমার হৃদয়কে কেন চুরমার করছ? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের জন্য যিরূশালেমে কেবল বন্দী হতেই নয়, মরতেও প্রস্তুত আছি। 14এইভাবে তিনি আমাদের কথা শুনতে অসম্মত হলেন, তখন আমরা চুপ করলাম এবং বললাম প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।15এর পরে আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে যিরূশালেমে রওনা দিলাম। 16এবং কৈসরিয়া থেকে কয়েক জন শিষ্য আমাদের সঙ্গে এলেন; তাঁরা কুপ্র দ্বীপের ম্নাসোন নাম এক জনকে সঙ্গে আনলেন; ইনি প্রথম শিষ্যদের একজন, তাঁর বাড়িতেই আমাদের অতিথি হওয়ার কথা।17যিরূশালেমে উপস্থিত হলে ভাইয়েরা আমাদের আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন, 18পরের দিন পৌল আমাদের সঙ্গে যাকোবের বাড়ি গেলেন; সেখানে বয়ষ্করা সবাই উপস্থিত হলেন। 19পরে তিনি তাদের শুভেচ্ছা জানালেন এবং ঈশ্বর তাঁর পরিচর্য্যার মধ্যে দিয়ে অযিহূদীদের মধ্য যে সব কাজ করেছেন, তার সম্পূর্ণ বিবরণ দিলেন।20এই কথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের গৌরব করলেন, তাঁকে বললেন, ভাই, তুমি জান, যিহূদীদের মধ্য হাজার হাজার লোক বিশ্বাসী হয়েছে, কিন্তু তারা সবাই ব্যবস্থা পালন করতে বড়ই উদ্যোগী। 21তারা তোমার বিষয়ে এই কথা শুনেছে যে, তুমি অযিহূদীদের মধ্য প্রবাসী যিহূদীদের মোশির বিধি নিয়ম ত্যাগ করতে শিক্ষা দিচ্ছ, যেন তারা শিশুদের ত্বকছেদ না করে ও সেই মত না চলে।22অতএব এখন কি করা যায়? তারা শুনতে পাবেই যে, তুমি এসেছ। 23তাই আমরা তোমায় যা বলি, তাই কর। আমাদের এমন চারজন পুরুষ আছে, যারা শপথ করেছে; 24তুমি তাদের সঙ্গে গিয়ে নিজেকে শুচি কর এবং তাদের মাথার চুল কেটে ফেলার জন্য খরচ কর। তাহলে সবাই জানবে, তোমার বিষয়ে যে সমস্ত কথা তারা শুনেছে, সেগুলো সত্যি নয়, বরং তুমি নিজেও আইন মেনে সঠিক নিয়মে চলছ।25কিন্তু যে অযিহূদীরা বিশ্বাসী হয়েছে, তাদের বিষয় আমরা বিচার করে লিখেছি যে, প্রতিমার প্রসাদ, রক্ত, গলাটিপে মারা প্রাণীর মাংস এবং ব্যভিচার, এই সমস্ত বিষয় থেকে যেন নিজেদেরকে রক্ষা করে। 26পরের দিন পৌল সেই কয়েকজনের সঙ্গে, বিশুদ্ধ হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং তাদের বলি দান করা থেকে বিশুদ্ধ হতে কত দিন সময় লাগবে, তা প্রচার করলেন।27আর সেই সাত দিন শেষ হলে এশিয়া দেশের যিহূদীরা মন্দিরে তাঁর দেখা পেয়ে সমস্ত জনতাকে রাগান্বিত করে তুলল এবং তাঁকে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগলো, 28'ইস্রায়েলের লোকেরা সাহায্য কর; এই সেই ব্যক্তি, যে সব জায়গায় সবাইকে আমাদের জাতির ও আইনের এই জায়গার বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়; আবার এই গ্রীকদেরও মন্দিরের মধ্যে এনেছে, ও এই পবিত্র স্থান অপবিত্র করেছে।' 29কারণ তারা আগেই শহরের মধ্যে ইফিষীয় এফিমকে পৌলের সঙ্গে দেখেছিল, মনে করল, পৌল তাকে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে এসেছেন।30তখন শহরের লোকেরা রাগান্বিত হয়ে উঠল, লোকেরা দৌড়ে এলো এবং পৌলকে ধরে উপাসনা ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল, আর সাথে সাথে উপাসনা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। 31এইভাবে তারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করল, তখন সৈন্যদলের সহশ্রপতির কাছে এই খবর এলো যে, সমস্ত যিরূশালেমে গন্ডগোল শুরু হয়েছে।32অমনি তিনি সেনাদের ও শতপতিদের সঙ্গে নিয়ে তাদের কাছে দৌড়ে গেলেন; তারফলে লোকেরা সহশ্রপতিকে ও সেনাদেরকে দেখতে পেয়ে পৌলকে মারা বন্ধ করল। 33তখন প্রধান সেনাপতি এসে তাঁকে ধরল, ও দুটি শিকল দিয়ে তাঁকে বাধার আদেশ দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে, আর একি করেছে?34ফলে জনতার মধ্য থেকে বিভিন্ন লোক চিৎকার করে বিভিন্ন প্রকার কথা বলতে লাগল; আর তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না, তাই তিনি তাঁকে দুর্গে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন। 35তখন সিঁড়িতে ওপরে উপস্থিত হলে জনতার ক্ষিপ্ততার জন্য সেনারা পৌলকে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল; 36কারণ লোকের ভিড় পেছন পেছন যাচ্ছিল, আর চিৎকার করে বলতে লাগল ওকে দূর কর।37তারা পৌলকে নিয়ে দুর্গের ভিতরে ঢুকতে যাবে, পৌল প্রধান সেনাপতিকে বললেন, আপনার কাছে কি কিছু বলতে পারি? তিনি বললেন তুমি কি গ্রীক ভাষায় কথা বল? 38তবে তুমি কি সেই মিশরীয় নও, যে এর আগে বিদ্রোহ করেছিল, ও গুপ্ত হত্যাকারীদের চার হাজার জনকে সঙ্গে করে মরূপ্রান্তে গিয়েছিল?39তখন পৌল বললেন, আমি যিহূদী তার্ষ শহরের কিলিকিয়া প্রদেশের লোক, আমি একজন প্রসিদ্ধ শহরের নাগরিক; আপনাকে অনুরোধ করছি, লোকেদের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি আমাকে দিন। 40আর তিনি অনুমতি দিলে পৌল সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সবাইকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন; তখন সবাই শান্ত হল, তিনি তাদের ইব্রীয় ভাষায় বললেন।

Chapter 22

1ভাইয়েরা ও পিতারা, আমি এখন আপনাদের কাছে নিজপক্ষ সমর্থন করছি, শুনুন। 2তখন তিনি ইব্রীয় ভাষায় তাদের কাছে কথা বলছেন শুনে তারা সবাই শান্ত হলো।3আমি যিহূদী, কিলিকিয়ার তার্ষ শহরে আমার জন্ম; কিন্তু এই শহরে গমলীয়েলের কাছে মানুষ হয়েছি, পূর্বপুরুষদের আইন কানুনে নিপুণভাবে শিক্ষিত হয়েছি; আর আজ আপনারা সবাই যেমন আছেন, তেমনি আমিও ঈশ্বরের জন্য উদ্যোগী ছিলাম। 4আমি এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত এই পথের লোকেদের অত্যাচার করতাম, পুরুষ ও মহিলাদের বেঁধে জেলে দিতাম। 5এই বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত বয়ষ্করা আমার সাক্ষী; তাঁদের কাছ থেকে আমি ভাইয়েদের জন্য চিঠি নিয়ে, দম্মেশকে গিয়েছিলাম; ও যারা সেখানে ছিল, তাদেরকেও বেঁধে যিরূশালেমে নিয়ে আসার জন্য গিয়েছিলাম, যেন তারা শাস্তি পায়।6আর যেতে যেতে দম্মেশক শহরের কাছাকাছি এলে, দুপুর বেলায় হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচুর আলো আমার চারিদিকে চমকিয়ে উঠল। 7তাতে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম, ও শুনতে পেলাম, কেউ যেন আমাকে বলছে, শৌল, শৌল, কেন আমাকে অত্যাচার করছ? 8আমি জিজ্ঞাসা করলাম, প্রভু, আপনি কে? তিনি আমাকে বললেন, আমি নাসরতের যীশু, যাকে তুমি অত্যাচার করছ।9আর যারা আমার সঙ্গে ছিল, তারাও সেই আলো দেখতে পেল, কিন্তু যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর কথা শুনতে পেল না। 10পরে আমি বললাম, প্রভু, আমি কি করব? প্রভু আমাকে বললেন, উঠে দম্মেশকে যাও, তোমাকে যা যা করতে হবে বলে ঠিক করা আছে, তা সেখানেই তোমাকে বলা হবে। 11আর আমি সেই আলোর তেজে অন্ধ হয়ে গিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না এবং আমার সঙ্গীরা আমার হাত ধরে দম্মেশকে নিয়ে গেল।12পরে অননিয় নামে এক ব্যক্তি, যিনি আইন অনুযায়ী ধার্মিক ছিলেন এবং সেখানকার সমস্ত যিহূদীদের মধ্যে তাঁর সুনাম ছিল, 13তিনি আমার কাছে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই শৌল, তুমি দৃষ্টি শক্তি লাভ কর; আর তখনি আমি তাঁকে দেখতে পেলাম।14এবং তিনি আমাকে বললেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে বেছে নিয়েছেন, যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পার এবং সেই ধার্মিককে দেখতে ও তাঁর মুখের কথা শুনতে পাও; 15কারণ তুমি যা কিছু দেখেছ ও শুনেছ, সেই বিষয়ে সমস্ত মানুষের কাছে তাঁর সাক্ষী হবে। 16তাই এখন কেন দেরী করছ? উঠে, তাঁর নামে বিশ্বাস করে বাপ্তিষ্ম নাও, ও তোমার পাপ ধুয়ে ফেল।17তারপরে আমি যিরূশালেমে ফিরে এসে এক দিন মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম, এমন সময় অভিভূত (অবচেতন মন) হয়ে তাঁকে দেখলাম, 18তিনি আমাকে বললেন, তাড়াতাড়ি কর, এখুনি যিরূশালেম থেকে বের হও, কারণ এই লোকেরা আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না।19আমি বললাম, প্রভু, তারা জানে যে, যারা তোমাকে বিশ্বাস করে, আমি প্রত্যেক সমাজঘরে তাদের বন্দী করতাম ও মারতাম; 20আর যখন তোমার সাক্ষী স্তিফানকে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন আমি নিজে সামনে দাঁড়িয়ে সায় দিচ্ছিলাম, ও যারা তাঁকে মারছিল তাদের পোশাক পাহারা দিচ্ছিলাম। 21তিনি আমাকে বললেন, তুমি যাও, আমি তোমাকে দূরে অযিহূদীদের কাছে পাঠাব।22লোকেরা এই পর্যন্ত তাঁর কথা শুনল, পরে চিৎকার করে বলল, একে পৃথিবী থেকে দূর করে দাও, ওকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত হয়নি। 23তখন তারা চিৎকার করে তাদের পোশাক খুলে, ধূলো ওড়াতে লাগল; 24তখন সেনা প্রধান পৌলকে দালানের ভিতরে নিয়ে যেতে আদেশ দিলেন এবং বললেন চাবুক মেরে এর পরীক্ষা করতে হবে, যেন তিনি জানতে পারেন যে, কেন লোকেরা তাঁকে দোষ দিয়ে চিৎকার করছে।25পরে যখন তারা দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধলো, তখন যে শতপতি কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, পৌল তাঁকে বললেন, যে ব্যক্তি রোমীয় এবং বিচারে কোনো দোষ পাওয়া যায়নি, তাকে চাবুক মারা কি আপনাদের উচিত? 26এই কথা শুনে শতপতি সেনা প্রধানের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, আপনি কি করতে যাচ্ছেন? এই লোকটি তো রোমীয়।27তখন সেনা প্রধান কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, বল দেখি, তুমি কি রোমীয়ের নাগরিক? তিনি বললেন, হ্যাঁ। 28প্রধান সেনাপতি বললেন, এই নাগরিকত্ব আমি অনেক টাকা দিয়ে কিনেছি। পৌল বললেন, কিন্তু আমি জন্ম থেকেই রোমীয়। 29তখন যারা তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তারা তখনি তাঁর কাছ থেকে চলে গেল; আর তিনি যে রোমীয় এই কথা জানতে পেরে, ও তাঁকে বেঁধে ছিল বলে, প্রধান সেনাপতিও ভয় পেলেন।30কিন্তু পরের দিন, যিহূদীরা তাঁর উপর কেন দোষ দিচ্ছে, সত্য জানার জন্য প্রধান সেনাপতি তাঁকে ছেড়ে দিলেন, ও প্রধান যাজকদের ও মহাসভার লোকেদের একসঙ্গে আসতে আদেশ দিলেন এবং পৌলকে নামিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত করলেন।

Chapter 23

1আর পৌল মহাসভার দিকে এক নজরে তাকিয়ে বললেন, হে ভাইয়েরা, আজ পর্যন্ত আমি সব বিষয়ে বিবেকের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রজার মতো আচরণ করে আসছি। 2তখন মহাযাজক অননিয়, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে আদেশ দিলেন, যেন তাঁর মুখে আঘাত করে। 3তখন পৌল তাঁকে বললেন, "হে চুনকাম করা দেওয়াল, ঈশ্বর তোমাকে আঘাত করবেন; তুমি নিয়ম দিয়ে আমার বিচার করতে বসেছ, আর ব্যবস্থায় বিপরীতে আমাকে আঘাত করতে আদেশ দিচ্ছ?"4তাতে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা বলল, "তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে এমনিভাবে অপমান করছ?" 5পৌল বললেন," হে ভাইয়েরা, আমি জানতাম না যে, উনি মহাযাজক; কারণ লেখা আছে, তুমি নিজ জাতির লোকদের নেতাকে খারাপ কথা বল না।"6কিন্তু পৌল যখন বুঝতে পারলেন যে, তাদের একভাগ সদ্দূকী ও একভাগ ফরীশী, তখন মহাসভার মধ্যে খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, "হে ভাইয়েরা, আমি ফরীশী এবং ফরীশীদের সন্তান; মৃতদের আশাও পুনরুত্থান বিষয়ে আমার বিচার হচ্ছে। 7তিনি এই কথা বলতে না বলতে ফরীশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলো; সভার মধ্যে দুটি দল হয়ে গেল। 8কারণ সদ্দূকীরা বলে, পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূত বা মন্দ আত্মা নেই; কিন্তু ফরীশীরা সকলেই স্বীকার করে।9তখন খুব চেঁচামেচি হলো এবং ফরীশী পক্ষের মধ্যে কয়েক জন আইনের শিক্ষক উঠে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করে বলতে লাগল, আমরা এই লোকটীর মধ্যে কোনো ভুল দেখতে পাচ্ছি না; কোনো মন্দ আত্মা কিংবা কোনো দূত যদি এনার সাথে কথা বলে থাকেন, তাতে কি? 10এইভাবে খুব গন্ডগোল হলে, যদি তারা পৌলকে মেরে ফেলে, এই ভয়ে সেনাপতি আদেশ দিলেন, সৈন্যদল গিয়ে তাদের মধ্যে থেকে পৌলকে দুর্গে নিয়ে যাক।11পরে রাত্রিতে প্রভু পৌলের কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, সাহস কর, কারণ আমার বিষয়ে যেমন যিরুশালেমে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনি রোমেও দিতে হবে।12দিন হলে পর যিহূদীরা ষড়যন্ত্র করলো এবং এই শপথ করলো যে, তারা বলল আমরা যে পর্যন্ত পৌলকে হত্যা না করি, সে পর্যন্ত খাবার ও জল পান করব না। 13চল্লিশ জনের বেশি লোক একসঙ্গে শপথ করে এই পরিকল্পনা করল।14তারা প্রধান যাজকদের ও বয়ষ্কদের কাছে গিয়ে বলল, আমরা এক কঠিন শপথ করেছি, যে পর্যন্ত পৌলকে হত্যা না করব, সে পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করব না। 15অতএব আপনারা এখন মহাসভার সাথে সহস্রপতির কাছে আবেদন করুন, যেন তিনি আপনাদের কাছে তাকে নামিয়ে আনেন, বলুন যে, আপনারা আরও সূক্ষরূপে তার বিষয়ে বিচার করতে প্রস্তুত হয়েছেন; আর সে কাছে আসার আগেই আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত থাকলাম।16কিন্তু পৌলের বোনের ছেলে তাদের এই ঘাঁটি বসানোর কথা শুনতে পেয়ে দুর্গের মধ্যে চলে গিয়ে পৌলকে জানালো। 17তাতে পৌল একজন শতপতিকে কাছে ডেকে বললেন, সহস্রপতির কাছে এই যুবককে নিয়ে যান; কারণ তাঁর কাছে এর কিছু বলার আছে।18তাতে তিনি সঙ্গে নিয়ে সহস্রপতির কাছে গিয়ে বললেন, বন্দি পৌল আমাকে কাছে ডেকে আপনার কাছে এই যুবককে আনতে বলল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বলার আছে। 19তখন সহস্রপতি তার হাত ধরে এক পাশে নিয়ে গিয়ে গোপনে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে তোমার কি বলার আছে?20সে বলল, যিহূদীরা আপনার কাছে এই অনুরোধ করার পরামর্শ করেছে, যেন আপনি কাল আরও সূক্ষরূপে পৌলের বিষয়ে জানার জন্য তাঁকে মহাসভায় নিয়ে যান। 21অতএব আপনি তাদের কথা গ্রাহ্য করবেন না, কারণ তাদের মধ্যে চল্লিশ জনের বেশি লোক তাঁর জন্য ঘাঁটি বসিয়েছে; তারা এক কঠিন শপথ করেছে; যে পর্যন্ত তাঁকে হত্যা না করবে, সে পর্যন্ত ভোজন কি পান করবে না, আর এখনই প্রস্তুত আছে, আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে।22তখন সহস্রপতি ঐ যুবককে নির্দেশ দিয়ে বিদায় করলেন, তুমি যে এই সব আমাকে বলেছ তা কাউকেও বল না। 23পরে তিনি দুই জন শতপতিকে কাছে ডেকে বললেন, কৈসরিয়া পর্যন্ত যাবার জন্য রাত্রি ন-টার সময়ে দুশো সেনা ও সত্তর জন অশ্বারোহী এবং দুশো বর্শাধারী লোক প্রস্তুত রাখো। 24তিনি ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে আদেশ দিলেন, যেন তারা পৌলকে তার উপরে বসিয়ে নিরাপদে রাজ্যপাল ফেলিক্সের কাছে পৌছিয়ে দেয়।25পরে তিনি এরূপ একটি চিঠি লিখলেন, 26মহামহিম রাজ্যপাল ফীলিক্স সমীপেষু, ক্লোদিয় লুষিয়ের অভিবাদন। 27যিহূদীরা এই লোকটিকে ধরে হত্যা করতে উদ্যত হলে আমি সৈন্যসহ উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদ্ধার করলাম, কারণ জানতে পেলাম যে, এই লোকটি রোমীয়।28পরে তারা কি কারণে এই লোকটী ওপরে দোষ দিচ্ছে তা জানবার জন্যে তাদের মহাসভায় এই লোকটিকে নিয়ে গেলাম। 29তাতে আমি বুঝলাম, তাদের নিয়ম সম্বন্ধে এর উপরে দোষ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুদন্ড বা জেলখানায় দেওয়ার মত অভিযোগ এর নামে হয়নি। 30আর এই লোকটী বিরুদ্ধে চক্রান্ত হবে, এই সংবাদ পেয়ে আমি তাড়াতাড়িই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। এর উপর যারা দোষ দিয়েছে, তাদেরও নির্দেশ দিলাম, তারা আপনার কাছে এর বিরুদ্ধে যা বলবার থাকে, বলুক।31পরে সেনারা আদেশ অনুসারে পৌলকে নিয়ে রাত্রিবেলায় আন্তিপাত্রিতে গেল। 32পরদিন অশ্বারোহীদের তাঁদের সঙ্গে যাবার জন্য রেখে তারা দুর্গে ফিরে আসলো। 33ওরা কৈসরিয়াতে পৌঁছিয়ে রাজ্যপালের হাতে চিঠিটি দিয়ে পৌলকেও তাঁর কাছে উপস্থিত করল।34তিনি চিঠিটি পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কোন প্রদেশের লোক? তখন তিনি জানতে পারলেন সে কিলিকিয়া প্রদেশের লোক। 35এই জানতে পেয়ে রাজ্যপাল বললেন, যারা তোমার উপরে দোষ দিয়েছে, তারা যখন আসবে তখন তোমার কথা শুনব। পরে তিনি হেরোদের রাজবাটিতে তাঁকে রাখতে আদেশ দিলেন।

Chapter 24  
1পাঁচদিন পরে অননিয় মহাযাজক, কয়েক জন প্রাচীন এবং তর্তুল্ল নামে একজন উকিলকে সঙ্গে করে সেখানে গেলেন এবং তারা পৌলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালের কাছে আবেদন করলেন; 2পৌলকে ডাকার পর তর্তুল্ল তাঁর নামে এই বলে দোষারোপ করতে লাগল, হে মাননীয় ফীলিক্স, আপনার দ্বারা আমরা মহা শান্তি অনুভব করছি এবং আপনার জ্ঞানের দ্বারা এই জাতির জন্য অনেক উন্নতি এনেছে। 3এ আমরা সবাই সব জায়গায় সব কিছু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি।4কিন্তু বেশি কথা বলে যেন আপনাকে কষ্ট না দিই, এই জন্য অনুরোধ করি, আপনি দয়া করে আমাদের কথা শুনুন। 5কারণ আমরা দেখতে পেলাম, এই লোকটি বিদ্রোহী স্বরূপ, জগতের সকল যিহূদীর মধ্যে ঝগড়াকারী এবং নাসরতীয় দলের নেতা, 6আর এ ধর্মধামেও অশুচি করবার চেষ্টা করেছিল, আমরা একে ধরেছি।7কিন্তু যখন লিসিয়াস সেই সেনা আধিকারিক পৌঁছালো, সে জোর করে পৌলকে আমাদের হাত থেকে নিয়ে গেল। 8যখন আপনি এই সব বিষয়ে পৌলকে জিজ্ঞাসা করবেন তখন আপনিও সে সমস্ত জানতে পারবেন কেন তাকে দোষারোপ করা হয়েছে। 9অন্যান্য যিহূদীরাও সারা দিয়ে বলল, এই সব কথা ঠিক।10পরে রাজ্যপাল পৌলকে কথা বলবার জন্য ইশারা করলে তিনি এই উত্তর করলেন, আপনি অনেক বছর ধরে এই জাতির বিচার করে আসছেন, জানতে পেরে আমি নিজ ইচ্ছায় নিজপক্ষ সমর্থন করছি। 11আপনি যাচাই করতে পারবেন, আজ বারো দিনের বেশি হয়নি, আমি উপাসনার জন্য যিরুশালেমে গিয়েছিলাম। 12আর এরা ধর্মধামে আমাকে কারোর সাথে ঝগড়া করতে, কিংবা জনতাকে রাগান্বিত করতে দেখেনি, সমাজ ঘরেও না, শহরেও না। 13আর এখন এরা আমাকে যে সব দোষ দিচ্ছে, আপনার কাছে সে সমস্ত প্রমাণ করতে পারে না।14কিন্তু আপনার কাছে আমি এই স্বীকার করি, এরা যাকে দল বলে, সেই পথ অনুসারে আমি পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের আরাধনা করে থাকি; যা যা মোশির বিধি নিয়ম এবং ভাববাদী গ্রন্থে লেখা আছে, সে সব বিশ্বাস করি। 15আর এরাও যেমন অপেক্ষা করে থাকে, সেইরূপ আমিও ঈশ্বরে এই আশা করছি যে, ধার্মিক ও অধার্মিক দু-ধরনের লোকের পুনরুত্থান হবে। 16আর এ বিষয়ে আমিও ঈশ্বরের ও মানুষদের প্রতি বিবেক সবসময় পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করছি।17অনেক বছর পরে আমি নিজের জাতির` কাছে দান দেওয়ার এবং বলি দান করবার জন্য এসেছিলাম; 18এই সময়ে লোকেরা আমাকে ধর্মধামে পবিত্র অবস্থায় দেখেছিল, ভিড়ও হয়নি, গন্ডগোলও হয়নি; কিন্তু এশিয়া দেশের কয়েক জন যিহূদী উপস্থিত ছিল, তাদেরই উচিত ছিল 19যেন আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে যদি তাদের কোনো কথা থাকে, তবে এখানে আসে এবং আমাকে দোষারোপ করে।20অথবা এখানে উপস্থিত লোকেরাই বলুক, আমি মহাসভার সামনে দাঁড়ালে এরা আমার কি অপরাধ পেয়েছে? 21না, শুধু এই এক কথা, যা তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে জোরে বলেছিলাম, "মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে"।22তখন ফীলিক্স, সেই পথের বিষয়ে ভালোভাবেই জানতেন বলে, বিচার অসমাপ্ত রাখলেন, বললেন, লুসিয় সহস্রপতি যখন আসবেন, তখন আমি তোমাদের বিচার সমাপ্ত করব। 23পরে তিনি শতপতিকে এই আদেশ দিলেন, তুমি একে বন্দী রাখ, কিন্তু স্বচ্ছন্দে রেখো, এর কোনো আত্মীয়কে এর সেবার জন্য আসতে বারণ কর না।24কয়েক দিন পরে ফীলিক্স দ্রুষিল্লা নামে নিজের যিহুদী স্ত্রীর সাথে এসে পৌলকে ডেকে পাঠালেন ও তার মুখে খ্রীষ্ট যীশুর প্রতি বিশ্বাসের বিষয়ে শুনলেন। 25পৌল ন্যায়পরায়নতার, আত্মসংযমের এবং আগামী দিনের বিচারের বিষয়ে বর্ণনা করলে ফীলিক্স ভয় পেয়ে উত্তর করলেন, এখন যাও, ঠিক সময় পেলে আমি তোমাকে ডাকব।26তিনিও আশা করেছিলেন যে, পৌল তাকে টাকা দেবেন, এই জন্য বার বার তাঁকে ডেকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। 27কিন্তু দুই বছর পরে পর্কীয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদে নিযুক্ত হলেন, আর ফীলিক্স যিহূদীদের খুশি করে অনুগ্রহ পাবার জন্য পৌলকে বন্দি রেখে গেলেন।

Chapter 25

1ফীষ্ট সেই প্রদেশে আসার তিনদিন পরে কৈসরিয়া হতে যিরুশালেমে গেলেন। 2তাতে প্রধান যাজকরা এবং যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোক তাঁর কাছে পৌলের বিরুদ্ধে আবেদন করলেন 3আর অনুরোধ করে তাঁর বিরুদ্ধে এই কৃপা পাওয়ার আশা করতে লাগলেন, যেন পৌলকে যিরুশালেমে ডেকে পাঠান। তাঁরা পথের মধ্যে পৌলকে হত্যা করবার জন্য ফাঁদ বসাতে চাইছিলেন।4কিন্তু ফীষ্ট উত্তরে করে বললেন, পৌল কৈসরিয়াতে বন্দী আছে; আমিও সেখানে অবশ্যই যাব 5অতএব সে বলল, তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃপক্ষ , তারা আমার সঙ্গে সেখানে যাক, সেই ব্যক্তির যদি কোনো দোষ থাকে তবে তাঁর উপরে দোষারোপ করুক।6আর তাদের কাছে আটদশ দিনের বেশি থাকার পরে তিনি কৈসরিয়াতে চলে গেলেন; এবং পরের দিন বিচারাসনে বসে পৌলকে আনতে আদেশ দিলেন। 7তিনি হাজির হলে যিরুশালেম থেকে আসা যিহূদীরা তাঁর চারিদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্পর্কে অনেক বড় বড় দোষের কথা বলতে লাগলো, কিন্তু তাঁর প্রমাণ দেখাতে পারল না। 8এদিকে পৌল নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, যিহূদীদের নিয়মের বিরুদ্ধে, ধর্মধামের বিরুদ্ধে, কিংবা কৈসরের বিরুদ্ধে আমি কোনো অপরাধ করিনি।9কিন্তু ফীষ্ট যিহূদীদের অনুগ্রহের পাত্র হবার ইচ্ছা করাতে পৌল কে উত্তর করে বললেন, তুমি কি যিরুশালেমে গিয়ে সেখানে আমার নজরে এই সকল বিষয়ে বিচারিত হতে সম্মত? 10পৌল বললেন, কৈসরের বিচার আসনে সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে আমার বিচার হওয়া উচিত। আমি যিহূদীদের প্রতি কোনো অন্যায় করিনি, এটি আপনারা ভালো করে জানেন।11তবে যদি আমি অপরাধী হই এবং মৃত্যুর যোগ্য কিছু করে থাকি, তবে আমি মরতে অস্বীকার করি না; কিন্তু এরা আমার ওপর যে যে দোষ দিয়েছে এই সকল যদি কিছুই না হয় এদের হাতে আমাকে সমর্পণ করার কারো অধিকার নেই; আমি কৈসরের কাছে আপীল করি। 12তখন ফীষ্ট মন্ত্রী সভার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিলেন, তুমি কৈসরের কাছে আপীল করেছো; কৈসরের কাছেই যাবে।13পরে কয়েক দিন গত হলে আগ্রিপ্প রাজা এবং বর্নিকী কৈসরিয়ায় হাজির হলেন এবং ফীষ্টকে শুভেচ্ছা জানালেন। 14তারা দীর্ঘ দিন সেইখানে বসবাস করলেন ও ফীষ্ট রাজার কাছে পৌলের কথা উপস্থিত করে বললেন, ফীলিক্স একটি লোককে বন্দী করে রেখে গেছেন; 15যখন আমি যিরুশালেমে ছিলাম, তখন যিহূদীদের প্রধান যাজকগণ ও বয়ষ্করা সেই ব্যক্তির বিষয়ে আবেদন করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির অনুরোধ করেছিলেন। 16আমি তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছিলাম, যাঁর নামে দোষ দেওয়া হয়, যাবৎ দোষারোপ কারীদের সঙ্গে সামনা সামনি না হয় এবং আরোপিত দোষ সম্বন্ধে নিজপক্ষ সমর্থনের অবসর না পায়, তাবৎ কোনো ব্যক্তিকে সমর্পণ করা রোমীয়দের প্রথা নয়।17পরে তারা একসঙ্গে এ স্থানে এলে আমি দেরী না করে পরদিন বিচারাসনে বসে সেই ব্যক্তিকে আনতে আদেশ করলাম। 18পরে দোষারোপকারীরা দাঁড়িয়ে, আমি যে প্রকার দোষ অনুমান করেছিলাম, সেই প্রকার কোনো দোষ তাঁর বিষয়ে উঠল না; 19কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আপনাদের নিজের ধর্ম বিষয়ে এবং যীশু নামে কোনো মৃত ব্যক্তি, যাকে পৌল জীবিত বলিত, তাঁর বিষয়ে কয়েকটি তর্ক উপস্থিত করল। 20তখন এই সব বিষয় কিভাবে খোঁজ করতে হবে, আমি স্থির করতে পারলাম না বলে বললাম, তুমি কি যিরুশালেমে গিয়ে এই বিষয়ে বিচারিত হতে সম্মত?21তখন পৌল আপীল করে সম্রাটের বিচারের জন্য রক্ষিত থাকতে প্রার্থনা করায়, আমি যে পর্যন্ত তাঁকে কৈসরের কাছে পাঠিয়ে দিতে না পারি, সেই পর্যন্ত বন্দী করে রাখার আজ্ঞা দিলাম। 22তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন আমিও সেই ব্যক্তির কাছে কথা শুনতে চেয়েছিলাম। ফীষ্ট বললেন, কালকে শুনতে পাবেন:23অতএব পরের দিন আগ্রিপ্প ও বর্ণীকী মহা জাঁকজমকের সাথে আসলেন এবং সহস্রপতিদের ও শহরের প্রধান লোকদের সঙ্গে সভাস্থানে হাজির হলেন, আর ফীষ্টের এর আজ্ঞায় পৌল কে আনা হলো। 24তখন ফীষ্ট বললেন, হে রাজা আগ্রিপ্প এবং আমাদের সঙ্গে সভায় উপস্থিত মহাশয়েরা, আপনারা সকলে একে দেখছেন, এর বিষয়ে যিহূদীদের দল সমেত সমস্ত লোক যিরুশালেমে এবং এই স্থানে আমার কাছে আবেদন করে উচ্চস্বরে বলেছিল, ওঁর আর বেঁচে থাকা উচিত নয়।25কিন্তু আমি দেখতে পেলাম যে ঐ ব্যক্তি প্রাণ দন্ডের মতো কোনোও কাজ করে নি। তবে সে নিজেই যখন সম্রাটের কাছে আপীল করেছে তখন আমি তাঁকে সম্রাটের কাছে পাঠানোই ঠিক করলাম। 26কিন্তু মহান সম্রাটের কাছে লিখবার মত এমন সঠিক কিছুই পেলাম না। সেইজন্যই আমি আপনাদের সকলের সামনে, বিশেষ করে রাজা আগ্রিপ্প আপনার সামনে তাঁকে এনেছি যাতে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে অন্তত আমি লিখতে পারি; 27কারণ আমার মতে, কোনো বন্দীকে চালান দেবার সময় তার দোষগুলোও জানানো উচিত।"

Chapter 26  
1তখন আগ্রিপ্প পৌল কে বললেন, "তোমার নিজের পক্ষে কথা বলবার জন্য তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো"। তখন পৌল হাত বাড়িয়ে নিজের পক্ষে এই কথা বললেন, 2হে রাজা আগ্রিপ্প, যিহূদীরা আমাকে যে সব দোষ দিয়েছে তার বিরুদ্ধে আপনার সামনে আজ আমার নিজের পক্ষে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি, 3বিশেষ করে যিহূদীদের রীতিনীতি এবং তর্কের বিষয়গুলো সম্বন্ধে আপনার ভাল করেই জানা আছে। এই জন্য ধৈর্য্য ধরে আমার কথা শুনতে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।4"ছেলেবেলা থেকে, অর্থাৎ আমার জীবনের আরম্ভ থেকে আমার নিজের জাতির এবং পরে যিরুশালেমের লোকদের মধ্যে আমি কিভাবে জীবন কাটিয়েছি যিহূদীরা সবাই তা জানে। 5তারা অনেকদিন ধরেই আমাকে চেনে এবং ইচ্ছা করলে এই সাক্ষ্য দিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের ফরীশী নামে যে গোঁড়া দল আছে আমি সেই ফরীশীর জীবনই কাটিয়েছি।6ঈশ্বর আমার পূর্বপুরুষদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাতে আমি আশা রাখি বলে এখন আমার বিচার করা হচ্ছে। 7আমাদের বারো গোষ্ঠির লোকেরা দিনরাত মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা দেখবার আশায় আছে। মহারাজা, সেই আশার জন্যই যিহূদীরা আমাকে দোষ দিচ্ছে। 8ঈশ্বর যদি মৃতদের জীবিত করেন এই কথা অবিশ্বাস্য বলে আপনারা কেন মনে করছেন?9আমি নিজেই বিশ্বাস করতাম, নাসরতের যীশুর নামের বিরুদ্ধে যা করা যায় তার সবই আমার করা উচিত, 10আর ঠিক তাই আমি যিরুশালেমে করছিলাম। প্রধান যাজকদের কাছে থেকে দায়িত্ব পেয়ে আমি পবিত্রগনদের মধ্যে অনেককে জেলে দিতাম এবং তাদের মেরে ফেলবার সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতাম। 11তাদের শাস্তি দেবার জন্য আমি প্রায়ই এক সমাজঘর থেকে অন্য সমাজঘরে যেতাম এবং ধর্ম্মনিন্দা করার জন্য আমি তাদের উপর জোরও খাটাতাম। তাদের উপর আমার এত রাগ ছিল যে, তাদের উপর অত্যাচার করবার জন্য আমি বিদেশের শহর গুলোতে পর্যন্ত যেতাম।12"এইভাবে একবার প্রধান যাজকদের কাছে থেকে কর্তৃত্ব ও আদেশ নিয়ে আমি দম্মেশকে যাচ্ছিলাম। 13মহারাজ, তখন বেলা প্রায় দুপুর। পথের মধ্যে সূর্য্যের থেকেও উজ্জ্বল এক আলো স্বর্গ থেকে আমারও আমার সাথীদের চারদিকে জ্বলতে লাগলো। 14আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমি শুনলাম ইব্রীয় ভাষায় কে যেন আমাকে বলছেন,' শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর অত্যাচার করছ? কাঁটায় বসানো লাঠির মুখে লাথি মেরে কি তুমি নিজের ক্ষতি করছ না?'15"তখন আমি বললাম, 'প্রভু, আপনি কে?' 16"প্রভু বললেন, 'আমি যীশু, যাঁর উপর তুমি অত্যাচার করছ। এখন ওঠো, তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। ঈশ্বরের দাস ও সাক্ষী হিসাবে তোমাকে নিযুক্ত করবার জন্য আমি তোমাকে দেখা দিলাম। তুমি আমাকে যেভাবে দেখলে এবং আমি তোমাকে যা দেখাব তা তুমি অন্যদের কাছে বলবে। 17তোমার নিজের লোকেদের ও অযিহূদীদের হাত থেকে আমি তোমাকে উদ্ধার করব। 18তাদের চোখ খুলে দেখবার জন্য ও অন্ধকার থেকে আলোতে এবং শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যেন আমার উপর বিশ্বাসের ফলে তারা পাপের ক্ষমা পায় এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যাদের আলাদা করে রাখা হয়েছে সেই পবিত্র লোকদের মধ্যে তারা ক্ষমতা পায় পায়।'19"রাজা আগ্রিপ্প, এই জন্য স্বর্গ থেকে এই দর্শনের মধ্য দিয়ে আমাকে যা বলা হয়েছে তার অবাধ্য আমি হইনি। 20যারা দম্মেশকে আছে প্রথমে তাদের কাছে, পরে যারা যিরুশালেমে এবং সমস্ত যিহূদী যার প্রদেশে আছে তাদের কাছে এবং অযিহূদীদের কাছে ও আমি প্রচার করেছি যে, পাপ থেকে মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের দিকে তাদের ফেরা উচিত, আর এমন কাজ করা উচিত যার দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তারা মন ফিরিয়েছে। 21এই জন্যই কিছু যিহূদীরা আমাকে উপাসনা ঘরে ধরে মেরে ফেলবার চেষ্টা করেছিল22কিন্তু ঈশ্বর আজ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করে আসছেন এবং সেইজন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোট বড় সবার কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। ভাববাদীগণ এবং মোশি যা ঘটবার কথা বলে গেছেন তার বাইরে আমি কিছুই বলছি না। 23সেই কথা হলো এই যে, খ্রীষ্টকে দুঃখ ভোগ করতে হবে এবং তিনিই প্রথম উত্থিত হবেন ও তাঁর নিজের জাতির লোকদের ও অযিহূদীদের কাছে আলোর রাজ্যের বিষয়ে ঘোষণা করবেন।"24পৌল এইভাবে যখন নিজপক্ষ সমর্থন করছিলেন তখন ফীষ্ট তাঁকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "পৌল, তুমি পাগল হয়ে গেছ। তুমি অনেক পড়াশুনা করেছ আর সেই পড়াশুনাই তোমাকে পাগল করে তুলছে।" 25তখন পৌল বললেন, মাননীয় ফীষ্ট, আমি পাগল নই। আমি যা বলছি তা সত্যি এবং যুক্তি পূর্ণ, 26রাজা তো এই সব বিষয় জানেন এবং আমি তাঁর সঙ্গে সাহস পূর্বক কথা বলছি আর এই কথা আমি নিশ্চয় জানি যে, এর কিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, কারণ এই সব ঘটনা তো এক কোনে ঘটেনি।27হে রাজা আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের কথা বিশ্বাস করেন? আমি জানি আপনি করেন।" 28তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তুমি কি এত অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে খ্রীষ্টান করবার চেষ্টা করছ?" 29পৌল বললেন, "সময় অল্প হোক বা বেশি হোক, আমি ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি যে, কেবল আপনি নন, কিন্তু যাঁরা আজ আমার কথা শুনছেন তাঁরা সবাই যেন এই শিকল ছাড়া আমার মত হন।"30তখন প্রধান শাসনকর্তা ফিষ্ট ও বর্নিকী এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গে বসেছিল সবাই উঠে দাঁড়ালেন। 31তারপর তাঁরা সেই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন এবং একে অন্যকে বলতে লাগলেন, "এই লোকটি মৃত্যুর শাস্তি পাবার বা জেল খাটবার মত কিছুই করে নি।" 32আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "এই লোকটি যদি কৈসরের কাছে আপীল না করত তবে তাকে ছেড়ে দেওয়া যেত।"

Chapter 27  
1যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো আমরা জাহাজে করে ইতালিয়াতে যাত্রা করব, তখন পৌল ও অন্য কয়েক জন বন্দী আগস্তীয় সৈন্যদলের যুলিয় নামে একজন শতপতির হাতে সমর্পিত হলেন। 2পরে আমরা আদ্রামুত্তীয় থেকে জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম, যে জাহাজটি এশিয়ার উপকূলের সমস্ত জায়গায় যাবে। মাকিদনিয়ার থিষলনীকীর অধিবাসী আরিষ্টার্খ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।3পরদিন আমরা সীদোনে পৌঁছলাম; যেখানে যুলিয় পৌলের প্রতি সম্মানের সাথে তাহাকে বন্ধুবান্ধবের কাছে নিয়ে গিয়ে যত্ন নেওয়ার অনুমতি দিলেন। 4পরে সেখান হতে জাহাজ খুলে সামনের দিকে বাতাস হওয়ায় আমরা কুপ্র দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চললাম। 5পরে কিলিকিয়ার ও পাম্ফুলিয়া শহরের সামনের সমুদ্র পার হয়ে লুকিয়া প্রদেশের মুরা শহরে উপস্থিত হলাম। 6সেখানে শতপতি ইতালিয়াতে যাচ্ছিল এমন একখানা আলেকজান্দ্রীয় জাহাজ দেখতে পেয়ে আমাদের সেই জাহাজে তুলে দিলেন।7পরে অনেকদিন ধীরে ধীরে জাহাজটি চলে অনেক কষ্টে ক্লীদ শহরের নিকটে পৌঁছলো, বাতাসের সহযোগিতায় না এগোতে পেরে আমরা সলমোনির সম্মুখ দিয়ে ক্রীতী দ্বীপের আড়াল দিয়ে চললাম। 8আমরা খুবই কষ্টের মধ্যে উপকূলের ধার ধরে যেতে যেতে সুন্দর পোতাশ্রয় নামে এক জায়গায় পৌঁছালাম যেটা লাসেয়া শহরের খুবই কাছাকাছি জায়গা।9এইভাবে অনেকদিন চলে যাওয়ায় যিহূদীদের উপবাসপর্ব্ব পার হয়ে গিয়েছিল এবং জলযাত্রা খুবই সঙ্কটজনক হয়ে পড়ায় পৌল তাদের পরামর্শ দিলেন। 10এবং বললেন, মহাশয়েরা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, এই জলযাত্রায় অনেক অনিষ্ট ও ক্ষতি হবে, তা শুধুমাত্র জিনিসপত্র ও জাহাজের নয়, আমাদেরও প্রাণহানি হবে। 11কিন্তু শতপতি পৌলের কথা অপেক্ষা ক্যাপ্টেন ও জাহাজের মালিকের কথায় বেশি মনোযোগ দিলেন।12আর ঐ পোতাশ্রয়ে শীতকাল কাটাবার জন্য সুবিধা না হওয়ায় অধিকাংশ লোক সেখান থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিল যেন কোনোও প্রকারে ফৈনীকা শহরে পৌঁছে সেখানে শীতকাল অতিবাহিত করতে পারে। এই জায়গা ক্রীতীর এক পোতাশ্রয়, এটা উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব অভিমুখী। 13পরে যখন দক্ষিণ বায়ু হালকা ভাবে বইতে লাগল তখন তারা ভাবলো যে, তারা যা চায় তা পেয়েছে সুতরাং তারা ক্রীতীর কূলের নিকট দিয়ে নোঙ্গর নামিয়ে জাহাজ চলতে লাগল।14কিন্তু অল্প দিন পর দীপের উপকূল হতে উরাকুলো (আইলা) নামে এক শক্তিশালী ঝড় আঘাত করতে লাগল। 15তখন জাহাজ ঝড়ের মধ্যে পড়ে বায়ুর প্রতিরোধ করতে না পারায় আমরা জাহাজটি প্রতিকূলে ভেসে যেতে দিলাম। 16পরে কৌদা নামে একটি ছোট দ্বীপের আড়ালে আড়ালে চলে অনেক কষ্টে নৌকাটি নিজেদের বশে আনতে পারলাম।17তখন নাবিকরা সেটা তুলে নিয়ে নানা উপায়ে জাহাজের পাশে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলো; আর সুতি নামক চড়াতে গিয়ে যেন না পড়ে তার ভয়ে নোঙ্গর নামিয়ে চলল। 18আমরা অতিশয় ঝড়ের মধ্যে পড়ায় পরদিন তারা মালপত্র জলে ফেলে দিতে লাগল।19তৃতীয় দিনে নাবিকরা তাদের নিজেদের জিনিসপত্র ফেলে দিল। 20যখন অনেকদিন যাবৎ সূর্য্য এবং তারা না দেখতে পাওয়ায় এবং ভারী ঝড় ও বৃষ্টিপাত হওয়ায় আমাদের রক্ষা পাওয়ার সমস্ত আশা ধীরে ধীরে চলে গেল।21যখন সকলে অনেকদিন না খেয়ে থাকলো, পৌল তাদের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহাশয়েরা, আমার কথা মেনে যদি ক্রীতী হতে জাহাজ না ছেড়ে আসতেন তবে এই ক্ষতি এবং অনিষ্ট হতো না। 22এখন আপনাদের উৎসাহিত করি যে আপনারা সাহস করুন, কারণ আপনাদের কারও প্রাণহানি হবে না কিন্তু শুধুমাত্র জাহাজের ক্ষতি হবে।23কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁর আরাধনা করি, তাঁর এক দূত গত রাত্রিতে আমার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, 24পৌল, ভয় করো না, কৈসরের সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। এবং দেখো, যারা তোমার সঙ্গে যাচ্ছে ঈশ্বর তাদের সবাইকেই তোমায় অনুগ্রহ করেছেন। 25অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন, কারণ ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার নিকটে যেমন বলা হয়েছে তেমন হবে। 26কিন্তু কোনও দ্বীপে গিয়ে আমাদের পড়তে হবে।27এইভাবে আমরা আদ্রিয়া সমুদ্রে ধীরে ধীরে চলতে চলতে যখন চতুর্দ্দশ রাত্রি উপস্থিত হলো, তখন নাবিকরা অনুমান করতে লাগলো যে এখন প্রায় মধ্য রাত্রি এবং কোনও দেশের নিকট পৌঁছেছে। 28আর তারা জল মেপে বিশ বাঁউ জল পেলো; একটু পরে পুনরায় জল মেপে পনের বাঁউ পেলো। 29তখন আমরা যেন কোন পাথরময় স্থানে গিয়ে না পড়ি সেই ভয়ে তারা জাহাজের পিছন দিকে চারটি নোঙ্গর ফেলে প্রার্থনা করে দিনের অপেক্ষায় থাকলো।30নাবিকরা জাহাজ থেকে পালাবার চেষ্টা করছিল এবং গলহীর কিছু আগে নোঙর ফেলবার ছল করে নৌকাটি সমুদ্রে নামিয়ে দিয়েছিল, 31কিন্তু পৌল শতপতিকে ও সেনাদের বললেন ওরা জাহাজে না থাকলে আপনারা রক্ষা পাবেন না। 32তখন সেনারা নৌকার দড়ি কেটে সেটি জলে পড়তে দিল।33পরে দিন হয়ে আসছে এমন সময় পৌল সকল লোককে কিছু খাবার জন্য অনুরোধ করে বললেন, আজ চৌদ্দ দিন হলো, আপনারা অপেক্ষা করে আছেন এবং না খেয়ে আছেন, কিছুই না খেয়ে সময় কাটাচ্ছেন। 34অতএব অনুরোধ করি, বেঁচে থাকার জন্য কিছু খান, আর আপনাদের কারও মাথার একটিও চুল নষ্ট হবে না। 35এই বলে পৌল রুটি নিয়ে সকলের সামনে ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিলেন, পরে সেটি ভেঙে খাওয়া শুরু করলেন।36তখন সকলে সাহস পেলেন এবং নিজেরাও খাবার খেলেন। 37সেই জাহাজে আমরা সবশুদ্ধ দুশো ছিয়াত্তর লোক ছিলাম। 38সকলে খেয়ে তৃপ্ত হলে, পরে তারা সমস্ত গম সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজের ভার হালকা করলো।39দিন হলে তারা সেই ডাঙা জায়গা চিনতে পারল না। কিন্তু এমন এক খাড়ি দেখতে পেল, যার বালিময় চর ছিল; তারা তখন আলোচনা করলো যদি পারে, তবে সেই চরের উপরে যেন জাহাজ তুলে দেয়। 40তারা নোঙ্গর সকল কেটে সমুদ্রে ত্যাগ করলো এবং সাথে সাথে হালের বাঁধন খুলে দিল; পরে বাতাসের সামনে সামনের দিকের পাল তুলে সেই বালিময় তীরের দিকে চলতে লাগলো। 41কিন্তু দুই দিকে উত্তাল জল আছে এমন জায়গায় গিয়ে পড়াতে চড়ার উপর জাহাজ আটকে গেল, তাতে জাহাজের সামনের দিকটা বেঁধে গিয়ে অচল হয়ে গেল, কিন্তু পিছন দিকটা প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে যেতে লাগলো।42তখন সেনারা বন্দিদের মেরে ফেলার পরিকল্পনা করলো, যাতে কেউ সাঁতার দিয়ে পালিয়ে না যায়। 43কিন্তু শতপতি পৌলকে রক্ষা করবার জন্য তাদের সেই পরিকল্পনা বন্ধ করলেন এবং আদেশ দিলেন, যারা সাঁতার জানে, তারা আগে লাফ দিয়ে ডাঙায় উঠুক; 44আর বাকি সকলে কাঠ বা জাহাজের যা পায়, তা ধরে ডাঙায় উঠুক। এইভাবে সবাই ডাঙায় উঠে রক্ষা পেলো।

Chapter 28  
1আমরা রক্ষা পাওয়ার পর জানতে পারলাম যে, সেই দ্বীপের নাম মিলিতা। 2আর সেখানকার বর্ব্বর লোকেরা আমাদের প্রতি খুব ভালো অতিথিসেবা করল, বিশেষ করে বৃষ্টির মধ্যে ও শীতের জন্য আগুন জ্বালিয়ে সকলকে স্বাগত জানালো।3কিন্তু পৌল এক বোঝা কাঠ কুড়িয়ে ঐ আগুনে ফেলে দিলে আগুনের তাপে একটা বিষধর সাপ বের হয়ে তাঁর হাতে লেগে থাকল। 4তখন বর্ব্বর লোকেরা তাঁর হাতে সেই সাপটি ঝুলছে দেখে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এ লোকটি নিশ্চয় খুনি, সমুদ্র থেকে রক্ষা পেলেও ধর্ম একে বাঁচতে দিলেন না।5কিন্তু তিনি হাত ঝেড়ে সাপটিকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলেন, ও তাঁর কিছুই ক্ষতি হল না। 6তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল যে, তিনি ফুলে উঠবেন, কিংবা হঠাৎ করে মরে মাটিতে পড়ে যাবেন; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর, তাঁর কোনো রকম খারাপ কিছু হচ্ছে না দেখে, তারা অন্যভাবে বুঝতে পেরে বলতে লাগল, উনি দেবতা।7ঐ স্থানের কাছে সেই দ্বীপের পুব্লীয় নামে প্রধানের জমিজমা ছিল; তিনি আমাদের খুশির সাথে গ্রহণ করে অতিথিস্বরূপ তিনদিন পর্যন্ত আমাদের সেবাযত্ন করলেন। 8সেই সময় পুব্লিয়ের বাবা জ্বর ও আমাশা রোগের জন্য বিছানাতে শুয়ে থাকতেন, আর পৌল ভিতরে তার কাছে গিয়ে প্রার্থনার সাথে তার উপরে হাত রেখে তাকে সুস্থ করলেন। 9এই ঘটনার পর অন্য যত রোগী ঐ দ্বীপে ছিল, তারা এসে সুস্থ হল। 10আর তারা আমাদের অনেক সম্মান ও আদর যত্ন করল এবং আমাদের ফিরে আসার সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জাহাজে এনে দিল।11তিনমাস চলে যাওয়ার পর আমরা আলেকসান্দ্রিয় এক জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম; সেই জাহাজ ঐ দ্বীপে শীতকাল কাটাচ্ছিল, তার মাথায় জমজ ভাইয়ের চিহ্ন ছিল। 12পরে সুরাকুষে লাগিয়ে আমরা সেখানে তিনদিন থাকলাম।13আর সেখান থেকে ঘুরে ঘুরে রাগী বন্দরে চলে এলাম; এক দিন পর দক্ষিণ বাতাস উঠল, আর দ্বিতীয় দিন পুতিয়লী শহরে উপস্থিত হলাম। 14সেই জায়গাতে কয়েক জন ভাইয়ের দেখা পেলাম, আর তাঁরা অনুরোধ করলে সাত দিন তাঁদের সঙ্গে থাকলাম; এইভাবে আমরা রোমে পৌঁছাই। 15আর সেখান থেকে ভাইয়েরা আমাদের খবর পেয়ে অপ্পিয়ের হাট ও তিন সরাই পর্যন্ত আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন; তাদের দেখে পৌল ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে সাহস পেলেন।16রোমে আমাদের পৌছানোর পর পৌল নিজের পাহারাদার সেনাদের সাথে স্বাধীন ভাবে বাস করার অনুমতি পেলেন। 17আর তিন দিনের পর তিনি যিহূদীদের প্রধান প্রধান লোককে ডেকে একত্র করলেন; এবং তাঁরা একসাথে হলে পর তিনি তাঁদের বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা, আমি যদিও নিজের জাতিদের কিংবা পিতার রীতিনীতির বিপক্ষে কিছুই করিনি, তবুও যিরুশালেম থেকে পাঠিয়ে বন্দীরূপে রোমীয়দের হাতে সমর্পিত হয়েছিলাম; 18আর তারা, আমার বিচার করে প্রাণদন্ডের মত কোনো দোষ না পাওয়াতে, আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল;19কিন্তু যিহূদীরা বিরোধ করায় আমি কৈসরের কাছে আপীল করতে বাধ্য হলাম; নিজের জাতির উপরে দোষারোপ করার কোনোও কথা যে আমার ছিল, তা নয়। 20সেই কারণে আমি আপনাদের সাথে দেখা ও কথা বলার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ করলাম; কারণ ইস্রায়েলর সেই প্রত্যাশার জন্যই, আমি শেকলে বন্দি।21তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার বিষয়ে যিহূদীয়া থেকে কোনো চিঠি পাইনি; অথবা ভাইদের মধ্যেও কেউ এখানে এসে আপনার বিষয়ে খারাপ সংবাদ দেননি, বা খারাপ কথাও বলেনি। 22কিন্তু আপনার মত কি, সেটা আমরা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই; কারণ এই দলের বিষয়ে আমরা জানি যে, সব জায়গাতে লোকে এর বিরুদ্ধে কথা বলে থাকে।23পরে তাঁরা একটি দিন ঠিক করে সেই দিন অনেকে তাঁর বাড়িতে তাঁর কাছে আসলেন; তাঁদের কাছে তিনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীদের বই নিয়ে যীশুর বিষয়ে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন। 24তাতে কেউ কেউ তাঁর কথায় বিশ্বাস করলেন, আর কেউ কেউ অবিশ্বাস করলেন।25এভাবে তাঁদের মধ্যে একমত না হওয়ায় তাঁরা চলে যেতে লাগলেন; যাওয়ার আগে পৌল এই একটি কথা বলে দিলেন, পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের এই কথা ভালোই বলেছিলেন, 26যেমন "এই লোকদের কাছে গিয়ে বল, তোমরা কানে শুনবে, কিন্তু কোনো মতে বুঝবে না; এবং চোখে দেখবে, কিন্তু কোনো মতে জানবে না,27কারণ এই লোকদের হৃদয় শক্ত হয়েছে, শুনতে তাদের কান ভারী হয়েছে, ও তারা চোখ বন্ধ করেছে, যেন তারা চোখে দেখে এবং কানে শুনে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরে আসে, আর আমি তাদের সুস্থ করি।"28অতএব আপনারা জানুন, অযিহূদীদের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ পাঠানো হল; আর তারা শুনবে। 29-30আর পৌল সম্পূর্ণ দুবছর পর্যন্ত নিজের ভাড়া করা ঘরে থাকলেন এবং যত লোক তাঁর কাছে আসত, সকলকেই গ্রহণ করতেন।31তিনি সম্পূর্ণ সাহসের সাথে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করতেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, কেউ তাঁকে বাঁধা দিত না।

## Romans

Chapter 1  
1পৌল, একজন যীশু খ্রীষ্টের দাস, প্রেরিত হবার জন্য ডাকা হয়েছে এবং ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আলাদা ভাবে মনোনীত করেছেন, 2যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে নিজের ভবিষ্যৎ ভাববাদীদের মাধ্যমে আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন; 3এই সুসমাচার গুলি তার পুত্রের সম্পর্কে ছিল, দেহের দিক থেকে যিনি দায়ূদের বংশে জন্ম নিয়েছেন।4পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু। 5তাঁর মাধ্যমেই যাঁর নামের জন্য ও সব জাতির মধ্যে বিশ্বাসের ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলার জন্য আমরা দয়া পেয়েছি এবং প্রেরিত হয়েছি। 6সেই মানুষের মধ্যে তোমরাও আছ এবং যীশু খ্রীষ্টের লোক হবার জন্য তোমাদের ডেকেছেন।7রোমে ঈশ্বরের প্রিয় মনোনীত পবিত্র যত লোক আছেন, সেই সব পবিত্র মানুষের কাছে এই চিঠি লিখছি। আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে দয়া ও শান্তি তোমাদের উপর আসুক।8প্রথমতঃ আমি তোমাদের সবার জন্য যীশু খ্রীষ্টর মাধ্যমে আমার ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ করছি যে, তোমাদের বিশ্বাস সমস্ত জগতে প্রচারিত হয়েছে। 9কারণ আমি ঈশ্বরের আরাধনা নিজের আত্মায় তাঁর পুত্রের সুসমাচার করে থাকি সেই ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, আমি সবসময় তোমাদের নাম উল্লেখ করে থাকি, 10আমার প্রার্থনার সময় আমি সবসময় অনুরোধ করি যেন, যে কোনো ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে যাবার জন্য সফল হতে পারি।11কেননা আমি তোমাদের দেখার জন্য ইচ্ছা করছি, যেন আমি তোমাদের এমন কোন আত্মিক দয়া দেখাতে পারি. যাহাতে তোমরা মজবুত হতে পার; 12সেটা হলো আমরা যেন একে অপরের অর্থাৎ তোমাদের ও আমার উভয় পক্ষের আন্তরিক বিশ্বাসের দ্বারা সবাই যেন নিজে নিজেই উৎসাহ পাই।13এখন হে ভাইয়েরা, আমি চাইনা যেন তোমরা এই বিষয় অজানা থাক, আমি বারবার তোমাদের কাছে আসবার জন্য ইচ্ছা করেতেছি- এবং আজ পর্যন্ত বাধা পেয়ে এসেছি যেন আমি তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ফল পাই,তেমনি ভাবে পরজাতীয় অন্য সব মানুষের মধ্য থেকেও ফল পায়। 14আমি গ্রীক ও গ্রীক নয় , উভয় জ্ঞানী ও বোকা সবার কাছে ঋণী। 15সুতরাং আমার যতটা ক্ষমতা আছে তোমরা যারা রোমে বাস করো সবার কাছে সুসমাচার প্রচার করতে তৈরী আছি।16কেননা আমি সুসমাচারের জন্য কোনো লজ্জা পাই না; কেননা এটা হলো প্রত্যেক বিশ্বাসীর পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমত: যীহুদদের জন্য এবং পরে গ্রীকদের জন্য। 17কারণ এর মধ্যে ঈশ্বরের এক ধার্মিকতা বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই সুসমাচারে প্রকাশিত হয়েছে, যেমন বাইবেলে লেখা আছে, “ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস দ্বারাই বেঁচে থাকবে”।18কেননা ঈশ্বরের ক্রোধে যে সব লোকদের ভক্তি নেই তাদের উপর এবং অধার্মিকদের উপরে স্বর্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং তাদের উপর যারা অধার্মিকতায় ঈশ্বরের সত্যকে চেপে রাখে। 19কেননা ঈশ্বরের সম্পর্কে যা জানার তা তাদের কাছে প্রকাশ হয়েছে, কেননা ঈশ্বর নিজে তা তাদের কাছে প্রকাশ করেছেন।20সাধারণত তাঁর অদৃশ্য গুন, অর্থাৎ তাঁর চিরকালের শক্তি ও ঈশ্বরীয় স্বভাব জগতের সৃষ্টির সময় থেকে তাঁর নানা কার্য্য তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ বুঝতে পেরেছে। সেইজন্য তাদের কাছে উত্তর দেবার জন্য কোনো অজুহাত নেই। 21কেননা ঈশ্বরকে জেনেও তারা তাঁকে ঈশ্বর বলে তাঁর গৌরব করে নি, ধন্যবাদও দেয় নি; কিন্তু নিজেদের চিন্তাধারায় তারা অবোধ হয়ে পড়েছে এবং তাদের বুদ্ধিহীন হৃদয় অন্ধকার হয়ে গেছে।22নিজেদেরকে বুদ্ধিমান বলে দাবী করাতে তারা মূর্খই হয়েছে। 23তারা অক্ষয় ও চিরস্থায়ী ঈশ্বরের মহিমা পরিবর্তন করে স্থায়ী নয় এমন মানুষের, পাখীর, চার পা বিশিষ্ট পশুর ও শাপের মূর্তির উপাসনা করছে।24সেই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে আপন আপন দেহের নানা কামনা বাসনায় তাদের দেহ অশুচিতে সম্পূর্ণ করতে ছেড়ে দিলেন | সেই কারণে তাদের দেহ নিজেরাই অসম্মান করিয়াছে | 25তাহারা মিথ্যার সহিত ঈশ্বরের সত্য পরিবর্তন করয়িাছে, এবং সৃষ্টিকর্তার উপাসনার পরিবর্তে সৃষ্টি করা বস্তুর পূজা ও আরাধনা করিয়াছে | সেই ঈশ্বরের নয়, যিনি যুগে যুগে ধন্য। আমেন।26এই কারণে ঈশ্বর তাদেরকে জঘন্য ও অসম্মান কাজের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন , আর তাদের স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক কাজের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক কাজ করে চলেছে। 27আর পুরুষেরাও সেই রকম স্বাভাবিক স্ত্রীসঙ্গ ছেড়ে পরস্পর কামনায় জ্বলে উঠেছে, পুরুষ পুরুষে খারাপ কাজ সম্পন্ন করছে যেটা একদম ঠিক নয়, এবং নিজেদের মধ্যেই নিজে নিজের খারাপ কাজের জন্য পতিফল পাচ্ছে।28আর যেমন তাহারা ঈশ্বরকে আপনাদের সাবধান বলে মানতে চাই নি বলে, ঈশ্বর তাদেরকে অনুচিত কাজ করতে দুষিত মনে ছেড়ে দিলেন।29তাহারা সব রকম অধার্মিকতা, নিচুতা, লোভ, শয়তানে পরিপূর্ণ। তারা লোভ ও হিংসাতে, মন্দ, বধ, বিবাদ, ছল ও খারাপ উদ্দেশ্যে পূর্ণ| 30তারা সমালোচনায়, মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরকে ঘৃণা করে, রাগী, অহংকারী, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অবাধ্য, বোকা, 31তাহাদের কোনো বিচার বুদ্ধি নেই, তাহারা বিশ্বাস যোগ্য নয়, স্বাভাবিক ভালবাসা তাদের নেই এবং র্নিদয় |32তাদের ঈশ্বরের এই বিচারের কথা জানা ছিল যে, যাহারা এইগুলি করবে তারা মৃত্যুর সমান, কিন্তু তারা যে শুধু করে তা নয় , কিন্তু সেই মতন যারা করে তাদেরকেও সায় দেয়।

Chapter 2  
1অতএব, মানুষেরা তোমাদের উত্তর দেবার কোনো পথ নেই, তোমরা যে বিচার করেছ, কারণ যে বিষয়ে তোমরা পরের বিচার করে থাক, সেই বিষয়ে নিজেকেই দোষী করে থাক | কেননা তোমরা যে বিচার করছ, তোমরা সেই মত আচরণ করিয়া থাক। 2আর আমরা জানি যে, যারা এই সব কাজ করে, সত্য অনুসারে ঈশ্বর তাদের বিচার করেন।3হে ভাইগণ, যারা এই সব কাজ করে তুমি যে তাদের বিচার কর , আবার তুমিও সেই একই কাজ কর। তবে তুমি কি ঈশ্বরের বিচার থেকে রেহাই পাবে? 4অথবা তুমি কি জানো তাঁর মধুর ভাব ও ধৈর্য্য ও চিরসহিষ্ণুতা অবহেলা করিতেছ? তুমি কি জানো না ঈশ্বরের মধুর ভাব তোমাকে মন পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়?5কিন্তু তোমার এই কঠিন মনোভাবের জন্য তুমি পাপ থেকে মন পরিবর্তন করতে চাও না, সেজন্য তুমি নিজে নিজের জন্য এমন ঈশ্বরের রাগ জমা করছ, যা হিংসার ও ঈশ্বরের ধার্মিকতার প্রকাশ হবে। 6তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন, 7যারা ধৈর্য্যের সঙ্গে ভালো কাজ করে গৌরব, সম্মান এবং সততায় অটল তারা অনন্ত জীবন পাবে।8কিন্তু যারা নিজেদের ইচ্ছায় চলে, যারা সত্যকে অবাধ্য করে এবং অধার্মিকতার বাধ্য হয়, তাদের উপর ক্রোধ ও রোষ, দুঃখ ও অভাব আসবে; 9এবং দুঃখ কষ্ট ও দুর্দশা প্রতিটি মানুষ যারা খারাপ কাজ করেছে প্রথমে যীহূদীর এবং পরে গ্রীকের লোকের উপরে আসবে।10কিন্তু যারা ভালো কাজ করছে প্রতিটি মানুষের উপর প্রথমে যিহুদীদের উপর পরে গ্রীকেরও উপর গৌরব, সমাদর ও শান্তি আসবে। 11কেননা ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না। 12কেননা যত লোক আইন কানুন ছাড়া পাপ করেছে, আইন কানুন ছাড়াই তারা বিনাশ হবে; এবং যারা আইন কানুনের ভিতরে থেকে পাপ করেছে তাদের আইন কানুনের মাধ্যমেই বিচার করা হবে।13কারণ যারা নিয়ম কানুন শোনে তারা যে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক ,এমন নয়, কিন্তু যারা নিয়ম কানুন মেনে চলে তাদেরকেই ধার্মিক বলে ধরা হবে। 14কারণ যখন পরজাতীয়দের কোনো নিয়ম কানুন থাকে না, আবার তারা যখন সাধারণত নিয়ম কানুন অনুযায়ী আচার ব্যবহার করে, তখন কোন নিয়ম কানুন না থাকলেও নিজেরাই নিজেদের নিয়ম কানুন হয়;15এটির দ্বারা তারা দেখায় নিয়ম কানুন মতে যা করা উচিত তা তাদের হৃদয়ে লেখা আছে, তাদের বিবেকও তাদের সাথে সাথে প্রমাণ দেয় ,এবং তাদের নানা চিন্তাধারা পরস্পর হয় তাদেরকে দোষী করে, না হয় তাদের পক্ষে সমর্থন করে- 16যে দিন ঈশ্বর আমার প্রচারিত সুসমাচার অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা মানুষদের গোপন বিষয়গুলি বিচার করিবেন।17যদি তুমি নিজেকে যীহুদী নামে পরিচিত থাক তবে আইন কানুনের উপর নির্ভর কর , এবং ঈশ্বরের কাছে ধন্য হও। 18তাঁর ইচ্ছা জানো এবং যেগুলি আলাদা এবং যা আইন কানুনে নির্দেশ দেওয়া আছে সেই সব যাচাই করে দেখ । 19যদি তুমি নিশ্চিত মনে কর , যে তুমিই অন্ধদের পথ-দর্শক এবং আলো , যারা অন্ধকারে বাস করছে, 20বোকাদের সমাধানকারী, শিশুদের শিক্ষক এবং তোমার আইন কানুনের ও সত্যের জ্ঞান আছে।21যদি তুমি অন্যকে শিক্ষা দাও, তুমি কি নিজেকে শিক্ষা দাও না? তুমি যখন চুরি করিতে নাই বলিয়া প্রচার কর, তুমি কি চুরি করো? 22তুমি যে ব্যভিচার করিতে নাই বলেছ, তুমি কি ব্যভিচার করেছ? তুমি যে মূর্তিপূজা ঘৃণা করেছ , তখন কি তুমি মন্দির থেকে ডাকাতি করেছ?23তুমি যে নিয়ম কানুনে আনন্দ ও গর্ব করছ, তুমি কি নিয়ম কানুন অমান্য করে ঈশ্বরের অনাদর করছ? 24কারণ ঠিক যেমন বাইবেলে লেখা আছে, সেই রকম তোমাদের মাধ্যমে অন্যজাতিদের মধ্যে ঈশ্বরের নামের নিন্দা হচ্ছে।’25যদি তুমি আইন কানুন মেনে চল তবে ত্বকছেদ করে লাভ আছে; কিন্তু যদি তুমি নিয়ম কানুন অমান্য কর , তবে তোমার ত্বকছেদ অত্বকছেদ হয়ে পড়ল। 26অতএব, যদি অত্বকছেদ লোক নিয়ম আইন কানুন সব পালন করে, তবে তার অত্বকছেদ কি ত্বকছেদ বলে ধরা হবে না? 27যার ত্বকছেদ করা হয়নি এমন লোক যদি নিয়ম কানুন মেনে চলে, তবে তোমার কাছে লিখিত আইন কানুন থাকা ও ত্বকচ্ছেদ সত্ত্বেও যদি তুমি নিয়ম কানুন অমান্য কর, সে লোকটি কি তোমার বিচার করবে না?28কারণ বাইরে থেকে যে যিহুদী সে যিহুদী নয় , এবং দেহের বাইরে যে ত্বকছেদ তাহা আসল ত্বকছেদ নয়। 29কিন্তু অন্তরে যে যিহুদী সেই আসল যিহুদী এবং হৃদয়ের যে ত্বকছেদ যা অক্ষরে নয় , কিন্তু আত্মায় হলো ত্বকছেদ। সেই মানুষের প্রশংসা মানুষ থেকে হয় না ,কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়।

Chapter 3  
1তবে যিহুদীদের বিশেষ সুবিধা কি আছে? এবং ত্বকছেদ করেই বা লাভ কি? 2এটা সব দিক থেকে মহান। প্রথমত, ঈশ্বরের প্রকাশিত বাক্যে তাদের বিশ্বাস ছিল।3কারণ কোনো যীহূদী যদি অবিশ্বাসী হয়ে থাকে তাহাতেই বা কি? তাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে অচল করবে? 4তার কোনো মানে হয় না। বরং, এমনকি প্রতিটি মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও ঈশ্বরকে সত্য বলে স্বীকার করা হোক। যেমন বাইবেলে লেথা আছে, “তুমি হয়ত তোমার বাক্যে ধার্মিক বলে গণ্য হও , এবং তুমি বিচারের সময় জয়ী হবে।”5কিন্তু ;আমাদের অধার্মিকতা ঈশ্বরের ধার্মিকতা বুঝতে সাহায্য করে, আমরা তখন কি বলব? ঈশ্বর অধার্মিক নয় , যিনি ক্রোধে প্রতিফল দেন, তিনি কি অন্যায় করেন?- আমি মানুষের বিচার অনুযায়ী বলছি। 6ঈশ্বর কখনো অন্যায় করেন না। কেননা ঈশ্বর কেমন করে জগতের মানুষকে বিচার করবেন?7কিন্তু যদি আমার মিথ্যার দ্বারা ঈশ্বরের সত্যতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর গৌরব উপচিয়া পড়ে, তবে আমি এখনও পাপী বলে বিচারিত হচ্ছি কেন? 8আর কেন বলব না ? যেমন আমাদের অনেক মন্দ আছে এবং যেমন তারা নিন্দা করে বলে যে , আমরা বলে থাকি- ‘চল আমরা খারাপ কাজ করি, তবে যেন ভালো ফল পাওয়া যায়’? তাদের জন্য বিচার অবশ্যই আছে। কেউ ধার্মিক নয়9তারপর কি হলো? আমাদের অবস্থা কি অন্যদের থেকে ভালো? তা মোটেই নয়। কারণ আমরা এর আগে যীহুদী ও গ্রীক উভয়কে দোষ দিয়াছি যে, তারা সবাই পাপের মধ্যে আছে। 10যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, “ধার্মিক কেউ নাই, এক জনও নাই |11এমন কেহই নাই, যে সে বোঝে। কেহই এমন নাই যে সে ঈশ্বরের খোঁজ করে। 12তাহারা সকলে বিপথে গিয়াছে , তারা একসাথে অকেজো হয়েছে; এমন কেহই নাই , যে ভালো কাজ করে না, এতজনের মধ্যে এক জনও নাই।13তাদের গলা খোলা কবরের মত। তাদের জিভ ছলনা কারী। তাদের ঠোঁটের নিচে সাপের বিষ থাকে। 14তাদের মুখ অভিশাপ ও খারাপ কথায় ভরপুর;15তাদের পা রক্তপাতের জন্য জোরে চলে। 16তাদের পথে ধ্বংস ও বিনাশ থাকে। 17তাদের কোনো শান্তির পথ জানা নাই। 18তাদের চোখে কোনো ঈশ্বর ভয় নাই।”19এখন আমরা জানি যে, আইন যা কিছু বলে তা আইনের মধ্যে আছে এমন লোককে বলেছে; যেন সকল মানুষের মুখ বন্ধ এবং সব জগতের মানুষ ঈশ্বরের বিচারের মুখোমুখি হয়। 20এর কারণ হলো আইনের কাজ দিয়ে কোন মাংসই তাঁর সামনে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে না। কারণ আইন দিয়ে পাপের চেতনা আসে।21কিন্তু এখন আইন কানুন ছাড়াই ঈশ্বরের ধার্মিকতা প্রকাশ হয়েছে, আর আইন ও ভাববাদীর দ্বারা তার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে। 22ঈশ্বরের সেই ধার্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারাই যারা সবাই বিশ্বাস করে তাদের জন্য। কারণ সেখানে কোনো বিভেদ নেই।23কেননা সকলেই পাপ করেছে , এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে, 24সকলেই বিনামূল্যে তাঁর অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তির দ্বারা ধার্মিক বলে গণিত হয়েছে |25তাঁকে ঈশ্বর তাঁর রক্তের বিশ্বাসের দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন অর্থাৎ তাঁর জীবন উৎস্বর্গ করেছেন , যেন তিনি নিজের ধার্মিকতা দেখান কেননা ঈশ্বরের সহ্যের গুনে মানুষের আগের পাপগুলি ক্ষমা করে কোন শাস্তি দেন নি। 26আর এইগুলি হয়েছে যেন নিজের ধার্মিকতা দেখান, কারণ যেন তিনি নিজে ধার্মিক থাকেন এবং যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে তাকেও ধার্মিক বলে গণিত করেন।27তবে গর্ব কোথায় থাকলো ? তা দূর হয়েছে। কিন্তু কিসের জন্য নাই ? কাজের জন্য কি ? না ; কিন্তু বিশ্বাসের আইনের জন্যই। 28কেননা আমাদের সমাধান হলো আইন কানুনের কাজ ছাড়াই বিশ্বাসের দ্বারাই মানুষ ধার্মিক বলে বিবেচিত হয়।29ঈশ্বর কি কেবল যীহূদীদের ঈশ্বর? তিনি কি অযিহূদীয়দেরও ঈশ্বর নন? হ্যাঁ, তিনি অযিহূদীদেরও ঈশ্বর। 30কেননা ঈশ্বর এক, তিনি ছিন্নত্বক লোকদেরকে বিশ্বাসের জন্য এবং অচ্ছিন্নত্বক লোকদেরকে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক বলে গণিত করবেন।31তবে আমরা কি বিশ্বাস দিয়ে আইন কানুন বন্ধ করেছি? তা কখনও না; বরং আমরা আইন কানুন প্রমাণ করেছি।

Chapter 4  
1তবে আমাদের আদিপিতা অব্রাহাম এর সম্পর্কে আমরা কি বলিব ? দেহ অনুসারে তিনি কি পেয়েছেন? 2কেননা অব্রাহাম যদি কাজের জন্য ধার্মিক বলিয়া গণ্য হয়ে থাকে, তবে তাহার গর্ব করার বিষয় আছে; কিন্তু ঈশ্বরের সামনে নয়। 3কারণ পবিত্র বাইবেল কি বলে? “অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেন এবং সে জন্যই তাঁকে ধার্মিক বলিয়া গণ্য করা হইল।”4আর যে কাজ করে তার বেতন দয়া করে দেওয়া হয় না, এটা তার পাওনা বলেই দেওয়া হয়। 5আর যে কাজ করে না কিন্তু তাঁর উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন, তার বিশ্বাস ধার্মিকতা বলিয়া গণ্য হয়।6দায়ূদও সেই মানুষকে ধন্য বলেছেন, যার জন্য ঈশ্বর কাজ ছাড়াই ধার্মিক বলে হসিাব করে 7বলেছেন, “ধন্য তাহারা, যাদের অধর্ম সকল ক্ষমা করা হয়েছে , যাদের পাপ ঢাকা দেওয়া হয়েছে; 8ধন্য সেই মানুষটি যাহার পাপ প্রভু ক্ষমা করে দিয়েছেন।”9এই ‘ধন্য’ শব্দ কি ছিন্নত্বক লোকদের জন্যই বলা হয়েছে, না অচ্ছিন্নত্বক লোকদের জন্যও বলা হয়েছে? কারণ আমরা বলি, "অব্রাহামের জন্য তাঁর বিশ্বাসকে ধার্মিকতা বলিয়া গণ্য হয়েছিল।" 10সুতরাং, কেমন করে তা গণ্য করা হয়েছিল? ত্বকছেদ অবস্থায় না অত্বকছেদ অবস্থায়? ত্বকছেদ অবস্থায় নয়, কিন্তু অত্বকছেদ অবস্থায়।11তিনি ত্বকছেদ চিহ্ন পেয়েছিলেন, এটি ছিল সেই বিশ্বাসের ধার্মিকতার সীলমোহর, যখন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় ছিলেন তখনও তাঁর এই বিশ্বাস ছিল | কারণ ছিল যে, যেন অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় যারা বিশ্বাস করে, তিনি তাদের সবার পিতা হন, যেন তাদের জন্য সেই ধার্মিকতা গণ্য হয়| 12আর যেন তিনি ত্বকছেদ মানুষদেরও পিতা হন| অর্থাৎ; যারা ত্বকছেদ ব্যক্তি তাদের নয়, কিন্তু ছিন্নত্বক অবস্থায় পিতা অব্রাহামের উপর বিশ্বাস রেখে যে নিজ পায়ে চলে, তিনি তাহাদেরও পিতা।13কারণ আইন কানুনের জন্য যে , এই প্রতিজ্ঞা অব্রাহাম এবং তাঁর বংশধরকে করেছিলেন তা নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতার দ্বারা তারা এই জগতের অধিকারী হবার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল। 14কারণ যারা আইন কানুন মেনে চলে এবং তারা যদি উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসকে অকেজো করা হইল এবং সেই প্রতিজ্ঞাকে বন্ধ করা হল। 15কারণ আইন কানুন ক্রোধ নিয়ে আসে , কিন্তু যেখানে আইন কানুন নাই সেখানে অবাধ্যতাও নাই।16এই জন্য এটা বিশ্বাসের দ্বারা হয়, সুতরাং যেন দয়া অনুসারে হয়; এর উদ্দেশ্যে হলো, যেন সেই প্রতিজ্ঞা সব বংশের জন্য হয়। শুধুমাত্র যারা আইন কানুন মেনে চলে তারা নয়, কিন্তু যারা অব্রাহামের বিশ্বাসী বংশের জন্য অটল থাকে; (যিনি আমাদের সবার পিতা, 17যেমন লেখা আছে, “আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করলাম,”) সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎেই অব্রাহাম ছিলেন যাকে তিনি বিশ্বাস করলেন, তিনি হলেন ঈশ্বর , যিনি মৃতদের জীবন দেন এবং যাহা নাই তাহাই অছেন বললেন |18অব্রাহামের আশা না থাকা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করলেন, যেন ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে তিনি অনেক জাতির পিতা হন। আর সেই বাক্য অনুসারে অব্রাহাম অনেক জাতির পিতা হয়েছিলেন। 19আর বিশ্বাসে দুর্বল হইলেল না, যদিও তাঁর বয়স প্রায় একশো বছর ও তার আপন শরীর মৃত প্রায় এবং সারার গর্ভ ধারন ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।20কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কারণে অব্রাহাম অবিশ্বাস বসত সন্দেহ করলেন না , কিন্তু বিশ্বাসে সাবলিন হয়ে ঈশ্বরের গৌরব করলেন, 21এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, ঈশ্বর যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সফল করতে সমর্থও আছেন। 22অতএব ;এই কারণে তাঁর বিশ্বাস ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল।23এখন তাঁর জন্য গন্য হইল বলিয়া এটা যে কেবল তাঁর জন্য লেখা হয়েছে তা নয় , 24কিন্তু আমাদের জন্যও তা গণ্য হবে, কারণ যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করছি। 25সেই যীশু আমাদের পাপের জন্য সমর্পিত হইলেন এবং আমাদের নির্দোষ করার জন্য পুনরায় জীবিত হইলেন।

Chapter 5  
1অতএব ; বিশ্বাসের জন্য আমরা ধার্মিক বলে গণ্য হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সাথে শান্তি লাভ করিয়াছি | 2তাহারি দ্বারা আমরা বিশ্বাসে এই অনুগ্রহের মধ্যে দাঁড়িয়েও আছি, এবং আমরা ঈশ্বরের মহিমা পাবার আশায় আনন্দ করছি।3শুধু এটাই নয়, কিন্তু আমরা বিভিন্ন দুঃখ কষ্টেও আনন্দ করছি, আমরা জানি যে দুঃখ কষ্ট ধৈর্য্যকে উৎন্নত করে। 4ধৈর্য্য পরীক্ষায় সফল হতে এবং পরীক্ষার সফলতা আশাকে উৎপন্ন করে | 5আর আশা নিরাশ করে না, কেননা আমাদের দেওয়া তাহার পবিত্র আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের হৃদয় পূর্ণ করেছেন।6কারণ যখন আমরা দুর্বল ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে যীশু ভক্তিহীনদের জন্য মরিলেন। 7সাধারণত; ধার্মিকের জন্য কেহ প্রাণ দেয় না। সেটা হলো, ভালো মানুষের জন্য হয়তো কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে।8কিন্তু; ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর নিজের ভালবাসা প্রমাণ করেছেন| কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখন যীশু আমাদের জন্য মরিলেন। 9সুতরাং, এখন তাহার রক্তে যখন ধার্মিক বলিয়া গণিত হইয়াছি, তখন আমরা নিশ্চই তাহার দ্বারা ঈশ্বরের রাগ থেকে মুক্তি পাব।10কারণ যখন আমরা শত্রু ছিলাম, তখন ঈশ্বরের সাথে তাহার পুত্রের মৃত্যু দিয়ে আমরা মিলিত হলাম| তবে মিলিত হয়ে কত অধিক নিশ্চিত যে তাঁর জীবনে মুক্তি পাবে। 11শুধু তাহাই নয়, কিন্তু আমরাও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের আনন্দ করে থাকি, যাহার দ্বারা এখন আমরা পুনরায় মিলন লাভ করেছি। আদমের পাপের ফল, ও যীশুর ধার্মিকতার ফল।12অতএব, যেমন একজন মানুষের মধ্য দিয়ে পাপ, ও পাপের দ্বারা মৃত্যু জগতে প্রবেশ করিয়াছে, আর এইভাবে মৃত্যু সব মানুষের কাছে পাপের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ সবাই পাপ করিয়াছে। 13কারণ নিয়মের আগে জগতের পাপ ছিল | কিন্তু; যখন আইন ছিল না তখন পাপের হিসাব লেখা হয়নি।14তথাপি, যারা আদমের মত আদেশ অমান্য করে পাপ করে নি, আদম থেকে মোশি পর্যন্ত তাদের উপরেও মৃত্যু রাজত্ব করেছিল। আর যার আসার কথা ছিল আদম তাহারই মত। 15কিন্তু তবুও পাপ যে রকম ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান সেই রকম নয়। কারণ সেই এক জনের পাপের জন্য যখন অনেকে মরিল, তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং আর একজন যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহের দেওয়া দান অনেক মানুষের জন্য আরও বেশি পরিমাণে উপচিয়া পড়িল।16কারণ এক জনের পাপ করার জন্য যেমন ফল হইল এই দান তেমন নয়; কারণ বিচারে এক জনের পাপের জন্য অনেক মানুষের শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হইয়াছে, কিন্তু অনুগ্রহ দান অনেক মানুষের পাপ থেকে ধার্মিক গণনা অবধি। 17কারণ সেই এক জনের পাপের জন্য যখন সেই এক জনের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর একজন যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা যারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতা দানের উপচয় পায়, তারা কত না বেশি নিশ্চিত জীবনে রাজত্ব করিবে।18অতএব ;যেমন এক জনের অপরাধ দিয়ে সব মানুষকে শাস্তির যোগ্য বলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি ধার্মিকতার একটি কাজের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ; যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা সব মানুষকে ধার্মিক বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এবং অনন্ত জীবন পেয়েছে। 19কারণ যেমন সেই একজন মানুষের অবাধ্যতার জন্য অনেক মানুষকে পাপী বলে ধরা হয়েছে, ঠিক তেমনি সেই আর এক জনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেক মানুষকে ধার্মিক বলে ধরা হইবে।20কিন্তু আইন সাথে সাথে আসলো যাতে অপরাধ আরো বেড়ে যায়| কিন্তু যেখানে পাপ বেড়ে গেল সেখানে দয়া আরও বেশি পরিমাণে উপচিয়া পরে | 21এটা হলো যেন, পাপ যেমন মৃত্যুতে রাজত্ব করেছিল, তেমনি আবার দয়া যেন ধার্মিকতার দ্বারা অনন্ত জীবনের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা রাজত্ব করে।

Chapter 6  
1তবে আমরা কি বলিব ? দয়া করে যেন বেশি পরিমাণে পাই সেইজন্য কি আমরা পাপ করিতেই থাকব? 2এটা কখনো না হোক। আমরা তো পাপেই মরেছি, কেমন করে আমরা আবার পাপের জীবনে বাস করিব? 3তোমরা কি জান না যে, আমরা যতজন খ্রীষ্ট যীশুতে বাপ্তিষ্ম নিয়েছি, সবাই তাঁর মৃত্যুর জন্যই বাপ্তাইজিত হইয়াছি?4অতএব ; আমরা তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্যে বাপ্তিষ্মের দ্বারা তাঁর সাথে কবরপ্রাপ্ত হয়েছি; যেন, খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমার দ্বারা্ মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নতুনতাই চলি। 5কারণ যখন আমরা তাঁর মৃত্যুর প্রতিরূপ তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, তখন অবশ্যই তাঁর সাথে পুনরুত্থানের প্রতিরূপ হব।6আমরা তো এটা জানি যে, আমাদের পুরানো মানুষ তাহার সাথে ‍এ্রুশে দেওয়া হয়েছে, যেন পাপের দেহ ধংস হয় সুতরাং আমরা যেন আর পাপের দাস হয়ে না থাকি। 7কারণ যে মরেছে সে পাপ থেকে ধার্মিক বলে গণিত হয়েছে।8কিন্তু আমরা যদি খ্রীষ্টের সাথে মরে থাকি, তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, তাহার সাথে আমরা জীবনও পাবো। 9আমরা জানি যে, মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট উঠেছেন; এবং তিনি আর কখনো মরিবেন না, মৃত্যু আর তাহার উপর কনো হ্মমতা নেই।10কারণ তাহার যে মৃত্যু হয়েছে তা তিনি পাপের জন্য একবার সকলের জন্য মরিলেন| কিন্তু; তিনি যে জীবনে এখন জীবিত আছেন তা তিনি ঈশ্বরের জন্য জীবিত আছেন। 11ঠিক তেমনি তোমরাও নিজেদের পাপের জন্য মৃত বলে গণ্য কর, কিন্তু অন্য দিকে খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের জন্য জীবিত আছ।12অতএব পাপ যেন তোমাদের মরণশীল দেহে রাজত্ব না করে- যাতে তোমরা তার অভিলাষ-গুলিতে বাধ্য হয়ে পড়; 13আর নিজেদের শরীরের অঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্র হিসাবে পাপের কাছে সমর্পণ কর না, কিন্তু নিজেদের মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছ জেনে ঈশ্বরের কাছে নিজ প্রাণ সমর্পণ কর এবং নিজেদের অঙ্গগুলি ধার্মিকতার অস্ত্র হিসাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর। 14পাপকে তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করতে অনুমতি দিও না; কারণ তোমরা আইন কানুনের অধীনে নয় কিন্তু অনুগ্রহের অধীনে আছ।15তবে কি? আমরা আইন কানুনের অধীনে নাই, অনুগ্রহের অধীনে আছি বলে কি পাপ করব? তা যেন কখও না হয়। 16তোমরা কি জান না যে, আদেশ মেনে চলার জন্য যার কাছে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যার আদেশ মেনে চল তোমরা তাহারই দাস; হয়ত মৃত্যুর জন্য পাপের দাস নয় তো ধার্মিকতার জন্য আদেশ মেনে চলার দাস?17কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হউক যে, কারণ তোমরা পাপের দাস ছিলে, কিন্তু; তবুও তোমরা সব হৃদয়ের সহিত যে শিক্ষা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল তা তোমরা মেনে নিয়েছ; 18তোমরা পাপ থেকে মুক্ত হইয়াছ এবং তোমরা ধার্মিকতার দাস হইয়াছ।19তোমাদের দেহের দুর্বলতার জন্য আমি মানুষের মত বলছি। কারণ, তোমরা যেমন আগে অধর্মের জন্য নিজেদের শরীরের অঙ্গ অপবিএতায় ও মন্দতার কাছে দাস সরূপ সমর্পণ করেছিলে, তেমনি এখন পবিত্রতায় বেড়ে ওঠার জন্য নিজেদের দেহের অঙ্গ ধার্মিকতার কাছে দাস স্বরূপ সমর্পণ কর। 20কারণ যখন তোমরা পাপের দাস ছিলে, তখন তোমরা ধার্মিকতার সম্পর্কে মুক্ত ছিলে। 21এখন যে সব বিষয়ে তোমাদের লজ্জা মনে হচ্ছে, তৎকালে সে সকলে তোমাদের কি ফল হত? বাস্তবিক সে সকলের পরিণাম মরন।22কিন্তু ;এখন পাপ থেকে মুক্ত হয়ে এবং ঈশ্বরের দাসরূপে সমর্পিত তোমরা পবিত্রতার জন্য ফল পাইতেছ এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। 23কারণ পাপের বেতন মরন; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ দান হলো আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

Chapter 7  
1হে ভাইয়েরা, তোমরা কি জান না? কারণ যাহারা আইন কানুন জানে আমি তাদেরকেই বলছি, যে মানুষ যত দিন জীবিত থাকে, ততদিন পর্যন্ত আইন কানুন তার উপরে শাসন করে?2কারণ, যত দিন স্বামী জীবিত থাকে ততদিন স্ত্রীলোকেরা আইনের দ্বারা তার কাছে বাঁধা থাকে | কিন্তু স্বামী মরলে সে স্বামীর বিয়ের আইন থেকে মুক্ত হয়। 3সুতরাং যদি সে স্বামী জীবিত থাকা সত্ত্বেও অন্য পুরুষের সাথে বাস করে, তবে তাকে ব্যভিচারী বলা হবে; কিন্তু যদি স্বামী মরে যায় সে ঐ আইন থেকে মুক্ত হয়, সুতরাং সে যদি অন্য পুরুষের সাথে বাস করে তবুও সে ব্যভিচারিণী হইবে না।4অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, খ্রীষ্টের দেহের দ্বারা আইন অনুসারে তোমাদেরও মৃত্যু হয়েছে, যেন তোমরা অন্যের অর্থাৎ যিনি মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন তাহারই হও; যাহাতে আমরা ঈশ্বরের জন্য ফল উৎপন্ন করতে পারি। 5কারণ যখন আমরা মাংসের অধীনে ছিলাম, তখন আইন কানুন আমাদের ভিতর পাপের কামনা বাসনা গুলি জাগিয়ে তুলিত , এবং মৃত্যুর জন্য ফল উৎপন্ন করিবার জন্য আমাদের শরীরের মধ্যে কাজ করিত।6কিন্তু; এখন আমরা নিয়ম কানুন থেকে মুক্ত হয়েছি; আমরা যাহাতে আবদ্ধ ছিলাম, তার জন্যই আমরা মরেছি, যেন আমরা পুরানো লেখা আইনের দাস নয় ; কিন্তু আত্মায় নতুন ভাবে দাসের কাজ করি।7আমরা তবে কি বলিব? আইন কি নিজেই পাপ? তা কখনও না; বরং পাপকে আমি জানিতাম না যদি কি না আইন না থাকত | কারণ “লোভ কর না,” এই কথা যদি আইনে না বলিত, তবে লোভ কি তা জানিতে পারিতাম না| 8কিন্তু; পাপ সুযোগ নিয়ে সেই আদেশের দ্বারা আমার মধ্যে সব রকমের কামনা বাসনা সম্পন্ন করেছে , কারণ আইন ছাড়া পাপ মৃত।9আমি একসময় আইন ছাড়াই বেঁচে ছিলাম, কিন্তু যখন আদেশ আসলো পাপ আবার জীবিত হয়ে উঠল এবং আমি মরিলাম। 10যে আদেশ জীবন আনে তাতে আমি মৃত্যু পেলাম।11কারণ ; পাপ সুযোগ নিয়ে আদেশের দ্বারা আমাকে প্রতারণা করল এবং সেই আদেশ দিয়েই আমাকে মেরে ফেলল। 12অতএব; আইন হলো পবিত্র এবং আদেশ হলো পবিত্র, ন্যায্য এবং চমৎকার।13তবে যা ভালো তা কি আমার মৃত্যু হয়ে আসিল? তা যেন কখনও না হয়। কিন্তু পাপ হলো যেন সুন্দর বস্তু দিয়ে আমার মৃত্যুর জন্য তা পাপ বলে প্রকাশ পায়| যেন আদেশের দ্বারা পাপ পরিমাণ ছাড়া পাপী হয়ে উঠে। 14কারণ আমরা জানি আইন হলো আত্মিক, কিন্তু আমি মাংসিক, আমি পাপের কাছে বিক্রি হয়েছি।15কেননা ;আমি যাহা আসল বুঝি না তাই আমি করি। কারণ আমি যা করিতে চাই তাহা আমি করি না, বরং আমি যা ঘৃণা করি, সেটাই করে থাকি। 16কিন্তু; আমি যেটা করতে চাই না সেটা যদি করি, তখন আইন যে ঠিক তা আমি স্বীকার করে নেই।17কিন্তু এখন আমি কোন মতেই সেই কাজ আর করি না; কিন্তু আমাতে যে পাপ বাস করে সেই তা করে। 18কারণ আমি জানি যে , আমার ভিতরে অর্থাৎ; আমার দেহে ভালো কিছু বাস করে না। কারণ ভালো কোন কিছুর ইচ্ছা আমার মধ্যে আছে বটে কিন্তু আমি তা করি না।19কারণ; আমি যে ভালো কাজ করতে চাই সেই কাজ আমি করি না; কিন্তু যা আমি চাই না সেই মন্দ কাজ আমি করি। 20এখন যা আমি করতে চাই না তাই যদি করি, তবে তা আর আমি কোনো মতেই করি না| কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে সেই করে। 21অতএব; আমি একটা মূল তথ্য দেখতে পাচ্ছি যে, আমি ঠিক কাজ করতে চাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দ আমার মধ্যে উপস্থিত থাকে।22সাধারণত; অভ্যন্তরীণ মানুষের ভাব অনুযায়ী আমি ঈশ্বরের আইন কানুনে আনন্দ করি। 23কিন্তু আমার শরীরের অংশে অন্য প্রকার এক আসল তথ্য দেখতে পাচ্ছি; তা আমার মনের আসল তত্ত্বের বিপক্ষে মারামারি করে এবং পাপের যে নিয়ম আমার শরীরের অংশেমিশিয়ে আছে আমাকে তার বন্দি দাস করে।24আমি একজন হতভাগা মানুষ! কে আমাকে এই পাপময় দেহ থেকে রক্ষা করবে? 25কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। অতএব; একদিকে আমি নিজে মন দিয়ে ঈশ্বরের আইনের সেবা করি, কিন্তু অন্য দিকে দেহ দিয়ে পাপের আসল ব্যবস্থার সেবা করি।

Chapter 8  
1অতএব; যারা এখন খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তাদের আর কোনো শাস্তির যোগ্য অপরাধ নেই। 2কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে আসল ব্যবস্থা, তা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর আসল তথ্য থেকে মুক্ত করেছে।3কারণ আইন কানুন দেহের দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়ার জন্য যা করতে পারে নি; তা ঈশ্বর করেছেন | তিনি নিজের পুত্রকে আমাদের মত পাপময় দেহে এবং পাপের জন্য বলিরূপে পাঠিয়ে দিয়েছেন , এবং তিনি পুত্রের দেহের দ্বারা পাপের বিচার করে দোষী করলেন। 4তিনি এটা করেছেন যাতে আইনের বিষয়গুলি আমাদের মধ্যে পূর্ণ হয়, আমরা যারা দেহের বশে নয় ; কিন্তু আত্মার বশে চলি। 5কারণ যারা দেহের বশে আছে, তারা দেহের বিষয়ের দিকেই মনোযোগ দেয়; কিন্তু যারা আত্মার অধীনে আছে, তারা আত্মিক বিষয় এর দিকে মনোযোগ দেয়।6কারণ; দেহের মনোবৃত্তি হলো মৃত্যু; কিন্তু আত্মার মনোবৃত্তি জীবন ও শান্তি। 7কারণ দেহের মনোবৃত্তি হলো ঈশ্বরের বিপক্ষতা, আর তা ঈশ্বরের আইন মেনে চলতে পারে না, বাস্তবে ও হতে পারে না। 8যারা দেহের অধীনে থাকে তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয়।9যদিও, তোমরা দেহের অধীনে নও; কিন্তু আত্মার অধীনে আছ, যদি বাস্তবে ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন কিন্তু; যদি কারো খ্রীষ্টের আত্মা নেই, তবে সে খ্রীষ্টের থেকে নয়। 10যদি খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে একদিকে দেহ পাপের জন্য মৃত বটে, কিন্তু ধার্মিকতার দিক থেকে আত্মা জীবিত।11আর যিনি মৃতদের মধ্য থেকে যীশুকে উঠিয়েছেন, তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তবে যিনি মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্ট যীশুকে পুনরুত্থিত করেছেন , তিনি তোমাদের হৃদয়ে বাস করেছেন এবং নিজের আত্মার দ্বারা তোমাদের মরে যাওয়া দেহকেও জীবিত করবেন।12সুতরাং, হে ভাইয়েরা, আমরা ঋণী কিন্তু শরীরের কাছে নয় যে, শরীরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করব। 13কারণ যদি শরীরের ইচ্ছায় জীবন যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চিত ভাবে মরবে, কিন্তু যদি পবিত্র আত্মাতে শরীরের সব খারাপ কাজগুলি মেরে ফেল তবে জীবিত থাকবে।14কারণ ; যত লোক ঈশ্বরের আত্মায় পরিচালিত হয় তারা সবাই ঈশ্বরের পুত্র। 15আর তোমরা দাসত্ব করবার জন্য আত্মা পাও নি যে, আবার ভয় করবে| কিন্তু দত্তক পুত্রের জন্য আত্মা পেয়েছ, যে মন্দ আত্মার দ্বারা আমরা আব্বা / পিতা বলে ডাকয়িা উঠি।16পবিত্র আত্মা নিজেই আমাদের আত্মার সাথে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। 17যখন আমরা সন্তান, তখন আমরা ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী এবং অন্য দিকে খ্রীষ্টের সহউত্তরাধিকারী, যদি বাস্তবে আমরা তাহার সাথে দুঃখভোগ করি, তবে যেন তাহার সাথে আমরা মহিমান্বিত হই। ভবিষ্যতের মহিমা18কারণ আমার চিন্তাকরি যে , আমাদের জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে, তার সাথে এই চলমান সময়ের কষ্ট ও দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়। 19কারণ; সৃষ্টির একান্ত আশা ঈশ্বরের পুত্রদের প্রকাশের জন্য অপেক্ষা করছে।20কারণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই অসার হয়ে গেছে, এটা নিজের আশায় হলো তা নয়, কিন্তু তাহার ইচ্ছাতেই হয়েছে এবং তার সাথে দৃঢ় আস্থাও দিয়েছেন। 21এই আশা হলো যে, সৃষ্টি নিজেও বিনাশের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের মহিমায় স্বাধীনতা পাবে। 22কারণ আমরা জানি যে, সব সৃষ্টি এখনও পর্যন্তেএকসাথে জ্বালায় চিৎকার করছে এবং একসাথে ব্যথা পাচ্ছে।23কিন্তু শুধু তাই নয়; এমনকি আমরাও যাদের আত্মার প্রথম ফল আছে, সেই আমরা নিজেরাও দত্তক পুত্রের জন্য নিজেদের শরীরের মুক্তির অপেক্ষা করতে করতে নিজেদের মধ্যে যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। 24কারণ আমাদের দৃঢ় আসা আছে যে পরিত্রাণপাইয়াছি। কিন্তু যে দৃঢ় আসা দেখতে পাচ্ছি তা আসলে আসা নয়। কারণ যে যা দেখে সে তার উপর কেন দৃঢ় আশা করবে? 25কিন্তু আমরা যা এখনো দেখতে পায়নি তার উপর যদি দৃঢ় আসা করি, তবে ধৈর্য্যের সাথে তার আশায় থাকি।26ঠিক সেইভাবে আত্মাও আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করেন| কারণ আমরা জানি না কেমন করে প্রার্থনা করতে হয়, কিন্তু আত্মা নিজে মধ্যস্থতা করে যন্ত্রণার দ্বারা আমাদের জন্য অনুরোধ করেন। 27আর যিনি হৃদয়ের খোঁজ করেন , তিনি জানেন আত্মার মনোভাব কি, কারণ তিনি পবিত্রদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী মধ্যস্থতা করে অনুরোধ করেন।28এবং আমরা জানি যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর উদ্দেশ্য অনুযায়ী মনোনীত, সবকিছু একসাথে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করছে। 29কারণ তিনি যাদের আগে থেকে জানতেন, তাদেরকে নিজের পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির মত হবার জন্য আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন; যেন তিনি অনেক ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজাত ভাই হন। 30আর তিনি যাদেরকে আগে থেকে ঠিক করলেন, তাদেরকে তিনি আহ্বানও করলেন। আর যাদেরকে আহ্বান করলেন, তাদেরকে তিনি ধার্মিক বলে গন্যও করলেন| আর যাদেরকে ধার্মিক বলে গণ্য করলেন তাদেরকে মহিমান্বিতও করলেন।31এখন আমরা এই সকল বিষয়ে কি বলব? যখন ঈশ্বর আমাদের পক্ষে, তখন কে আমাদের বিপক্ষ হতে পারে? 32যিনি নিজের পুত্রের উপর মায়া করলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে দান করলেন, তিনি কি তাঁর সঙ্গে সবই আমাদেরকে দয়ার সাথে দান করিবেন না?33ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন তাদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করবে? ঈশ্বরতো তাদেরকে ধার্মিক করেন। 34তবে কে তাদের দোষী করবে? তিনি কি খ্রীষ্ট যীশু যিনি মরলেন এবং তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে মৃতদের মধ্য থেকে উঠলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধ করছেন।35কে আমাদের খ্রীষ্টের ভালবাসা থেকে পৃথক করবে? কি দারুন যন্ত্রণা? কি কষ্ট? কি তাড়না? কি দূর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ? 36যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, “তোমার জন্য আমরা সারাটা দিন ধরে নিহত হইতেছি। আমরা বধ হওয়া মেষের মত বিবেচিত হইলাম।”37যিনি আমাদেরকে ভালবেসেছেন, তাহারই দ্বারা আমরা এই সব বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অনেক বেশি জয়ী হইয়াছি। 38কারণ আমি নিশ্চয় জানি যে, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি বর্তমান বিষয়গুলি, কি ভবিষ্যতের বিষয়, কি পরাক্রম, 39কি উচ্চ জায়গা, কি গভীরতা, এমনকি অন্য কোন সৃষ্টির জিনিস, কোনো কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের আলাদা করিতে পারবে না।

Chapter 9  
1আমি খ্রীষ্টে সত্যি কথা বলছি, আমি মিথ্যা কথা বলছি না, পবিত্র আত্মাতে আমার বিবেক এই সাক্ষ্য দেয় যে, 2আমার হৃদয়ে আমি গভীর দুঃখ এবং অশেষ যাতনা পাচ্ছি।3আমার ভাইদের জন্য, যারা আমার নিজের লোক তাদের জন্য, যদি সম্ভব হত আমি নিজেই দেহ অনুসারে খ্রীষ্টের কাছ থেকে দূর হয়ে যাবার অভিশাপ গ্রহণ করতাম। 4কারণ যারা ইস্রায়েলীয় তাহারই সন্তান হওয়ার অধিকার, মহিমা, নানারকম নিয়ম, আইনের উপহার, ঈশ্বরের আরাধনা এবং অনেক প্রতিজ্ঞা করেছেন| 5আগেকার পুরুষেরা যাহাদের কাছ থেকে খ্রীষ্ট এসেছেন দেহের সম্মানে যিনি সব কিছুর উপরে, ঈশ্বর, যুগে যুগে ধন্য | আমেন ,6কিন্তু ইহা এমন নয় যে, ঈশ্বরের বাক্য বিফল হয়ে পড়েছে। কারণ যারা ইস্রায়েলের বংশধর তারা সকলে যে ইস্রায়েল থেকে তাহা নয়। 7এটা ঠিক নয় সকলেই অব্রাহামের বংশধর সত্যি তাহার সন্তান কিন্তু, “ইসহাকের বংশকেই তোমার বংশ বলা হবে।”8এর অর্থ এই শারীরিকভাবে জন্মানো সন্তান হলেই যে তাহারা ঈশ্বরের সন্তান, এমন নয়। কিন্তু প্রতিজ্ঞার সন্তানদের বংশধর বলে ধরা হবে। 9কেননা এটা প্রতিজ্ঞার কথা “এই সময়ই আমি আসব এবং সারার একটি ছেলে হবে,”।10কিন্তু কেবল এই নয়, পরে রিবিকাও একজন লোক আমাদের পিতা ইসহাক দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিলেন| 11যখন সন্তানেরা জন্ম হয় নি, ভাল এবং খারাপ কোন কিছুই করে নি, তখন ঈশ্বরের পরিকল্পনানুসারে কাজের জন্য তাদের মনোনীত করলেন এবং কাজের জন্য নয়, যিনি ডেকেছেন তাঁর ইচ্ছার জন্যই 12ইহা তাহাকে বলা হয়েছিল, “বড়জন ছোট জনের দাস হইবে।” 13ঠিক যেমন লেখা আছে: “আমি যাকোবকে ভালবেসেছি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করেছি।”14তবে আমরা কি বলিব? সেখানে ঈশ্বর অধার্মিকতা করেছেন? ইহা কখনও না। 15কারণ তিনি মোশিকে বললেন, “আমি যাকে দয়া করি, তাকে দয়া করিব এবং যার উপর করুণা করি, তার উপর করুণা করিব।” 16সুতরাং যে ইচ্ছা করে তার কারণে নয়, যে দৌড়ায় তার জন্যও নয়, কিন্তু ঈশ্বর তিনি দয়া করেন।17কারণ ঈশ্বর ব্যাকের দ্বারা ফরৌণকে বলেন, “আমি এই জন্যই তোমাকে উঠিয়েছি, যেন তোমার উপর আমার ক্ষমতা দেখাতে পারি ,এবং যেন সারা জগতে আমার নাম প্রচার হয়।” 18সুতরাং তিনি যাকে ইচ্ছা, তাকে দয়া করেন এবং যাকে ইচ্ছা, তাহাকে কঠিন করেন।19তারপর তুমি আমাকে বলিবে, “তিনি আবার দোষ ধরেন কেন? কারণ তাহার ইচ্ছার প্রতিরোধ কে করিবে ?” 20হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরের বিপক্ষে উত্তর দিচ্ছ? তৈরী করা জিনিস কি যিনি তৈরী করছেন তাহাকে কি বলতে পারে, "আমাকে কেন তুমি এই রকম করিলে?" 21কাদার ওপরে কুমারের কি এমন অধিকার নেই যে, একই মাটির তাল থেকে একটা পাত্র বিশেষভাবে ব্যবহারের জন্য এবং অন্য পাত্রটা রোজ ব্যবহারের জন্য বানাতে পারে?22যদি ঈশ্বর, নিজের রাগ দেখাবার এবং নিজের ক্ষমতা জানাবার ইচ্ছা করেন, বিনাশের জন্য পরিপক্ক রাগের পাত্রগুলির ওপর ধৈর্য্য ধরে থাকেন, 23এই জন্য তিনি করে থাকেন, যেন সেই দয়ার পাত্রদের ওপরে নিজের প্রতাপ-ধন জানাতে পারেন, যা তিনি মহিমার জন্য আগে থেকে তৈরী করেছিলেন | 24যাদের তিনি ডেকেছিলেন, কেবল যীহুদীদের মধ্য থেকে নয়, কিন্তু আরও অযিহূদীদের মধ্য থেকে আমাদেরকেউ।25যেমন তিনি হোশেয় গ্রন্থে বলেন: “যারা আমার লোক নয় তাদেরকেও আমি নিজের লোক বলিব, এবং যে প্রিয় ছিল না, তাকে প্রিয় বলিব। 26এবং যে জায়গায় তাদের বলা হয়েছিল, ‘তোমরা আমার লোক নও,’ সেই জায়গায় তাদের বলা হবে ‘জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র’।”27যিশাইয় ইস্রায়েলের বিষয়ে খুব জোরে চিৎকার করে বলিল, “ইস্রায়েল সন্তানদের সংখ্যা যদি সমুদ্রের বালির মতও হয়, এটার বাকি অংশই রক্ষা পাবে। 28প্রভু এই জমিতেনিজ বাক্য পালন করবেন, খুব তাড়াতাড়ি এবং সম্পূর্ণভাবে।” 29এবং যিশাইয় এটা আগেই বলেছিলেন, “বাহিনীগণের প্রভু যদি আমাদের জন্য একটিও বংশধর না রাখতেন, তবে আমরা সদোমের এবং ঘমোরার মত হয়ে যেতাম। ইস্রায়েলের পতনের ফল কি?30তবে আমরা কি বলিব? অন্যজাতিরা, যারা ধার্মিকতার অনুধাবন করিত না, তারা ধার্মিকতা পেয়েছে, বিশ্বাস সমন্ধ ধার্মিকতা পেয়েছে; 31কিন্তু ইস্রায়েল, ধার্মিকতার আইনের অনুধাবন করেও, সেই ব্যবস্থা পর্যন্ত পৌছাতে পারে নি।32কারণ কি? কারণ বিশ্বাস দিয়ে নয়, কিন্তু কাজ দিয়ে। 33তারা সেই পাথরে বাধা পেয়েছিল যে পাথরে হোঁচট পায়, যেমন লিখিত আছে, “দেখ, আমি সিয়োনে একটা বাধার পাথর রেখেছি এবং একটি বাধার পাথর স্থাপন করেছি; যে তাহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না।”

Chapter 10  
1ভাইয়েরা, আমার মনের ইচ্ছা এবং তাদের জন্য ঈশ্বরের কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, তারা যেন মুক্তি পায়। 2কারণ আমি তাদের হয়ে এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে , ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের গভীর আগ্রহ আছে, কিন্তু তা জ্ঞান অনুসারে নয়। 3কেননা তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বিষয়ে কিছু জানে না এবং নিজেদের ধার্মিকতা বোঝানোর চেষ্টা করে, তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার দাস হয়নি।4কেননা ধার্মিকতার জন্য সকল বিশ্বাসীর সহিত খ্রীষ্টই আইনের পূর্ণতা। 5কারণ মোশি ধার্মিকতার বিষয়ে লিখেছেন যা আইন থেকে এসেছে "যে লোক আইনের ধার্মিকতার পালন করে, সে ধার্মিকতায় জীবিত থাকিবে।6কিন্তু বিশ্বাসের ধার্মিকতা থেকে যা আসে তা এই বলে, তোমার মনে মনে বলিও না, ‘কে স্বর্গে আরোহণ করিবে?’ (অর্থাৎ খ্রীষ্টকে নামাইয়া আনিবার জন্য), 7অথবা ‘কে নরকে নামিবে?’ অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে উপরে আনিবার জন্য।"8কিন্তু ইহা কি বলে? "সেই কথা তোমার কাছে, তোমার মুখে এবং তোমার হৃদয়ে রয়েছে।" 9কেননা তুমি যদি ‘মুখে’ যীশুকে প্রভু বলে মেনে নাও এবং তোমার ‘হৃদয়ে’ বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন, তুমি পরি্ত্রাণ পাবে। 10কেননা লোকে মন দিয়ে বিশ্বাস করে ধার্মিকতার জন্য এবং সে মুখে স্বীকার করে পরিত্রাণের জন্য।11কেননা বাক্য বলে, “যে কেউ তাহার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হবে না।” 12কারণ ইহূদি ও গ্রীক এর মধ্যে কোন বিভেদ নেই। কারণ সেই একই প্রভু হচ্ছেন সকলের প্রভু এবং যারা তাঁকে ডাকে তিনি সবাইকে ধনবান (আশীর্বাদ) করেন। 13কেননা যে কেউ প্রভুর নামে ডাকে সে মুক্তি পাবে।14-যারা তাঁকে বিশ্বাস করে নি তারা কেমন করে তাঁকে ডাকিবে? এবং যার কথা শোনে নি কেমন করে তাঁকে বিশ্বাস করিবে? এবং প্রচারক না থাকলে কেমন করে তারা শুনিবে? 15এবং তাদের না পাঠানো হলে, কেমন করে তারা প্রচার করিবে? যেমন লেখা আছে, “যারা আনন্দের সুসমাচার প্রচার করেন তাঁদের পাগুলি কেমন সুন্দর!”16কিন্তু তারা সকলে সুসমাচার শুনে নি। কেননা যিশাইয় বলেন, “প্রভু, আমাদের বার্তা কে বিশ্বাস করেছে?” 17সুতরাং বিশ্বাস আসে শুনার মাধ্যমে এবং শুনা খ্রীষ্টের বাক্যর মাধ্যমে হয়।18কিন্তু আমি বলি, "তাহারা কি শুনতে পায়নি?" হ্যাঁ অবশ্যই পেয়েছে।“তাদের আওয়াজ সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের কথা জগতের শেষ পর্যন্ত|”19আবার, আমি বলি, "ইস্রায়েল কি জানিত না? প্রথমে মোশি বলেন, “যারা জাতি নয় তাদের দিয়ে আমি তোমাদের হিংসা জাগিয়ে তুলব। কোন কিছু ছাড়াই একটা জাতির মানে, আমি তোমাদের রাগিয়ে তুলব।”20এবং যিশাইয় অতি সাহসের সাথে বলেন, “যারা আমার খোঁজ করে নি তারা আমাকে পেয়েছে। যারা আমার কথা জিজ্ঞাসা করে নি আমি তাদের দেখা দিয়েছি।” 21কিন্তু ইস্রায়েলকে তিনি বলেন, “আমি সারা দিন ধরে অবাধ্য এবং বিরোধিতা করে এমন লোকেদের দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম।”

Chapter 11  
1তবে আমি বলি, ঈশ্বর কি তার নিজের লোকদের বাদ দিয়েছেন? এটা কখনও না। আমিও ত একজন ইস্রায়েলীয়, অব্রাহামের একজন বংশধর, বিন্যামীনের গো্ত্রীয় লোক। 2ঈশ্বর তাঁর লোকদের বাদ দেননি যাদের তিনি আগে থেকে চিনতেন। তোমরা কি জান না যে, এলিয়ের বিষয়ে বাক্য কি বলে, কিভাবে তিনি ইস্রায়েলের বিপক্ষে ঈশ্বরের কাছে এইভাবে বিনতি করিলেন? 3“প্রভু, তারা তোমার ভাববাদীদের বধ করিয়াছে, তারা তোমার সব যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে এবং আমি একাই অবশিষ্ট আছি এবং আমিই একা বেঁচে আছি এবং তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।”4কিন্তু; ঈশ্বর তাহাকে কি উত্তর দিয়েছিলেন? তিনি বলেছিলেন “বাল দেবতার সামনে যাহারা হাঁটু পাতে নি, এমন সাত হাজার লোককে আমি নিজের জন্য অবশিষ্ট রেখেছি।” 5সুতরাং তারপরে, এই বর্তমান কালেও দয়ার মনোনীত অনুসারে অবশিষ্ট এক অংশ রয়েছে।6কিন্তু এটা যদি দয়া দ্বারা হয়, তবে এটা কখনই কাজের দ্বারা নয়। তা নাহলে দয়া আর দয়াই থাকত না। 7তবে কি? ইস্রায়েল যা খোঁজ করে, তা পায়নি, কিন্তু মনোনীতরা তা পেয়েছে এবং বাকিরা কঠিন হয়েছে। 8এটা ঠিক যেমন লেখা আছে, “ঈশ্বর তাদের জড়তার আত্মা দিয়েছেন, এমন চোখ যা দিয়ে তারা দেখতে পাবে না এবং এমন কান যা দিয়ে তারা শুনতে পাবে না।”9এবং দায়ূদ বলেন, “তাদের টেবিল একটা জাল, একটা ফাঁদ হোক, বাধারূপ এবং তাদের প্রতিফলরূপ হোক। 10তাদের চোখ অন্ধকারময় হোক যেন তাহারা দেখিতে না পায় তাদের পিঠ সবসময় বাঁকিয়ে রাখ।”11তারপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহূদিরা কি বিনাশের জন্য হোঁচট পেয়েছে? এটা কখনও নয়। বরং তাদের পতনে অযীহুদিদের কাছে মুক্তি উপস্থিত, যেন তাদের ভেতরে রাগ জন্মে। 12এখন তাদের পতনে যদি জগতের ধনাগম হয় এবং তাদের ক্ষতিতে যখন অযিহূদীয়দের ধনাগম হয়, তাদের পূর্ণতায় আর কতই না বেশি হবে?13এবং এখন অযিহূদীয়রা, আমি তোমাদের বলছি। যতক্ষণ আমি অযিহূদীয়দের জন্য প্রেরিত আছি, আমি আমার সেবা কাজের জন্য গৌরব বোধ করছি | 14সম্ভবত; যারা আমার নিজের দেহের তাদের আমি রাগে উত্তেজিত করব এবং তাদের মধ্যে কিছু লোককে রক্ষা করিব।15কারণ , তাদের বাদ দেওয়ায় যখন জগতের মিলন হল, তখন তাদের গ্রহণ করে মৃতদের মধ্য থেকে জীবনলাভ ছাড়া আর কি হবে? 16প্রথম উৎর্স্বগীকৃত ফল যদি পবিত্র হয়, তবে ময়দার গুলিও পবিত্র। শিকড় যদি পবিত্র হয়, তবে শাখাগুলিও পবিত্র।17কিন্তু; যদি কিছু শাখা ভেঙে ফেলা হয় এবং তুমি বন্য জিত গাছের শাখা হলেও, যদি তাদের মধ্যে তোমাকে ভালোভাবে লাগান গেল, আর তুমি জিত গাছের প্রধান শিকড়ের সহভাগী হলে 18তবে সেই শাখাগুলির জন্য তুমি গর্ব করিও না। কিন্তু যদি তুমি গর্ব কর, তুমি শিকড়কে সাহায্য করছ না, কিন্তু শিকড়ই তোমাকে সাহায্য করছে।19তারপর তুমি বলিবে, "আমাকে ভালোভাবে লাগাবার জন্যই কতগুলি শাখা কেঁটে ফেলা হয়েছে।" 20সত্যি কথা! কারণ অবিশ্বাস করার জন্যই উহাদের কেঁটে ফেলা হয়েছে | কিন্তু তুমি তোমার বিশ্বাসের জন্যই দাঁড়িয়ে আছ। নিজেকে খুব বড় ভেবো না, কিন্তু ভয় কর। 21কারণ ; ঈশ্বর যখন সেই আসল ডালগুলিকে রেহাই দেননি, তখন তোমাদেরও রেহাই দেবেন না।22তারপর দেখ, ঈশ্বরের দয়াভাব এবং কঠিন ভাব। একদিকে যারা পড়ে গেল সেই ইহূদিদের উপর কঠিন ভাব আসল, কিন্তু অন্য দিকে তোমার উপর ঈশ্বরের দয়াভাব আসল, যদি তোমরা সেই দয়াভাবের মধ্যে থাক। নাহলে তোমরাও বাদ হবে।23এবং আরও, যদি তারা নিজেদের অবিশ্বাসে না থাকে, তবে তাদের ফিরিয়ে গাছের সাথে লাগান যাবে। কারণ ঈশ্বর আবার তাদেরকে লাগাতে রাজি আছেন। 24কেননা যে জিত গাছটি সাধারণ ভাবে বন্য তা থেকে বাদ হয়ে, যখন স্বভাবের বিপরীতে ভালো জিত গাছে লাগানো গেছে, এই ইহূদিরা কত বেশি, আসল ডালগুলি কারা, যারা নিজেদের নিজের জিত গাছে কলম করে ফিরে লাগান যাবে।25কেননা ভাইয়েরা, আমি চাই না তোমরা যেন এমন না হও, এই লুকিয়ে থাকা মতবাদ, যেন নিজেদের চিন্তায় বুদ্ধিমান না হও; কিছু সংখ্যায় ইস্রায়েলের কঠিনতা ঘটেছে, যে পর্যন্ত অযিহূদীয়দের পূর্ণ সংখ্যা না আসে।26এইভাবে সকল ইস্রায়েল পরি্ত্রাণ পাবে, যেমন ইহা লেখা আছে ; “সিয়োন থেকে উদ্ধারকর্তা আসবেন; তিনি যাকোব থেকে ভক্তি নেই এমন ভাব দূর করবেন। 27এবং এটাই তাদের জন্য আমার নতুন নিয়ম, যখন আমি তাদের সব পাপ দূর করিব।”28একদিকে ওরা সুসমাচারের সম্পর্ক তোমাদের জন্য দুশমন, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ঈশ্বরের মনোনীত বিষয়ে পিতৃপুরুষদের জন্য ভালোমানুষ। 29কেননা ঈশ্বরের দয়া দান ও ঈশ্বরের ডাক অপরিবর্তনীয়।30কারণ; তোমরা যেমন আগে ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন দয়া পেয়েছ ইহূদিদের অবাধ্যতার জন্য, 31তেমনি এখন ইহূদিরা অবাধ্য হয়েছে| যেন তোমাদের দয়া গ্রহণে তারাও এখন দয়া পায়। 32কারণ ঈশ্বর সবাইকেই অবাধ্যতার কাছে বেঁধে রেখেছেন, যেন তিনি সবাইকে দয়া করতে পারেন।ঈশ্বরের মহিমাজ্ঞান বিষয়ক অর্থসমুহ |33আহা! ঈশ্বরের ধন ও জ্ঞান এবং বুদ্ধি কেমন গভীর! তাহার বিচার সকল বোঝা যায় না! তাহার পথ সকল কেমন আবিষ্কারক! 34"কারণ কে প্রভুর মনকে জানছে? অথবা তাঁর মন্ত্রীই বা কে হইয়াছে?35অথবা; কে প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে, এজন্য তার পাওনা দিতে হবে?" 36কেননা সব কিছুই তাহার কাছ থেকে ও তাহার দ্বারা ও তাহার নিমিত্ত। যুগে যুগে তাহারই গৌরব হোক। আমেন।

Chapter 12  
1অতএব, হে ভাইয়েরা; আমি অনুরোধ করছি ঈশ্বরের দয়ার মাধ্যমেই তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবিত বলিরূপে পবিত্র ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য , যা তোমাদের আত্মিক ভাবে আরাধনা। 2এই জগতের মত হইও না, কিন্তু মনকে নতুন করে গড়ে তুলে নতুন হয়ে উঠ, যেন তোমরা পরীক্ষা করে জানতে পার ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যা ভাল মনের সেবাজনক ও নিখুঁত। খ্রীষ্টের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের সঠিক ব্যবহার |3কেননা আমি বলি, আমাকে যে দান দেওয়া হয়েছে তার গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি, নিজেকে যতটা বড় মনে করা উচিত তার চেয়ে বেশি বড় মনে করিও না; কিন্তু ঈশ্বর যাহাকে যতটা বিশ্বাস দিয়েছেন, সেই অনুসারে সে ভালো হওয়ার চেষ্টা করুক।4কারণ ; ঠিক যেমন আমাদের এক দেহে অনেক অংশ, কিন্তু সব অংশগুলো একইরকম কাজ করে না, 5ঠিক সেভাবে আমরা সংখ্যায় অনেক হলেও, আমরা খ্রীষ্টের এক দেহ এবং প্রত্যেক অংশ একে অপরের।6ঈশ্বরের দয়া অনুসারে আমাদেরকে আলাদা আলাদা দান দেওয়া হয়েছে। তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বরদান প্রাপ্ত হইয়াছি, যদি কারও বরদান হয় ভাববাণী, তবে আইস বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি; 7কারও দান যদি পরিষেবা করা হয়, তবে সে পরিষেবা করুক। যদি কারও দান হয় শিক্ষা দেওয়া, সে শিক্ষা দিউক। 8যে উপদেশ দেওয়ার দান পেয়েছে, সে উপদেশ দিউক; যে দান করার দান পেয়েছে, সে সরল ভাবে দান করুক, যে শাসন করার দান পেয়েছে, সে যত্ন সহকারে করুক, যে দয়া করার দান পেয়েছে, সে ভালোবাসার মনে দয়া করুক।9ভালবাসার মধ্যে যেন কোনো ছলনা না থাকে। যা খারাপ তাকে ঘৃণা কর, যা ভাল তাকে ভালোবাস। 10একে অপরকে ভাইয়ের মত ভালবাসো; একজন অন্যজনকে স্নেহ কর, একে অন্যকে শ্রেষ্ট জ্ঞান কর।11যত্নে শিথিল হইও না, আত্মায় জাগ্রত হও, প্রভুর সেবা কর, যে আশা রয়েছে তাতে আনন্দ কর, 12আশায় আনন্দ কর, কষ্টে ধৈর্য্য ধর, সবসময় প্রার্থনা কর| 13ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের অভাবের সময় সহভাগী হও, অতিথিদের সেবা কর।14যারা তোমাকে অত্যাচার করে, তাদের আশীর্বাদ কর, আশীর্বাদ কর অভিশাপ দিও না। 15যারা আনন্দ করে, তাদের সাথে আনন্দ কর, যারা কাঁদে, তাদের সাথে কাঁদ। 16তোমাদের একে অন্যের মনোভাব যেন একইরকম হয়। গর্ব ভাবে কোনো বিষয় চিন্তা কর না, কিন্তু নিচু শ্রেনীর লোকদের গ্রহণ কর। নিজের চিন্তায় নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবো না।17কেউ খারাপ করলে তার খারাপ কর না। সব লোকের চোখে যা ভালো তাই চিন্তা কর। 18যদি সম্ভব হয়, তোমরা যতটাই পার, লোকের সাথে শান্তিতে থাক।19হে ভালোরা, তোমরা নিজেরা প্রতিশোধ নিও না, কিন্তু ঈশ্বরকে শাস্তি দিতে দাও। কেননা লেখা আছে, “প্রতিশোধ নেওয়া আমার কাজ, আমিই উত্তর দেব, এইটা প্রভু বলেন।” 20“কিন্তু তোমার দুশমন যদি খিদে পায়, তাকে খাওয়াও। যদি সে পিপাসিত হয়, তাকে পান করাও। কারণ তুমি যদি এটা কর তাহলে তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লা জড়ো করে রাখবে।” 21খারাপের কাছে পরাজিত হও না, কিন্তু ভালোর দ্বারা খারাপকে পরাজয় কর।

Chapter 13  
1প্রত্যেক আত্মা বড় পদের ক্ষমতাবানদের মেনে চলুক, কারণ ঈশ্বরের সেই সব ক্ষমতাবানদের ঠিক করে রেখেছেন। এবং যে সকল ক্ষমতাবানরা আছেন তাদের ঈশ্বর-নিযুক্ত করেন। 2অতএব ; যে কেউ ক্ষমতাবানদের বিরোধিতা করে সে ঈশ্বরের আদেশের বিরোধিতা করে, আর যারা বিরোধিতা করে, তারা নিজেদের উপরে বিচার ডেকে আনবে।3কেননা ক্ষমতাবানরা ভালো কাজের জন্য নয়, কিন্তু খারাপ কাজের জন্য ভয়াবহ। তুমি কি শাসকদের কাছে নির্ভয়ে থাকতে চাও? ভালো কাজ কর তবে তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা পাবে। 4কারণ তোমার ভালো কাজের জন্য তিনি তোমার পক্ষে ঈশ্বরেরই দাস। কিন্তু তুমি যদি খারাপ কাজ কর, তবে ভীত হও, বিনা কারণে তিনি তরোয়াল ধরেন না। কারণ তিনি ঈশ্বরের দাস, যারা খারাপ কাজ করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের হয়ে শাস্তি দেন। 5অতএব; তুমি মান্য কর রাগের ভয়ে নয়, কিন্তু বিবেকের জন্যও ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া দরকার।6কারণ ;এই জন্য তোমরা কর দিয়ে থাক। কেননা ক্ষমতাবানরা হলো ঈশ্বরের দাস, তারা সেই কাজে রত রয়েছেন। 7যার যা পাওনা, তাকে তা দাও। যাকে কর দিতে হয়, কর দাও; যাকে শল্ক দিতে হয়, শুল্ক দাও; যাকে ভয় করতে হয়, ভয় কর; যাকে সমাদর করতে হয়, সমাদর কর।8তোমরা কাহার কিছু নিও না, কেবল একে অন্যকে ভালবাসো। কারণ যে তার প্রতিবেশীকে ভালবাসে, সে সবকিছু ভাবে মশির নিয়ম পালন করেছে। 9কেননা, “ব্যভিচার কর না, নরহত্যা কর না, চুরি কর না, লোভ কর না ," এবং যদি আর কোন আদেশ থাকে, সে সব এই বাক্যে এক কথায় বলা হয়েছে, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।” 10ভালবাসা প্রতিবেশীর খারাপ করে না। অতএব ; ভালবাসাই আইনের পূর্ণতা সাধন করে।11এই কারণে, তোমরা বর্তমান সময় জানো, তোমাদের এখন ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময় হয়েছে। কারণ যখন আমরা বিশ্বাস করেছিলাম, তখন অপেক্ষা এখন মুক্তি আমাদের আরও কাছে। 12রাত প্রায় শেষ এবং দিন হয়ে আসছে প্রায়। অতএব ;আইস আমরা অন্ধকারের সব কাজ ছেড়ে দিই ,এবং আলোর রণসজ্জা পরিধান করি।13আইস আমরা দিনের ভালোর জন্য কাজ করি, রঙ্গরস করে মদ খাওয়া অথবা মাতলামিতে নয়, ব্যভিচার অথবা ভোগবিলাস নয়, ঝগড়া-ঝাঁটি অথবা রাগে নয়। 14কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান কর এবং শরীরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার দিকে মন দিও না।

Chapter 14  
1বিশ্বাসে যে দুর্বল তাকে গ্রহণ কর, আর সেই প্রশ্নগুলোর বিষয় বিচার কর না। 2একদিকে একজন লোকের বিশ্বাস আছে যে ,সে সব কিছু খেতে পারে, কিন্তু অন্য দিকে যে দুর্বল, সে কেবল শাক খায়।3একজন লোককে দেখ , সে সব কিছু খায় সে যেন এমন লোককে তুচ্ছ না করে, যে সব কিছু খায় না এবং সে যেন অন্যের বিচার না করে, যে সব কিছু খায়। কেননা ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। 4তুমি কে, যে অপরের চাকরের বিচার কর? হয়ত নিজ প্রভুরই কাছে সে দাঁড়িয়ে থাকে, নয়ত পড়ে যায়। কিন্তু তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে হবে; কারণ প্রভু তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন।5এক দিক দিয়ে এক লোক এক দিনের চেয়ে অন্য দিনকে বেশি মূল্যবান মনে করে, আর এক দিক দিয়ে একলোক সব দিনকেই সমান মূল্যবান মনে করে। প্রত্যেক লোক নিজ নিজ মনে স্থির থাকুক। 6যে দিনকে মন থেকে মানে, সে প্রভুর জন্যই মেনে চলে, এবং যে খায়, সে প্রভুর জন্যই খায়, কেননা সে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে। এবং যে খায় না, সেও প্রভুর জন্যই খায় না, কিন্তু সেও ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে।7কারণ আমাদের মধ্যে কেউ নিজের জন্য জীবিত থাকে না, এবং কেউ নিজের জন্য মরে না। 8কারণ যদি আমরা বেঁচে থাকি, আমরা প্রভুরই জন্য বেঁচে থাকি; এবং যদি আমরা মরি, তবে প্রভুরই জন্য মরি। অতএব; আমরা জীবিত থাকি বা মরি, আমরা প্রভুরই। 9কারণ এই জন্য খ্রীষ্ট মরলেন এবং আবার বেঁচে উঠিলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন।10কিন্তু কেন তুমি তোমার ভাইয়ের বিচার কর? এবং কেন তুমি তোমার ভাইকে ঘৃণা কর? কেননা আমরা সকলেই ঈশ্বরের বিচারের আসনের সামনে দাঁড়া্ইব। 11কেননা লেখা আছে, “প্রভু বলছেন, "যেমন আমি জীবিত আছি, "আমার কাছে সকলেই হাঁটু পাতবে এবং প্রত্যেকটি জিভ ঈশ্বরের প্রশংসা করবে।”12সুতরাং; আমাদের প্রত্যেক জনকে ঈশ্বরের কাছে নিজেদের হিসাব দিতে হবে। 13অতএব, অইস আমরা যেন আর একে অন্যের বিচার না করি, কিন্তু এর পরির্বতে এই ঠিক করি, যেন যা দেখে তার ভাই মনে বাধা পেতে পারে অথবা বিপদে না পড়িতে হয়।14আমি জানি এবং প্রভু যীশুতে ভালোভাবে বুঝেছি যে ,কোনো জিনিসই অপবিত্র নয়, কিন্তু যে অপবিত্র মনে করে তার কাছে সেটা অপবিত্র। 15কোন খাবারের জন্য যদি তোমার ভাই দুঃখ পায়, তবে তুমি আর ভালবাসার নিয়মে চলিতেছ না। যার জন্য খ্রীষ্ট মরিলেন, তোমার খাবার দ্বারা তাকে নষ্ট করো না।16সুতরাং; তোমাদের যা ভাল কাজ তা এমন ভাবে করো না ,যা দেখে লোক উপহাস করে। 17কেননা ঈশ্বরের রাজ্যে খাওয়া এবং পান করাই সব কিছু নয়, কিন্তু ধার্মিকতা, শান্তি এবং পবিত্র আত্মাতে আনন্দই সব।18কারণ যে এইভাবে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য এবং লোকেদের কাছেও ভালো। 19অতএব ; যা করলে শান্তি হয় এবং যার দ্বারা একে অন্যকে গড়ে তুলতে পারি, আইস আমরা সেই সব করার চেষ্টা করি।20খাবারের জন্য ঈশ্বরের কাজকে বিফল হতে দিও না। সব জিনিসই শুচি, কিন্তু কেউ যদি কিছু খায়, এবং অন্য লোকের বাধা সৃষ্টি হয়, তার জন্য তা খারাপ। 21মাংস খাওয়া, মদ পান করা, অন্য কোনো কিছু খাওয়া ঠিক নয় যাতে তোমার ভাই অখুশি হয়।22তোমার যে বিশ্বাস আছে তা তোমার এবং ঈশ্বরের সামনেই রাখ। ধন্য সেই লোক, যে যা গ্রহণ করে তাতে সে নিজের বিচার করেন। 23যদি সে খেয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে তবে সে দোষী, কেননা ইহা বিশ্বাসে করে নি, এবং যাহা বিশ্বাস থেকে নয় তাহাই পাপ।

Chapter 15  
1এখন আমরা যারা বলবান আমাদের উচিত দুর্বলদের দুর্বলতা বহন করা, আর নিজেদেরকে খুশি না করা। 2আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ প্রতিবেশীর ভালোর জন্য ,তাদের গড়ে তোলার জন্য, খুশি করার জন্য ভালো কিছু কাজ করা।3কেননা খ্রীষ্টও নিজেকে খুশি করিলেন না; কিন্তু ইহা ঠিক যেমন লেখা আছে, “যারা তোমাকে অপমান করে, তাদের অপমান আমার উপরে পড়িল।” 4কেননা পবিত্র বাক্য আগে যা লেখা হয়েছিল, তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই, যাতে সেই বাক্য থেকে আমরা ধৈর্য্য এবং উৎসাহ পেয়ে আমরা আশা পাই।5এখন ধৈর্য্যের ও সান্ত্বনার ঈশ্বর তোমাদের এমন মন দিউন যাতে তোমরা খ্রীষ্ট যীশুর মত একে অন্যের সঙ্গে একমন হও ; 6যেন তোমরা মনে ও মুখে এক হয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ও ঈশ্বর পিতার গৌরব কর। 7অতএব; তোমরা একে অন্যকে গ্রহণ কর, যেমন খ্রীষ্ট তোমাদেরকেও গ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।8কেননা আমি বলি যে, ঈশ্বরের কথা যে সত্যি তা প্রমাণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ত্বকছেদকারীদের দাস হয়েছিলেন, যেন তিনি পিতৃপুরুষদের দেওয়া প্রতিজ্ঞাগুলি ঠিক করেন, 9এবং অযিহূদীয়রা যেন ঈশ্বরের দয়ার জন্যই তাঁর গৌরব করে। এটি যেমন লেখা আছে, “এই জন্য আমি অন্য জাতি সকলের মধ্যে তোমার গৌরব করিব এবং তোমার নামে প্রশংসা গান করিব।”10আবার তিনি বলেন, “আনন্দ কর অযিহূদীগণ তাঁর লোকদের সাথে।” 11আবার, “তোমরা সব অযিহূদীরা প্রভুর প্রশংসা কর, সকল লোকেরা তাহার প্রশংসা করুক।”12আবার যিশাইয় বলেন, “যিশয়ের শিকড় থাকবে এবং অযিহূদীদের উপর শাসন করতে একজন উঠিবেন, তাহাঁর উপরে অযিহূদীগণ আশা রাখিবে।”13আশা দান কারী ঈশ্বর তোমাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে আনন্দে ,এবং শান্তিতে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, যেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমাদের মনের আশা উপচিয়া পড়ে। উপসংহার14আমার ভাইয়েরা, আমি তোমাদের বিষয়ে একথা বিশ্বাস করি যে, তোমাদের মন ভালো ইচ্ছায় পূর্ণ, সব রকম জ্ঞানে পূর্ণ, একে অন্যকে জেগে দিতেও উৎসাহী।15কিন্তু কয়েকটি বিষয় তোমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য আমি সাহস করে লিখলাম, কেননা ঈশ্বরের দ্বারা আমাকে এই দান দেওয়া হইয়াছে | 16আমাকে যেন অযিহূদীয়দের কাছে খ্রীষ্ট যীশুর দাস করে পাঠিয়েছে, ঈশ্বরের সুসমাচারের যাজকদের কাজ করি, যেন অযিহূদীয়রা পবিত্র আত্মাতে পবিত্র হয়ে উপহার হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়।17ঈশ্বর সর্ম্পকীয় বিষয়ে খ্রীষ্ট যীশুতে আমার গর্ব করবার অধিকার আছে। 18আমি কোন বিষয়ে কথা বলতে সাহস করব না , যা খ্রীষ্ট আমার মধ্য দিয়ে করেননি ,যেন অযিহূদীয়রা সেই সকল পালন করে। 19তিনি বাক্যে ও কাজে নানা চিহ্নের শক্তিতে ও অবাক লক্ষণে, পবিত্র আত্মার শক্তিতে, এইভাবে কাজ করেছেন যে, যিরূশালেম থেকে ইল্লুরিকা দেশ পর্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করেছি।20এবং আমার লক্ষ্য হচ্ছে সুসমাচার প্রচার করা, খ্রীষ্টের নাম যে জায়গায় কখনও বলা হয়নি , সেখানে অন্য লোকের তৈরী ভিতের উপরে আমাকে যেন গড়ে তুলতে না হয়। 21ইহা যেমন লেখা আছে; "যাদের কাছে তাঁর বিষয় বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে এবং যারা শোনে নি, তারা বুঝতে পারবে।”22এই কারণের জন্য আমি তোমাদের কাছে অনেকবার আসতে চেয়েও বাধা পেয়েছি। 23কিন্তু ;এখন এই সব এলাকায় আমার আর কোনো জায়গা নাই, এবং অনেক বছর ধরে তোমাদের কাছে আসার জন্য আশা করছি।24যখন আমি স্পেনে যাব আমি আশাকরি যে, যাবার সময়ে তোমাদের দেখব, এবং তোমরা আমাকে এগিয়ে দেবে, পরে আমি তোমাদের সাথে কিছুটা সময় কাটিয়ে আনন্দ করব। 25কিন্তু ;এখন আমি পবিত্র জনের সেবা করতে যিরূশালেমে যাচ্ছি।26কারণ যিরূশালেমের পবিত্রদের মধ্যে যারা গরিব, তাদের জন্য মাকিদনিয়া ও আখায়া দেশীয়রা আনন্দিত হয়ে কিছু সহভাগীতা মূলক দান সংগ্রহ করেছে। 27হ্যাঁ, আনন্দ সহকারে তারা এই কাজ করেছিল সম্ভবত, তারা তাহাদের কাছে ঋণী আছে। কারণ; যখন অযিহূদীয়রা আত্মিক বিষয়ে তাদের সহভাগী হয়েছে, তখন ওরাও পারিবারীক দিক থেকে জিনিস দিয়ে সেবা করিবার জন্য ঋণী ছিল।28সুতরাং, যখন সেই কাজ শেষ করেছি ,এবং ছাপ দিয়ে সেই ফল তাদের দেবার পর আমি তোমাদের কাছ থেকে স্পেন দেশে যাব। 29আমি জানি যে, যখন তোমাদের কাছে আসব, তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ তার আশীর্বাদ নিয়ে আসব।30ভাইয়েরা, এখন আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের এবং আত্মার ভালবাসায় তোমরা একসাথে আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। 31আমি যেন যিহূদীয়ার অবাধ্য লোকদের থেকে রক্ষা পাই , এবং যিরূশালেমের কাছে আমার যে সেবা তা যেন পবিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়| 32ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমি যেন তোমাদের কাছে গিয়ে আনন্দে তোমাদের সাথে প্রাণ জুড়াতে পারি।33শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সাথে থাকুন। আমেন।

Chapter 16  
1আমাদের বোন, কিংক্রিয়া শহরের মণ্ডলীর পরিচারিকা, ফৈবীর জন্য আমি তোমাদের কাছে আদেশ করছি, 2যেন তোমরা তাঁকে প্রভুতে গ্রহণ কর, পবিত্রগণের যথাযোগ্য ভাবে গ্রহণ কর ,এবং যে কোন বিষয়ে তোমাদের হইতে তাহার উপকারের প্রয়োজন হতে পারে, তাই কর, কেননা ; তিনিও অনেকের এবং আমার নিজেরও উপকারিণী হয়েছেন। ভাই ভগিনীদের প্রতি মঙ্গলবাদ |3খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকারী প্রিষ্কা এবং আক্কিলাকে শুভেচ্ছা জানাও | 4তাঁরা আমার জীবনবাচাবার জন্য নিজেদের জীবন দিয়েছিলেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ দিই ; এবং কেবল আমি নই, কিন্তু অযিহূদীয়দের সব মণ্ডলীও। 5তাঁদের বাড়ির মণ্ডলীকেও শুভেচ্ছা জানাও। আমার প্রিয় ইপেনিত, যিনি খ্রীষ্টের জন্য এশিয়া দেশের প্রথম ফল হিসেবে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাও।6শুভেচ্ছা মরিয়মকে, যিনি তোমাদের জন্য কঠিন কাজ করেছেন। 7আমার বংশ ও আমার কারাবন্দি আন্দ্রনীক ও যুনিয়কে শুভেচ্ছা জানাও ; তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে সুপরিচিত ও আমার আগে খ্রীষ্টের আশ্রিত হন। 8প্রভুতে আমার প্রিয় যে আমপ্লিয়াত, তাহাকেও শুভেচ্ছা জানাও।9খ্রীষ্টে আমাদের সহকারী উর্ব্বাণকে এবং আমার প্রিয় স্তাখুকে শুভেচ্ছা জানাও; 10খ্রীষ্টে পরীক্ষাসিদ্ধ আপিল্লিকে শুভেচ্ছা জানাও ,.আরিষ্টাবুলের পরিজনদের শুভেচ্ছা জানাও, 11আমাদের নিজের জাতের লোক হেরোদিয়োনকে শুভেচ্ছা জানাও। নার্কিসের পরিজনবর্গের মধ্যে যাহারা প্রভুতে আছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাও।12ত্রুফেনা ও ত্রুফোষা, যাঁরা প্রভুতে পরিশ্রম করেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানাও। প্রিয় পর্ষী, যিনি প্রভুতে অনেক পরিশ্রম করেছেন, তাকে শুভেচ্ছা জানাও; 13প্রভুতে মনোনীত রূফকে, আর তাঁর মাতাকে যিনি আমারও মাতা তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাও; 14হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা এবং ভাইদেরকে শুভেচ্ছা জানাও।15ফিললগ ও যুলিয়া, নীরিয় ও তাঁর বোন, এবং ওলুম্প এবং তাঁদের সাথে সব পবিত্র লোককে শুভেচ্ছা জানাও; 16তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাও। খ্রীষ্টের সকল মণ্ডলী তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।17ভাইয়েরা, এখন আমি তোমাদের কাছে উৎসাহ করছি, তোমরা যে শিক্ষা পেয়েছ, তার বিপরীতে যারা দলাদলি ও বাধা দেয়, তাদের চিনে রাখ , ও তাদের থেকে দূরে থাক। 18কেননা; এই রকম লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের ধন্যবাদের দাস হয় না , কিন্তু তার নিজের পেটের সেবা করে। মধুর কথা এবং আত্মতৃপ্তির কথা দিয়ে সরল লোকদের মন ভোলায়।19কেননা তোমাদের বাধ্যতার উদাহরণের কথা সব লোকের কাছে পৌচ্ছাছে। সুতরাং; তোমাদের জন্য আমি আনন্দ করছি, কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা ভালো বিষয়ে জ্ঞানী ও খারাপ বিষয়ে অমায়িক হও। 20আর শান্তির ঈশ্বর তাড়াতাড়ি শয়তানকে তোমাদের পায়ের তলায় দলিত করিবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সাথে থাকুক।21আমার সাথে কাজ করে তীমথিয় তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে ; এবং আমারা এ স্বজাতীয় লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 22আমি তর্ত্তিয় এই পত্র খানা লিখছি; প্রভুতে তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।23- 24আমার এবং সব মণ্ডলীর অতিথি সেবাকারী গায় ( গায় একটি নাম) তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। এই নগরের হিসাব রক্ষক ইরাস্ত এবং ভাই কার্ত্ত তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।25যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে; আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি। 26অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো ভাববাদীদের বাণীর মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে।27একমাত্র জ্ঞানী ঈশ্বরের, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, চিরকাল মহিমা হোক। আমেন।

## 1 Corinthians

Chapter 1  
1পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত হওয়ার জন্য যাকে ডাকা হয়েছে এবং ভাই সোস্থিনি- 2করিন্থ শহরে অবস্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীকে, খ্রীষ্ট যীশু যাদের পবিত্র করেছেন ও যাদের পবিত্র হওয়ার জন্য ডেকেছেন তাঁদের এবং যারা সমস্ত জায়গায় আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাঁদের সবাইকে এই চিঠি লিখছি; তিনি তাঁদের এবং আমাদের প্রভু। 3আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন।4ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে সবসময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছি; 5কারণ তাঁর দ্বারা তোমরা সব বিষয়ে, সমস্ত কথাবার্তায় ও সমস্ত জ্ঞানে ধনবান (সমৃদ্ধ) হয়েছ । 6তিনি তোমাদের সমস্ত জ্ঞানে ধনবান করেছে, এইভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে সুনিশ্চিত (দৃঢ়) করা হয়েছে।7এই জন্য তোমরা কোন আত্মিক দানে পিছিয়ে পড়নি; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা করছ; 8আর তিনি তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত স্থির রাখবেন এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে যেন নির্দোষ থাক। 9ঈশ্বর বিশ্বস্ত, যাঁর মাধ্যমে তোমরা তাঁর পুত্র, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সহভাগীতার জন্য ডাকা হয়েছে।10কিন্তু হে ভাই এবং বোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করে বলি, তোমরা সবাই একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে বিবাদ না হোক, কিন্তু যেন তোমাদের এক মন হয় ও বিচারে একমত হও। 11কারণ, হে আমার ভাইয়েরা, আমি ক্লোয়ীর পরিবারের লোকেদের কাছ থেকে তোমাদের বিষয়ে খবর পেয়েছি যে, তোমাদের মধ্যে বিবাদ (দলাদলি) আছে।12আমি এই কথা বলছি যে, তোমরা সবাই বলে থাক, "আমি পৌলের," আর আমি "আপল্লোর," আর আমি "কৈফার," আর আমি "খ্রীষ্টের।" 13খ্রীষ্ট কি ভাগ হয়েছেন? পৌল কি তোমাদের জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছে? অথবা তোমরা কি পৌলের নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছ?14ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি যে, আমি তোমাদের মধ্যে ক্রীষ্প ও গায়কে (গায়ুশ) ছাড়া আর কাউকেই বাপ্তিষ্ম দিই নি, 15যেন কেউ না বলে যে, তোমরা আমার নামে বাপ্তিষ্ম নিয়েছ। 16আর স্তিফানের পরিবারের লোকদের বাপ্তিষ্ম দিয়েছি, আর কাউকে যে বাপ্তিষ্ম দিয়েছি, তা জানি না।17কারণ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তিষ্ম দেওয়ার জন্য পাঠান নি, কিন্তু সুসমাচার প্রচার করার জন্য; তা জ্ঞানের বাক্য নয়, যেন খ্রীষ্টের ক্রুশিয় মৃত্যু বিফলে না যায়।18কারণ সেই খ্রীষ্টের ক্রুশের কথা, যারা ধ্বংস হচ্ছে, তাদের কাছে মূর্খতা, কিন্তু পরিত্রাণ পাচ্ছি যে আমরা আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের মহা শক্তি। 19কারণ লেখা আছে, "আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ব্যর্থ করব।"20জ্ঞানীলোক কোথায়? ব্যবস্থার শিক্ষকরা কোথায়? এই যুগের যুক্তিবাদীরা (যারা তর্ক করে) কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেননি? 21কারণ, ঈশ্বরের জ্ঞানে যখন জগত তার নিজের জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরকে জানতে পারে নি, তখন প্রচারের মূর্খতার মাধ্যমে বিশ্বাসকারীদের পাপ থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বরের সুবাসনা হল।22কারণ ইহূদিরা আশ্চর্য্য চিহ্ন চায় এবং গ্রীকেরা জ্ঞানের খোঁজ করে; 23কিন্তু আমারা ক্রুশে হত খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি ইহূদিদের কাছে বাধার মতো ও অইহূদিদের (গ্রীকদের) কাছে মূর্খতার মতো,24কিন্তু ইহূদি ও গ্রীক, যাদের ডাকা হয়েছে তাদের সবার কাছে খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই মহাশক্তি ও ঈশ্বরেরই জ্ঞান। 25কারণ ঈশ্বরের যে মূর্খতা, তা মানুষের জ্ঞানের থেকে বেশি জ্ঞানী এবং ঈশ্বরের যে দুর্বলতা, তা মানুষের শক্তির থেকে বেশি শক্তিশালী।26কারণ, হে ভাই এবং বোনেরা, তোমাদের আহ্বান দেখ, যেহেতু মাংসের অনুসারে জ্ঞানী অনেক নেই, ক্ষমতাশালী অনেক নেই, উচ্চপদস্থও অনেক নেই; 27কিন্তু ঈশ্বর জগতের সমস্ত মূর্খ বিষয়কে বেছে নিলেন, যেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেন এবং ঈশ্বর জগতের সমস্ত দুর্বল বিষয় মনোনীত করলেন, যেন শক্তিশালী বিষয়গুলিকে লজ্জা দেন।28এবং জগতের যা যা নীচ ও যা যা তুচ্ছ, যা যা কিছুই নয়, সেই সমস্ত ঈশ্বর মনোনীত করলেন, যেন, যা যা আছে, সে সমস্ত কিছুকে মূল্যহীন করেন; 29যেন কোন মনুষ্য ঈশ্বরের সামনে অহঙ্কার প্রকাশ করতে না পারে।30কারণ ঈশ্বরের জন্যই তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি ঈশ্বরের থেকে আমাদের জন্য জ্ঞান, ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং প্রাণের মুক্তিদাতা হয়েছেন, 31যেমন লেখা আছে, "যে ব্যক্তি গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।"

Chapter 2

1আর হে ভাইয়েরা, আমি যখন তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে কিম্বা জ্ঞানের গুরুত্ব অনুযায়ী তোমাদেরকে যে ঈশ্বরের গভীর বিষয় প্রচার করতে উপস্থিত হয়েছিলাম, তা নয়। 2কারণ আমি মনে ঠিক করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে থেকে আর কিছুই জানব না, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টকে এবং তাঁকে ক্রুশে হত বলেই, জানব।3আর আমি তোমাদের কাছে দুর্বলতা, ভয় ও ভয়ে ভীত ছিলাম, 4আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার তোমাদের প্রলোভিত করার জন্য তা জ্ঞানের বাক্য ছিল না, বরং তাঁরা পবিত্র আত্মার মহাশক্তির প্রমাণ ছিল, 5যেন তোমাদের বিশ্বাস মানুষের জ্ঞানে না হয়, কিন্তু যেন ঈশ্বরের ক্ষমতায় হয়।6তবুও আমরা আত্মিক পরিপূর্ণ ব্যাক্তিদের মধ্যে জ্ঞানের কথা বলছি, কিন্তু সেই জ্ঞান এই যুগের নয় বা এই যুগের শাসনকর্তাদের নয়, তারা তো মূল্যহীন হয়ে পড়ছেন। 7কিন্তু আমরা গোপন উদ্দেশ্যে রূপে অর্থাৎ ঈশ্বরের সেই জ্ঞানের কথা বলছি, সেই গোপন জ্ঞান, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য জগত আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন।8এই যুগের তত্ত্বাবধায়কদের মধ্যে কেউ তা জানেন নি; কারণ যদি জানতেন, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না। 9কিন্তু যেমন লেখা আছে, "চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনে নি এবং যা মানুষ কখনো হৃদয়ে চিন্তাও করে নি, যা ঈশ্বর, যারা তাঁকে প্রেম করে, তাদের জন্য তৈরী করেছেন।”10কারণ আমাদের কাছে ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে তা প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সমস্ত কিছুই খোঁজ করেন, এমনকি ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলিও খোঁজ করেন। 11কারণ মানুষের বিষয়গুলি মানুষদের মধ্যে কে জানে? একমাত্র মানুষের অন্তরের আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেউ জানে না, একমাত্র ঈশ্বরের আত্মা জানেন।12কিন্তু আমরা জগতের মন্দ আত্মাকে পাইনি, কিন্তু সেই আত্মাকে পেয়েছি যা ঈশ্বরের, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহের সঙ্গে আমাদেরকে যা যা দান করেছেন, তা জানতে পারি। 13আমরা সেই সমস্ত বিষয়েরই কথা, যা মানুষের শিক্ষা অনুযায়ী জ্ঞানের কথা দিয়ে নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষা অনুযায়ী কথা বলছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সঙ্গে যোগ করছি।14কিন্তু জাগতিক ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করেন না, কারণ তার কাছে সে সব মূর্খতা; আর সে সব সে জানতে পারে না, কারণ তা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়। 15কিন্তু যে আত্মিক, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার করে; কিন্তু অন্য কারুর দ্বারা সে বিচারিত হয় না। 16কারণ "কে প্রভুর মন জেনেছে যে, তাঁকে নির্দেশনা দিতে পারে?” কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

Chapter 3  
1আর, হে ভাইয়েরা, আমি তোমাদেরকে আত্মিক লোকদের মতো কথা বলতে পারি নি, কিন্তু মাংসিক লোকদের মতো, খ্রীষ্টের বিষয় শিশুদের মতো কথা বলেছি। 2আমি তোমাদের দুধ পান করিয়েছিলাম, শক্ত খাবার খেতে দিই নি, এমনকি এখনও তোমাদের শক্ত খাবার খাওয়ার শক্তি নেই;3কারণ এখনও তোমরা মাংসিক ই আছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে হিংসা এবং ঝগড়া আছে, তখন তোমরা কি মাংসিক না এবং মানুষের রীতি মেনে কি চলছ না? 4কারণ যখন তোমাদের একজন বলে, "আমি পৌলের," আর একজন, "আমি আপল্লোর," তখন তোমরা কি সাধারণ (জাগতিক) মানুষের মতো বল না? 5ভাল, কে আপল্লো? আর কে পৌল? তারা তো দাস মাত্র, যাদের মাধ্যমে তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক এক জনকে প্রভু যেমন দিয়েছেন।6আমি রোপণ করলাম, আপল্লো জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বর বৃদ্ধি দিতে থাকলেন। 7অতএব যে রোপণ করে সে কিছুই নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, বৃদ্ধিদাতা ঈশ্বরই সব কিছু।8আর যে রোপণ করে ও যে জল দেয় দুজনেই এক এবং যে যেমন পরিশ্রম করে, সে তেমন নিজের বেতন পাবে। 9কারণ আমরা ঈশ্বরেরই সহকর্মী; তোমরা ঈশ্বরেরই জমি, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।10ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী আমি জ্ঞানী গাঁথকের মতো ভিত্তিমূল স্থাপন করেছি; আর তার উপরে অন্যজনও গাঁথছে; কিন্তু প্রত্যেকজন দেখুক, কেমন ভাবে সে তার উপরে গাঁথে। 11কারণ কেবল যা স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তিমূল কেউ স্থাপন করতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।12কিন্তু এই ভিত্তিমূলের উপরে সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথর, কাঠ, খড়, ঘাস দিয়ে যদি কেউ গাঁথে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ প্রকাশিত হবে। 13কারণ সেই দিনই তা প্রকাশ করবে, কারণ সেই দিনের প্রকাশ আগুনেই হবে; আর প্রত্যেকের কাজ যে কি রকম, সেই আগুনই তার পরীক্ষা করবে;14যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি থাকে, তবে সে বেতন পাবে। 15যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, কিন্তু সে নিজে উদ্ধার পাবে। এমন ভাবে পাবে, যেন সে আগুনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসেছে।16তোমরা কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? 17যদি কেউ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই পবিত্র মন্দির তোমরাই।18কেউ নিজেকে না ঠকাক। তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে এই যুগে জ্ঞানী বলে মনে করে, তবে সে জ্ঞানী হবার জন্য মূর্খ হোক। 19যেহেতু এই জগতের যে জ্ঞান, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা। কারণ লেখা আছে, "তিনি জ্ঞানীদেরকে তাদের ছলচাতুরিতে (বুদ্ধিতে) ধরেন।" 20আবার, "প্রভু জ্ঞানীদের তর্ক বিতর্ক জানেন যে, সে সব কিছুই তুচ্ছ।"21তাই কেউ যেন মানুষকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ না করে। কারণ সব কিছুই তোমাদের; 22পৌল, কি আপল্লো, কি কৈফা, কি জগত, কি জীবন, কি মরণ, কি বর্তমানের বিষয়, কি ভবিষ্যৎ বিষয়, সবই তোমাদের; 23আর তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

Chapter 4

1তোমরা লোকেরা আমাদেরকে এমন মনে কর যে, আমরা খ্রীষ্টের কর্মচারী ও ঈশ্বরের গোপন বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক যার উপর দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়েছে। 2আর এই জায়গায় কর্মচারীদের এমন গুণ চাই, যেন তাদেরকে বিশ্বস্ত দেখতে পাওয়া যায়।3কিন্তু তোমাদের মাধ্যমে অথবা কোনো মানুষের বিচার সভায় যে আমার বিচার হয়, তা আমার কাছে খুবই সাধারণ বিষয়; এমনকি, আমি আমার নিজেরও বিচার করি না। 4কারণ আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তবুও আমি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হই না; কিন্তু যিনি আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু।5অতএব তোমরা সময়ের আগে, যে পর্যন্ত প্রভু না আসেন, সেই পর্যন্ত কোন বিচার করো না; তিনিই অন্ধকারের সমস্ত গোপন বিষয় আলোতে নিয়ে আসবেন এবং হৃদয়ের সমস্ত গোপন বিষয়ও জানাবেন এবং সেই সময় প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছে নিজের নিজের প্রশংসা পাবে।6হে ভাইয়েরা ও বোনেরা , আমি আমার নিজের ও আপল্লোর উদাহরণ দিয়ে তোমাদের জন্য এই সব কথা বললাম; যেন আমাদের কাছ থেকে তোমরা এই শিক্ষা পাও যে, যা লেখা আছে, তা অতিক্রম করতে নেই, তোমরা কেউ যেন একজন অন্য জনের বিপক্ষে মনে অহঙ্কার না কর। 7কারণ কে তোমাদের মধ্য দলাদলি সৃষ্টি করেছে? আর এমনকি আছে যা তোমরা বিনামূল্যে পাও নি, এমনই বা তোমার কি আছে? আর যখন পেয়েছ; আর যা পাও নি, এমন মনে করে কেন অহঙ্কার করছ?8তোমরা এখন পূর্ণ হয়েছ! এখন ধনী হয়েছ! আমাদের ছাড়া রাজত্ব পেয়েছ! আর রাজত্ব পেলে ভালই হত, তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজত্ব পেতাম। 9কারণ আমার মনে হয়, প্রেরিতরা যে আমরা, ঈশ্বর আমাদেরকে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত লোকেদের মতো মিছিলের শেষের সারিতে দেখানোর জন্য রেখেছেন; কারণ আমরা জগতেরও দূতদের ও মানুষের কৌতুহলের বিষয় হয়েছি।10আমরা খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা শক্তিশালী; তোমরা সম্মানিত, কিন্তু আমরা অসম্মানিত। 11এখনকার এই সময় পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় জীবন যাপন করছি, আর খুবই খারাপভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে এবং আমরা আশ্রয় বিহীন;12আর আমরা নিজেদের হাতে খুবই কঠিন পরিশ্রম করছি, অপমানিত হয়েও আশীর্বাদ করছি এবং অত্যাচার সহ্য করছি, 13নিন্দার পত্র হলেও অনুরোধ করছি; আজ পর্যন্ত আমরা যিহুদীরা যেন জগতের আবর্জনা, যেন সকল বস্তুর জঞ্জাল হয়ে আছি।14আমি তোমাদেরকে লজ্জা দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমার প্রিয় সন্তান মনে করে তোমাদেরকে চেতনা দেওয়ার জন্য এই সব লিখছি। 15কারণ যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার শিক্ষক থাকে তবুও তোমাদের বাবা অনেক নয়; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচারের মাধ্যমে আমিই তোমাদেরকে জন্ম দিয়েছি। 16অতএব তোমাদেরকে অনুরোধ করি, তোমরা আমার মতো হও।17এই জন্য আমি তীমথিয়কে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি; তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদেরকে খ্রীষ্ট যীশুর বিষয়ে আমার সমস্ত শিক্ষা মনে করাবেন, যা আমি সব জায়গায় সব মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়ে থাকি। 18আমি তোমাদের কাছে আসব না জেনে কেউ কেউ গর্বিত হয়ে উঠেছে।19কিন্তু প্রভু যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমি খুব তাড়াতাড়িই তোমাদের কাছে যাব এবং যারা গর্বিত হয়ে উঠেছে, তাদের কথা নয়, কিন্তু তাদের ক্ষমতা জানব। 20কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কথায় নয়, কিন্তু শক্তিতে। 21তোমাদের ইচ্ছা কি? আমি কি লাঠি নিয়ে তোমাদের কাছে যাব? না ভালবাসা ও নম্রতার আত্মায় যাব?

Chapter 5  
1বাস্তবিক শোনা যাচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে ব্যভিচার আছে, আর এমন ব্যভিচার, যা অযিহুদীদের মধ্যে নেই, এমনকি, তোমাদের মধ্যে একজন তার বাবার স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক রেখেছে। 2আর তোমরা গর্ব করছ! বরং দুঃখ কর নি কেন, যেন এমন কাজ যে ব্যক্তি করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়?3আমি, দেহে অনুপস্থিত হলেও আত্মাতে উপস্থিত হয়ে, যে ব্যক্তি এই কাজ করেছে, তা উপস্থিত ব্যক্তির মতো তার বিচার করেছি; 4আমাদের প্রভু যীশুর নামে শক্তিতে তোমরা এবং আমার আত্মা এক জায়গায় সমবেত হলে, 5আমাদের প্রভু যীশুর শক্তিতে সেই ব্যক্তির দেহের ধ্বংসের জন্য শয়তানের হাতে সমর্পণ করতে হবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে আত্মা উদ্ধার পায়।6তোমাদের অহঙ্কার করা ভাল নয়। তোমরা কি জান না যে, অল্প খামির ময়দার সমস্ত তালকে খামিরে পূর্ণ করে ফেলে। 7পুরনো খামি বের করে নিজেদের শুচি কর; যেন তোমরা নতুন তাল হতে পার তোমরা তো খামি বিহীন। কারণ আমাদের নিস্তারপর্ব্বের মেষশাবক বলি হয়েছেন, তিনি খ্রীষ্ট। 8অতএব এসো, আমরা পুরনো খামির দিয়ে নয়, হিংসা ও মন্দতার খামির দিয়ে নয়, কিন্তু সরলতার ও সত্য খামির বিহীন রুটি দিয়ে পর্বটি পালন করি।9আমি আমার চিঠিতে তোমাদেরকে লিখেছিলাম যে, ব্যভিচারীদের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে; 10এই জগতের ব্যভিচারী, কি লোভী, কি (পরধনগ্রাহী) যে জোর করে পরের সম্পত্তি গ্রহণ করে, কি প্রতিমা পূজারীদের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রাখবেনা, তা নয়, কারণ তা করতে হলে তোমাদেরকে পৃথিবীর বাইরে যেতে হবে।11কিন্তু এখন তোমাদেরকে লিখছি যে, কোন ব্যক্তি বিশ্বাসী ভাই হয়ে যদি, ব্যভিচারী, কি লোভী, কি প্রতিমা পূজারী, কি কটুভাষী, কি মাতাল, কি কি (অত্যাচারী) যে জোর করে পরের সম্পত্তি গ্রহণ করে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নেই, এমন ব্যক্তির সঙ্গে খাবারও খেতে নেই। 12কারণ বাইরের লোকদের বিচারে আমার কি লাভ? মণ্ডলীর ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না? 13কিন্তু বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বর করবেন। তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে সেই মন্দ ব্যক্তিকে বের করে দাও।

Chapter 6  
1তোমাদের মধ্য কি কারও সাহস আছে যে, আর এক জনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার বিচার পবিত্র ভাইদের কাছে নিয়ে না গিয়ে অধার্মিক নেতাদের কাছে নিয়ে যায়? 2অথবা তোমরা কি জান না যে, ঈশ্বরের পবিত্র লোকেরা জগতের বিচার করবেন? আর জগতের বিচার যদি তোমরা কর, তবে তোমরা কি সামান্য বিষয়ের বিচার করতে যোগ্য নও? 3তোমরা কি জান না যে, আমরা স্বর্গ দূতদের বিচার করব? তাহলে এই জীবনের বিষয়গুলো তো সামান্য বিষয়।4অতএব তোমরা যদি দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার কর, তবে মণ্ডলীতে যারা কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়, তাদেরকেই কেন বিচারে বসাও? 5আমি তোমাদের লজ্জার জন্য এই কথা বলছি। এটা কেমন? তোমাদের মধ্যে কি এমন জ্ঞানী একজনও নেই যে, ভাইয়েদের মধ্য ঝগড়া হলে তার বিচার করতে পারে? 6কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে ভাই বিচার স্থানে ঝগড়া করে, তা আবার অবিশ্বাসীদের (জগতের লোকদের) কাছে।7তোমরা যে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিচার চাও, এতে বরং তোমাদেরই বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন? বরং বঞ্চিত হও না কেন? 8কিন্তু তোমরাই অন্যায় করছ, ঠকাচ্ছ, আর তা ভাইয়েদের সঙ্গেই করছ।9অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না? নিজেদের ঠকিও না; যারা ব্যভিচারী, যারা প্রতিমা পূজারী, কি পুরুষ বেশ্যা, কি সমকামী, 10কি চোর, কি লোভী, কি মাতাল, কি কটুভাষী, কি ঠক, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না। 11আর তোমরা কেউ কেউ সেই প্রকারের লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় নিজেদেরকে পরিষ্কার করেছ, পবিত্র্র হয়েছ, নির্দোষ বলে গণ্য হয়েছ।12সব কিছু করা আমার কাছে আইন সম্মত, কিন্তু সব কিছুই যে ভালোর জন্য তা নয়; সব কিছুই আমার জন্য আইন বিধেয়, কিন্তু আমি তাদের কোনো ক্ষমতার অধীন হব না। 13খাবার পেটের জন্য এবং পেট খাবারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বর এই সবকিছুরই শেষ করবেন। দেহ ব্যাভিচারের জন্য নয়, কিন্তু প্রভুর জন্য এবং প্রভু দেহের জন্য।14আর ঈশ্বর নিজের শক্তিতে প্রভুকে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন, আমাদেরকেও জীবিত করবেন। 15তোমরা কি জান না যে, তোমাদের শরীর খ্রীষ্টের দেহ? তবে কি আমি খ্রীষ্টের দেহ নিয়ে গিয়ে বেশ্যার দেহ করব? তা দূরে থাকুক।16অথবা তোমরা কি জান না, যে ব্যক্তি বেশ্যাতে সংযুক্ত হয়, সে তার সঙ্গে এক দেহ হয়? কারণ তিনি বলেন, "সে দুই জন এক দেহ হবে।" 17কিন্তু যে ব্যক্তি প্রভুতে যুক্ত হয়, সে তাঁর সঙ্গে এক আত্মা হয়।18তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাক। মানুষ অন্য যে কোন পাপ করে, তা তার দেহের বাইরে; কিন্তু যে ব্যভিচার করে, সে তার দেহের বিরুদ্ধে পাপ করে।19অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ? 20আর তোমরা নিজের না, কারণ মূল্য দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের মহিমা কর।

Chapter 7  
1আবার তোমরা যে সব বিষয়ের কথা আমাকে লিখেছ, তার বিষয়; কোন মহিলাকে স্পর্শ না করা পুরুষের ভাল; 2কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের স্ত্রী থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।3স্বামী স্ত্রীকে তার প্রাপ্য দিক; আর তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে দিক। 4নিজের দেহের উপরে স্ত্রীর অধিকার নেই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর তেমনি নিজের দেহের উপরে স্বামীরও অধিকার নেই, কিন্তু স্ত্রীর আছে।5তোমরা একজন অন্যকে বঞ্চিত করো না; শুধু প্রার্থনার জন্য দুজনে একপরামর্শ হয়ে কিছুদিনের জন্য আলাদা থাকতে পার; পরে আবার তোমরা মিলিত হবে, যেন শয়তান তোমাদের অসংযমতার জন্য তোমাদেরকে পরীক্ষায় না ফেলে। 6আমি আদেশের মত নয়, কিন্তু অনুমতির সঙ্গে এই কথা বলছি। 7আর আমার ইচ্ছা এই যে, সবাই যেন আমার মতো হয়; কিন্তু প্রত্যেক জন ঈশ্বর থেকে নিজের নিজের অনুগ্রহ দান পেয়েছে একজন একরকম, অন্যজন অন্য আর এক রকমের।8কিন্তু অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের কাছে আমার এই কথা, তারা যদি আমার মত থাকতে পারে, তবে তাদের পক্ষে তা ভাল; 9কিন্তু তারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করতে না পারে, তবে বিয়ে করুক; কারণ আগুনে জ্বলা অপেক্ষা বরং বিয়ে করা ভাল।10আর বিবাহিত লোকদের এই নির্দেশ দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি তা নয়, কিন্তু প্রভুই দিচ্ছেন, স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে চলে না যাক, 11যদি চলে যায়, তবে সে অবিবাহিত থাকুক, কিংবা স্বামীর সঙ্গে আবার মিলিত হোক, আর স্বামীও স্ত্রীকে ত্যাগ না করুক।12কিন্তু আর সবাইকে আমি বলি, প্রভু নয়; যদি কোন ভাইয়ের অবিশ্বাসীনী স্ত্রী থাকে, আর সেই স্ত্রী তার সঙ্গে বাস করতে রাজি হয়, তবে সে তাকে ত্যাগ না করুক; 13আবার যে স্ত্রীর অবিশ্বাসী স্বামী আছে, আর সেই ব্যক্তি যদি তার সঙ্গে বাস করতে রাজি হয়, তবে সে স্বামীকে ত্যাগ না করুক। 14কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্র হয়েছে এবং অবিশ্বাসিনী স্ত্রী সেই স্বামীতে পবিত্র হয়েছে; তা না হলে তোমাদের সন্তানেরা অপবিত্র হত, কিন্তু আসলে তারা পবিত্র।15তবুও অবিশ্বাসী যদি চলে যায়, তবে সে চলে যাক; এমন পরিস্থিতিতে সেই ভাই কি সেই বোন তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নয়, কিন্তু ঈশ্বর আমাদেরকে শান্তিতেই ডেকেছেন। 16কারণ, হে নারী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে পাপ থেকে উদ্ধার করবে কি না? অথবা হে স্বামী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে পাপ থেকে উদ্ধার করবে কি না?17শুধু প্রভু যাকে যেমন অংশ দিয়েছেন, ঈশ্বর যাকে যেমন ভাবে ডেকেছেন, সে তেমন ভাবেই জীবন চালাক। আর এই রকম আদেশ আমি সব মণ্ডলীতে দিয়ে থাকি। 18কেউ কি ছিন্নত্বক্ হয়েই ডাক পেয়েছে? তবে সে ত্বকছেদের চিহ্ন লোপ না করুক। কেউ কি অচ্ছিন্নত্বক অবস্থায় ডাক পেয়েছে? সে ত্বকছেদ না করুক। 19ত্বকছেদ কিছুই নয়, অত্বকছেদও কিছু নয়, কিন্তু ঈশ্বরের আদেশ পালনই সবথেকে বড় বিষয়।20যে ব্যক্তিকে যে আহ্বানে তাকে ডাকা হয়েছে, সে তাতেই থাকুক। 21তুমি কি দাস হয়েই ডাক পেয়েছ? চিন্তা করো না; কিন্তু যদি স্বাধীন হতে পার, বরং তাই কর। 22কারণ প্রভুতে যে দাসকে ডাকা হয়েছে, সে প্রভুর স্বাধীন লোক; তবুও যে স্বাধীন লোককে ডাকা হয়েছে, সে খ্রীষ্টের দাস। 23ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা তোমাদেরকে বিশেষ মূল্য দিয়ে কিনেছেন, মানুষের দাস হয়ো না। 24হে ভাইয়েরা, প্রত্যেকজনকে যে অবস্থায় ডাকা হয়েছে, সে সেই অবস্থায় ঈশ্বরের কাছে থাকুক।25আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর কোন আদেশ পাইনি, কিন্তু বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত লোকের মতো আমার মত প্রকাশ করছি। 26তাই আমার মনে হয়, উপস্থিত বিপদের জন্য এটা ভাল, অর্থাৎ অমনি থাকা মানুষের পক্ষে ভাল।27তুমি কি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে যুক্ত? তবে মুক্ত হতে চেষ্টা করো না। তুমি কি স্ত্রীর থেকে মুক্ত বা অবিবাহিত? তবে স্ত্রী পাওয়ার আশা করো না। 28কিন্তু বিয়ে করলে তোমার পাপ হয় না; আর কুমারী যদি বিয়ে করে, তবে তারও পাপ হয় না। তবুও এমন লোকদের শরীরে অনেক কষ্ট আসবে; আর তোমাদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে।29কিন্তু আমি এই কথা বলছি, ভাইয়েরা, সময় খুবই কম, এখন থেকে যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমন চলুক, যেন তাদের স্ত্রী নেই, 30আর যারা কাঁদছে, তারা যেন কাঁদছে না; যারা আনন্দ করছে, তারা যেন আনন্দ করছে না; যারা কেনাকাটা করছে, তারা যেন মনে করে কিছুই না রাখে; 31আর যারা সংসারের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, যেন সে পুরোপুরি ভাবে সংসারের বিষয়ের সঙ্গে জড়িত না এমন মনে করুক, কারণ এই সংসারের অভিনয় শেষ হতে চলেছে।32কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা চিন্তা মুক্ত হও। যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। 33কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে; সে ঈশ্বরও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে। 34আর অবিবাহিত স্ত্রী ও কুমারী প্রভুর বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে ও আত্মাতে পবিত্র হয়; কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে।35এই কথা আমি তোমাদের নিজের ভালোর জন্য বলছি, তোমাদের ফাঁদে ফেলার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন যা সঠিক তাই কর এবং একমনে প্রভুতে আসক্ত থাক।36কিন্তু যদি কারও মনে হয় যে, সে তার বাগদত্তার প্রতি সঠিক ব্যবহার করছে না, যদি বিয়ের বয়স পার হয়ে থাকে, আর তাকে বিয়ে দেওয়া সঠিক বলে মনে হয়, তবে সে যা ইচ্ছা করে, তাই করুক; এতে তার কোন পাপ হয় না, সে বিয়ে করুক। 37কিন্তু যে ব্যক্তি হৃদয়ে ঠিক, যার কোন প্রয়োজন নেই এবং যে নিজের অধিকার সম্পর্কে নিজেই মালিক, সে যদি নিজের মেয়েকে হৃদয়ে বাগদত্তারূপে স্থির করে থাকে তবে ভাল করে। 38অতএব যে তার বাগদত্তার বিয়ে দেয়, সে ভাল করে এবং যে না দেয়, সে আরও ভাল করে।39যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সে স্বাধীন হয়, যাকে ইচ্ছা করে, তার সঙ্গে বিয়ে করতে পারে, কিন্তু শুধু প্রভুতেই। 40কিন্তু আমার মতে সে বিয়ে না করলে আরও ধন্য। আর আমার মনে হয়, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

Chapter 8  
1আর প্রতিমার কাছে উত্সর্গ করা বলির বিষয়; আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। জ্ঞান গর্বিত করে, কিন্তু ভালবাসাই গেঁথে তোলে। 2যদি কেউ মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যে রকম জানা উচিত, তেমন এখনও জানে না; 3কিন্তু যদি কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে, সেই তাঁর জানা লোক।4ভাল, প্রতিমার কাছে উত্সর্গ বলি খাওয়ার বিষয়ে আমরা জানি, প্রতিমা জগতে কিছুই নয় এবং ঈশ্বর এক ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নেই। 5কারণ কি স্বর্গে কি পৃথিবীতে যাদেরকে দেবতা বলা হয়, এমন অনেক যদিও আছে, বাস্তবে অন্য দেবতা ও অনেক প্রভু আছে- 6তবুও আমাদের জ্ঞানে একমাত্র ঈশ্বর সেই পিতা, যাঁর থেকে সবই হয়েছে ও আমরা যাঁর জন্য এবং একমাত্র প্রভু সেই যীশু খ্রীষ্ট, যাঁর মাধ্যমে সব কিছুই হয়েছে এবং আমরা যাঁর জন্য আছি।7তবে সবার মধ্যে এ জ্ঞান নেই; কিন্তু কিছু লোক আজও প্রতিমার সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় প্রতিমার কাছে উত্সর্গ করা বলি মনে করে সেই বলি ভোজন করে এবং তাদের বিবেক দুর্বল বলে তা দূষিত হয়।8কিন্তু খাদ্য দ্রব্য আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য করায় না; তা না ভোজন করলে আমাদের ক্ষতি হয় না, আর ভোজন করলেও আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় না। 9কিন্তু সাবধান, তোমাদের এই অধিকার যেন কোন ভাবেই দুর্বলদের জন্য বাধা না হয়। 10কারণ, তোমার তো জ্ঞান আছে, তোমাকে যদি কেউ দেবতার মন্দিরে ভোজনে বসতে দেখে, তবে সে দুর্বল লোক বলে তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বলি ভোজন করতে সাহস পাবে না?11তাই তোমার জ্ঞান দিয়ে সেই ভাই যার জন্য খ্রীষ্ট মারা গেছেন, সেই দুর্বল ব্যক্তি নষ্ট হবে। 12এইভাবে ভাইয়েদের বিরুদ্ধে পাপ করলেও তাদের দুর্বল বিবেকে আঘাত করলে, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ কর। 13অতএব খাদ্য দ্রব্য যদি আমার ভাইয়ের জন্য বাধার সৃষ্টি করে, তবে আমি কখনও মাংস খাব না, যদি এর জন্য আমার ভাইয়ের বাধার কারণ হই।

Chapter 9  
1আমি কি স্বাধীন না? আমি কি প্রেরিত না? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কাজের ফল না? 2আমি যদিও অনেক লোকের কাছে প্রেরিত না হই, তবুও তোমাদের জন্য প্রেরিত বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই আমার প্রেরিত পদের প্রমাণ।3যারা আমার পরীক্ষা করে, তাদের কাছে আমার উত্তর এই। 4খাওয়া-দাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? 5অন্য সব প্রেরিত ও প্রভুর ভাই ও বোনেরা ও কৈফা, এদের মত নিজের বিশ্বাসী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই নানা জায়গায় যাবার অধিকার কি আমাদের নেই? 6কিংবা পরিশ্রম ত্যাগ করবার অধিকার কি কেবল আমারও বার্ণবার নেই?7কোনো সৈনিক কখন নিজের সম্পত্তি ব্যয় করে কি যুদ্ধে যায়? কে দ্রাক্ষাক্ষেত্র তৈরী করে তার ফল খায় না? অথবা যে মেষ চরায় সে কি মেষদের দুধ খায় না? 8আমি কি মানুষের ক্ষমতার মতো এ সব কথা বলছি? অথবা ব্যবস্থায় কি এই কথা বলে না?9কারণ মোশির ব্যবস্থায় লেখা আছে, “যে বলদ শস্য মাড়ে তার মুখে মুখোশ বেঁধ না।” ঈশ্বর কি বলদেরই বিষয়ে চিন্তা করেন? 10কিংবা সবসময় আমাদের জন্য এটা বলেন? কিন্তু আমাদেরই জন্য এটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার আশাতেই চাষ করা উচিত; এবং যে শস্য মাড়ে, তার ভাগ পাবার আশাতেই শস্য মাড়া উচিত। 11আমরা যখন তোমাদের কাছে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে কিছু জিনিস পাই, তবে তা কি ভালো বিষয়?12যদি তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করবার অন্য লোকদের অধিকার থাকে, তবে আমাদের কি আরও বেশি অধিকার নেই? তা সত্ত্বেও আমরা এই কর্তৃত্ব ব্যবহার করিনি, কিন্তু সবই সহ্য করছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধার সহভাগী হয়নি। 13তোমরা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কাজ যারা করে, তারা পবিত্র জায়গার খাবার খায় এবং যারা যজ্ঞবেদির সেবা করে তারা যজ্ঞবেদির অংশ পায়। 14সেইভাবে প্রভু সুসমাচার প্রচারকদের জন্য এই আদেশ দিয়েছেন যে, তাদের জীবিকা সুসমাচার থেকেই হবে।15কিন্তু আমি এর কিছুই ব্যবহার করিনি, আর আমার সম্বন্ধে যে এভাবে করা হবে, সেজন্য আমি এ সব লিখছি না; কারণ যে কেউ আমার গর্ব নিষ্ফল করবে, তা অপেক্ষা আমার মরণ ভাল। 16কারণ আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার গর্ব করবার কিছুই নেই; সুসমাচার প্রচার করা আমার কর্তব্য, কারণ এটি আমার অবশ্য করণীয়; ধিক আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি।17আমি যদি নিজের ইচ্ছায় এটা করি, তবে আমার পুরষ্কার আছে; কিন্তু যদি নিজের ইচ্ছায় না করি, তবুও প্রধান কর্মচারী হিসাবে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব আমার হাতে দেওয়া রয়েছে। 18তবে আমার পুরষ্কার কি? তা এই যে, সুসমাচার প্রচার করতে করতে আমি সেই সুসমাচারকে বিনামূল্যে প্রচার করি, যেন সুসমাচার সম্বন্ধে যে অধিকার আমার আছে, তার পূর্ণ ব্যবহার না করি।19কারণ সবার অধীনে না হলেও আমি সকলের দাসত্ব স্বীকার করলাম, যেন অনেক লোককে লাভ করতে পারি। 20আমি ইহূদিদেরকে লাভ করবার জন্য ইহূদিদের কাছে ইহূদির মত হলাম; নিজে নিয়মের অধীন না হলেও আমি ব্যবস্থার অধীন লোকদেরকে লাভ করবার জন্য নিয়মের অধীনদের কাছে তাদের মত হলাম।21আমি ঈশ্বরের নিয়ম বিহীন নই, কিন্তু খ্রীষ্টের নিয়মের অনুগত রয়েছি, তা সত্ত্বেও নিয়ম বিহীন লোকদেরকে লাভ করবার জন্য নিয়ম বিহীনদের কাছে নিয়ম বিহীনদের মত হলাম। 22দুর্বলদের লাভ করবার জন্য আমি দুর্বলদের কাছে দুর্বল হলাম; সম্ভাব্য সব উপায়ে কিছু লোককে রক্ষা করবার জন্য আমি সকলের কাছে তাদের মত হলাম। 23আমি সবই সুসমাচারের জন্য করি, যেন তার সহভাগী হই।24তোমরা কি জান না যে, দৌড় প্রতিযোগিতায় যারা দৌড়ায়, তারা সবাই দৌড়ায়, কিন্তু এক জনমাত্র পুরষ্কার পায়? তোমরা এইভাবে দৌড়াও, যেন পুরষ্কার পাও। 25আর যে কেউ কুস্তি করে, সে সব বিষয়ে ইন্দ্রিয় দমন করে। তারা অস্থায়ী বিজয় মুকুট পাবার জন্য তা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাবার জন্য করি। 26অতএব আমি এইভাবে দৌড়াচ্ছি যে বিনালক্ষ্যে নয়; এভাবে মুষ্টিযুদ্ধ করছি যে শূন্যে আঘাত করছি না। 27বরং আমার নিজের শরীরকে প্রহার করে দাসত্বে রাখছি, যদি অন্য লোকদের কাছে প্রচার করবার পর আমি নিজে কোন ভাবে অযোগ্য হয়ে না পড়ি।

Chapter 10

1কারণ, হে ভাইয়েরা, আমার চাই, এই যে তোমরা একথা জানো, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, ও সকলে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন; 2এবং সবাই মোশির অনুগামী হয়ে মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তিষ্ম নিয়েছিলেন, 3এবং সকলে একই আত্মিক খাবার খেয়েছিলেন; 4আর, সকলে একই আত্মিক জল পান করেছিলেন; কারণ, তাঁরা এমন এক আত্মিক পাথর থেকে জল পান করতেন; যা তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল; আর সেই পাথর খ্রীষ্ট।5কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হননি, ফলে, তাঁরা প্রান্তরের মধ্যে মারা গেলেন। 6এই সব বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তস্বরূপে ঘটেছিল, যেন তাঁরা যেমন মন্দ অভিলাষ করেছিলেন, আমরা তেমনি মন্দ বিষয়ের অভিলাষ না করি।7আবার যেমন তাঁদের মধ্যে কিছু পূজারী মূর্তি পূজো শুরু করেছিল, তোমরা তেমনি মূর্তি পূজো কর না; যেমন লেখা আছে, “লোকেরা ভোজন- পান করতে বসল, পরে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করল।” 8আবার যেমন তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ব্যভিচার করেছিল এবং এক দিনে তেইশ হাজার লোক মারা গেল, আমরা যেন তেমনি ব্যভিচার না করি।9আর যেমন তাঁদের মধ্যে কিছু লোক প্রভুর পরীক্ষা করেছিল এবং সাপের কামড়ে মারা গিয়েছিল, আমরা যেন তেমনি প্রভুর পরীক্ষা না করি। 10আর যেমন তাঁদের মধ্যে কিছু লোক ঝগড়া করেছিল এবং ধ্বংসকারী স্বর্গদূতের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তোমরা তেমনি ঝগড়া কর না।11এই সকল তাদের প্রতি উদাহরণস্বরূপ ঘটেছিল এবং আমাদেরই চেতনার জন্য লেখা হল; কারণ, আমরা শেষ যুগে এসে পৌছেছি। 12অতএব যে মনে করে, আমি দাঁড়িয়ে আছি, সে সাবধান হোক, যদি পড়ে যায়। 13মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া অন্য পরীক্ষা তোমাদের প্রতি হয়নি; আর ঈশ্বরে বিশ্বস্ত থাক; তিনি তোমাদের প্রতি তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা হতে দেবেন না, কিন্তু পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে দেবেন, যা তোমরা সহ্য করতে পার।14অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, মূর্তিপূজা থেকে পালিয়ে যাও। 15আমি তোমাদেরকে বুদ্ধিমান জেনে বলছি; আমি যা বলি, তোমরাই বিচার কর। 16আমরা ধন্যবাদের যে পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ করি, তা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগীতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গী, তা কি খ্রীষ্টের শরীরের সহভাগীতা নয়? 17কারণ অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি , এক দেহ; কারণ আমরা সবাই সেই এক রুটি র অংশীদার।18ইস্রায়েল জাতির কথা মনে করে দেহকে দেখ; যারা বলি ভোজন করে, তারা কি যজ্ঞবেদির সহভাগী নয়? 19তবে আমি কি বলছি? মূর্তির কাছে উৎসর্গ বলি কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? অথবা মূর্তি কি কিছুরই মধ্যে গণ্য?20বরং অইহূদিরা যা যা বলি দান করে, তা ভূতদের উদ্দেশ্যে বলিদান করে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নয়; আর আমার এমন ইচ্ছা না যে, তোমরা ভূতদের সহভাগী হও। 21প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র, তোমরা এই উভয় পাত্রে পান করতে পার না; প্রভুর টেবিল ও ভূতদের টেবিল, তোমরা এই উভয় টেবিলের অংশীদার হতে পার না। 22অথবা আমরা কি প্রভুকে ঈর্ষান্বিত করছি? তাঁর থেকে কি আমরা বলবান?23"সব কিছুই আইন সম্মত," কিন্তু সবই যে আমাদের জন্য বিধেয় অথবা অন্যদের জন্য বিধেয়, তা নয়; হ্যাঁ, "সবই আইন সম্মত," কিন্তু সবই যে তাদের আত্মিক জীবনে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে, তা না। 24কেউই স্বার্থ চেষ্টা না করুক, কিন্তু প্রত্যেক জন অপরের জন্য ভালো করার চেষ্টা করুক।25যে কোনো জিনিস বাজারে বিক্রি হয়, বিবেকের জন্য কিছু জিজ্ঞাসা না করে তা খাও; 26যেহেতু, “পৃথিবী ও তার সব জিনিস প্রভুরই।” 27অবিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ যদি তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করে, আর তোমরা যেতে ইচ্ছা কর, তবে বিবেকের জন্য কিছুই জিজ্ঞাসা না করে, যে কোনো সামগ্রী তোমাদের সামনে রাখা হয়, তাই খেয়ো।28কিন্তু যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এ মূর্তির কাছে উৎসর্গ বলি, তবে যে জানাল, তার জন্য এবং বিবেকের জন্য তা খেয়ো না। 29যে বিবেকের কথা আমি বললাম, তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তির। কারণ আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের দ্বারা বিচারিত হবে? 30যদি আমি ধন্যবাদ দিয়ে খাই, তবে যার কারণে আমি ধন্যবাদ করি, তার জন্য আমি কেন নিন্দার সহভাগী হই?31অতএব তোমরা খাবার খাও, কি পান কর, কি যা কিছু কর, সবই ঈশ্বরের গৌরবার্থে কর। 32কি ইহূদি, কি গ্রীক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কারো বাঁধা সৃষ্টি কর না; 33যেমন আমিও সব বিষয়ে সবার প্রীতিকর হই, নিজের ভালো চাই না, কিন্তু অনেকের ভালো চাই, যেন তারা পরিত্রাণ পায়।

Chapter 11  
1আমার অনুকারী হও, যেমন আমি খ্রীষ্টের অনুকারী। 2আমি তোমাদেরকে প্রশংসা করছি যে, তোমরা সব বিষয়ে আমাকে স্মরণ করে থাক এবং তোমাদের কাছে শিক্ষামালা যে রকমের দিয়েছি, সেই ভাবেই তা ধরে আছ। 3কিন্তু আমার ইচ্ছা এই যে, যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথা খ্রীষ্ট এবং স্ত্রীর মাথা পুরুষ, আর খ্রীষ্টের মাথা ঈশ্বর। 4যে কোনো পুরুষ মাথা ঢেকে প্রার্থনা করে, কিংবা ভাববাণী বলে, সে নিজের মাথার অপমান করে।5কিন্তু যে কোনো স্ত্রী মাথা না ঢেকে প্রার্থনা করে, কিংবা ভাববাণী বলে, সে নিজের মাথার অপমান করে; কারণ সে ন্যাড়া মাথা মহিলার সমান হয়ে পড়ে। 6ভাল, স্ত্রী যদি মাথা ঢেকে না রাখে, সে চুলও কেটে ফেলুক; কিন্তু চুল কেটে ফেলা কি মাথা ন্যাড়া করা যদি স্ত্রীর লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে মাথা ঢেকে রাখুক।7বাস্তবিক মাথা ঢেকে রাখা পুরুষের উচিত না, কারণ, সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি ও তেজ; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের গৌরব। 8কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে না, কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ থেকে।9আর স্ত্রীর জন্য পুরুষের সৃষ্টি হয়নি, কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রীর। 10এই কারণে স্ত্রীর মাথায় কর্তৃত্বের চিহ্ন রাখা কর্তব্য দূতদের জন্য।11তা সত্ত্বেও প্রভুতে স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া না, আবার পুরুষও স্ত্রী ছাড়া না। 12কারণ যেমন পুরুষ থেকে স্ত্রী, তেমনি আবার স্ত্রী দিয়ে পুরুষ হয়েছে, কিন্তু সবই ঈশ্বর থেকে।13তোমরা নিজেদের মধ্যে বিচার কর, মাথা না ঢেকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি স্ত্রীর উপযুক্ত? 14প্রকৃতি নিজেও কি তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় না যে, পুরুষ যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তা তার অপমানের বিষয়; 15কিন্তু স্ত্রীলোক যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তা তার গৌরবের বিষয়; কারণ সেই চুল আবরণের জন্য তাকে দেওয়া হয়ছে। 16কেউ যদি এই বিষয়ে তর্ক করতে চায়, তবে এই ধরনের ব্যবহার আমাদের নেই এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীদের মধ্যেও নেই।17এই নির্দেশ দেবার জন্য আমি তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ তোমরা যে সমবেত হয়ে থাক, তাতে ভাল না হয়ে বরং খারাপই হয়। 18কারণ প্রথমে, শুনতে পাচ্ছি, যখন তোমরা মণ্ডলীতে একত্র হও, তখন তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে এবং এটা কিছুটা বিশ্বাস করেছি। 19আর বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে দল বিভাগ হওয়া আবশ্যক, যেন তোমাদের সামনে যারা প্রকৃত তাদের চেনা যায়।20যাইহোক, তোমরা যখন এক জায়গায় একত্র হও, তখন প্রভুর ভোজ খাওয়া হয় না, কারণ খাওয়ার সময় 21প্রত্যেক জন অন্যের আগে তার নিজের খাবার খায়, তাতে কেউ বা ক্ষুধিত থাকে, আবার কেউ বা বেশি খায় হয়। এ কেমন? 22খাওয়া-দাওয়ার জন্য কি তোমাদের বাড়ি নেই? অথবা তোমরা কি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অমান্য করছ এবং যাদের কিছুই নেই, তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছ? আমি তোমাদেরকে কি বলব? কি তোমাদের প্রশংসা করব? এ বিষয়ে প্রশংসা করি না।23কারণ আমি প্রভুর থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি এবং তোমাদেরকেও দিয়েছি যে, প্রভু যীশু যে রাত্রিতে সমর্পিত হন, সেই রাত্রিতে তিনি রুটি নিলেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙলেন, 24ও বললেন, "এটা আমার শরীর, এটা তোমাদের জন্য; আমাকে মনে করে এটা কর"।25সেইভাবে তিনি খাওয়ার পর পানপাত্রও নিয়ে বললেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তের নতুন নিয়ম; তোমরা যত বার পান করবে, আমাকে মনে করে এটা কর"। 26কারণ যত বার তোমরা এই রুটি খাও এবং পানপাত্রে পান কর, তত বার প্রভুর মৃত্যু প্রচার কর, যে পর্যন্ত তিনি না আসেন।27অতএব যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর রুটি ভোজন কিংবা পানপাত্রে পান করবে, সে প্রভুর শরীরের ও রক্তের দায়ী হবে। 28কিন্তু মানুষ নিজের পরীক্ষা করুক এবং এইভাবে সেই রুটি খাওয়া ও সেই পানপাত্রে পান করুক। 29কারণ যে ব্যক্তি খায় ও পান করে, সে যদি তার দেহ না চেনে, তবে সে নিজের বিচার আজ্ঞায় ভোজন ও পান করে। 30এই কারণ তোমাদের মধ্যে প্রচুর লোক দুর্বল ও অসুস্থ আছে এবং অনেকে মারা গেছে।31আমরা যদি নিজেদেরকে নিজেরা চিনতাম, তবে আমরা বিচারিত হতাম না; 32কিন্তু আমরা যখন প্রভুর মাধ্যমে বিচারিত হই, তখন শাসিত হই, যেন জগতের সাথে বিচারিত না হই।33অতএব, হে আমার ভাইয়েরা তোমরা যখন খাওয়া-দাওয়ার জন্য একত্র হও, তখন একজন অন্যের জন্য অপেক্ষা কর। 34যদি কারও খিদে লাগে, তবে সে বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করুক; তোমাদের একত্র হওয়া যেন বিচারের জন্য না হয়। আর সব বিষয়, যখন আমি আসব, তখন আদেশ করব।

Chapter 12

1আর হে ভাইয়েরা, পবিত্র আত্মার দানের বিষয়ে তোমরা যে অজানা থাকো, আমি এ চাইনা। 2যখন তোমরা অযিহুদীয় ছিলে, তখন যেমন চলতে, তেমনি নির্বাক মূর্তিদের দিকেই চলতে। 3এই জন্য আমি তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে, ঈশ্বরের আত্মায় কথা বললে, কেউ বলে না, ‘যীশু শাপগ্রস্ত’ এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ছাড়া কেউ বলতে পারে না, ‘যীশু প্রভু’।4অনুগ্রহ দান নানা ধরনের, কিন্তু পবিত্র আত্মা এক; 5এবং সেবা কাজ নানা ধরনের, কিন্তু প্রভু এক; 6এবং কাজের গুণ নানা ধরনের, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সব কিছুতে সব কাজের সমাধানকর্তা।7কিন্তু প্রত্যেক জনকে মঙ্গলের জন্য পবিত্র আত্মার দান দেওয়া। 8কারণ এক জনকে সেই আত্মার মাধ্যমে প্রজ্ঞার বাক্য দেওয়া হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য,9আবার এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আবার এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্যের নানা অনুগ্রহ দান, 10আবার এক জনকে অলৌকিক কাজ করার গুণ, আবার এক জনকে ভাববাণী বলার, আবার এক জনকে আত্মাদেরকে চিনে নেবার শক্তি, আবার এক জনকে নানা ধরনের ভাষায় কথা বলবার শক্তি এবং আবার এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করবার শক্তি দেওয়া হয়; 11কিন্তু এই সব কাজ একমাত্র সেই আত্মা করেন; তিনি বিশেষভাবে ভাগ করে যাকে যা দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে তা দেন।12কারণ যেমন দেহ এক, আর তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের সমস্ত অঙ্গ, অনেক হলেও, এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেই রকম। 13ফলে, আমরা কি যিহুদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সবাই এক দেহ হবার জন্য একই পবিত্র আত্মাতে বাপ্তিষ্ম নিয়েছি এবং সবাই এক আত্মা থেকে পান করেছি।14আর বাস্তবিক দেহ একটি অঙ্গ না, অনেক। 15পা যদি বলে, আমি তো হাত না, তার জন্য দেহের অংশ নই, তবে তা যে দেহের অংশ না, এমন নয়। 16আর কান যদি বলে, আমি তো চোখ না, তার জন্য দেহের অংশ নই, তবে তা যে দেহের অংশ না, এমন নয়। 17পুরো দেহ যদি চোখ হত, তবে কান কোথায় থাকত? এবং পুরো দেহ যদি কান হত, তবে নাক কোথায় থাকত?18কিন্তু ঈশ্বর অঙ্গ সব এক করে দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করেছেন, সেইভাবে বসিয়েছেন। 19এবং পুরোটাই যদি একটি অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকত? 20সুতরাং এখন অঙ্গ অনেক বটে, কিন্তু দেহ এক।21আর চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই; আবার মাথাও পা দুটি কে বলতে পারে না, তোমাদেরকে আমার প্রয়োজন নেই; 22বরং দেহের যে সব অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে মনে হয়, সেগুলি বেশি প্রয়োজনীয়। 23আর আমারা দেহের যে সকল অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত অনাদরণীয় বলে মনে করি, সেগুলিকে বেশি আদরে ভূষিত করি এবং আমাদের যে অঙ্গগুলি শ্রীহীন, সেইগুলি আরো বেশি সুশ্রী হয়; 24আমাদের যে সকল অঙ্গ সুন্দর আছে, সেগুলির বেশি আদরের প্রয়োজন নেই। বাস্তবিক, ঈশ্বর দেহ সংগঠিত করেছেন, অসম্পূর্ণকে বেশি আদর করেছেন,25যেন দেহের মধ্যে বিচ্ছেদ না হয়, কিন্তু সব অঙ্গ যেন পরস্পরের জন্য সমানভাবে চিন্তা করে। 26আর এক অঙ্গ দুঃখ পেলে তার সাথে সব অঙ্গই দুঃখ পায় এবং এক অঙ্গ মহিমান্বিত হলে তার সাথে সব অঙ্গই আনন্দ করে। 27তোমরা খ্রীষ্টের দেহ এবং এক একজন এক একটি অঙ্গ।28আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমে প্রেরিতদের, দ্বিতীয়তে ভাববাদীদেরকে, তৃতীয়তে শিক্ষকদেরকে স্থাপন করেছেন; তারপরে নানা ধরনের অলৌকিক কাজ, তারপরে সুস্থ করার অনুগ্রহ দান, উপকার, শাসনপদ, নানা ধরনের ভাষা দিয়েছেন। 29সবাই কি প্রেরিত? সবাই কি ভাববাদী? সবাই কি শিক্ষক? সবাই কি আশ্চর্য্য কাজ করতে পারে?30সবাই কি সুস্থ করার অনুগ্রহ দান পেয়েছে? সবাই কি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলে? সবাই কি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয়? 31তোমরা শ্রেষ্ঠ দান পেতে প্রবল উত্সাহী হও। এবং আমি তোমাদেরকে আরও সম্পূর্ণ ভালো এক রাস্তা দেখাচ্ছি।

Chapter 13  
1যদি আমি মানুষদের এবং দূতদের ভাষাও বলি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি শব্দ সৃষ্টিকারী পিতল ও ঝমঝমকারী করতাল হয়ে পড়েছি। 2আর যদি ভাববাণী পাই, ও সব গুপ্ত সত্যে ও জ্ঞানে পারদর্শী হই এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যাতে আমি পর্বতকে স্থানান্তর করতে পারি, কিন্তু আমার মধ্যে প্রেম না থাকে, তবে আমি কিছুই না। 3এবং যদি আমার সব কিছু দরিদ্রদের ভোজন করাই এবং যদি আমি সুসমাচার প্রচারের জন্য নিজেকে উত্সর্গ করি, কিন্তু যদি আমার ভালবাসা না থাকে, তবে আমার কিছুই লাভ নেই।4ভালবাসা চিরসহিষ্ণু, ভালবাসা দয়ালু, ঈর্ষা করে না, ভালবাসা আত্মশ্লাঘা করে না, 5গর্ব করে না, খারাপ ব্যবহার করে না, স্বার্থপরতা করে না, রেগে যায় না, কারোর ভুল ধরে না, 6ভালবাসা অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে আনন্দ করে; 7সবই বহন করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে, সবই ধৈর্য্য ধরে সহ্য করে।8ভালবাসা কখনও শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তার লোপ হবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সে সব শেষ হবে; যদি জ্ঞান থাকে, তার লোপ হবে। 9কারণ আমরা কিছু অংশে জানি এবং কিছু অংশে ভাববাণী বলি; 10কিন্তু যা পূর্ণ তা আসলে, যা আংশিক তার লোপ হবে।11আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন মানুষ হয়েছি বলে শিশু মনভাবগুলি ত্যাগ করেছি। 12কারণ এখন আমরা আয়নায় অস্পষ্ট দেখছি, কিন্তু সেই সময়ে যিশু যখন আবার আসবেন, তখন সামনা সামনি দেখব; এখন আমি কিছু অংশে জানি, কিন্তু সেই সময়ে আমি নিজে যেমন পরিচিত হয়েছি, তেমনি পরিচয় পাব। 13আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং ভালবাসা; এই তিনটি আছে, কিন্তু এদের মধ্যে ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ।

Chapter 14

1তোমরা ভালবাসার খোঁজ কর এবং আত্মিক উপহারের জন্য প্রবল উত্সাহী হও, বিশেষভাবে যেন ভাববাণী বলতে পার। 2কারণ যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেউ তা বোঝে না, কারণ সে পবিত্র আত্মায় গোপন সত্য কথা বলে। 3কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মানুষের কাছে গেঁথে তুলবার এবং উত্সাহ ও সান্ত্বনার কথা বলে। 4যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে নিজেকে গেঁথে তোলে, কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।5আমি চাই, যেন তোমরা সবাই বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পার, কিন্তু আরো চাই, যেন ভাববাণী বলতে পার; কারণ যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তুলবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝিয়ে না দেয়, তবে ভাববাণী প্রচারক তার থেকে মহান। 6এখন, হে ভাইয়েরা এবং বোনেরা, আমি তোমাদের কাছে এসে যদি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলি, কিন্তু তোমাদের কাছে সত্য প্রকাশ কিংবা জ্ঞান কিংবা ভাববাণী কিংবা শিক্ষার বিষয়ে কথা না বলি, তবে আমার থেকে তোমাদের কি উপকার হবে?7বাঁশী হোক, কি বীণা হোক, সুরযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তুও যদি স্পষ্ট না বাজে, তবে বাঁশীতে বা বীণাতে কি বাজছে, তা কিভাবে জানা যাবে? 8আর তুরীর ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কিভাবে কে জানতে পারবে যে, কখন যুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনী তৈরী হবে? 9তেমনি তোমরা যদি ভাষার মাধ্যমে, যা সহজে বোঝা যায়, এমন কথা না বল, তবে কি বলছে, তবে তা কিভাবে জানা যাবে? তুমি কথা বললে এবং কেউই বুঝতে পারলো না।10হয়তো জগতে এত প্রকার ভাষা আছে, আর অর্থবিহীন কিছুই নেই। 11কিন্তু আমি যদি ভাষার অর্থ না জানি, তবে আমি তার কাছে একজন বর্ব্বরের মত হব এবং সেও আমার কাছে একজন বর্ব্বরের মত হবে।12অতএব তোমরা যখন আত্মিক বরদান পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগী, তখন দৃঢ় উত্সাহের সাথে যেন মণ্ডলীকে গেঁথে তুলতে পারো। 13এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন সে অনুবাদ করে দিতে পারে। 14কারণ যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার মন ফলহীন থাকে।15তবে আমি কি করব? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, কিন্তু আমি সেই সাথে মন দিয়ে প্রার্থনা করব; আমি আত্মাতে গান করব এবং আমি সেই সাথে বুদ্ধিতেও গান করব। 16তাছাড়া যদি তুমি আত্মাতে ঈশ্বরের প্রশংসা কর, তবে কিভাবে বাইরের লোক "আমেন" বলবে যখন তুমি ধন্যবাদ দাও, যদিও সে জানে না তুমি কি বলছ?17কারণ তুমি সুন্দরভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছ ঠিকই, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে গেঁথে তোলা হয় না। 18আমি ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছি, তোমাদের সকলের থেকে আমি বেশি ভাষায় কথা বলি; 19কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ হাজার কথার থেকে, বরং বুদ্ধির মাধ্যমে পাঁচটি কথা বলতে চাই, যেন অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে পারি।20ভাইয়েরা এবং বোনেরা, তোমরা চিন্তা-ভাবনায় শিশুর মত হয়ো না, বরঞ্চ হিংসাতে শিশুদের মত হও, কিন্তু বুদ্ধিতে পরিপক্ক হও। 21পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “আমি পরভাষীদের মাধ্যমে এবং পরদেশীদের ঠোঁটের মাধ্যমে এই লোকদের কাছে কথা বলব এবং তারা তখন আমার কথা শুনবে না, একথা প্রভু বলেন।”22অতএব সেই বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাসীদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের জন্য নয়, কিন্তু বিশ্বাসীদেরই জন্য। 23যদি, সব মণ্ডলী এক জায়গায় একত্র হলে এবং সবাই বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে এবং সাধারণ লোক এবং অবিশ্বাসী লোক প্রবেশ করে, তবে তারা কি বলবে না যে, তোমরা পাগল?24কিন্তু সবাই যদি ভাববাণী বলে এবং কোন অবিশ্বাসী অথবা সাধারণ লোক প্রবেশ করে, তবে সে সবার মাধ্যমে দোষী হয়, সে সবার মাধ্যমে বিচারিত হয়, 25তার হৃদয়ে গোপনভাব সব প্রকাশ পায়; এবং এইভাবে সে অধোমুখে পড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবে, বলবে, বাস্তবিকই ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে আছেন।26ভাইয়েরা এবং বোনেরা, তারপর কি? তোমরা যখন একত্র হও, তখন কারো গীত থাকে, কারো শিক্ষার বিষয়ে থাকে, কারো সত্য প্রকাশের বিষয়ে থাকে, কারো বিশেষ ভাষা থাকে, কারো অর্থ বিশ্লেষণ থাকে, সবই গেঁথে তোলবার জন্য হোক। 27যদি কেউ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তবে দুই জন, কিংবা বেশি হলে তিনজন বলুক, এক এক করে বলুক এবং কেউ একজন অর্থ বুঝিয়ে দিক। 28কিন্তু যদি সেখানে কোনো অনুবাদক না থাকে, তবে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব হয়ে থাকুক, কেবল নিজের ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কথা বলুক।29আর ভাববাদীরা দুই কিংবা তিনজন কথা বলুক, অন্য সবাই সে কি বলল তা উপলব্ধি করুক। 30কিন্তু এমন আর কারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, যে বসে রয়েছে, তবে সেই ব্যক্তি নীরব থাকুক।31কারণ তোমরা সবাই এক এক করে ভাববাণী বলতে পার, যেন সবাই শিক্ষা পায়, ও সবাই উত্সাহিত হয়। 32আর ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণে থাকে; 33কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর না, কিন্তু শান্তির, যেমন পবিত্র লোকদের সকল মণ্ডলীতে হয়ে থাকে।34স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক, কারণ কথা বলবার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া যায় না, বরং যেমন নিয়মও বলে, তারা বশীভূতা হয়ে থাকুক। 35আর যদি তারা কিছু শিখতে চায়, তবে নিজের নিজের স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের কথা বলা অপমানের বিষয়। 36বল দেখি, ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের থেকে বের হয়েছিল? কিংবা কেবল তোমাদেরই কাছে এসেছিল?37কেউ যদি নিজেকে ভাববাদী কিংবা আত্মিক বলে মনে করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যা যা লিখলাম, সে সব প্রভুর আজ্ঞা। 38কিন্তু যদি না জানে, সে না জানুক।39অতএব, হে আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা, তোমরা ভাববাণী বলবার জন্য আগ্রহী হও; এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা বলতে বারণ কোরো না। 40কিন্তু সবই সুন্দর ও সুনিয়মিতভাবে করা হোক।

Chapter 15  
1হে ভাইয়েরা এবং বোনেরা, তোমাদেরকে সেই সুসমাচার জানাচ্ছি, যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, যা তোমরা গ্রহণও করেছ, যাতে তোমরা দাঁড়িয়ে আছ; 2আর তারই মাধ্যমে, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করেছি, তা যদি ধরে রাখ, তবে পরিত্রাণ পাচ্ছ; না হলে তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হয়েছ।3ফলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা দিয়েছি এবং এটা নিজেও পেয়েছি যে, শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মারা গেলেন। 4ও কবরপ্রাপ্ত হলেন, আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিনে উত্থাপিত হয়েছেন;5আর তিনি কৈফাকে, পরে সেই বারো জনকে দেখা দিলেন; 6তারপরে একবারে পাঁচশোর বেশি ভাই এবং বোনকে দেখা দিলেন, তাদের অধিকাংশ লোক বেঁচে আছে, কিন্তু কেউ কেউ নিদ্রাগত হয়েছে। 7তারপরে তিনি যাকোবকে, পরে সকল প্রেরিতদের দেখা দিলেন।8সবার শেষে অসময়ে শিশুর মত জন্মেছি যে আমি, তিনি আমাকেও দেখা দিলেন। 9কারণ প্রেরিতদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোটো, বরং প্রেরিত নামে আখ্যাত হবার অযোগ্য, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলী অত্যাচার করতাম।10কিন্তু আমি যা আছি, ঈশ্বরের অনুগ্রহেই আছি; এবং আমার প্রতি প্রদত্ত তাঁর অনুগ্রহ নিরর্থক হয়নি, বরং তাঁদের সবার থেকে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি, তা না, কিন্তু আমার সহবর্ত্তী ঈশ্বরের অনুগ্রহই করেছে; 11অতএব আমি হই, আর তাঁরাই হোন, আমরা এইভাবে প্রচার করি এবং তোমরা এইভাবে বিশ্বাস করেছ।12ভাল, খ্রীষ্ট যখন এই বলে প্রচারিত হচ্ছেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন করে বলছে যে, মৃতদের পুনরুত্থান নেই? 13মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও তো উত্থাপিত হয়নি। 14আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হয়ে থাকেন, তাহলে তো আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা।15আবার আমরা যে ঈশ্বরের সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষী, এটাই প্রকাশ পাচ্ছে; কারণ আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে উত্থাপন করেছেন; কিন্তু যদি মৃতদের উত্থাপন না হয়, তাহলে তিনি তাঁকে উত্থাপন করেননি। 16কারণ মৃতদের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হননি। 17আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত হয়ে না থাকেন, তাহলে তোমাদের বিশ্বাস মিথ্যা, এখন তোমরা নিজের নিজের পাপে রয়েছ।18সুতরাং যারা খ্রীষ্টে মারা গিয়েছে, তারাও বিনষ্ট হয়েছে। 19শুধু এই জীবনে যদি খ্রীষ্টে দয়ার প্রত্যাশা করে থাকি, তবে আমরা সব মানুষের মধ্যে বেশি দুর্ভাগা।20কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, তিনি মৃতদের অগ্রিমাংশ। 21কারণ মানুষের মাধ্যমে যেমন মৃত্যু এসেছে, তেমন আবার মানুষের মাধ্যমে মৃতদের পুনরুত্থান এসেছে।22কারণ আদমে যেমন সবাই মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সবাই জীবনপ্রাপ্ত হবে। 23কিন্তু প্রত্যেক জন নিজের নিজের শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সব তাঁর আগমন কালে।24তারপরে পরিণাম হবে; তখন তিনি সব আধিপত্য, সব কর্তৃত্ব এবং পরাক্রম কে পরাস্ত করলে পর পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজত্ব সমর্পণ করবেন। 25কারণ যত দিন না তিনি “সব শত্রুকে তাঁর পদতলে না রাখবেন,” তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে। 26শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও বিলুপ্ত হবে।27কারণ “ঈশ্বর সবই বশীভূত করে তাঁর পদতলে রাখলেন।” কিন্তু যখন তিনি বলেন যে, সবই বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দেখা যায়, যিনি সবই তাঁর বশীভূত করলেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হল। 28আর সবই তাঁর বশীভূত করা হলে পর পুত্র নিজেও তাঁর বশীভূত হবেন, যিনি সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন; যেন ঈশ্বরই সর্বেসর্বা হন।29অথবা, মৃতদের জন্য যারা বাপ্তিষ্ম নেয়, তারা কি করবে? মৃতেরা যদি একেবারেই উত্থাপিত না হয়, তাহলে ওদের জন্য তারা আবার কেন বাপ্তিষ্ম নেবে? 30আর আমরাই কেন ঘন্টায় ঘন্টায় বিপদের মধ্যে পড়ি?31ভাইয়েরা এবং বোনেরা, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিষয়ে আমার যে গর্ব, তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি প্রতিদিন মারা যাচ্ছি। 32ইফিষে পশুদের মত লোকেদের সাথে যে যুদ্ধ করেছি, তা যদি মানুষের মত করে থাকি, তবে তাতে আমার কি লাভ হবে? মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, যেমন পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তবে “এস, আমরা খাওয়া দাওয়া করি, কারণ কাল মারা যাব।”33ভ্রান্ত হয়ো না, কুসংস্কার শিষ্টাচার নষ্ট করে। 34ধার্মিক হবার জন্য চেতনায় ফিরে এস, পাপ কর না, কারণ কার কার ঈশ্বর-জ্ঞান নেই; আমি তোমাদের লজ্জার জন্য এই কথা বলছি।35কিন্তু কেউ বলবে, মৃতরা কিভাবে উত্থাপিত হয়? কিভাবে বা দেহে আসে? 36হে নির্বোধ, তুমি নিজে যা বোনো, তা না মরলে জীবিত করা যায় না।37আর যা বোনো, যে মৃতদেহ উৎপন্ন হবে, তুমি তাহা বোনো না; বরং গমেরই হোক, কি অন্য কোন কিছুরই হোক, বীজমাত্র বুনছ; 38আর ঈশ্বর তাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করলেন, তাই দেন; আর তিনি প্রত্যেক বীজকে তার নিজের মৃত দেহ দেন। 39সকল মাংস এক ধরনের মাংস না; কিন্তু মানুষের এক ধরনের, পশুর মাংস অন্য ধরনের, পাখির মাংস অন্য ধরনের, ও মাছের অন্য ধরনের।40আর স্বর্গীয় দেহ আছে, ও পার্থিব মৃতদেহ আছে; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার তাপ, ও পার্থিব দেহগুলির অন্য ধরনের। 41সূর্য্যের এক প্রকার তাপ, চন্দ্রের আর এক ধরনের তাপ, ও নক্ষত্রদের আর এক প্রকার তাপ; কারণ তাপ সম্বন্ধে একটি নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন।42মৃতদের পুনরুত্থানও সেই রকম। ক্ষয়ে বোনা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়; 43অনাদরে বোনা যায়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়; দুর্বলতায় বোনা যায়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়; 44প্রাণিক দেহ বোনা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়। যখন মৃতদেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে।45এইভাবে পবিত্র শাস্ত্রে লেখাও আছে, প্রথম “মানুষ” আদম “সজীব প্রাণী হল,” শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হলেন। 46কিন্তু যা আত্মিক, তা প্রথম না, বরং যা প্রাণিক, তাই প্রথম; যা আত্মিক তা পরে।47প্রথম মানুষ পৃথিবীর ধূলো থেকে, দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে। 48মাটির ব্যক্তিরা যে মাটির মত এবং স্বর্গীয় ব্যক্তিরা সেই স্বর্গীয়ের মত। 49আর আমরা যেমন সেই মাটির প্রতিমূর্ত্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয় ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তিও ধারণ করব।50আমি এই বলি, ভাইয়েরা এবং বোনেরা, রক্তমাংস ও মাংস ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না; এবং ক্ষয় অক্ষয়তার অধিকারী হয় না। 51দেখ, আমি তোমাদেরকে এক গুপ্ত সত্য বলি; আমরা সবাই মারা যাব না, কিন্তু সবাই রূপান্তরীকৃত হব;52এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ তুরী ধ্বনি হবে; কারণ তুরী বাজবে, তাতে মৃতের অক্ষয় হয়ে উত্থাপিত হবে এবং আমরা রূপান্তরীকৃত হব। 53কারণ এই ক্ষয়ণীয়কে অক্ষয়তা পরিধান করতে হবে এবং এই মর্ত্ত্যকে অমরতা পরিধান করতে হবে।54আর এই ক্ষয়ণীয় যখন অক্ষয়তা পরিহিত হবে এবং এই মর্ত্ত্য যখন অমরতা পরিহিত হবে, তখন এই যে কথা পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, তা সফল হবে, 55“মৃত্যু জয়ে কবলিত হল।” “মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?”56মৃত্যুর হুল হল পাপ, ও পাপের শক্তি হলো নিয়ম। 57কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জয় প্রদান করেন।58অতএব, হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা এবং বোনেরা, সুস্থির হও, নিশ্চল হও, প্রভুর কাজে সবসময় উপচিয়ে পড়, কারণ তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল না।

Chapter 16  
1আর পবিত্রদের জন্য চাঁদার বিষয়ে, আমি গালাতিয়া দেশস্থ সব মণ্ডলীকে যে আদেশ দিয়েছি, সেইভাবে তোমরাও কর। 2সপ্তাহের প্রথম দিনে তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের কাছে কিছু কিছু রেখে নিজের নিজের সঙ্গতি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর; যেন আমি যখন আসব, তখনই চাঁদা না হয়।3পরে আমি উপস্থিত হলে, তোমরা যাদেরকে যোগ্য মনে করবে, আমি তাদেরকে চিঠি দিয়ে তাদের মাধ্যমে তোমাদের সেই অনুগ্রহ যিরূশালেমে পাঠিয়ে দেব। 4আর আমারও যদি যাওয়া উপযুক্ত হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যাবে।5মাকিদনিয়া প্রদেশ দিয়ে যাত্রা সমাপ্ত হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কারণ আমি মাকিদনিয়া প্রদেশ দিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। 6আর হয়তো তোমাদের কাছে কিছুদিন থাকব, কি জানি, শীতকালও কাটাব; তাহলে আমি যেখানেই যাই, তোমরা আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবে।7কারণ তোমাদের সাথে এবার অল্প সময়ের সাক্ষাৎ করতে চাই না; কারণ আমার প্রত্যাশা এই যে, যদি প্রভুর অনুমতি হয়, আমি তোমাদের কাছে কিছু সময় থাকব। 8কিন্তু পঞ্চাশত্তমী পর্যন্ত আমি ইফিষে আছি; 9কারণ আমার জন্য এক চওড়া দরজা খোলা রয়েছে এবং কার্য্যসাধক অনেক।10তীমথীয় যদি আসেন, তবে দেখো, যেন তিনি তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকেন, কারণ আমি যেমন করি, তেমনি তিনি প্রভুর কাজ করছেন; অতএব কেউ তাঁকে হেয় জ্ঞান না করুক। 11কিন্তু তাঁকে শান্তিতে এগিয়ে দেবে, যেন তিনি আমার কাছে আসতে পারেন, কারণ আমি অপেক্ষা করছি যে, তিনি ভাইদের সাথে আসবেন। 12আর ভাই আপল্লোর বিষয়ে বলছি; আমি তাঁকে অনেক বিনতি করেছিলাম, যেন তিনি ভাইদের সাথে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখন যেতে কোনোভাবে তাঁর ইচ্ছা হল না; সুযোগ পেলেই যাবেন।13তোমরা জেগে থাক, বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাক, বীরত্ব দেখাও, বলবান হও। 14তোমাদের সব কাজ প্রেমে হোক।15আর হে ভাইয়েরা এবং বোনেরা, তোমাদেরকে নিবেদন করছি; তোমরা স্তিফানের আত্মীয়কে জান, তাঁরা আখায়া প্রদেশের অগ্রিমাংশ এবং পবিত্রদের সেবায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন; 16তোমরাও এই ধরনের লোকদের এবং যতজন কাজে সাহায্য করেন, ও পরিশ্রম করেন, সেই সকলে বশবর্ত্তী হন।17স্তিফানের, ফর্তুনাতের ও আখায়িকের আসার কারণে আমি আনন্দ করছি, কারণ তোমাদের ভুল তাঁরা পূর্ণ করেছেন; 18কারণ তাঁরা আমার এবং তোমাদেরও আত্মাকে আপ্যায়িত করেছেন। অতএব তোমরা এই ধরনের লোকদেরকে চিনে মান্য কর।19এশিয়ার মণ্ডলী সব তোমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছে। আক্কিলা ও প্রিষ্কা এবং তাঁদের গৃহস্থিত মণ্ডলী তোমাদেরকে প্রভুতে অনেক অভিবাদন জানাচ্ছেন। 20ভাই এবং বোনেরা সবাই তোমাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অপরকে অভিবাদন কর।21আমি পৌল নিজের হাতে লিখলাম। 22কোনো ব্যক্তি যদি প্রভুকে না ভালবাসে, তবে সে শাপগ্রস্ত হোক; মারাণ আথা [প্রভু আসছেন] 23প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সাথে থাকুক। 24খ্রীষ্ট যীশুতে আমার ভালবাসা তোমাদের সবার সাথে থাকুক। আমেন।

## 2 Corinthians

Chapter 1  
1আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত হয়েছি এবং ভাই তীমথিয় ও করিন্থ শহরে ঈশ্বরের যে আছে মণ্ডলী এবং সমস্ত আখায়া প্রদেশে যে সমস্ত পবিত্র লোক আছেন, তাঁদের সবার কাছে এই চিঠি লিখলাম। 2আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের সহবর্ত্তী হোক।3ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরও পিতা, তিনিই দয়ার পিতা এবং সব সান্ত্বনার ঈশ্বর; 4তিনি সব দুঃখ কষ্টের সময় আমাদের সান্ত্বনা দেন, যেন আমরা নিজেরাও ঈশ্বর থেকে যে সান্ত্বনা পাই সেই সান্ত্বনা দিয়ে অন্যদেরকেও সান্ত্বনা দিতে পারি।5কারণ খ্রীষ্টের দুঃখভোগের মত যেমন আমাদের প্রচুর পরিমাণে দুঃখ কষ্ট পেতে হয়, তেমনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরাও প্রচুর পরিমাণে সান্ত্বনা পাই। 6কিন্তু যদি আমরা দুঃখ কষ্ট পাই তবে সেটা তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের জন্য; অথবা যদি আমরা সান্ত্বনা পাই, তবে সেটা তোমাদের সান্ত্বনার জন্য; যখন তোমরা সেই দুঃখ কষ্ট আমাদের মত ভোগ করবে তখন এই সান্ত্বনা ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করতে সাহায্য করবে। 7এবং তোমাদের ওপর আমাদের গভীর আশা আছে; কারণ আমরা জানি তোমরা যেমন দুঃখ কষ্টের ভাগী, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।8কারণ, হে ভাইয়েরা, আমাদের ইচ্ছা ছিল না যে তোমাদের এই বিষয়গুলি অজানা থাকুক যে, এশিয়ায় আমরা কত কষ্টে পড়েছিলাম, সেখানে আমরা অত্যন্ত দুঃখ কষ্টে এবং সহ্যের অতিরিক্ত চাপে পড়ে, এমনকি আমরা জীবনের আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম; 9সত্যিই, আমরা ভেবেছিলাম যে আমরা এবার মারা যাবো। কিন্তু এই অবস্থা আমাদের জন্যই হয়েছিল যেন আমরা নিজেদের ওপর নির্ভর না করে ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করি যিনি মৃতদের জীবিত করেন। 10তিনিই এত বড় মৃত্যু থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন এবং তিনি আবার আমাদের উদ্ধার করবেন। আমরা তাঁরই উপর দৃঢ় প্রত্যাশা করেছি যে, আর তাই তিনি আমাদের ভবিষ্যতেও উদ্ধার করবেন;11আর তোমরাও আমাদের জন্য প্রার্থনা করে সাহায্য করছ, যেন অনেকের প্রার্থনার ফলে আমরা অনুগ্রহে পূর্ণ যে দয়া (বা দান) পেয়েছি তার জন্য ঈশ্বরকে অনেকেই ধন্যবাদ দেবে।12এখন আমাদের গর্বের বিষয় হলো এই যে, মানুষের বিবেক সাক্ষ্য দিচ্ছে, ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্রতায় ও সরলতায় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যে জীবন কাটিয়েছি কিন্তু জাগতিক জ্ঞানের পরিচালনায় নয়। 13আর আমরা এমন কোন কিছুর বিষয়ে লিখছি না, একমাত্র তাই লিখছি যা তোমরা পাঠ করও সেই বিষয়ে স্বীকার কর, আর আশাকরি, তোমরা শেষ পর্যন্ত তা স্বীকার করবে। 14সত্যিই তোমরা যেমন কিছুটা আমাদের মনে কর যে আমরাই তোমাদের গর্ভের কারণ, প্রভু যীশুর আসার দিনে তোমরাও ঠিক সেই একইভাবে আমাদের গর্বের কারণ হবে।15আর আমার এইগুলির ওপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই, আমি আগেই তোমাদের কাছে যাব বলে ঠিক করেছিলাম, যেন তোমরা দ্বিতীয়বার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হও; 16আর আমার ইচ্ছা ছিল যে মাকিদনিয়ায় যাওয়ার পথে আমি তোমাদের শহর হয়ে যাব এবং পরে মাকিদনিয়া থেকে পুনরায় তোমাদের শহর হয়ে যাব, আর পরে তোমরা যিহূদিয়ায় যাওয়ার পথে আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।17আমি যখন ইচ্ছা করছিলাম তখন কি আমি অস্থির হয়েছিলাম? অথবা আমি কি সাধারণ মানুষের মত ইচ্ছা করেছিলাম যে আমি একই সময়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আবার না না বলে থাকি? 18কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত তেমনি তোমাদের জন্য আমাদের কথা ‘হ্যাঁ’ আবার ‘না’ হয় না।19কারণ ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্ট যাকে সিলবান, তীমথি এবং আমি তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তিনি ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ হননি, কিন্তু সবসময় ‘হ্যাঁ’ হয়েছেন। 20কারণ ঈশ্বরের সব প্রতিজ্ঞা তাঁর মধ্যেই ‘হ্যাঁ’ হয়, সেইজন্য তাঁর মাধ্যমে আমরা ‘আমেন’ বলি, যেন আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব হয়।21আর যিনি তোমাদের সঙ্গে আমাদের খ্রীষ্টে যুক্ত করেছেন এবং আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, তিনি হলেন ঈশ্বর; 22আর তিনি আমাদের অনুমোদন দিয়েছেন এবং পরে কি দেবেন তার বায়না হিসাবে আমাদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।23কিন্তু আমি নিজের প্রাণের ওপরে দিব্যি রেখে এবং ঈশ্বরকে সাক্ষী করে বলছি, তোমাদের মায়া দেখাতে আমি করিন্থে আসেনি। 24কারণ এটা নয় যে আমরা তোমাদের বিশ্বাসের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করছি বরং আমরা তোমাদের সঙ্গে কাজ করছি যাতে তোমরা আনন্দ পাও, কারণ তোমরা বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছ।

Chapter 2  
1সেইজন্য আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আবার মনে কষ্টজনক পরিস্থিতিতে তোমাদের কাছে আসব না। 2আমি যদি তোমাদের দুঃখ দিই, তবে কে আমাকে আনন্দ দেবে? শুধুমাত্র তোমাদের কাছ থেকে আমি আনন্দ পাই, যারা আমার মাধ্যমে দুঃখ পেয়েছে।3আর আমি এই কথা লিখেছিলাম, যেন আমি আসলে যাদের থেকে আমার আনন্দ পাওয়া উচিত তাদের থেকে যেন মনোদুঃখ না পাই; কারণ তোমাদের সবার বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার আনন্দেই তোমাদের সবার আনন্দ। 4কারণ অনেক দুঃখ ও মনের কষ্ট নিয়ে এবং অনেক চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমাদের কাছে লিখেছিলাম; তোমাদের দুঃখ দেবার জন্য নয় বরং তোমাদের জন্য আমার যে গভীর ভালবাসা আছে তা তোমাদের জানানোর জন্য।5যদি কেউ দুঃখ দিয়ে থাকে তবে সে শুধু আমাকে দুঃখ দেয় নি কিন্তু একটু হলেও তোমাদেরও সবাইকে দিয়েছে। 6তোমাদের অধিকাংশ লোকেরা তাকে যে শাস্তি দিয়েছে সেটা তার জন্য যথেষ্ট। 7সুতরাং তোমরা বরং তাকে শাস্তির বদলে ক্ষমা কর এবং সান্ত্বনা দাও, যেন অতিরিক্ত মনোদুঃখে সেই ব্যক্তি হতাশ হয়ে না পড়ে।8সেই কারণে বিশেষ করে আমি অনুরোধ করি তার জন্য তোমাদের যে ভালবাসা আছে তা প্রমাণ কর। 9তোমরা সব বিষয়ে বাধ্য আছ কিনা সেটা যাচাই করার জন্য আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম।10যদি তোমরা কাউকে ক্ষমা কর তবে আমিও সেইভাবে তাকে ক্ষমা করি; কারণ আমি যদি কোন কিছু ক্ষমা করে থাকি, তবে তোমাদের জন্য খ্রীষ্টের উপস্থিতিতে তা করেছি। 11যেন শয়তান আমাদের মনের ওপরে কোন চালাকি না করতে পারে কারণ তার কুপরিকল্পনাগুলি আমাদের অজানা নেই।12আমি যখন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচার করতে ত্রোয়া শহরে গিয়েছিলাম, তখন প্রভু আমার সামনে একটা দরজা খুলে দিয়েছিলেন, 13আমার বিশ্বাসী ভাই তীতকে না পেয়ে আমার মনে কোনো শান্তি ছিল না। সুতরাং তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি মাকিদনিয়ায় চলে গেলাম।14ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি সবসময় আমাদের নিয়ে খ্রীষ্টে বিজয় যাত্রা করেন এবং তাঁর বিষয় জানা হলো সুগন্ধের মত আর এই সুগন্ধ আমাদের মাধ্যমে সব জায়গায় প্রচারিত হচ্ছে। 15কারণ যারা উদ্ধার পাচ্ছে ও যারা ধ্বংস হচ্ছে এদের সকলের কাছে আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে খ্রীষ্টের সুগন্ধের মত।16যাদের মৃত্যু হচ্ছে তাদের কাছে আমরা মৃত্যুর গন্ধ স্বরূপ এবং যারা উদ্ধার পাচ্ছে তাদের কাছে জীবনের সুগন্ধ, যার ফল হলো অনন্ত জীবন। এই কাজের জন্য যোগ্য কে আছে? 17কারণ আমরা অন্যদের মত নয়, যে, ঈশ্বরের বাক্য নিজের লাভের জন্য বিকৃত করছি। বরং শুদ্ধতার সঙ্গে ঈশ্বরের লোক হিসাবে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টের কথা বলছি।

Chapter 3  
1আমরা কি আবার নিজেদের প্রশংসা করতে শুরু করেছি? আমাদের থেকে তোমাদের এবং তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কোনো সুখ্যাতি পত্রের দরকার নেই, কিম্বা অন্য কারও মত কি সুপারিশের দরকার আছে? 2তোমরা নিজেরাই আমাদের হৃদয়ে লেখা সুপারিশের চিঠি, যা সবাই জানে এবং পড়ে। 3যেহেতু তোমরা খ্রীষ্টের চিঠি যা আমাদের পরিচর্য্যার ফল বলে প্রকাশ পাচ্ছ; তা কালি দিয়ে লেখা নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে লেখা, পাথরের ফলকে নয়, কিন্তু মাংসের হৃদয় ফলকে লেখা হয়েছে।4এবং খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের ওপর আমাদের এই রকম গভীর বিশ্বাস আছে। 5এটা নয় যে আমরা নিজেরাই নিজেদের গুণে কিছু করতে পারি, বরং আমাদের সেই যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই পাই; 6তিনিই আমাদের নতুন নিয়ম জানাবার জন্য যোগ্য করেছেন এবং তা অক্ষরের নয় কিন্তু পবিত্র আত্মায় পরিচালনা হবার যোগ্য করেছেন; কারণ অক্ষর মৃত্যু আনে কিন্তু পবিত্র আত্মা জীবন দেয়।7পাথরে লেখা আছে যে পুরানো নিয়ম যার ফল মৃত্যু, সেই ব্যবস্থা আসার সময় এমন ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশিত হলো যে, মোশির মুখও ঈশ্বরের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবং যদিও সেই উজ্জ্বলতা কমে যাচ্ছিল তবুও ইস্রায়েলীয়েরা মোশির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাতে পারে নি,- 8ব্যবস্থার ফল যদি এত মহিমাময় হয় তবে পবিত্র আত্মার কাজের ফল কি আরও বেশি পরিমাণে মহিমাময় হবে না?9কারণ দোষীদের ব্যবস্থা যদি মহিমাপুর্ণ হয় তবে ধার্মিকতার ব্যবস্থা কত না বেশি মহিমাময় হবে। 10আগে যে সব গৌরবপূর্ণ ছিল এখন তার আর গৌরব নেই। কারণ তার থেকে এখনকার ব্যবস্থা অনেক বেশি গৌরবময়, 11কারণ যা শেষ হয়ে যাচ্ছিল তা যখন এত মহিমাময় তবে যা চিরকাল থাকে তা আরও কত না বেশি মহিমাময়।12অতএব, আমাদের এই রকম গভীর আশা আছে বলেই আমরা সাহসের সাথে কথা বলি; 13আর আমরা মোশির মত নই কারণ মোশি তাঁর মুখ ঢেকে রেখেছিলেন যেন ইস্রায়েলের সন্তানগণ তাঁর আলোতে দেখতে না পায়।14কিন্তু তাদের মন খুব শক্ত হয়েছিল। কারণ পুরাতন নিয়মের বইতে সেই পুরানো ব্যবস্থা যখন পড়া হয় তখন তাদের অন্তরে সেই একই পর্দা দেখা যায় যা খোলা যায় না কারণ তা খ্রীষ্টে হ্রাস পায়; 15কিন্তু আজও যে কোন সময়ে মোশির নিয়ম পড়ার সময় ইস্রায়েলিদের হৃদয় ঢাকা থাকে। 16কিন্তু হৃদয় যখন প্রভুর প্রতি ফিরে, তখন পর্দা উঠিয়ে ফেলা হয়।17প্রভুই সেই আত্মা, যেখানে প্রভুর আত্মা সেখানে স্বাধীনতা। 18আমাদের মুখে কোন আবরণ নেই, এই মুখে আয়নার মত প্রভু যীশুর মহিমা আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রতিফলিত করি, এই কাজ পবিত্র আত্মার মাধ্যমে হয় ও ধীরে ধীরে প্রভুর সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হই।

Chapter 4  
1যেহেতু আমরা সেবা কাজের দায়িত্ব পেয়েছি সেইজন্য আমরা ঈশ্বরের দয়া পেয়েছি এবং আমরা নিরাশ হই না; 2বরং অন্যেরা যে সব লজ্জার ও গুপ্ত কাজ করে তা আমরা করি না। আমরা ছলনা করি না এবং ঈশ্বরের বাক্যকে ভুল ব্যাখ্যা করি না, কিন্তু ঈশ্বরের সামনে সত্য প্রকাশ করে মানুষের বিবেক নিজেদেরকে যোগ্য করে তোলে।3কিন্তু আমাদের সুসমাচার যদি ঢাকা থাকে, তবে যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাদের কাছেই ঢাকা থাকে। 4এই যুগের দেবতা অর্থাৎ জগতের শাসনকর্তারা অবিশ্বাসী লোকদের মনকে অন্ধ করে রেখেছে যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁর গৌরবের সুসমাচারের আলো তারা দেখতে না পায়।5কারণ আমরা নিজেদেরকে প্রচার করছি না কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে প্রভু বলে প্রচার করছি এবং নিজেদেরকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য তোমাদের দাস বলে প্রচার করছি। 6কারণ সেই ঈশ্বর যিনি বললেন, ‘অন্ধকার থেকে আলো প্রকাশ হবে এবং তিনি আমাদের হৃদয়ে আলো জ্বেলেছিলেন যেন তাঁর মহিমা বোঝার জন্য আলো প্রকাশ পায় আর এই মহিমা যীশু খ্রীষ্টের মুখমন্ডলে আছে।7কিন্তু এই ধন আমরা মাটির পাত্রে (আমাদের পার্থিব দেহ) রেখেছি, যেন লোকে বুঝতে পারে যে এই মহাশক্তি আমাদের থেকে নয় কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকেই এসেছে। 8আমরা সব দিক দিয়ে কষ্টে আছি কিন্তু আমরা ভেঙে পড়ি নি; দিশেহারা হলেও আমরা হতাশ হয়ে পড়ছি না, 9অত্যাচারিত হলেও ঈশ্বর আমাদের ত্যাগ করেননি, মাটিতে ছুঁড়ে ফেললেও আমরা নষ্ট হয়ে যাইনি। 10আমরা সবসময় আমাদের দেহে যীশুর মৃত্যু বয়ে নিয়ে চলেছি, যেন যীশুর জীবনও আমাদের শরীরে প্রকাশিত হয়।11আমরা জীবিত হলেও যীশুর জন্য সবসময় মৃত্যুমুখে তুলে দেওয়া হচ্ছে যেন আমাদের মানুষ শরীরে যীশুর জীবন প্রকাশিত হয়। 12এই কারণে আমাদের মধ্যে মৃত্যু কাজ করছে এবং জীবন তোমাদের মধ্যে কাজ হচ্ছে।13আর আমাদের কাছে বিশ্বাসের সেই আত্মা আছে, যেরূপ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “আমি বিশ্বাস করলাম, তাই কথা বললাম;” ঠিক সেই রকম আমরাও বিশ্বাস করছি তাই কথাও বলছি; 14কারণ আমরা জানি যিনি প্রভু যীশুকে জীবিত করে তুলেছেন, তিনি যীশুর সঙ্গে আমাদের জীবিত করে তুলবেন এবং তোমাদের সামনে হাজির করবেন। 15কারণ সব কিছুই তোমাদের জন্য হয়েছে, যেন ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ অনেক লোককে দেওয়া হয়েছে সেই অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য এবং ঈশ্বরের প্রচুর গৌরবার্থে আরও বেশি করে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।16সুতরাং আমরা কখনো হতাশ হয়ে পড়ি না, যদিও আমাদের বাহিরের দেহটি নষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমাদের ভীতরের মানুষটি দিনে দিনে নতুন হচ্ছে। 17ফলে আমরা এই অল্প সময়ের জন্য যে সামান্য কষ্টভোগ করছি তার জন্য আমরা চিরকাল ধরে ঈশ্বরের মহিমা পাব যেটা কখনো মাপা যায় না। 18কারণ আমরা যা দেখা যায় তা দেখছি না বরং তার দিকেই দেখছি যা দেখা যায় না। কারণ যা যা দেখা যায় তা অল্প দিনের জন্য, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরকালের জন্য স্থায়ী।

Chapter 5  
1আমরা জানি যে, এই পৃথিবীতে যে তাঁবুতে বাস করি অর্থাৎ যে দেহে থাকি সেটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে ঈশ্বরের তৈরী আমাদের জন্য একটা ঘর আছে সেটি মানুষের হাতে তৈরী নয় কিন্তু অনন্তকালস্থায়ী যা স্বর্গে আছে। 2এই দৈহিক শরীরে আমরা যন্ত্রণায় চীত্কার করছি এবং সমস্ত অন্তকরণ দিয়ে ইচ্ছা করছি যে স্বর্গের সেই দেহ দিয়ে আমাদের ঢেকে দিক; 3কারণ আমরা যখন সেটা পরব তখন আর উলঙ্গ থাকব না।4আর এটা সত্যি যে আমরা এই জীবনে কষ্ট পাচ্ছি ও যন্ত্রণায় চীত্কার করছি; কারণ আমরা পোশাক বিহীন হতে চাই না, কিন্তু সেই নতুন পোশাক পরতে চাই, যাতে মৃত্যুর অধীনে থাকা দেহ যেন জীবিত থাকা দেহে বদলে যায়। 5যিনি আমাদের এই জন্য সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন ঈশ্বর, আর তিনি বায়না হিসাবে আমাদের পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।6সেইজন্য আমরা সবসময় সাহস করছি, আর আমরা জানি যে, যত দিন এই দেহে বাস করছি ততদিন প্রভুর থেকে দূরে আছি; 7কারণ আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে চলাফেরা করি, যা দেখা যায় তার মাধ্যমে নয়। 8সুতরাং আমাদের সাহস আছে এবং দেহের ঘর থেকে দূর হয়ে আমরা প্রভুর সঙ্গে বাস করা ভালো মনে করছি।9সেইজন্য আমাদের লক্ষ্য হলো, আমরা ঘরে বাস করি কিংবা প্রবাসী হই যেন, তাঁকেই খুশী করি। 10কারণ অবশ্যই আমাদের সবাইকে খ্রীষ্টের বিচার আসনের সামনে হাজির হতে হবে, যেন এই দেহে থাকতে যা কিছু করেছি তা ভালো কাজ হোক বা খারাপ কাজ হোক সেই হিসাবে আমরা সবাই সেই মত ফল পাই।11অতএব প্রভুর ভয় যে কি সেটা জানাবার জন্য আমরা মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। আমরা যে কি তা ঈশ্বর স্পষ্ট জানেন এবং আমার আশা তোমাদের বিবেকের কাছেও সেটা স্পষ্ট হয়ে আছে। 12আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদেরকে প্রশংসা করছি না কিন্তু তোমরা যেন আমাদের নিয়ে গর্ব করতে পারো তার জন্য কারণ দিচ্ছি, সুতরাং যারা হৃদয় দেখে নয় কিন্তু বাহির দেখে গর্ব করে, তোমরা যেন তাদেরকে উত্তর দিতে পারো।13কারণ যদি আমরা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি, তবে সেটা ঈশ্বরের জন্য; এবং যদি সুস্থ মনে থাকি তবে সেটা তোমাদের জন্যই। 14কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের বশে রেখে চালাচ্ছে; কারণ আমরা ভাল করে বুঝেছি যে, একজন সবার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন তাই সবাই মৃত্যুবরণ করল। 15আর খ্রীষ্ট সবার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, যেন, যারা বেঁচে আছে তারা আর নিজেদের জন্য নয় কিন্তু যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন ও উত্থাপিত হলেন তাঁরই জন্য বেঁচে থাকে।16আর এই কারণে এখন থেকে আমরা আর কাউকেও মানুষের অনুসারে বিচার করি না; যদিও খ্রীষ্টকে একসময় মানুষের অনুসারে বিচার করেছিলাম, কিন্তু এখন আর কাউকে এইভাবে বিচার করি না। 17সাধারণত, যদি কেউ খ্রীষ্টেতে থাকে, তবে সে নতুন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে; তার পুরানো বিষয়গুলি শেষ হয়ে গেছে, দেখ, সেগুলি নতুন হয়ে উঠেছে।18আর এই সবগুলি ঈশ্বর থেকেই হয়েছে; যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজের সঙ্গে আমাদের মিলন করলেন এবং অন্যদের সঙ্গে মিলন করার জন্য পরিচর্য্যার কাজ আমাদের দিয়েছেন; 19এর মানে হলো, ঈশ্বর খ্রীষ্টের মাধ্যমে নিজের সঙ্গে পৃথিবীর মিলন করছিলেন, তাদের পাপের ভুলগুলি আর তাদের বলে গণ্য করলেন না এবং সেই মিলনের সুখবর প্রচার করার দায়িত্ব আমাদের দিলেন।20সুতরাং খ্রীষ্টের রাজদূত হিসাবে আমরা তাঁর কাজ করছি; আর ঈশ্বর যেন আমাদের মাধ্যমে নিজেই তাঁর অনুরোধ করছেন, আমরা খ্রীষ্টের হয়ে এই বিনতি করছি যে তোমরাও ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হও। 21যিনি পাপ জানেন না, সেই খ্রীষ্ট যীশুকে তিনি আমাদের পাপের সহভাগী হলেন, যেন আমরা খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের ধার্মিকতায় ধার্মিক হই।

Chapter 6  
1সেইজন্য আমরা ঈশ্বরের সহকর্মী হয়ে তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি যে, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ অকারণে গ্রহণ কর না। 2কারণ তিনি বলেন, “আমি উপযুক্ত সময়ে তোমার প্রার্থনা শুনেছি এবং পরিত্রাণ পাওয়ার দিনে তোমাকে সাহায্য করেছি।” দেখ, এখন উপযুক্ত সময়; দেখ, এখন উদ্ধার পাওয়ার দিন। 3আর আমরা এমন কোন কাজ করি না যাতে কেউ কোনো ভাবে প্রভুর পথে চলতে বাধা পায়, কারণ আমরা আশাকরি না যে, সেই পরিচর্য্যার কাজ কলঙ্কিত হয়।4বরং ঈশ্বরের দাস বলে সব বিষয়ে আমরা নিজেদের যোগ্য প্রমাণ করি, ধৈর্য্য, মাণুষিক অত্যাচার, কষ্ট, দুঃখ কষ্ট ইত্যাদির মধ্যেও আমরা তাঁর দাস বলে প্রমাণ দিচ্ছি, 5অনেক ধৈর্য্যে, বিভিন্ন প্রকার ক্লেশে, অভাবের মধ্যে, সঙ্কটে, প্রহারে, কারাবাসে, কত দাঙ্গায়, পরিশ্রমে, কতদিন না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, কতদিন না খেয়ে কাটিয়েছি; 6শুদ্ধ জীবনের মাধ্যমে, জ্ঞানে, সহ্যগুনে, মধুর ভাবে, পবিত্র আত্মায়, প্রকৃত ভালবাসায়, 7সত্যের বাক্যের প্রচার দিয়ে, ঈশ্বরের শক্তিতে; দক্ষিণ ও বাম হাতে ধার্মিকতার অস্ত্র দিয়ে আমরা প্রমাণ দিচ্ছি,8আমাদের বিষয়ে ভালো বলুক আর মন্দ বলুক এবং গৌরব দিক বা অসম্মান করুক আমরা আমাদের কাজ করছি, লোকে আমাদের মিথ্যাবাদী বলে দোষী করলেও আমরা নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে জানি। 9আমরা কাজ করছি তবুও যেন, কেউ আমাদের চিনতে চায় না কিন্তু সবাই আমাদের চেনে; আমরা মৃতদের মত কিন্তু দেখো আমরা জীবিত আছি, আমাদের শাসন করা হচ্ছে কিন্তু আমাদের মৃত্যু হয়নি, 10দুঃখিত, কিন্তু সবসময় আনন্দ করছি; আমরা দীনহীন দরিদ্রের মত তবুও আমরা অনেককে ধনী করছি; আমাদের যেন কিছুই নেই, অথচ আমরা সব কিছুর অধিকারী।11হে করিন্থীয় বিশ্বাসীরা, তোমাদের কাছে আমরা সব সত্য কথাই বলেছি এবং আমাদের হৃদয় খুলে সব বলেছি। 12তোমরা আমাদের কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছ কিন্তু তোমরা নিজেদের হৃদয়ে স্বাধীন নও। 13আমি তোমাদের কাছে সন্তানের মতই বলেছি এখন তোমরা সেইরূপ প্রতিদানের জন্য তোমাদের হৃদয় বড় করো।14তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে একই যোয়ালীতে আবদ্ধ হয়ো না; কারণ ধর্ম্মের সঙ্গে অধর্মের যোগ কোথায় আছে? অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কি সহভাগীতা আছে? 15আর বলীয়ালের [শয়তানের] সঙ্গে খ্রীষ্টেরই বা কি মিল আছে? অথবা অবিশ্বাসীর সঙ্গে বিশ্বাসীরই বা কি অধিকার আছে? 16আর প্রতিমাদের সঙ্গে ঈশ্বরের মন্দিরেরই বা কি সম্পর্ক? কারণ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির, ঈশ্বর যেমন পবিত্র শাস্ত্রে বলেছেন, “আমি তাদের মধ্যে বাস করব এবং চলাফেরা করব এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব, ও তারা আমার নিজের লোক হবে।”17অতএব প্রভু এই কথা বলছেন, “তোমরা তাদের মধ্য থেকে বের হয়ে এসো ও আলাদা হয়ে থাক এবং অশুচি জিনিস স্পর্শ কর না; তাহলে আমি তোমাদের গ্রহণ করব। 18আমি তোমাদের পিতা হব এবং তোমরা আমার ছেলে ও মেয়ে হবে, এই কথা সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন।”

Chapter 7  
1প্রিয়তমেরা, যখন এই সব প্রতিজ্ঞা আমাদের জন্য করা হয়েছে তখন এস, আমরা দেহের ও আত্মার সব অশুচিতা থেকে নিজেদেরকে শুচী করি, যেমন আমরা ঈশ্বরের ভয়ে পবিত্রতার পথ অনুসরণ করি।2আমাদের জন্য তোমাদের মনে জায়গা তৈরী কর; কারণ আমরা কারও কাছে অন্যায় করিনি, কাউকেও তো ক্ষতি করে নি অথবা কারো কাছ থেকে সুযোগও নিই নি। 3আমি তোমাদের দোষী করবার জন্য একথা বলছি না; কারণ আগেই বলেছি যে, তোমরা আমাদের হৃদয়ে আছ এবং মরি ত একসঙ্গে মরবো ও বাঁচি ত একসঙ্গে বাঁচব। 4তোমাদের ওপর আমার অনেক বিশ্বাস আছে এবং তোমাদের জন্য আমি খুবই গর্বিত; সব দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমি সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ এবং আমি আনন্দে উপচে পড়ছি।5যখন আমরা মাকিদনিয়াতে এসেছিলাম তখনও আমাদের শরীর একটুও বিশ্রাম পায়নি; বরং সব দিক থেকে আমরা কষ্ট পেয়েছি কারণ বাইরে যুদ্ধ ও গন্ডগোল ছিল আর অন্তরে ভয় ছিল। 6কিন্তু ঈশ্বর, যিনি ভগ্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দেন, তিনি তীতের পৌঁছানোর মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন; 7আর শুধুমাত্র তীতের পৌঁছানোর মাধ্যমে নয় কিন্তু তোমাদের কাছ থেকে তিনি যে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন তার জন্য আমরাও সান্ত্বনা পেয়েছি, যখন তিনি তোমাদের মহান স্নেহ, তোমাদের দুঃখ এবং আমার জন্য তোমাদের বিশেষ চিন্তা ভাবনার কথা বললেন, তাতে আমি আরও বেশি আনন্দ পেয়েছি।8যদিও আমার চিঠি তোমাদের দুঃখিত করেছিল, তবুও আমি অনুশোচনা করি না- যদিও আমি অনুশোচনা করেছিলাম- যখন আমি দেখতে পেলাম যে, সেই পত্র কিছু সময়ের জন্য তোমাদের মনে দুঃখ দিয়েছে; 9এখন আমি আনন্দ করছি; তোমাদের মনে দুঃখ হয়েছে সেজন্য নয়, কিন্তু তোমাদের মনের দুঃখ যে মন পরিবর্তন করেছে তার জন্যই। কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা মতই তোমরা এই মন দুঃখ পেয়েছ, সুতরাং তোমাদের যেন আমাদের মাধ্যমে কোন বিষয়ে ক্ষতি না হয়। 10কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী যে দুঃখ যা উদ্ধারের জন্য পাপ থেকে মন পরিবর্তন করতে সাহায্য করে, যেটা অনুশোচনীয় নয়, কিন্তু জগত থেকে যে দুঃখ আসে তা মৃত্যুকে ডেকে আনে।11কারণ দেখ, ঈশ্বর থেকে মনের দুঃখ তোমাদের মনের দৃঢ়তা এনেছে তোমাদের মনে কত ইচ্ছা হয়েছিল যে তোমরা নিজেদের নির্দোষ বলে প্রমাণ করবে, পাপের ওপর কত ঘৃণা হয়েছিল, কতটা ভয় ছিল, আর মনে কেমন আগ্রহ এসেছিল, কত চিন্তা ভাবনা হয়েছিল এবং পাপের শাস্তির জন্য কত ইচ্ছা হয়েছিল! সব ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদেরকে ঐ ব্যাপারে শুদ্ধ দেখিয়েছ। 12যদিও আমি তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, কিন্তু যে অপরাধ করেছে অথবা যার ওপর অন্যায় করা হয়েছে তাদের জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জন্য তোমাদের যে সত্যিই ভালবাসা আছে তা যেন ঈশ্বরের সামনে তোমাদের কাছে প্রকাশ পায় সেইজন্য লিখেছিলাম।13সেইজন্যই আমরা উত্সাহ পেয়েছি; আর আমাদের এই উত্সাহের সঙ্গে তীতের আনন্দ দেখে আরও অনেক আনন্দিত হয়েছি, কারণ তোমাদের সকলের মাধ্যমে তাঁর আত্মা খুশি হয়েছে। 14কারণ তাঁর কাছে যদি তোমার জন্য কোনো বিষয়ে গর্ব করে থাকি, তাতে আমি লজ্জিত নই। তার বদলে আমারা যেমন তোমাদের কাছে সব সত্যভাবে বলেছি, তেমনি তীতের কাছে তোমাদের জন্য আমাদের সেই গর্ব সত্য হল।15আর তোমরা সবাই তাকে ভয় ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করে বাধ্যতা দেখিয়েছিলে, তা স্মরণ করতে করতে তোমাদের ওপর তাঁর হৃদয়ে ভালবাসা অনেক বেড়ে গেছে। 16আমি খুবই আনন্দ করছি যে, সব কিছুতে তোমাদের ওপর আমার দৃঢ় আশ্বাস জন্মিয়েছে।

Chapter 8  
1মাকিদনিয়া মণ্ডলীর ভাই এবং বোনদেরকে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান দেওয়া হয়েছে তা আমরা তোমাদের জানাতে চাই। 2যদিও বিশ্বাসীরা খুব কষ্টের মধ্যে দিন কাটাছিল, তা সত্ত্বেও তারা খুব আনন্দে ছিল এবং তাদের দারিদ্রতা সত্ত্বেও তারা নিজেদের ক্ষমতার থেকে বেশি দান দিয়েছিল।3আমি সাক্ষী দিচ্ছি তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দান করেছিল এবং তাদের সামর্থ্যের থেকেও বেশি দান দিয়েছিল এবং তাদের নিজের ইচ্ছায়। 4তারা খুব আগ্রহের সঙ্গে আমাদের কাছে মিনতি করেছিল বিশ্বাসীদের পরিষেবায়, সহভাগীতায় এবং অনুগ্রহে বিশেষভাবে যেন অংশগ্রহণ করতে পারে। 5আমাদের আশা অনুযায়ী এটা ঘটেনি, কিন্তু প্রথমে তারা নিজেদেরকে প্রভুকে দিয়েছিল এবং তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী আমাদের দিলেন।6সেইজন্য আমরা তীতকে ডাকলাম, তিনি আগে থেকে যেমন তোমার সঙ্গে শুরু করেছিলেন, তেমন তোমাদের মধ্যে অনুগ্রহের কাজ শেষ করেন। 7কিন্তু তোমরা সব বিষয়ে ভাল বিশ্বাসে, বক্তৃতায়, জ্ঞানে, অধ্যাবসায়ে এবং আমাদের ওপর তোমাদের ভালবাসা, তুমিও নিশ্চিত ভাবে এই অনুগ্রহের কাজে উপচে পড়।8আমি এই কথা আদেশ করে বলছি না কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ভালবাসার সঙ্গে অন্য লোকদের পরিশ্রমের তুলনা নেই 9তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জানো, যদিও তিনি ধনী ছিলেন, তোমাদের জন্য গরিব হলেন, সুতরাং তোমরা যেন তাঁর দারিদ্রতাই ধনী হতে পার।10এই বিষয়ে আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি কিভাবে তোমরা সাহায্য পাবে: এক বছর আগেও তোমরা কিছু করতে শুরু করো নি, কিন্তু তোমরা এটা করার ইচ্ছা করেছিলে। 11এখন এই কাজ শেষ কর। সুতরাং যে আগ্রহ এবং ইচ্ছা নিয়ে এই কাজ করেছিলে, তারপর তোমরাও তোমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ শেষ করতে পারবে। 12যদি আগ্রহের সঙ্গে কাজ করে এই কাজের অস্তিত্ব রাখ, এটি একটি ভালো এবং গ্রহণযোগ্য বিষয়, একজন লোকের কি আছে, যার নেই তার কাছে তিনি কিছু চান না।13এই কাজে অন্যদের উপশম এবং তোমরা বোঝা হবে। কিন্তু সেখানে সুবিচার হবে। 14বর্ত্তমান সময়ে তোমাদের প্রাচুর্য্য তাদের যা প্রয়োজন তা যোগান দেবে এবং ঐ ভাবে সেখানে সুবিচার হবে, 15এইভাবে লেখা আছে, “মরুভূমিতে যে অনেক মান্না সংগ্রহ করে ছিল তার কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না; কিন্তু যে কম মান্না সংগ্রহ করে ছিল তার অভাব হল না।”16কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই, তিনি তীতের হৃদয়ে সেই রকম আন্তরিক যত্ন দিয়েছিলেন যে রকম আমার তোমাদের ওপর আছে। 17তিনি কেবলমাত্র আমাদের আবেদন গ্রহণ করেননি, কিন্তু এটার বাপ্যারে তিনি বেশি আগ্রহী, তিনি নিজের ইচ্ছায় তোমাদের কাছে এলেন।18এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠালাম, যিনি সব মণ্ডলীর প্রশংসা সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে করেছিলেন। 19কেবল এই নয়, কিন্তু মণ্ডলীর দ্বারা তিনিও নিয়োগ হয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে এই দান বয়ে নিয়ে যাবার ও এই অনুগ্রহ কার্য্য প্রভুর নিজের গৌরবের জন্য এবং আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করার জন্যই পরিষেবা সম্পাদিত হচ্ছে।20আমরা এই সম্ভবনাকে এড়িয়ে চলছি এই মহৎ দান সংগ্রহের জন্য কেউ যেন আমাদের দোষ না দেয়। 21আমরা যে শুধু প্রভুর দৃষ্টিতে সম্মান নিয়ে চলি তা নয় আমরা লোকেদের সামনে ও সেইভাবে চলি।22এবং এই ভাইদের তোমাদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি, তাদের সঙ্গে ওপর ভাইকে পাঠালাম যাকে আমরা সবসময় পরীক্ষা করে এবং দেখে অনেক কাজে উদ্যোগী কিন্তু বেশি পরিশ্রমী সেই ভাইকে পাঠালাম, কারণ তোমাদের মধ্যে তাঁর মহান আশা আছে 23তীতের জন্য, তিনি আমাদের অংশীদার এবং তোমাদের সহ দাস। আমাদের ভাইদের যাঁদের মণ্ডলীগুলি পাঠিয়েছিল খ্রীষ্টের গৌরবের জন্য। 24সুতরাং তাদের তোমার ভালবাসা দেখাও, তাদের দেখাও কেন আমারা তোমাদের নিয়ে অপর মণ্ডলী গুলির মধ্যে গর্ব বোধ করি।

Chapter 9  
1ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের পরিষেবার বিষয়, তোমাদের কাছে লেখার আমার কোন প্রয়োজন নেই। 2আমি তোমাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে জানি, আমি মাকিদনীয়ার লোকদের জন্য গর্ব বোধ করি। আমি তাদের বলেছিলাম যে গত বছর থেকেই আখায়া তৈরী হয়ে রয়েছে। তোমাদের আগ্রহ তাদের বেশিরভাগ লোককে উৎসাহিত করে তুলেছে।3এখন আমি ভাইদের পাঠাচ্ছি, সুতরাং তোমাদের নিয়ে আমাদের যে অহঙ্কার তা যেন ব্যর্থ না হয় এবং আমি তোমাদের যে ভাবে বলবো তোমরা সেইভাবে তৈরী হবে। 4নয়ত, যদি কোনো মাকিদনীয় লোক আমার সঙ্গে আসে এবং তোমাদের তৈরী না দেখে, আমরা লজ্জায় পড়ব তোমাদের বিষয় আমার কিছু বলার থাকবে না তোমাদের বিষয় নিশ্চিত থাকবো। 5সুতরাং আমি চিন্তা করেছিলাম ভাইদের তোমার কাছে আগে আসার প্রয়োজন ছিল এবং তোমরা যে আশীর্বাদের প্রতিজ্ঞা করেছিলে সে বিষয়ে আগে থেকে ব্যবস্থা করা। এইভাবে তৈরী থাকো যেন স্বাধীন ভাবে দান দিতে পার এবং তোমাদের দান দিতে জোর করা না হয়।6বিষয়টি এই: যে অল্প পরিমাণে বীজ বুনবে সে অল্প পরিমাণে শস্য কাটবে এবং যে লোক আশীর্বাদের সঙ্গে বীজ বোনে সে আশীর্বাদের সঙ্গে শস্য কাটবে। 7প্রত্যেকে নিজের মনে যে রকম পরিকল্পনা করেছে সেইভাবে দান করুক মনের দুঃখে অথবা দিতে হবে বলে দান না দিক কারণ খুশী মনে যে দান করে ঈশ্বর তাকে ভালবাসেন।8এবং ঈশ্বর তোমাদের সব রকম আশীর্বাদ উপচে দিতে পারেন, সুতরাং, সবসময়, সব বিষয়ে, তোমাদের সব রকম প্রয়োজনে, সব রকম ভালো কাজে তোমরা এগিয়ে চল। 9পবিত্র শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে, “সে তার ধনসম্পদ ভাগ করে দিয়েছে এবং গরিবদের দান করেছে; তার ধার্মিকতা চিরকাল স্থায়ী।”10যিনি চাষীর জন্য বীজ এবং খাবারের জন্য রুটি যোগান দেন, তিনি আরো যোগান দেবেন এবং রোপণের জন্য তোমাদের বীজ বহুগুণ করবেন এবং তোমাদের ধার্মিকতার ফল বাড়িয়ে দেবেন। 11তোমরা সব দিক দিয়েই ধনী হবে যাতে দান করতে পার এবং এইভাবে আমাদের ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া হবে।12তোমাদের এই পরিষেবার মাধ্যমে কেবলমাত্র পবিত্র লোকদের অভাব পূরণ করবে তা নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনেক আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। 13তোমরা যে বিশ্বস্ত তোমাদের এই সেবা কাজ তা প্রমাণ করবে তোমরা আরো ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করবে খ্রীষ্টের সুসমাচারে পাপ স্বীকার করে ও বাধ্য হয়ে এবং তোমাদের ও সকলের দান। 14এবং তারা অনেকদিন ধরে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছে কারণ ঈশ্বরের অতি মহান অনুগ্রহের আশা তোমাদের ওপর পড়বে। 15ব্যাখ্যা করা যায় না এমন দান, যা হলো তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্ট, তার জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক।

Chapter 10  
1আমি পৌল নিজে খ্রীষ্টের নম্রতা ও ভদ্রতার জন্য তোমাদের অনুরোধ করছি আমি নাকি তোমাদের উপস্থিতিতে নম্র ও ভদ্র থাকি, কিন্তু তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের প্রতি কঠোর হই। 2আমি তোমাদের কাছে বিনতি করি যে, যখন আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকি, তখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কঠোর হওয়ার আমার প্রয়োজন নেই, যেমন আমি মনে করেছিলাম যে আমাকে কঠোর হতে হবে, তখন আমি তাদের প্রতিরোধ করেছিলাম যারা মনে করে যে আমরা মাংসের বশে চলি।3যদিও আমরা মাংসে চলি, আমরা শরীর অনুযায়ী যুদ্ধ করি না। 4আমরা যে সব অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করি সেটা মাংসিক নয়। তার পরিবর্তে তাদের যে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে তার মাধ্যমে দুর্গসমূহ ধ্বংস করার করার জন্য ঈশ্বরের কাছে পরাক্রমী। আমরা সমস্ত বিতর্ক এবং,5ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে যে সব জিনিস মহিমান্বিত হয়ে মাথা তোলে তাদেরও আমরা ধ্বংস করি এবং আমরা সব মনের ভাবনাকে বন্দী করে খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্য হয়েছি। 6আর তোমাদের সম্পূর্ণ বাধ্য হওয়ার পর আমরা সমস্ত অবাধ্যতাকে উচিত শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি।7সামনে যা আছে তোমরা তাই দেখছ। যদি কেউ যদি নিজের উপরে বিশ্বাস রেখে বলে যে সে খ্রীষ্টের লোক, তবে সে আবার নিজেই নিজের বিচার করে বুঝুক, সে যেমন, আমরাও তেমনি খ্রীষ্টের লোক, 8যদি আমি আমাদের ক্ষমতার সামান্য একটু বেশি অহঙ্কার দেখালেও আমি লজ্জা পাব না, প্রভু তোমাদের ধ্বংস করার জন্য নয় কিন্তু তোমাদের গঠন করার জন্য সেই ক্ষমতা দিয়েছেন।9আমি তোমাদের এটা বোঝাতে চাইছি না যে আমি তোমাদের আমার চিঠির মাধ্যমে ভয় দেখাচ্ছি। 10কিছু লোক বলে, "পৌলের চিঠিগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী, কিন্তু শরীরের দিক থেকে তিনি দুর্বল এবং তাঁর কথা শোনার উপযুক্ত নয়।"11এই রকম লোকেরা বুঝুক যে আমাদের অনুপস্থিতিতে চিঠি দিয়ে যা বলেছি, সেখানে গিয়েও একই কথা বলব। 12এই ধরনের লোকদের সঙ্গে শ্রেণীভুক্ত বা তুলনা করার সাহস করি না, যারা তাদের প্রশংসা তারা নিজেরাই করে, কিন্তু তারা যখন নিজেদের সঙ্গে অন্যদের পরিমাপ করবে এবং নিজেদের প্রত্যেকের সঙ্গে তুলনা করবে।13আমরা পরিমাণের অতিরিক্ত গর্ব করব না, কেবল ঈশ্বর আমাদের যে কাজ করতে দিয়েছেন এবং আমরা কেবল কাজ করব যেরকম তিনি আমাদের কাজ করতে বলেছেন; আমাদের কাজের পরিমাণের মধ্যে তোমরাও আছ। 14তা তোমাদের কাছে পৌঁছায় না, আমরা যে সীমা অতিক্রম করছি, এমন নয়, আমরা প্রথমে খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম।15ঈশ্বর অন্যদের যে কাজ দিয়েছেন তা নিয়ে আমরা অহঙ্কার করি না, যদি আমরা ঐ কাজ করি, তা সত্ত্বেও, আমরা আশাকরি যে তোমরা ঈশ্বরকে বেশি বিশ্বাস করবে এবং এইভাবে ঈশ্বর আমাদের কাজ করার জন্য আরো বড় জায়গা ভাগ করে দেবেন। 16আমরা এই আশাকরি, তোমরা যেখানে বাস কর তার থেকে দূরের লোকেদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতে পারব, আমরা আমাদের নিজেদের কাজের প্রশংসা করব না যেমন ঈশ্বরের অন্য দাসেরা করে, তাদের নিজের জায়গার মধ্যে তারা তাঁর প্রচার করে।17কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রের কথায়, “যে অহঙ্কার করে, সে প্রভুকে নিয়েই অহঙ্কার করুক।" 18যখন একজন নিজের কাজের প্রশংসা করে, ঈশ্বর তার কাজের পুরষ্কার দেন না, তার পরিবর্তে, সে পুরষ্কার পায় ঈশ্বর যার প্রশংসা করেন।

Chapter 11  
1আমার ইচ্ছা, যেন আমার একটু মূর্খামির প্রতি তোমরা সহ্য কর, কিন্তু বাস্তবে তোমরা আমার জন্য সহ্য করছ। 2ঈশ্বরীয় ঈর্ষায় তোমাদের জন্য আমার ঈর্ষা হচ্ছে, আমি তোমাদের এক বরের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছি, যেন শুদ্ধ বাগদত্তার মত তোমাদের খ্রীষ্টের কাছে উপহার দিতে পারি।3কিন্তু আমি তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করছি, আমি ভয় পাচ্ছি যে কেউ তোমাদের ফাঁদে ফেলেছে, শয়তান যেমন হবাকে ফাঁদে ফেলেছিল। আমি ভয় পেয়েছিলাম কেউ তোমাদের প্ররোচিত করে শুদ্ধ মনে খ্রীষ্টকে ভালবাসতে বাধা দিচ্ছে। 4যদি অন্য কেউ তোমাদের কাছে আসে এবং আমরা যে যীশুকে প্রচার করেছি তার থেকে অন্য কোন সুসমাচার প্রচার করে, অথবা যদি তারা চায় ঈশ্বরের আত্মা থেকে অন্য কোনো মন্দ আত্মাকে তোমাদের গ্রহণ করাতে, অথবা অন্য রকম সুখবর পাও, তবে তোমরা তা ভাল ভাবেই সহ্য করেছ।5কারণ আমি মনে করি না যে ঐ সব "বিশেষ প্রেরিতরা," আমার থেকে মহান। 6কিন্তু যদিও আমি বক্তৃতায় নগণ্য, তবুও জ্ঞানে নগণ্য নই, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা সমস্ত লোকের মধ্যে তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।7তোমাদের সেবা করতে গিয়ে নিজেকে নিচু করেছি এইভাবে আমার পরিবর্তে তোমাদের প্রশংসা করেছি আমি কি ভুল করেছি? বিনামূল্যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করে আমি কি পাপ করেছি? 8তোমাদের সেবা করার জন্য আমি অন্য মণ্ডলীকে লুট করে টাকা গ্রহণ করেছি। 9একটা সময় ছিল যখন আমি তোমাদের কাছে ছিলাম তখন আমার অনেক জিনিসের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমি তোমাদের কোনো টাকার কথা বলিনি, কারণ মাকিদনিয়া থেকে যে ভাইরা এসেছিল তারাই আমার সব প্রয়োজন মিটিয়েছিল, আমি যাতে কোন বিষয়ে তোমাদের ভার স্বরূপ না হই, এইভাবে নিজেকে রক্ষা করেছি।10খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সত্যে আমি বলছি এবং তাঁর জন্য আমি কিভাবে কাজ করেছি। সুতরাং আখায়ার সব জায়গার প্রত্যেকের জন্য কাজ চালিয়ে যাব এই বিষয়ে সবাই জানুক। 11কেন? আমি কি তোমাদের ভালবাসি না? ঈশ্বর জানেন আমি তোমাদের ভালবাসি।12আমি এইভাবেই সেবা কাজ চালিয়ে যাব, সুতরাং যারা বলে আমাদের সমান তাদের থামিয়ে দেব, তাদের অহঙ্কারের দানের জন্য তাদের ক্ষমা করব না। 13এই রকম লোকেরা ভণ্ড প্রেরিত, নিজেদের ঈশ্বরের পাঠানো বলে দাবী করে। এই কর্মচারীরা সবসময় মিথ্যা কথা বলে এবং তারা নিজেদের খ্রীষ্ট এর প্রেরিত বলে প্রচার করে।14এতে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই, কারণ শয়তানও দ্বীপ্তিময় দূতের রূপ ধারণ করে। 15সে আরো প্রচার করে তার দাসেরা ঈশ্বরের সেবা করে; তারা ভালো প্রচার করে, তাদের যোগ্যতা অনুসারে ঈশ্বর তাদের শাস্তি দেবেন।16কেউ যেন আমাকে বোকা মনে না করে, কিন্তু যদি তুমি আমাকে সত্যিই বোকা মনে কর, যেন আমিও একটু গর্ব বোধ করি। 17এখন আমি যেভাবে কথা বলছি, তা প্রভুর ক্ষমতায় বলছি না; কিন্তু আমি একজন বোকার মত কথা বলছি। 18অনেকেই যখন দৈহিক ভাবে অহঙ্কার করছে, তখন, আমিও গর্ব করব।19তোমরা নিশ্চিত ভাবে আনন্দের সঙ্গে আমার বোকামি সহ্য করছ, যদিও তোমরা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাব! 20কারণ কেউ যদি তোমাদের দাস করে, তোমাদের ধ্বংস করে, যদি তোমাদের বন্দী করে, যদি অহঙ্কার করে, চড় মারে; তখন তোমরা তা সহ্য করে থাক। 21আমি লজ্জা পেয়েছিলাম, কারণ যখন আমরা তোমাদের সঙ্গে ছিলাম; তোমাদের আরো ভীরুর মত পরিচালনা করেছিলাম।22ওরা কি ইব্রীয়? সুতরাং আমিও তাই। তারা কি ইস্রায়েলীয়? সুতরাং আমিও তাই। তারা কি অব্রাহামের বংশ? সুতরাং আমিও তাই। 23তারা কি খ্রীষ্টের দাস? আমি পাগলের মত কথা বলছি; আমি তাদের থেকে বেশি পরিশ্রম করছি; আমি তাদের থেকে বেশি কারাবাস করেছি; আমি তাদের থেকে বেশি নিদারুন আঘাত পেয়েছি এবং আমি তাদের থেকে অনেক বেশি বার মৃত্যুমুখে পড়েছি।24ইহূদিরা আমাকে পাঁচ বার চাবুক দিয়ে ঊনচল্লিশ বার মেরেছিল। 25তিনবার বেত দিয়ে মেরেছে, একবার তারা আমাকে পাথর দিয়ে মেরেছে, তিনবার জাহাজ ডুবি হয়েছিল এবং আমি এক রাত ও এক দিন জলের মধ্যে কাটিয়েছি। 26যাত্রায় অনেকবার, নদীর ভয়াবহতা, ডাকাতদের কাছ থেকে বিপদ এসেছে, আমার নিজের লোকদের কাছ থেকে বিপদ এসেছে, ইহূদিদের ও অইহূদিদের কাছ থেকে বিপদ এসেছে, নগরের কাছ থেকে বিপদ এসেছে, বন্য জায়গা থেকে বিপদ এসেছে, সাগর থেকে বিপদ এসেছে, ভণ্ড ভাইদের কাছ থেকে বিপদ এসেছে যারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।27আমি কষ্টের মধ্যেও কঠিন পরিশ্রম করেছি, কখনো না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি; কিছু না খেয়ে থেকেছি খিদেয় এবং পিপাসায় কষ্ট পেয়েছি, শীতে ও যথেষ্ট কাপড়ের অভাবে কষ্ট পেয়েছি। 28ঐ সব বিষয় ছাড়াও আমি প্রতিদিন সব মণ্ডলী গুলির জন্য ভয় পাচ্ছিলাম তারা কি করছে। 29সেখানে কেউ দুর্বল হলেও আমি দুর্বল না হই, যে অন্য কাউকে পাপে ফেলতে চায়, তখন আমার কি রাগ হয় না?30যদি আমি অহঙ্কার করি, এই রকম জিনিসগুলির জন্যই কেবলমাত্র অহঙ্কার করব, যে জিনিসগুলো প্রকাশ করে যে আমি কত দুর্বল। 31প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ও ঈশ্বর যুগে যুগে যাঁকে ধন্য করে- তিনি জানেন আমি মিথ্যা কথা বলছি না।32দম্মেশক শহরে আরিতা রাজার নিযুক্ত শাসনকর্তা আমাকে ধরবার জন্য সেই নগরের চারিদিকে পাহারাদার রেখেছিলেন। 33কিন্তু আমার বন্ধু আমাকে একটি ঝুড়িতে করে দেওয়ালের জানলা দিয়ে আমাকে নগরের বাইরে নামিয়ে দিয়েছিল, এইভাবে আমি তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

Chapter 12  
1আমি অবশ্যই নিজেকে রক্ষা করে চলব, সুতরাং অহঙ্কার করব কিছু দর্শনের বিষয় যা প্রভু আমাকে দিয়েছেন। 2চোদ্দ বছর আগে একজন লোক খ্রীষ্টে যোগদান করেছিলেন যাকে আমি চিনি স্বর্গ পর্যন্ত তাকে তুলে নেওয়া হয়েছিল- কেবলমাত্র ঈশ্বর জানেন যখন তিনি আমাকে উপরে তুলেছেন কেবলমাত্র আমার আত্মা অথবা আমার দেহকে।3এবং আমি আমার শরীরে অথবা কেবলমাত্র আমার আত্মায়, ঈশ্বর একাই জানেন- 4স্বর্গে পরমদেশ নামক এক জায়গায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে আমি কিছু শুনেছিলাম যা ছিল আমার কাছে আরো পবিত্র সম্ভব হলে তোমাদের বলবো। 5আমি ঐ বিষয়ে অহঙ্কার করতে পারি কিন্তু যা সব ঘটছে তা ঈশ্বর করেছেন, আমি না। আমার জন্য আমি অহঙ্কার করতে পারি কেবলমাত্র এই বিষয়ে ঈশ্বর কিভাবে আমার উপর কাজ করছেন, আমি একজন দুর্বল মানুষ।6যদি আমি নিজের বিষয়ে অহঙ্কার করতে চাই, তবে আমি নির্বোধ হব না, কারণ আমি সত্যিই বলবো। যে কোনো ভাবেই, আমি আর অহঙ্কার করব না, সুতরাং কেবলমাত্র তুমি আমার বিচার করো তুমি কি শুনেছ আমাকে বল, অথবা আগেই তুমি আমার বিষয়ে কি জেনেছ বল। 7আর ঐ নিগূরতত্ত্বের অসাধারণ গুরুত্ব থাকার জন্য আমি যেন খুব বেশি অহঙ্কার না করি, এই জন্য আমার দেহে একটি কাঁটা, শয়তানের এক দূত, আমাকে দেওয়া হল, যেন সে আমাকে আঘাত করে, যেন আমি খুব বেশি অহঙ্কার না করি।8এই বিষয় নিয়ে আমি প্রভুর কাছে তিনবার প্রার্থনা করেছিলাম, যেন এটা আমাকে ছেড়ে চলে যায়। 9কিন্তু তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার অনুগ্রহ তোমার জন্য যথেষ্ট। কারণ যখন তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে তখন আমার শক্তি দুর্বলতায় কাজ করে, আমার দুর্বলতার জন্য আমি আরো তাড়াতাড়ি অহঙ্কার বোধ করব, সুতরাং খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপর অবস্থান করে। 10আমি সব কিছুর সামনা সামনি হতে পারি কারণ খ্রীষ্ট আমার সঙ্গে আছেন। এটা হতে পারে আমি অবশ্যই দুর্বল, অথবা অন্যরা আমাকে ঘৃণা করবে, আমাকে ভীষণ কষ্ট করতে হবে, অথবা অন্যরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে। তাঁর নানারকম দয়ার জন্য আমাকে কষ্টভোগ করতে হবে। যে কোনো ঘটনায়, যখন আমার শক্তি চলে যাবে, তখনো আমি শক্তিশালী।11আমি যখন এইভাবে লিখছি, আমি আমার নিজের প্রশংসা করছি। কিন্তু আমি এই রকম করেছি কারণ তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি ঠিক এই রকমই ভালো "বিশেষ প্রেরিতদের" যদিও আমি সত্যিই কিছুই না। 12প্রকৃত প্রেরিতদের চেনার সত্য সংকেত আমি তোমাদের দিয়েছি খুব ধৈর্য্য সহকারে আমি তোমাদের মধ্যে যে অলৌকিক কাজ করেছি: বিস্ময়কর অলৌকিক কাজ যা প্রমাণ করে আমি সত্যিই যীশু খ্রীষ্টের দাস। 13নিশ্চিত করে বলছি তোমরা অন্য সব মণ্ডলীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ! কেবলমাত্র একটা বিষয়ে তোমরা আলাদা ছিলে যে আমি তোমাদের কাছ থেকে কোনো টাকা নিই নি যা তাদের কাছ থেকে নিয়েছি। আমার অন্যায় কাজের জন্য আমাকে ক্ষমা কর!14সুতরাং শোন! আমি এখন এই তৃতীয় বার তোমাদের কাছে যাবার জন্য তৈরী হয়ে আছি এবং এই যাত্রায়, অন্য সকলের মত, আমি তোমাদের কাছে কোনো টাকা চাইব না। আমি কিছু চাই না কেবল তোমাদের চাই। আমি তোমাদের কাছে কি চাই! তোমরা আমাদের মতামত জানো যা আমরা আমাদের পরিবারে অনুসরণ করে চলি: ছেলেমেয়েরা তাদের বাবামায়ের খরচ চালাবে না কিন্তু বাবামায়েরা ছেলে মেয়েদের খরচ জমিয়ে রাখবেন। 15আমি খুব খুশি হয়েই তোমাদের জন্য সব কিছু করব, যদিও এর মানে আমি আমার জীবন দেব। যদি এই মানে বোঝায় আমি তোমাদের ভালবাসি চিরকালের থেকে বেশি, নিশ্চিত ভাবে তোমরাও আমাকে আনন্দে চিরকালের চেয়ে বেশি ভালবাসবে।16সুতরাং, কেউ অবশ্যই বলবে যে আমি তোমাদের টাকার কথা বলিনি, আমি কৌশলে তোমাদের বাধা দিয়ে আমার নিজের প্রয়োজনের সব খরচ আমি করেছি। 17ভালো, আমি কাউকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে কখন তোমাদের ঠকাই নি তাছাড়া আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি, আমি কি করেছি? 18উদাহরণ, আমি তীতকে এবং অন্য ভাইকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তাদের সাহায্য করার জন্য তারা তোমাদের কিছু বলেনি, তারা কি করেছে? তীত কখন তার খরচ তোমাদের দিতে বলেনি, সে কি করেছে? তীত এবং অন্য ভাই তোমার সঙ্গে আমার মতই ব্যবহার করেছে, একই রকম নয় কি? আমরা আমাদের জায়গায় একইভাবে বাস করেছি; তোমরা কখন আমাদের জন্য কোনো খরচ করবে না।19তোমরা ঠিক চিন্তা করনি যে এই চিঠিতে আমি আমার দোষ কাটানোর চেষ্টা করেছি, তুমি কি ঠিক? ঈশ্বর জানেন যে আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং যা আমি লিখেছি সব কিছু তাঁর আদেশে বলবান হয়ে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর। কথা কহিতেছি; আর, প্রিয়তমেরা, সবই তোমাদেরকে গেঁথে তুলবার জন্য বলছি।20কিন্তু যখন আমি তোমাদের কাছে আসব, আমি যেরকম ইচ্ছা করেছিলাম আমি তোমাদের সেরকম দেখতে পাবনা। আমি যখন তোমাদের কাছে আসব আমাকে কিছু শোনাতে চাইবে না। আমি ভয় পাচ্ছি যে তোমরা তোমাদের মধ্যে ঝগড়া করবে, একে অপরকে হিংসা করবে, তোমাদের মধ্যে কেউ রাগ করবে। আমি ভয় পাচ্ছি তোমাদের মধ্যে কেউ নিজেকে প্রধান করবে, যা নিয়ে তোমরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলবে এবং তোমাদের মধ্যে কেউ খুব স্বার্থপর হবে। 21যখন আমি তোমাদের কাছে আসব, আমি তোমাদের দেখে ভয় পাব, ঈশ্বর আমাকে নত করবেন, অনেকে ঈশ্বরের দিকে পাপ থেকে, অপবিত্রতা থেকে ও ব্যভিচার থেকে মন ফেরাবে না সেইজন্য আমি দুঃখিত ও শোকার্ত হব।

Chapter 13

1এই তৃতীয় বার আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি এই বিষয়গুলো আলোচনার জন্য। এই বিষয়ে আলোচনার নিয়ম পাঠিয়ে অপরের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি দোষারোপ নির্ভর করে দুই অথবা তিনজন সাক্ষীর কথায়, ঠিক এক জনের কথায় নয়। 2আমি যখন দ্বিতীয়বার সেখানে ছিলাম আমি তাদের বলেছিলাম যারা আগে পাপ করেছে, তাদের ও অন্য সবাইকে আমি আগেই বলেছি ও বলছি, যদি আবার আসি, আমি মায়া করব না।3আমি তোমাদের বলছি কারণ তোমরা প্রমাণ চাইছ যে খ্রীষ্ট আমার ভিতর দিয়ে কথা বলছেন, তিনি তোমাদের বিষয়ে দুর্বল নন; তবুও তিনি তাঁর মহান শক্তি দিয়ে তোমাদের সঙ্গে কাজ করছেন। 4আমরা খ্রীষ্টের উদাহরণ থেকে শিক্ষা পাই, কারণ তিনি যখন দুর্বল ছিলেন তখন তারা তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল, তবুও ঈশ্বর তাঁকে আবার জীবিত করেছেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বাস করে দুর্বল হয়েছি এবং তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে, এই পাপ সম্পর্কে তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বলবো তখন ঈশ্বর আমাদের ক্ষমতাবান করবেন যা তোমাদের কেউ কথা দিয়েছেন।5তোমরা প্রত্যেকে অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখ তিনি কিভাবে জীবিত; তোমরা প্রমাণ কর যে ঈশ্বর তোমাদের ভালবাসেন এবং করুণা করেন তা তোমরা বিশ্বাস কর। তোমরা অবশ্যই তোমাদের নিজেদের পরীক্ষা কর: তোমরা কি দেখেছ যে যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের ভিতরে বাস করছেন? তিনি তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাস করেন, অবশ্য যদি তোমরা এই পরীক্ষায় ব্যর্থ হও। 6এবং আমি আশাকরি যে তোমরা দেখবে যে খ্রীষ্টও আমাদের মধ্যে বাস করেন।7এখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে তোমরা কোনকিছু ভুল করবে না। আমরা এই জন্য প্রার্থনা করি কারণ আমরা চাই তোমাদের থেকে আরো ভালো দেখাতে ঐ পরীক্ষায় পাস করে। তাসত্ত্বেও, আমরা তোমাদের জানাতে চাই এবং ঠিক জিনিস কর। যদি আমরা অক্ষম হই, আমরা চাই তোমরা সফল হও। 8আমরা যা করি সত্য তা দমন করে; সত্যের বিরুদ্ধে আমরা কিছু করতে পারিনা।9যখন আমরা দুর্বল হই এবং তোমরা বলবান হও তখন আমরা আনন্দ করি। আমরা প্রার্থনা করি যে তোমরা সবসময় অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করও মান্য কর। 10আমি এখন তোমাদের কাছ থেকে চলে যাব সেইজন্য আমি এই সব লিখছি। যখন আমি তোমাদের কাছে আসব, আমি তোমাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করব না। কারণ ঈশ্বর আমাকে একজন প্রেরিত করেছেন, আমি তাঁর ক্ষমতা ব্যবহার করে তোমাদের উত্সাহ দিতে পছন্দ করি কিন্তু তোমাদের দুর্বল করতে চাই না।11সবশেষে এই বলি, ভাইয়েরা আনন্দ কর! আগের আচরণের থেকে এখনকার আচার এবং আচরণ ভালো কর এবং ঈশ্বর তোমাদের সাহস দেবেন। একে অপরের সঙ্গে একমত হও এবং শান্তিতে একসঙ্গে বাস কর। যদি তোমরা এই সব কাজ কর, ঈশ্বর, তোমাদের ভালবাসবেন এবং শান্তি দেবেন, তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। 12একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাও ও পবিত্র চুম্বন দাও।13সব পবিত্র লোকেরা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা এবং পবিত্র আত্মার সহভাগীতা তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক। আমেন।

## Galatians

Chapter 1  
1পৌল, খ্রীষ্টের একজন প্রেরিত, এই প্রেরিত পদ কোন মানুষের কাছ থেকে বা কোন মানুষের মাধ্যমেও নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট এবং পিতা ঈশ্বর যিনি মৃতদের মধ্যে থেকে তাঁকে উঠিয়েছেন তাঁদের মাধ্যমেই পেয়েছি, 2এবং আমার সঙ্গে সব ভাইয়েরা, গালাতিয়া প্রদেশের মণ্ডলীদের প্রতি।3আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন। 4তিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে প্রদান করলেন, যেন আমাদের ঈশ্বরও পিতার ইচ্ছা অনুসারে আমাদেরকে এই উপস্থিত মন্দ যুগ থেকে উদ্ধার করেন। 5যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।6আমি অবাক হচ্ছি যে, খ্রীষ্টের অনুগ্রহে যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেছেন, তোমরা এত তাড়াতাড়ি তা থেকে অন্য সুসমাচারের দিকে ফিরে যাচ্ছ। 7তা অন্য কোনো সুসমাচার না; কেবল এমন কিছু লোক আছে, যারা তোমাদেরকে অস্থির এবং খ্রীষ্টের সুসমাচার বিকৃত করতে চায়।8কিন্তু আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, তা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে আমরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আসা কোনো দূত করুক- তবে সে শাপগ্রস্ত হোক। 9আমরা আগে যেমন বলেছি এবং এখন আমি আবার বলছি, “তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার যদি কেউ তোমাদের কাছে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হোক।” 10এখন আমি কার অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করছি মানুষের না ঈশ্বরের ? আমি কি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করছি ? যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম, তবে খ্রীষ্টের দাস হতাম না।11কারণ, হে ভাইয়েরা, আমার মাধ্যমে যে সুসমাচার প্রচারিত হয়েছে, তার বিষয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছি যে, তা মানুষের মতানুযায়ী না। 12আমি মানুষের কাছ থেকে তা গ্রহণও করিনি এবং শিক্ষাও পাইনি; কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের মাধ্যমেই পেয়েছি।13তোমরা তো যিহুদী ধর্মে আমার আগের আচার ব্যবহারের কথা শুনেছ; আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে অতি তাড়না ও বিধ্বস্ত করতাম; 14আমি পরম্পরাগত পৈতৃক রীতিনীতি পালনে খুব উদ্যোগী হওয়াতে আমার স্বজাতীয় সমবয়স্ক অনেক লোক অপেক্ষা যিহুদী ধর্মে আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।15কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাকে আমার মায়ের গর্ভ থেকে পৃথক্ করেছেন এবং নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে আহ্বান করেছেন, 16তিনি নিজের পুত্রকে আমাতে প্রকাশ করবার ইচ্ছা করলেন, যেন আমি অযিহুদীদের মধ্যে তাঁর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করি, তখন আমি একবারের জন্যও রক্ত ও মাংসের সাথে পরামর্শ করলাম না। 17এবং যিরূশালেমে আমার আগের প্রেরিতদের কাছে গেলাম না, কিন্তু আরব দেশে চলে গেলাম, পরে দম্মেশক শহরে ফিরে আসলাম।18তারপর তিন বছর পরে আমি কৈফার সাথে পরিচিত হবার জন্যে যিরূশালেমে গেলাম এবং পনেরো দিন তাঁর কাছে থাকলাম। 19কিন্তু প্রেরিতদের মধ্যে অন্য কাউকেও দেখলাম না, কেবল প্রভুর ভাই যাকোবকে দেখলাম। 20এই যে সব কথা তোমাদের লিখছি, দেখ, ঈশ্বরের সামনে বলছি, আমি মিথ্যা বলছি না।21তারপর আমি সুরিয়ার ও কিলিকিয়ার অঞ্চলে গেলাম। 22আর তখনও আমি যিহূদীয়া প্রদেশের খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীগুলির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচিত ছিলাম না। 23তারা শুধু শুনতে পেয়েছিল, “যে ব্যক্তি আগে আমাদেরকে তাড়না করত, সে এখন সেই বিশ্বাস বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করছে, যে আগে বিনাশ করত;” 24এইজন্য তারা আমার কারণে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল।

Chapter 2  
1তারপরে চোদ্দ বছর পরে আমি বার্ণবার সাথে আবার যিরূশালেমে গেলাম, তীতকেও সঙ্গে নিলাম। 2আমি সেখানে গিয়েছিলাম কারণ এটি ঈশ্বরের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এবং যে সুসমাচার অইহূদিদের মধ্যে প্রচার করছি, লোকদের কাছে তার বর্ণনা করলাম, কিন্তু যারা গন্যমান্য, তাঁদের কাছে গোপনে করলাম, দেখা যায় যে আমি বৃথা দৌড়াচ্ছি, বা দৌড়িয়েছি।3এমনকি, তীত, যিনি আমার সঙ্গে ছিলেন, তিনি গ্রীক হলেও তাঁকে ত্বকচ্ছেদ স্বীকার করতে বাধ্য করা গেল না। 4গোপনভাবে আসা কয়েক জন ভণ্ড ভাইয়ের জন্য এই রকম হল; খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, তার দোষ ধরবার জন্য তারা গোপনে প্রবেশ করেছিল, যেন আমাদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে পারে। 5কিন্তু আমরা এক মুহূর্তও তাদের বশবর্ত্তী হলাম না, যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের কাছে অপরিবর্তনীয় থাকে।6আর যাঁরা গন্যমান্য বলে খ্যাত তাদের কোনো অবদান নেই আমার কাছে। তাঁরা যাই হোন না কেন, এতে আমার কিছু এসে যায় না। মানুষের বিচারকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। 7বরং, তারা যখন দেখলেন অচ্ছিন্নত্বক ইহুদিদের মধ্যে আমাকে যেমন বিশ্বাস করে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি ছিন্নত্বক ইহুদিদের মধ্যে পিতরকে দেওয়া হয়েছে। 8কারণ ঈশ্বর, যিনি পিতরকে ছিন্নত্বকদের কাছে প্রেরিতত্ত্বের জন্য কাজ সম্পন্ন করছিলেন, তেমনি তিনি অইহূদিদের কাছেও আমার মাধ্যমে কাজ সম্পন্ন করছেন।9যখন তাঁরা বুঝতে পারল যে সেই অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, তখন যাকোব, কৈফা এবং যোহন যাঁরা নেতারূপে চিহ্নিত, তারা আমাকে ও বার্ণবাকে সহভাগীতার ডান হাত দিলেন, যেন আমরা অইহূদিদের কাছে যাই, আর তাঁরা ছিন্নত্বকদের কাছে যান; 10তারা কেবল চাইলেন যেন আমরা দরিদ্রদের স্মরণ করি; আর সেটাই করতে আমিও আগ্রহী ছিলাম;11কিন্তু কৈফা যখন আন্তিয়খিয়ায় আসলেন, তখন আমি মুখের উপরেই তাঁর প্রতিরোধ করলাম, কারণ তিনি দোষী হয়েছিলেন। 12যাকোবের কাছ থেকে কয়েকজন লোক আসবার আগে কৈফা অইহূদিয়দের সাথে খাওয়া দাওয়া করতেন, কিন্তু যখন এই লোকেরা আসল, তখন তিনি যারা ছিন্নত্বক দাবি করত তাদের ভয়ে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করেদিলেন এবং নিজেকে অইহূদিয়দের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে লাগলেন।13আর কৈফার ভণ্ডামির সাথে অন্য সব ইহূদি বিশ্বাসিরাও যুক্ত হল, এমনকি, বার্ণাবাও তাঁদের ভণ্ডামিতে আকর্ষিত হলেন। 14কিন্তু, আমি যখন দেখলাম, তারা সুসমাচারের সত্য অনুসারে চলছেন না, তখন আমি সবার সামনে কৈফাকে বললাম, “তুমি নিজে ইহূদি হয়ে যদি ইহূদিদের মত না, কিন্তু অইহূদিদের মত জীবনযাপন কর, তবে কেন অইহূদিদেরকে ইহূদিদের মত আচরণ করতে বাধ্য করছ?”15আমরা জন্মসূত্রে ইহূদি, আমরা অইহূদিয় পাপী নই; 16বুঝেছি যে কেউই ব্যবস্থার কাজের মাধ্যমে নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে মানুষ ধার্মিক বলে চিহ্নিত হয়। সেইজন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হয়েছি, যেন ব্যবস্থার কাজের জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের জন্যই ধার্মিক বলে গনিত হই; কারণ ব্যবস্থার কাজের জন্য কোন শরীর ধার্মিক বলে গনিত হবে না।17কিন্তু যদি,আমরা খ্রীষ্টে ধার্মিক বলে গণ্য হবার চেষ্টা করতে গিয়ে, আমরাও পাপী বলে প্রমাণ হয়ে থাকি, তবে তার জন্য খ্রীষ্টও কি পাপের দাস? একেবারেই না! 18কারণ আমি যে নিয়ম ভেজ্ঞে ফেলেছি, তাই যদি আবার পুনরায় গেঁথে তুলি, তবে নিজেকেই অপরাধী বলে দাঁড় করাই। 19কারণ আমি তো নিয়মের মাধ্যমে নিয়মের উদ্দেশ্যে মরেছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত থাকতে পারি।20খ্রীষ্টের সাথে আমি ক্রুশারোপিত হয়েছি, আমি আর জীবিত না, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। আমার শরীরে এখন যে জীবন আছে, তা আমি ঈশ্বরের পুত্রের উপরে বিশ্বাসেই যাপন করছি; তিনিই আমাকে ভালবাসলেন এবং আমার জন্য নিজেকে প্রদান করলেন। 21আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অস্বীকার করি না; কারণ নিয়মের মাধ্যমে যদি ধার্মিকতা হয়, তাহলে খ্রীষ্ট অকারণে মারা গেলেন!

Chapter 3

1হে নির্বোধ গালাতীয়েরা, কে তোমাদেরকে মুগ্ধ করল? তোমাদেরই চোখের সামনেই কি যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশারোপিত বলে বর্ণিত হয়নি? 2আমি শুধুমাত্র এই কথা তোমাদের কাছে জানতে চাই: তোমরা কি ব্যবস্থার কাজের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছ? না বিশ্বাসের সুসমাচার শ্রবণের মাধ্যমে? 3তোমরা কি এতই নির্বোধ? পবিত্র আত্মাতে শুরু করে এখন কি মাংসে শেষ করতে যাচ্ছ ?4তোমরা এত দুঃখ কি বৃথাই ভোগ করেছ, যদি প্রকৃত পক্ষে তা বৃথাই হয়ে থাকে ? 5অতএব, যিনি তোমাদের পবিত্র আত্মা জুগিয়ে দেন ও তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য্য কাজ সম্পন্ন করেন, তিনি কি ব্যবস্থার কাজের জন্য তা করেন? না বিশ্বাসের সুসমাচার শ্রবণের জন্য?6যেমন অব্রাহাম, “ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, আর সেটাই তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।” 7অতএব জেনো, যারা বিশ্বাস করে, তারাই অব্রাহামের সন্তান। 8আর বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বর অইহূদিদেরকে ধার্মিক বলে চিহ্নিত করেন, শাস্ত্র এটা আগে দেখে অব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করেছিল, যথা, “তোমার থেকে সমস্ত জাতি আশীর্বাদ পাবে।” 9অতএব বিশ্বাসী ব্যক্তি, যারা অব্রাহামের সাথে বিশ্বাস করেছেন তারাও আশীর্বাদ পায়।10বাস্তবিক যারা নিয়মের কার্য্য অনুযায়ী চলে, তারা সবাই অভিশাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, “যে কেউ নিয়মগ্রন্থে লেখা সব কথা পালন করে না, এবং তাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত।” 11কিন্তু নিয়ম পালনের মাধ্যমে কেউই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক বলে গনিত হয় না, এটা সুস্পষ্ট, কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের জন্যই বেঁচে থাকবে।” 12কিন্তু নিয়ম বিশ্বাসমূলক না, বরং “যে কেউ এই সকল পালন করে, সে তাতে বেঁচে থাকবে।”13খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে আমাদেরকে নিয়মের অভিশাপ থেকে মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্যে শাপস্বরূপ হলেন; যেমন পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “যাকে ক্রুশে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।” 14যেন অব্রাহামের পাওয়া আশীর্বাদ খ্রীষ্ট যীশুতে অইহূদিদের প্রতি আসে, যাতে আমরাও বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিজ্ঞার আত্মাকে পাই।15হে ভাইয়েরা, আমাকে মানুষের মত করে কথা বলতে দাও। একবার আইন দ্বারা মানুষের তৈরী একটি চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, কেউই এটিকে একপাশে রাখতে বা এতে কিছু যুক্ত করতে পারে না। 16ভাল, অব্রাহামের প্রতি ও তাঁর বংশের প্রতি প্রতিজ্ঞা সকল বলা হয়েছিল। এটি বহুবচনে ‘বংশধরদের প্রতি’ আর বলে না, বরং একবচনে বলেন, “আর তোমার বংশের প্রতি,” সেই বংশ খ্রীষ্ট।17এখন আমি যা বলছি তা হল এই, যে চুক্তি ঈশ্বরের থেকে আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, চারশো ত্রিশ বছর পরে আসা নিয়ম সেই প্রতিজ্ঞাকে উঠিয়ে দিতে পারে না, যা প্রতিজ্ঞাকে বিফল করবে। 18কারণ উত্তরাধিকার যদি আইনের মাধ্যমে আসে, তবে আর প্রতিজ্ঞামূলক হতে পারে না; কিন্তু ঈশ্বর অবাধে অব্রাহামকে একটি প্রতিজ্ঞার মাধ্যমেই তা দিয়েছিলেন।19তাহলে এই আইনের উদ্দেশ্য কি ছিল? অপরাধের কারণে তা যোগ করা হয়েছিল, যে পর্যন্ত না সেই বংশ আসে, যাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল এবং সেই আদেশ দূতদের মাধ্যমে একজন মধ্যস্থের হাতে বিধিবদ্ধ হল। 20এখন এক মধ্যস্থকারী শুধু এক জনের মধ্যস্থ হয় না, কিন্তু ঈশ্বর এক।21তবে আইন কি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পরিপন্থী ? একেবারেই নয়! কারণ যদি এমন নিয়ম দেওয়া হত, যা জীবন দান করতে পারে, তবে ধার্মিকতা অবশ্যই আইনের দ্বারা আসত। 22কিন্তু শাস্ত্র সবকিছুকে পাপের অধীনে আটক করে রেখেছিল, যাতে যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে সেই প্রতিজ্ঞা করা যায়।23কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস আসবার আগে আমরা আইনের অধীনে বন্দী ছিলাম, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশ্বাস প্রকাশিত হয়। 24সুতরাং তখন আইন খ্রীষ্টের কাছে আনবার জন্য আমাদের পরিচালক হয়ে উঠল, যেন আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক বলে গনিত হই। 25কিন্তু যে অবধি বিশ্বাস আসল, সেই অবধি আমরা আর আইনের অধীন নই। 26কারণ তোমরা সবাই খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের পুত্র হয়েছ।27কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে বাপ্তিষ্ম নিয়েছ, সবাই খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ। 28ইহূদি কি গ্রীক আর হতে পারে না, দাস কি স্বাধীন আর হতে পারে না, পুরুষ কি মহিলা আর হতে পারে না, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমরা সবাই এক। 29আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে তোমরাও অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তরাধিকারী।

Chapter 4

1কিন্তু আমি বলি, উত্তরাধিকারী যত দিন শিশু থাকে, ততদিন সব কিছুর অধিকারী হলেও দাস ও তার মধ্য কোনো পার্থক্য থাকে না। 2কিন্তু তিনি তার পিতার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার দেখাশোনাকারী এবং সম্পত্তির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অধীনে থাকেন।3তেমনি আমরাও যখন শিশু ছিলাম, তখন জগতের প্রাথমিক শিক্ষার অধীনে বন্দী ছিলাম। 4কিন্তু সময় সম্পূর্ণ হলে পর ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠালেন, তিনি কুমারীর মাধ্যমে জন্ম নিলেন, ব্যবস্থার অধীনে জন্ম নিলেন, 5যেন তিনি মূল্য দিয়ে ব্যবস্থার অধীন লোকদেরকে মুক্ত করেন, যেন আমরা দত্তক পুত্রের অধিকার প্রাপ্ত হই।6আর তোমরা পুত্র, এই জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে পাঠালেন, যিনি “আব্বা, পিতা” বলে ডাকেন। 7তাই তোমরা আর দাস না, কিন্তু একজন পুত্র, আর যখন পুত্র, তখন তোমরা ঈশ্বরের মাধ্যমে উত্তরাধিকারীও হয়েছ।8কিন্তু সেই সময়ে, যখন তোমরা ঈশ্বরকে জানতে না তখন তোমাদেরকে তাদের প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা তাদের দাস বানানো হয়েছিল, যারা মোটেই দেবতা ছিলনা। 9কিন্তু তোমরা এখন ঈশ্বরের পরিচয় পেয়েছ, বরং ঈশ্বরও তোমাদের জানেন, তবে কেমন করে আবার ঐ দুর্বল ও মূল্যহীন জগতের প্রাথমিক শিক্ষার দিকে ফিরছ? তোমরা কি ফিরে গিয়ে আবারও সেগুলির দাস হতে চাইছ?10তোমরা বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ। 11তোমাদের বিষয়ে আমার ভয় হয়, কি জানি, তোমাদের মধ্যে আমি বৃথাই পরিশ্রম করেছি।1312ভাইয়েরা, তোমাদেরকে এই অনুরোধ করছি, তোমরা আমার মত হও, কারণ আমিও তোমাদের মত। তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোনো অন্যায় কর নি। কিন্তু তোমরা জান, আমরা দেহের অসুস্থতার কারণে প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচারের সুযোগ পেয়েছিলাম, 14আর আমার দেহের দুর্বলতায় তোমাদের যে পরীক্ষা হয়েছিল, তা তোমরা তুচ্ছ কর নি, ঘৃণাও কর নি, বরং ঈশ্বরের এক দূতের মতো, খ্রীষ্ট যীশুর মতো, আমাকে গ্রহণ করেছিলে।15তবে তোমাদের সেই ধন্য জীবন কোথায়? কারণ আমি তোমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সাধ্য থাকলে তোমরা তোমাদের চোখ উপড়ে আমাকে দিতে। 16তবে আমি কি তোমাদের কাছে সত্য বলার কারণে আমি তোমাদের শত্রু হয়েগেছি?17তারা তোমাদের জয় করার জন্য খোঁজ করছে, কিন্তু কোন ভাল উদ্দেশ্যে নয়। বরং তারা তোমাদেরকে বাইরে রাখতে চায়, যেন তোমরাই তাঁদের খোঁজ কর। 18একটা ভালো উদ্দেশ্যের জন্য সবসময় উৎসাহীত হওয়া ভালেঅ শুধু মাত্র তোমাদের কাছে আমার উপস্থিতির সময়ে নয়।19তোমরা ত আমার সন্তান, আমি আবারও তোমাদেরকে নিয়ে প্রসব-যন্ত্রণা সহ্য করছি, যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট গঠিত হয়। 20আমার ইচ্ছা এই যে, আমি এখনই তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে অন্য স্বরে কথা বলি, কারণ তোমাদের বিষয়ে আমি খুবই চিন্তিত।21বল দেখি, তোমরা তো ব্যবস্থার অধীনে থাকার ইচ্ছা কর, তোমরা কি ব্যবস্থার কথা শোন না? 22কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে যে, "অব্রাহামের দুটি ছেলে ছিল, একটি দাসীর ছেলে, একটি স্বাধীনার ছেলে। 23আর ঐ দাসীর ছেলে দেহ অনুসারে, কিন্তু স্বাধীনার ছেলে প্রতিজ্ঞার গুণে জন্ম নিয়েছিল।24এই সব কথার রূপক অর্থ আছে, কারণ ঐ দুই স্ত্রী দুই নিয়ম। একটি সিনয় পর্বত থেকে উৎপন্ন ও দাসত্বের জন্য প্রসব করেছিলেন যিনি, সে হাগার। 25আর এই হাগার আরব দেশে সীনয় পর্বতকে এবং সে র্বতমান যিরূশালেমের প্রতিনিধিত করছেন, কারণ সে তাঁর সন্তানদের সঙ্গে দাসত্বে আছে।26কিন্তু যিরূশালেম যেটা স্বর্গে সেটা স্বাধীনা, আর সে আমাদের জননী। 27কারণ লেখা আছে, “তুমি বন্ধা স্ত্রী, যে প্রসব করতে অক্ষম, আনন্দ কর, যার প্রসব-যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা নেই, সে আনন্দধ্বনি কর ও উল্লাসে পরিপূর্ণ হও, কারণ সধবার সন্তান অপেক্ষা বরং অনাথার সন্তান বেশি।”28কিন্তু, ভাইয়েরা, তোমরাও ইসহাকের মতো প্রতিজ্ঞার সন্তান। 29সেই সময় দেহ অনুসারে জন্মানো ব্যক্তি যেমন আত্মিক ভাবে যিনি আত্মায় জন্ম নিয়েছিলেন তাঁকে অত্যাচার করত, তেমনি এখনও হচ্ছে।30কিন্তু শাস্ত্র কি বলে? “ঐ দাসীকে ও তার ছেলেকে বের করে দাও কারণ ঐ দাসীর ছেলে কোন ভাবেই স্বাধীনার ছেলের সঙ্গে উত্তরাধিকারী হবে না।” 31তাই, ভাইয়েরা, আমরা আর দাসীর সন্তান নই, আমরা স্বাধীনার সন্তান।

Chapter 5

1স্বাধীনতার জন্যই খ্রীষ্ট আমাদেরকে স্বাধীন করেছেন। তাই তোমরা স্থির থাক এবং দাসত্বের যোঁয়ালীতে আর বন্দী হয়ো না। 2শোন, আমি পৌল তোমাদেরকে বলছি, যদি তোমরা ত্বকচ্ছেদ করে থাক, তবে খ্রীষ্টের কাছ থেকে তোমাদের কিছুই লাভ হবে না।3যে কোন ব্যক্তি ত্বকচ্ছেদ করে থাকে, আমি তাকে আবার এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে ঋণশোধের মতো সমস্ত ব্যবস্থা পালন করতে বাধ্য। 4তোমরা যারা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধার্মিক হওয়ার জন্য চেষ্টা করছ, তোমরা খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ, তোমরা অনুগ্রহ থেকে দূরে চলেগেছ।5কারণ আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাস দিয়ে ধার্মিকতার আশা পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছি। 6কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে ত্বকছেদের কোন শক্তি নেই, অত্বকছেদেরও নেই, কিন্তু বিশ্বাস যা প্রেমের মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। 7তোমরা তো সুন্দরভাবে দৌড়াচ্ছিলে, কে তোমাদেরকে বাধা দিল যে, তোমরা সত্যের বাধ্য হচ্ছ না? 8এই প্ররোচনা তাঁর মাধ্যমে হয়নি যিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেছেন!9অল্প খামির সুজীর সমস্ত তাল খামিরে পরিপূর্ণ করে। 10তোমাদের বিষয়ে প্রভুতে আমার এমন দৃঢ় আশা আছে যে, তোমরা আর অন্য কোন বিষয়ে মনে চিন্তা করো না, কিন্তু যে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করে, সে ব্যক্তি যেই হোক, সে তার বিচার দন্ড ভোগ করবে।11ভাইয়েরা, আমি যদি এখনও ত্বকছেদ প্রচার করি, তবে কেন আমি এখনও কষ্ট সহ্য করছি? সেক্ষেত্রে ক্রুশের বাঁধাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। 12যারা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে, আমি চাই তারা নিজেদেরকেও ছিন্নাঙ্গ (নপুংসক) করুক!13কারণ, ভাইয়েরা, তোমাদের স্বাধীনতার জন্য ডাকা হয়েছে, কিন্তু দেখো, সেই স্বাধীনতাকে দেহের জন্য একটি সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করো না, বরং প্রেমের মাধ্যমে একজন অন্যের দাস হও। 14কারণ সমস্ত ব্যবস্থা এই একটি বাক্যে পূর্ণ হয়েছে: “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে।” 15কিন্তু তোমরা যদি একজন অন্য জনের সঙ্গে কামড়া-কামড়ি ও গ্রাস কর, তবে দেখো, যেন একজন অন্য জনের মাধ্যমে ধ্বংস না হও।16কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহলে মাংসিক অভিলাষ পূর্ণ করবে না। 17কারণ দেহ আত্মার বিরুদ্ধে এবং আত্মা দেহের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে, কারণ এই দুইটি বিষয় একটি অন্যটির বিপরীত, তাই তোমরা যা ইচ্ছা কর, তা করতে পার না। 18কিন্তু যদি তোমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পরিচালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও।19আবার দেহের যে সমস্ত কাজ তা প্রকাশিত, সেগুলি এই- বেশ্যাগমন, অপবিত্রতা, যৌন লালসা, 20মূর্তিপূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, কলহ, হিংসা, রাগের বহিঃপ্রকাশ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি, 21হিংসা, মাতলামি, হৈহুল্লা করে মদ খাওয়া ও এই ধরনের অন্য অন্য দোষ। এই সব বিষয়ে আমি তোমাদেরকে সাবধান করছি, যেমন আগেও করেছিলাম, যারা এই রকম আচরণ করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে না।22কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুন, দয়ার স্বভাব, ভালো স্বভাব, বিশ্বস্ততা, 23নম্রতা ও নিজেকে দমন (আত্মসংযম), এই সব গুনের বিরুদ্ধে কোন নিয়ম নেই। 24আর যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা দেহকে তার কামনা ও মন্দ অভিলাষের সঙ্গে ক্রুশে দিয়েছে।25যদি আমিরা পবিত্র আত্মার বশে জীবন যাপন করি, তবে এস, আমরা আত্মার বশে চলি। 26আমরা যেন বৃথা অহঙ্কার না করি, পরস্পরকে জ্বালাতন না করি ও একজন অন্য জনকে হিংসা না করি।

Chapter 6  
1ভাইয়েরা, যদি কেউ কোন অপরাধে ধরাও পড়ে, তবে আত্মিক যে তোমরা, তোমরা সেই রকম ব্যক্তিকে নম্রতার আত্মায় সুস্থ কর, নিজেকে দেখ, পাছে তুমিও পরীক্ষাতে না পড়। 2তোমরা একজন অন্যের ভার বহন কর, এইভাবে খ্রীষ্টের ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে পালন কর।3কারণ যদি কেউ মনে করে, আমি কিছু, কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই নয়, তবে সে নিজেকে নিজেই ঠকায়। 4কিন্তু সবাই নিজের নিজের কাজের পরীক্ষা করুক, তাহলে সে শুধু নিজের কাছে গর্ব করার কারণ পাবে, অপরের কাছে নয়। 5কারণ প্রত্যেকে নিজের নিজের ভার বহন করবে।6কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে শিক্ষা পায়, সে যেন তার শিক্ষককে সমস্ত ভালো বিষয়ের সহভাগী করে। 7তোমরা ভ্রান্ত হয়ো না। ঈশ্বরকে ঠাট্টা করা যায় না, কারণ মানুষ যা কিছু বোনে তাই কাটবে। 8তাই নিজের দেহের উদ্দেশ্যে যে বোনে, সে দেহ থেকে ক্ষয়শীল শস্য পাবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে যে বোনে, সে আত্মা থেকে অনন্ত জীবনস্বরূপ শস্য পাবে।9আর এস, আমরা সৎ কাজ করতে করতে নিরুৎসাহ না হই, কারণ ক্লান্ত না হলে সঠিক সময়ে শস্য পাব। 10এই জন্য এস, আমরা যেমন সুযোগ পাই, তেমনি সবার প্রতি, বিশেষ করে যারা বিশ্বাসী বাড়ির পরিজন, তাদের প্রতি ভাল কাজ করি।11দেখ, আমি কত বড় অক্ষরে নিজের হাতে তোমাদেরকে লিখলাম। 12যে সকল লোক দেহে সুন্দর দেখাতে ইচ্ছা করে, তারাই তোমাদেরকে ত্বকছেদ হতে বাধ্য করছে, এর উদ্দেশ্য এই যেন খ্রীষ্টের ক্রুশের দ্বারা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়। 13কারণ যারা ত্বকছেদ করে থাকে, তারা নিজেরাও ব্যবস্থা পালন করে না, বরং তাদের ইচ্ছা এই যে, তোমরা ত্বকছেদ কর, যেন তারা তোমাদের দেহে অহঙ্কার করতে পারে।14কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি যে আর কোন বিষয়ে গর্ব করি, তা দূরে থাকুক, তাঁর মাধ্যমেই আমার জন্য জগত এবং জগতের জন্য আমি ক্রুশে বিদ্ধ। 15কারণ ত্বকছেদ কিছুই না, অত্বকছেদও না, কিন্তু নতুন সৃষ্টিই প্রধান বিষয়। 16আর যে সমস্ত লোক এই মানদণ্ড অনুযায়ী চলছে, তাদের উপরে, এমন কি ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপরেও শান্তি ও দয়া অবস্থান করুক।17এখন থেকে কেউ আমাকে কষ্ট না দিক, কারণ আমি প্রভু যীশুর সমস্ত চিহ্ন আমার দেহে বহন করছি। 18ভাইয়েরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

## Ephesians

Chapter 1

1পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত, ইফিষ শহরে বসবাসকারী পবিত্র ও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বস্ত জনগনের প্রতি চিঠি। 2আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে ভালোবাসা ও শান্তি তোমাদের উপর আসুক।3ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরও পিতা, যিনি আমাদেরকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রীষ্টে আশীর্বাদ করেছেন; 4কারণ তিনি জগত সৃষ্টির আগে খ্রীষ্টে আমাদেরকে নির্ধারিত করেছিলেন, যেন আমরা তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র ও খাঁটি হই;5ঈশ্বর আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের মধ্য ‍দিয়ে নিজের জন্য দেওয়া পুত্রের জন্য আগে থেকে ঠিক করেছিলেন; এটা তিনি নিজ ইচ্ছার হিতসঙ্কল্প অনুসারে, নিজ অনুগ্রহের প্রতাপের প্রশংসার জন্য করেছিলেন। 6এই সকল করা হয়েছে যাতে ঈশ্বর মহিমার অনুগ্রহে প্রশংসিত হন, যেটা তিনি মুক্ত ভাবে তাঁর প্রিয় পুত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের দিয়েছেন।7যাতে আমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ পাপ সকলের ক্ষমা পেয়েছি; এটা ঈশ্বরের সেই ভালোবাসার-ধন অনুসারে হয়েছে, 8যা তিনি সমস্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের প্রতি উপচিয়ে পড়তে দিয়েছেন।9ফলতঃ তিনি আমাদেরকে নিজের ইচ্ছার গোপন সত্যের পরিকল্পনা জানিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। 10তিনি স্থির করে রেখেছিলেন যে সময় পূর্ণ হলে পর সেই উদ্দেশ্য কার্যকর করবার জন্য তিনি স্বর্গের ও পৃথিবীর সব কিছু মিলিত করে খ্রীষ্টের শাসনের অধীনে রাখবেনা।11যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমেই করা যাবে, যাতে আমরা ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপও হয়েছি। সাধারণত যিনি সব কিছুই নিজের ইচ্ছার মন্ত্রণা অনুসারে সাধন করেন, তার উদ্দেশ্যে অনুসারে আমরা আগেই নির্বাচিত হয়েছিলাম; 12সুতরাং, আগে থেকে খ্রীষ্টে আশা করেছি যে আমরা, আমাদের মধ্য দিয়ে যেন ঈশ্বরের প্রতাপের মহিমা হয়।13খ্রীষ্টেতে থেকে তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের মুক্তির সুসমাচার, শুনে এবং তাতে বিশ্বাস করে সেই প্রতিজ্ঞার পবিত্র আত্মা দ্বারা সীলগালা করা হয়েছ; 14সেই পবিত্র আত্মাই হলো আমাদের পরিত্রানের জন্য, ঈশ্বরের প্রতাপের মহিমার জন্য ও আমাদের উত্তরাধিকারের বায়না।15এই জন্য প্রভু যীশুতে যে বিশ্বাস এবং সব পবিত্র লোকের ওপর যে ভালবাসা তোমাদের মধ্যে আছে, 16তার কথা শুনে আমিও তোমাদের জন্য ধন্যবাদ দিতে থামিনি, আমার প্রার্থনার সময় তোমাদের নাম উল্লেখ করে তা করি,17যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, মহিমার পিতা, নিজের বিজ্ঞতায় জ্ঞানের ও প্রেরণার আত্মা তোমাদেরকে দেন; 18যাতে তোমাদের মনের চোখ আলোকিত হয়, যেন তোমরা জানতে পারো, তাঁর ডাকের আশা কি, পবিত্রদের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারের মহিমার ধন কি,19এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁর পরাক্রমের অতুলনীয় মহত্ত্ব কি। এটা তাঁর শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী, 20যা তিনি খ্রীষ্টে সম্পন্য করেছেন; বাস্তবিক তিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন এবং স্বর্গে নিজের ডান পাশে বসিয়েছেন, 21সব আধিপত্য, কর্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে এবং যত নাম শুধু এখন নয়, কিন্তু ভবিষ্যতেও উল্লেখ করা যায়, সেই সব কিছুর ওপরে অধিকার দিলেন।22আর তিনি সব কিছু তাঁর পায়ের নীচে বশীভূত করলেন এবং তাকে সবার উপরে উচ্চ মস্তক করে মণ্ডলীকে দান করলেন; 23সেই মণ্ডলী খ্রীষ্টের দেহ, তাঁরই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সব বিষয়ে সব কিছু পূরণ করেন।

Chapter 2

1যখন তোমরা নিজ নিজ দোষে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদেরকেও বাঁচিয়ে তুললেন; 2সেই সমস্ত কিছুতে তোমরা আগে চলতে এই জগতের যুগ অনুসারে, আকাশের শাসনকর্তার অনুসারে কাজ করতে, যে খারাপ আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানদের মাঝে কাজ করছে সেই আত্মার কর্তৃত্বের অনুসারে চলতে। 3সেই লোকদের মাঝে আমরাও সবাই আগে নিজের নিজের মাংসিক অভিলাষ অনুসারে ব্যবহার করতাম, মাংসের ও মনের নানা রকম ইচ্ছা পূর্ণ করতাম এবং অন্য সকলের মত স্বভাবতঃ রাগের সন্তান ছিলাম।4কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান বলে, নিজের যে মহাপ্রেমে আমাদেরকে ভালবাসলেন, সেইজন্য আমাদেরকে, এমনকি, 5পাপে মৃত আমাদেরকে, খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবিত করলেন- ভালোবাসার বল-এই তোমরা মুক্তি পেয়েছ, 6তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদেরকে তাঁর সঙ্গে জীবিত করলেন ও তাঁর সঙ্গে স্বর্গীয় স্থানে বসালেন; 7উদ্দেশ্যে এই, খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি দেখানো তাঁর মধুর ভাব দিয়ে যেন তিনি যুগে যুগে নিজের অতুলনীয় ভালোবাসার-ধন প্রকাশ করেন।8কারণ ভালোবাসাতেই, তোমরা খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করে মুক্তি পেয়েছ; এটা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান; 9তা তোমাদের কাজের ফল নয়, যেন কেউ অহঙ্কার না করে। 10কারণ আমরা তারই সৃষ্ট, খ্রীষ্ট যীশুতে নানা রকম ভালো কাজের জন্য সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর আগেই তৈরী করেছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।11অতএব মনে কর, আগে তোমরা জন্মগতভাবে অইহুদি লোক ছিলে, যাদের ত্বকচ্ছেদ মানুষের মাধ্যমে হয়েছিল। সেই ছিন্নত্বক লোকেরা তোমাদের অছিন্নত্বক বলে ডাকত। 12সেই সময় তোমরা খ্রীষ্ট থেকে আলাদা ছিলে, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বাইরে এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মাঝে ঈশ্বর ছাড়া ছিলে।13কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, আগে তোমরা অনেক দূরে ছিলে, সেই তোমরা, খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে কাছে এসেছ। 14কারণ তিনিই আমাদের শান্তি সন্ধি; তিনি উভয়কে এক করেছেন এবং মাঝখানে বিচ্ছেদের ভিত ভেঙে ফেলেছেন, 15শত্রুতাকে, নিয়মের আদেশ স্বরূপ ব্যবস্থাকে, নিজ দেহে লুপ্ত করেছেন; যেন উভয়কে নিজেতে একই নতুন মানুষরূপে সৃষ্টি করেন, এইভাবে শান্তি আনেন; 16এবং ক্রুশে শত্রুতাকে মেরে ফেলে সেই ক্রুশ দিয়ে এক দেহে ঈশ্বরের সঙ্গে দুই পক্ষের মিল করে দিয়েছেন।17আর তিনি এসে “দূরে অবস্থিত” যে তোমরা, তোমাদের কাছে “মিলনের, ও কাছের লোকদের কাছেও শান্তির” সুসমাচার জানিয়েছেন। 18কারণ তাঁর মাধ্যমে আমরা দুই পক্ষের লোক এক আত্মায় পিতার কাছে হাজির হবার শক্তি পেয়েছি।19অতএব তোমরা আর অপরিচিত ও বিদেশী নও, কিন্তু পবিত্র ব্যাক্তির নিজের লোক এবং ঈশ্বরের বাড়ির লোক। 20তোমাদেরকে প্রেরিত ও ভাববাদীদের ভিতের ওপর গেঁথে তোলা হয়েছে; এবং তার প্রধান কোনের পাথর খ্রীষ্ট যীশু নিজে। 21তাতেই প্রত্যেক গাঁথনি একসঙ্গে যোগ হয়ে প্রভুতে পবিত্র মন্দির হবার জন্য বেড়ে উঠছে; 22তাতে যীশু খ্রীষ্টেতে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের বাসস্থান হবার জন্য একসঙ্গে গেঁথে তোলা হচ্ছে।

Chapter 3

1এই জন্য আমি পৌল, তোমাদের অর্থাৎ অইহূদিদের জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে বন্দি- 2ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ বিধান তোমাদের জন্যে আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার কথা তো তোমরা শুনেছ।3বস্তুত প্রকাশনের মধ্য দিয়ে সেই লুকানো সত্য আমাকে জানানো হয়েছে, যেমন আমি আগে সংক্ষেপে লিখেছি; 4তোমরা তা পড়লে খ্রীষ্ট সম্পর্কে লুকানো সত্যকে বুঝতে পারবে। 5অতীতে এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে সেই লুকানো সত্যে মানুষের সন্তানদের এইভাবে জানানো যায় নি, যেভাবে এখন আত্মাতে তাঁর পবিত্র প্রেরিত ও পবিত্র ভাববাদীদের কাছে প্রকাশিত হয়েছে।6বস্তুত সুসমাচার এর মাধ্যমে খ্রীষ্ট যীশুতে অইহূদিয়রা উত্তরাধিকারী, একই দেহের অঙ্গ ও প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়; 7ঈশ্বরের অনুগ্রহের যে দান তার আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন অনুসারে আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি সুসমাচারের দাস হয়েছি।8আমি সব পবিত্রদের মাঝে সব থেকে ছোট হলেও আমাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, যাতে অইহূদিদের কাছে আমি খ্রীষ্টের সেই ধনের বিষয় সুসমাচার প্রচার করি, যে ধনের খোঁজ করে ওঠা যায় না; 9যা পূর্বকাল থেকে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে গোপন থেকেছে, সেই গোপন তত্বের বিধান কি, তা প্রকাশ করি।10ফলে শাসকদের এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় স্থানের পরাক্রম ও ক্ষমতা সকল ঈশ্বরের নানাবিধ জ্ঞান জানানো হবে। 11চিরকালের সেই উদ্দেশ্যে অনুসারে যে প্রতিজ্ঞা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে করেছিলেন।12তাঁতেই আমরা তাঁর উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে সাহস এবং দৃঢ়ভাবে হাজির হবার ক্ষমতা পেয়েছি। 13অতএব আমার প্রার্থনা এই, তোমাদের জন্য আমার যে সব কষ্ট হচ্ছে, তাতে যেন উত্সাহ হীন হয়ো না; সে সব তোমাদের গৌরব।14এই কারণে, সেই পিতার কাছে আমি হাঁটু পাতছি, 15স্বর্গের ও পৃথিবীর সব পিতার বংশ যাঁর কাছ থেকে নাম পেয়েছে, 16যেন তিনি নিজের মহিমার ধন অনুসারে তোমাদেরকে এই আশীর্বাদ দেন, যাতে তোমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ মানুষের সম্পর্কে শক্তিশালী হও;17যেন বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হয়ে- 18সমস্ত পবিত্রগণের সঙ্গে বুঝতে চেষ্টা করো যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা, ও গভীরতা কি, 19এবং জ্ঞানের বাইরে যে খ্রীষ্টের ভালবাসা, তা যেন জানতে চেষ্টা করো, এইভাবে যেন ঈশ্বরের সব পূর্ণতার উদ্দেশ্যে পূর্ণ হও।20উপরন্তু যে শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সব প্রার্থনার চিন্তার থেকে অনেক বেশি কাজ করতে পারেন, 21মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তারই মহিমা হোক। আমেন।

Chapter 4

1অতএব প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করছি, তোমরা যে ডাকে আহুত হয়েছ, তার উপযুক্ত হয়ে চল। 2সম্পূর্ণ ভদ্র ও ধীরস্থির ভাবে এবং ধৈর্য্যের সাথে চল; প্রেমে একে অন্যের প্রতি ক্ষমাশীল হও, 3শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করতে যত্নবান হও।4দেহ এক এবং আত্মা এক; যেমন তোমাদের ডাকের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহুত হয়েছ। 5প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিষ্ম এক, 6সবার ঈশ্বরও পিতা এক, তিনি সবার উপরে, সবার কাছে ও সবার মনে আছেন।7কিন্তু খ্রীষ্টের দানের পরিমাণ অনুসারে আমাদের প্রত্যেক জনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। 8এই জন্য কথায় আছে, “তিনি স্বর্গে উঠে বন্দীদেরকে বন্দি করলেন, মানুষদেরকে নানা আশীর্বাদ দান করলেন।”9"তিনি উঠলেন" এর অর্থ কি? এই কথার অর্থ, তিনি পৃথিবীর নীচে নেমেছিলেন। 10যিনি নেমেছিলেন সেই একই ব্যক্তি যিনি স্বর্গের উপর পর্যন্ত উঠেছেন, যাতে সব কিছুই তাঁর দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন।11আর তিনিই কয়েকজনকে প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারক এবং কয়েকজনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করে নিযুক্ত করেছেন, 12পবিত্র ব্যাক্তিদের তৈরী করার জন্য করেছেন, যেন সেবাকার্য্য সাধন হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা হয়, 13যতক্ষণ না আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্রের বিষয়ক বিশ্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত, সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, না পৌঁছাই;14যেন আমরা আর বালক না থাকি, মানুষদের ঠকামিতে, চালাকিতে, ভুল পথে না চলি, ঢেউয়ের আঘাতে এবং সে শিক্ষার বাতাসে ইতস্ততঃ পরিচালিত না হই; 15বরং আমরা প্রেমে সত্য বলি এবং সব সময়ে তাঁর মধ্যে বেড়ে উঠি যিনি খ্রীষ্টের মাথা, 16যিনি মস্তক, তিনি খ্রীষ্ট, তাঁর থেকে সমস্ত দেহ, প্রত্যেক সন্ধি যে উপকার যোগায়, তাঁর দ্বারা যথাযথ সংলগ্ন ও সংযুক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী কাজ অনুসারে দেহের বৃদ্ধি সাধন করছে, নিজেকেই প্রেমে গেঁথে তোলার জন্য করছে।17অতএব আমি এই বলছি, ও প্রভুতে দৃঢ়রূপে আদেশ করছি, তোমরা আর অযিহুদীদের মত জীবন যাপন করো না; তারা নিজ নিজ মনের অসার ভাবে চলে; 18তাদের মনে অন্ধকার পড়ে আছে, ঈশ্বরের জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আন্তরিক অজ্ঞানতার কারণে, হৃদয়ের কঠিনতা প্রযুক্ত হয়েছে। 19তারা অসাড় হয়ে নিজেদের লোভে সব রকম অশুচি কাজ করার জন্য নিজেদেরকে ব্যাভিচারে সমর্পণ করেছে।20কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টের সম্বন্ধে এই রকম শিক্ষা পাও নি; 21তাঁরই বাক্য ত শুনেছ এবং যীশুতে যে সত্য আছে, সেই অনুসারে তাঁতেই শিক্ষিত হয়েছ; 22যেন তোমরা পুরানো আচরণ সম্বন্ধে সেই পুরানো মানুষকে ত্যাগ কর, যা প্রতারণার নানারকম অভিলাষ মতে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ছে;23নিজ নিজ মনের আত্মা যেন ক্রমশঃ নতুন হয়ে ওঠ, 24সেই নতুন মানুষকে নির্ধারণ কর, যা সত্যের পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে।25অতএব তোমরা, যা মিথ্যে, তা ছেড়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিবেশীর সঙ্গে সত্যি কথা বলো; কারণ আমরা একে অন্যের অঙ্গ। 26রেগে গেলেও পাপ করো না; সূর্য্য অস্ত যাওয়ার আগে তোমাদের রাগ শান্ত হোক; 27আর শয়তানকে জায়গা দিও না।28চোর আর চুরি না করুক, বরং নিজ হাত ব্যবহার করে সৎ ভাবে পরিশ্রম করুক, যেন গরিবকে দেবার জন্য তার হাতে কিছু থাকে। 29তোমাদের মুখ থেকে কোন রকম বাজে কথা বের না হোক, কিন্তু দরকারে গেঁথে তোলার জন্য ভালো কথা বের হোক, যেন যারা শোনে, তাদেরকে আশীর্বাদ দান করা হয়। 30আর ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত করো না, যার দ্বারা তোমার মুক্তির দিনের অপেক্ষায় মুদ্রাঙ্কিত হয়েছ।31সব রকম বাজে কথা, রোষ, রাগ, ঝগড়া, ঈশ্বরনিন্দা এবং সব রকম হিংসা তোমাদের মধ্যে থেকে দুর হোক। 32তোমরা একে অপরে মধুর স্বভাব ও কমল মনের হও, একে অপরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন।

Chapter 5

1অতএব প্রিয় শিশুদের মত তোমরা ঈশ্বরের অনুকারী হও। 2আর প্রেমে চল, যেমন খ্রীষ্টও তোমাদেরকে প্রেম করলেন এবং আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, সৌরভের জন্য, উপহার ও বলিরূপে নিজেকে বলিদান করলেন।3কিন্তু বেশ্যাগমনের ও সব প্রকার অপবিত্রতা বা লোভের নামও যেন তোমাদের মধ্যে না হয়, যেমন পবিত্রদের উপযুক্ত। 4আর খারাপ ব্যবহার এবং প্রলাপ কিম্বা ঠাট্টা তামাশা, এই সকল অশ্লীলতা ব্যবহার যেন না হয়, বরং যেন ধন্যবাদ দেওয়া হয়।5কারণ তোমরা অবশ্যই জানো, বেশ্যাগামী কি অশুচি কি লোভী সে তো প্রতিমা পূজারী কেউই খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পায় না। 6অযথা কথা দিয়ে কেউ যেন তোমাদেরকে না ভুলায়; কারণ এই সকল দোষের কারণে অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ আসে। 7অতএব তাদের সহভাগী হয়ো না;8কারণ তোমরা একসময়ে অন্ধকার ছিলে, কিন্তু এখন প্রভুতে আলোকিত হয়েছ; আলোর সন্তানদের মত চল- 9কারণ সব রকম মঙ্গলভাবে, ধার্মিকতায় ও সত্যে আলোর ফল হয়- 10প্রভুর সন্তোষজনক কি, তার পরীক্ষা কর। 11আর অন্ধকারের ফলহীন কাজের ভাগী হয়ো না, বরং সেগুলির দোষ দেখিয়ে দাও। 12কারণ ওরা গোপনে যে সব কাজ করে, তা উচ্চারণ করাও লজ্জার বিষয়।13কিন্তু দোষ দেখিয়ে দেওয়া হলে সকলই আলোর দ্বারা প্রকাশ হয়ে পড়ে; সাধারণত যা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তা সবই আলোকিত। 14এই জন্য পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “হে ঘুমন্ত ব্যক্তি, জেগে ওঠ এবং মৃতদের ভিতর থেকে উঠ, তাতে খ্রীষ্ট তোমার উপরে আলোক বর্ষণ করবেন।”15অতএব তোমরা ভালো করে দেখ, কিভাবে চলছ; অজ্ঞানের মতো না চলে জ্ঞানীদের মতো চল। 16সুযোগ কিনে নাও, কারণ এই সময় খারাপ। 17এই কারণ বোকা হয়ো না, কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা কি, তা বোঝো।18আর দ্রাক্ষারসে মাতাল হয়ো না, তাতে সর্বনাশ আছে; কিন্তু পবিত্র আত্মাতে পরিপূর্ণ হও; 19গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তনে একে অপরে কথা বল; নিজ নিজ হৃদয়ে প্রভুর উদ্দেশ্যে গান ও বাজনা কর; 20সবসময় সব বিষয়ের জন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর; 21খ্রীষ্টের ভয়ে একজন অন্য জনের বাধ্য হও।22নারীরা, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বাধ্য হও। 23কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের উদ্ধারকর্তা; 24কিন্তু মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বাধ্য, তেমনি নারীরা সব বিষয়ে নিজের নিজের স্বামীর বাধ্য হোক।25স্বামীরা, তোমরা নিজের নিজের স্ত্রীকে সেই মত ভালবাসো, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে ভালবাসলেন, আর তার জন্য নিজেকে দান করলেন; 26যেন তিনি জল স্নান দ্বারা বাক্যে তাকে শুচী করে পবিত্র করেন, 27যেন নিজে নিজের কাছে মণ্ডলীকে মহিমাময় অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তার কলঙ্ক বা সঙ্কোচ বা এই রকম আর কোন কিছুই না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও নিন্দা হীন হয়।28এই রকম স্বামীরাও নিজ নিজ স্ত্রীকে নিজ নিজ শরীরের মত ভালবাসতে বাধ্য। নিজের স্ত্রীকে যে ভালবাসে, সে নিজেকেই ভালবাসে। 29কেউ ত কখনও নিজ দেহের প্রতি ঘৃণা করে নি, বরং সবাই তার ভরণ পোষণ ও লালন পালন করে; যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে করছেন; 30কারণ আমরা তাঁর দেহের অঙ্গ।31“এই জন্য মানুষ নিজ পিতা মাতাকে ত্যাগ করে নিজ স্ত্রীতে আসক্ত হবে এবং সেই দুই জন এক দেহ হবে।” 32এই লুকানো সত্য মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের ও মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে এটা বললাম। 33তবুও তোমারও প্রত্যেকে নিজ নিজ স্ত্রীকে সেই রকম নিজের মত ভালবেস; কিন্তু স্ত্রীর উচিত যেন সে স্বামীকে ভয় করে।

Chapter 6

1ছেলেমেয়েরা, তোমরা প্রভুতে বাবা-মাকে মান্য কর, কারণ এটাই ঠিক। 2“তোমার বাবাকে ও তোমার মাকে সম্মান কর,”- এটা প্রতিজ্ঞার প্রথম আদেশ, 3“যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং তুমি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবী হও।”4আর বাবারা, তোমরা নিজ নিজ ছেলেমেয়েদেরকে রাগিও না, বরং প্রভুর শাসনে ও শৃঙ্খলার মাধ্যমে তাদেরকে মানুষ করে তোলো।5চাকরেরা, যেমন তোমরা খ্রীষ্টকে মেনে চল তেমনি ভয় ও সম্মানের সঙ্গে ও হৃদয়ের সততা অনুযায়ী নিজ শরীরের জাগতিক প্রভুদের আদেশ মেনে চল; 6মানুষের সন্তুষ্ট করার মত সেবা না করে, বরং খ্রীষ্টের দাসের মত প্রাণের সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ বলে, মানুষের সেবা নয়, 7বরং প্রভুরই সেবা করছ বলে আনন্দেই দাসের কাজ কর; 8জেনে রেখো, কোন ভাল কাজ করলে প্রতিটি মানুষ, সে চাকর হোক বা স্বাধীন মানুষ হোক, প্রভুর থেকে তার ফল পাবে।9আর মনিবের। তোমরা তাদের সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার কর, তাদের হুমকি দেওয়া ছাড়া, জেনে রেখো, তাদের এবং তোমাদেরও প্রভু স্বর্গে আছেন, আর তিনি কারও পক্ষপাতিত্ব করেন না।10শেষ কথা এই, তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির প্রতাপে শক্তিশালী হও। 11ঈশ্বরের সব যুদ্ধের সাজ পরিধান কর, যেন শয়তানের নানারকম মন্দ পরিকল্পনার সামনে দাঁড়াতে পার।12কারণ জগতের সঙ্গে নয়, কিন্তু পরাক্রম সকলের সঙ্গে, কর্তৃত্ব সকলের সঙ্গে, এই অন্ধকারের জগতপতিদের সঙ্গে, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্ট আত্মাদের সঙ্গে আমাদের মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। 13এই জন্য তোমরা ঈশ্বরের সব যুদ্ধের সাজ গ্রহণ কর, যেন সেই দুসময়ের প্রতিরোধ করতে এবং সব শেষ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার।14অতএব সত্যের কোমরবন্ধনীতে বদ্ধকটি হয়ে, 15ধার্মিকতার বুকপাটা পরে এবং শান্তির সুসমাচারের প্রস্তুতির জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক; 16এই সব ছাড়া বিশ্বাসের ঢালও গ্রহণ কর, যা দিয়ে তোমরা সেই মন্দ আত্মার সব আগুনের তীরকে নেভাতে পারবে;17এবং উদ্ধারের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ কর। 18সব রকম প্রার্থনা ও অনুরোধের সাথে সব সময়ে পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা কর এবং এর জন্য সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও অনুরোধসহ জেগে থাক,19সব পবিত্র লোকের জন্য এবং আমার জন্যও প্রার্থনা কর, যেন মুখ খুলবার উপযুক্ত বক্তৃতা আমাকে দেওয়া যায়, যাতে আমি সাহসের সাথে সেই সুসমাচারের গোপণ তত্ব জানাতে পারি, 20যার জন্য আমি শিকলে আটকে রাজদূতের কাজ করছি; যেমন কথা বলা আমার উচিত, তেমন যেন সেই বিষয়ে সাহস দেখাতে পারি।21আর আমার বিষয়, আমার কিরকম চলছে, তা যেন তোমরাও জানতে পার, তার জন্য প্রভুতে প্রিয় ভাই ও বিশ্বস্ত দাস যে তুখিক, তিনি তোমাদেরকে সবই জানাবেন। 22আমি তাঁকে তোমাদের কাছে সেইজন্যই পাঠালাম, যেন তোমরা আমাদের সব খবর জানতে পর এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা দেন।23পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে শান্তি এবং বিশ্বাসের সঙ্গে ভালবাসা, ভাইদের প্রতি আসুক। 24আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে যারা অক্ষয়ভাবে ভালবাসে, অনুগ্রহ সেই সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুক।

## Philippians

Chapter 1

1পৌল ও তীমথিয়, খ্রীষ্ট যীশুর দাস, খ্রীষ্ট যীশুতে যত পবিত্র লোক ফিলিপীতে আছেন, তাঁদের এবং, পালকদের, পরিচারকদের ও খ্রীস্টে পবিত্র জনেদের কাছে। 2আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি আসুক।3তোমাদের কথা মনে করে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, 4সবসময় আমি তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি, এটাই হল এক আনন্দের সহিত প্রার্থনা; 5আমি প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত সুসমাচারের পক্ষে তোমাদের সহভাগীতায় আছি। 6এতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তোমাদের মধ্যে যিনি ভালো কাজ শুরু করেছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্টের আসবার দিন পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ করবেন।7আর তোমাদের সবার বিষয়ে আমার এই চিন্তা করাই উচিত; কারণ আমি তোমাদেরকে মনের মধ্যে রেখেছি; আমার কারাগারে থাকা এবং সুসমাচারের পক্ষে ও সততা সম্বন্ধে তোমরা সবাই আমার সাথে অনুগ্রহের সহভাগী হয়েছ। 8ঈশ্বর আমার সাক্ষী যে, খ্রীষ্ট যীশুর ভালবাসায় আমার হৃদয় তোমাদের সবার জন্য কেমন আকাঙ্ক্ষী।9আর আমি এই প্রার্থনা করি যেন, তোমাদের ভালবাসা যেন সব রকম ও সম্পূর্ণ বিচার বুদ্ধিতে আরো আরো বৃদ্ধি পায়; 10এইভাবে তোমরা যেন, যা যা বিভিন্ন ধরনের, তা পরীক্ষা করে চিনতে পার, খ্রীষ্টের দিন পর্যন্ত যেন তোমরা শুদ্ধ ও নির্দোষ থাক, 11যেন সেই ধার্মিকতার সেই ফলে পূর্ণ হও, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া যায়, এইভাবে যেন ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা হয়।12এখন হে ভাইয়েরা, আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা জান, আমার সম্বন্ধে যা যা ঘটেছে, তার মাধ্যমে সুসমাচারের প্রচারের কাজ এগিয়ে গেছে; 13বিশেষভাবে সব রাজপ্রাসাদ রক্ষাকারী বাহিনী এবং অন্য সবাই জানে যে আমি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী বলে কারাগারে রয়েছি; 14এবং প্রভুতে বিশ্বাসী অনেক ভাই আমার কারাবাসের কারণে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে নির্ভয়ে ঈশ্বরের বাক্য বলতে অধিক সাহসী হয়েছে।15কেউ কেউ ঈর্ষা এবং বিবাদের মনোভাবের সহিত, আর কেউ কেউ ভালো ইচ্ছার সহিত খ্রীষ্টকে প্রচার করছে। 16এই লোকেদের মনে ভালবাসা আছে বলেই তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করছে, কারণ জানে যে, আমি সুসমাচারের পক্ষে সমর্থন করতে নিযুক্ত রয়েছি। 17কিন্তু ওরা স্বার্থপরভাবে এবং অপবিত্রভাবে খ্রীষ্টকে প্রচার করছে, তারা মনে করছে যে আমার কারাবাস আরো কষ্টকর করবে।18তবে কি? উভয় ক্ষেত্রেই, কিনা ভণ্ডামিতে অথবা সত্যভাবে, যে কোনো ভাবে হোক, খ্রীষ্ট প্রচারিত হচ্ছেন; আর এতেই আমি আনন্দ করছি, হ্যাঁ, আমি আনন্দ করব। 19কারণ আমি জানি, তোমাদের প্রার্থনা এবং যীশু খ্রীষ্টের আত্মার সহভাগিতার মাধ্যমে এটা আমার পরিত্রাণের পক্ষে হবে।20এই আমার গভীর আক্ষাখা ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনোভাবে লজ্জিত হব না, কিন্তু সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গে, যেমন সবসময় তেমনি এখনও, খ্রীষ্ট জীবনের মাধ্যমে হোক, কি মৃত্যুর মাধ্যমে হোক, আমার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হবেন। 21কারণ আমার পক্ষে জীবন হল খ্রীষ্ট এবং মরণ হল লাভ।22কিন্তু শরীরে যে জীবন, তাই যদি আমার কাজের ফল হয়, তবে কোনটা আমি বেছে নেব? তা জানি না। 23অথচ আমি দোটানায় পড়েছি; আমার ইচ্ছা এই যে, মারা গিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ তা অনেক ভালো 24কিন্তু শরীরিক ভাবে বেঁচে থাকা তোমাদের জন্য বেশি দরকার।25আর এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে আমি জানি যে থাকবো, এমনকি, বিশ্বাসে তোমাদের উন্নতি ও আনন্দের জন্য তোমাদের সবার কাছে থাকব, 26যেন তোমাদের কাছে আমার আবার আসার মাধ্যমে খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের আমাকে নিয়ে আনন্দ উপচে পড়ে। 27কেবল, খ্রীষ্টের সুসমাচারের যোগ্যভাবে তাঁর প্রজাদের মতো আচরণ কর; তাহলে আমি এসে তোমাদের দেখি, কি অনুপস্থিত থাকি, আমি যেন তোমাদের বিষয়ে শুনতে পাই যে, তোমরা এক আত্মাতে স্থির আছ, এক প্রাণে বিশ্বাসে সুসমাচারের পক্ষে কঠোর সংগ্রাম করছ;28এবং কোনো বিষয়ে বিপক্ষদের দ্বার ভীত হয়ো না; এই চিহ্ন হবে তাদের বিনাশের জন্য, কিন্তু তোমাদের পরিত্রাণের চিহ্ন যা ঈশ্বর থেকে আসে। 29যেহেতু তোমাদের খ্রীষ্টের জন্য এই আশীর্বাদ দেওয়া হয়েছে, যেন কেবল তাঁতে বিশ্বাস কর, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য দুঃখভোগও কর; 30কারণ আমার মধ্যে যেরূপ দেখেছ এবং এখনও সেই সম্মন্ধে যা শুনেছ, সেইরূপ সংগ্রাম তোমাদেরও হচ্ছে।

Chapter 2  
1অতএব খ্রীষ্টে যদি কোনো উত্সাহ, যদি কোনো ভালবাসার সান্ত্বনা, যদি কোনো পবিত্র আত্মার সহভাগীতা, যদি কোনো দয়া ও করুণা হৃদয়ে থাকে, 2তবে তোমরা আমার আনন্দ পূর্ণ কর- একমন, এক ভালবাসা, এক প্রাণ, এক ভাববিশিষ্ট হও।3প্রতিযোগিতার কিংবা স্বার্থপরতার বশে কিছুই কর না, কিন্তু শান্তভাবে প্রত্যেক জন নিজের থেকে অন্যকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে কর; 4এবং প্রত্যেক জন নিজের বিষয়ে না, কিন্তু পরের বিষয়েও ভাব।5খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তা তোমাদের মনের মধ্যেও হোক। 6ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকতেও তিনি ঈশ্বরের সাথে সমান ইচ্ছা মনে করলেন না, 7কিন্তু নিজেকে শূন্য করলেন, তিনি দাসের মত হলেন, মানুষের মত হয়ে জন্ম নিলেন; 8এবং তিনি মানুষের মত হয়ে নিজেকে অবনত করলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হলেন।9এই কারণ ঈশ্বর তাঁকে অত্যন্ত উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন করলেন এবং তাঁকে সেই নাম দান করলেন, যা প্রত্যেক নামের থেকে শ্রেষ্ঠ; 10যেন যীশুর নামে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য ও পাতালনিবাসীদের “প্রত্যেক হাঁটু নত হয়, 11এবং প্রত্যেক জিভ যেন স্বীকার করে” যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইভাবে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।12অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সবসময় যেমন আজ্ঞা পালন করে আসছ, তেমনি আমার সামনে যেমন কেবল সেই রকম না কর, কিন্তু এখন আরও বেশিভাবে আমার অনুপস্থিতিতে, সভয়ে ও সম্মানের সঙ্গে নিজের নিজের পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। 13কারণ ঈশ্বরই নিজের সন্তুষ্টির জন্য তোমাদের হৃদয়ে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী।14তোমরা অভিযোগ ও তর্ক ছাড়া সব কাজ কর, 15যেন তোমরা অনিন্দনীয় ও এই সময়ের সেই অসরল ও চরিত্রহীন লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিখুত হতে পার, সেই লোকদের মধ্যে তোমরা জগতে উজ্জ্বল তারা মত হয়ে আছ এবং 16জীবনের বাক্য ধরে রয়েছো; এতে খ্রীষ্টের পুনরাগমনের দিনে আমি এই গর্ব করার কারণ পাব যে, আমি বৃথা দৌড়াইনি, বৃথা পরিশ্রমও করিনি।17কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসের উৎসর্গ মধ্য দিয়ে যদি আমি উৎসর্গের জন্য সেচিতও হই তবে আমি আরাধনা করছি, আর তোমাদের সবার সঙ্গে আনন্দ করছি। 18সেইভাবে তোমরাও আনন্দ কর, আর আমার সঙ্গে আনন্দ কর।19আমি প্রভু যীশুতে প্রত্যাশা করছি যে, তীমথিয়কে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছে পাঠাব, যেন তোমাদের অবস্থা জেনে আমিও উত্সাহিত হই। 20কারণ আমার কাছে তীমথির মত আর কেউ নেই, যে সত্যিই তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করবে। 21কারণ ওরা সবাই যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু নিজের নিজের বিষয়ে চেষ্টা করে।22কিন্তু তোমরা এঁর পক্ষে এই প্রমাণ জানো যে, বাবার সাথে সন্তান যেমন, আমার সাথে ইনি তেমনি সুসমাচার বিস্তারের জন্য দায়িত্ব পালন করেছেন। 23অতএব আশাকরি, আমার কি ঘটে, তা জানতে পারলেই তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 24আর প্রভুতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমি নিজেও তাড়াতাড়ি আসব।25কিন্তু আমার ভাই, সহকর্মী ও সহসেনা এবং তোমাদের প্রেরিত ও আমার প্রয়োজনীয় উপকারী সেবক ইপাফ্রাদীত তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমার আবশ্যক মনে হল। 26কারণ তিনি তোমাদের সবাইকে দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং তোমরা তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনেছ বলে তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। 27আর সত্যিই তিনি অসুস্থতায় মারা যাওয়ার মত হয়েছিলেন; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর উপর দয়া করেছেন, কেবল তাঁর উপর না, আমার উপর করেছেন, যেন আমার দুঃখের উপর দুঃখ না হয়।28এই জন্য আমি আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে পাঠালাম, যেন তোমরা তাঁকে দেখে পুনর্বার আনন্দ কর, আমারও দুঃখের লাঘব হয়। 29অতএব তোমরা তাঁকে প্রভুতে সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করো এবং এই ধরনের লোকদের সম্মান করো; 30কারণ খ্রীষ্টের কাজের জন্য তিনি মৃত্যুমুখে উপস্থিত হয়েছিলেন, ফলে আমার সেবায় তোমাদের ত্রুটি পূরনের জন্য তিনি জীবনের ঝুঁকিও নিয়েছিলেন।

Chapter 3

1শেষ কথা এই, হে আমার ভাইয়েরা, প্রভুতে আনন্দ কর। তোমাদেরকে একই কথা বারবার লিখতে আমি ক্লান্ত হই না, আর তা তোমাদের রক্ষার জন্য। 2সেই কুকুরদের থেকে সাবধান, অর্থাৎ যারা মন্দ কাজ করে তাদের কাছ থেকে সাবধান, যারা দেহের কোনো অংশকে কাটা-ছেঁড়া করে সেই লোকদের থেকে সাবধান। 3আমরাই তো প্রকৃত ছিন্নত্বক লোক, আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মাতে আরাধনা করি এবং খ্রীষ্ট যীশুতে গর্ব করি, দেহের উপর নির্ভর করি না।4যদি তাই হতো তবে আমি আমার দেহে দৃঢ়ভাবে নির্ভর করতে পারতাম। যদি অন্য কেউ মনে করে যে, সে তার দেহের উপর নির্ভর করতে পারে, তবে আমি আরো বেশি নির্ভর করতে পারি। 5আমি আটদিনের দিন ত্বকছেদ প্রাপ্ত হয়েছি, ইস্রায়েল-জাতীয় বিন্যামীন বংশের, খাঁটি ইব্রীয়, ব্যবস্থার সম্বন্ধে ফরীশী,6উদ্যোগ সম্বন্ধে মণ্ডলীর তাড়নাকারী ছিলাম, ব্যবস্থার নিয়ম কানুন পালনে নিখুঁত ছিলাম। 7কিন্তু যা আমার লাভ ছিল সে সমস্ত খ্রীষ্টের জন্য ক্ষতি বলে মনে করি।8আসলে, আমার প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর যে জ্ঞান তা সব থেকে শ্রেষ্ঠ, তার জন্য আমি সব কিছুই এখন ক্ষতি বলে মনে করছি; তাঁর জন্য সব কিছুর ক্ষতি সহ্য করেছি এবং তা আবর্জনা (মল) মনে করে ত্যাগ করেছি, 9যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি এবং তাঁতেই যেন আমাকে দেখতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যা ব্যবস্থা থেকে পাওয়া, তা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে হয়, বিশ্বাসমূলক ধার্মিকতা যা ঈশ্বর থেকে পাওয়া যায়, তাই যেন আমার হয়; 10যেন আমি তাঁকে ও তিনি যে জীবিত হয়েছেন বা পুনরুত্থিত হয়েছেন, সেই শক্তিতে এবং তাঁর দুঃখভোগের সহভাগীতা জানতে পারি, এইভাবে যেন তাঁর মৃত্যুর মতো আমিও মৃত্যুবরণ করতে পারি; 11আর তারই মধ্যে থেকে যেন মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।12আমি যে এখনই এসব জিনিস পেয়েছি, কিংবা পূর্ণতা লাভ করেছি, তা নয়; কিন্তু যার জন্য খ্রীষ্ট যীশু আমাকে উদ্ধার করেছেন (বা তার নিজের বলে দাবী করেছেন) এবং তা পাওয়ার জন্য আমি দৌড়াচ্ছি। 13ভাইয়েরা, আমি যে তা পেরেছি, নিজের বিষয়ে এমন চিন্তা করি না; কিন্তু একটি কাজ করি, পিছনের সমস্ত বিষয়গুলি ভুলে গিয়ে সামনের বিষয়গুলির জন্য আগ্রহের সঙ্গে ছুটে চলেছি, 14লক্ষ্যের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে আমি খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে ডাক যা তিনি পুরষ্কার পাওয়ার জন্য স্বর্গে ডেকেছেন তার জন্য যত্ন করছি।15অতএব এস, আমরা যতজন পরিপক্ক, সবাই এই বিষয়ে ভাবি; আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মনে অন্যভাবে চিন্তা করে থাক, তবে ঈশ্বর তোমাদের কাছে তাও প্রকাশ করবেন। 16তাই যাইহোক না কেন, আমরা যে পর্যন্ত পৌছিয়েছি, যেন সেই একই ধারায় চলি।17ভাইয়েরা, তোমরা সবাই আমার মতো হও এবং আমরা যেমন তোমাদের আদর্শ হয়েছি, যারা আমাদের আচরণ মতো চলে, তাদের দিকে দৃষ্টি রাখ। 18কারণ অনেকে এমন ভাবে চলছে, যাদের বিষয়ে তোমাদেরকে বার বার বলেছি এবং এখনও চোখের জলের সঙ্গে বলছি, তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু; 19তাদের পরিণাম বিনাশ; পেটই তাদের দেবতা এবং লজ্জাতেই তাদের গৌরব; তারা জাগতিক বিষয় ভাবে।20কারণ আমরা স্বর্গরাজ্যের প্রজা; আর সেখান থেকে আমরা উদ্ধারকর্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, ফিরে আসার অপেক্ষা করছি; 21তিনি আমাদের দুর্বলতার দেহকে পরিবর্তন করে তাঁর মহিমার দেহের মতো করবেন, যে শক্তির মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভূত করতে পারেন, তারই গুণে করবেন।

Chapter 4

1অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, প্রিয়তমেরা ও আকাঙ্খার পাত্রেরা, আমার আনন্দ ও মুকুট, প্রিয়তমেরা, তোমরা এইভাবে প্রভুর প্রেমে স্থির থাক। 2আমি ইবদিয়াকে অনুরোধ করে ও সন্তূখীকে অনুরোধ করে বলছি যে, "তোমরা প্রভুর প্রেমে একই বিষয় ভাব।" 3আবার, আমার প্রকৃত সহকর্মী যে তুমি, তোমাকেও অনুরোধ করছি, তুমি এই মহিলাদের সাহায্য কর, কারণ তাঁরা সুসমাচারে আমার সঙ্গে পরিশ্রম করেছিলেন, ক্লীমেন্ত এবং আমার আরো অন্য সহকর্মীদের সঙ্গেও তা করেছিলেন, তাঁদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে।4তোমরা প্রভুতে সর্বদা আনন্দ কর; আমি আবার বলছি, আনন্দ কর। 5তোমাদের নম্রতা যেন সবাই দেখতে পায়। প্রভু শীঘ্রই আসছেন। 6কোন বিষয়ে চিন্তা কোরো না, কিন্তু সব বিষয় প্রার্থনা, বিনতি এবং ধন্যবাদের সঙ্গে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন ঈশ্বরকে জানাও। 7তাতে ঈশ্বরের যে শান্তি যা সমস্ত চিন্তার বাইরে, তা তোমাদের হৃদয় ও মন খ্রীষ্ট যীশুতে রক্ষা করবে।8অবশেষে, ভাইয়েরা, যা কিছু সত্য, যা কিছু সম্মানীয়, যা কিছু ন্যায্য, যা কিছু খাঁটি, যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রশংসার বিষয়, যে কোন ভালবাসা ও যে কোন শুদ্ধ বিষয় হোক, সেই সমস্ত আলোচনা কর। 9তোমরা আমার কাছে যা যা শিখেছ, গ্রহণ করেছ, শুনেছ ও দেখেছ, সেই সমস্ত কর; তাতে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন।10কিন্তু আমি প্রভুতে বড়ই আনন্দিত হলাম যে, অবশেষে তোমরা আমার জন্য ভাবার নতুন উদ্দীপনা পেয়েছ; এই বিষয়ে তোমরা চিন্তা করছিলে, কিন্তু সুযোগ পাও নি। 11এই কথা আমি অভাব সম্বন্ধে বলছি না, কারণ আমি যে অবস্থায় থাকি, তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে শিখেছি। 12আমি অবনত হতে জানি, প্রাচুর অর্থ ভোগ করতেও জানি; সব জায়গায় ও সব বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট থাকতে এবং খিদে সহ্য করতে, প্রাচুর অর্থে কি অভাব সহ্য করতে শিখেছি। 13যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁর মাধ্যমে আমি সবই করতে পারি।14তবুও তোমরা আমার কষ্টের সময় দানে সহভাগী হয়ে ভালই করেছ। 15আর, তোমরা ফিলিপীয়েরা, জান যে, সুসমাচার প্রচারের শুরুতে, যখন আমি মাকিদনিয়া থেকে চলে গিয়েছিলাম, তখন কোন মণ্ডলী দানের বিষয়ে আমার সহভাগী হয়নি, শুধু তোমরাই হয়েছিলে। 16এমনকি থিষলনীকীতেও তোমরা একবার, বরং দুই বার আমার প্রয়োজনীয় উপহার পাঠিয়েছিলে। 17আমি উপহার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি না, কিন্তু সেই ফলের চেষ্টা করছি, যা তোমাদের জন্য খুবই লাভজনক হবে।18আমার সব কিছুই আছে, বরং উপচিয়ে পড়ছে; আমি তোমাদের কাছ থেকে ইপাফ্রদীতের হাতে যা কিছু পেয়েছি তাতে পরিপূর্ণ হয়েছি, যা সুগন্ধিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য বলি যা ঈশ্বরকে খুশি করে। 19আমার ঈশ্বর গৌরবে তাঁর ধনসম্পদ অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করবেন। 20আমাদের ঈশ্বরও পিতার মহিমা সব সময়ের জন্য যুগে যুগে হোক। আমেন।21তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে প্রত্যেক পবিত্র লোককে আমার শুভেচ্ছা জানিও। আমার সঙ্গী ভাইয়েরা তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 22সমস্ত পবিত্র লোক, বিশেষ করে যাঁরা কৈসরের বাড়ির লোক, তাঁরাও তোমাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 23প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্ত্তী হোক।

## Colossians

Chapter 1

1আমি পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর একজন প্রেরিত এবং আমাদের ভাই তীমথীয়, 2কলসীয়তে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ভাইদের কাছে। আমাদের পিতা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর আসুক। 3আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই এবং সবসময় তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি।4খ্রীষ্ট যীশুর ওপর তোমাদের বিশ্বাস এবং সব পবিত্র লোকদের জন্য তোমাদের ভালবাসার কথা আমরা শুনেছি, 5কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য অনেক আশার বিষয় রয়েছে। এই আশার বিষয়ে তোমরা সুসমাচারের সত্যের কথা আগে শুনেছ, 6যে সুসমাচার তোমাদের কাছে এসেছে। একই ভাবে এই সুসমাচার সারা পৃথিবীতে ফলপ্রসু এবং প্রচারিত হচ্ছে, যেই দিন থেকে তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা শুনে তাকে সত্য বলে জেনেছিলে।7এই সেই সুসমাচার যা তোমরা ইপাফ্রার কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিলে, আমাদের প্রিয় সহদাস, তোমাদের জন্য তিনি খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত পরিচারক হয়েছিলেন। 8পবিত্র আত্মার প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা ইপাফ্রা আমাদের জানিয়েছেন।9এই ভালবাসার কারণে, যে দিন আমরা শুনেছি, সেই দিন থেকে আমরা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করা থামাই নি। আমরা প্রার্থনা করি যেন তোমরা আত্মিক জ্ঞান ও বুদ্ধিতে তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পার। 10যাতে তোমরা এমনভাবে চলতে পারো যা প্রভুর যোগ্য এবং যা তাকে সব দিক থেকে সন্তুষ্ট করবে: সমস্থ ভালো কাজে ফলবান হয়ে এবং ঈশ্বরের জ্ঞানে বেড়ে ওঠে,11তাঁর মহিমা ও শক্তির অনুগ্রহে সব বিষয়ে তোমরা শক্তিশালী হও যেন তোমরা ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাকে গ্রহণ করতে পার। 12এবং আনন্দের সাথে পিতাকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি তোমাদের সক্ষম করেছেন ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের আলোর উত্তরাধিকারের অংশীদার হওয়ার জন্য।13তিনি আমাদের অন্ধকারের আধিপত্য থেকে উদ্ধার করেছেন এবং নিজের প্রিয় পুত্রের রাজ্যে আমাদের এনেছেন। 14যার মাধ্যমে আমরা মুক্তি, পাপের ক্ষমা পেয়েছি।15তিনিই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, সমস্ত সৃষ্টির প্রথমজাত। 16কারণ তাঁর মধ্যেই সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, স্বর্গে এবং পৃথিবীতে, দৃশ্য এবং অদৃশ্য যা কিছু আছে। সিংহাসন অথবা পরাক্রম অথবা রাষ্ট্র অথবা কর্তৃত্ব সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর জন্য। 17তিনিই সব কিছুর আগে আছেন এবং তাঁর মধ্যে সব কিছুকে একসঙ্গে ধরে রেখেছেন।18তিনিই তাঁর দেহের অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা। তিনিই শুরু, তিনিই প্রথম মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছিলেন, সুতরাং তিনিই সব কিছুর মধ্যে প্রথম। 19কারণ ঈশ্বর ঠিক করেছিলেন যে তাঁর সব পূর্ণতাই যেন খ্রীষ্টের মধ্যে থাকে; 20এবং তিনি নিজে তাঁর পুত্রের মাধ্যমে সমস্থ কিছুর মিলনসাধন করেছেন, তাঁর ক্রুশের রক্ত দিয়ে শান্তি এনেছেন, পৃথিবীর অথবা স্বর্গের সব কিছুকে একসঙ্গে করেন।21এবং একসময়ে তোমরাও ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে ছিলে এবং তোমাদের বাজে কাজের মাধ্যমে তোমাদের মনে শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে। 22কিন্তু এখন তাঁর শারীরিক মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর নিজের সঙ্গে তোমাদের মিলিত করেছেন যেন তোমাদের পবিত্র, নিখুঁত ও নির্দোষ করে তাঁর সাম্মনে উপস্থিত করেন, 23যদি তোমরা দৃঢ় বিশ্বাসে স্থির থাক, খ্রীষ্টের বিষয়ে সুখবর থেকে যে নিশ্চিত আশা তোমরা পেয়েছ সেখান থেকে সরে না যাও, যা আকাশের নিচে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রচার করা হয়েছে। আমি, পৌল, এই সুসমাচারের প্রচারের দাস হয়েছি।24এখন তোমাদের জন্য আমার যে সব কষ্টভোগ হচ্ছে তার জন্য আনন্দ করছি এবং খ্রীষ্টের দেহের জন্য, খ্রীষ্টের যে কষ্টভোগ এখনো বাকি আছে তা আমার দেহে পূরণ করছি, সেটা হচ্ছে মণ্ডলী। 25তোমাদের জন্য ঈশ্বরের যে কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য আমি মণ্ডলীর একজন দাস হয়েছি, ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণভাবে প্রচার করছি। 26সেই গোপন সত্য যা পূর্বকাল হইতে ও পুরুষে পুরুষে লুকানো ছিল, কিন্তু এখন তা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের কাছে প্রকাশিত হল। 27অযিহুদীদের মধ্যে সেই গোপন তত্ত্বের গৌরব-ধন কি তা পবিত্র লোকদের জানাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা হল, যা তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।28তাঁকেই আমরা প্রচার করছি, প্রত্যেক মানুষকে সতর্ক করছি এবং প্রত্যেক মানুষকে শিক্ষা দিচ্ছি, যেন প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্টের সব জ্ঞানে জ্ঞানবান করতে পারি। 29যে কাজের ক্ষমতা দিয়ে ঈশ্বর আমাকে উজ্জীবিত করেছেন, সেই ভূমিকা পালন করার জন্য আমি পরিশ্রম ও সংগ্রাম করছি।

Chapter 2

1কারণ আমি তোমাদের জানাতে চাই আমি তোমাদের জন্য, লায়দিকেয়া শহরের লোকদের জন্য এবং যারা আমার শারীরিক মুখ দেখেনি তাদের জন্য আমি কত কঠোর পরিশ্রম করছি। 2যেন তারা মনে উৎসাহ পেয়ে ভালবাসায় এক হয় এবং জ্ঞানের নিশ্চয়তায় সব কিছুতে ধনী হয়ে উঠে ঈশ্বরের গোপন সত্যকে অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানতে পারে। 3তাঁর মধ্যেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমস্থ ভান্ডার লুকানো রয়েছে।4আমি তোমাদের এই কথা বলছি, কেউ যেন প্ররোচিত বাক্যে তোমাদের ভুল পথে না চালায়। 5যদিও আমি নিজে দৈহিক ভাবে তোমাদের সঙ্গে নেই, তবুও আমার আত্মাতে তোমাদের সঙ্গে আছি।তোমাদের ভালো আচরণ এবং খ্রীষ্টেতে তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমি আনন্দ পাচ্ছি।6খ্রীষ্ট যীশুকে তোমরা যে ভাবে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছ ঠিক সেইভাবে তাঁর পথে চল। 7তোমরা তাঁর মধ্যে দৃঢ়ভাবে রোপিত হও, তাঁর উপরে গঠিত হও, বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হও, যেমন তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলে এবং কৃজ্ঞতা প্রকাশ কর।8দেখ কেউ যেন, মানুষের ঐতিহ্য অনুসারে, জগতের মৌলিক আত্মার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং খ্রীষ্টের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে দর্শন এবং ফাঁকা প্রতারণার মাধ্যমে তোমাদের ধরে রাখতে না পারে। 9কারণ তাঁর মধ্যেই ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা শারীরিক রূপে বাস করছে।10তোমরা তাঁর মধ্যে জীবনের পূর্ণতা পেয়েছ, যিনি সকল শাসর্কতা ও ক্ষমতাশালীদের প্রধান। 11তাঁরই মধ্যে তোমাদের এমন একটা ত্বকছেদ হয়েছিল যা মানুষের দ্বারা দেহের অপসারণ করা হয় নি, বরং খ্রীষ্টের প্রবর্তিত ত্বকছেদনে। 12বাপ্তিষ্মের মধ্যে দিয়ে তোমরা তাঁর সঙ্গে কবরস্থ হয়েছিলে, এবং ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাসের শক্তিতে তোমরাও তাঁর সঙ্গে পূনরুথিত হয়েছিলে, যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উঠিয়েছেন।13যখন তোমরা তোমাদের পাপে এবং তোমাদের দেহের অত্বকছেদনে মৃত ছিলে, তখন তিনি তাঁর সঙ্গে তোমাদের জীবিত করেছিলেন এবং আমাদের সমস্থ পাপ ক্ষমা করেছিলেন। 14আইন অনুসারে আমাদের বিরুদ্ধে লিখিত যে ঋণের নির্দেশ ছিল তা তিনি মুছে ফেলেছিলেন। তিনি ক্রুশের উপরের পেরেক দিয়ে এই সব সরিয়ে ফেলেছিলেন। 15তিনি কর্তৃত্ব ও পরাক্রম সকল সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ক্রুশের দ্বারা উম্মুক্তভাবে তাদের দৃষ্টিগোচর করেছিলেন।16অতএব, কেউ যেন তোমাদের খাওয়া-দাওয়া, উৎসব, অমাবস্যা বা বিশ্রামবার সম্পর্কে বিচার না করে। 17এই জিনিসগুলি যা আসছে তার ছায়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টেই আসল।18নম্রতায় ও দূতদের পূজায় কোন লোক যেন তোমাদের পুরষ্কার নিয়ে বিচার না করে। যেন একজন লোক যা দেখেছে সেই রকম থাকে এবং নিজের মাংসিক মনে চিন্তা করে গর্বিত না হয়। 19সে খ্রীষ্টকে মাথা হিসাবে ধরে না। যাঁর কাছ থেকে সমস্ত দেহ, গ্রন্থি ও বন্ধন একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ঈশ্বরের শক্তিতে বড় হয়ে উঠছে।20যদি তোমরা জগতের পাপপূর্ণ বিশ্বাসের ব্যবস্থায় খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাক, তবে কেন জগতের বিশ্বাসের কাছে সমর্পিত হয়ে জীবন যাপন করছ: 21"ধরো না, স্বাদ গ্রহণ করো না, ছুঁয়না"? 22লোকদের আদেশ ও শিক্ষা অনুসারে এই সমস্ত জিনিস ব্যবহারের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। 23এই নিয়মগুলির মধ্যে আছে জ্ঞানের চেহারা, তাদের স্ব-নির্মিত ধর্ম এবং নম্রতা ও দেহের ওপর নির্যাতন। কিন্তু মাংসের প্রশ্রয়ের বিরুদ্ধে তাদের কোনো মূল্য নেই।

Chapter 3

1যদি ঈশ্বর তোমাদের খ্রীষ্টের সঙ্গে পূনরুথিত করেছেন, সেই স্বর্গীয় জায়গার বিষয় চিন্তা কর, যেখানে খ্রীষ্ট ঈশ্বরের ডান পাশে বসে আছেন। 2স্বর্গীয় বিষয় ভাব, পৃথিবীর বিষয় ভেবো না। 3কারণ তোমরা মৃত্যুবরণ করেছ , এবং ঈশ্বর তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছেন। 4তোমাদের জীবনে যখন খ্রীষ্ট প্রকাশিত হবেন, তখন তোমরাও তাঁর মহিমায় প্রকাশিত হবে।5তোমরা পৃথিবীর পাপপূর্ণ স্বভাব নষ্ট করে ফেল যেমন- বেশ্যাগমন, অশুচিতা, মোহ, খারাপ ইচ্ছা, এবং লোভ, যা হল মূর্তিপূজা। 6এই সব কারণে অবাধ্যতার সন্তানদের উপর ঈশ্বরের রাগ নেমে আসছে । 7একসময় তোমরাও এই সব জিনিসগুলোর মধ্যে চলাফেরা করতে যখন তোমরা তাদের মধ্যে জীবন যাপন করছিলে। 8কিন্তু এখন তোমরা অবশ্যই এই সব জিনিস ত্যাগ করবে ক্রোধ, রাগ, হিংসা, ঈশ্বরনিন্দা এবং তোমাদের মুখ থেকে বের হয়ে আসা বাজে কথা।9একে অপরকে মিথ্যা কথা বল না, যেহেতু তোমরা সেই পুরোনো মানুষকে ছেঁড়া কাপড়ের মত করে ফেলে দিয়েছ, 10এবং তোমরা সেই নূতন মানুষকে পরিধান করেছ, যাকে সৃষ্ঠিকর্তার জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তিতে নতুন করে সৃষ্টি করা হয়েছে, 11যেখানে কোন গ্রীক বা ইহুদি নেই, ছিন্নত্বক বা অচ্ছিন্নত্বক নেই, বর্ব্বর, স্কুথীয়, দাস, স্বাধীন বলে কিছু নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই সব।12অতএব, ঈশ্বরের মনোনীত একজন পবিত্র এবং প্রিয় ব্যক্তি হিসাবে, করুণার, দয়া, নম্রতা, মৃদূতা, ধৈর্যের হৃদয় স্থাপন কর। 13একে অপরকে সহ্য কর। একে অপরের প্রতি দয়ালু হও। যদি কারোর বিরুদ্ধে অন্য কারো অভিযোগ থাকে তবে, প্রভু যেভাবে তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও সেভাবে ক্ষমা করো। 14এই সব কিছুর উপরে আছে ভালবাসা, যা পরিপূর্ণতার বন্ধন।15খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়কে শাসন করুক। এই শান্তির জন্যই তোমাদের এক দেহে ডাকা হয়েছিল। এবং কৃতজ্ঞ হও। 16খ্রীষ্টের বাক্য তোমাদের হৃদয়ে প্রচুর পরিমাণে বাস করুক, তোমরা পরস্পরকে সকল জ্ঞান দিয়ে শিক্ষা ও নির্দেশনা দাও, ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সাথে গীতসংহিতা, স্তোত্র এবং আধ্যাত্মিক গান করো। 17এবং তোমরা কথায় অথবা কাজে যা কিছু কর সবই প্রভু যীশুর নামে কর এবং তাঁর মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর।18স্ত্রীরা, তোমাদের স্বামীর বশীভূত হও, যেমন এটা প্রভুতে উপযুক্ত। 19স্বামীরা, তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাসো এবং তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না। 20ছেলেমেয়েরা, তোমরা সব বিষয়ে পিতামাতাকে মান্য কর, কারণ এটা প্রভুকে সন্তুষ্ট করে। 21পিতারা, তোমাদের ছেলেমেয়েদের রাগিও না, যেন তারা হতাশ না হয়।22দাসেরা, যারা শরীরের সম্পর্কে তোমাদের প্রভু তোমরা তাদের সব বিষয়ে মান্য করো, লোকদেরকে সন্তুষ্ট করার মত চক্ষু-সেবা কোর না, কিন্তু আন্তরিক হৃদয়ে, প্রভুকে ভয় করো। 23যা কিছু কর, হৃদয় থেকে প্রভুর কাজ হিসাবে কর, লোকের জন্য নয়। 24তোমরা জান যে উত্তরাধিকার সুত্রে প্রভুর কাছ থেকে তোমরা পুরষ্কার পাবে। এই প্রভূ খ্রীষ্ট যাকে তোমরা সেবা করছ। 25কারণ যে অন্যায় করে, সে অন্যায়ের প্রতিফল পাবে এবং এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই।

Chapter 4

1প্রভুরা, তোমরা দাসদেরকে যা সঠিক ও ন্যায্য তা দাও, জেন যে স্বর্গে তোমাদেরও একজন প্রভু আছেন।2তোমরা অবিচলভাবে সবসময় প্রার্থনা কর এবং ধন্যবাদ সহকারে প্রার্থনার দ্বারা সতর্ক থাক। 3আমাদের জন্যও একসঙ্গে প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য কথা বলার দরজা খুলে দেন, যাতে খ্রীষ্টের রহস্যময় বিষয় জানাতে পারি। কারণ এই কথার জন্যেই আমি বাঁধা আছি। 4প্রার্থনা কর যাতে আমি এটা পরিষ্কার ভাবে করতে পারি এবং যা আমার বলা উচিত তা বলতে পারি।5বাইরের লোকদের সঙ্গে প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাবে চল এবং প্রজ্ঞার সাথে সময়ের ব্যবহার কর। 6তোমরা সবসময় অনুগ্রহের সাথে কথা বল। যেন তা স্বাদযুক্ত লবণের মত হয়, যেন প্রত্যেক জনকে কিভাবে উত্তর দিতে হবে তা জানতে পার।7আমার বিষয়ে সব কিছু তুখিক তোমাদের জানাবেন। তিনি একজন প্রিয় ভাই, একজন বিশ্বস্ত সেবাকারি এবং প্রভুর একজন সহদাস। 8আমি বিশেষভাবে তাকে তোমাদের কাছে পাঠালাম, যেন তোমরা আমাদের বিষয়ে জানতে পার এবং যাতে তিনি তোমাদের অন্তরকে উৎসাহিত করতে পারেন। 9আমি তাকে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই ওনীষিমের সঙ্গে পাঠালাম, সে তোমাদেরই একজন। এখানে যা হয়েছে তারা তোমাদের সব খবর জানাবেন।10আমার সঙ্গে বন্দী ভাই আরিষ্টার্খ এবং বার্ণবার আত্মীয় মার্ক, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে (যাঁর বিষয়ে তোমরা আদেশ পেয়েছ; "যদি তিনি তোমাদের কাছে আসেন, তাঁকে গ্রহণ কর"), 11এবং যীশু যাকে যুষ্ঠ নামে ডাকা হত। ছিন্নত্বকদের মধ্যে কেবল তাঁরাই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার সহকর্মী। তাঁরা আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।12ইপাফ্রা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তিনি তোমাদেরই একজন এবং একজন খ্রীষ্ট যীশুর দাস। তিনি সবসময় প্রার্থনায় তোমাদের জন্য সংগ্রাম করছেন, যাতে তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছায় সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। 13কারণ আমি তাঁর জন্য সাক্ষ্য দিতে পারি, যে তিনি তোমাদের জন্য, যাঁরা লায়দিকেয়াতে ও যাঁরা হিয়রাপলিতে আছেন, তাঁদের জন্যও কঠোর পরিশ্রম করেন। 14প্রিয় চিকিৎসক লুক এবং দীমা তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।15লায়দিকেয়ার ভাইদের শুভেচ্ছা জানাও এবং নিম্ফাকে এবং তাঁর বাড়ির মণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানাও। 16যখন এই চিঠি তোমাদের মধ্যে পড়া হয়ে যাবে, তখন লায়দিকেয়া মণ্ডলীতেও যেন এটা পড়া হয় এবং দেখো লায়দিকেয়া থেকে যে চিঠি আসবে তা যেন তোমরাও পড়ো। 17আর্খিপ্পকে বলো, "প্রভুতে যে সেবা কাজ তুমি গ্রহণ করেছ তার দিকে মনোযোগ দাও, যেন তুমি এটা সম্পন্ন কর।"18আমি পৌল, নিজের হাতে এই শুভেচ্ছা লিখলাম। আমার বন্দীদশা মনে করো। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

## 1 Thessalonians

Chapter 1

1পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী থিষলনীকীয় শহরের মণ্ডলীর নিকটে পৌলের চিঠি, সীল ও তীমথিয়র অভিবাদন। অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি আসুক।2আমরা প্রার্থনার সময় তোমাদের নাম উল্লেখ করে তোমাদের সকলের জন্য সর্বদা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করে থাকি; 3আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কাজ, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর আশার ধৈর্য্যে আমাদের পিতা ঈশ্বরের সামনে সবসময় মনে করে থাকি;4কারণ, হে ভাইয়েরা, ঈশ্বরের প্রিয়তমেরা (প্রেমপাত্রগণ), আমরা জানি তোমরা মনোনীত লোক, 5কারণ আমাদের সুসমাচার তোমাদের কাছে শুধুমাত্র কথায় নয়, কিন্তু শক্তিতে, পবিত্র আত্মায় ও বেশিমাত্রায় নিশ্চয়তায় উপস্থিত হয়েছিল; তোমরা তো জান, আমরা তোমাদের কাছে, তোমাদের জন্য কি রকম লোক হয়েছিলাম।6আর তোমরা বহু কষ্টের মধ্যে পবিত্র আত্মার আনন্দে বাক্যটি গ্রহণ করে আমাদের এবং প্রভুর অনুকারী হয়েছ; 7এইভাবে মাকিদনিয়া ও আখায়াস্থ সব বিশ্বাসী লোকের কাছে উদাহরণ সরূপ হয়েছ;8কারণ তোমাদের হতে প্রভুর বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, কেবল মাকিদনিয়াতে ও আখায়াতে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপর তোমাদের যে বিশ্বাস, সেই বিষয় সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে; এজন্য আমাদের কিছু বলবার দরকার নেই। 9কারণ তারা নিজেরা আমাদের বিষয়ে এই কথা প্রচার করে থাকে যে, তোমাদের কাছে আমরা কিভাবে গৃহীত হয়েছিলাম, আর তোমরা কিভাবে দেবতাগণ হতে ঈশ্বরের দিকে ফিরে এসেছ, যেন জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সেবা করতে পার। 10এবং যাকে তিনি মৃতদের মধ্য থাকে উঠিয়েছেন, যিনি আগামী ক্রোধ থেকে আমাদের উদ্ধারকর্তা, যেন স্বর্গ হতে তাঁর সেই পুত্রের অর্থাৎ যীশুর আসার অপেক্ষা করতে পার।

Chapter 2  
1স্বভাবতঃ, ভাইয়েরা, তোমরা নিজেরাই জান, তোমাদের কাছে আমাদের যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি। 2সেইজন্য ফিলিপীতে আগে দুঃখভোগ ও অপমান সহ্য করেছি, তোমরা জান, আমরা আমাদের ঈশ্বরে সাহসী হয়ে অত্যাধিক মানুষের বিরোধ সত্ত্বেও আমরা তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচারের কথা প্রচার করেছিলাম।3কারণ আমাদের উপদেশ কোন ভুল শিক্ষা, কি অশুচিতা বা প্রতারণা থেকে নয়। 4কিন্তু ঈশ্বর যেমন আমাদের অনুমোদিত করে আমাদের উপরে সুসমাচারের ভার রেখেছেন তেমনি কথা বলছি; মানুষকে খুশি করব বলে নয়, কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের হৃদয় পরীক্ষা করেন।5কারণ তোমরা জান, আমরা কখনও চাটুবাদে কিংবা লোভজনক ছলে লিপ্ত হইনি, ঈশ্বর এর সাক্ষী; 6আর মানুষের থেকে গৌরব পেতে চেষ্টা করিনি, তোমাদের থেকেও নয়, অন্যদের থেকেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিত বলে আমরা তোমাদের থেকে সুযোগ নিলেও নিতে পারতাম;7কিন্তু যেমন মায়েরা নিজের বাচ্চাদের লালন পালন করে, তেমনি আমরা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার ভাব দেখিয়েছিলাম; 8সেইভাবে আমরা তোমাদেরকে ভালবেসে কেবল ঈশ্বরের সুসমাচার নয়, আপন আপন প্রাণও তোমাদেরকে দিতে সন্তুষ্ট ছিলাম, যেহেতু তোমরা আমাদের প্রিয়পাত্র হয়েছিলে। 9হে ভাইয়েরা আমাদের পরিশ্রম ও কঠোর চেষ্টা তোমাদের মনে আছে; তোমাদের কারও বোঝা না হই, সেইজন্য আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম।10আর বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের কাছে আমরা কেমন পবিত্র, ধার্মিক ও নির্দোষী ছিলাম, তার সাক্ষী তোমরা আছ, ঈশ্বরও আছেন। 11তোমরা তো জান, পিতা যেমন আপন সন্তানদের তেমনি আমরাও তোমাদের প্রত্যেক জনকে উত্সাহ, ও সান্ত্বনা দিতাম, 12ও শক্তভাবে পরামর্শ দিতাম যেন তোমরা ঈশ্বরের আচরণ মেনে চলো, যিনি নিজ রাজ্যে ও মহিমায় তোমাদের ডেকেছেন।   
  
13এই কারণে আমরাও সবসময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ করছি। আমাদের কাছে ঈশ্বরের পাঠানো বাক্য পেয়ে, তোমরা মানুষদের বাক্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা সত্যই ঈশ্বরের বাক্য এবং তোমরা বিশ্বাসী তোমাদের মধ্যে নিজ কাজ সম্পন্ন করছো।14কারণ, হে ভাইয়েরা, যিহুদিয়ায় খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুসরণকারী হয়েছ; কারণ ওরা ইহূদিদের থেকে যে প্রকার দুঃখ পেয়েছে, তোমারও তোমাদের নিজ জাতির লোকদের কাছ থেকে সেই প্রকার দুঃখ পেয়েছ; 15ইহূদিরা প্রভু যীশুকে এবং ভাববাদীদের বধ করেছিল, আবার আমাদেরকে তাড়না করেছিল; তারা ঈশ্বরের সন্তুষ্ট কর নয়, সকল মানুষের বিপরীত; 16তারা আমাদেরকে অইহূদির পরিত্রাণের জন্য তাদের কাছে কথা বলতে বারণ করছে; এইরূপে সবসময় নিজেদের পাপের পরিমাণ বাড়িয়ে ঈশ্বরের সীমানায় পৌছিয়েছে; কিন্তু তাদের নিকটে চূড়ান্ত ক্রোধ উপস্থিত হল।17আর, হে ভাইয়েরা, আমরা অল্প সময়ের জন্য ভাগ হয়েছিলাম, হৃদয় থেকে নয় কিন্তু তোমাদের উপস্থিতি থেকে এবং তোমাদের মুখ দেখার জন্য আমরা মহা আশা করেছিলাম এবং চেষ্টা করেছিলাম। 18কারণ আমরা, বিশেষত আমি পৌল, দুই একবার তোমাদের কাছে যেতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। 19কারণ আমাদের আশা, বা আনন্দ, বা গৌরবের মুকুট কি? আমাদের প্রভু যীশুর সাক্ষাৎে তাঁর আগমন কালে তোমরাই কি নও? 20বাস্তবিক তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

Chapter 3

1এজন্য আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে আমরা আথীনী শহর একা থাকাই ভাল বুঝলাম, 2এবং আমাদের ভাই ও খ্রীষ্টের সুসমাচারে ঈশ্বরের দাস যে তীমথিয়, তাঁকে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদেরকে সুস্থির করেন এবং তোমাদের বিশ্বাসের বিষয়ে আশ্বাস দেন, 3যেন এই সব কষ্টে কেউ চঞ্চল না হয়; কারণ তোমরা নিজেরাই জান, আমরা এরই জন্য নিযুক্ত।4এটাই সত্য আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, আমরা তোমাদের আগেই বলেছিলাম যে, আমাদের কষ্ট হবে, আর সেটাই ঘটেছে, তোমরা সেটা জান। 5এ জন্য আমিও আর ধৈর্য্য ধরতে না পেরে তোমাদের বিশ্বাসের তত্ত্ব জানবার জন্য ওকে পাঠিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম, পাছে পরীক্ষক কোনও প্রকারে তোমাদের পরীক্ষা করেছে বলে আমাদের পরিশ্রম বৃথা হয়।6কিন্তু এখন তীমথিয় তোমাদের কাছ হতে আমাদের কাছে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা সম্পর্কে সুসমাচার আমাদেরকে দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা সর্বদা স্নেহ ভাবে আমাদেরকে মনে করছ, যেমন আমরাও তোমাদেরকে দেখতে চাই, তেমনি তোমরাও আমাদেরকে দেখতে ইচ্ছা করছ; 7এজন্য, ভাইয়েরা, তোমাদের জন্য আমরা সমস্ত বিপদের ও কষ্টের মধ্যে তোমাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে উত্সাহ পেলাম;8কারণ যদি তোমরা প্রভুতে স্থির থাক, তবে এখন আমরা সত্যি বেঁচে আছি। 9বাস্তবিক তোমাদের কারণে আমরা নিজের ঈশ্বরের সাক্ষাৎে যে সব আনন্দে আনন্দ করি, তার বদলে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কীভাবে ধন্যবাদ দিতে পারি ? 10আমরা যেন তোমাদের মুখ দেখতে পাই এবং তোমাদের বিশ্বাসের অপূর্ণতা গুলি পূর্ণ করতে পারি, এই জন্য রাত দিন অবিরত প্রার্থনা করছি।11আর আমাদের পিতাঈশ্বর ও আমাদের প্রভু যীশু তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করুন। 12আর যেমন আমরাও তোমাদের প্রতি উপচে পড়ি, তেমনি প্রভু তোমাদেরকে পরস্পরের ও সবার প্রতি প্রেমে বৃদ্ধি করুন ও উপচে পড়তে দিন; 13ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় শক্তিশালী করবেন, যেন নিজের সকল পবিত্রগণ সহ আমাদের প্রভু যীশুর আগমন কালে তিনি আমাদের পিতা ঈশ্বরের সামনে তোমাদের পবিত্রতা ও অনিন্দনীয় করেন।

Chapter 4  
1অতএব, হে ভাইয়েরা, সবশেষে আমরা প্রভু যীশুতে তোমাদেরকে উৎসাহিত করছি, কীভাবে চলে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে হয়, এ বিষয়ে আমাদের কাছে যে শিক্ষা গ্রহণ করেছ, আর যেভাবে চলছ, সেইভাবে আমরা উত্সাহ করি তোমরা অধিক পরিমাণে কর। 2কারণ প্রভু যীশুর দ্বারা আমরা তোমাদেরকে কি কি আদেশ দিয়েছি, তা তোমরা জান।3বিশেষত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, তোমাদের পবিত্রতা; 4যে তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাক, তোমাদের প্রত্যেক জন শেখ যে পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কেমন করে বাস করতে হয়, 5যারা ঈশ্বরকে জানে না, সেই অইহূদির মত শরিরের অভিলাষে নয়, 6কেউ যেন সীমা অতিক্রম করে এই ব্যাপারে নিজের ভাইকে না ঠকায়; কারণ আগে তোমাদেরকে যেমন সাবধান করেছি ও বলেছি, প্রভু এই সব পাপের জন্য সবাইকে শাস্তি দেবেন।7কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে অশুচিতার জন্য নয়, কিন্তু পবিত্রতার জন্য আহ্বান করেছেন। 8এই জন্য যে ব্যক্তি অমান্য করে, সে মানুষকে অমান্য করে তাহা নয়, বরং ঈশ্বরকেই অমান্য করে, যিনি নিজ পবিত্র আত্মা তোমাদেরকে দান করেন।9আর ভাইয়ের প্রেম সম্পর্কে তোমাদেরকে কিছু লেখা প্রয়োজন নেই, কারণ তোমরা নিজেরা একে অপরকে প্রেম করার জন্য ঈশ্বরের কাছে শিক্ষা পেয়েছ; 10আর বাস্তবিক সমস্ত মাকিদনিয়ায় বসবাসকারী সমস্ত ভাইদের প্রতি প্রেম করছ। 11কিন্তু তোমাদেরকে অনুনয় করে বলছি, ভাইয়েরা, আরও বেশি করে প্রেম কর, আর শান্তভাবে থাকতে ও নিজ নিজ কাজ করতে এবং নিজের হাতে পরিশ্রম করতে যত্নশীল হও যেমন আমরা তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছি- 12যেন তোমাদের সম্মানপূর্ণ ব্যবহারের জন্য বাইরের লোকদের কাছে তোমরা যেন গৃহীত হও, যেন তোমাদের কিছুরই অভাব না থাকে।13কিন্তু, হে ভাইগণ আমরা চাই না যে, যারা মারা গেছে তাদের বিষয়ে তোমরা অজানা থাক; যেন যাদের প্রত্যাশা নেই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখিত না হও। 14কারণ আমরা যখন বিশ্বাস করি যে, যীশু মরেছেন এবং উঠেছেন, তখন জানি, ঈশ্বর যীশুতে মরে যাওয়া লোকদেরকেও সেইভাবে তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসবেন। 15কারণ আমরা প্রভুর বাক্য দিয়ে তোমাদেরকে এও বলেছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবো, আমরা নিশ্চই সেই মরে যাওয়া লোকদের অগ্রগামী হব না।16কারণ প্রভু নিজে আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, আর যাঁরা খ্রীষ্টে মরেছেন, তাঁরা প্রথমে উঠবে। 17পরে আমরা যারা জীবিত আছি, যারা অবশিষ্ট থাকব, আমরা আকাশে প্রভুর সঙ্গে দেখা করবার জন্য একসঙ্গে তাঁদের সঙ্গে মেঘযোগে নীত হইব; আর এভাবে সবসময় প্রভুর সঙ্গে থাকব। 18অতএব তোমরা এই সকল কথা বলে একজন অন্য জনকে সান্ত্বনা দাও।

Chapter 5

1কিন্তু ভাইয়েরা বিশেষ বিশেষ কালের ও সময়ের বিষয়ে তোমাদেরকে কিছু লেখা অপ্রয়োজনীয়। 2কারণ তোমরা নিজেরা ভালোভাবে জানো, রাতে যেমন চোর আসে তেমনি প্রভুর দিনও আসছে। 3লোকে যখন বলে, শান্তি ও অভয়, তক্ষুনি তাদের কাছে যেমন গর্ভবতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়ে থাকে, তেমনই হঠাৎ বিনাশ উপস্থিত হয়; আর তারা কোনোও ভাবে এড়াতে পারবে না।4কিন্তু ভাইয়েরা, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপরে এসে পড়বে। 5তোমরা তো সকলে আলোর সন্তান ও দিবসের সন্তান; আমরা রাতের নয়, অন্ধকারেরও নয়। 6অতএব এস, আমরা অন্য সবার মত ঘুমিয়ে না পড়ি, বরং জেগে থাকি ও নিজেদের নিয়ন্ত্রিত হই। 7কারণ যারা ঘুমিয়ে পড়ে, তারা রাতেই ঘুমিয়ে পড়ে এবং যারা মদ্যপায়ী, তারা রাতেই মত্ত হয়।8কিন্তু আমরা দিবসের বলে এস, আত্ম নিয়ন্ত্রিত হই, বিশ্বাস ও প্রেমরূপ বুকপাটা পরি এবং পরিত্রাণের আশারূপ টুপি মাথায় দিই; 9কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেননি, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা পরিত্রাণ লাভের জন্য; 10তিনি আমাদের জন্য মরলেন, যেন আমরা জেগে থাকি বা ঘুমিয়ে পড়ি, তাঁর সাথেই বেঁচে থাকি। 11অতএব যেমন তোমরা করে থাক, তেমন তোমরা একে অন্যকে ভরসা দাও এবং একজন অন্যকে গেঁথে তোলো।12কিন্তু, হে ভাইয়েরা, আমরা তোমাদেরকে নিবেদন করছি; যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন ও প্রভুতে তোমাদের উপরে নিযুক্ত আছেন এবং তোমাদেরকে চেতনা দেন, তাঁদেরকে সম্মান দাও, 13আর তাঁদের কাজের জন্য তাঁদেরকে প্রেমে অতিশয় সমাদর কর। নিজেদের মধ্যে শান্তি রাখো। 14আর, হে ভাইয়েরা, আমরা তোমাদেরকে অনুরোধ করছি যারা অলস ব্যক্তি , তাদেরকে চেতনা দাও, ভীতুদের স্বান্তনা দাও, দুর্বলদের সাহায্য কর, সবার জন্য ধৈর্য্যশীল হও।15দেখ, যেন অপকারের প্রতিশোধে কেউ কারোরও অপকার না কর, কিন্তু একে অপরের এবং সবার প্রতি সবসময় ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা কর। 18সব বিষয়ে ধন্যবাদ কর; কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে এটাই তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা। 16-17সবসময় আনন্দ কর; সবসময় প্রার্থনা কর;19পবিত্র আত্মাকে নিভিয়ে দিও না। 22সব রকম মন্দ বিষয় থেকে দূরে থাকো। 20-21ভাববাণী তুচ্ছ করো না। সব বিষয়ে পরীক্ষা কর; যা ভালো, তা ধরে রাখো।23শান্তির ঈশ্বর নিজেই তোমাদেরকে সব রকম ভাবে পবিত্র করুন; এবং তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আসার সময় অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক। 24যিনি তোমাদেরকে ডাকেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই তা করবেন।25ভাইয়েরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর। 26সব ভাইকে পবিত্র চুম্বনে শুভেচ্ছা জানাও। 27আমি তোমাদেরকে প্রভুর নামে বলছি, সব ভাইয়ের কাছে যেন এই চিঠি পড়ে শোনানো হয়। 28আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

## 2 Thessalonians

Chapter 1

1আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী থীষলনীকীয় শহরের মণ্ডলীর কাছে পৌলের চিঠি, সীল ও তীমথিয়র অভিবাদন। 2পিতা ঈশ্বর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বর্তুক।3হে ভাইয়েরা, আমরা তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য; আর তা করা উপযুক্ত; কারণ তোমাদের বিশ্বাস ভীষণভাবে বাড়ছে এবং একে অন্যের প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের প্রেম উপচে পড়ছে। 4এজন্য, তোমরা যে সব অত্যাচার ও কষ্ট সহ্য করছ, সে সবের মধ্যে তোমাদের সহ্য ও বিশ্বাস থাকায় আমরা নিজেদের ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ব বোধ করছি। 5আর এ সবই ঈশ্বরের ধার্মিক বিচারের স্পষ্ট লক্ষণ, যাতে তোমরা ঈশ্বরের সেই রাজ্যের উপযুক্ত বলে গণ্য হবে, যার জন্য দুঃখভোগও করছ।6বাস্তবিক ঈশ্বরের কাছে এটা ন্যায় বিচার যে, যারা তোমাদেরকে কষ্ট দেয়, তিনি তাদেরকে প্রতিশোধে কষ্ট দেবেন, 7এবং কষ্ট পাচ্ছ যে তোমরা, তোমাদেরকে আমাদের সঙ্গে বিশ্রাম দেবেন, [এটা তখনই হবে] যখন প্রভু যীশু স্বর্গ থেকে নিজের পরাক্রমের দূতদের সঙ্গে জ্বলন্ত আগুনের গোলায় প্রকাশিত হবেন, 8এবং যারা ঈশ্বরকে জানে না ও যারা আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের আদেশ মেনে চলে না, তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।9তারা প্রভুর উপস্থিতি থেকে ও তাঁর শক্তির প্রতাপ থেকে দূর হবে এবং তারা অনন্তকালস্থায়ী বিনাশরূপ শাস্তি ভোগ করবে, 10এটা সেদিন ঘটবে, যেদিন তিনি নিজের পবিত্রগনের দ্বারা মহিমান্বিত হবেন এবং তখন বিশ্বাসীরা আশ্চর্য্য হবে, এর সঙ্গে তোমরাও যুক্ত আছ কারণ আমদের সাক্ষ্য তোমরা বিশ্বাসে গ্রহণ করেছ।11এই জন্য আমরা তোমাদের জন্য সবসময় এই প্রার্থনাও করছি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের সকলকেও আহ্বানের উপযুক্ত বলে গ্রহণ করেন, আর মঙ্গলভাবের সব ইচ্ছা ও বিশ্বাসের কাজ নিজের শক্তিতে সম্পূর্ণ করে দেন; 12যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহণুসারে আমাদের প্রভু যীশুর নাম তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হয় এবং তাঁর মধ্য দিয়ে তোমরাও গৌরবান্বিত হও।

Chapter 2

1আবার, হে ভাইয়েরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যাবার বিষয়ে তোমাদেরকে এই বিনতি করছি; 2তোমরা কোন আত্মার মাধ্যমে, বা কোনও বাক্যর মাধ্যমে, অথবা আমরা লিখেছি, মনে করে কোন চিঠির মাধ্যমে, মনের স্থিরতা থেকে বিচলিত বা ভীত হয়ো না, ভেব না যে প্রভুর আগমনের দিন এসে গেল;3কেউ কোন প্রকারে যেন তোমাদেরকে না ভোলায়; কারণ সেই দিন আসবে না যতসময় না প্রথমে সেই অধর্মের মানুষ যে সেই বিনাশ সন্তান প্রকাশ পায়। 4যে প্রতিরোধী হবে সে নিজেকে ঈশ্বর নামে পরিচিত বা পূজ্য সমস্ত কিছুর থেকে নিজেকে বড় করবে, এমনকি ঈশ্বরের মন্দিরে বসে নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করবে।5তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি আগে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদেরকে এই কথা বলেছিলাম ? 6আর সে যেন নিজ সময়ে প্রকাশ পায়, এই জন্য কিসে তাকে বাধা দিয়ে রাখছে, তা তোমরা জান। 7কারণ অধর্মীর গোপন শক্তি এখনও কাজ করছে; কিন্তু যতসময় পর্যন্ত তাকে দূর না করা হয়, যে বাধা দিয়ে রাখেছে সে সেই কাজ করতে থকবে।8আর তখন সেই অধার্মিক প্রকাশ পাবে, কিন্তু প্রভু যীশু তাঁর মুখের নিঃশ্বাস দিয়ে সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস করবেন, ও নিজ আগমনের প্রকাশ দ্বারা তার শক্তি কমিয়ে দিবেন। 9সেই অধার্মিক ব্যক্তি আসবে শয়তানের শক্তি সহকারে, যেটা মিথ্যার সমস্ত নানা আশ্চর্য্য কাজ ও সমস্ত চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের সঙ্গে হবে, 10এবং যারা বিনাশ পাচ্ছে তাদের প্রতারণা করার জন্য সমস্ত অধার্মিকতার বিষয় গুলি ব্যবহার করবে; কারণ তারা পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্য যে প্রেম গ্রহণ করে নি।11আর সেজন্য ঈশ্বর তাদের কাছে ভ্রান্তিমূলক (প্রতারণার) কাজ পাঠান, যাতে তারা সেই মিথ্যায় বিশ্বাস করে, 12যেন ঈশ্বর সেই সকলকে বিচারে দোষী করতে পারেন, যারা সত্যকে বিশ্বাস করে নি, কিন্তু অধার্মিকতায় সন্তুষ্ট হত।   
  
13কিন্তু হে ভাইয়েরা, প্রভুর প্রিয়তমেরা, আমরা তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য; কারণ ঈশ্বর প্রথম থেকে তোমাদেরকে আত্মার পবিত্রতা প্রদানের দ্বারা ও সত্যের বিশ্বাসে পরিত্রাণের জন্য মনোনীত করেছেন; 14এবং সেই অভিপ্রায়ে আমাদের সুসমাচার দ্বারা তোমাদেরকে ডেকেছেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার ভাগিদার হতে পার। 15অতএব, হে ভাইয়েরা, স্থির থাক এবং আমাদের বাক্য অথবা চিঠির মাধ্যমে যে সকল শিক্ষা পেয়েছ, তা ধরে রাখ।16আর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজে, ও আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি আমাদেরকে প্রেম করেছেন এবং অনুগ্রহের সাথে অনন্তকালস্থায়ী সান্ত্বনা ও উত্তম আশা দিয়েছেন, 17তিনি তোমাদের হৃদয়কে সান্ত্বনা দিন এবং সব রকম ভালো কাজে ও কথায় শক্তিশালী করুন।

Chapter 3

1শেষ কথা এই, বিশ্বাসীরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর; যেন, যেমন তোমাদের মধ্যে হচ্ছে, তেমনি প্রভুর বাক্য তাড়াতাড়ি বিস্তার হয় ও গৌরবান্বিত হয়, 2আর আমরা যেন দুষ্ট ও মন্দ লোকদের থেকে উদ্ধার পাই; কারণ সবার বিশ্বাস নেই। 3কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত; তিনিই তোমাদেরকে শক্তিশালী করবেন ও শয়তান থেকে রক্ষা করবেন।4আর তোমাদের সম্পর্কে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা যা যা নির্দেশ করি, সেই সব তোমরা পালন করছ ও করবে। 5আর প্রভু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের পথে ও খ্রীষ্টের সহ্যের পথে চালান।6আর, হে ভাইয়েরা, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছি, যে কোন ভাই অলস এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছ, সেইভাবে না চলে, তার সঙ্গ ত্যাগ কর; 7কারণ কি প্রকারে আমাদের অনুকারী হতে হয়, তা তোমরা নিজেরাই জান; কারণ তোমাদের মধ্যে আমরা থাকাকালীন অলস ছিলাম না; 8আর বিনামূল্যে কারো কাছে খাবার খেতাম না, বরং তোমাদের কারোর বোঝা যেন না হই, সেজন্য পরিশ্রম ও মেহনত সহকারে রাত দিন কাজ করতাম। 9আমাদের যে অধিকার নেই, তা নয়; কিন্তু তোমাদের কাছে নিজেদের উদাহরণরূপে দেখাতে চেয়েছি, যেন তোমরা আমাদের অনুকারী হও।10কারণ আমরা যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখন তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিতাম যে, যদি কেউ কাজ করতে না চায়, তবে সে আহারও না করুক। 11সাধারণত আমরা শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অলসভাবে চলছে, কোন কাজ না করে অনধিকার চর্চ্চা করে থাকে। 12এইভাবে লোকদের আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে নির্দেশ ও উপদেশ দিচ্ছি, তারা শান্তভাবে কাজ করে নিজেরাই খাবার ভোজন করুক।13আর, হে ভাইয়েরা, তোমরা ভালো কাজ করতে হতাশ হয়ো না। 14আর যদি কেউ এই চিঠির মাধ্যমে বলা আমাদের কথা না মানে, তবে তাকে চিহ্নিত করে রাখ, তার সঙ্গে মিশো না, 15যেন সে লজ্জিত হয়; অথচ তাকে শত্রু না ভেবে ভাই বলে চেতনা দাও।   
  
16আর শান্তির প্রভু নিজে সবসময় সর্বপ্রকারে তোমাদেরকে শান্তি প্রদর্শন করুন। প্রভু তোমাদের সবার সহবর্ত্তী হোন। 17এই মঙ্গলবাদ আমি পৌল নিজ হাতে লিখলাম। প্রত্যেক চিঠিতে এটাই চিহ্ন; আমি এই রকম লিখে থাকি। 18আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

## 1 Timothy

Chapter 1

1পৌল, আমাদের ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে এবং উদ্ধারকর্তা খ্রীষ্ট যীশু যাঁর উপরে আমাদের আশা, তাঁর আদেশে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত,- 2বিশ্বাস বিষয়ে আমার প্রকৃত পুত্র তীমথিয়র প্রতি চিঠি। পিতা ঈশ্বরও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু, কৃপা, দয়া ও শান্তি তোমায় দান করুন।3মাকিদনিয়াতে যাবার সময়ে যেমন আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, তুমি ইফিষে থেকে কিছু লোককে এই আদেশ দাও, যেন তারা ভুল শিক্ষা না দেয়, 4এবং গল্প ও বড় বংশ তালিকায় মনোযোগ না দেয়, [যেমন এখন করছি]; কারণ এই বিষয়গুলো বরং বিপদ সৃষ্টি করে, ঈশ্বরের যে ধনাধ্যক্ষের কাজ বিশ্বাস সম্বন্ধীয়, যা এই বিষয়কে তৈরী করে না।5কিন্তু সেই আদেশের উদ্দেশ্যে হল ভালবাসা, যা শুচি হৃদয়, সৎ বিবেক ও প্রকৃত বিশ্বাস থেকে তৈরী; 6কিছু লোক এই আসল বিষয় থেকে সরে গিয়ে নিজেদের মনগড়া বাজে কথাবার্তায় ভ্রান্ত হয়ে বিপথে গেছে। 7তারা নিয়মের গুরু হতে চায়, অথচ যা বলে ও যার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে বলে, তা বোঝে না। 8কিন্তু আমরা জানি, নিয়ম ভাল, যদি কেউ নিয়ম মেনে তার ব্যবহার করে,9আমরা এও জানি যে, ধার্মিকের জন্য নয়, কিন্তু যারা অধার্মিক ও অবাধ্য, ভক্তিহীন ও পাপী, অসৎ ও অপবিত্র, বাবা ও মায়ের হত্যাকারী, খুনি, 10ব্যভিচারী, সমকামী, যারা দাস ব্যবসার জন্য মানুষ চুরি করে, মিথ্যাবাদী, যারা মিথ্যা শপথ করে, তাদের জন্য এবং আর যা কিছু সত্য শিক্ষার বিপরীতে, তার জন্যই নিয়ম স্থাপন করা হয়েছে। 11এই শিক্ষা পরম ধন্য ঈশ্বরের সেই মহিমার সুসমাচার অনুযায়ী, যে সুসমাচারের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে।12যিনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন, আমাদের সেই খ্রীষ্ট যীশুর ধন্যবাদ করছি, কারণ তিনি আমাকে বিশ্বস্ত মনে করে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করেছেন, 13যদিও আগে আমি ঈশ্বরনিন্দা করতাম, অত্যাচার ও অপমান করতাম; কিন্তু দয়া পেয়েছি, কারণ আমি না বুঝেই অবিশ্বাসের বশে সেই সমস্ত কাজ করতাম; 14কিন্তু আমাদের প্রভুর কৃপায়, খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস ও প্রেমের সঙ্গে, অনেক বেশি উপচিয়ে পড়েছে।15এই কথা বিশ্বস্ত ও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার করার জন্য জগতে এসেছেন; তাদের মধ্যে আমি সবথেকে বড় পাপী; 16কিন্তু আমি এই জন্য দয়া পেয়েছি, যেন যীশু খ্রীষ্ট আমার মত জঘন্য পাপীর জীবনে তাঁর দয়াকে অসীম ধৈর্য্যকে প্রকাশ করেন, যেন আমি তাদের আদর্শ হতে পারি, যারা অনন্ত জীবনের জন্য তাঁকে বিশ্বাস করবে। 17যিনি যুগপর্য্যায়ের রাজা, অক্ষয় অদৃশ্য একমাত্র ঈশ্বর, যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁর সমাদর ও মহিমা হোক। আমেন।18আমার সন্তান তীমথি, তোমার বিষয়ে পূর্বের সমস্ত ভাববাণী অনুসারে, আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি, যেন তুমি তার গুনে উত্তম যুদ্ধ করতে পার, 19যেন বিশ্বাস ও শুদ্ধ বিবেক রক্ষা কর; শুদ্ধ বিবেক পরিত্যাগ করার জন্য কারো কারো বিশ্বাসের নৌকা ভেঙে গেছে। 20তাদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেকসান্দরও আছে; আমি তাদেরকে শয়তানের হাতে সমর্পণ করলাম, যাতে তারা উচিত শিক্ষা পায় ও ঈশ্বরের নিন্দা করার সাহস আর না পায়।

Chapter 2  
1আমার প্রথম অনুরোধ এই, যেন সমস্ত মানুষের জন্য, বিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ এবং ধন্যবাদ করা হয়; 2[বিশেষ করে] রাজাদের ও যারা উঁচুপদে আছেন তাদের সকলের জন্য; যেন আমরা সম্পূর্ণ ভক্তিতে ও স্থিরভাবে নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারি। 3এটা আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের কাছে ভাল ও গ্রহণযোগ্য বিষয়; 4তাঁর ইচ্ছা এই, যেন সমস্ত মানুষ পরিত্রাণ পায়, ও সত্যকে জানতে পারে।5কারণ একমাত্র ঈশ্বর আছেন; ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থও আছেন, তিনি খ্রীষ্ট যীশু, 6তিনি সবার মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজেকে উৎসর্গ করলেন; এই সাক্ষ্য সঠিক সময়ে দেওয়া হয়েছে; 7আমি এই জন্যই প্রচারক ও প্রেরিত হয়ে নিযুক্ত হয়েছি; সত্যি বলছি, মিথ্যা বলছি না; বিশ্বস্তে ও সত্যে আমি অযিহুদীদের শিক্ষক।8তাই আমার ইচ্ছা এই, সমস্ত জায়গায় পুরুষেরা রাগ ও তর্ক বিতর্ক বাদ দিয়ে পবিত্র হাত তুলে প্রার্থনা করুক। 9একইভাবে মহিলারাও নিজেদের ভদ্র ও শোভনীয় পোশাকে নিজেদের সাজিয়ে তুলুক; যেন শৌখিন বেণী করে চুল না বাঁধে ও সোনা, মুক্ত বা খুব দামী পোশাক দিয়ে নিজেদের না সাজায়, 10কিন্তু ঈশ্বর ভক্তিই মহিলাদের প্রকৃত অলংকার তাই তারা ভাল কাজে নিজেদের প্রকাশ করুক।11মহিলারা সম্পূর্ণ সমর্পিত ভাবে নীরবে শিক্ষা গ্রহণ করুক। 12আমি উপদেশ দেওয়ার কিম্বা পুরুষের উপরে অধিকার করার অনুমতি স্ত্রীকে দিই না, কিন্তু নীরব থাকতে বলি।13কারণ প্রথমে আদমকে এবং পরে হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। 14আর আদম প্রতারিত হলেন না, কিন্তু স্ত্রী প্রতারিতা হয়ে পাপ করেছিলেন। 15তবু যদি, আত্মসংযমের সঙ্গে বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় তারা স্থির থাকে, তবে স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়ে উদ্ধার পাবে।

Chapter 3  
1এই কথা বিশ্বস্ত, যদি কেউ পালক হতে চান, তবে তিনি এক ভাল কাজের আশা করেন। 2তাই এটা অতি অবশ্যই যে, পালককে কেউ যেন দোষ দিতে না পারে, তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন, সচেতন, আত্মসংযমী, সংযত, অতিথিসেবা করতে ভালবাসেন এবং শিক্ষাদানে পারদর্শী হন; 3তিনি মাতাল, মারকুটে, ঝগড়াটে এবং টাকার প্রেমী যেন না হন, বরং শান্ত, ভদ্র, নম্র হন।4যিনি নিজের ঘরের শাসন ভালোভাবে করেন এবং তাঁর সন্তানরা সম্পূর্ণরূপে তাঁর বাধ্য হবে; 5কিন্তু যদি কেউ নিজের ঘরের শাসন করতে না জানে, তবে সে কেমন করে ঈশ্বরের মণ্ডলী দেখাশোনা করবে?6তিনি যেন নতুন শিষ্য না হন, কারণ তিনি হয়ত অহঙ্কারী হয়ে উঠবেন এবং শয়তানের মত তাঁর বিচার হবে। 7আর বাইরের লোকদের কাছেও তাঁর যেন সুনাম বজায় থাকে, যেন তিনি লজ্জার কারণ ও শয়তানের জালে জড়িয়ে না যান।8সেই রকম পরিচারকদেরও এমন হওয়া দরকার, যেন তাঁরা সম্মান পাওয়ার যোগ্য হন, যেন এক কথার মানুষ হন, মাতাল ও লোভী না হন, 9কিন্তু শুচি বিবেকের সঙ্গে বিশ্বাসের গুপ্ত বিষয়গুলো ধরে রাখেন। 10আর প্রথমে তাঁদেরও পরীক্ষা করা হোক, যদি তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দার কিছু না থাকে, তবে তাঁরা পরিচারকের কাজ করতে পারবেন।11একইভাবে মহিলারাও সম্মানের যোগ্য হন, পরচর্চা না করে, সংযত এবং সব বিষয়ে বিশ্বস্ত হোক। 12পরিচারকেরাও একটি স্ত্রীর স্বামী হোক এবং নিজের ছেলে মেয়েদের ও নিজের ঘরকে ভালোভাবে শাসন করুক। 13কারণ যাঁরা ভালোভাবে পরিচারকের কাজ করেছেন, তাঁরা সম্মান পাবেন এবং খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁদের বিশ্বাসে আরো সাহস লাভ করেন।14আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার কাছে যাব, এমন আশা করে তোমাকে এই সব লিখলাম; 15কিন্তু যদি আমার দেরি হয়, তবে যেন তুমি জানতে পার যে, ঈশ্বরের ঘরের মধ্যে কেমন আচার ব্যবহার করতে হয়; সেই ঘর হল জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও মজবুত ভিত্তি।16আর ভক্তির গোপন কথা অতি মহান, সেই বিষয়ে সবাই একমত, যিনি নিজই দেহে প্রকাশিত হলেন, তিনি যে ধার্মিকতা আত্মার মাধ্যমে প্রমাণিত হলেন, দূতদের তিনি দেখা দিলেন, বিভিন্ন জাতির মধ্যে তাঁর প্রচার করা হল, জগতের অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল, মহিমার সঙ্গে তিনি স্বর্গে গেলেন।

Chapter 4  
1কিন্তু পবিত্র আত্মা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, পরবর্তীকালে কিছু লোক ছলনাকারী আত্মাতে ও ভূতদের শিক্ষায় মন দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। 2এটা এমন মিথ্যাবাদীদের ভণ্ডামিতে ঘটবে, যাদের নিজের বিবেক, গরম লোহার দাগের মত দাগযুক্ত হয়েছে।3তারা বিয়ে করতে মানা করে এবং কোনো কোনো খাবার খেতে মানা করে, যা যা ঈশ্বর এই উদ্দেশ্যে তৈরী করেছেন, কিন্তু যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা যেন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে খাবার খায়। 4বাস্তবে ঈশ্বরের তৈরী সব কিছুই ভালো; ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করলে, কিছুই অগ্রাহ্য হয় না, 5কারণ ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনার মাধ্যমে তা পবিত্র হয়।6এই সব কথা ভাইদেরকে মনে করিয়ে দিলে তুমি খ্রীষ্ট যীশুর ভালো দাস হবে; যে বিশ্বাসের ও ভালো শিক্ষার অনুসরণ করে আসছ, তার বাক্যে পরিপূর্ণ থাকবে; 7কিন্তু ভক্তিহীন গল্প গ্রহণ কর না, তা বয়ষ্ক মহিলাদের বানানো গল্পের মতো। 8আর ঈশ্বরের ভক্তিতে নিজেকে দক্ষ কর; কারণ দেহের ব্যায়াম শুধু অল্প বিষয়ে উপকারী হয়; কিন্তু ভক্তি সব বিষয়ে উপকারী, তা এখনও আগামী জীবনের প্রতিজ্ঞাযুক্ত।9এই কথা বিশ্বস্ত এবং সম্পূর্ণ গ্রহণের যোগ্য; 10কারণ এরই জন্য আমরা কঠিন পরিশ্রম ও প্রাণপন চেষ্টা করছি; কারণ যিনি সব মানুষের, বিশেষভাবে বিশ্বাসীদের ত্রাণকর্তা, আমরা সেই জীবন্ত ঈশ্বরের উপর আশা করে আসছি।11তুমি এই সব বিষয় নির্দেশ করও শিক্ষা দাও। 12তোমার যৌবন কাউকে তুচ্ছ করতে দিও না; কিন্তু বাক্যে আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও শুদ্ধতায় বিশ্বাসীদের আদর্শ হও। 13আমি যতদিন না আসি, তুমি পবিত্র শাস্ত্র পড়তে এবং উপদেশ ও শিক্ষা দিতে মনোযোগী থাক।14তোমার হৃদয়ে সেই অনুগ্রহ দান অবহেলা কর না, যা ভাববাণীর মাধ্যমে প্রাচীনদের হাত রেখে তোমাকে দেওয়া হয়েছে। 15এ সব বিষয়ে চিন্তা কর, এসবের মধ্যে নিজেকে স্থির রাখো, যেন তোমার উন্নতি সবাই দেখতে পায়। 16নিজের বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এ সবে স্থির থাক; কারণ তা করলে তুমি নিজেকে ও যারা তোমার কথা শোনে, তাদেরকেও উদ্ধার করবে।

Chapter 5  
1তুমি কোনো বৃদ্ধ লোককে তিরস্কার করো না, কিন্তু তাকে বাবার মতো, যুবকদের ভাইয়ের মতো, 2বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে মায়ের মতো, যুবতীদের বোনের মত মনে করে শুদ্ধভাব বজায় রেখে উৎসাহিত কর।3যারা সত্যিকারের বিধবা, সেই বিধবাদেরকে সম্মান কর। 4কিন্তু যদি কোনো বিধবার পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতিরা থাকে, তবে তারা প্রথমে নিজের বাড়ির লোকদের প্রতি ভক্তি দেখাতে ও বাবা মার সেবা করতে শিখুক; কারণ সেটাই ঈশ্বরের সামনে গ্রহণযোগ্য।5যে স্ত্রী সত্যিকারের বিধবা ও অনাথা, সে ঈশ্বরের উপরে আশা রেখে রাত দিন বিনতি ও প্রার্থনাতে থাকে। 6কিন্তু যে বিলাস প্রিয়, সে জীবন্ত অবস্থায় মৃতা।7এই সব বিষয়ে নির্দেশ কর, যেন তারা নিন্দিত না হয়। 8কিন্তু যে কেউ নিজের সম্পর্কের লোকদের বিশেষভাবে নিজের পরিবারের জন্য চিন্তা না করে, তাহলে সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর থেকেও খারাপ হয়েছে।9বিধবাদের নামের তালিকায় নথিভুক্ত করার আগে যার বয়স ষাট বছরের নীচে নয় ও যার একমাত্র স্বামী ছিল, 10এবং যার পক্ষে নানা ভালো কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়; অর্থাৎ যদি সে সন্তানদের লালন পালন করে থাকে, যদি অতিথিসেবা করে থাকে, যদি পবিত্রদের পা ধুয়ে দিয়ে থাকে, যারা কষ্টে পড়েছে এমন লোকদের উপকার করে থাকে, যদি সব ভালো কাজের অনুসরণ করে থাকে।11কিন্তু যুবতী বিধবাদের নথিভুক্ত কর না, কারণ তারা কামনা বাসনায় চঞ্চল হয়ে ওঠে ও খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি কমে আসে তখন তারা বিয়ে করতে চায়; 12তারা প্রথম বিশ্বাস অগ্রাহ্য করাতে নিজেরা দোষী হয়। 13এছাড়া তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়িয়ে অলস হতে শেখে; কেবল অলসও নয়, বরং বাচাল ও অনধিকার হস্তক্ষেপ করতে ও অনুচিত কথা বলতে শেখে।14অতএব আমার ইচ্ছা এই, যুবতী [বিধবারা] বিবাহ করুক, সন্তান প্রসব করুক, শত্রুদের অভিযোগ করবার কোনো সুযোগ না দেওয়া হোক। 15কারণ ইতিমধ্যে কেউ কেউ শয়তানের পিছনে বিপথগামিনী হয়েছে। 16যদি কোনো বিশ্বাসীনী মহিলার ঘরে বিধবারা থাকে, যেন তিনি তাদের উপকার করেন; মণ্ডলী ভারগ্রস্ত না হোক, যেন প্রকৃত বিধবাদের উপকার করতে পারে।17যে প্রাচীনেরা ভালোভাবে শাসন করেন, বিশেষভাবে যারা বাক্য ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন, তারা দ্বিগুন সম্মান ও পারিশ্রমিকের যোগ্য বলে গণ্য হোন। 18কারণ শাস্ত্র বলে, “শস্যদানা মাড়ানোর সময় বলদের মুখে মুখোশ বেঁধ না;” এবং “যে কাজ করে সে তার বেতন পাওয়ার যোগ্য।”19দুই তিনজন সাক্ষী ছাড়া কোনো প্রাচীনের বিরুদ্ধে নালিশ গ্রহণ কর না। 20যারা পাপ করে, তাদেরকে সবার সামনে নালিশ কর; যেন অন্য সকলেও ভয় পায়।21আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর ও মনোনীত দূতদের সামনে তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি কারোর পক্ষপাত না নিয়ে তুমি এই সব বিধি পালন কর। 22তাড়াতাড়ি করে কারোর উপরে হাত রেখো না এবং অন্যের পাপের ভাগী হয়ো না; নিজেদেরকে শুদ্ধ করে রক্ষা কর।23এখন থেকে শুধু জল পান করো না, কিন্তু তোমার হজমের জন্য ও তোমার পেটের অসুখ এবং বার বার অসুখ হলে অল্প আঙ্গুর রস ব্যবহার কোরো। 24কোনো কোনো লোকের পাপ স্পষ্ট জানা যায়, তারা বিচারের পথে আগে আসে; আবার কোনো কোনো লোকের পাপ তাদের পিছনে। 25ভালো কাজও তেমনি স্পষ্ট জানা যায়; আর যা অন্যবিষয়, সেগুলি গোপন রাখতে পারা যায় না।

Chapter 6

1যে সব লোক যোঁয়ালীর অধীনে দাস তাদের কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তারা নিজের নিজের মালিকের সম্পূর্ণ সম্মান পাবার যোগ্য বলে মনে করুক, যেন ঈশ্বরের নামের নিন্দা এবং শিক্ষার নিন্দা না হয়। 2আর যাদের বিশ্বাসী মালিক আছে তাদেরকে তুচ্ছ না করুক, কারণ তারা তাদের ভাই; বরং আরও যত্নে দাসের কাজ করুক, কারণ যারা সেই ভালো ব্যবহারে উপকার পাচ্ছেন, তারা বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র।3এই সব শিক্ষা দাও এবং উপদেশ দাও। যদি কেউ অন্য বিষয়ে শিক্ষা দেয় এবং সত্য উপদেশ, অর্থাৎ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাক্য ও ভক্তির শিক্ষা স্বীকার না করে, 4তবে সে অহঙ্কারে অন্ধ, কিছুই জানে না, কিন্তু ঝগড়া ও তর্কাতর্কির বিষয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছে; এসবের ফল হিংসা, দ্বন্দ্ব, ঈশ্বরনিন্দা, 5কুসন্দেহ এবং নষ্ট বিবেক ও সত্য থেকে সরে গিয়েছে এ ধরনের লোকেরা ভক্তিকে লাভের উপায় বলে মনে করে।6কিন্তু আসলে, পরিতৃপ্ত মনে ভক্তি নিয়ে চললে মহালাভ হয় 7কারণ আমরা জগতে কিছুই সঙ্গে করে আনিনি, কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না; 8বদলে আমরা খাবার ও জামা কাপড়েই সন্তুষ্ট থাকব।9কিন্তু যারা ধনী হতে চায়, তারা পরীক্ষাতে ও ফাঁদে এবং নানা ধরনের বোকামি ও অনিষ্টকর ইচ্ছায় পড়ে যায়, সে সব মানুষদেরকে ধ্বংসে ও বিনাশে মগ্ন করে। 10কারণ টাকা পয়সায় প্রেমী হলো সব খারাপের একটা মূল; তাতে আসক্তি হওয়ায় কিছু লোক বিশ্বাস থেকে সরে গিয়েছে এবং অনেক যন্ত্রণার কাঁটায় নিজেরা নিজেদেরকে বিদ্ধ করেছে।11কিন্তু তুমি, হে ঈশ্বরের লোক, এই সব থেকে পালিয়ে যাও এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, বিশ্বাসে, প্রেম, ধৈর্য্য, নরম স্বভাব, এই সবের অনুসরণ কর। 12বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধে প্রাণপন চেষ্টা কর; অনন্ত জীবন ধরে রাখ; তারই জন্য তোমাকে ডেকেছে এবং অনেক সাক্ষীর সামনে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞা স্বীকার করেছ।13সবার প্রাণরক্ষার ঈশ্বরের সামনে এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের কাছে সেই উত্তম প্রতিজ্ঞার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সামনে, আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি, 14তুমি প্রভুর আদেশ পবিত্র ও ত্রূটিহীন রাখ; প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত,15যা পরমধন্য ও একমাত্র পরাক্রমশালী রাজা যিনি রাজত্ব করেন এবং প্রভু যিনি শাসন করেন, উপযুক্ত সময়ে প্রকাশ করবেন; 16যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এমন আলোর নিবাসী, যাকে মানুষদের মধ্যে কেউ, কখনও দেখতে পায়নি, দেখতে পাবেওনা; তাঁরই সম্মান ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হোক। আমেন।17যারা এই যুগে ধনবান তাদেরকে এই নির্দেশ দাও, যেন তারা অহঙ্কারী না হয় এবং অস্থায়ী ধনের উপরে নির্ভর করে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের মত সবই আমাদের প্রয়োজনের জন্য জুগিয়ে দেন, সেই ঈশ্বরের উপরে আশা কর; 18যেন পরের উপকার করে, ভালো কাজের ধনে ধনবান হয়, দানশীল হয়, সমান ভাগ করতে প্রস্তুত হয়; 19এইভাবে তারা নিজেদের জন্য ভবিষ্যৎ এর জন্য ভালো ভিত্তির মত একটা নিয়মাবলী প্রস্তুত করুক, যেন, যা সত্যিকারের জীবন, তাই ধরে রাখতে পারে।20হে তীমথিয়, যা রক্ষা করার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে, তা সাবধানে রাখ; যা তথাকথিত বিদ্যা নামে আখ্যাত, তার ভক্তিহীন অসার কথাবার্তার ও তর্ক থেকে দূরে থাক; 21সেই বিদ্যা গ্রহণ করে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে দূরে সরে গেছে। অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

## 2 Timothy

Chapter 1  
1পৌল, খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত। 2আমার প্রিয় পুত্র তীমথিয়কে, পিতা ঈশ্বরও আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু তোমায় অনুগ্রহ, দয়া ও শান্তি দান করুন।3ঈশ্বর, যাঁর আরাধনা আমি বংশ পরম্পরায় শুচি বিবেকে করে থাকি, তাঁর ধন্যবাদ করি যে, আমার প্রার্থনায় সবসময় তোমাকে স্মরণ করি, 4তোমার চোখের জলের কথা মনে করে রাত দিন তোমাকে দেখার আকাঙ্খা করছি, যেন আনন্দে পূর্ণ হই, 5তোমার হৃদয়ের প্রকৃত বিশ্বাসের কথা মনে করছি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোয়ীর ও তোমার মা উনীকীর অন্তরে বাস করত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা তোমার অন্তরেও বাস করছে।6এই জন্য তোমাকে মনে করিয়ে দিই যে, তোমার উপরে আমার হাত রাখার জন্য ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান তোমার মধ্যে আছে, তা জাগিয়ে তোলো। 7কারণ ঈশ্বর আমাদেরকে ভয়ের মন্দ আত্মা দেননি, কিন্তু শক্তির, প্রেমের ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন।8অতএব আমাদের প্রভুর সাক্ষ্যের বিষয়ে এবং তাঁর বন্দী যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হয়ো না, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমাচারের সঙ্গে কষ্ট সহ্য কর, 9তিনিই আমাদেরকে পাপ থেকে উদ্ধার করেছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করেছেন, আমাদের কাজ অনুযায়ী নয়, কিন্তু নিজের পরিকল্পনা ও কৃপা অনুযায়ী সব কিছু পূর্বকালে খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, 10কিন্তু এখন আমাদের উদ্ধারকর্তা খ্রীষ্ট যীশুর আগমনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছেন, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন এবং সুসমাচারের মাধ্যমে অনন্ত জীবন, যা কখনো শেষ হবে না তা আলোতে নিয়ে এসেছেন। 11সেই সুসমাচারের জন্য আমি প্রচারক, প্রেরিত ও শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছি।12এই জন্য এত দুঃখ সহ্য করছি, তবুও লজ্জিত হই না, কারণ যাকে বিশ্বাস করেছি, তাঁকে জানি এবং আমি নিশ্চিত যে, আমি তাঁর কাছে যা কিছু জমা রেখেছি (বা তিনি যে দায়িত্ব দিয়েছেন), তিনি সেই দিনের জন্য তা রক্ষা করতে সমর্থ। 13তুমি আমার কাছে যা যা শুনেছ, সেই সত্য শিক্ষার আদর্শ খ্রীষ্ট যীশুর সম্মন্ধে বিশ্বাসে ও প্রেমে ধরে রাখ। 14তোমার কাছে যে মূল্যবান জিনিস জমা আছে, যা ঈশ্বর তোমায় সমর্পণ করেছেন, যিনি আমাদের অন্তরে বাস করেন, সেই পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর।15তুমি জান, আশিয়া প্রদেশে যারা আছে, তারা সবাই আমাকে একা ছেড়ে চলে গেছে, তাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্ম্মগিনিও আছে। 16প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে দয়া দান করুন, কারণ তিনি আমাকে অনেকবার সাহায্য করেছেন এবং আমি শিকলে বন্দী আছি বলে তিনি কখনো তার জন্য লজ্জিত হননি, 17বরং তিনি রোম শহরে আসার পর ভাল করে খোঁজ করে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, 18প্রভু তাঁকে এই আশীর্বাদ করুন, যেন সেই দিন তিনি প্রভুর কাছে দয়া পান, আর ইফিষে তিনি কত সেবা করেছিলেন, তা তুমি ভাল করেই জানো।

Chapter 2

1অতএব, হে আমার পুত্র, তুমি খ্রীষ্ট যীশুর কৃপায় বলবান হও। 2আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সমস্ত বাক্য আমার কাছে শুনেছ, সে সব এমন বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সমর্পণ কর, যারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে।3তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত আমার সঙ্গে কষ্ট সহ্য কর। 4কেউ যুদ্ধ করার সময়ে নিজেকে সাংসারিক জীবনে জড়াতে দেয় না, যেন তাকে যে ব্যক্তি যোদ্ধা করে নিযুক্ত করেছে, তাঁকে খুশি করতে পারে। 5আবার কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং সে যদি নিয়ম না মানে, তবে সে মুকুটে সম্মানিত হয় না।6যে চাষী পরিশ্রম করে, সেই প্রথমে ফলের ভাগ পায়, এটা তার অধিকার। 7আমি যা বলি, সেই বিষয়ে চিন্তা কর, কারণ প্রভু সব বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।8যীশু খ্রীষ্টকে মনে কর, আমার সুসমাচার অনুযায়ী তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়েছেন, দায়ূদ বংশে যার জন্ম, 9সেই সুসমাচারের জন্য আমি অপরাধীদের মতো শিকলে বন্দী হয়ে কষ্ট সহ্য করছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য শিকলে বন্দী হয়নি। 10এই জন্য আমি মনোনীতদের জন্য সব কিছু সহ্য করি, যেন তারাও খ্রীষ্ট যীশুতে যে পাপের ক্ষমা তা চিরকালের জন্য মহিমার সঙ্গে লাভ করে।11এই কথা বিশ্বস্ত, কারণ আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মরে থাকি, তাঁর সঙ্গে জীবিতও হব, 12যদি সহ্য করি, তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব, যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার করবেন, 13আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তিনি বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।14এই সমস্ত কথা তাদের মনে করিয়ে দাও, প্রভুর সামনে তাদের সাবধান কর, যেন লোকেরা তর্ক বিতর্ক না করে, কারণ তাতে কোন লাভ নেই, বরং যারা শোনে তাদের ক্ষতি হয়। 15তুমি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক হিসাবে দেখাতে যত্ন কর, এমন সেবক হও, যার লজ্জা পাওয়ার প্রয়োজন নেই, যে সত্যের বাক্য ভালোভাবে ব্যবহার করতে জানে।16কিন্তু মন্দ ও মূল্যহীন কথাবার্তা থেকে নিজেকে দূরে রাখো, কারণ এরকম লোকেরা ঈশ্বর প্রতি অনেক বেশী ভক্তিহীন হয়ে পড়বে। 17তাদের কথাবার্তা পচা ঘায়ের মতো, যা আরো দিনে দিনে ক্ষয় করবে। হুমিনায় ও ফিলীতও তাদের মধ্য আছে। 18এরা সত্য থেকে দূরে সরে গেছে, এরা বলে, মৃতদের পুনরুত্থান হয়েছে এবং কারও কারও বিশ্বাসে ক্ষতি করছে।19তবুও ঈশ্বর যে গভীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছেন তা স্থির আছে এবং তার উপরে এই কথা লেখা আছে, “প্রভু জানেন, কে কে তাঁর” এবং “যে কেউ প্রভুর নাম করে, সে অধার্মিকতা থেকে দূরে থাকুক।” 20কোনো ধনীর বাড়িতে খালি সোনা ও রূপার পাত্র নয়, কাঠের ও মাটির পাত্রও থাকে, তার মধ্য কিছু মূল্যবান, আর কিছু সস্তা পাত্রও থাকে। 21অতএব যদি কেউ নিজেকে এই সব থেকে পবিত্র করে, তবে সে মূল্যবান পাত্র, পবিত্র, মালিকের কাজের উপযোগী ও সমস্ত ভাল কাজের জন্য প্রস্তুত হবে।22কিন্তু তুমি যৌবনকালের মন্দ কামনা বাসনা থেকে পালাও এবং যারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুসরণ কর। 23কিন্তু যুক্তিহীন ও বাজে তর্ক বিতর্ক থেকে দূরে থাক, কারণ তুমি জান, এসব বিপদের সৃষ্টি করে।24আর বিপদ করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নয়, কিন্তু সবার প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুন, সহনশীল হওয়া 25এবং নম্র ভাবে যারা তাঁর বিরুদ্ধে যায় তাদের শাসন করা তার উচিত, হয়তো ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন করবেন, 26যেন তারা সত্যের জ্ঞান পায় এবং তাঁর ইচ্ছা পালনের জন্য প্রভুর দাসের মাধ্যমে শয়তানের ফাঁদ থেকে জীবনের জন্য পবিত্র হয় এবং চেতনা পেয়ে বাঁচে।

Chapter 3

1এই কথা মনে রেখো যে, শেষকালে বিপদময় সময় আসবে। 2মানুষেরা কেবল নিজেকেই ভালবাসবে, টাকার লোভী হবে, অহঙ্কারী হবে, আত্মগর্বিত হবে, ঈশ্বরনিন্দা, পিতামাতার অবাধ্য, 3অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহহীন, ক্ষমাহীন, পরচর্চাকরি, অজিতেন্দ্রিয়, 4প্রচন্ড সদবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, বোকা, ঈশ্বরকে প্রেম না করে বরং বিলাস প্রিয় হবে;5লোকে ভক্তির মুখোশধারী, কিন্তু তার শক্তি অস্বীকারকারী হবে; তুমি এই রকম লোকদের কাছ থেকে সরে যাও। 6এদের মধ্যে এমন লোক আছে, যারা ঘরে ঢুকে পাপী মনের স্ত্রীলোকদের বিপথে পরিচালিত করে তারা সবসময় নতুন শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করে, 7সত্যের গভীর জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।8আর যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করেছিল, সেই রকম ভাক্ত শিক্ষকেরা সত্যের প্রতিরোধ করছে, এই লোকেরা মনের দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে অবিশ্বস্ত। 9কিন্তু এরা আর আগে যেতে পারবে না; কারণ যেমন ওদেরও হয়েছিল, তেমনি এদের বোকামি সবার কাছে স্পষ্ট হবে।10কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য্য, 11নানা ধরনের কষ্ট ও দুঃখভোগের অনুসরণ করেছ; আন্তিয়খিয়া, ইকনিয় এবং লুস্ত্রা শহরে আমার সঙ্গে কি কি ঘটেছিল; কত কষ্ট সহ্য করেছি। আর সেই সব থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন। 12আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তাদের প্রতি বিপদ ঘটবে। 13কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও ভণ্ডরা, পরের ভ্রান্তি তৈরী করে ও নিজেরা ভ্রান্ত হয়ে, দিন দিন খারাপ পথে এগিয়ে যাবে।14কিন্তু তুমি যা যা শিখেছ এবং নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করেছ, তাতেই স্থির থাক; তুমি তো জান যে, কাদের কাছে শিখেছ। 15আরও জান, তুমি ছেলেবেলা থেকে পবিত্র বাক্য থেকে শিক্ষালাভ করেছ, সে সব পবিত্র শাস্ত্রে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞান দিতে পারে।16শাস্ত্রের প্রত্যেক কথা ঈশ্বরের মাধ্যমে এসেছে এবং সেগুলি শিক্ষার, চিন্তার, সংশোধনের, ধার্মিকতার সম্বন্ধে শাসনের জন্য উপকারী, 17যেন ঈশ্বরের লোক সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হয়ে, সব ভাল কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

Chapter 4

1আমি ঈশ্বরের সামনে এবং যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন, সেই খ্রীষ্ট যীশুর সামনে, তাঁর প্রকাশের ও তাঁর রাজ্যের দোহাই দিয়ে, তোমাকে এই কঠিন আদেশ দিচ্ছি; 2তুমি বাক্য প্রচার কর, সময়ে অসময়ে প্রচারের জন্য প্রস্তুত হও, সম্পূর্ণ ধৈর্য্য ও শিক্ষাদান পূর্ব্বক উৎসাহিত কর, ধমক দাও, চেতনা দাও।3কারণ এমন সময় আসবে, যে সময় লোকেরা সত্য শিক্ষা সহ্য করবে না, কিন্তু নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের জন্য অনেক শিক্ষক জোগাড় করবে, 4এবং সত্যের বিষয় থেকে কান ফিরিয়ে গল্প শুনতে চাইবে। 5কিন্তু তুমি সর্ববিষয়ে চিন্তাশীল হও, দুঃখভোগ স্বীকার কর, সুসমাচার প্রচারকের কাজ কর, তোমার সেবা কাজ সম্পূর্ণ কর।6কারণ, এখন আমাকে উৎসর্গের মত ঢেলে দেওয়া হচ্ছে এবং আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। 7আমি খ্রীষ্টের পক্ষে প্রাণপনে যুদ্ধ করেছি, ঠিক করা পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি, বিশ্বস্ততা রক্ষা করেছি। 8এখন থেকে আমার জন্য ধার্মিকতার মুকুট তোলা রয়েছে; প্রভু সেই ধর্মময় বিচারকর্তা, সেই দিন আমাকে তা দেবেন; কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক প্রেমের সহিত তাঁর পুনরায় আসার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাদেরকেও দেবেন।9তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর; 10কারণ দীমা এই বর্তমান যুগ ভালবাসাতে আমাকে ছেড়ে থিষলনীকী শহরে গিয়েছে; ক্রীষ্কেন্ত গালাতিয়া প্রদেশে, তীত দালমাতিয়া প্রদেশে গিয়েছেন;11কেবল লূক আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সাথে করে নিয়ে এস, কারণ তিনি সেবা কাজের বিষয়ে আমার বড় উপকারী। 12আর তুখিককে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি। 13ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে শালখানি রেখে এসেছি, তুমি আসবার সময়ে সেটা এবং বইগুলি, বিশেষ করে কতকগুলি চামড়ার বই, সাথে করে এনো।14যে আলেকসান্দর তামার কাজ করে, সে আমার অনেক ক্ষতি করেছে; প্রভু তার কাজের উচিত প্রতিফল তাকে দেবেন। 15তুমিও সেই ব্যক্তি থেকে সাবধান থেকো, কারণ সে আমাদের বাক্যের খুব প্রতিরোধ করেছিল। 16আমার প্রথমবার নিজপক্ষ সমর্থনের সময় কেউ আমার পক্ষে উপস্থিত হল না; সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল; এটা তাদের প্রতি গণ্য না হোক।17কিন্তু প্রভু আমার কাছে দাঁড়ালেন এবং আমাকে শক্তিশালী করলেন, যেন আমার মাধ্যমে প্রচার কাজ সম্পূর্ণ হয় এবং অইহূদিয় সব লোকে তা শুনতে পায়; আর আমি সিংহের (রোম সরকার) মুখ থেকে রক্ষা পেলাম। 18প্রভু আমাকে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করবেন এবং নিজের স্বর্গীয় রাজ্যে উত্তীর্ণ করবেন। যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে তাঁর মহিমা হোক। আমেন।19প্রিষ্কিলাকে ও আক্কিলাকে এবং অনীষিফরের পরিবারকে মঙ্গলবাদ কর। 20ইরাস্ত করিন্থ শহরে আছেন এবং ত্রফিম অসুস্থ হওয়াতে আমি তাঁকে মিলীত শহরে রেখে এসেছি। 21তুমি শীতকালের আগে আসতে চেষ্টা কর। উবূল, পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং সকল ভাই তোমাকে অভিবাদন করছেন। 22প্রভু তোমার আত্মার সহায় হোন। অনুগ্রহ তোমাদের সহায় হোক। আমেন

## Titus

Chapter 1

1পৌল, ঈশ্বরের একজন সেবাকারী ও যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত, ঈশ্বরের মনোনীত করা লোকদের বিশ্বাস অনুসারে এবং ভক্তি অনুযায়ী, সত্যের জ্ঞান অনুসারে, 2যে জ্ঞান ও সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, জগত সৃষ্টি হবার পূর্বকাল থেকেই ঈশ্বর, যিনি মিথ্যা বলেন না, তিনি এই জীবন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। 3সঠিক সময়ে ঈশ্বর তাঁর নিজের বাক্য প্রকাশ করেছেন; আমাদের মুক্তিদাতা ঈশ্বরের আদেশমত যা প্রচারের ভার আমাকে দিয়েছে।4খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসে যে আমার সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আমার সেই সত্যিকারের সন্তান তীতের প্রতি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের মুক্তিদাতা খ্রীষ্ট যীশু থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি আসুক। 5আমি তোমাকে এই জন্যই ক্রীতীতে রেখে এসেছি, যেন যে যে কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গেছে, তুমি সেটা ঠিক করে দাও এবং যেমন আমি তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম, প্রত্যেক নগরে প্রাচীনলোকদের নিযুক্ত কর।6একজন প্রাচীনব্যক্তিকে এমন হতে হবে যে মানুষ নিন্দনীয় নয় ও কেবলমাত্র একজন স্ত্রী থাকবে, যার সন্তানেরা খ্রীষ্টে বিশ্বাসী, নষ্টামি দোষে দোষী বা অবাধ্য নয়। 7ঈশ্বরের গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে, সেই পালককে এমন হতে হবে, যাতে কেউ তাঁর নিন্দা করতে না পারে; তিনি যেন অসংযত, বদমেজাজী, মাতাল, প্রহারক বা কুৎসিত অর্থ লোভী না হয়।8পরিবর্তে অতিথি সেবক, সৎপ্রেমিক, সংযত, ভালো বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন, ধার্মিক ও নিজেকে দমন রাখে এমন হতে হবে। 9এবং শিক্ষানুরূপ বিশ্বস্ত বাক্য তাঁকে ধরে রাখতে হবে, যেন তিনি নিরাময় শিক্ষাতে উপদেশ দিতে এবং যারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের দোষ ধরে দিতে পারেন।10কারণ অনেক অবাধ্য লোক আছে, যারা, মূল্যহীন কথা বলে ও ছলনা করে থাকে, যারা ছিন্নত্বকের ওপর বেশি জোর দেয়। 11এই লোকদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার দরকার। তাদের অন্যায় লাভের জন্য যে শিক্ষা প্রয়োজন নেই সেই শিক্ষা দিয়ে কোন কোন পরিবারকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে।1412তাদেরই একজন ভাববাদী বলেছেন, ‘ক্রীতীয়েরা বরাবরই মিথ্যাবাদী, হিংস্র জন্তু, অলস পেটুক।’ 13এই কথাটা সত্যি; সেইজন্য তুমি তাদেরকে কড়াভাবে সংশোধন কর; যেন তারা বিশ্বাসে নিরাময় হয়; ইহুদীদের কাল্পনিক গল্প কথায় বা যে লোকেরা সত্য থেকে সরে গেছে সেই লোকদের আদেশের প্রতি কোন মনোযোগ না দেয়ন।14ইহূদিদের গল্প কথায়, ও সত্য থেকে দূরে এমন মানুষদের আদেশে মন না দেয়।15শুদ্ধ মানুষের কাছে সবই শুদ্ধ; কিন্তু দুষিত ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে কিছুই শুদ্ধ নয়, বরং তাদের মন ও বিবেক সকলই দূষিত হয়ে পড়েছে। 16তারা দাবি করে যে, তারা ঈশ্বরকে জানে, কিন্তু তাদের কাজের দ্বারা তাঁকে অস্বীকার করে; তারা ঘৃণার যোগ্য ও অবাধ্য এবং কোনো ভালো কাজের জন্য উপযুক্ত নয়।

Chapter 2

1কিন্তু তুমি, নিরাময় শিক্ষার উপযোগী কথা বল। 2বৃদ্ধদেরকে বল, যেন তাঁরা আত্মসংযমী, ধীর, সংযত এবং বিশ্বাসে, প্রেমে, অধ্যবসায়ই হন।3সেই প্রকারে, বৃদ্ধা মহিলাদের বল, যেন তাঁরা আচার ব্যবহারে ভয়শীলা হন, অপরের নিন্দা করা বা মাতাল না হন, কিন্তু তারা যেন ভালো শিক্ষাদায়িনী হন; 4এবং তাঁরা যেন যুবতী মেয়েদের সংযত করে তোলেন, যেন এরা স্বামী ও ছেলে মেয়েদের ভালবাসেন, 5সংযত, শুদ্ধ, গৃহ কাজে মনযোগী, দয়ালু, ও নিজ নিজ স্বামীর অধীনে থাকে, যাতে ঈশ্বরের নিন্দা না হয়।6সেইভাবে, যুবকদেরকে সংযত থাকতে উৎসাহিত কর। 7আর নিজে সব বিষয়ে ভালো কাজের আদর্শ হও, তোমার শিক্ষায় সততা, মর্যাদা এবং একটা সত্য বাক্য থাকে, 8যেন বিপক্ষের লোকেরা লজ্জা পায় কারণ মন্দ বলবার তো তাদের কিছুই থাকবে না।9যারা দাস তাদেরকে বল, যেন তারা নিজ নিজ প্রভুদের বাধ্য থাকে ও সব বিষয়ে সন্তুষ্ট করে এবং অযথা তর্ক না করে, 10কিছুই আত্মসাৎ বা চুরি না করে, পরিবর্তে সমস্ত ভালো কাজে বিশ্বস্ততার প্রমাণ করে, তাহলে তারা সব দিক থেকে আমাদের মুক্তিদাতা ঈশ্বরের সম্মন্ধে শিক্ষার গৌরব বহন করতে পারবে।11কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ দ্বারাই যে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা সব মানুষের কাছেই প্রকাশিত হয়েছে। 12এটা আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, যেন আমরা ভক্তিহীনতা ও জগতের কামনা বাসনাকে অস্বীকার করি, সংযত, ধার্মিক ও ভক্তিভাবে এই বর্ত্তমান যুগে জীবন কাটাই, 13যখন আমরা আমাদের মহান ঈশ্বর, মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশের আশায় অধীর আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছি।14যীশু আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছিলেন, যাতে আমারা সমস্ত অধর্ম থেকে মুক্তি পাই এবং নিজের জন্য একটি বিশেষ জাতি তৈরী করতে পারেন, যারা ভালো কাজ করতে আগ্রহী।15তুমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বল, লোকদেরকে এগুলি করতে উৎসাহিত কর এবং পূর্ণ আদেশের সঙ্গে সংশোধন কর; কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ করতে না পারে।

Chapter 3

1তুমি তাদেরকে মনে করিয়ে দাও যেন তারা শাসনকর্তা ও কতৃপক্ষদের অধীনতা স্বীকার করে, বাধ্য হয়, সব রকম ভালো কাজের জন্য তৈরী হয়, 2কারোর নিন্দা না করে, বিরোধ না করে, এবং নম্র হয়ে সব মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে।3কারণ আগে আমরাও বোকা ও অবাধ্য ছিলাম। বুদ্ধিহীন, নানারকম নোঙরা আনন্দে ও সুখভোগের দাসত্বে ছিলাম। আমরা হিংসাতে ও দুষ্টতায় জীবন কাটিয়ে ছিলাম। আমরা ঘৃণার যোগ্য ছিলাম ও একজন অন্যকে হিংসা করতাম।4কিন্তু যখন আমাদের মুক্তিদাতা ঈশ্বরের মধুর স্বভাব এবং তাঁর ভালোবাসা মানবজাতীর উপর প্রকাশিত হলো, 5তখন তিনি আমাদের ধার্মিকতার জন্য নয়, কিন্তু তাঁর দয়াতে, নতুন জন্মের দ্বারা আমাদের অন্তর ধুয়ে পরিষ্কার করলেন ও পবিত্র আত্মায় নতুন করে আমাদেরকে রক্ষা করলেন,6সেই আত্মাকে তিনি আমাদের মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের উপরে প্রচুররূপে দিলেন; 7যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধার্মিক হিসাবে আমরা অনন্ত জীবনের আশায় উত্তরাধিকারী হই।8এই সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য। আমি চাই এই সব বিষয়গুলোতে জোরালো ভাবে কথা বল; যাতে যারা ঈশ্বরের বিশ্বাসী হয়েছে, তারা যেন নিজেদেরকে ভালো কাজে নিয়োজিত করতে পারে। এই সব বিষয় মানুষের জন্য ভালো ও উপকারী।9কিন্তু তুমি সকল বোকামির তর্কবিতর্ক ও বংশাবলি, ঝগড়া এবং ব্যবস্থার বিতর্ক থেকে দূরে থাক। কারণ এতে কোন লাভ হবে না কিন্তু ক্ষতি হবে। 10যে লোক তোমাদের মধ্যে বিভেদ তৈরী করে, তাকে দুই একবার সাবধান করার পর বাদ দাও; 11জেনে রেখো, এই রকম লোকের কান্ডজ্ঞান নেই, এবং সে পাপ করে, এবং নিজেকেই দোষী করে।12আমি যখন তোমার কাছে আর্ত্তিমাকে কিম্বা তুখিককে পাঠাব, তখন তুমি নীকপলি শহরে আমার কাছে তাড়াতাড়ি এস; কারণ সেই জায়গায় আমি শীতকাল কাটাব ঠিক করেছি। 13ব্যবস্থার গুরু সীনাকে এবং আপল্লোকে ভালোভাবে পাঠিয়ে দাও, তাদের যেন কোন কিছুর অভাব না হয়।14আর আমাদের লোকদের অবশ্যই জরুরী প্রয়োজন মেটাতে ভালো কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে শিখতে হবে, যাতে ফলহীন হয়ে না পড়ে।15যারা আমার সঙ্গে আছে তারা সবাই তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। যারা বিশ্বাস সহকারে আমাদেরকে ভালবাসেন, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিও। অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

## Philemon

Chapter 1

1আমি পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন বন্দী, আমাদের প্রিয় ও সহকর্মী প্রিয় ভাই ফিলীমনের কাছে,

2এবং আমাদের বোন আপ্পিয়া এবং আমাদের সেনাপতি আর্খিপ্প ও মণ্ডলীর কাছে লিখিত পত্র যেখানে তোমাদের বাড়ির মিলিত হতাম এবং আমাদের ভাই তীমথিয়র অভিবাদন:

3আমাদের পিতা ঈশ্বরও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের ওপরে আসুক।4আমি আমার প্রার্থনার সময় তোমার নাম স্মরণ করে সবসময় আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করে থাকি,

5তোমার যে বিশ্বাস প্রভু যীশুর উপর ও সব পবিত্র লোকের উপরে ভালবাসা আছে, সে কথা আমি শুনতে পাচ্ছি।

6আমি এই প্রার্থনা করি যে আমাদের ভেতরে যীশু খ্রীষ্টেতে যে সব সহভাগীতার জ্ঞান আছে যেন তোমার বিশ্বাসের অংশগ্রহণ খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে সেগুলি কার্য্যকারী হয়।

7কারণ তোমার প্রেমে আমি অনেক আনন্দ ও সান্ত্বনা পেয়েছি এবং হে প্রিয় ভাই তোমার জন্য পবিত্র লোকদের হৃদয় সতেজ হয়েছে।8 এই জন্য তোমার যা করা উচিত সেই বিষয়ে আদেশ দিতে খ্রীষ্টেতে যদিও আমার পুরোপুরি সাহস আছে,

9তবুও আমি প্রেমের সঙ্গে তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি পৌলের মত সেই বৃদ্ধ লোক এখন আবার সেই খ্রীষ্ট যীশুর কারণে বন্দী।

10আমি বন্দী অবস্থায় যাকে আত্মিক পিতা হিসাবে জন্ম দিয়েছি সেই ওনীষিমের বিষয়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি।

11সে আগে তোমার কাছে মুল্যবান ছিল না বটে কিন্তু এখন সে তোমার ও আমার দুইজনের কাছেই মুল্যবান।

12আমার নিজের মনের মত প্রিয় লোককে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম।

13আমি তাকে আমার সঙ্গে রাখতে চেয়েছিলাম, যেন সে সুসমাচারের বন্দী দশায় তোমার হয়ে আমার সেবা করে।

14কিন্তু তোমার অনুমতি ছাড়া আমি কিছু করতে চাই না, যেন তোমার ইচ্ছার বাইরে না হয়, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় যেন সব কিছু হয়।

15কিছু কালের জন্য সে তোমার কাছ থেকে আলাদা হয়েছিল, যেন তুমি তাকে চিরকালের জন্য পেতে পার,

16একজন দাসের মত নয়, কিন্তু দাসের চেয়েও অধিক ভালো এবং প্রিয় ভাইয়ের মত, বিশেষ করে সে আমার দেহের এবং ঈশ্বরের উভয়ের বিষয়ে তোমার কাছে কত বেশি প্রিয়।

17যদি তুমি আমাকে অংশীদার ভাব তবে আমার মত ভেবে তাকে গ্রহণ করো।

18যদি সে তোমার কাছে কোন অন্যায় করে থাকে কিম্বা তোমার কাছ থেকে কিছু ধার করে তবে তা আমার হিসাবে লিখে রাখ।

19আমি পৌল নিজের হাতে এইগুলি লিখলাম; আমি তোমাকে শোধ করে দেব আমি একথা বলতে চাই না যে তুমি আমার কাছে অনেক ঋণী।

20হ্যাঁ ভাই, প্রভুতে আমাকে আনন্দ করতে দাও এবং তুমি খ্রীষ্টেতে আমার হৃদয় সতেজ করো।

21তুমি বাধ্য হবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বলে তোমাকে লিখলাম; আমি জানি যা বললাম তুমি তার থেকে বেশি করবে।

22কিন্তু আমার জন্য থাকার জায়গাও ঠিক করে রেখো কারণ আশা করছি, তোমাদের প্রার্থনার জন্য আমি তোমাদের কাছে আসার সুযোগ পাব।

23ইপাফ্রা, খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দী তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে,

24মার্ক, আরিষ্টার্খ দীমা ও লূক, আমার এই সহকর্মীরাও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

25প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

## Hebrews

Chapter 1  
1ঈশ্বর অতীতে নানাভাবে ও অনেকবার ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, 2আর এই সময়ে ঈশ্বর পুত্রের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি তাঁর পুত্রকেই সব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। 3তাঁর পুত্রই হল তাঁর মহিমার প্রকাশ ও সারমর্মের চরিত্র এবং নিজের ক্ষমতার বাক্যের মাধ্যমে সব কিছু বজায় রেখেছেন। পরে তিনি সব পাপ পরিষ্কার করেছেন, তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের মহিমার ডানদিকে বসলেন।4তিনি স্বর্গ দূতদের থেকে শ্রেষ্ঠ, তেমনি তাঁদের নামের থেকে তিনি আরো মহান। 5কারণ ঈশ্বর ঐ দূতদের মধ্যে কাকে কোন্ সময়ে বলেছেন, “তুমি আমার পুত্র, আমি আজ তোমার পিতা হয়েছি,” আবার, “আমি তাঁর পিতা হব এবং তিনি আমার পুত্র হবেন”?6পুনরায়, যখন ঈশ্বর প্রথমজাতকে পৃথিবীতে আনেন, তখন বলেন, “ঈশ্বরের সব স্বর্গদূত তাঁর উপাসনা করুক।” 7আর স্বর্গীয় দূতের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন, “ঈশ্বর নিজের দূতদের আত্মার তৈরী করে, নিজের দাসদের আগুনের শিখার মত করে।”8কিন্তু পুত্রের বিষয়ে তিনি বলেন, “হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরকাল স্থায়ী; আর সত্যের শাসনদন্ডই তাঁর রাজ্যের শাসনদন্ড। 9তুমি ন্যায়কে ভালবেসেছ ও অধর্মকে ঘৃণা করেছ; এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন, তোমার অংশীদারদের থেকে বেশি পরিমাণে আনন্দিত করেছে।”10আর, “হে প্রভু, তুমিই আদিতে পৃথিবীর ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ, স্বর্গও তোমার হাতের সৃষ্টি। 11তারা বিনষ্ট হবে, কিন্তু তুমিই নিত্যস্থায়ী; তারা সব পোশাকের মত পুরানো হয়ে যাবে, 12তুমি পোশাকের মত সে সব জড়াবে, পোশাকের মত জড়াবে, আর সে সবের পরিবর্তন হবে; কিন্তু তুমি যে, সেই আছ এবং তোমার বছর সব কখনও শেষ হবে না।”13কিন্তু ঈশ্বর দূতদের মধ্যে কাকে কোন্ সময়ে বলেছেন, “তুমি আমার ডানদিকে বস, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদেরকে তোমার পদানত না করি”? 14সব দূতের আত্মাকে কি আমাকে আরাধনা করতে পাঠানো হয়নি? যারা পরিত্রাণের অধিকারী হবে, ওরা কি তাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত না?

Chapter 2

1এই জন্য যা যা সত্য বাক্য আমরা শুনেছি, তাতে বেশি আগ্রহের সাথে মনোযোগ করা আমাদের উচিত, যেন আমরা কোনোভাবে সড়ে না যাই।2কারণ দূতদের মাধ্যমে যে কথা বলা হয়েছে তা ন্যায্য এবং লোকে কোনোভাবে তা লঙ্ঘন করলে কিংবা তার অবাধ্য হলে শুধু শাস্তি পাবে। 3তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কিভাবে রক্ষা পাব? পরিত্রাণ তো প্রথমে প্রভুর মাধ্যমে ঘোষিত এবং যারা শুনেছিল, তাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রমাণিত হল; 4ঈশ্বর সাক্ষ্য প্রদান করছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভূত লক্ষণ এবং নানা ধরনের শক্তিশালী কাজ এবং পবিত্র আত্মার উপহার বিতরণ তা নিজের ইচ্ছানুসারেই করছেন।5বাস্তবিক যে আগামী জগতের কথা আমরা বলছি, তা ঈশ্বর দূতদের অধীনে রাখেননি। 6বরং কোনো জায়গায় কেউ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, “মানুষ কি যে তুমি তাকে স্মরণ কর? মানবপুত্রই বা কি যে তার পরিচর্য্যা কর?7তুমি দূতদের থেকে তাকে অল্পই নীচু করেছ, তুমি তাকে গৌরব ও সম্মানমুকুটে ভূষিত করেছো; 8সব কিছুই তাঁর পায়ের তলায় রেখেছ।” ফলে সব কিছু তার অধীন করাতে তিনি তার অনধীন কিছুই বাকি রাখেননি; কিন্তু এখন এ পর্যন্ত, আমরা সব কিছুই তাঁর অধীন দেখছি না।9কিন্তু দূতদের থেকে যিনি অল্পই নীচু হলেন, সেই ব্যক্তিকে অর্থাৎ যীশুকে দেখতে পাচ্ছি, তিনি মৃত্যুভোগের কারণে মহিমা ও সম্মানমুকুটে ভূষিত হয়েছে, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে সবার জন্য মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। 10বস্তুত ঈশ্বরের কারণে ও তাঁরই মাধ্যমে সবই হয়েছে, এটা তাঁর উপযুক্ত ছিল যে, ঈশ্বর যীশুকে আমাদের জন্য দুঃখভোগ ও মরণের মাধ্যমে মহিমাম্বিত করেন। ঈশ্বর যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি যাকে যাদের অস্তিত্বের জন্য এবং যীশু যিনি ঈশ্বরের লোকদেরকে মুক্ত করতে সক্ষম হন।11কারণ যিনি পবিত্র করেন ও যারা পবিত্রীকৃত হয়, সবাই এক উৎস থেকে; এই জন্য ঈশ্বর তাদেরকে ভাই বলতে লজ্জিত নন। 12প্রার্থনা সঙ্গীত রচয়িতা লিখেছেন যে যীশু ঈশ্বরকে বললেন, “আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব, সভার মধ্যে তোমার প্রশংসাগান করব।”13এবং একজন ভাববাদী অন্য একটি শাস্ত্রের পদে লিখেছেন যীশু ঈশ্বরের বিষয়ে কি বলেন, “আমি তাঁর ওপর বিশ্বাস করব।” আবার, “দেখ, আমিও সেই সন্তানরা, যাদেরকে ঈশ্বর আমায় দিয়েছেন।” 14অতএব, সেই ঈশ্বরের সন্তানেরা সকলে যেমন রক্তমাংসের সহভাগী হলেন, তেমনই যীশু নিজেও রক্তমাংসের মানুষ হলেন; যেন মৃত্যুর মাধ্যমে মৃত্যুর ক্ষমতা যার কাছে আছে, সেই শয়তানকে শক্তিহীন করেন, 15এবং যারা মৃত্যুর ভয়ে সারা জীবন দাসত্বের অধীন ছিল, তাদেরকে মুক্ত করেন।16কারণ তিনি তো দূতদের সাহায্য করেন না, কিন্তু অব্রাহামের বংশের সাহায্য করছেন। 17সেইজন্য সব বিষয়ে নিজের ভাইদের মত হওয়া তাঁর উচিত ছিল, যেন তিনি মানুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজে দয়ালু ও বিশ্বস্ত মহাযাজক হন। 18কারণ যীশু নিজে পরীক্ষিত হয়ে দুঃখভোগ করেছেন বলে যারা পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাদের সাহায্য করতে পারেন।

Chapter 3

1অতএব, হে পবিত্র ভাইয়েরা, স্বর্গীয় ডাকের অংশীদার, যীশু আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রেরিত ও মহাযাজক; 2মোশি যেমন ঈশ্বরের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন, তেমনি তিনিও নিজের নিয়োগকর্তার কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। 3ফলে গৃহ নির্মাতা যে পরিমাণে গৃহের থেকে বেশি সম্মান পান, সেই পরিমাণে ইনি মোশির থেকে বেশি গৌরবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন। 4কারণ প্রত্যেক গৃহ কারোর মাধ্যমে নির্মিত হয়, কিন্তু যিনি সবই নির্মাণ করেছেন, তিনি ঈশ্বর।5আর মোশি ঈশ্বরের সমস্ত গৃহের মধ্যে দাসের মত বিশ্বস্ত ছিলেন; ভবিষ্যতে যা কিছু বলা হবে, সেই সবের বিষয় সাক্ষ্য দেবার জন্যই ছিলেন; 6কিন্তু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের গৃহের উপরে পুত্রের মত [বিশ্বস্ত]; আর যদি আমরা আমাদের সাহস ও আমাদের প্রত্যাশার গর্ব শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে রাখি, তবে তাঁর গৃহ আমরাই।7সেইজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন, “আজ যদি তোমরা তাঁর ডাক শোনো, 8তবে নিজের নিজের হৃদয় কঠিন কোরো না, যেমন সেই ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহের জায়গায়, মরূপ্রান্তের মধ্যে সেই পরীক্ষার দিনে ঘটেছিল;9সেখানে তোমাদের পিতৃপুরুষেরা বিদ্রোহ করে আমার পরীক্ষা নিল এবং চল্লিশ বছর ধরে আমার কাজ দেখল; 10সেইজন্য আমি এই জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হলাম, আর বললাম, এরা সবসময় হৃদয়ে বিপথগামী হয়; আর তারা আমার রাস্তা জানল না; 11তখন আমি নিজে রেগে গিয়ে এই শপথ করলাম, এরা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।”12ভাইয়েরা, সতর্ক থেকো, অবিশ্বাসের এমন মন্দ হৃদয় তোমাদের কাছে কারোর মধ্যে থাকে যে, তোমরা জীবন্ত ঈশ্বর থেকে সরে যাও। 13বরং তোমরা দিন দিন একে অপরকে চেতনা দাও, যতক্ষণ ‘আজ’ নামে আখ্যাত সময় থাকে, যেন তোমাদের মধ্যে কেউ পাপের প্রতারণায় কঠিন না হয়।14কারণ আমরা খ্রীষ্টের সহভাগী হয়েছি, যদি আদি থেকে আমাদের নিশ্চয় জ্ঞান শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ধরে রাখি। 15যেমন পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “আজ যদি তোমরা তাঁর রব শোনো, তবে নিজের নিজের হৃদয় কঠিন কোরো না, যেমন সেই ইস্রায়েলীয়দের বিদ্রোহের জায়গায়।”16বল দেখি, কারা ঈশ্বরের ডাক শুনেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল? মোশির মাধ্যমে মিশর থেকে আসা সমস্ত লোক কি নয়? 17কাদের জন্যই বা ঈশ্বর চল্লিশ বছর অসন্তুষ্ট ছিলেন? তাদের জন্য কি নয়, যারা পাপ করেছিল, যাদের মৃতদেহ মরূপ্রান্তে পড়েছিল? 18ঈশ্বর কাদের বিরুদ্ধেই বা এই শপথ করেছিলেন যে, “এরা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না,” অবাধ্যদের বিরুদ্ধে কি না? 19এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অবিশ্বাসের কারণেই তারা প্রবেশ করতে পারল না।

Chapter 4

1সেইজন্য আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত, পাছে তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবার প্রতিজ্ঞা থেকে গেলেও যেন এমন মনে না হয় যে, তোমাদের কেউ তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 2কারণ যেভাবে ইস্রায়েলীয়দের কাছে সেইভাবে আমাদের কাছেও সুসমাচার প্রচারিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই খবর যারা শুনেছিল তাদের কোনো লাভ হল না, কারণ তারা বিশ্বাসের সঙ্গে ছিল না।3বাস্তবিক বিশ্বাস করেছি যে আমরা, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে পাচ্ছি; যেমন তিনি বলেছেন, “তখন আমি নিজের ক্রোধে এই শপথ করলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না,” যদিও তাঁর কাজ জগত সৃষ্টি পর্যন্ত ছিল। 4কারণ তিনি সপ্তম দিনের বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে এইকথা বলেছিলেন, “এবং সপ্তম দিনে ঈশ্বর নিজের সব কাজ থেকে বিশ্রাম করলেন।” 5আবার তিনি বললেন, “তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।”6অতএব বাকি থাকল এই যে, কিছু লোক বিশ্রামে প্রবেশ করবে এবং অনেক ইস্রায়েলীয়েরা যারা সুসমাচার পেয়েছিল, তারা অবাধ্যতার কারণে প্রবেশ করতে পারেনি; 7আবার তিনি পুনরায় এক দিন স্থির করে দায়ূদের মাধ্যমে বলেন, “আজ,” যেমন আগে বলা হয়েছে, “আজ যদি তোমরা তাঁর ডাক শোনো, তবে নিজের নিজের হৃদয় কঠিন কোরো না।”8ফলে, যিহোশূয় যদি তাদেরকে বিশ্রাম দিতেন, তবে ঈশ্বর অন্য দিনের কথা বলতেন না। 9সুতরাং ঈশ্বরের প্রজাদের জন্য বিশ্রামকালের ভোগ বাকি রয়েছে। 10ফলে যেভাবে ঈশ্বর নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম করেছিলেন, তেমনি যে ব্যক্তি তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করেছে, সেও নিজের কাজ থেকে বিশ্রাম করতে পারল। 11অতএব এস, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করি, যেন কেউ অবাধ্যতার সেই দৃষ্টান্ত অনুসারে পড়ে না যায়।12কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যকরী এবং রাগের তরবারি থেকে ধারালো এবং প্রাণ ও আত্মা, হাড় ও মজ্জা, এই সবের বিভেদ করে এবং এটা মনের চিন্তা ও উদ্দেশ্যে উপলব্ধি করতে সক্ষম; 13আর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোনো কিছুই গোপন নয়; কিন্তু তাঁর সামনে সবই উলঙ্গ ও খোলা রয়েছে, যাঁর কাছে আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে।14ভাল, আমরা এক মহান মহাযাজককে পেয়েছি, যিনি স্বর্গের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব এস, আমরা বিশ্বাসে দৃঢ়ভাবে থাকি। 15আমরা এমন মহাযাজককে পাইনি, যিনি আমাদের দুর্বলতার দুঃখে দুঃখিত হতে পারেন না, কিন্তু তিনি সব বিষয়ে আমাদের মত পরীক্ষিত হয়েছেন বিনা পাপে। 16অতএব এস, আমরা সাহসের সঙ্গে অনুগ্রহ-সিংহাসনের কাছে আসি, যেন আমরা দয়া লাভ করি এবং সময়ের উপযোগী উপকারের জন্য অনুগ্রহ পাই।

Chapter 5

1প্রত্যেক মহাযাজক মানুষদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হয়ে মানুষদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কাজে নিযুক্ত হন, যেন তিনি পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপহার ও বলি উৎসর্গ করেন। 2তিনি অজ্ঞ ও ভ্রান্ত সবার প্রতি নরমভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ, কারণ তিনি নিজেও দুর্বলতায় ঘেরা; 3এই কারণে, তিনি যেমন প্রজাদের জন্য, তেমনি নিজের জন্যও পাপের বলি উৎসর্গ করা তার অনিবার্য ছিল।4আর, কেউ নিজের জন্য সেই সম্মান নিতে পারেনা, কিন্তু হারোণকে যেমন ঈশ্বর ডেকেছিলেন, তেমনি তাকে ঈশ্বর ডাকেন। 5খ্রীষ্টও তেমনি মহাযাজক হওয়ার জন্য নিজে নিজেকে মহিমান্বিত করলেন না, কিন্তু ঈশ্বরই করেছিলেন, ঈশ্বর তাঁকে বললেন, “তুমি আমার ছেলে, আমি আজ তোমার বাবা হলাম।”6সেইভাবে অন্য গীতেও তিনি বলেন, “তুমিই মল্কীষেদকের মতো চিরকালের যাজক।”7খ্রীষ্ট যখন এ দেহ রূপে ছিলেন, প্রবল আর্তনাদ ও চোখের জলের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও বিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, যিনি মৃত্যু থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারবেন এবং নিজের ভক্তির কারণে ঈশ্বর উত্তর পেলেন; 8যদিও তিনি ছেলে ছিলেন, যে সব দুঃখভোগ করেছিলেন, তা থেকে তিনি বাধ্যতা শিখেছিলেন।9তিনি সঠিক এবং যারা তার এই বাধ্য তাদের সকলের জন্য তিনি অনন্ত পরিত্রাণের পথ হলেন; 10ঈশ্বরকর্ত্তৃক মল্কীষেদকের মতো মহাযাজক বলে অভিহিত হলেন। 11যীশুর বিষয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, কিন্তু তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করা কঠিন, কারণ তোমরা শুনতে চেষ্টা করো না।12ফলে এত সময়ের মধ্যে তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কেউ যেন তোমাদেরকে ঈশ্বরীয় বাক্যের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি শেখায়, এটাই তোমাদের জন্য দরকার; এবং তোমাদের দুধের দরকার, শক্ত খাবারে নয়। 13কারণ যে শুধু দুধ পান করে, তার তো ধার্মিকতার সহভাগীতার বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই; কারণ সে এখনও শিশু। 14কিন্তু শক্ত খাবার সেই সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্তদেরই জন্য, যারা নিজেদের শিক্ষা দিয়ে ও তা অভ্যাস করে ভালো মন্দের বিচার করতে শিখেছে।

Chapter 6

1অতএব এস, আমরা খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রথম শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনরায় এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, মন্দ বিষয় থেকে মন ফেরানো, ও ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস রাখা, 2নানা বাপ্তিষ্ম ও হস্তার্পণের শিক্ষা, মৃতদের পুনরুত্থান ও অনন্তকালীন বিচারের শিক্ষা। 3ঈশ্বরের অনুমতি হলেই তা করব।4কারণ এটা অসম্ভব যারা একবার সত্যের আলো পেয়েছে, ও স্বর্গীয় উপহার আস্বাদন করেছে, ও পবিত্র আত্মার সহভাগী হয়েছে, 5এবং ঈশ্বরের বাক্যের ও নতুন যুগের নানা পরাক্রম আস্বাদন করেছে, 6পরে খ্রীষ্ট থেকে দূরে সরে গিয়েছে, পুনরায় তাদেরকে মন পরিবর্তন করতে পারা অসম্ভব; কারণ তারা নিজেদের জন্য ঈশ্বরের পুত্রকে পুনরায় ক্রুশে দেয় ও প্রকাশ্যে নিন্দা করে।7কারণ যে ভূমি নিজের উপরে বার বার পতিত বৃষ্টি গ্রহণ করে, আর যারা সেই জমি চাষ করে, তাদের জন্য ভালো ফসল উৎপন্ন করে, সেই জমি ঈশ্বর থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়; 8কিন্তু যদি এটা কাঁটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন করে, তবে তা অকর্ম্মণ্য ও অভিশপ্ত হবার ভয় আছে এবং তা আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।9প্রিয় বন্ধুরা, যদিও আমরা এরূপ বলছি, তবুও তোমাদের বিষয়ে এমন দৃঢ় বিশ্বাস করছি যে, তোমাদের অবস্থা এর থেকে ভাল এবং পরিত্রাণ সহযুক্ত। 10কারণ ঈশ্বর অন্যায়কারী নন; তোমাদের কাজ এবং তোমরা পবিত্রদের যে পরিসেবা করেছ ও করছ, তাঁর মাধ্যমে তাঁর নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের ভালবাসা, এই সব তিনি ভুলে যাবেন না।11এবং আমাদের ইচ্ছা এই, যেন তোমাদের প্রত্যেক জন একই প্রকার যত্ন দেখায়, যাতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশার পূর্ণতা থাকবে; 12আমরা চাই না যে তোমরা অলস হও, কিন্তু যারা বিশ্বাস ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার কারণে নিয়ম সমূহের অধিকারী, তাদের মতো হও।13কারণ ঈশ্বর যখন অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করলেন, তখন মহৎ কোনো ব্যক্তির নামে শপথ করতে না পারাতে নিজেরই নামে শপথ করলেন, 14তিনি বললেন, “আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং তোমার বংশ অগনিত করব।” 15আর এইভাবে, আব্রাহাম ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হলেন।16মানুষেরা তো মহৎ ব্যক্তির নাম নিয়ে শপথ করে; এবং এই শপথের মাধ্যমে তাদের সমস্ত তর্কবিতর্কের অবসান হয়। 17এই ব্যাপারে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারীদেরকে নিজের মন্ত্রণার অপরিবর্তনীয়তা আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য শপথের মাধ্যমে নিশ্চয়তা করলেন; 18এই ব্যাপারে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, এমন অপরিবর্তনীয় দুই ব্যাপারের মাধ্যমে আমরা যারা প্রত্যাশা ধরবার জন্য তাঁর শরণার্থে ছুটে গিয়েছি যেন দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই।19আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে, তা প্রাণের নোঙরের মতো, অটল ও শক্ত। তা পর্দার আড়ালে স্বর্গীয় মন্দিরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করায়। 20আর সেই জায়গায় আমাদের জন্য অগ্রগামী হয়ে যীশু প্রবেশ করেছেন, যিনি মল্কীষেদকের নিয়ম অনুযায়ী অনন্তকালীন মহাযাজক হয়েছেন।

Chapter 7

1সেই যে মল্কীষেদক, যিনি শালেমের রাজা ও মহান ঈশ্বরের যাজক ছিলেন, অব্রাহাম যখন রাজাদের পরাজিত করে ফিরে আসেন, তিনি তখন তাঁর সাথে দেখা করলেন, ও তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, 2এবং অব্রাহাম তাঁকে সব কিছুর দশমাংশ দিলেন। তাঁর নাম "মল্কীষেদক" মানে ‘ধার্মিক রাজা,’ এবং ‘শালেমের রাজা’ অর্থাৎ শান্তির রাজা; 3তাঁর বাবা নেই, মা নেই, পূর্বপুরুষ নেই, দিনের শুরু কি জীবনের শেষ নেই; তিনি ঈশ্বরের পুত্রের মতো; তিনি চিরকালই যাজক থাকেন।4বিবেচনা করে দেখ, তিনি কেমন মহান, আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম যুদ্ধের ভালো ভালো লুটের জিনিস নিয়ে দশমাংশ দান করেছিলেন। 5আর প্রকৃত পক্ষে লেবির বংশধরদের মধ্যে যারা যাজক হলেন, তারা আইন অনুসারে তাদের ভাই ইস্রায়েলীয়দের কাছ থেকে দশমাংশ সংগ্রহ করার আদেশ পেয়েছে, যদিও তারা অব্রাহামের বংশধর; 6কিন্তু মল্কীষেদক, লেবীয়দের বংশধর নয়, তিনি অব্রাহামের থেকে দশমাংশ নিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞার অধিকারীকে আশীর্বাদ করেছিলেন।7কোনো আত্মত্যাগী যে ক্ষুদ্রতর ব্যক্তি বৃহত্তর ব্যক্তির মাধ্যমে আশীর্বাদিত হয়। 8আবার এখানে মানুষেরা যারা দশমাংশ পায় তারা এক দিন মারা যাবে, কিন্তু ওখানে যে অব্রাহামের দশমাংশ গ্রহণ করেছিল, তাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি জীবনবিশিষ্ট। 9আবার এরকম বলা যেতে পারে যে, অব্রাহামের মাধ্যমে দশমাংশগ্রাহী লেবি দশমাংশ দিয়েছেন, 10কারণ লেবি ছিল তাঁর পূর্বপুরুষ অব্রাহামের বংশ সম্মন্ধীয়, যখন মল্কীষেদক অব্রাহামের সাথে দেখা করেন।11এখন যদি লেবীয় যাজকত্বের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা সম্ভব হতে পারত সেই যাজকত্বের অধীনেই তো লোকেরা নিয়ম পেয়েছিল তবে আরো কি প্রয়োজন ছিল যে, মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অন্য যাজক উঠবেন এবং তাঁকে হারোণের নাম অনুসারে অভিহিত করা হবে না? 12যাজকত্ব যখন পরিবর্তন হয়, তখন নিয়মেরও অবশ্যই পরিবর্তন হয়।13এ সব কথা যার উদ্দেশ্যে বলা যায়, তিনি তো অন্য বংশের, সেই বংশের মধ্যে কেউ কখনো যজ্ঞবেদির পরিচর্য্যা করে নি। 14এখন এটা সুস্পষ্ট যে আমাদের প্রভু যিহূদা বংশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই বংশের বিষয়ে মোশি যাজকদের বিষয়ে কিছুই বলেননি।15এবং আমরা যে কথা বলেছিলাম তা আরও পরিষ্কার হয় যখন মল্কীষেদকের মতো আর একজন যাজক ওঠেন। 16এই নতুন যাজক যিনি দেহের নিয়ম অনুযায়ী আসেননি, কিন্তু পরিবর্তে অবিনশ্বর জীবনের শক্তি অনুযায়ী হয়েছেন। 17তাঁর বিষয়ে শাস্ত্রের সাক্ষ্য এই বলে: “তুমিই মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে অনন্তকালীন যাজক।”18পুরানো আদেশ সরানো হল কারণ এটি দুর্বল ও অকার্যকরী হয়ে পড়েছিল। 19কারণ নিয়ম কিছুই সম্পূর্ণ করতে পারেনা। কিন্তু এখানে এমন এক শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা ভবিষ্যতের জন্য আনা হয়েছে যার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হতে পারি।20এবং এই শ্রেষ্ঠ প্রত্যাশা বিনা শপথে হয়নি, অন্য যাজকেরা তো কোনো নতুন নিয়মই গ্রহণ করে নি। 21কিন্তু ঈশ্বর শপথ গ্রহণ করেছিলেন যখন তিনি যীশুর বিষয়ে বলেছিলেন, “প্রভু এই নতুন নিয়ম করলেন এবং তিনি মন পরিবর্তন করবেন না: 'তুমিই অনন্তকালীন যাজক।'”22অতএব যীশু এই কারণে নতুন নিয়মের জামিনদার হয়েছেন। 23প্রকৃত পক্ষে, মৃত্যু যাজককে চিরকাল পরিচর্য্যা করতে প্রতিরোধ করে। এই কারণে সেখানে অনেক যাজক, এক জনের পর অন্যজন। 24কিন্তু তিনি যদি অনন্তকাল থাকেন, তবে তাঁর যাজকত্ব অপরিবর্তনীয়।25এই জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করতে সক্ষম যারা তাঁর মাধ্যম দিয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, কারণ তিনি তাদের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ করতে সর্বদা জীবিত আছেন। 26আমাদের জন্য এমন এক মহাযাজক প্রয়োজন ছিল, যিনি নিস্পাপ, অনিন্দনীয়, পবিত্র, পাপীদের থেকে পৃথক এবং স্বর্গ থেকে সর্বোচ্চ।27ঐ মহাযাজকদের মত প্রতিদিন বলিদান উৎসর্গ করা দরকার নেই, প্রথমে নিজের পাপের জন্য এবং পরে লোকদের জন্য। তিনি এটি সবার জন্য একেবারে সম্পূর্ণ করেছেন, যখন তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। 28কারণ নিয়ম যে মহাযাজকদের নিযুক্ত করে তারা দুর্বলতাযুক্ত মানুষ, কিন্তু বাক্যের শপথ, যা নিয়মের পরে আসে এবং ঈশ্বরের পুত্রকে নিযুক্ত করে, যিনি যুগে যুগে নিখুঁত।

Chapter 8

1আমাদের এই সব কথার বক্তব্য এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা সিংহাসনের ডানদিকে বসে আছেন। 2তিনি পবিত্র স্থানের এবং যে মিলাপ তাঁবু মানুষের মাধ্যমে না, কিন্তু প্রভুর মাধ্যমে তৈরী হয়েছে, সেই প্রকৃত তাঁবুর দাস।3ফলে প্রত্যেক মহাযাজক উপহার ও বলি উৎসর্গ করতে নিযুক্ত হন, অতএব এরও অবশ্য কিছু উৎসর্গ আছে। 4এখন খ্রীষ্ট যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তবে একবারে যাজকই হতেন না; কারণ যারা আইন অনুসারে উপহার উৎসর্গ করে, এমন লোক আছে। 5তারা স্বর্গীয় বিষয়ের নকল ও ছায়া নিয়ে আরাধনা করে, যেমন মোশি যখন তাঁবুর নির্মাণ করতে সতর্ক ছিলেন, তখন এই আদেশ পেয়েছিলেন, [ঈশ্বর] বলেন, “দেখ, পর্বতে তোমাকে যে আদর্শ দেখান গেল, সেইভাবে সবই করো।”6কিন্তু এখন খ্রীষ্ট সেই পরিমাণে উৎকৃষ্টতর সেবকত্ব পেয়েছেন, যে পরিমাণে তিনি এমন এক নতুন নিয়মের মধ্যস্থ হয়েছেন, যা শ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞার উপরে তৈরী হয়েছে। 7কারণ ঐ প্রথম নিয়ম যদি নির্দোষ হত, তবে দ্বিতীয় এক নিয়মের জন্য জায়গার চেষ্টা করা যেত না।8যখন ঈশ্বর দোষ খুঁজে পেয়ে লোকদেরকে বলেন, “প্রভু বলেন, দেখ, এমন সময় আসছে, যখন আমি ইস্রায়েলীয়দের সাথে ও যিহূদাদের সাথে এক নতুন নিয়ম তৈরী করব, 9সেই নিয়মানুসারে না, যা আমি সেই দিন তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে করেছিলাম, যে দিন মিশর দেশ থেকে তাদেরকে হাত ধরে বের করে এনেছিলাম; কারণ তারা আমার নিয়মে স্থির থাকল না, আর আমিও তাদের প্রতি অবহেলা করলাম, একথা প্রভু বলেন।10কিন্তু সেই সময়ের পর আমি ইস্রায়েলীয়দের সাথে এই নতুন নিয়ম তৈরী করব, একথা প্রভু বলেন; আমি তাদের মনে আমার নিয়ম দেব, আর আমি তাদের হৃদয়ে তা লিখিব এবং আমি তাদের ঈশ্বর হব, ও তারা আমার প্রজা হবে।11আর তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের প্রতিবেশীকে এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাইকে শিক্ষা দেবে না, বলবে না, ‘তুমি প্রভুকে জানো’; কারণ তারা ছোটো ও বড় সবাই আমাকে জানবে। 12কারণ আমি তাদের সব অধার্মিকতার জন্য দয়া দেখাবো এবং আমি তাদের পাপ সব আর কখনও মনে করব না।”13‘নতুন নিয়ম’ বলাতে তিনি প্রথম চুক্তিকে পুরাতন করেছেন; কিন্তু যা পুরাতন ও জীর্ণ হচ্ছে, তা বিলীন হয়ে যাবে।

Chapter 9

1ভাল, ঐ প্রথম নিয়ম অনুসারেও স্বর্গীয় আরাধনার নানা ধর্ম্মবিধি এবং পৃথিবীর একটি ঈশ্বরের ঘর ছিল। 2কারণ একটি তাঁবু নির্মিত হয়েছিল, সেটি প্রথম, তার মধ্যে মোমবাতি, টেবিল ও দর্শনরুটি র ছিল; এটার নাম পবিত্র তাঁবু।3আর দ্বিতীয় পর্দার পিছনে অতি পবিত্র জায়গা নামে তাঁবু ছিল; 4তা সুবর্ণময় ধূপবেদির ও সবদিকে স্বর্ণমন্ডিত নিয়ম সিন্দুক বিশিষ্ট; ঐ সিন্দুকে ছিল মান্নাধারী সোনার ঘট, ও হারোণের মঞ্জরিত ছড়ি, ও নিয়মের দুই পাথর, 5এবং সিন্দুকের উপরে ঈশ্বরের মহিমার সেই দুই করূব দূত ছিল, যারা পাপাবরণ ছায়া করত; এই সবের বর্ণনা করে বলা এখন প্রয়োজন নাই।6পরে এই সব জিনিস এইভাবে তৈরী করা হলে যাজকরা আরাধনার কাজ সব শেষ করবার জন্য ঐ প্রথম তাঁবুতে নিয়মিত প্রবেশ করে; 7কিন্তু দ্বিতীয় তাঁবুতে বছরের মধ্যে একবার মহাযাজক একা প্রবেশ করেন; তিনি আবার রক্ত বিনা প্রবেশ করেন না, সেই রক্ত তিনি নিজের জন্য ও প্রজালোকদের অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য উৎসর্গ করেন।8এতে পবিত্র আত্মা যা জানান, তা এই, সেই প্রথম তাঁবু যতদিন স্থাপিত থাকে, ততদিন পবিত্র জায়গায় প্রবেশের পথ প্রকাশিত হয় না। 9সেই তাঁবু এই উপস্থিত সময়ের জন্য উদাহরণ; সেই উদাহরণ অনুসারে এমন উপহার ও বলি উৎসর্গ করা হয়, যা উপাসনাকারীর বিবেক সিদ্ধি দিতে পারে না; 10সেই সবই খাদ্য, পানীয় ও নানা ধরনের শুচী স্নানের মধ্যে বাঁধা, সে সকল কেবল দেহের ধার্মিক বিধিমাত্র, সংশোধনের সময় পর্যন্ত পালনীয়।11কিন্তু খ্রীষ্ট, আগত ভালো ভালো জিনিসের মহাযাজক হয়ে উপস্থিত হয়ে এসেছেন, যে মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবু মানুষের বানানো না, তা এই জগতেরও না, 12এটা ছাগলের ও বাছুরের রক্তে না, কিন্তু খ্রীষ্ট তাঁর নিজের রক্তে গুণে- একবারে পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করেছেন, ও আমাদের জন্য অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জন করেছেন।13কারণ ছাগলের ও ভেড়ার রক্ত এবং অশুচিদের উপরে বাছুরের ছাই ছড়িয়ে যদি দেহ বিশুদ্ধতার জন্য পবিত্র করে, 14তবে, খ্রীষ্ট অনন্তজীবী আত্মার মাধ্যমে নির্দোষ বলিরূপে নিজেকেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত ক্রিয়াকলাপ থেকে কত বেশি পবিত্র না করবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করতে পার। 15আর এই কারণে খ্রীষ্ট এক নতুন নিয়মের মধ্যস্থ; যেন, প্রথম নিয়ম ‍বিষয়ে অপরাধ সকলের মুক্তির জন্য মৃত্যু ঘটেছে বলে যারা মনোনীত হয়েছে, তারা অনন্তকালীয় অধিকার বিষয়ক প্রতিজ্ঞার ফল পায়।16কারণ যে জায়গায় নিয়মপত্র থাকে, সেই জায়গায় নিয়মকারীর মৃত্যু হওয়া আবশ্যক। 17কারণ মৃত্যু হলেই নিয়মপত্র কার্যকারী হয়, কারণ নিয়মকারী জীবিত থাকতে তা কখনও কার্যকারী হয় না।18সেইজন্য ঐ প্রথম নিয়মের প্রতিষ্ঠাও রক্ত ছাড়া হয়নি। 19কারণ প্রজাদের কাছে মোশির মাধ্যমে নিয়ম অনুসারে সব আদেশের প্রস্তাব দিলে পর, তিনি জল ও লাল মেষলোম ও ত্রসোবের সাথে বাছুরের ও ছাগলের রক্ত নিয়ে বইতে ও সমস্ত প্রজাদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন, 20বললেন, “এ সেই নিয়মের রক্ত, যে নিয়ম ঈশ্বর তোমাদের উদ্দেশ্যে আদেশ করলেন।”21আর তিনি তাঁবুতে ও সেবা কাজের সমস্ত জিনিসেও সেইভাবে রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। 22আর নিয়ম অনুসারে প্রায় সবই রক্তে শুচি হয় এবং রক্ত সেচন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না।23ভাল, যা যা স্বর্গস্থ বিষয়ের দৃষ্টান্ত, সেইগুলির ঐ পশুর বলিদানের মাধ্যমে শুচি হওয়া আব্যশক ছিল; কিন্তু যা যা স্বয়ং স্বর্গীয়, সেগুলির এর থেকে শ্রেষ্ঠ যজ্ঞের মাধ্যমে শুচি হওয়া আবশ্যক। 24কারণ খ্রীষ্ট হাতে বানানো পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করেননি এ তো প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপ মাত্র কিন্তু তিনি স্বর্গেই প্রবেশ করেছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাৎে প্রকাশমান হন।25আর মহাযাজক যেমন বছর বছর অন্যের রক্ত নিয়ে পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করেন, তেমনি খ্রীষ্ট যে অনেকবার নিজেকে উৎসর্গ করবেন, তাও না; 26কারণ তাহলে জগতের শুরু থেকে অনেকবার তাঁকে মৃত্যুভোগ করতে হত। কিন্তু বাস্তবিক তিনি একবার, যুগপর্য্যায়ের শেষে, নিজের বলিদান মাধ্যমে পাপ নাশ করবার জন্য প্রকাশিত হয়েছেন।27আর যেমন মানুষের জন্য একবার মৃত্যু, তারপরে বিচার আছে, 28তেমনি খ্রীষ্টও ‘অনেকের পাপাভার তুলে নেবার জন্য একবার উৎসর্গীত হয়েছেন; তিনি দ্বিতীয়বার, বিনা পাপে, তাদেরকে দর্শন দেবেন, যারা পরিত্রাণের জন্য তাঁর অপেক্ষা করে।

Chapter 10

1অতএব আইন আগাম ভালো বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তা সেই সব বিষয়ের অবিকল মূর্তি না; সুতরাং এইভাবে যে সব বছর বছর একই বলিদান উৎসর্গ করা যায়, তার মাধ্যমে, যারা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাদের নিয়ম কখনও সঠিক করতে পারে না। 2যদি পারত, তবে ঐ বলিদান কি শেষ হত না? কারণ উপাসনাকারীরা একবার পবিত্র হলে তাদের কোন পাপের বিবেক আর থাকত না। 3কিন্তু ঐ সকল যজ্ঞে বছর বছর পুনরায় পাপ মনে করা হয়। 4কারণ ভেড়ার কি ছাগলের রক্ত যে পাপ হরণ করবে, এটা হতেই পারে না।5এই কারণ খ্রীষ্ট জগতে প্রবেশ করবার সময়ে বলেন, “তুমি বলি ও নৈবেদ্য চাওনি, কিন্তু আমার জন্য দেহ তৈরী করেছ; 6হোমে ও পাপার্থক বলিদানে তুমি সন্তুষ্ট হওনি। 7তখন আমি কহিলাম, "দেখ, আমি আসিয়াছি, শাস্ত্রে আমার বিষয়ে লেখা আছে, হে ঈশ্বর, যেন তোমার ইচ্ছা পালন করি।”8উপরে তিনি বলেন, “বলিদান, উপহার, হোম ও পাপার্থক বলি তুমি চাওনি এবং তাতে সন্তুষ্টও হওনি”- এই সব নিয়ম অনুসারে উৎসর্গ হয়- 9তারপরে তিনি বললেন, “দেখ, তোমার ইচ্ছা পালন করবার জন্য এসেছি।” তিনি প্রথম নিয়ম লোপ করছেন, যেন দ্বিতীয় নিয়ম স্থাপিত করেন। 10সেই ইচ্ছা অনুসারে, যীশু খ্রীষ্টের দেহ একবার উৎসর্গ করণের মাধ্যমে, আমরা পবিত্রীকৃত হয়ে রয়েছি।11আর প্রত্যেক যাজক দিন দিন সেবা করবার এবং এক ধরনের বলিদান বার বার উৎসর্গ করবার জন্য দাঁড়ায়; সেই সব বলিদান কখনও পাপ কমাতে করতে পারে না। 12কিন্তু খ্রীষ্ট পাপের একই বলিদান চিরকালের জন্য উৎসর্গ করে ঈশ্বরের ডানদিকে বসলেন, 13এবং ততক্ষণ অবধি অপেক্ষা করছেন, যে পর্যন্ত তাঁর শত্রুরা তাঁর পায়ের নিচে না হয়। 14কারণ যারা পবিত্রীকৃত হয়, তাদেরকে তিনি একই উৎসর্গের মাধ্যমে চিরকালের জন্য সঠিক করেছেন।15আর পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কারণ প্রথমে তিনি বলেন, 16“সেই সময়ের পর, প্রভু বলেন, "আমি তাদের সাথে এই নতুন নিয়ম তৈরী করব, আমি তাদের হৃদয়ে আমার নতুন নিয়ম দেব, আর তাদের মনে তা লিখব,”17তারপরে তিনি বলেন, “এবং তাদের পাপ ও অধর্ম সব আর কখনও মনে করব না।” 18ভাল, যে জায়গায় এই সবের ক্ষমা সেই জায়গায়, পাপার্থক বলি আর হয় না।19অতএব, হে ভাইয়েরা, যীশু আমাদের জন্য রক্ত দিয়ে, যে পবিত্র পথ সংস্কার করেছেন, অর্থাৎ তাঁর দেহ দিয়ে 20আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর দেহের গুণে পবিত্র জায়গায় প্রবেশ করতে সাহস প্রাপ্ত হয়েছি; 21এবং ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত এক মহান যাজকও আমাদের আছেন; 22এই জন্য এস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমাদের তো হৃদয় শুচী করা হয়েছে। দোষী বিবেকের হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং শুদ্ধ জলে স্নাত শরীর বিশিষ্ট হয়েছি;23এস, আমাদের প্রত্যাশার অঙ্গীকার অটল করে ধরি, কারণ যিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি বিশ্বস্ত; 24এবং এস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন ভালবাসা ও ভালো কাজের সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করে তুলতে পারি; 25এবং আমরা সমাজে একত্র হওয়া পরিত্যাগ না করি- যেমন কারো কারো সেই রকম অভ্যাস আছে- বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর আমরা তার আগমনের দিন যত বেশি কাছাকাছি হতে দেখছি, ততই যেন বেশি এ বিষয়ে আগ্রহী হই।26কারণ সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পেলে পর যদি আমরা স্বেচ্ছায় পাপ করি, তবে পাপার্থক আর কোনো বলিদান অবশিষ্ট থাকে না, 27কেবল থাকে বিচারের ভয়ঙ্কর অপেক্ষা এবং ঈশ্বরের শত্রুদেরকে ধ্বংস করতে উদ্যত অনন্ত আগুনের তীব্রতা।28কেউ মোশির নিয়ম অমান্য করলে সেই দুই বা তিন সাক্ষীর প্রমাণে বিনা দয়ায় মারা যায়; 29ভেবে দেখ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পুত্রকে ঘৃণা করেছে এবং নতুন নিয়মের যে রক্তের মাধ্যমে যা অপবিত্রতা পবিত্রীকৃত হয়েছিল, তা তুচ্ছ করেছে এবং অনুগ্রহ দানের আত্মার অপমান করেছে, সে কত বেশি নিশ্চয় ঘোরতর শাস্তির যোগ্য না হবে!30কারণ এই কথা যিনি বলেছেন, তাঁকে আমরা জানি, “প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কাজ, আমিই প্রতিফল দেব,” আবার, “প্রভু নিজের প্রজাদের বিচার করবেন।” 31জীবন্ত ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ানক বিষয়।32তোমরা বরং আগেকার সেই সময় মনে কর, যখন তোমরা সত্য গ্রহণ করে নানা দুঃখভোগরূপ ভারী সংগ্রাম সহ্য করেছিলে, 33একে তো অপমানে ও তাড়নায় নির্যাতিত হয়েছিলে, তাতে আবার সেই প্রকার দুর্দ্দশাপন্ন লোকদের সহভাগী হয়েছিলে। 34কারণ তোমরা বন্দিদের প্রতি করুণা প্রকাশ করেছিলে এবং আনন্দের সাথে নিজের নিজের সম্পত্তির লুট স্বীকার করেছিলে, কারণ তোমরা জানতে, তোমাদের আরও ভালো আর চিরস্থায়ী সম্পত্তি আছে।35অতএব তোমাদের সেই সাহস ত্যাগ কোরো না, যা মহাপুরস্কারযুক্ত। 36কারণ ধৈর্য্য তোমাদের প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে প্রতিজ্ঞার ফল পাও। 37কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে “আর খুব কম সময় বাকি আছে, যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরী করবেন না।38কিন্তু আমার ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসেই বেঁচে থাকবে, আর যদি সরে যায়, তবে আমার প্রাণ তাতে সন্তুষ্ট হবে না।” 39কিন্তু আমরা বিনাশের জন্য সরে পড়বার লোক না, বরং প্রাণের রক্ষার জন্য বিশ্বাসের লোক।

Chapter 11  
1যখন মানুষেরা কিছু পাবার আশা করেন, সেই নিশ্চয়তাই হল বিশ্বাস। এটা সেই বিষয়ে নিশ্চয়তা যা তখন দেখা যায়নি 2কারণ এই বিশ্বাসের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনুমোদিত হয়েছিল। 3বিশ্বাসে আমরা বুঝিতে পারি যে, পৃথিবী ঈশ্বরের আদেশে সৃষ্টি হয়েছে, সুতরাং যা দৃশ্যমান তা ঐ সব দৃশ্যমান জিনিসের সৃষ্টি করতে পারেনা।4বিশ্বাসে হেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কয়িনের থেকে শ্রেষ্ঠ বলিদান উৎসর্গ করলেন। এর কারণ এটাই যে সে ধার্মিকতায় প্রশংসা করেছিল। ঈশ্বর তাকে প্রশংসিত করেছিল কারণ সে যে উপহার এনেছিল। ঐ কারণ, হেবল মৃত হলেও এখনও কথা বলছেন।5বিশ্বাসে হনোক স্বর্গে গেলেন, যেন মৃত্যু না দেখতে পান। "তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিলেন"। ফলে ঈশ্বর তাকে নিয়ে যাবার আগে তার জন্য বলা হয়েছিল যে তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। 6বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে আসে, তার এটা বিশ্বাস করা অবশ্যই প্রয়োজন যে ঈশ্বর আছেন এবং যারা তাঁর খোঁজ করে, তিনি তাদের পুরষ্কারদাতা।7বিশ্বাসে নোহ যা তখনো দেখা যায়নি, এমন সব বিষয়ে সতর্ক হয়ে ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে, ঐশ্বরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর পরিবারকে উদ্ধার করার জন্য এক জাহাজ তৈরী করলেন। এবং তার মাধ্যমে জগতকে দোষী করলেন এবং নিজে সত্য বিশ্বাসের মাধ্যমে ন্যায়ের উত্তরাধিকারী হলেন।8বিশ্বাসে অব্রাহাম, যখন তিনি মনোনীত হলেন, তিনি ঈশ্বরের বাধ্য হলেন এবং তিনি যে জায়গা পাবেন তা অধিকার করতে চলে গেলেন। তিনি কোথায় যাচ্ছেন, তা না জেনে রওনা দিলেন। 9বিশ্বাসে তিনি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত সেই দেশে বিদেশীর মতো বাস করলেন। তিনি সেই প্রতিজ্ঞার সহউত্তরাধিকারী ইসহাক ও যাকোবের সাথে একই বাসায় বাস করতেন; 10এই কারণ তিনি ভিত্তিমূলবিশিষ্ট এক শহরের অপেক্ষা করছিলেন, যার স্থাপনকর্তা ও নির্মাতা ঈশ্বর।11বিশ্বাসে অব্রাহাম এবং সারা নিজেও বংশ উৎপাদনের শক্তি পেলেন, যদিও তাদের অনেক বয়স হয়েছিল, কারণ তারা ঈশ্বরকে বিশ্বস্ত বলে মনে করেছিলেন যে তাদেরকে এক পুত্র দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। 12এই জন্য এই একজন মানুষ থেকে যে মৃতকল্প ছিল তার থেকে অগনিত বংশধর জন্মালো। তারা আকাশের অনেক তারাদের মতো এবং সমুদ্রতীরের অগণিত বালুকনার মতো এলো।13এরা সবাই বিশ্বাস নিয়ে মারা গেলেন কোনো প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করেই, পরিবর্তে, দূর থেকে তা দেখেছিলেন এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তারা যে পৃথিবীতে অচেনা ও বিদেশী, এটা স্বীকার করেছিলেন। 14এই জন্য যারা এরকম কথা বলেন তারা স্পষ্টই বলেন, যে তারা নিজের দেশের খোঁজ করছেন।15পরিবর্তে যদি তারা যে দেশ থেকে বের হয়েছিলেন, সেই দেশ যদি মনে রাখতেন, তবে ফিরে যাবার সুযোগ পেতেন। 16কিন্তু এখন তারা আরও ভালো দেশের, অর্থাৎ এক স্বর্গীয় দেশের, আকাঙ্খা করছেন। এই জন্য ঈশ্বর, নিজেকে তাঁদের ঈশ্বর বলতে লজ্জিত নন; কারণ তিনি তাদের জন্য এক শহর তৈরী করেছেন।17বিশ্বাসে অব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসহাককে উৎসর্গ করেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি যে প্রতিজ্ঞা সব সানন্দে গ্রহণ করে তার একমাত্র পুত্রকে বলি রূপে উৎসর্গ করছিলেন, 18যাঁর নামে তাঁকে বলা হয়েছিল, “ইসহাক থেকে তোমার বংশ আখ্যাত হবে।" 19তিনি মনে বিবেচনা করেছিলেন যে, ঈশ্বর ইসহাককে মৃত্যু থেকে উঠাতে সমর্থ, আবার তিনি তাকে দৃষ্টান্তরূপে ফিরে পেলেন।20বিশ্বাসে ইসহাক আগামী বিষয়ের উদ্দেশ্যেও যাকোবকে ও এষৌকে আশীর্বাদ করলেন। 21বিশ্বাসে যাকোব, যখন তিনি মারা যাচ্ছিলেন, তিনি যোষেফের উভয় পুত্রকে আশীর্বাদ করলেন। যাকোব নিজের লাঠির ওপরে ভর করে উপাসনা করছিলেন। 22বিশ্বাসে যোষেফের বয়সের শেষ সময়ে ইস্রায়েল সন্তানদের মিশর থেকে চলে যাবার বিষয় উল্লেখ করলেন এবং নিজের অস্থিসমূহের বিষয়ে তাদের আদেশ দিলেন।23বিশ্বাসে, মোশি জন্মালে পর, তিনমাস পর্যন্ত পিতামাতা তাকে গোপনে রাখলেন, কারণ তারা দেখলেন, যে শিশুটী সুন্দর নিস্পাপ এবং তারা আর রাজার আদেশে ভীত হলেন না। 24বিশ্বাসে মোশি বড় হয়ে উঠলে পর ফরৌণের মেয়ের ছেলে বলে আখ্যাত হতে অস্বীকার করলেন। 25পরিবর্তে, তিনি পাপের কিছুক্ষণ সুখভোগ থেকে বরং ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে দুঃখভোগ বেছে নিলেন; 26তিনি মিশরের সব ধন অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন বলে বিবেচিত করলেন, কারণ, তিনি ভবিষ্যতের পুরষ্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন।27বিশ্বাসে মোশি মিশর ত্যাগ করলেন। তিনি রাজার রাগকে ভয় পাননি, কারণ যিনি অদৃশ্য, তাকে যেন দেখেই দৃঢ় থাকলেন। 28বিশ্বাসে তিনি নিস্তারপর্ব্ব ও রক্ত ছেটানোর অনুষ্ঠান স্থাপন করলেন, যেন প্রথম জন্মানোদের সংহারকর্তা ইস্রায়েলীয়দের প্রথম জন্মানো ছেলেদেরকে স্পর্শ না করেন।29বিশ্বাসে লোকেরা শুষ্ক ভূমির মতো লোহিত সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে গমন করল, যখন মিশরীয়রা সেই চেষ্টা করল, আর তারা কবলিত হল। 30বিশ্বাসে যিরীহোর পাঁচিল, তারা সাত দিন প্রদক্ষিণ করলে পর, পড়ে গেল। 31বিশ্বাসে রাহব বেশ্যা, শান্তির সাথে গুপ্তচরদের নিরাপত্তায় গ্রহণ করাতে, সে অবাধ্যদের সাথে বিনষ্ট হল না।32এবং আর কি বলব? গিদিয়োন, বারক, শিমশোন, যিপ্তহ, দায়ূদ, শমূয়েল ও ভাববাদীরা এই সকলের বিষয়ে বলতে গেলে যথেষ্ট সময় হবে না। 33বিশ্বাসের মাধ্যমে এরা নানা রাজ্য পরাজয় করলেন, ন্যায়ে কাজ করলেন এবং নানা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন। তারা সিংহদের মুখ থেকে বাঁচলেন, 34অগ্নির তেজ নেভালেন, খড়গের থেকে পালালেন, দুর্বলতা থেকে সুস্থ হলেন, যুদ্ধে ক্ষমতাশালী হলেন, বিদেশী সৈন্যদের তাড়িয়ে দিলেন।35নারীরা নিজের নিজের মৃত লোককে পুনরুত্থানের মাধ্যমে ফিরে পেলেন। অন্যেরা নির্যাতনের মাধ্যমে নিহত হলেন, তারা তাদের মুক্তি গ্রহণ করেননি, যেন শ্রেষ্ঠ পুনরুত্থানের ভাগী হতে পারেন। 36আর অন্যেরা বিদ্রূপের ও বেত্রাঘাতের, হ্যাঁ, এছাড়া শিকলের ও কারাগারে পরীক্ষা ভোগ করলেন। 37তাঁরা পাথরের আঘাতে মরলেন, করাতের মাধ্যমে দুখন্ড হলেন, খড়গের মাধ্যমে নিহত হলেন। তাঁরা নিঃস্ব অবস্থায় মেষের ও ছাগলের চামড়া পরে বেড়াতেন, দীনহীন এবং খারাপ ব্যবহার পেতেন; 38(এই জগত যাদের যোগ্য ছিল না) তাঁরা মরূপ্রান্তে, পাহাড়ে, গুহায় ও পৃথিবীর গভীরে ভ্রমণ করতেন।39আর বিশ্বাসের জন্য এদের সকলের অনুমোদিত করা হয়েছিল, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা এরা গ্রহণ করে নি; 40কারণ ঈশ্বর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কোনো শ্রেষ্ঠ বিষয় যোগান দিয়ে রেখেছেন, যেন তারা আমাদের ছাড়া পরিপূর্ণতা না পান।

Chapter 12  
1অতএব আমরা এমন বড় সাক্ষীমেঘে বেষ্টিত হওয়াতে এস, আমরাও সব বোঝা ও সহজ বাধাজনক পাপ ফেলে দিই। আমরা ধৈর্য্যপূর্ব্বক আমাদের সামনের লক্ষ্যক্ষেত্রে দৌড়াই। 2আমাদের বিশ্বাসের রচয়িতা ও সম্পন্নকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখি; যে নিজের সম্মুখস্থ আনন্দের জন্য ক্রুশ সহ্য করলেন, অপমান তুচ্ছ করলেন এবং ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বসেছেন। 3তাঁকেই মনে কর। যিনি নিজের বিরুদ্ধে পাপীদের এমন ঘৃণাপূর্ণ প্রতিবাদ সহ্য করেছিলেন, যেন তুমি ক্লান্ত অথবা নিস্তেজ না হও।4তোমরা পাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এখনও রক্তব্যয় পর্যন্ত প্রতিরোধ করনি; 5আর তোমরা সেই অনুপ্রেরণার কথা ভুলে গিয়েছো, যা ছেলে বলে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, “আমার ছেলে, প্রভুর শাসন হাল্কাভাবে মনোযোগ কোরো না, তাঁর মাধ্যমে তুমি সংশোধিত হলে নিরুত্সাহ হয়ো না।" 6কারণ প্রভু যাকে ভালবাসেন, তাকেই শাসন করেন এবং তিনি প্রত্যেক ছেলেকে শাস্তি দেন তিনি যাকে গ্রহণ করেন।7শাসনের জন্যই তোমরা বিচার সহ্য করছো। ঈশ্বর পুত্রদের মতো তোমাদের প্রতি ব্যবহার করছেন, এমন পুত্র কোথায় যাকে তার বাবা শাসন করে না? 8কিন্তু তোমাদের শাসন যদি না হয়, সবাই তো তার সহভাগী, তবে সুতরাং তোমরা অবৈধ সন্তান এবং তার সন্তান নও।9আরও, আমাদের দেহের পিতার আমাদের শাসনকারী ছিলেন এবং আমরা তাদেরকে সম্মান করতাম। তবে যিনি সকল আত্মার পিতা, আমরা কি অনেকগুণ বেশি পরিমাণে তাঁর বাধ্য হয়ে জীবন ধারণ করব না? 10আমাদের বাবা প্রকৃত পক্ষে কিছু বছরের জন্য, তাদের যেমন ভালো মনে হত, তেমনি শাসন করতেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের ভালোর জন্যই শাসন করছেন, যেন আমরা তাঁর পবিত্রতার ভাগী হই। 11কোন শাসনই শাসনের সময় আনন্দদায়ক মনে হয় না কিন্তু বেদনাদায়ক মনে হয়। তা সত্ত্বেও তার দ্বারা যাদের অভ্যাস জন্মেছে তা পরে তাদেরকে ধার্মিকতা ন্যায়ের শান্তিযুক্ত ফল প্রদান করে।12অতএব তোমরা শিথিল হাত ও দুর্বল হাঁটু পুনরায় সবল কর; 13এবং তোমার পায়ের জন্য সোজা রাস্তা তৈরী কর, যেন যে কেউ খোঁড়া সে বিপথে পরিচালিত না হয়, বরং সুস্থ হয়।14সব লোকের সাথে শান্তির অনুসরণ কর এবং পবিত্রতা ছাড়া যা কেউই প্রভুর দেখা পাবে না। 15সাবধান দেখ, যেন কেউ ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না হয়, যেন তিক্ততার কোনো শিকড় বেড়ে উঠে তোমাদের অসুবিধার কারণ এবং অনেকে কলঙ্কিত না হয়। 16সাবধান যেন কেউ যৌন পাপে ব্যভিচারী অথবা ঈশ্বর বিরোধী না হয়, যেমন এষৌ, সে তো এক বারের খাবারের জন্য আপন জ্যেষ্ঠাধিকার নিজের জন্মাধিকার বিক্রি করেছিল। 17তোমরা তো জান, তারপরে যখন সে আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হতে ইচ্ছা করল, তখন সজল চোখে আন্তরিকভাবে তার চেষ্টা করলেও অগ্রাহ্য হল, কারণ সে তার বাবার কাছে মন পরিবর্তন করার সুযোগ পেল না।18কারণ তোমরা সেই পর্বত স্পর্শ ও আগুনে প্রজ্বলিত পর্বত, অন্ধকার, বিষাদ এবং ঝড় এই সবের কাছে আসনি। 19শিঙ্গার বিষ্ফোরণ অথবা একটি কথার শব্দ, সেই শব্দ যারা শুনেছিল, তারা এই প্রার্থনা করেছিল, যেন আরেকটি কথা তাদের কাছে বলা না হয়। 20এই জন্য আজ্ঞা তারা সহ্য করতে পারল না, “যদি কোনো পশু পর্বত স্পর্শ করে, তবে সেও পাথরের আঘাতে মারা যাবে।” 21এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি বললেন, “আমি এতই আতঙ্কগ্রস্থ যে আমি কাঁপছি।”22পরিবর্তে, তোমরা সিয়োন পর্বত এবং জীবন্ত ঈশ্বরের শহর, স্বর্গীয় যিরূশালেম এবং দশ হাজার দূতের অনুষ্ঠানে এসেছো। 23স্বর্গে নিবন্ধিত সব প্রথম জন্মানো ব্যক্তিদের মণ্ডলীতে এসেছো, সবার বিচারকর্তা ঈশ্বর এবং ধার্মিকের আত্মা যারা নিখুঁত। 24তুমি ছেটানো রক্ত, যা হেবলের রক্তের থেকেও ভালো কথা বলে, সেই নতুন নিয়ম মধ্যস্থতাকারী যীশুর কাছে এসেছো25দেখ, যিনি কথা বলেন, তাঁর কথা প্রত্যাখান কোরো না। কারণ ইশ্রায়েলিযরা রক্ষা পায়নি যখন পৃথিবীতে মশির সতর্কবার্তা তারা প্রত্যাখান করেছিল, আর এটা নিশ্চিত যে আমরাও রক্ষা পাব না, যদি আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই তার থেকে, যিনি আমাদের সতর্ক করেন। 26সেই সময়ে ঈশ্বরের রব পৃথিবীকে কম্পান্বিত করেছিল; কিন্তু এখন তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং বললেন, “আমি আর একবার শুধু পৃথিবীকে না, কিন্তু আকাশকেও কম্পান্বিত করব।”27এখানে, “আর একবার,” এই শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জিনিসগুলো নাড়ানো যায়, এটাই, যা সৃষ্টি করা হয়েছে, সুতরাং যে জিনিসগুলো নাড়ানো যায় না সেগুলো স্থির থাকে। 28অতএব, এক অকম্পনীয় রাজ্য গ্রহণ করার বিষয়ে, এস আমরা কৃতজ্ঞ হই এবং এই ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ভাবে শ্রদ্ধা, ভয় ও ধন্যবাদ সহকারে ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি। 29কারণ আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী আগুনের মতো।

Chapter 13  
1তোমরা পরস্পরকে ভাই হিসাবে ভালবেসো। 2তোমরা অতিথিসেবা ভুলে যেও না; কারণ তার মাধ্যমেও কেউ কেউ না জেনে দূতদের ও আপ্পায়ন করেছেন।3নিজেদেরকে সহবন্দি ভেবে বন্দিদেরকে মনে কর, নিজেদেরকে দেহবাসী ভেবে দুর্দ্দশাপন্ন সবাইকে মনে কর। 4তোমরা বিবাহ বন্ধনকে সম্মান করবে ও সেই বিবাহের শয্যা পবিত্র হোক; কারণ ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করবেন।5তোমাদের আচার ব্যবহার টাকা পয়সার প্রেমবিহীন হোক; তোমাদের যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থাক; কারণ তিনি বলেছেন, “আমি কোনোভাবে তোমাকে ছাড়বনা এবং কোনোভাবে তোমাকে ত্যাগ করব না।” 6অতএব আমরা সাহস করে বলতে পারি, “প্রভু আমার সহায়, আমি ভয় করব না; মানুষ আমার কি করবে?”7যাঁরা তোমাদেরকে ঈশ্বরের বাক্য বলে গিয়েছেন, তোমাদের সেই নেতাদেরকে মনে কর এবং তাঁদের জীবনের শেষগতি আলোচনা করতে করতে তাঁদের বিশ্বাসের অনুকারী হও। 8যীশু খ্রীষ্ট কাল ও আজ এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন।9তোমরা নানা ধরনের এবং বিজাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে বিপথে পরিচালিত হয়ো না; কারণ হৃদয় যে অনুগ্রহের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়, তা ভাল; খাওয়ার নিয়ম কানুন পালন করা ভাল নয়, যারা খাদ্যাভ্যাসের খুঁটিনাটি মেনে চলেছে তার কোন সুফলই তারা পাইনি। 10আমাদের এক যজ্ঞবেদি আছে, সেখানে যারা পরিবেশন করে, তাদের খাওয়ার অধিকার নেই। 11কারণ যে যে প্রাণীর রক্ত পাপের জন্য বলি হয় তার রক্ত মহাযাজকের মাধ্যমে পবিত্র জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেই সবের মৃতদেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া যায়।12এই কারণ যীশুও, নিজের রক্তের মাধ্যমে প্রজাদেরকে পবিত্র করবার জন্য, শহরের বাইরে মৃত্যুভোগ করলেন। 13অতএব এস, আমরা তাঁর দুর্নাম বহন করতে করতে শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে যাই। 14কারণ এখানে আমাদের চিরস্থায়ী শহর নেই; কিন্তু আমরা সেই আগামী শহরের খোঁজ করছি।15অতএব এস, আমরা যীশুরই মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়ত স্তববলি অর্থাৎ তাঁর নাম স্বীকারকারী ঠোঁটের ফল, উত্সর্গ করি। 16আর উপকার ও সহভাগীতার কাজ ভুলে যেও না, কারণ সেই ধরনের বলিদানে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। 17তোমরা তোমাদের নেতাদের মান্যকারী ও বশীভূত হও, কারণ হিসাব দিতে হবে বলে তাঁরা তোমাদের প্রাণকে নিরাপদে রাখার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন, যেন তাঁরা আনন্দের সঙ্গে সেই কাজ করেন, আর্ত্তস্বর নিয়ে নয়; কারণ এটা তোমাদের পক্ষে লাভজনক না।18আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, কারণ আমরা নিশ্চয় জানি, আমাদের শুদ্ধ বিবেক আছে, সর্ববিষয়ে জীবনে যা কিছু করি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যে নিয়ে করতে ইচ্ছা করি। 19এবং আমি যেন শীঘ্রই তোমাদের কাছে ফিরে যেতে পারি, এটাই আমি অন্য সব কিছু থেকে বেশি করে চাইছি।20এখন শান্তির ঈশ্বর, যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে ফিরিয়ে এনেছেন রক্তের মাধ্যমে অনন্তকালস্থায়ী নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যিনি মহান মেষপালক 21তিনি নিজের ইচ্ছা সাধনের জন্য তোমাদেরকে সমস্ত ভালো বিষয়ে পরিপক্ক করুন, তাঁর দৃষ্টিতে যা প্রীতিজনক, তা আমাদের অন্তরে, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, সম্পন্ন করুন; যুগে যুগে তাঁর মহিমা হোক। আমেন।22হে ভাইয়েরা, তোমাদেরকে উৎসাহিত করছি, তোমরা এই উপদেশ বাক্য সহ্য কর; আমি তো সংক্ষেপে তোমাদেরকে লিখলাম। 23আমাদের ভাই তীমথিয় মুক্তি পেয়েছেন, এটা জানবে; তিনি যদি শীঘ্র আসেন, তবে আমি তাঁর সাথে তোমাদেরকে দেখব।24তোমরা নিজেদের সব নেতাকে ও সব পবিত্র লোককে মঙ্গলবাদ কর। ইতালি দেশের লোকেরা তোমাদেরকে মঙ্গলবাদ করছে। 25অনুগ্রহ তোমাদের সবার সহবর্ত্তী হোক। আমেন।

## 1 Peter

Chapter 1

1পিতর, যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিত, মনোনীতরা, পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া, বিথুনিয়া প্রদেশের যে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসীরা, 2পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুযায়ী, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পবিত্র এবং যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য হওয়ার জন্য ও রক্তের মাধ্যমে যাদের মনোনীত করেছেন, তাঁদেরকে এই চিঠি লিখছি। অনুগ্রহ তোমাদের উপর বর্তুক ও শান্তি বৃদ্ধি পাক।3ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরও পিতা, তিনি তাঁর অসীম দয়া অনুযায়ী মৃতদের মধ্য থেকে যীশু খ্রীষ্টকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে, জীবন্ত প্রত্যাশার জন্য আমাদেরকে নতুন জন্ম দিয়েছেন, 4অক্ষয়, পবিত্র ও যা কখনো ধ্বংস হবে না, সেই অধিকার দিয়েছেন, যা তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত আছে, 5এবং তোমাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের শক্তিতে বিশ্বাস দিয়ে রক্ষা করা হচ্ছে, এই উদ্ধার শেষকালে প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে।6তোমরা এইসবে আনন্দ করছ, যদিও এটি খুবই প্রয়োজন যেন তোমরা নানারকম পরীক্ষায় কষ্ট সহ্য কর, যা খুবই অল্প সময়ের জন্য, 7যেমন, সোনা ক্ষয়শীল হলেও তা আগুন দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তার থেকেও বেশি মূল্যবান তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষার সফলতা যেন, যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে প্রশংসা, সম্মান ও গৌরবের সঙ্গে প্রকাশিত হয়।8তোমরা তাঁকে না দেখেও ভালবাসছ, এখন দেখতে পাচ্ছ না, তবুও তাঁকে বিশ্বাস করে অবর্ণনীয় ও মহিমায় পরিপূর্ণ হয়ে আনন্দে উল্লাস করছ, 9এবং তোমাদের বিশ্বাসের পরিণাম অর্থাৎ তোমাদের আত্মার উদ্ধার পেয়েছ। 10সেই উদ্ধারের বিষয় ভাববাদীরা যত্নের সঙ্গে আলোচনা ও অনুসন্ধান করেছিলেন, তাঁরা তোমাদের জন্য অনুগ্রহের বিষয়ে ভাববাণী বলতেন।11তাঁরা এই বিষয় অনুসন্ধান করতেন, খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁদের অন্তরে ছিলেন, তিনি যখন খ্রীষ্টের জন্য যে নির্দিষ্ট কষ্ট সহ্য করতে হবে ও সেই পুনরুত্থানের গৌরবের বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি কোন্ ও কি রকম সময়ের প্রতি লক্ষ্য করেছিলেন। 12তাঁদের কাছে এই বিষয় প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরই জন্য ঐ সমস্ত বিষয়ের দাস ছিলেন; সেই সমস্ত বিষয় যাঁরা স্বর্গ থেকে পাঠানো পবিত্র আত্মার গুনে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে এখন তোমাদেরকে জানানো হয়েছে, এমনকি স্বর্গ দূতেরা নত হয়ে তা দেখার ইচ্ছা করেন।13অতএব তোমরা তোমাদের মনের কোমর বেঁধে সংযত হও এবং যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের কাছে নিয়ে আসা হবে, তার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণ আশা রাখ। 14বাধ্য সন্তান বলে তোমরা তোমাদের আগের অজ্ঞানতার সময়ে যে অভিলাষে চলতে সেই সমস্তর আর অনুসরণ করো না,15কিন্তু যিনি তোমাদেরকে ডেকেছেন, সেই পবিত্র ব্যক্তির মতো নিজেদের সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও, 16কারণ পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, “তোমরা পবিত্র হবে, কারণ আমি পবিত্র।” 17আর যিনি কোন দলাদলি ছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ অনুসারে বিচার করেন, তাঁকে যদি পিতা বলে ডাক, তবে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজেদের প্রবাসকাল এখানে যাপন কর।18তোমরা তো জান, তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে শেখা মিথ্যা বংশপরম্পরা থেকে তোমরা ক্ষয়মান বস্তু দিয়ে, রূপা বা সোনা দিয়ে, মুক্ত হওনি, 19কিন্তু নির্দোষ ও ত্রূটিহীন ভেড়ার মতো খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্ত দিয়ে মুক্ত হয়েছ।20তিনি জগত সৃষ্টির আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, কিন্তু এই শেষ সময়ে তোমাদের জন্য প্রকাশিত হলেন; 21তোমরা তাঁরই মাধ্যমে সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছ, যিনি তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন ও গৌরব দিয়েছেন, এইভাবে তোমরা বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও আশা যেন ঈশ্বরের প্রতি থাকে।22তোমরা সত্যের বাধ্য হয়ে ভাইয়েদের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসার জন্য তোমরা তোমাদের প্রাণকে পবিত্র করেছ, তাই হৃদয়ে একজন অন্য জনকে আন্তরিকতার সঙ্গে ভালবাসো, 23কারণ তোমরা ক্ষয়মান বীজ থেকে নয়, কিন্তু যে বীজ কখনো নষ্ট হবে না সে বীজ থেকে জীবন্ত ও চিরকালের ঈশ্বরের বাক্যর মাধ্যমে তোমাদের জন্ম হয়েছে।24কারণ “মানুষেরা ঘাসের সমান ও তার সমস্ত তেজ ঘাস ফুলের মতো, ঘাস শুকিয়ে গেল এবং ফুল ঝরে পড়ল, 25কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল থাকে।” আর এ সেই সুসমাচারের বাক্য, যা তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে।

Chapter 2

1তাই তোমরা সমস্ত খারাপ জিনিস ও সমস্ত ছলনা এবং ভণ্ডামি ও হিংসা ও সমস্ত পরনিন্দা ত্যাগ করে 2নবজাত শিশুদের মত সেই আত্মিক পরিষ্কার খাঁটি দুধের আশা কর, যেন তার গুণে উদ্ধারের জন্য বৃদ্ধি পাও, 3যদি তোমরা এমন স্বাদ পেয়ে থাক যে, প্রভু মঙ্গলময়।4তোমরা তাঁরই কাছে, মানুষের কাছে অগ্রাহ্য, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মনোনীত ও মহামূল্য, জীবন্ত পাথরের কাছে এসে, 5জীবন্ত পাথরের মতো আত্মিক বাড়ির মতো তোমাদের গেঁথে তোলা হচ্ছে, যেন পবিত্র যাজকবর্গ হয়ে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি উৎসর্গ করতে পার।6কারণ শাস্ত্রে এই কথা পাওয়া যায়, “দেখ, আমি সিয়োনে কোণের এক মনোনীত মহামূল্য পাথর স্থাপন করি; তাঁর উপর যে বিশ্বাস করে, সে লজ্জিত হবে না।”7তাই তোমরা যারা বিশ্বাস করছ, ঐ মহামূল্যতা তোমাদেরই জন্য, কিন্তু যারা বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য “যে পাথর গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করেছে, সেটাই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠল,” 8আবার তা হয়ে উঠল, “বাধাজনক পাথর ও বাধাজনক পাষাণ।” বাক্যের অবাধ্য হওয়াতে তারা হোঁচট পায় এবং তার জন্যই নিযুক্ত হয়েছিল।9কিন্তু তোমরা “মনোনীত বংশ, রাজকীয় যাজকবর্গ, পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের নিজস্ব প্রজাবৃন্দ, যেন তাঁরই গুণকীর্ত্তন কর,” যিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে নিজের আশ্চর্য্য আলোর মধ্যে ডেকেছেন। 10পূর্বে তোমরা “প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন ঈশ্বরের প্রজা হয়েছ, দয়ার যোগ্য ছিলে না কিন্তু এখন দয়া পেয়েছ।”11প্রিয়তমেরা, আমি অনুরোধ করি, তোমরা বিদেশী ও প্রবাসী বলে সমস্ত মাংসিক অভিলাষ থেকে দূরে থাক, সেগুলি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। 12আর অযিহুদিদের মধ্যে তোমাদের ভালো ব্যবহার বজায় রাখ; কারণ একজন মন্দ কাজ করা ব্যক্তিকে যেমন নিন্দা করা হয়, তারা তেমনই তোমাদের নিন্দা করে, তারা নিজের চোখে তোমাদের ভালো কাজ দেখলে সেই বিষয়ে তাঁর আগমনের দিনে ঈশ্বরের গৌরব করবে।13তোমরা প্রভুর জন্য মানুষের সৃষ্টি সমস্ত শাসনের বাধ্য হও, রাজার বাধ্য হও, তিনি প্রধান; 14অন্য শাসনকর্তাদের বাধ্য হও, তাঁরা মন্দ লোকেদের বিচার করার জন্য ও ভালো কাজের প্রশংসা করার জন্য তাঁদের তিনি পাঠিয়েছেন। 15কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন এইভাবে তোমরা ভালো কাজ করতে করতে বোকা লোকদের অজ্ঞানতাকে চুপ করাতে পার। 16স্বাধীন লোক হিসাবে, তোমরা তোমাদের স্বাধীনতাকে মন্দ কাজ ঢাকার বস্ত্র করো না, কিন্তু নিজেদেরকে ঈশ্বরের দাস বলে মনে কর। 17সবাইকে সম্মান কর, সমস্ত ভাইদের ভালবাসো, ঈশ্বরকে ভয় কর, রাজাকে সম্মান কর।18দাসেরা, তোমরা সম্পূর্ণ ভয়ের সঙ্গে তোমাদের মালিকের বাধ্হযও, শুধুমাত্র ভালো ও শান্ত মনিবদের নয়, কিন্তু নিষ্ঠুর মালিকেরাও বাধ্য হও। 19কারণ কেউ যদি ঈশ্বরের কাছে তার বিবেক ঠিক রাখার জন্য অন্যায় সহ্য করে দুঃখ পায়, তবে সেটাই প্রশংসার বিষয়। 20কিন্তু যদি পাপ করার জন্য যদি তোমরা শাস্তি সহ্য কর, তবে তাতে প্রশংসার কি আছে? কিন্তু ভালো কাজ করে যদি দুঃখ সহ্য কর, তবে সেটাই তো ঈশ্বরের কাছে প্রশংসার বিষয়।21কারণ তোমাদের এর জন্যই ডাকা হয়েছে, কারণ খ্রীষ্টও তোমাদের জন্য দুঃখ সহ্য করলেন, এ বিষয়ে তোমাদের জন্য এক আদর্শ রেখে গেছেন, যেন তোমরা তাঁর রাস্তাকে অনুসরণ কর; 22“তিনি পাপ করেননি, তাঁর মুখে কোন ছলনা পাওয়া যায় নি।” 23তিনি নিন্দিত হলে তিরস্কার করতেন না, যখন তিনি দুঃখ সহ্য করেছেন তখন তিনি কাউকে কোনো উত্তর দেননি, কিন্তু, ঈশ্বর যিনি সঠিক বিচার করেন, তাঁর উপর ভরসা রাখতেন।24তিনি আমাদের “পাপের ভার নিয়ে” তাঁর দেহে ক্রুশের উপরে তা বহন করলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মৃত্যুবরণ করি ও ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই, “তাঁর ক্ষত দিয়েই তোমরা আরোগ্য লাভ করেছ।” 25কারণ তোমরা “ভেড়ার মতো ভ্রান্ত হয়েছিলে,” কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও রক্ষকের কাছে ফিরে এসেছ।

Chapter 3

1একইভাবে, সমস্ত স্ত্রীরাও, তোমরা তোমাদের স্বামীর বাধ্য হও, যেন, অনেকে যদিও কথার অবাধ্য হয়, তবুও যখন তারা তোমাদের সভয় ভালো আচার ব্যবহার নিজেদের চোখে দেখতে পাবে, 2তখন কোন কথা ছাড়াই তোমাদের ভালো আচার ব্যবহার দিয়েই তাদেরকে জয় করতে পারবে।3আর সুন্দর বিনুনি ও সোনার গয়না কিম্বা বাহ্যিক সুন্দর পোশাকে তা নয়, 4কিন্তু হৃদয়ের যে গুপ্ত মানুষ সেই অনুযায়ী, ভদ্র ও শান্ত আত্মার যে শোভা যা কখনো শেষ হবে না, তা তাদের গহনা হোক, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান।5কারণ আগে যে সমস্ত পবিত্র মহিলারা ঈশ্বরে আশা রাখতেন, তাঁরাও সেই ভাবেই নিজেদেরকে সাজাতেন, তাঁরা তাঁদের স্বামীদের বাধ্য হতেন, 6যেমন সারা অব্রাহামের আদেশ মানতেন, স্বামী বলে তাঁকে ডাকতেন, তোমরা যদি যা ভালো কাজ তাই করও কোন মহাভয়ে ভয় না পাও, তবে তাঁরই সন্তান হয়ে উঠেছ।7একইভাবে, স্বামীরা, স্ত্রীরা দুর্বল সঙ্গী বলে, তাদের সঙ্গে জ্ঞানের সাথে বাস কর, তাদেরকে তোমাদের জীবনের অনুগ্রহের সমান অধিকারের যোগ্য পাত্রী মনে করে সম্মান কর, যেন তোমাদের প্রার্থনা বাধা না পায়।8অবশেষে বলি, তোমাদের সবার মন যেন এক হয়, পরের দুঃখে দুঃখিত, করুণা, ভাইয়ের মত ভালবাস, স্নেহে পরিপূর্ণ ও নম্র হও। 9মন্দের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মন্দ করো না এবং নিন্দার পরিবর্তে নিন্দা করো না, বরং আশীর্বাদ কর, কারণ আশীর্বাদের অধিকারী হবার জন্যই তোমাদের ডাকা হয়েছে।10কারণ “যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসতে চায় ও মঙ্গলের দিন দেখতে চায়, সে মন্দ থেকে নিজের জিভকে, ছলনার কথা থেকে নিজের মুখকে দূরে রাখুক। 11সে মন্দ থেকে ফিরুক ও যা ভালো তাই করুক, শান্তির চেষ্টা করুক ও তার খোঁজ করুক। 12কারণ ধার্মিকদের দিকে প্রভুর দৃষ্টি আছে, তাদের প্রার্থনার দিকে তাঁর কান আছে, কিন্তু প্রভুর মুখ মন্দ লোকদের অগ্রাহ্য করে।”13আর যদি তোমরা যা ভালো তার প্রতি উদ্যোগী হও, তবে কে তোমাদের হিংসা করবে? 14কিন্তু যদিও ধার্মিকতার জন্য দুঃখ সহ্য কর, তবু তোমরা ধন্য। আর যদি তোমাদের কেউ ভয় দেখায় তাদের ভয়ে তোমরা ভয় পেয় না এবং চিন্তা করো না, বরং হৃদয়ের মধ্যে খ্রীষ্টকে প্রভু ও পবিত্র বলে মান।15বরং তোমাদের হৃদয়ে প্রভু খ্রীষ্টকে মূল্যবান স্বরূপ স্থাপন কর, যে প্রশ্ন করে তাকে উত্তর দিতে সবসময় প্রস্তুত থাক কেন তোমাদের ঈশ্বরের উপর আস্থা আছে। কিন্তু এটা পবিত্রতা এবং সম্মানের সঙ্গে কর। 16যেন তোমাদের বিবেক সৎ হয়, যেন যারা তোমাদের খ্রীষ্টিয় ভালো জীবনযাপনের দুর্নাম করে, তারা তোমাদের নিন্দা করার বিষয়ে লজ্জা পায়। 17কারণ মন্দ কাজের জন্য দুঃখ সহ্য করার থেকে বরং, ঈশ্বরের যদি এমন ইচ্ছা হয়, ভালো কাজের জন্য দুঃখ সহ্য করা আরও ভাল।18কারণ খ্রীষ্টও একবার পাপের জন্য দুঃখ সহ্য করেছিলেন, সেই ধার্মিক ব্যক্তি অধার্মিকদের জন্য, যেন আমাদেরকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যান। তিনি দেহে মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু আত্মায় জীবিত হলেন। 19আবার আত্মায়, তিনি গিয়ে কারাগারে বন্দী সেই আত্মাদের কাছে ঘোষণা করলেন, 20যারা পূর্বে, নোহের সময়ে, জাহাজ তৈরী হওয়ার সময়ে যখন ঈশ্বর অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলেন, তখন তারা অবাধ্য হয়েছিল। সেই জাহাজে অল্প লোক, অর্থাৎ আটটি প্রাণ, জল থেকে রক্ষা পেয়েছিল।21আর এখন তার চিহ্ন বাপ্তিষ্ম অর্থাৎ দেহের ময়লা ধোয়ার মাধ্যমে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সৎ বিবেকের নিবেদন, যা যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার জন্যই তোমরা রক্ষা পেয়েছ। 22তিনি স্বর্গে গেছেন ও ঈশ্বরের ডানদিকে উপবিষ্ট, স্বর্গ দূতেরা, কর্তৃত্ব ও সমস্ত পরাক্রম তাঁর অধীন হয়েছে।

Chapter 4

1অতএব খ্রীষ্ট দেহে কষ্ট সহ্য করেছেন বলে তোমরাও সেই একই মনোভাব নিয়ে নিজেদেরকে প্রস্তুত কর, কারণ দেহে যে কষ্ট সহ্য করেছে, সে পাপ থেকে দূরে আছে, 2এই মানুষটি মানুষের চিন্তায় কখনো বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষের শরীরে বাকি দিনগুলি বসবাস কর।3কারণ অইহূদিরা তাদের বাসনা পূরণ করে, কাম লালসা, বিলাসিতা, মদ পান করা, আনন্দে পরিপূর্ণ মদ পানের সভা ও মূর্তিপূজার পথে চলে যে সময় নষ্ট হয়েছে, তা যথেষ্ট। 4এই বিষয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে একই মন্দ কাজ কর না দেখে তারা আশ্চর্য্য হয় ও তোমাদের নিন্দা করে। 5যিনি জীবিত ও সমস্ত মৃতদের বিচার করার জন্য প্রস্তুত তাঁরই কাছে তাদেরকে হিসাব দিতে হবে। 6কারণ এই উদ্দেশ্যের জন্যই মৃত শরীরের কাছেও সুসমাচার প্রচার করা হয়েছিল, যেন তাদেরও মানুষের মতই দেহে বিচার করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরের মতো আত্মায় জীবিত থাকে।7কিন্তু সমস্ত বিষয়ের শেষ সময় কাছে এসে গেছে, অতএব সংযত হও এবং প্রার্থনায় সবসময় সতর্ক থাক। 8প্রথমে তোমরা একজন অন্য জনকে মন দিয়ে ভালবাসো, কারণ “ভালবাসা পাপকে প্রকাশ করে না।” 9কোন অভিযোগ ছাড়াই একজন অন্য জনকে অতিথির মতো সেবা কর।10তোমরা যে যেমন অনুগ্রহ দান পেয়েছ, সেই অনুযায়ী ঈশ্বরের আরো অনেক অনুগ্রহ দানের ভালো তত্ত্বাবধায়কের মত একজন অন্য জনের সেবা কর। 11যদি কেউ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলছে, যদি কেউ সেবা করে, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তি অনুযায়ী করুক, যেন সমস্ত বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর গৌরব পান। মহিমা ও পরাক্রম সমস্ত যুগ ধরে যুগে যুগে তাঁরই হোক। আমেন।12প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার জন্য যে আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলছে, তা অদ্ভূত ঘটনা বলে আশ্চর্য্য হয়ো না, 13বরং যে পরিমাণে তোমরা খ্রীষ্টের দুঃখ সহ্যর সহভাগী হচ্ছো, সেই পরিমাণে আনন্দ কর, যেন তাঁর গৌরবের প্রকাশকালে উল্লাসের সঙ্গে আনন্দ করতে পার। 14তোমরা যদি খ্রীষ্টের নামের জন্য অপমানিত হও, তবে তোমরা ধন্য, কারণ গৌরবের আত্মা, এমনকি, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে বসবাস করছেন।15তোমাদের মধ্যে কেউ যেন খুনী, কি চোর, কি মন্দ কাজে লিপ্ত, কি অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপকারী বলে দুঃখ সহ্য না করে। 16কিন্তু যদি কেউ খ্রীষ্টান বলে দুঃখ সহ্য করে, তবে সে তার জন্য লজ্জিত না হোক, কিন্তু এই নামে ঈশ্বরের মহিমা করুক।17কারণ ঈশ্বরের ঘরে বিচার আরম্ভ হওয়ার সময় হল, আর যদি তা প্রথমে আমাদের দিয়ে শুরু হয়, তবে যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য, তাদের পরিণাম কি হবে? 18আর ধার্মিকের উদ্ধার যদি কষ্টে হয়, তবে ভক্তিহীন ও পাপী কোথায় মুখ দেখাবে? 19তাই যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী দুঃখ সহ্য করে, তারা ভালো কাজ করতে করতে তাদের প্রাণকে বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার হাতে সমর্পণ করুক।

Chapter 5  
1তাই তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনেরা আছেন, তাঁদের আমি সহপ্রাচীন, খ্রীষ্টের কষ্ট সহ্যের সাক্ষী এবং আগামী দিনে যে গৌরব প্রকাশিত হবে তার সহভাগী যে আমি, অনুরোধ করছি, 2তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরের যে পাল আছে, তার পালন কর, তার দেখাশোনা কর, জোর করে নয়, কিন্তু ইচ্ছার সঙ্গে, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, মন্দ লাভের আশায় নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় কর, 3যে অধিকারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার উপরে প্রভুর মতো নয়, কিন্তু পালের আদর্শ হয়েই কর। 4তাতে প্রধান পালক প্রকাশিত হলে তোমরা গৌরবের মুকুট পাবে যে মুকুট কখনো নষ্ট হবে না।5একইভাবে, যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশীভূত হও, আর তোমরা সবাই একজন অন্যের সেবা করার জন্য নম্রতার সঙ্গে কোমর বাঁধ, কারণ “ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু নম্রদেরকে অনুগ্রহ দান করেন।” 6তাই তোমরা ঈশ্বরের শক্তিশালী হাতের নীচে নত হও, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদেরকে উন্নত করেন, 7তোমাদের সমস্ত ভাবনার ভার তাঁর উপরে ফেলে দাও, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন।8তোমরা সতর্ক হও, জেগে থাক, তোমাদের বিপক্ষ দিয়াবল, গর্জ্জনকারী সিংহের মতো, কাকে গ্রাস করবে, তার খোঁজ করছে। 9তোমরা বিশ্বাসে শক্তিশালী থেকে ও তার প্রতিরোধ কর, তোমরা জান, জগতে অবস্থিত তোমাদের অন্য ভাইয়েরাও সেই একইভাবে নানা কষ্ট সহ্য করছে।10আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি তোমাদেরকে খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত গৌরবে ডেকেছেন, তিনি তোমাদের অল্প কষ্ট সহ্যর পর তোমাদেরকে পরিপক্ক, সুস্থির, সবল ও স্থাপন করবেন। 11অনন্তকাল ধরে যুগে যুগে তাঁরই পরাক্রম হোক। আমেন।12বিশ্বস্ত ভাই সীল, তাঁকে আমি এমনই মনে করি, তাঁর কাছে সংক্ষেপে তোমাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য লিখে পাঠালাম এবং এটা যে ঈশ্বরের সত্য অনুগ্রহ, এমন সাক্ষ্যও দিলাম; তোমরা তাতে স্থির থাক। 13তোমাদের মতো তাঁকেও মনোনীত করা হয়েছে, যে বোন ব্যাবিলন মণ্ডলীর এবং আমার পুত্র মার্কও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 14তোমরা প্রেমচুম্বনে একজন অন্য জনকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যতজন খ্রীষ্টে আছ, শান্তি তোমাদের সবার সহবর্ত্তী হোক।

## 2 Peter

Chapter 1

1শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও প্রেরিত, যারা আমাদের ঈশ্বরের ও উদ্ধারকর্তা যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতায় আমাদের সাথে সমানভাবে বহুমূল্য বিশ্বাস প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের নিকটে এই চিঠি লিখছি। 2ঈশ্বরের এবং আমাদের প্রভু যীশুর গভীর জ্ঞানে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বৃদ্ধি হোক।3কারণ ঈশ্বর নিজের গৌরবে ও ভালোগুনে আমাদেরকে ডেকে নিয়েছেন, তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর ঈশ্বরীয় শক্তি আমাদেরকে জীবন ও ভক্তি সম্পর্কে সব বিষয় প্রদান করেছে। 4আর ঐ গৌরবে ও গুনে তিনি আমাদেরকে মূল্যবান এবং মহান প্রতিজ্ঞা প্রদান করেছেন, যেন তার মাধ্যমে তোমরা এই পৃথিবীতে দুর্নীতিগ্রস্থ বিদ্বেষপূর্ণ ইচ্ছা থেকে পালিয়ে গিয়ে, ঈশ্বরীয় স্বভাবের সঙ্গী হও।5আর এরই কারণে, তোমরা সম্পূর্ণ আগ্রহী হয়ে নিজেদের বিশ্বাসের মাধ্যমে সদগুন, ও সদগুনের মাধ্যমে জ্ঞান, 6ও জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মসংযম, ও আত্মসংযমের মাধ্যমে ধৈর্য্য, ও ধৈর্য্যের মাধ্যমে ধার্মিকতা, 7ও ধার্মিকতার দ্বারা ভাইয়ের স্নেহ, ও ভ্রাতৃস্নেহের মাধ্যমে ভালবাসা লাভ কর।8কারণ এই সব যদি তোমাদের মধ্যে থাকে ও নিজে বেড়ে ওঠে, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গভীর জ্ঞান বিষয়ে তোমাদেরকে অলস কি ফলহীন থাকতে দেবে না। 9কারণ এই সব যার নেই, সে অন্ধ, বেশি দূর দেখতে পায় না, তিনি নিজের পূর্বের পাপসমূহ মার্জনা করে পরিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছে।10অতএব, হে ভাইয়েরা, তোমাদের যে ডেকেছেন ও মনোনীত, তা নিশ্চিত করতে আরো ভালো কর, কারণ এ সব করলে তোমরা কখনও হোঁচট খাবে না; 11কারণ এইভাবে আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করবার অধিকার প্রচুরভাবে তোমাদেরকে দেওয়া যাবে।12এই কারণ আমি তোমাদেরকে এই সব সবসময় মনে করে দিতে প্রস্তুত থাকব; যদিও তোমরা এ সব জান এবং এখন সত্যে অটুট আছ। 13আর আমি যত দিন এই তাঁবুতে থাকি, ততদিন তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে জাগিয়ে রাখা ঠিক মনে করি। 14কারণ আমি জানি, আমার এই তাঁবু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে, তা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টই আমাকে জানিয়েছেন। 15আর তোমরা যাতে আমার যাবার পরে সবসময় এই সব মনে করতে পার, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।16কারণ আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্ষমতা ও আগমনের বিষয় যখন তোমাদেরকে জানিয়েছিলাম, তখন আমরা চালাকি করে গল্পের অনুগামী হয়নি, কিন্তু তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলাম। 17ফলে প্রভু পিতা ঈশ্বর থেকে সম্মান ও গৌরব পেয়েছিলেন, সেই মহিমাযুক্ত গৌরব থেকে তার কাছে এই বাণী এসেছিল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, যাকে আমি ভালবাসি, এতেই আমি সন্তুষ্ট।” 18আর স্বর্গ থেকে আসা সেই বাণী আমরাই শুনেছি, যখন তাঁর সঙ্গে পবিত্র পর্বতে ছিলাম।19আর ভাববাদীর বাক্য দৃঢ়তর হয়ে আমাদের কাছে রয়েছে; তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করছ, তা ভালই করছ; তা এমন এক প্রদীপের সমান, যা যে পর্যন্ত দিনের শুরু না হয় এবং সকালের তারা তোমাদের হৃদয়ে না ওঠে, সেই পর্যন্ত অন্ধকারময় জায়গায় আলো দেয়। 20প্রথমে এটা জানো যে, শাস্ত্রীয় কোনো ভাববাণী বক্তার নিজের ব্যাখ্যার বিষয় না; 21কারণ ভাববাণী কখনও মানুষের ইচ্ছা অনুসারে আসেনি, কিন্তু মানুষেরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে চালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তাই বলেছেন।

Chapter 2

1ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরাও এসেছিল; সেইভাবে তোমাদের মধ্যেও ভণ্ড শিক্ষকরা আসবে, তারা গোপনে ধ্বংসাত্মক ধর্মদ্রোহীতা নিয়ে আসবে, যিনি তাদেরকে কিনেছেন, সেই প্রভুকেও অস্বীকার করবে, এইভাবে তাড়াতাড়ি নিজেদের ধ্বংস ঘটাবে। 2আর অনেকে তাদের লম্পটতার অনুগামী হবে; তাদের কারণে সত্যের পথ বিষয়ে ঈশ্বরনিন্দা করা হবে। 3লোভের বশে তারা মিথ্যা কথার মাধ্যমে তোমাদের থেকে অর্থলাভ করবে; তাদের বিচারাজ্ঞা দীর্ঘসময় অপেক্ষা করবে না এবং তাদের বিনাশ অলস হয়ে পড়েনি।4কারণ ঈশ্বর পাপে পড়ে যাওয়া দূতদের ক্ষমা করেননি, কিন্তু নরকে ফেলে দেওয়ার জন্য বিচার না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকারের মধ্যে বেঁধে রাখলেন। 5আর তিনি পুরানো জগতকে রেহাই দেননি, কিন্তু যখন ভক্তিহীন লোকদের মধ্যে বন্যা আনলেন, তখন আর সাত জনের সাথে ধার্মিকতার প্রচারক নোহকে রক্ষা করলেন। 6আর সদোম ও ঘমোরা শহর ধূলিতে মিটিয়ে লোকদেরকে শাস্তি দিলেন, যারা অধার্মিক আচরণ করবে, তাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ করলেন;7আর সেই ধার্মিক লোটকে উদ্ধার করলেন, যিনি অধার্মিকদের লম্পটতায় কষ্ট পেতেন। 8কারণ সেই ধার্মিক ব্যক্তি তাদের মধ্যে বাস করতে করতে, দেখে শুনে তাদের অধর্ম কাজের জন্য দিন দিন নিজের ধর্ম্মশীল প্রাণকে যন্ত্রণা দিতেন। 9এতে জানি, প্রভু ভক্তদেরকে পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করতে এবং অধার্মিকদেরকে দন্ডাধীনে বিচার দিনের জন্য রাখতে জানেন।10বিশেষভাবে যারা মাংসিক দুর্নীতিগ্রস্থ ইচ্ছা অনুসারে চলে, ও কর্তৃত্ব অমান্য করে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন। তারা দুঃসাহসী, স্বেচ্ছাচারী, যারা গৌরবের পাত্র, সেই স্বর্গদূতকে নিন্দা করতে ভয় করে না। 11স্বর্গ দূতেরা যদিও বলে ও ক্ষমতায় বৃহত্তর এবং সব পুরুষদের তুলনায় বেশি, কিন্তু প্রভুর কাছে তাঁরাও স্বর্গদূতকে নিন্দাপূর্ণ বিচার করেন না।12কিন্তু এরা, স্বাভাবিক ভাবে ধৃত হবার ও বিনাশ হবার জন্য বুদ্ধিহীন প্রাণীমাত্র পশুদের মত, তারা জানে না যে স্বর্গদূতকে নিন্দা করছে, তার জন্য তারা ধ্বংস হয়ে যাবে, 13তাদের ভুল কাজের জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবে। তারা দিনে আনন্দে বাস করে, তারা দাগী ও কলঙ্কস্বরূপ হয়, তারা তোমাদের সাথে খাওয়া দাওয়া করে নিজের নিজের প্রেমভোজে আনন্দ করে। 14তাদের চোখ ব্যভিচারে পরিপূর্ণ এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে পারে না; তারা চঞ্চলমনাদেরকে প্রলোভিত করে; তাদের হৃদয় অর্থলালসায় অভ্যস্ত; তারা অভিশপ্তের সন্তান।15তারা সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বিপথগামী হয়েছে, বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের অনুগামী হয়েছে; সেই ব্যক্তি তো অধার্মিকতার বেতন ভালবাসত; 16কিন্তু সে নিজের অপরাধের জন্য তিরস্কৃত হল; এক বোবা গাধা মানুষের গলায় কথা বলে সেই ভাববাদীর ক্ষিপ্ততা দুর করল।17এই লোকেরা জলছাড়া ঝরনার মত, ঝড়ে চালিত মেঘের মত, তাদের জন্য গভীর অন্ধকার জমা রয়েছে। 18কারণ তারা অসার গর্বের কথা বলে মাংসিক ইচ্ছায়, লম্পটতায়, সেই লোকদেরকে প্রলোভিত করে, যারা অন্যায়ের মধ্যে বাসকারী লোকদের মধ্যে ছিল। 19তারা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তারা ক্ষয়ের দাস; কারণ যে যার মাধ্যমে পরাজিত, সে তার দাস হয়।20কারণ আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞানে জগতের অশুচি বিষয়গুলি এড়াবার পর যদি তারা আবার তাতে জড়িয়ে গিয়ে পরাজিত হয়, তবে তাদের প্রথম দশা থেকে শেষ দশা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। 21কারণ ধার্মিকতার পথ জেনে তাদের কাছে সমর্পিত পবিত্র নিয়ম থেকে সরে যাওয়া অপেক্ষা বরং সেই রাস্তা অজানা থাকা তাদের পক্ষে আরও ভাল ছিল। 22এই প্রবাদ তাদের জন্য সত্য, “কুকুর ফেরে নিজের বমির দিকে,” আর পরিষ্কার শূকর ফেরে কাদায় গড়াগড়ি দিতে।"

Chapter 3  
1এখন প্রিয়তমেরা, আমি এই দ্বিতীয় চিঠি তোমাদেরকে লিখছি। দুটি চিঠিতে তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়ে তোমাদের শুচি মনকে জাগ্রত করছি, 2যেমন পবিত্র ভাববাদীরা আগে যেসব কথা বলে গেছেন ও তোমরা প্রেরিতদের কাছে যে আদেশ উদ্ধারকর্তা প্রভু দিয়েছেন তা যেন তোমরা মনে কর।3প্রথমে এটা জেনে রাখো যে, শেষ সময়ে উপহাসের সঙ্গে উপহাসকেরা হাজির হবে; তারা তাদের অভিলাষ অনুযায়ী চলবে, 4এবং বলবে "তাঁর আগমনের প্রতিজ্ঞা কোথায়?" কারণ যে সময় থেকে আমাদের পূর্বপুরুষরা মারা গেছেন, সেই সময় থেকে সব কিছুই সৃষ্টির শুরু থেকে যেমন, তেমনিই আছে।5সেই লোকেরা ইচ্ছা করেই এটা ভুলে যায় যে, আকাশমন্ডল এবং মাটি থেকে ও জল দিয়ে সৃষ্টি যা অনেক আগে ঈশ্বর তাঁর বাক্য দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন; 6এবং সেই বাক্য দিয়েই তখনকার জগত জলে ডুবে ধ্বংস হয়েছিল। 7আবার সেই বাক্যের গুনে এই বর্ত্তমান কালের আকাশমন্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য জমা করে রাখা হয়েছে, ভক্তিহীন লোকেদের বিচার ও ধ্বংসের দিন পর্যন্ত সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে।8কিন্তু প্রিয়তমেরা, তোমরা এই একটি কথা ভুলো না যে, প্রভুর কাছে এক দিন হাজার বছরের সমান এবং হাজার বছর এক দিনের সমান। 9প্রভু তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার বিষয়ে খুব দেরি করবেন না, যেমন কেউ কেউ এমন মনে করে, কিন্তু তোমাদের জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন; অনেক লোক যে ধ্বংস হয়, এমন তিনি চান না; বরং সবাই যেন মন পরিবর্তন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এই তাঁর ইচ্ছা।10কিন্তু প্রভুর দিন চোর যেমন আসে তেমন ভাবেই তিনি আসবেন; তখন আকাশমন্ডল অনেক শব্দ করে ধ্বংস হবে। প্রাথমিক শিক্ষা পুড়ে ধ্বংস হবে এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে সমস্ত কাজ আগুনে পুড়ে শেষ হবে।11এইভাবে যখন এই সব কিছু ধ্বংস হবে, তখন পবিত্র আচার ব্যবহার ও ভক্তিতে কেমন লোক হওয়া তোমাদের উচিত? 12ঈশ্বরের সেই বিচারের দিনের আগমনের অপেক্ষাও আকাঙ্খা করতে করতে সেইমতো হওয়া চাই, যে দিন আকাশমন্ডল পুড়ে ধ্বংস হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা পুড়ে গলে যাবে। 13কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী আমরা এমন নতুন আকাশমন্ডলের ও নতুন পৃথিবীর অপেক্ষায় আছি, যার মধ্যে ধার্মিকতা বসবাস করে।14অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা যখন এই সবের অপেক্ষা করছ, তখন যত্ন কর, যেন তাঁর কাছে তোমাদেরকে ত্রূটিহীন ও নির্দোষ অবস্থায় শান্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। 15আর আমাদের প্রভু ধৈর্য্য ধরে আছেন যেন সবাই পাপ থেকে উদ্ধার পায়; যেমন আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও তাঁকে যে বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে ও সেই অনুযায়ী তিনি তোমাদেরকে লিখেছেন, 16আর যেমন তাঁর সব চিঠিতেও এই বিষয়ের প্রসঙ্গ করে তিনি এই বিষয়ে কথা বলেছেন; তার মধ্যে কোন কোন কথা বোঝা কষ্টকর; যারা এই সমস্ত বিষয় জানে না ও চঞ্চল লোকেরা যেমন অন্য সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি করে, তেমনি সেই কথাগুলিরও ভুল অর্থ বার করে, তাদের ধ্বংসের জন্যই করে।17অতএব, প্রিয়তমেরা, তোমরা এসব বিষয় আগে থেকে জেনে সাবধান হও, নাহলে এই অধার্মিকদের ভ্রান্তিতে আকর্ষিত হয়ে তুমি তোমার বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাবে; 18কিন্তু আমাদের প্রভু ও মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পাও। এখনও অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁর গৌরব হোক। আমেন।

## 1 John

Chapter 1  
1প্রথম থেকে যা ছিল আমরা যা শুনেছি যা নিজের চোখে দেখেছি যা আমরা ভালোভাবে লক্ষ্য করেছি এবং আমাদের হাতে ছুঁয়ে দেখেছি, জীবনের সেই বাক্যের বিষয় লিখছি। 2সেই জীবন প্রকাশিত হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি; এবং যিনি পিতার কাছে ছিলেন ও আমাদের কাছে প্রকাশিত হলেন সেই অনন্ত জীবনের কথাই তোমাদের দিচ্ছি,3আমরা যাকে দেখেছি ও শুনেছি, তার খবর তোমাদেরকেও দিচ্ছি, যেন আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও সহভাগীতা হয়। আর আমাদের সহভাগীতা হল পিতার এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সহভাগীতা। 4এবং এইগুলি তোমাদের কাছে লিখছি যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।5যে কথা আমরা তাঁর কাছ থেকে শুনে তোমাদের জানাচ্ছি সেটা হলো, ঈশ্বর হল আলো এবং তাঁর মধ্যে একটুও অন্ধকার নেই। 6যদি আমরা বলি আমাদের সঙ্গে যীশু খ্রীষ্টের সহভাগীতা আছে এবং যদি অন্ধকারে চলি, তবে সত্য পথে চলি না কিন্তু মিথ্যা কথা বলি। 7কিন্তু তিনি যেমন আলোতে আছেন আমরাও যদি তেমনি আলোতে চলি, তবে পরস্পর আমাদের সহভাগীতা আছে এবং তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত আমাদের সব পাপ থেকে শুচি করেন।8যদি আমরা বলি আমাদের পাপ নেই তবে আমরা নিজেদেরকে ভুলাই এবং সত্য আমাদের মধ্যে নেই। 9কিন্তু যদি আমরা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করেন এবং আমাদের সব অধার্মিকতা থেকে শুচি করেন। 10যদি আমরা বলি যে, আমরা পাপ করিনি, তবে তাঁকে মিথ্যাবাদী করি এবং তাঁর বাক্য আমাদের মধ্যে নেই।

Chapter 2  
1হে আমার প্রিয় সন্তানেরা, এইগুলি তোমাদের কাছে লিখছি, যেন তোমরা পাপ না কর। আর যদি কেউ পাপ করে তবে পিতার কাছে আমাদের হয়ে কথা বলার জন্য একজন সহায়ক আছেন, তিনি ধার্মিক যীশু খ্রীষ্ট। 2আর তিনিই আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর জন্য। 3আর আমরা যদি তাঁর আদেশগুলি মেনে চলি তবে এটা জানি যে তাঁকে আমরা জেনেছি।4যে কেউ বলে আমি ঈশ্বরকে জানি কিন্তু তাঁর আদেশগুলি মেনে চলে না, সে মিথ্যাবাদী এবং তার মধ্যে সত্য নেই। 5কিন্তু যে তাঁর বাক্য মেনে চলে, সত্যি সত্যিই তার মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা সিদ্ধ হয়েছে। এর থেকে জানতে পারি যে তাঁর সঙ্গেই আমরা আছি; 6যে কেউ বলে আমি ঈশ্বরে থাকি তবে তার উচিত যীশু খ্রীষ্ট যেমন ভাবে চলতেন সেও নিজে তেমন ভাবে চলুক।7প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের জন্য নতুন কোনো আদেশ লিখছি না, কিন্তু এমন এক পুরানো আদেশ লিখছি, যেটা তোমরা প্রথম থেকেই পেয়েছ। তোমরা যে কথা আগে শুনেছ সেটাই এই পুরানো আদেশ। 8যদিও আমি তোমাদের জন্য এক নতুন আদেশ লিখছি যেটা খ্রীষ্টেতে ও তোমাদের জীবনে সত্য; কারণ অন্ধকার চলে যাচ্ছে এবং প্রকৃত আলো এখন প্রকাশ পাচ্ছে।9যে কেউ বলে সে আলোতে আছে এবং নিজের ভাইকে ঘৃণা করে সে এখনও পর্যন্ত অন্ধকারে আছে। 10যে নিজের ভাইকে ভালবাসে সে আলোতে থাকে এবং তার পাপ করার কোনো কারণ নেই। 11কিন্তু যে নিজের ভাইকে ঘৃণা করে সে অন্ধকারে আছে এবং অন্ধকারে চলে, আর সে কোথায় যায় তা জানে না কারণ অন্ধকার তার চোখকে অন্ধ করেছে।12প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের কাছে লিখছি কারণ খ্রীষ্টের নামের গুনে তোমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে। 13পিতারা, আমি তোমাদের কাছে লিখছি কারণ যিনি শুরু থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জান। যুবকেরা, আমি তোমাদের কাছে লিখছি কারণ তোমরা সেই শয়তানকে জয়লাভ করেছ। শিশুরা, তোমাদের কাছে লিখলাম কারণ তোমরা পিতা ঈশ্বরকে জান। 14পিতারা, আমি তোমাদের কাছে লিখছি কারণ যিনি প্রথম থেকে আছেন তোমরা তাঁকে জেনেছ। যুবকেরা, আমি তোমাদের কাছে লিখছি কারণ তোমরা বলবান এবং ঈশ্বরের বাক্য তোমাদের মধ্যে আছে আর তোমরা সেই শয়তানকে জয়লাভ করেছ।15তোমরা জগত এবং জগতের কোনো জিনিসকে ভালবেসো না। কেউ যদি জগতকে ভালবাসে তবে পিতার ভালবাসা তার মধ্যে নেই। 16কারণ জগতে যা কিছু আছে তা হলো মাংসিক কামনা বাসনা, চক্ষুর কামনা বাসনা, ও প্রাণের অহঙ্কার আর এ সব পিতার থেকে নয় কিন্তু জগত থেকে হয়েছে। 17আর জগত ও তার কামনা বাসনা সব শেষ হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে সে চিরকাল থাকবে।18শিশুরা, শেষ সময় এসে গেছে। তোমরা যেমন শুনেছ যে খ্রীষ্টের শত্রু আসছে তেমনি এখনই অনেক খ্রীষ্টের শত্রু এসে গেছে যার ফলে আমরা জানতে পারছি এটাই শেষ সময়। 19খ্রীষ্টের এই শত্রুরা আমাদের মধ্য থেকে বের হয়ে গেছে, কিন্তু তারা আমাদের লোক ছিল না। কারণ তারা যদি আমাদের হত তবে আমাদের সঙ্গেই থাকত; কিন্তু তারা বের হয়ে গেছে বলে বোঝা যাচ্ছে তারা সবাই আমাদের লোক ছিল না।20কিন্তু তোমরা সবাই পবিত্র লোক দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছ এবং তোমরা সবাই সত্যকে জেনেছ। 21তোমরা সত্যকে জান না বলে যে আমি তোমাদের লিখলাম তা নয়; কিন্তু তোমরা সত্যকে জান এবং কোন মিথ্যা কথা সত্য থেকে হয় না বলেই লিখলাম।22যীশুই যে খ্রীষ্ট, যে এটা স্বীকার করে না সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে? যে মানুষটি খ্রীষ্টের শত্রু সে পিতাকে ও পুত্রকে অস্বীকার করে। 23যারা পুত্রকে স্বীকার করে না, তারা পিতাকেও পায় না; যে ব্যক্তি পুত্রকে স্বীকার করে, সে পিতাকেও পেয়েছে।24তোমরা যেটা প্রথম থেকে শুনে আসছ সেটা তোমাদের অন্তরে থাকুক; যদি প্রথম থেকে যা শুনেছ তা তোমাদের অন্তরে থাকে তবে তোমরাও পুত্রতে ও পিতাতে থাকবে। 25এবং এটাই তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা যেটা তিনি নিজে আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা হলো অনন্ত জীবন। 26যারা তোমাদের বিপথে চালাতে চায় তাদের সম্মন্ধে তোমাদেরকে এই সব লিখলাম।27আর তোমরা খ্রীষ্টের দ্বারা যে মনোনীত হয়েছ তা তোমাদের অন্তরে আছে এবং কেউ যে তোমাদের শিক্ষা দেয় তা তোমাদের দরকার নেই; কিন্তু তাঁর সেই অভিষেক যেমন সব বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সেই অভিষিক্ত যেমন সত্য আর তা মিথ্যা নয় এবং এটা যেমন তোমাদের শিক্ষা দিয়েছে তেমনি তোমরা তাঁতেই থাক। 28এবং প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা তাঁতেই থাক, যেন তিনি যখন উপস্থিত হবেন তখন আমরা সাহস পাই এবং তাঁর আসার সময় যেন তাঁর সামনে লজ্জা না পাই। 29তুমি যদি জান যে তিনি ধার্মিক, তবে এটাও জান যে, যে কেউ ধর্ম্মাচরণ করে, তার জন্ম ঈশ্বর থেকেই হয়েছে।

Chapter 3  
1ভেবে দেখ, পিতা আমাদেরকে কেমন ভালবেসেছেন যে, আমাদেরকে ঈশ্বরের সন্তান বলা হয়, আর বাস্তবিক আমরা তাই! আর এই জন্য অন্য জগতের মানুষেরা আমাদেরকে জানে না কারণ তারা তো তাঁকে জানে না। 2প্রিয় লোকেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং পরে কি হব সেটা এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে জানানো হয়নি। আমরা জানি যে খ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন আমরা তাঁর মতই হব; কারণ তিনি যেমন আছেন তাঁকে ঠিক তেমনই দেখতে পাব। 3আর তাঁর ওপরে যাদের এই আশা আছে তারা নিজেদেরকে শুচি করে রাখে যেমন তিনি শুচি।4যে কেউ অধর্মাচরণ করে সে ঈশ্বরের কথা শোনে না এবং ঈশ্বরের কথা না শোনাই হল পাপ। 5আর তোমরা তো জান সব পাপের বোঝা নিয়ে যাবার জন্য তিনি এসেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোনো পাপ নেই। 6যারা প্রভু যীশুতে থাকে তারা পাপ করে না; যারা পাপ করে তারা তাঁকে দেখেনি কিংবা জানেও না।7প্রিয় সন্তানেরা, যেন কেউ তোমাদের বিপথে না নিয়ে যায়; যে ধার্মিক কাজ করে সে ধার্মিক, যেমন খ্রীষ্ট ধার্মিক। 8যে পাপ আচরণ করে সে শয়তানের লোক; কারণ শয়তান প্রথম থেকেই পাপ করে আসছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই এসেছিলেন যেন শয়তানের কাজগুলি ধ্বংস করতে পারেন।9যাদের জন্ম ঈশ্বর থেকে তারা পাপ কাজ করে না, কারণ তাঁর বীজ তার মধ্যে থাকে এবং সে পাপ করতে পারে না, কারণ তার জন্ম ঈশ্বর থেকে। 10এইভাবে ঈশ্বরের সন্তানদের এবং শয়তানের সন্তানদের বোঝা যায়; যে কেউ ধার্মিকতার কাজ করে না এবং যে নিজের ভাইকে ভালবাসে না সে ঈশ্বরের সন্তান নয়।11কারণ তোমরা প্রথম থেকে এই কথা শুনে আসছ, যে আমাদের একে অপরকে অবশ্যই ভালবাসা উচিত। 12আমরা যেন কয়িনের মত না হই যে কয়িন শয়তানের লোক ছিল এবং নিজের ভাইকে খুন করেছিল। আর সে কেন তাঁকে খুন করেছিল? কারণ তার নিজের কাজ মন্দ ছিল কিন্তু তার ভাইয়ের কাজ ধার্মিক ছিল।13আমার ভাইয়েরা জগতের লোক যদি তোমাদের ঘৃণা করে তবে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ো না। 14আমরা জানি যে, আমরা মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়ে এসেছি কারণ আমরা ভাইদের ভালবাসি। আর যে কেউ ভালবাসে না সে মৃত্যুর মধ্যে আছে। 15যে কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে সে একজন খুনী এবং তোমরা জান যে, অনন্ত জীবন কোন খুনির মধ্যে থাকে না।16ভালবাসা যে কি তা আমরা জানি কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজের জীবন দিলেন সেইভাবে আমাদেরকেও ভাইদের জন্য নিজের নিজের জীবন দেওয়া উচিত। 17কিন্তু যার কাছে পৃথিবীতে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে কিন্তু সে নিজের ভাইয়ের অভাব দেখেও তার জন্য নিজের করুণার হৃদয় বন্ধ করে রাখে তবে ঈশ্বরের ভালবাসা কিভাবে তার মধ্যে থাকতে পারে? 18আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমরা যেন শুধু কথায় অথবা জিভে নয় কিন্তু কাজে এবং সত্যিকারে ভালবাসি।19এর মাধ্যমে আমরা জানব যে, আমরা সত্যের এবং তাঁর সামনে নিজেদের হৃদয়কে শান্তি দিতে পারব। 20কারণ আমাদের হৃদয় যদি আমাদেরকে দোষী করে, ঈশ্বর আমাদের হৃদয় থেকে মহান এবং তিনি সব কিছুই জানেন। 21প্রিয় সন্তানেরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদেরকে দোষী না করে, তবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের সাহস লাভ হয়; 22এবং যা কিছু আমরা চাই তা আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই; কারণ আমরা তাঁর সব আদেশ মেনে চলি এবং তাঁর চোখে যে সব সন্তুষ্টজনক সেগুলি করি।23আর তাঁর আদেশ হল আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং একে অপরকে ভালবাসি, যেমন তিনি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন। 24আর যারা ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলে তারা তাঁতে থাকে এবং ঈশ্বর তাদের মধ্যে থাকেন। এবং তিনি আমাদেরকে যে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন তাঁর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন।

Chapter 4  
1প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা সব আত্মাকে বিশ্বাস করো না, কিন্তু সব আত্মাকে পরীক্ষা করে দেখ তারা ঈশ্বর থেকে কিনা, কারণ জগতে অনেক ভণ্ড ভাববাদীরা বের হয়েছে। 2তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে এই প্রকারে চিনতে পার যে, প্রত্যেক আত্মা স্বীকার করে যে ঈশ্বর থেকেই যীশু খ্রীষ্ট দেহ রূপে এসেছিলেন। 3এবং যে আত্মা যীশুকে স্বীকার করে না সে ঈশ্বরের থেকে নয়। আর সেটাই হলো খ্রীষ্টের শত্রুর আত্মা, তোমরা যার বিষয়ে শুনেছ যে আসছে এবং এখন সেই শত্রুর আত্মা জগতে আছে।4প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা ঈশ্বরের থেকে এবং ওই ভণ্ড ভাববাদীকে গুলিকে জয় করেছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যে আছেন তিনি জগতের মধ্যে যে আছে তার থেকে মহান। 5তারা সকলে জগতের থেকেই আর সেইজন্য তারা যা বলে তা জাগতিক কথা এবং জগতের মানুষই ওদের কথা শোনে। 6আমরা ঈশ্বরের থেকেই; ঈশ্বরকে যে জানে সে আমাদের কথা শোনে। যে ঈশ্বর থেকে নয় সে আমাদের কথা শোনে না। এর মাধ্যমেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভণ্ড আত্মাকে চিনতে পারি।7প্রিয়তমেরা, এস আমরা একে অপরকে ভালবাসি, কারণ ভালবাসা ঈশ্বর থেকেই এবং যে কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে, তার জন্ম ঈশ্বর থেকে এবং সে ঈশ্বরকে জানে। 8যে কেউ ঈশ্বরকে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বরই ভালবাসা।9আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ভালবাসা এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, ঈশ্বর নিজের একমাত্র পুত্রকে জগতে পাঠালেন, যেন তাঁর মাধ্যমে আমরা জীবন পাই। 10এই পুত্রতেই ভালবাসা আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে ভালবেসেছিলাম তা নয় কিন্তু তিনিই আমাদেরকে ভালবেসেছিলেন এবং নিজের পুত্রকে পাঠালেন ও আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করলেন।11প্রিয় সন্তানেরা, ঈশ্বর যখন আমাদেরকে এমন ভালবাসলেন তখন আমাদেরও উচিত একে অপরকে ভালবাসা। 12কেউ ঈশ্বরকে কখনও দেখেনি। আমরা যদি একে অপরকে ভালবাসি তবে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে থাকেন এবং তাঁর ভালবাসা আমাদের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। 13এর থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁতে থাকি এবং তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন, কারণ তিনি নিজের আত্মা আমাদেরকে দান করেছেন। 14এবং আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে পিতা পুত্রকে জগতের মানুষের উদ্ধারকর্তা হিসাবে পাঠিয়েছেন।15যারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, ঈশ্বর তাদের মধ্যে থাকেন এবং তারা ঈশ্বরে থাকে। 16আর আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাদের ভালবাসেন। ঈশ্বরই ভালবাসা, আর ভালবাসার মধ্যে যে থাকে সে ঈশ্বরের মধ্যে থাকে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন।17এইভাবে ভালবাসা আমাদের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়, যেন বিচারের দিনে আমারা সাহস পাই, কারণ তিনি যেমন আছেন আমরাও এই জগতে তেমনি আছি। 18ভালবাসায় ভয় নেই, বরং পরিপূর্ণ ভালবাসা ভয়কে বের করে দেয়, কারণ ভয়ের সঙ্গে শাস্তির যোগ আছে এবং যে ভয় করে সে ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়নি।19আমরা তাঁকে ভালবাসি, কারণ ঈশ্বর প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন। 20যদি কেউ বলে আমি ঈশ্বরকে ভালবাসি কিন্তু নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, তবে সে মিথ্যা কথা বলে; কারণ যাকে দেখেছে, নিজের সেই ভাইকে যে ভালবাসে না, সে ঈশ্বরকেও ভালবাসতে পারে না যাকে সে দেখেনি। 21আর আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আদেশ পেয়েছি যে, ঈশ্বরকে যে ভালবাসে সে নিজের ভাইকেও ভালো বাসুক।

Chapter 5  
1যারা বিশ্বাস করে যে যীশুই সেই খ্রীষ্ট, তারা ঈশ্বর থেকেই জন্ম; এবং যারা জন্মদাতা পিতাকে ভালবাসে, তারা তাঁর থেকে জন্ম সন্তানকেও ভালবাসে। 2যখন ঈশ্বরকে ভালবাসি এবং তাঁর সব আদেশ মেনে চলি তখন জানতে পারি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের ভালবাসি। 3কারণ ঈশ্বরের জন্য ভালবাসা হলো যেন আমরা তাঁর সব আদেশ মেনে চলি এবং তাঁর আদেশগুলি মোটেই কঠিন নয়।4কারণ যারা ঈশ্বর থেকে জন্ম তারা জগতকে জয় করে। এবং যা জগতকে জয়লাভ করেছে তা হলো আমাদের বিশ্বাস। 5কে জগতকে জয় করতে পারে? শুধুমাত্র সেই, যে বিশ্বাস করে যীশু ঈশ্বরের পুত্র।6ইনি সেই যীশু খ্রীষ্ট যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন, শুধুমাত্র জলে নয় কিন্তু জল ও রক্তের মাধ্যমে। এবং এটা হলো পবিত্র আত্মা যে সাক্ষ দেয়, কারণ পবিত্র আত্মা হলো সত্য। 7আর তিনজন এখানে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, 8আত্মা, জল ও রক্ত এবং সেই তিন জনের সাক্ষ্য একই।9আমরা মানুষের সাক্ষ্য নিয়ে থাকি, তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার থেকে মহান কারণ এটি ঈশ্বরের সাক্ষ্য, যেটা সাক্ষ তিনি নিজ পুত্রের বিষয়ে দিয়েছেন। 10যে ঈশ্বরের পুত্রের বিশ্বাস করে ঐ সাক্ষ্য তার মধ্যে আছে। যারা ঈশ্বরের ওপরে বিশ্বাস করে না তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী করেছে; কারণ ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা তারা বিশ্বাস করে নি।11আর সেই সাক্ষ্য হলো, ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। 12ঈশ্বরের পুত্রকে যে পেয়েছে সে সেই জীবন পেয়েছে; ঈশ্বরের পুত্রকে যে পায়নি সে সেই জীবন পায়নি।13এই সব কথা তোমাদের কাছে লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করেছ তারা অনন্ত জীবন পেয়েছ। 14এবং তাঁর ওপর এই নিশ্চয়তা আছে যে, যদি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু চাই, তবে তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। 15আর যদি আমরা জানি যে, যা চেয়েছি তিনি তা শুনেছেন, তবে এটাও আমরা জানি যে, তাঁর কাছে যা চেয়েছি তা সব পেয়েছি।16যদি কেউ নিজের ভাইকে এমন পাপ করতে দেখে, যার পরিণতি মৃত্যু নয়, তবে সে অবশ্যই প্রার্থনা করবে এবং [ঈশ্বর] তাকে জীবন দেবেন, যারা মৃত্যুজনক পাপ করে না তাদেরকেই দেবেন। আবার মৃত্যুজনক পাপও আছে, তার জন্য আমি বলি না যে তাকে বিনতি প্রার্থনা করতে হবে। 17সব অধার্মিকতাই পাপ কিন্তু সব পাপই মৃত্যুজনক নয়।18আমরা জানি, যারা ঈশ্বর থেকে জন্ম নিয়েছে তারা পাপ করে না, কিন্তু যারা ঈশ্বর থেকে জন্ম নিয়েছে, ঈশ্বর তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করেন এবং সেই শয়তান তাকে ছুঁতে পারে না। 19আমরা জানি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং জগতের সবাই শয়তানের ক্ষমতার অধীনে শুয়ে আছে।20আর আমরা এটা জানি যে, ঈশ্বরের পুত্র এসেছেন এবং আমাদেরকে বোঝবার জন্য যে মন দিয়েছেন, যাতে আমরা সেই সত্যকে জানি এবং আমরা সেই সত্যে আছি অর্থাৎ তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টে আছি; তিনিই হলেন সত্য ঈশ্বর এবং অনন্ত জীবন। 21প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা মূর্তিগুলো থেকে দূরে থেকো।

## 2 John

Chapter 1  
1এই প্রাচীন- মনোনীতা মহিলা ও তাঁর সন্তানদের কাছে এই চিঠি লিখছি; যাদেরকে আমি সত্যে ভালবাসি (কেবল আমি না, বরং যত লোক সত্য জানে, সবাই ভালবাসে), 2সেই সত্যের কারণে, যা আমাদের মধ্যে বসবাস করছে এবং অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে থাকবে। 3অনুগ্রহ, দয়া, শান্তি, পিতা ঈশ্বর থেকে এবং সেই পিতার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট থেকে, সত্যে ও ভালবাসায় আমাদের সঙ্গে থাকবে।4আমি অনেক আনন্দিত, কারণ দেখতে পাচ্ছি, যেমন আমরা পিতার থেকে আদেশ পেয়েছি, তোমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তেমনি সত্যে চলছে। 5আর এখন, ওহে ভদ্র মহিলা, আমি তোমাকে নতুন কোনো আজ্ঞা লেখার মত নয়, কিন্তু শুরু থেকে আমরা যে আদেশ পেয়েছি, সেইভাবে তোমাকে এই অনুরোধ করছি, যেন আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। 6আর ভালবাসা এই, যেন আমরা তাঁর কথা অনুসারে চলি; আদেশটি এই, যেমন তোমরা শুরু থেকে শুনেছ, যেন তোমরা ঐ প্রেমে চল।7কারণ অনেক প্রতারক জগতে বের হয়েছে; যারা যীশু খ্রীষ্ট যে দেহ রূপে এসেছেন সেটা স্বীকার করে না; এরাই হলো সেই প্রতারক ও খ্রীষ্টের শত্রু। 8নিজেদের বিষয়ে সাবধান হও; আমরা যা গঠন করেছি, তা যেন তোমরা না হারাও, কিন্তু যেন সম্পূর্ণ পুরষ্কার পাও।9যে কেউ এগিয়ে চলে এবং খ্রীষ্টের শিক্ষাতে না থাকে, সে ঈশ্বরকে পায়নি; সেই শিক্ষাতে যে থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কে পেয়েছে। 10যদি কেউ সেই শিক্ষা না নিয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে তাকে বাড়িতে স্বাগত জানিও না এবং তাকে ‘নমষ্কার’ জানিও না। 11কারণ যে তাকে ‘নমষ্কার’ জানায়, সে তার সব মন্দ কাজের ভাগী হয়।12তোমাদেরকে লেখার অনেক কথা ছিল; কাগজ ও কালী ব্যবহার করতে আমার ইচ্ছা হল না। কিন্তু আশাকরি যে, আমি তোমাদের কাছে গিয়ে সামনা সামনি হয়ে কথাবার্ত্তা বলব, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। 13তোমার মনোনীত বোনের সন্তানরা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

## Revelation

Chapter 1

1যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য হল ঈশ্বর তাঁকে দেখিয়েছিলেন যা কিছুদিনের মধ্যে ঘটবে। যীশু খ্রীষ্ট নিজের দূত পাঠিয়ে ঈশ্বরের দাস যোহনকে এই সব বিষয় জানিয়েছিলেন। 2ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য বিষয়ে যোহন যা দেখেছিলেন, সেই সব বিষয়েই তিনি এখানে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 3যে এই ভাববাণীর বাক্য সব পড়ে সে ধন্য এবং যারা তা শোনে এবং পালন করে তারাও ধন্য; কারণ সময় কাছে এসে গেছে।4এশিয়া প্রদেশের সাতটি মণ্ডলীর কাছে যোহন লিখছেন: যিনি আছেন, ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে এবং তাঁর সিংহাসনের সামনে যে সাতটি আত্মা আছে, সেই যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক, 5এবং যীশু খ্রীষ্ট, যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃত্যু থেকে তিনিই প্রথমে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি পৃথিবীর রাজাদের তত্ত্বাবধায়ক। তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং নিজের রক্ত দিয়ে পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন। 6তিনি আমাদের নিয়ে একটা রাজ্য গড়ে তুলেছেন এবং তাঁর পিতা ও ঈশ্বরের সেবার জন্য যাজক করেছেন, চিরকাল ধরে তাঁর মহিমা ও আধিপত্য হোক। আমেন।7দেখ, তিনি মেঘের সঙ্গে; প্রতিটি চোখ তাঁকে দেখবে, যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল তারাও দেখবে। এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাঁর জন্য দুঃখ করবে। হ্যাঁ, আমেন। 8প্রভু ঈশ্বর বলেছেন, "আমি আদি এবং অন্ত," "যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসছেন, আমিই সর্বশক্তিমান।"9আমি, তোমাদের ভাই যোহন এবং যীশুর সাথে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের সাথে একই কষ্ট, একই রাজ্য এবং একই ধৈর্য্যের সহভাগী হয়ে ঈশ্বরের বাক্য ও যীশুর সাক্ষ্য প্রচার করেছিলাম বলে আমাকে পাটম দ্বীপে নিয়ে রাখা হয়েছিল। 10আমি প্রভুর দিনে আত্মার বশে ছিলাম। আমার পিছনে তূরীর শব্দের মত এক উচ্চস্বর শুনলাম। 11কেউ বললেন, তুমি যা দেখছো, তা একটা খাতায় লেখ এবং ইফিষীয়, স্মুর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা, সার্দ্দি, ফিলাদিলফিয়া ও লায়দিকেয়া, এই সাতটি শহরের সাতটি মণ্ডলীর কাছে পাঠিয়ে দাও।12যিনি কথা বলছিলেন তাঁকে দেখবার জন্য আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, 13সাতটি সোনার বাতিস্তম্ভ আছে ও সেই সব প্রদীপদানির মাঝখানে “মানবপুত্রের মতো একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে পা পর্যন্ত লম্বা পোষাক ছিল, এবং তাঁর বুকে সোনার বেল্ট বাঁধা ছিল।14তাঁর মাথার চুল মেষের লোমের মত ও বরফের মতো সাদা ছিল, 15এবং তাঁর চোখ আগুনের শিখার মতো ছিল। তাঁর পা ছিল আগুনে পুড়িয়ে পরিষ্কার করা, পালিশ করা পিতলের মতো এবং তাঁর গলার স্বর ছিল জোরে বয়ে যাওয়া স্রোতের আওয়াজের মতো।" 16তিনি তাঁর ডান হাতে সাতটি তারা ধরে ছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে ধারালো দুই দিকে ধারওয়ালা তরোয়ালের মত বেরিয়ে আসছিল। পূর্ণ তেজে জ্বলন্ত সূর্য্যের মতই তাঁর মুখের চেহারা ছিল।17যখন আমি তাঁকে দেখলাম, তখন একজন মৃত মানুষের মতো তাঁর পায়ে পড়ে গেলাম, তখন তিনি তাঁর ডান হাত আমার উপরে রেখে বললেন, "ভয় পেওনা, আমিই প্রথম ও শেষ, আমিই চির জীবন্ত।" 18আমি মরেছিলাম, কিন্তু দেখ, আমি যুগে যুগে জীবিত আছি; আর মৃত্যু ও নরকের চাবি আমার হাতে আছে।19অতএব তুমি যা দেখলে এবং যা এখন ঘটছে, ও এসবের পরে যা ঘটবে, সেই সব লিখে রাখ। 20আমার ডান হাতে যে সাতটি তারা এবং সাতটি সোনার প্রদীপদানি দেখলে, তার গোপন মানে এই সেই সাতটি তারা সেই সাতটি মণ্ডলীর দূত এবং সেই সাতটি প্রদীপদানি হলো সাতটি মণ্ডলী।

Chapter 2

1ইফিষীয় শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ, যিনি তাঁর ডান হাতে সাতটা তারা ধরে, সোনার সাতটি প্রদীপদানির মাঝখানে গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা বলছেন, 2"আমি তোমার কাজ, কঠিন পরিশ্রম ও ধৈয্যের কথা জানি; আর আমি জানি যে, তুমি মন্দ লোকদের সহ্য করতে পার না এবং যারা প্রেরিত না হয়েও নিজেদের প্রেরিত বলে দাবী করে, তুমি তার প্রমাণও পেয়েছ যে তারা মিথ্যাবাদী;3আমি জানি তোমার ধৈর্য্য আছে এবং তুমি আমার নামের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ, ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়নি। 4তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে, আমার প্রতি প্রথমে তোমার যে প্রেম ছিল তা তুমি পরিত্যাগ করেছ। 5অতএব ভেবে দেখো, তুমি কোথা থেকে কোথায় নেমে গেছ, মন ফেরাও এবং প্রথমে যে সব কাজ করতে সে সব কাজ কর; যদি তুমি মন না ফেরাও তাহলে আমি তোমার কাছে এসে তোমার প্রদীপদানিটা তার জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলবো।6কিন্তু তোমার একটা গুণ আছে; আমি যে নীকলায়তীয়রা যা করে তা তুমি ঘৃণা কর, আর আমিও তা ঘৃণা করি। 7যার শোনার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন, যে জয়ী হবে, তাকে আমি ঈশ্বরের “স্বর্গরাজ্যের জীবনবৃক্ষের” ফল খেতে দেব।8"স্মুর্ণা শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ; যিনি প্রথম ও শেষ, যিনি মরেছেন এবং জীবিত হয়েছেন তিনি এই কথা বলেছেন। 9তোমার কষ্ট ও অভাবের কথা আমি জানি, (কিন্তু তুমি ধনী), নিজেদের যিহুদী বললেও যারা যিহুদী নয়, বরং শয়তানের সমাজ ও তাদের ধর্ম্মনিন্দাও আমি জানি।10তুমি যে সব দুঃখ ভোগ করতে যাচ্ছ, তাতে ভয় পেয় না। শোন, শয়তান তোমাদের মধ্যে কয়েক জন বিশ্বাসীকে পরীক্ষা করার জন্য কারাগারে পুরে দেবে, তাতে দশ দিন ধরে তোমরা কষ্টভোগ করবে। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাতে আমি তোমাকে জীবনমুকুট দেব। 11যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন। যে জয়ী হবে, দ্বিতীয় মৃত্যু তাকে ক্ষতি করবে না।12পর্গাম শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ যিনি ধারালো ছোরার দুইদিকেই ধার আছে তার অধিকারী, তিনি একথা বলছেন; 13তুমি কোথায় বাস করছ তা আমি জানি, সেখানে শয়তানের সিংহাসন আছে। তবুও তুমি আমার নামে বিশ্বস্ত আছ এবং আমার ওপর তোমার বিশ্বাসকে অস্বীকার কর নি; যেখানে শয়তান বাস করে, সেখানে যখন আমার বিশ্বস্ত সাক্ষী আন্তিপা তোমাদের সামনে খুন হয়েছিল।14কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে, কারণ তোমার ওখানে কিছু লোক আছে যারা বিলিয়মের শিক্ষা অনুসারে চলে; সেই লোক বালক রাজাকে শিক্ষা দিয়েছিল, যেন তিনি প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা প্রসাদ খাওয়া ও ব্যভিচার করার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েল সন্তানদের পাপের দিকে নিয়ে যান। 15তাছাড়া নীকলায়তীয়দের শিক্ষা অনুসারে যারা চলে, সেইরূপ কয়েক জন ও তোমার ওখানে আছে।16অতএব মন ফেরাও, যদি মন না ফেরাও তবে আমি শীঘ্রই তোমার কাছে আসব এবং আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসা তরোয়াল দিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করব। 17যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন। যে জয়ী হবে, তাকে আমি লুকানো “স্বর্গীয় খাদ্য” দেব এবং একটা সাদা পাথর তাকে দেব, সেই পাথরের ওপরে “নূতন এক নাম” লেখা আছে; আর কেউ সেই নাম জানে না, কেবল যে সেটা পাবে, সেই তা জানবে।18থুয়াতীরা শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ; যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁর চোখ আগুনের শিখার মত এবং যাঁর পা পালিশ করা পিতলের মত, তিনি এই কথা বলছেন, 19আমি তোমার সব কাজ, তোমার ভালবাসা ও বিশ্বাস এবং সেবা ও তোমার ধৈর্য্যের কথা জানি, আর তুমি প্রথমে যে সব কাজ করেছিলে তার চেয়ে এখন যে আরো বেশি কাজ করছ সে কথাও আমি জানি।20কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে আমার কথা আছে; ঈষেবল নামে যে মহিলার অন্যায় সহ্য করছ, যে নিজেকে ভাববাদীনী বলে, তার শিক্ষার দ্বারা সে আমার দাসদের ভুলায়, যেন তারা ব্যভিচার করে এবং প্রতিমার সামনে উৎসর্গ করা প্রসাদ খায়। 21আমি তাকে মন পরিবর্তনের জন্য সময় দিয়েছিলাম, কিন্তু সে নিজের ব্যভিচার থেকে মন ফেরাতে চায় নি।22দেখ, আমি তাকে অসুস্থ করে বিছানায় ফেলে রাখব এবং যারা তার সাথে ব্যভিচার করে, সেই সব নারীরা তাদের কাজের জন্য যদি মন না ফেরাও, তবে নিজেদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলবে; 23মহামারী দিয়ে তার অনুসরণকারীদের ও আমি মেরে ফেলব; তাতে সব মণ্ডলীগুলো জানতে পারবে যে, “আমিই মানুষের হৃদয় ও মন খুঁজে দেখি, আমি কাজ অনুসারে তোমাদের প্রত্যেককে ফল দেব।”24কিন্তু থুয়াতীরাতের বাকি লোকেরা, তোমরা যারা সেই শিক্ষা মত চল না এবং যাকে শয়তানের সেই গভীর শিক্ষা বলা হয় তা জান না, তোমাদের আমি বলছি তোমাদের উপরে শাসন ভার দেব না; 25কেবল যা তোমাদের আছে, আমি না আসা পর্যন্ত তা শক্ত করে ধরে রাখো।26পিতা যেমন আমাকে সব জাতির উপরে প্রভু হবার ক্ষমতা দিয়েছেন, তেমনি যে জয়ী হবে এবং আমি যা চাই তা শেষ পর্যন্ত করতে থাকবে, আমি তাকেও সেই অধিকার দেব; 27সে লোহাড় লাঠি দিয়ে তাদের শাসন করবে এবং মাটির পাত্রের মত তাদের ভেঙ্গে ফেলবে”। 28ঠিক যেমন আমি আমার পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলাম তেমন তাকে আমি ভোরের তারাও দেব। 29যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন।

Chapter 3  
1সর্দ্দিস শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ; ঈশ্বরের সাতটি আত্মা এবং সাতটি তারা যিনি ধরে আছেন, তিনি এই কথা বলেন আমি তোমার সব কাজের কথা জানি; জীবিত আছ বলে তোমার সুনাম আছে; কিন্তু তুমি মৃত। 2তুমি জেগে ওঠ এবং বাদবাকী যারা মরে যাবার মত হয়েছে তাদের শক্তিশালী করে তোলো; কারণ আমার ঈশ্বরের সামনে তোমার কোন কাজই আমি সিদ্ধ হতে দেখিনি।3এই জন্য যা তুমি পেয়েছ এবং শুনেছ তা মনে করও পালন কর এবং মন ফেরাও। যদি তুমি জেগে না ওঠ তবে আমি চোরের মত আসব; এবং আমি কোন্ সময় তোমার কাছে আসব তা তুমি জানতে পারবে না। 4কিন্তু সার্দ্দিতে তোমার এমন কয়েক জন লোকের নাম আছে, যারা নিজের কাপড় চোপড় নোংরা করে নি; তারা যোগ্য লোক বলেই সাদা পোষাক পরে আমার সাথে চলাচল করবে।5যে জয়ী হবে, সে এই রকম সাদা পোষাক পরবে; এবং আমি কখনো তার নাম জীবন পুস্তক থেকে মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতা ও তাঁর দূতদের সামনে আমি তাকে স্বীকার করব। 6যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলীগুলিকে কি বলছেন।7ফিলাদিলফিয়া শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ; যিনি পবিত্র ও সত্য যাঁর কাছে “দায়ূদের চাবি আছে, যিনি খুললে কেউ বন্ধ করতে পারে না, বন্ধ করলে কেউ খুলতে পারে না,” তিনি এই কথা বলছেন, 8আমি তোমার সব কাজের কথা জানি; দেখ, আমি তোমার সামনে একটা খোলা দরজা রাখলাম, তা বন্ধ করবার ক্ষমতা কারোর নেই; আমি জানি তোমার শক্তি খুবই কম, কিন্তু তবুও তুমি আমার বাক্য পালন করেছ, আমার নাম অস্বীকার কর নি।9দেখ, যে লোকেরা নিজেদের যিহুদী বলে অথচ যিহুদী নয়, কিন্তু মিথ্যা কথা বলে, শয়তানের সমাজের সেই লোকদের আমি তোমার কাছে আনাব এবং তোমার পায়ে প্রণাম করাব; এবং তারা জানতে পারবে যে, আমি তোমাকে ভালবাসি। 10ধৈর্য্য ধরবার যে আদেশ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তা তুমি পালন করেছ, সেইজন্য এই পৃথিবীর লোকেদের ওপর যে পরীক্ষা আসছে সেই পরীক্ষা থেকে আমি তোমায় রক্ষা করব। 11আমি শীঘ্রই আসছি; তোমার যা আছে, তা শক্ত করে ধরে রাখ, যেন কেউ তোমার মুকুট চুরি না করে।12আমার ঈশ্বরের স্বর্গ থেকে যে জয়ী হবে, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের প্রার্থনাগৃহে একটা খুঁটি করব এবং সে আর কখনও এখান থেকে বাইরে যাবে না; এবং আমি তার উপরে আমার ঈশ্বরের নতুন নামও লিখব এবং আমার ঈশ্বরের শহরের নাম লিখব। নতুন যিরূশালেমই সেই শহর। স্বর্গের ভেতর থেকে আমার কাছ থেকে এই শহর নেমে আসবে। 13যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন।14আর লায়দিকেয়া শহরের মণ্ডলীর দূতের কাছে লেখ; যিনি আমেন, যিনি বিশ্বস্ত ও সত্য সাক্ষী, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির কাজ শুরু করেছিলেন, তিনি এই কথা বলছেন; 15আমি তোমার সব কাজের কথা জানি, তুমি ঠান্ডাও না গরমও না, তুমি হয় ঠান্ডা, না হয় গরম হলে ভাল হত। 16সেইজন্য তুমি হালকা গরম, না গরম, না ঠান্ডা, এই জন্য আমি নিজের মুখ থেকে তোমাকে বমি করে ফেলে দেব।17তুমি বলছ, "আমি ধনী, আমার অনেক ধন সম্পত্তি আছে, আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই"; কিন্তু তুমি তো জান না যে, তুমিই দুঃখী, দয়ার পাত্র, গরিব, অন্ধ ও উলঙ্গ। 18তাই আমি তোমাকে এই উপদেশ দিচ্ছি; তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা কিনে নাও, যেন তুমি ধনী হও; আমার কাছ থেকে সাদা পোষাক কিনে পর, যেন তোমার উলঙ্গতার লজ্জা দেখা না যায়; আমার কাছ থেকে চোখে লাগানোর মলম কিনে নাও, যেন দেখতে পাও।19আমি যাদের ভালবাসি তাদেরই দোষ দেখিয়ে দিই ও শাসন করি; সেইজন্য এই অবস্থা থেকে মন ফেরাতে উৎসাহী হও। 20দেখ, আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছি; যদি কেউ আমার গলার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেয়, তবে আমি ভিতরে তার কাছে যাব এবং তার সাথে খাওয়া দাওয়া করব এবং সেও আমার সাথে খাওয়া দাওয়া করবে।21আমি জয়ী হয়ে যেমন আমার পিতার সাথে তাঁর সিংহাসনে বসেছি ঠিক তেমনি যে জয়ী হবে তাকে আমি আমার সাথে আমার সিংহাসনে বসার অধিকার দেব। 22যার কান আছে, সে শুনুক, পবিত্র আত্মা মণ্ডলী গুলোকে কি বলছেন।

Chapter 4  
1এর পরে আমি স্বর্গের একটা দরজা খোলা দেখতে পেলাম। তুরীর আওয়াজের মত যাঁর গলার আওয়াজ আগে আমি শুনেছিলাম, তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এখানে উঠে এস, এই সবের পরে যা কিছু অবশ্যই ঘটতে যাচ্ছে, তা আমি তোমাকে দেখাব। 2তখনই আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গে একটা সিংহাসন দেখতে পেলাম। আমি দেখলাম সেই সিংহাসনে একজন বসে আছেন। 3যিনি বসে আছেন, তাঁর চেহারা ঠিক সূর্য্যকান্ত ও সার্দ্দিীয় মণির মত; সিংহাসনটার চারিদিকে একটা মেঘধনুক ছিল, সেটা দেখতে ঠিক একটা পান্না মণির মত।4সেই সিংহাসনের চারিদিকে আরও চব্বিশটা সিংহাসন ছিল, আর সেই সিংহাসনগুলোতে চব্বিশ জন নেতা বসে ছিলেন, তাঁদের পোষাক ছিল সাদা এবং তাঁদের মাথায় সোনার মুকুট ছিল। 5সেই সিংহাসনটা থেকে বিদ্যুৎ এর শব্দ ও মেঘ গর্জন হচ্ছিল। সিংহাসনের সামনে সাতটি বাতি জ্বলছিল, সেই বাতিগুলো ঈশ্বরের সাতটি আত্মা।6আর সেই সিংহাসনের সামনে যেন স্ফটিকের মত পরিষ্কার একটা কাঁচের সমুদ্র ছিল। সিংহাসনের চারপাশে চারটি জীবন্ত প্রাণী ছিল, তাদের সামনের ও পিছনের দিক চোখে ভরা ছিল।7প্রথম জীবিত প্রাণীটি সিংহের মত, দ্বিতীয় জীবিত প্রাণীটি বাছুরের মত, তৃতীয় জীবিত প্রাণীটির মুখের চেহারা মানুষের মত এবং চতুর্থ জীবিত প্রাণীটি উড়ছে এমন ঈগল পাখীর মত। 8এই চারটি জীবিত প্রাণীর প্রত্যেকের ছয়টি করে ডানা ছিল এবং সব দিক চোখে ভরা ছিল। সেই প্রাণীরা দিনরাত এই কথাই বলছিল, "সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি ছিলেন, ও যিনি আছেন, ও যিনি আসছেন, তিনি পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।"9চিরকাল জীবিত প্রভু, ঈশ্বর যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, এই জীবিত প্রাণীরা যখনই তাঁকে গৌরব, সম্মান ও ধন্যবাদ জানান, 10তখন সেই চব্বিশ জন নেতা সিংহাসনের অধিকারী, যিনি চিরকাল ধরে জীবিত আছেন, তাঁকে উপুড় হয়ে প্রণাম করেন। এই নেতারা তখন সেই সিংহাসনের সামনে তাঁদের মুকুট খুলে রেখে বলেন, 11"আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি গৌরব, সম্মান ও ক্ষমতা পাবার যোগ্য, কারণ তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ, আর তোমারই ইচ্ছাতে সে সব সৃষ্টি হয়েছে এবং টিকে আছে।"

Chapter 5  
1তারপর যিনি সেই সিংহাসনের ওপরে বসে ছিলেন তাঁর ডান হাতে আমি একটা চামড়ার তৈরী একটি বই দেখলাম, বইটার ভেতরে ও বাইরে লেখা ছিল এবং সাতটা মোহর দিয়ে সীলমোহর করা ছিল। 2আমি একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে জোর গলায় বলতে শুনেছিলাম, "কে এই সীলমোহরগুলো ভেঙে বইটা খোলবার যোগ্য?"3স্বর্গে বা পৃথিবীতে কিংবা পাতালেও কেউই সেই বইটা খুলতেও পারল না অথবা এটা পড়তেও পারল না। 4আমি খুব কাঁদতে লাগলাম, কারণ এমন কাউকে পাওয়া গেল না, যে ঐ বইটি খোলবার বা পড়বার যোগ্য। 5পরে নেতাদের মধ্যে একজন আমাকে বলেছিলেন, "কেঁদ না। যিহূদা বংশের সিংহ, অর্থাৎ দায়ূদের বংশধর জয়ী হয়েছেন। তিনিই ঐ সাতটা সীলমোহর ভেঙে বইটা খুলতে পারেন।"6চারটি জীবিত প্রাণী এবং নেতাদের মাঝখানে যে সিংহাসনটি ছিল, তার ওপর আমি একটি মেষশিশুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন মেষশিশুকে মেরে ফেলা হয়েছিল। ঐ মেষশিশুটির সাতটা শিং ও সাতটা চোখ ছিল। এইগুলো ঈশ্বরের সাতটি আত্মা যাদের পৃথিবীর সব জায়গায় পাঠানো হয়েছিল। 7সেই মেষ শিশু এসে, যিনি ঐ সিংহাসনে বসে ছিলেন, তাঁর ডান হাত থেকে সেই বইটা নিলেন।8বইটা নেবার পর, সেই চারটি জীবন্ত প্রাণী ও চব্বিশ জন নেতা মেষশিশুর সামনে উপুড় হলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বীণা ও একটা করে ধূপে পূর্ণ সোনার বাটি ছিল, সেই ধূপে পূর্ণ বাটিগুলো হল ঈশ্বরের পবিত্র লোকেদের প্রার্থনা।9তাঁরা একটা নতুন গান গাইছিলেন, "তুমিই ঐ বইটা নিয়ে তার সীলমোহরগুলো খোলবার যোগ্য। 10ঈশ্বরের জন্য লোকদের কিনেছে, তুমি তাদের নিয়ে একটা রাজ্য গড়ে তুলেছে, এবং আমাদের ঈশ্বরের সেবা করবার জন্য যাজক করেছ। এবং পৃথিবীতে তারাই রাজত্ব করবে।"11তারপর আমি চেয়ে দেখেছিলাম ও সেই সিংহাসনের, জীবিত প্রাণীদের ও নেতাদের চারদিকে অনেক স্বর্গদূতের গলার আওয়াজ শুনেছিলাম; তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। 12তাঁরা জোরে চিৎকার করে বলেছিলেন, "যে মেষশিশুকে মেরে ফেলা হয়েছিল, তিনিই ক্ষমতা, ধন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, গৌরব ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।"13তারপর স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পাতালে ও সমুদ্রের যত প্রাণী আছে এমনকি সেগুলোর ভেতরে আর যা কিছু আছে, সকলকে আমি এই কথা বলতে শুনলাম, "সিংহাসনের ওপরে তাঁর ও সেই মেষশিশুর যিনি বসে আছেন চিরকাল ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা এবং গৌরব হোক।" 14সেই চারটি জীবিত প্রাণী বললেন, "আমেন।" এবং নেতারা ভূমির ওপর শুয়ে পড়ে প্রার্থনা করছিলেন।

Chapter 6  
1সেই মেষ শিশু যখন ঐ সাতটা সীলমোহরের মধ্য থেকে একটা খুললেন তখন আমি দেখলাম এবং আমি সেই চারজন জীবন্ত প্রাণীর মধ্য থেকে এক জনকে মেঘ গর্জনের মত শব্দ করে বলতে শুনলাম, "এস।" 2আমি একটা সাদা ঘোড়া দেখতে পেলাম। যিনি তার ওপরে বসে ছিলেন তাঁর হাতে একটা ধনুক ছিল। তাঁকে একটা মুকুট দেওয়া হয়েছিল। তিনি জয়ীর মত বের হয়ে জয় করতে করতে চললেন।3মেষ শিশু যখন দ্বিতীয় সীলমোহর খুললেন তখন আমি দ্বিতীয় জীবিত প্রাণীকে বলতে শুনলাম "এস।" 4তারপর আগুনের মত লাল অপর একটা ঘোড়া বের হয়ে এল। যিনি তার ওপরে বসে ছিলেন, তাঁকে পৃথিবী থেকে শান্তি তুলে নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল যাতে লোকে একে অপরকে মেরে ফেলে। তাঁকে একটা বড় তরোয়াল দেওয়া হয়েছিল।5মেষ শিশু যখন তৃতীয় সীলমোহর খুললেন তখন আমি তৃতীয় জীবিতপ্রাণীকে বলতে শুনলাম, "এস!" আমি একটা কালো ঘোড়া দেখতে পেলাম। যিনি সেই ঘোড়াটার ওপরে বসেছিলেন তাঁর হাতে একটা দাঁড়িপাল্লা ছিল। 6আমি সেই চারজন জীবিত প্রাণীদের মাঝখানে কাউকে বলতে শুনলাম, এক সের গমের দাম এক সিকি, আর তিন সের যবের দাম এক সিকি, কিন্তু তুমি তেল ও আঙুর রস ক্ষতি করো না।7যখন মেষ শিশু চতুর্থ সীলমোহর খুললেন তখন আমি চতুর্থ জীবিত প্রাণীকে বলতে শুনলাম, "এস"। 8তারপর আমি একটা ফ্যাকাসে রং এর ঘোড়া দেখতে পেলাম। যিনি সেই ঘোড়ার ওপরে বসে ছিলেন তাঁর নাম মৃত্যু এবং নরক তার পেছনে পেছনে চলছিল। পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগের ওপরে তাদের ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন তারা তরোয়াল দূর্ভিক্ষ, অসুখ ও পৃথিবীর বুন্যপশু দিয়ে লোকদের মেরে ফেলে।9যখন মেষ শিশু পঞ্চম সীলমোহর খুললেন, তখন আমি একটা বেদির নীচে এমন সব লোকের আত্মা দেখতে পেলাম, যাঁদের ঈশ্বরের বাক্যের জন্য এবং সাক্ষ্য দেবার জন্য মেরে ফেলা হয়েছিল। 10তাঁরা জোরে চিৎকার করে বলছিলেন, "পবিত্র ও সত্য প্রভু, যারা এই পৃথিবীর, তাদের বিচার করতে ও তাদের ওপর আমাদের রক্তের শোধ নিতে তুমি আর কত দেরী করবে?" 11তারপর তাঁদের প্রত্যেককে একটা করে সাদা পোষাক দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের বলা হয়েছিল যে, তাদের অনুসরণকারী দাসদের, তাদের ভাইদের ও বোনদের যাদের তাদেরই মত করে মেরে ফেলা হবে, তাদের সংখ্যা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন আরও কিছুকাল অপেক্ষা করেন।12তারপর আমি দেখলাম, মেষ শিশু যখন ষষ্ঠ সীলমোহর খুললেন, তখন ভীষণ ভূমিকম্প হল। সূর্য্য একেবারে চট বস্ত্রের মত কালো হয়ে গেল এবং পুরো চাঁদটাই রক্তের মত লাল হয়ে উঠল। 13জোরে হাওয়া দিলে যেমন ডুমুরগাছ থেকে ডুমুর অসময়ে পড়ে যায়, তেমনি করে আকাশের তারাগুলো পৃথিবীর ওপর খসে পড়ল। 14গুটিয়ে রাখা বই এর মত আকাশ সরে গেল। প্রত্যেকটি পাহাড় ও দ্বীপ নিজ নিজ জায়গা থেকে সরে গেল।15পৃথিবীর সব রাজা ও প্রধানলোক, সেনাপতি, ধনী, শক্তিশালী লোক এবং প্রত্যেকটি দাস ও স্বাধীন লোক পাহাড়ের গুহায় এবং পর্বতের পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। 16তারা পর্বত ও পাথরগুলিকে বলল, "আমাদের ওপরে পড়! যিনি সেই সিংহাসনে বসে আছেন তাঁর মুখের সামনে থেকে এবং মেষশিশুর রাগ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখ; 17কারণ তাঁদের রাগ দেখানোর সেই মহান দিন এসে পড়েছে এবং কে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?"

Chapter 7

1এর পরে আমি চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবীর চার কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তাঁরা পৃথিবীর চার কোণের বাতাস আটকে রাখছিলেন, যেন পৃথিবী, সমুদ্র অথবা কোন গাছের ওপরে বাতাস না বয়। 2পরে আমি অপর আর একজন স্বর্গদূতকে পূর্ব দিক থেকে উঠে আসতে দেখলাম, তাঁর কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের সীলমোহর ছিল। যে চারজন স্বর্গদূতকে পৃথিবী ও সমুদ্রের ক্ষতি করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, সেই চারজন স্বর্গদূতকে তিনি খুব জোরে চিৎকার করে বললেন, 3"আমাদের ঈশ্বরের দাসদের কপালে সীলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পৃথিবী, সমুদ্র অথবা গাছপালার ক্ষতি কোরো না।4আমি সেই সীলমোহর চিহ্নিত লোকদের সংখ্যা শুনলাম: ইস্রায়েলের লোকদের সব বংশের ভেতর থেকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোককে সীলমোহর চিহ্নিত করা হয়েছিল: 5যিহূদা বংশের বারো হাজার লোককে সীলমোহর চিহ্নিত করা হয়েছিল, রূবেণ বংশের বারো হাজার লোককে, গাদ বংশের বারো হাজার লোককে, 6আশের বংশের বারো হাজার লোককে, নপ্তালি বংশের বারো হাজার লোককে, মনঃশি-বংশের বারো হাজার লোককে,7শিমিয়োন বংশের বারো হাজার লোককে, লেবি-বংশের বারো হাজার লোককে, ইষাখর বংশের বারো হাজার লোককে, 8সবূলূন বংশের বারো হাজার লোককে, যোষেফ বংশের বারো হাজার লোককে এবং বিন্যামীন বংশের বারো হাজার লোক সীলমোহর চিহ্নিত হয়েছিল।9এর পরে আমি সমস্ত জাতি, বংশ, দেশ ও ভাষার ভেতর থেকে এত লোকের ভিড় দেখলাম যে, তাদের সংখ্যা কেউ গুনতে পারল না তারা সিংহাসনের সামনে ও মেষশিশুর সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারা সাদা পোষাক পরেছিল এবং তাদের হাতে খেঁজুর পাতার গোছা ছিল। 10এবং তারা জোরে চিৎকার করে বলছিল, "যিনি সিংহাসনে বসে আছেন, আমাদের সেই ঈশ্বর এবং মেষশিশুর হাতেই পাপ থেকে মুক্তি।"11স্বর্গ দূতেরা সবাই সেই সিংহাসনের চারদিকে দাঁড়িয়েছিল এবং নেতারা ও চারটি জীবিত প্রাণী ও চারদিকে দাঁড়িয়েছিল, তাঁরা সিংহাসনের সামনে উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে বললেন, 12"আমেন! প্রশংসা, গৌরব, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সম্মান, ক্ষমতা ও শক্তি চিরকাল ধরে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক। আমেন।"13তারপর একজন নেতা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা কাপড় পরা এই লোকেরা কারা এবং কোথা থেকে তারা এসেছে? 14আমি তাঁকে বলেছিলাম, "প্রভু, আপনিই জানেন," তিনি আমাকে বললেন, "সেই ভীষণ কষ্টের ভেতর থেকে যারা এসেছে, এরা তারাই। এরা এদের পোষাক মেষশিশুর বলি দেওয়া রক্তে ধুয়ে সাদা করেছে।15সেইজন্য তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে আছে এবং তারা দিনরাত তাঁর উপাসনা ঘরে তাঁর উপাসনা করে। যিনি সিংহাসনের ওপরে বসে আছেন তিনি এদের ওপরে নিজের তাঁবু খাটাবেন। 16তাদের আর খিদে পাবে না, পিপাসাও পাবে না। সূর্য্যের তাপ এদের গায়ে লাগবে না, গরমও লাগবে না। 17কারণ সিংহাসনের সেই মেষ শিশু যিনি সিংহাসনের মাঝখানে আছেন, তিনিই এদের রাখল হবেন এবং জীবন জলের ঝর্নার কাছে তিনি এদের নিয়ে যাবেন, আর ঈশ্বর তাদের চোখ থেকে চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।”

Chapter 8  
1যখন মেষ শিশু সপ্তম সীলমোহর খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘন্টা ধরে কোন শব্দ শোনা গেল না। 2যে সাতজন স্বর্গদূত ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন আমি তাঁদের দেখতে পেলাম। তাঁদের হাতে সাতটা তূরী দেওয়া হল।3অপর একজন স্বর্গদূত সোনার ধূপদানি নিয়ে বেদির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে অনেক ধূপ দেওয়া হল, যেন তিনি তা সিংহাসনের সামনে সোনার বেদির উপরে সব পবিত্র লোকের প্রার্থনার সঙ্গে সেই ধূপ দান করেন। 4স্বর্গদূতের হাত থেকে ধূপের ধোঁয়া ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের প্রার্থনার সাথে উপরে ঈশ্বরের সামনে উঠে গেল। 5স্বর্গদূত বেদি থেকে আগুন নিয়ে সেই ধূপ দানিটা ভর্তি করে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তাতে মেঘ গর্জনের মত ভীষণ জোরে শব্দ হল, বিদ্যুৎ চমকাল ও ভূমিকম্প হল।6সাতজন স্বর্গদূতের হাতে সাতটা তূরী ছিল তাঁরা সেই তূরী বাজাবার জন্য তৈরী হলেন। 7প্রথম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজাবার পর, শিল ও রক্ত মেশানো আগুন পৃথিবীতে ছোড়া হল, তাতে তিন ভাগের একভাগ পৃথিবী পুড়ে গেল, তিন ভাগের একভাগ গাছপালা পুড়ে গেল এবং সব সবুজ ঘাসও পুড়ে গেল।8দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন তাতে বড় জ্বলন্ত পাহাড় সমুদ্রের মাঝখানে ফেলা হল। 9তাতে সমুদ্রের তিন ভাগের একভাগ জল রক্ত হয়ে গিয়েছিল ও সমুদ্রের তিন ভাগের একভাগ জীবিত প্রাণী মারা গিয়েছিল এবং তিন ভাগের একভাগ জাহাজ ধ্বংস হয়েছিল।10তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন এবং একটা বড় তারা বাতির মত জ্বলতে জ্বলতে আকাশ থেকে, তিন ভাগের একভাগ নদী ও ঝর্ণার ওপরে পড়ল। 11সেই তারার নাম ছিল "নাগদানা।" তাতে তিন ভাগের একভাগ জল তেতো হয়ে গেল এবং সেই তেতো জলের জন্য অনেক লোক মারা গেল।12চতুর্থ স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, তাতে সূর্য্যের তিন ভাগের একভাগ, চাঁদের তিন ভাগের একভাগ ও তারাদের তিন ভাগের একভাগ আঘাত পেল, সেইজন্য তাদের প্রত্যেকের তিন ভাগের একভাগ অন্ধকার হয়ে গেল এবং দিনের তিন ভাগের একভাগ এবং রাতের তিন ভাগের এক ভাগে কোনো আলো থাকল না।13আমি একটা ঈগল পাখিকে আকাশে অনেক উঁচুতে উড়তে দেখলাম, ঈগল পাখিকে জোরে চেঁচিয়ে বলতেও শুনলাম, "অপর যে তিনজন স্বর্গদূত তূরী বাজাতে যাচ্ছেন, তাঁদের তুরীর শব্দ হলে যারা এই পৃথিবীতে বাস করে তাদের বিপদ, বিপদ, বিপদ হবে।"

Chapter 9

1তারপর পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর আমি একটা তারা দেখতে পেলাম। তারাটা আকাশ থেকে পৃথিবীতে পড়েছিল। তারাটাকে গভীর গর্তের চাবি দেওয়া হয়েছিল। 2তারাটা সেই গভীর গর্তটা খুলল, আর বিরাট চুলা থেকে যেমন ধোঁয়া বের হয় ঠিক সেইভাবে সেই গর্তটা থেকে ধোঁয়া বের হতে লাগল। সেই গর্তের ধোঁয়ায় সূর্য্য ও আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল।3পরে সেই ধোঁয়ার ভেতর থেকে অনেক পঙ্গপাল পৃথিবীতে বের হয়ে এল আর পঙ্গপাল গুলোকে পৃথিবীর কাঁকড়াবিছার মত ক্ষমতা দেওয়া হল। 4তাদের বলা হল তারা যেন পৃথিবীর কোনো ঘাস অথবা সবুজ কোন কিছু অথবা কোনো গাছের ক্ষতি না করে, যে লোকদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই কেবল সেই মানুষদের ক্ষতি করবে।5ঐ সব লোকদের মেরে ফেলবার কোনো অনুমতি তাদের দেওয়া হল না, কিন্তু পাঁচ মাস ধরে কষ্ট দেবার অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হল। কাঁকড়া বিছে যখন কোন মানুষকে হুল ফুটিয়ে দেয় তখন যেমন কষ্ট হয় তাদের দেওয়া কষ্টও সেই রকম। 6সেই সময় লোকে মৃত্যুর খোঁজ করবে কিন্তু কোন মতেই তা পাবে না। তারা মরতে চাইবে কিন্তু মৃত্যু তাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।7ঐ পঙ্গপালগুলো দেখতে যুদ্ধের জন্য তৈরী করা ঘোড়ার মত। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মত একরকম জিনিস ছিল এবং তাদের মুখের চেহারা ছিল মানুষের মত। 8তাদের চুল ছিল মেয়েদের চুলের মত এবং তাদের দাঁত ছিল সিংহের দাঁতের মত। 9তাদের বুকে লোহার বুক রক্ষার পোষাকের মত পোষাক ছিল এবং অনেকগুলো ঘোড়া একসঙ্গে যুদ্ধের রথ টেনে নিয়ে ছুটে গেলে যেমন আওয়াজ হয় তাদের ডানার আওয়াজ ঠিক সেই রকমই ছিল।10তাদের লেজ ও হুল কাঁকড়াবিছার লেজ ও হুলের মত ছিল; তাদের লেজে এমন ক্ষমতা ছিল যা দিয়ে পাঁচ মাস ধরে তারা লোকেদের ক্ষতি করতে পারত। 11অতল গর্তের দূতই ছিল ঐ পঙ্গপালদের রাজা। ইব্রীয় ভাষায় সেই দূতের নাম ছিল "আবদ্দোন," [বিনাশক] ও গ্রীক ভাষায় তার নাম ছিল "আপল্লুয়োন" [বিনাশীত]। 12প্রথম বিপদ শেষ হল; দেখ! এর পরে আরও দুটি বিপদ আসছে।13ষষ্ঠ স্বর্গদূত তূরী বাজালে এবং আমি স্বর্গের ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে যে সোনার বেদি যে চার কোন আছে সেখান থেকে শিঙায় এক জনের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। 14যাঁর কাছে তূরী ছিল সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বললেন," যে চারজন দূত মহা নদী ইউফ্রেটীসের কাছে বাঁধা আছে, তাদের ছেড়ে দাও।" 15সেই চারজন দূতকে ছেড়ে দেওয়া হল। ঐ বছরের, ঐ মাসের, ঐ দিনের এবং ঐ ঘন্টার জন্য সেই দূতদের তৈরী রাখা হয়েছিল, যেন তারা তিন ভাগের একভাগ মানুষকে মেরে ফেলে।16আমি শুনতে পেয়েছিলাম, ঐ ঘোড়ায় চড়া সৈন্যের সংখ্যা ছিল কুড়ি কোটি। 17দর্শনে আমি যে ঘোড়াগুলো দেখলাম এবং যারা তাদের ওপর চড়েছিল: তাদের চেহারা এই রকম ছিল তাদের বুক রক্ষার পোষাক ছিল আগুনের মত লাল, ঘননীল ও গন্ধকের মত হলুদ রঙের। ঘোড়াগুলোর মাথা ছিল সিংহের মাথার মত এবং তাদের মুখ থেকে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছিল।18তাদের মুখ থেকে যে আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক বের হচ্ছিল সেই তিনটি জিনিসের আঘাতে তিন ভাগের একভাগ মানুষকে মেরে ফেলা হল। 19সেই ঘোড়াগুলোর মুখ ও লেজের মধ্যেই তাদের ক্ষমতা ছিল কারণ তাদের লেজগুলো ছিল সাপের মত এবং সেই লেজগুলোর মাথা দিয়ে তারা মানুষের ক্ষতি করছিল।20এই সব আঘাতের পরেও যে সব মানুষ বেঁচে রইল, তারা নিজের হাতে তৈরী মূর্তিগুলো থেকে মন ফেরালো না, ভূতদের এবং যারা দেখতে, শুনতে অথবা হাঁটতে পারে না, সেই সব সোনা, রূপা, পিতল, পাথর ও কাঠ দিয়ে তৈরী মূর্তিগুলোকে পূজা করতেই থাকল। 21এছাড়া খুন, যাদুবিদ্যা, ব্যভিচার ও চুরি এসব থেকেও তারা মন ফেরালো না।

Chapter 10  
1তারপরে আমি আর একজন শক্তিশালী স্বর্গদূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর পোষাক ছিল মেঘ এবং তাঁর মাথার উপরে ছিল মেঘধনুক। তাঁর মুখ সূর্য্যের মত এবং তাঁর পা ছিল আগুনের থামের মত। 2তাঁর হাতে একটা খোলা চামড়ার তৈরী ছোট বই ছিল। তিনি তাঁর ডান পা সমুদ্রের ওপরে ও বাঁ পা ভূমির ওপরে রেখেছিলেন।3তারপর তিনি সিংহের গর্জ্জনের মত জোরে চিৎকার করলেন, যখন তিনি জোরে চিৎকার করলেন তখন সাতটা বাজ পড়ার মত আওয়াজ হল। 4যখন সাতটা বাজ পড়বার মত আওয়াজ হল, তখন আমি লেখার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু স্বর্গ থেকে আমাকে এই কথা বলা হয়েছিল," ঐ সাতটা বাজ যে কথা বলল তা গোপন রাখ, লিখ না।"5তারপর স্বর্গদূতকে আমি সমুদ্র ও ভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাত তুললেন। 6যিনি চিরকাল ধরে জীবিত আছেন এবং আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র ও সেগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর নামে শপথ করে সেই স্বর্গদূত বললেন, "আর দেরী হবে না। 7কিন্তু সপ্তম স্বর্গদূতের তূরী বাজাবার দিনে ঈশ্বরের গোপন উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ হবে। ঈশ্বর তাঁর নিজের দাসদের কাছে অর্থাৎ ভাববাদীদের কাছে যে সুসমাচার জানিয়েছিলেন ঠিক সেই মতই এটা হবে।"8আমি স্বর্গ থেকে যাকে কথা বলতে শুনেছিলাম তিনি আবার আমাকে বললেন, "যে স্বর্গদূত সমুদ্র ও ভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর হাত থেকে সেই খোলা বইটা নাও।" 9তারপর আমি সেই স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে সেই চামড়ার তৈরী ছোট বইটা আমাকে দিতে বললাম। তিনি আমাকে বললেন, "এটা নিয়ে খেয়ে ফেল। তোমার পেটকে এটা তেতো করে তুলবে কিন্তু তোমার মুখে মধুর মত মিষ্টি লাগবে।"10তখন আমি স্বর্গদূতের হাত থেকে সেই ছোট বইটা নিয়ে খেয়ে ফেললাম। আমার মুখে তা মধুর মত মিষ্টি লাগলো কিন্তু খেয়ে ফেলার পর আমার পেট তেতো হয়ে গেল। 11তারপর আমাকে এই কথা বললেন, "তোমাকে আবার অনেক দেশ, জাতি, ভাষা ও রাজার বিষয়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে হবে।"

Chapter 11  
1মাপকাঠির মত একটা নলের কাঠি আমাকে দেওয়া হল। আমাকে বলা হলো, "ওঠ এবং ঈশ্বরের উপাসনা ঘর ও বেদি মাপ কর এবং কত জন সেখানে উপাসনা করে তাদের গোন। 2কিন্তু উপাসনা ঘরের বাইরে যে উঠোন আছে সেটা বাদ দিয়ে মাপ কর, কারণ ওটা অইহূদিদের দেওয়া হয়েছে। তারা বিয়াল্লিশ মাস ধরে পবিত্র শহরটাকে পা দিয়ে মাড়াবে।3আমি আমার দুই জন সাক্ষীকে এমন ক্ষমতা দেব তাঁরা চটের কাপড় পরে এক হাজার দুইশত ষাট দিন ধরে ভবিষ্যতের কথা বলবেন।" 4সেই দুই জন সাক্ষী সেই দুইটি জলপাই গাছ এবং দুইটি বাতিস্তম্ভ যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। 5কেউ যদি তাঁদের ক্ষতি করতে চায়, তবে তাঁদের মুখ থেকে আগুন বের হয়ে সেই শত্রুদের পুড়িয়ে ফেলবে। যে কেউ তাঁদের ক্ষতি করতে চাইবে তাকে এইভাবে মরতে হবে।6এই লোকেরা যতদিন ভাববাদী হিসাবে কথা বলবেন ততদিন যেন বৃষ্টি না হয় সেইজন্য আকাশ বন্ধ করে দেবার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে। জলকে রক্ত করবার এবং যতবার ইচ্ছা তত বার যে কোনো আঘাত দিয়ে পৃথিবীর ক্ষতি করবার ক্ষমতাও তাঁদের থাকবে। 7তাঁদের সাক্ষ্য দেওয়া শেষ হলে, সেই গভীর এবং অতল গর্ত থেকে একটা পশু উঠে এসে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করবে। পশুটি জয়লাভ করে তাঁদের মেরে ফেলবে।8সেই মহাশহরের রাস্তায় তাঁদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে। যে শহরকে আত্মিক ভাবে সদোম ও মিশর বলে, তাঁদের প্রভুকে যে শহরে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। 9তখন সমস্ত জাতি, বংশ, ভাষা ও জাতির ভেতর থেকে লোকেরা সাড়ে তিনদিন ধরে তাঁদের মৃতদেহগুলো দেখবে, তারা তাঁদের দেহগুলো কবরে দেবার অনুমতি দেবে না।10যারা এই পৃথিবীতে বাস করে তারা খুশি হবে এবং আনন্দ করবে, লোকেরা একে অপরের কাছে উপহার পাঠাবে, কারণ যারা এই পৃথিবীর, তারা এই দুই জন ভাববাদীর জন্য কষ্ট পেয়েছিল। 11কিন্তু সাড়ে তিনদিন পরে ঈশ্বরের দেওয়া নিঃশ্বাস তাঁদের ভেতরে ঢুকল এবং এতে তাঁরা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, তখন যারা তাঁদের দেখল, তারা খুব ভয় পেল। 12পরে তাঁরা স্বর্গ থেকে কাউকে জোরে চিৎকার করে এই কথা বলতে শুনলেন "এখানে উঠে এস!" এবং তাঁরা তাঁদের শত্রুদের চোখের সামনেই একটা মেঘে করে স্বর্গে উঠে গেলেন।13সেই সময় ভীষণ ভূমিকম্প হল এবং সেই শহরের দশ ভাগের একভাগ ভেঙে পড়ে গেল। সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার লোক মারা গেল এবং বাকি সবাই ভয় পেয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল। 14এইভাবে দ্বিতীয় বিপদ কাটল। দেখ, তৃতীয় বিপদ তাড়াতাড়ি আসছে।15পরে সপ্তম দূত তূরী বাজালেন, তখন স্বর্গে জোরে জোরে বলা হল, "জগতের রাজ্য এখন আমাদের প্রভুর ও তাঁর খ্রীষ্টের হয়েছে। তিনি চিরকাল ধরে রাজত্ব করবেন।"16তারপর যে চব্বিশ জন নেতা ঈশ্বরের সামনে তাঁদের সিংহাসনের ওপর বসে ছিলেন তাঁরা উপুড় হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করে বললেন, 17সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, তুমি আছ এবং তুমি ছিলে। আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই কারণ তুমি তোমার ভীষণ ক্ষমতা নিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করেছ।18সব জাতি রাগ করেছে, কিন্তু তোমার রাগ দেখানোর সময় হল। মৃত লোকদের বিচার করবার সময় এসেছে, তোমার দাসদের অর্থাৎ ভাববাদীদের ও তোমার পবিত্র লোকদের এবং ছোট বড় সবাই যারা তোমায় নামে ভক্তি করে, তাদের উপহার দেবার সময় এসেছে। এছাড়া যারা পৃথিবীর ক্ষতি করেছে, তাদের ধ্বংস কারবার সময়ও এসেছে।19তারপর স্বর্গে ঈশ্বরের উপাসনা ঘরের দরজা খোলা হল এবং তাঁর উপাসনালয়ের ভেতরে তাঁর নিয়মের বাক্সটা দেখা গেল। তখন বিদ্যুৎ চমকাতে ও প্রচুর আওয়াজ করে বাজ পড়তে লাগল, ভূমিকম্প ও প্রচুর শিলাবৃষ্টি হতে লাগলো।

Chapter 12

1আর স্বর্গে এক মহান চিহ্ন দেখা গেল, একজন মহিলা ছিলেন, সূর্য্য তার বস্ত্র ও চাঁদ তার পায়ের নীচে এবং তার মাথার ওপরে বারোটি তারা দিয়ে গাঁথা এক মুকুট ছিল। 2তিনি সন্তানসম্ভবা এবং প্রসব বেদনায় চিৎকার করছিলেন সন্তান প্রসবের জন্য নিদারুন শারীরিক যন্ত্রণা পাচ্ছিলেন।3আর স্বর্গে আর এক চিহ্ন দেখা গেল, দেখ! লাল রঙের এক বিরাটাকার সাপ যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং এবং সাতটি মাথায় সাতটি মুকুট ছিল, 4আর তার লেজ দিয়ে আকাশের এক তৃতীয়াংশ তারা টেনে এনে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলল। যে মহিলা সন্তান প্রসব করতে যাচ্ছিল, সেই বিরাটাকার সাপ তার সামনে দাঁড়াল, যেন সে প্রসব করার পরই তার সন্তানকে গিলে খেয়ে নিতে পারে।5পরে সেই মহিলা “এক পুত্র সন্তানকে জন্ম দিলেন; যিনি লৌহদন্ড দিয়ে সব জাতিকে শাসন করবেন।” সেই সন্তানকে ঈশ্বরও তাঁর সিংহাসনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। 6আর সেই মহিলা নির্জন জায়গায় পালিয়ে গেল; যেখানে এক হাজার দুইশত ষাট দিন পর্যন্ত প্রতিপালিতা হবার জন্য ঈশ্বরের তৈরী তার জন্য একটি জায়গা আছে।7আর স্বর্গে যুদ্ধ হল; মীখায়েল ও তাঁর দূতেরা ঐ বিরাটাকার সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। তাতে সেই বিরাটাকার সাপ ও তার দূতেরাও যুদ্ধ করল, 8কিন্তু বিরাটাকার সাপটি জয়ী হবার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, সুতরাং স্বর্গে তাদের আর থাকতে দেওয়া হল না। 9আর সেই বিরাটাকার সাপ ও তার দূতকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হল; এ সেই পুরাতন বিরাটাকার সাপ যাকে দিয়াবল [অপবাদক] এবং শয়তান [বিপক্ষ] বলে, সে পৃথিবীর সব লোককে ভুল পথে নিয়ে যায়।10তখন আমি স্বর্গে উচ্চ রব শুনলাম, ‘এখন পরিত্রাণ ও শক্তি ও আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব এসে গেছে; কারণ যে আমাদের ভাইদের ওপর দোষ দিত, যে মন্দআত্মা দিনরাত আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের নামে দোষ দিত, তাকে উপর থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে।11আর মেষ বাচ্চার রক্ত দিয়ে এবং নিজ নিজ সাক্ষ্যের দ্বারা, তারা তাকে জয় করেছে; আর তারা মৃত্যু পর্যন্ত নিজের নিজের প্রাণকে খুব বেশি ভালবাসেনি। 12অতএব, হে স্বর্গ ও স্বর্গে যারা বাস কর, আনন্দ কর; কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের বিপর্যয় হবে; কারণ শয়তান তোমাদের কাছে নেমে এসেছে; সে খুব রেগে আছে কারণ সে জানে তার সময় আর বেশি নেই’।13পরে যখন ঐ বিরাটাকার সাপ বুঝলো তাকে পৃথিবীতে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে, তখন, যে মহিলার পুত্রসন্তান হয়েছিল, সে সেই মহিলাকে তাড়না করতে লাগল। 14তখন সেই মহিলাকে খুব বড় ঈগল পাখির দুটি ডানা দেওয়া হল, যেন সে মরূপ্রান্তে, নিজ জায়গায় উড়ে যেতে পারে, যেখানে ঐ বিশাল সাপের চোখের আড়ালে সাড়ে তিন বছর পর্যন্ত সে প্রতিপালিত হয়।15সেই সাপ নিজের মুখ থেকে জল বের করে একটা নদীর সৃষ্টি করে ফেলল যেন মহিলাকে পিছন থেকে নদীর জলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। 16আর পৃথিবী সেই মহিলাকে সাহায্য করল, পৃথিবী নিজের মুখ খুলে বিশাল সাপের মুখ থেকে জল বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেয়ে ফেলল। 17আর সেই মহিলার ওপর বিরাটাকার সাপটি খুব রেগে গেল এবং সেই মহিলার বংশের বাকি লোকদের সঙ্গে, যারা ঈশ্বরের আদেশ মেনে চলে ও যীশুর সাক্ষ্য ধরে রাখে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল। 18তখন সেই বিশাল সাপটি সমুদ্রের বালুপূর্ণ কিনারে দাঁড়াল।

Chapter 13

1আর আমি দেখলাম, “সমুদ্রের মধ্য থেকে একটি প্রাণী উঠে আসছে; তার দশটি সিং” ও সাতটি মাথা; তার সিং গুলিতে দশটি মুকুট ছিল এবং তার মাথাগুলির ওপর ঈশ্বরনিন্দার জন্য বিভিন্ন নাম লেখা ছিল। 2যে পশুকে আমি দেখলাম সেটি ছিল চিতাবাঘের মত, তার পাগুলি ভল্লুকের পায়ের মত এবং মুখটি সিংহের মত ছিল; সেই বিরাটাকার সাপটি তার নিজের শক্তি, নিজের সিংহাসন এবং বিশেষ ক্ষমতা তাকে দান করল।3পরে দেখলাম, প্রাণীটির সব মাথার মধ্যে একটা মাথায় এমন ক্ষত ছিল যার ফলে মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কিন্তু তার সেই ক্ষত সেরে গিয়েছিল; আর পৃথিবীর সব লোক আশ্চর্য্য হয়ে সেই প্রাণীটার পেছন পেছন চলল। 4আর তারা বিরাটাকার সাপকে পূজো করল, কারণ সাপটি সেই প্রাণীকে নিজের বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছিল; তারা সেই প্রাণীকেও পূজো করলো আর বলতে লাগলো, এই প্রাণীর মত কে আছে? এবং এর সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারবে?5প্রাণীটিকে এমন একটি মুখ দেওয়া হলো, যেটা গর্বের কথা ও ঈশ্বরনিন্দা করতে পারে এবং তাকে বিয়াল্লিশ মাস দেওয়া হলো যেন বিশেষ অধিকার সহ রাজত্ব করতে পারে। 6সুতরাং প্রাণীটি ঈশ্বরের নিন্দা করতে মুখ খুলল, তাঁর নামের ও তাঁর বাসস্থানের এবং স্বর্গে যারা বাস করে সবাইকে নিন্দা করতে লাগল।7ঈশ্বরের পবিত্র লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার ও তাদেরকে জয় করার ক্ষমতা প্রাণীটিকে দেওয়া হল; এবং তাকে সমস্ত জাতির লোকদের, ভাষার ও দেশের ওপরে বিশেষ কর্তৃত্ব দেওয়া হলো। 8পৃথিবীতে বাস করে সব লোক যাদের নাম জগত সৃষ্টির শুরু থেকে মেষশিশুর জীবন বইতে লেখা নেই, তারা তাকে পূজো করবে। এই মেষশিশুকে পৃথিবী সৃষ্টির আগেই মেরে ফেলার জন্য ঠিক করা হয়েছিল।9যার আছে, সে শুনুক। 10যদি কেউ যুদ্ধবন্দি হবার হয়, সে বন্দি হবে; যদি কেউ তরোয়ালের আঘাতে খুন হবার আছে, তাকে তরোয়াল দিয়ে খুন করা হবে। এ জন্য ঈশ্বরের পবিত্র মানুষের ধৈর্য্য ও বিশ্বাস দরকার।11তারপরে আমি আর একটা প্রাণীকে ভূমি থেকে উঠে আসতে দেখলাম। মেষশিশুর মত তার দুটি সিং ছিল এবং সে সেই বিরাটাকার সাপের মত কথা বলত। 12সে ঐ প্রথম প্রাণীর সব কর্তৃত্ব তার উপস্থিতিতে ব্যবহার করতে লাগলো; এবং যে প্রথম প্রাণীটির মৃত্যুজনক ক্ষত ভালো হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীকে ও পৃথিবীতে বাস করে এমন সবাইকে তাকে ঈশ্বর বলে পূজো করালো।13সে বড় বড় আশ্চর্য্য কাজ করলো; এমনকি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামিয়ে আনলো। 14এইভাবে সেই প্রথম প্রাণীর হয়ে যে সব আশ্চর্য্য কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে, তা দিয়ে সে পৃথিবীতে বাস করে মানুষদের ভুল পথে পরিচালনা করে; সে পৃথিবীর মানুষদেরকে বলে, ‘যে প্রাণীটি তলোয়ার দিয়ে আহত হয়েও বেঁচে ছিল, তার একটি প্রতিমা তৈরী কর।’15আর তাকে ওই প্রতিমাকে নিঃশ্বাস দিতে পারে এমন ক্ষমতা দেওয়া হলো, যাতে ঐ প্রাণীর মূর্তিটি কথা বলতে পারে এবং যত লোক সেই প্রাণীর প্রতিমাটি পূজো না করবে, তাদের মেরে ফেলতে পারে। 16আর সেই দ্বিতীয় প্রাণী, ছোট ও বড়, ধনী ও গরিব, স্বাধীন ও দাস, সবাইকেই ডান হাতে অথবা কপালে চিহ্ন লাগাতে বাধ্য করে; 17ঐ প্রাণীর চিহ্ন অর্থাৎ নাম বা নামের সংখ্যা যে কেউ না লাগায়, তারা কোনকিছু কিনতে বা বিক্রি করতে পারবে না।18এসব বুঝতে প্রজ্ঞা দরকার। যার মনেরর্দৃষ্টি আছে সে ঐ প্রাণীর সংখ্যা হিসাব করুক; কারণ এটা মানুষের সংখ্যা। সেই সংখ্যা হলো ছয়শো ছেষট্টি।

Chapter 14  
1পরে আমি তাকিয়ে দেখলাম আমার সামনে সেই মেষ শিশু সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর সঙ্গে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক ছিল, তাদের কপালে তাঁর নাম ও তাঁর বাবার নাম লেখা আছে। 2পরে আমি স্বর্গ থেকে বয়ে যাওয়া অনেক জলের স্রোতের মত শব্দ এবং বাজ পড়া শব্দের মত আওয়াজ শুনতে পেলাম; যে শব্দ শুনলাম, তাতে মনে হলো যে বীণা বাদকরা নিজে নিজেদের বীণা বাজাচ্ছে;3আর তারা সিংহাসনের সামনে ও সেই চার প্রাণীর ও নেতাদের সামনে নতুন একটি গান করলো; পৃথিবী থেকে কিনে নেওয়া সেই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার লোক ছাড়া আর কেউ সেই গান শিখতে পারল না। 4এরা স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ব্যভিচার করে নিজেদের অশুচি করে নি, কারণ এরা নিজেরা ব্যভিচার থেকে সূচী রেখেছেন। যে কোন জায়গায় মেষ শিশু যান, সেই জায়গায় এরা তাঁর সঙ্গে যান। এরা ঈশ্বরের ও মেষশিশুর জন্য প্রথম ফল বলে মানুষের মধ্য থেকে কিনে নেওয়া হয়েছে। 5আর তাদের মুখে কোন মিথ্যা কথা পাওয়া যায়নি; তাদের কোনো দোষ ছিল না।6আমি আর এক দূতকে আকাশের অনেক উঁচুঁতে উড়তে দেখলাম, তাঁর কাছে পৃথিবীতে বাস করে সমস্ত জাতি, বংশ, ভাষা এবং প্রজাদের কাছে প্রচারের জন্য চিরকালের স্থায়ী সুসমাচার আছে; 7তিনি চীৎকার করে বলছেন, ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁকে গৌরব কর। কারণ তাঁর বিচার করার সময় এসে গেছে; যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র এবং জলের উৎস এই সব সৃষ্টি করেছেন তাঁর পূজো কর।8পরে তাঁর পেছনে দ্বিতীয় একজন স্বর্গদূত আসলেন, তিনি বললেন, সেই মহান ব্যাবিলন যে সব জাতিকে নিজের ব্যাভিচারের মদ খাইয়েছে, সেটা ধ্বংস হয়ে গেল।9পরে তৃতীয় এক দূত আগের দূতদের পরেই আসলেন, তিনি চিৎকারে করে বললেন, যদি কেউ সেই প্রাণী ও তার প্রতিমূর্ত্তির পূজো করে এবং নিজের কপালে কি হাতে চিহ্ন নিয়ে থাকে, 10তবে তাকেও ঈশ্বরের সেই ক্রোধের মদ খেতে হবে, তাঁর রাগের পানপাত্রে জল না মিশিয়ে ক্রোধের মদ ঢেলে দেওয়া হয়েছে; যে এই মদ খাবে, পবিত্র দূতদের এবং মেষশিশুর সামনে “আগুনও গন্ধকের দ্বারা সেই লোককে যন্ত্রণা দেওয়া হবে।11যে আগুন এই লোকদের যন্ত্রণা দেবে সেই আগুনের ধোঁয়া চিরকাল জ্বলতে থাকবে; যারা সেই প্রাণীর ও তার মূর্তির পূজা করে এবং যে কেউ তার নামের চিহ্ন ব্যবহার করে, তারা দিনে কি রাতে কখনও বিশ্রাম পাবে না। 12এখানে পবিত্র লোক যারা ঈশ্বরের আদেশ ও যীশুর প্রতি বিশ্বাস মেনে চলে তাদের ধৈর্য্য দেখা যায়।13পরে আমি স্বর্গ থেকে এক জনকে বলতে শুনলাম, তুমি লেখ, ধন্য সেই মৃতেরা যারা এ পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মরেছে, হ্যাঁ, আত্মা বলছেন, তারা নিজে নিজের পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে; কারণ তাদের কাজগুলি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।14আর আমি তাকিয়ে দেখতে পেলাম সেখানে একটি সাদা মেঘ ছিল এবং সেই মেঘের উপরে মানবপুত্রের মত একজন লোক বসে ছিলেন, তাঁর মাথায় একটি সোনার মুকুট এবং তাঁর হাতে একটি ধারালো কাঁচি ছিল। 15পরে উপাসনা ঘর থেকে আর এক দূত বের হয়ে যিনি মেঘের ওপরে বসে ছিলেন, তাঁকে জোরে চীৎকার করে বললেন, “আপনার কাঁচি নিন এবং শস্য কাটতে শুরু করুন; কারণ শস্য কাটার সময় হয়েছে;” কারণ পৃথিবীর শস্য পেকে গেছে। 16তখন যিনি মেঘের ওপরে বসে ছিলেন তিনি নিজের কাঁচি পৃথিবীতে লাগালেন এবং পৃথিবীর শস্য কেটে নিলেন।17আর এক দূত স্বর্গের উপাসনা ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন; তাঁরও হাতে একটি ধারালো কাঁচি ছিল। 18আবার বেদির কাছ থেকে আর এক দূত বের হয়ে আসলেন, তাঁর আগুনের উপরে ক্ষমতা ছিল, তিনি ঐ ধারালো কাঁচি হাতে দূতকে জোরে চীৎকার করে বললেন, তোমার ধারালো কাঁচি নাও, পৃথিবীর আঙ্গুর গাছ থেকে আঙ্গুর সংগ্রহ কর, কারণ আঙ্গুর ফল পেকে গেছে।19তখন ঐ দূত পৃথিবীতে নিজের কাস্তে লাগিয়ে পৃথিবীর আঙ্গুর গাছগুলি কেটে নিলেন, আর ঈশ্বরের ক্রোধের গর্তে আঙ্গুর মাড়াই করার জন্য ফেললেন। 20শহরের বাইরে একটি গর্তে তা মাড়াই করা হলো, তাতে গর্ত থেকে রক্ত বের হলো যা ঘোড়াগুলির লাগাম পর্যন্ত উঠল, এতে এক হাজার ছয় শত তীর রক্তে ডুবে গেল।

Chapter 15  
1পরে আমি স্বর্গে আর একটি মহান এবং আশ্চর্য্য চিহ্ন দেখলাম; সাতজন স্বর্গদূত তাদের হাতে সাতটি আঘাত (ঈশ্বর প্রদত্ত সন্তাপ) নিয়ে আসতে দেখলাম; যেগুলো হলো শেষ আঘাত, কারণ সেগুলো দিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধ শেষ হবে।2আমি একটি আগুন মেশানো কাচের সমুদ্র দেখতে পেলাম; এবং যারা সেই প্রাণী এবং তার প্রতিমূর্ত্তি ও তার নামের সংখ্যার ওপরে জয়লাভ করেছে তারা ঐ কাচের সমুদ্রের কিনারায় ঈশ্বরের দেওয়া বীণা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে।3আর তারা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশিশুর এই গীত গাইছিল, 4হে প্রভু, কে না তোমাকে ভয় করবে?5আর তারপরে আমি দেখলাম, স্বর্গে সেই উপাসনা ঘরটা সাক্ষ্য তাঁবুটা খোলা হল; 6তারপর সেই সাতজন স্বর্গদূত সাতটি আঘাত নিয়ে ওই উপাসনা ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, তাঁদের পরনে ছিল পরিষ্কার ও উজ্জ্বল ঝক ঝকে পোশাক এবং তাঁদের বুকে সোনার বেল্ট ছিল।7পরে চারটি প্রাণীর মধ্যে একটি প্রাণী সেই সাতটি স্বর্গদূতকে সাতটি সোনার বাটি দিলেন, সেগুলি যুগে যুগে জীবিত ঈশ্বরের ক্রোধে পূর্ণ ছিল। 8তাতে ঈশ্বরের প্রতাপ থেকে ও তাঁর শক্তি থেকে যে ধোঁয়া বের হচ্ছিল সেই ধোঁয়ায় পবিত্র উপাসনা ঘরটা ভরে গেল; আর সেই সাতটি স্বর্গদূতের সাতটি আঘাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ উপাসনা ঘরে ঢুকতে পারল না।

Chapter 16  
1আমি উপাসনা ঘর থেকে এক চীৎকার শুনতে পেলাম, একজন জোরে সেই সাতটি স্বর্গদূতকে বলছেন, তোমরা যাও এবং ঈশ্বরের ক্রোধের ঐ সাতটি বাটি পৃথিবীতে ঢেলে দাও।2তখন প্রথম দূত গিয়ে পৃথিবীর উপরে নিজের বাটি ঢেলে দিলেন, ফলে সেই প্রাণীটার চিহ্ন যাদের গায়ে ছিল এবং তার মূর্তির পূজো করত মানুষদের গায়ে খুব খারাপ ও বিষাক্ত ঘা দেখা দিল।3পরে দ্বিতীয় দূত সমুদ্রের ওপরে নিজের বাটি ঢেলে দিলেন, তাতে সেটি মরা লোকের রক্তের মত হলো এবং সমুদ্রের সব জীবিত প্রাণী মরে গেল।4তৃতীয় দূত গিয়ে নদনদী ও জলের ফোয়ারার ওপরে নিজের বাটি ঢাললেন, ফলে সেগুলো রক্তের নদী ও ফোয়ারা হয়ে গেল। 5জলের উপর যে স্বর্গদূতের ক্ষমতা ছিল তাকে আমি বলতে শুনলাম, হে পবিত্র, তুমি আছ ও তুমি ছিলে, তুমি ন্যায়বান, কারণ তুমি এই রকম বিচার করছ; 6কারণ তারা ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের ও ভাববাদীদের খুন করেছে; তুমি তাদেরকে পান করার জন্য রক্ত দিয়েছ; এটাই তাদের জন্য উপযুক্ত। 7পরে আমি বেদি থেকে উত্তর দিতে শুনলাম, হ্যাঁ, প্রভু সর্বশক্তিমান , সবার শাসনকর্তা, তোমার বিচারগুলি সত্য ও ন্যায়বান।8চতুর্থ স্বর্গদূত তাঁর নিজের বাটি সুর্য্যের ওপরে ঢেলে দিলেন এবং আগুন দিয়ে মানুষকে পুড়িয়ে মারার অনুমতি তাকে দেওয়া হল। 9ভীষণ তাপে মানুষের গা পুড়ে গেল এবং এই সব আঘাতের উপরে যাঁর ক্ষমতা আছে, সেই ঈশ্বরের নামের নিন্দা করতে লাগলো; তাঁকে গৌরব করার জন্য তারা মন ফেরাল না।10পরে পঞ্চম স্বর্গদূত সেই প্রাণীর সিংহাসনের উপরে নিজের বাটি ঢেলে দিলেন; তাতে শয়তানের রাজ্য অন্ধকারে ঢেকে গেল এবং মানুষেরা যন্ত্রণায় তাদের নিজ নিজ জিভ কামড়াতে লাগলো। 11তাদের যন্ত্রণা ও ঘায়ের জন্য তারা স্বর্গের ঈশ্বরের নিন্দা করতে লাগলো, তবুও তারা নিজেদের মন্দ কাজ থেকে মন ফেরালো না।12ষষ্ঠ স্বর্গদূত ইউফ্রেটীস মহানদীর উপর নিজের বাটি উপুড় করে ঢেলে দিলেন এবং এই নদীর জল শুকিয়ে গেল, যেন পূর্ব দিক থেকে রাজাদের আসার জন্য রাস্তা তৈরী করা যেতে পারে। 13পরে আমি দেখতে পেলাম, সেই বিরাটাকার সাপের মুখ থেকে, প্রাণীটির মুখ থেকে এবং ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে ব্যাঙের মত দেখতে তিনটে মন্দ আত্মা বের হয়ে আসছে। 14কারণ তারা হলো ভূতেদের আত্মা নানা চিহ্ন ও আশ্চর্য্য কাজ করে; তারা পৃথিবীর সব রাজাদের কাছে গিয়ে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সেই মহান দিনে যুদ্ধের জন্য মন্দ আত্মাদের জড়ো করে।15দেখ, আমি চোরের মত আসবো; ধন্য সেই ব্যক্তি যে জেগে থাকে এবং নিজের কাপড় পরে থাকে যেন সে উলঙ্গ না হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং লোকে তার লজ্জা না দেখে। 16তারা রাজাদের এক জায়গায় জড়ো করলো যে জায়গার নাম ইব্রীয় ভাষায় হরমাগিদোন বলে।17পরে সপ্তম স্বর্গদূত আকাশের বাতাসের ওপরে নিজ বাটি ঢেলে দিলেন, তখন উপাসনা ঘরের সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা গুলি বলা হলো, ‘এটা করা হয়েছে’। 18আর তখন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো, বিকট শব্দ ও বাজ পড়তে লাগলো এবং এমন এক ভূমিকম্প হল যা পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির পর থেকে কখনও হয়নি, এটা খুব ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ছিল। 19ফলে সেই মহান শহরটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং নানা জাতির শহরগুলি ভেঙে পড়ল; তখন ঈশ্বর সেই মহান বাবিলনকে মনে করলেন এবং ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের মদ পূর্ণ পেয়ালা বাবিলকে পান করতে দিলেন।20প্রত্যেকটি দ্বীপ তখন অদৃশ্য হয়ে গেল এবং পর্বত গুলিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। 21আর আকাশ থেকে মানুষের ওপর বড় বড় শীল বৃষ্টির মত পড়ল, তার এক একটির ওজন প্রায় এক তালন্ত (প্রায় ছত্রিশ কেজি); এই শিলাবৃষ্টিতে আঘাত পেয়ে মানুষেরা ঈশ্বরের নিন্দা করল; কারণ সেই আঘাত খুব ভয়ানক ছিল।

Chapter 17  
1যাঁদের হাতে সাতটি বাটি ছিল ঐ সাতজন দূতের মধ্যে থেকে একজন দূত এসে আমাকে বললেন, এসো, “যে মহাবেশ্যা অনেক জলের ওপরে বসে আছে” আমি তোমাকে তার শাস্তি দেখাবো, 2“পৃথিবীর রাজারা যার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে এবং যারা এই পৃথিবীতে বাস করে তারা তার ব্যাভিচারের আঙ্গুর রসে মাতাল হয়েছিল”।3সেই স্বর্গদূত আমাকে মরূপ্রান্তে নিয়ে গেলেন তখন আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলাম; এবং একটি লাল রঙের প্রাণীটির ওপর এক স্ত্রীলোককে বসে থাকতে দেখলাম; সেই প্রাণীটার গায়ে ঈশ্বরনিন্দা করার জন্য অনেক নাম লেখা ছিল এবং তার সাতটি মাথা ও দশটি শিং ছিল। 4আর সেই স্ত্রীলোকটী বেগুনী ও লাল রঙের পোশাক পরেছিল এবং সোনার, দামী পাথর, মণি ও মুক্তা পরেছিল এবং তার হাতে অপবিত্র জিনিস ও ব্যভিচারের ময়লা ভরা একটা সোনার বাটি ছিল। 5আর তার কপালে এক গুপ্ত সত্যের নাম লেখা ছিল, ‘হে মহান ব্যাবিলন, পৃথিবীর বেশ্যাদের ও ঘৃণার জিনিসের মা।’6আর আমি দেখলাম যে, সেই স্ত্রীলোকটী ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের রক্ত এবং যীশুর সম্বন্ধে সাক্ষী দিয়েছে যারা তাদের রক্ত খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। আমি যখন তাকে দেখলাম খুব আশ্চর্য্য হলাম। 7আর সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, তুমি কেন অত্যন্ত অবাক হোচ্ছ ? আমি ওই স্ত্রীলোকটীর এবং সেই প্রাণীটি যে তাকে বয়ে নিয়ে যায়, যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং আছে তাদের গোপন মানে বুঝিয়ে বলব।8তুমি যে প্রাণীকে দেখেছিলে, সে বর্তমানে নেই; কিন্তু সে অতল গর্ত থেকে উঠে এসে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। আর পৃথিবীতে যত লোক বাস করে, যাদের নাম জগত সৃষ্টির প্রথম থেকে জীবন পুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন সেই প্রাণীটিকে দেখবে যে আগে ছিল কিন্তু এখন নেই অথচ আবার দেখা যাবে, তখন সবাই অবাক হয়ে যাবে।9এটাকে বলে মন যার মধ্যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান আছে। ওই সাতটি মাথা হলো সাতটি পাহাড় যার ওপর স্ত্রীলোকটী বসে আছে; আবার সেই সাতটা মাথা হলো সাতটি রাজা; 10তাদের মধ্যে পাঁচ জন আগেই শেষ হয়ে গেছে, এখনও একজন আছে, আর অন্যজন এখনো আসেনি; যখন সে আসবে সে অল্প সময়ের জন্য থাকবে।11আর যে প্রাণীটি ছিল, এখন সে নেই, সে নিজে হলো অষ্টত্বম রাজা কিন্তু সে সেই সাতজন রাজার মধ্যে একজন এবং সে চিরকালের জন্য ধ্বংস হবে।12আর তুমি যে দশটি শিং দেখেছিলে সেগুলি হলো দশ জন রাজা যারা এখনো পর্যন্ত কোনো রাজ্য পায়নি, কিন্তু সেই প্রাণীটির সঙ্গে এক ঘন্টার জন্য রাজাদের মত রাজত্ব করার কর্তৃত্ব পাবে। 13এদের সবার মন এক এবং তাদের নিজেদের শক্তি ও কর্তৃত্ব সেই প্রাণীটিকে দেবে। 14তারা মেষশিশুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষ শিশু তাদেরকে জয় করবেন, কারণ “তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা;” এবং যাঁরা মনোনীত হয়েছে যাদের বেছে নেওয়া হয়েছে ও বিশ্বস্ত, তারাই তাঁর সঙ্গে থাকবেন।15আর সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, তুমি যে জল দেখলে যেখানে ওই বেশ্যা বসে আছে, সেই জল হলো মানুষ, জনসাধারণ, জাতিবৃন্দ ও অনেক ভাষা।16আর যে দশটি শিং এবং প্রাণীটি তুমি দেখলে তারা সবাই সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে এবং তাকে জনশূন্য ও উলঙ্গ করবে তার মাংস খাবে এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে আগুনে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলবে। 17এর কারণ হলো ঈশ্বর তাদের মনে এমন ইচ্ছা দিলেন, যেন তাঁরই বাক্য সফল হয় এবং একমনা হয়; আর যতক্ষণ না ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণ হয়, সেই পর্যন্ত নিজ নিজ রাজ্যের কর্তৃত্ব সেই প্রাণীটিকে দেয়।18আর তুমি যে স্ত্রীলোককে দেখেছিলে সে হলো সেই নাম করা শহর যে পৃথিবীর রাজাদের ওপরে কর্তৃত্ব করছে।

Chapter 18  
1এসবের পরে আর একজন স্বর্গদূতকে আমি স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম; তার মহান কর্তৃত্ব ছিল এবং পৃথিবী তার মহিমায় আলোকিত হয়ে উঠল। 2তিনি জোরে চেঁচিয়ে বললেন, ‘সেই নাম করা বাবিলন ধ্বংস হয়ে গেছে'; সেটা ভূতদের থাকার জায়গা হয়েছে আর সব মন্দ আত্মার আড্ডাখানা এবং অশুচি ও জঘন্য পাখীর বাসা হয়েছে। 3কারণ সমগ্র জাতি তার বেশ্যা কাজের ভয়ঙ্কর মদ পান করেছে এবং পৃথিবীর সব রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে এবং পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার বিলাসিতার শক্তির জন্য ধনী হয়েছে।4তখন আমি স্বর্গ থেকে আর একটা বাক্য শুনতে পেলাম, ‘হে আমার জনগণ, তোমরা ওই বাবিলন থেকে বের হয়ে এসো, যেন তোমরা তার পাপের ভাগী না হও, সুতরাং তার যে সব আঘাত তোমাদের ভোগ না করতে হয়। 5কারণ তার পাপ স্বর্গ পর্যন্ত উঁচু হয়ে গেছে এবং ঈশ্বর তার মন্দ কাজের কথা মনে করেছেন। 6সে যেমন অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করত তোমরাও তার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার কর; এবং তার কাজ অনুযায়ী তাকে দ্বিগুন প্রতিফল দাও, যে গ্লাসে সে অন্যদের জন্য মদ মেশাত, সেই গালাসে তার জন্য দ্বিগুন পরিমাণে মদ মিশিয়ে তাকে দাও।7সে নিজে নিজের বিষয়ে যত গৌরব করেছে ও বিলাসিতায় বাস করেছে, তাকে ঠিক ততটা যন্ত্রণা ও দুঃখ দাও। কারণ সে মনে মনে ভাবে, আমি রাণীর মত সিংহাসনে বসে আছি, আমি একজন বিধবা নয় এবং আমি কখনও দুঃখ দেখব না। 8এই কারণে এক দিনে তার সব আঘাত যেমন মৃত্যু, দুঃখ ও দূর্ভিক্ষ তার ওপরে পড়বে; এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ তাকে যে বিচার করবেন তিনি হলেন শক্তিমান প্রভু ঈশ্বর।9পৃথিবীর যে সব রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে ও জাঁকজমক করে বাস করেছে, তারা তার পুড়িয়ে ফেলার সময় ধুমা দেখে তার জন্য কাঁদবে এবং দুঃখ করবে; 10তারা তার কষ্ট দেখে ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে হায় বাবিলন হায়! সেই নাম করা শহর বাবিল, ক্ষমতায় পরিপূর্ণ সেই শহর! এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার শাস্তি এসে গেছে।11পৃথিবীর ব্যবসায়ীরাও তার জন্য কাঁদবে এবং দুঃখ করবে কারণ তাদের ব্যবসায়ের জিনিসপত্র আর কেউ কিনবে না; 12তাদের ব্যবসার জিনিসপত্র গুলি হলো সোনা, রূপ, দামী পাথর, মুক্ত, মসীনা কাপড়, বেগুনী রঙের কাপড়, রেশমি কাপড়, লাল রঙের কাপড়; সব রকমের চন্দন কাঠ, হাতির দাঁতের সব রকমের পাত্র, দামী কাঠের এবং পিতলের, লৌহের ও মার্বেল পাথরের সব রকমের তৈরী জিনিস, 13এবং দারুচিনি, এলাচি, ধূপ, আতর ও গন্ধরস, কুন্দুরু, মদিরা, তৈল, উত্তম ময়দা ও গম, পশু, ভেড়া; এবং ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী রথ, দাস ও মানুষের আত্মা।14যে ফল তুমি প্রত্যাশিত করতে চেয়েছিলে তা তোমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে এবং তোমার জাঁকজমক ও সব ধন নষ্ট হয়ে গেছে; লোকেরা সে সব আর কখনও পাবে না।15ঐ সব জিনিসের ব্যবসা করে ব্যবসায়ীরা যারা ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণা এবং দুঃখ দেখে সেই ব্যবসায়ীরা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর কাঁদতে কাঁদতে বলবে, 16হায়! হায়! সেই মহান শহর মসীনা কাপড়, বেগুনী ও লাল রঙের কাপড় পরা এবং সোনা ও দামী পাথর এবং মুক্তায় সাজগোজ করা সেই নাম করা শহর; 17এক ঘন্টার মধ্যেই সেই মহাসম্পত্তি ধ্বংস হয়ে গেছে। জাহাজের প্রত্যেক প্রধান কর্মচারী, ও জলপথের যাত্রীরা এবং নাবিকরা ও সমুদ্র ব্যবসায়ীরা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো,18তাকে পোড়াবার সময় ধোঁয়া দেখে তারা জোরে চিৎকার করে বলল, সেই নাম করা শহরের মত আর কোনো শহর আছে? 19আর তারা মাথায় ধূলো দিয়ে কেঁদে কেঁদে ও দুঃখ করতে করতে জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, হায়! হায়! সেই নাম করা শহর, যার ধন দিয়ে সমুদ্রের ব্যবসায়ীরা জাহাজের মালিকরা সবাই বড়লোক হয়েছিল; আর সেটা এক ঘন্টার মধ্যেই সে ধ্বংস হয়ে গেল। 20হে স্বর্গ, হে পবিত্র লোকেরা, হে প্রেরিতরা, হে ভাববাদীরা, তোমরা সবাই তার জন্য আনন্দ কর; কারণ সে তোমাদের ওপর যে অন্যায় করেছে, ঈশ্বর তার বিচার করেছেন।21পরে শক্তিশালী একজন স্বর্গদূত একটা বড় যাঁতার মত পাথর নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এরই মত মহান শহর বাবিলনকে ফেলে দেওয়া হবে, আর কখনও তার দেখা পাওয়া যাবে না। 22যারা বীণা বাজায়, যারা গান গায়, যারা বাঁশী বাজায় ও তূরী বাজায় তাদের শব্দ তোমার মধ্যে আর কখনও শোনা যাবে না; এবং আর কখনও কোন রকম শিল্পীকে তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে না; এবং যাঁতার শব্দ আর কখনও তোমার মধ্যে শোনা যাবে না;23আর কখনও তোমার মধ্যে মোমবাতির আলো জ্বলবে না; এবং বর কন্যার গলার আওয়াজও আর কখনও তোমার মধ্যে শোনা যাবে না; কারণ তোমার ব্যবসায়ীরা পৃথিবীর মধ্যে অধিকারী ছিল এবং সব জাতি তোমার জাদূতে প্রতারিত হত। 24ভাববাদীদের ও ঈশ্বরের পবিত্র মানুষদের রক্ত এবং যত লোককে পৃথিবীতে মেরে ফেলা হয়েছিল তাদের রক্ত তার মধ্যে পাওয়া গেল।

Chapter 19  
1এই সবের পরে আমি স্বর্গ থেকে অনেক লোকের ভিড়ের শব্দ শুনতে পেলাম, তাঁরা বলছিলেন "হাল্লেলূইয়া, পরিত্রাণ ও গৌরব, ও ক্ষমতা সবই আমাদের ঈশ্বরের; 2কারণ তার বিচারগুলি সত্য ও ন্যায়বান; কারণ যে মহাবেশ্যা নিজের ব্যভিচার দিয়ে পৃথিবীকে দুষিত করেছিল, ঈশ্বর তার নিজের হাতে বিচার করেছেন এবং তার নিজের দাসদের রক্তের প্রতিশোধ তার ওপর নিয়েছেন।3তাঁরা দ্বিতীয়বার বললেন, "হাল্লিলূয়া; চিরকাল ধরে তার মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠতে থাকবে"। 4ঈশ্বর, যিনি সিংহাসনে বসে আছেন তাঁকে পরে সেই চব্বিশ জন নেতা ও চারটি জীবিত প্রাণী মাথা নিচু করে প্রণাম করে বললেন, আমেন; হাল্লিলূয়া।5তখন সেই সিংহাসন থেকে একজন বললেন, "আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা কর, হে ঈশ্বরের দাসেরা, তোমরা যারা তাঁকে ভয় কর, তোমরা ছোট কি বড় সকলে আমাদের ঈশ্বরের গৌরব গান কর"।6আবার আমি অনেক মানুষের ভিড়ের শব্দ, জোরে বয়ে যাওয়া জলের স্রোতের শব্দ এবং খুব জোরে বাজ পড়ার শব্দের মত এই কথা শুনতে পেলাম, "হাল্লেলূয়া! কারণ ঈশ্বর প্রভু যিনি সর্বশক্তিমান তিনি রাজত্ব শুরু করেছেন।7এসো আমরা মনের খুশিতে আনন্দ করি এবং তাঁকে গৌরব দিই, কারণ মেষশিশুর বিয়ের সময় এসে গেছে এবং তাঁর কন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন"। 8তাঁকে উজ্জ্বল, পরিষ্কার এবং মিহি মসীনা কাপড় পরার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, কারণ মসীনা কাপড় হলো তার পবিত্র মানুষদের ধার্মিক আচরণ।9পরে সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, তুমি এই কথা লেখ, ধন্য তারা যাদেরকে মেষশিশুর বিয়ের ভোজে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি আমাকে আরও বললেন, এ সব ঈশ্বরের কথা এবং সত্য কথা। 10তখন আমি তাঁকে প্রণাম করার জন্য তাঁর পায়ের ওপর শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, এমন কাজ কর না; আমি তোমার সঙ্গে এবং তোমার যে ভাইয়েরা যারা যীশুর সাক্ষ্য ধরে রাখে তাদের মতই এক দাস; ঈশ্বরকেই প্রণাম কর; কারণ যীশুর সাক্ষ্য হলো ভাববাণীর আত্মা।11তখন আমি দেখলাম স্বর্গ খোলা আছে এবং আমি সাদা রঙের একটা ঘোড়া দেখতে পেলাম, আর যিনি সেই ঘোড়ার উপর বসে আছেন তিনি বিশ্বস্ত ও সত্য নামে পরিচিত। তিনি ন্যায়ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করেন। 12তাঁর চক্ষু জ্বলন্ত আগুনের শিখার মত এবং তাঁর মাথায় অনেকগুলি মুকুট আছে; তাঁর গায়ে একটা নাম লেখা আছে যেটা তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ জানে না। 13তাঁর পরনে রক্তে ডুবান কাপড় ছিল এবং তার নাম ছিল “ঈশ্বরের বাক্য”।14আর স্বর্গের সৈন্যদল সাদা পরিষ্কার এবং মসীনা কাপড় পরে সাদা রঙের ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে যাচ্ছিল। 15আর তাঁর মুখ থেকে এক ধারালো তরবারি বের হচ্ছিল যেন সেটা দিয়ে তিনি জাতিকে আঘাত করতে পারেন; আর তিনি লোহার রড দিয়ে তাদেরকে শাসন করবেন; এবং তিনি সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ স্বরূপ পায়ে আঙ্গুর মাড়াই করবেন। 16তাঁর পোশাকে এবং ঊরুতে একটা নাম লেখা আছে, তা হলো “রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু”।17আমি একজন দূতকে সূর্য্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম; আর তিনি খুব জোরে চীৎকার করে আকাশের মধ্য দিয়ে যে সব পাখী উড়ে যাচ্ছিল সে সব পাখিকে বললেন, এস ঈশ্বরের মহা অনুষ্ঠান খাওয়ার জন্য একসঙ্গে জড়ো হও। 18এস রাজাদের মাংস, সেনাপতির মাংস, শক্তিমান্ লোকদের মাংস, ঘর ও আরোহীদের মাংস এবং স্বাধীন ও দাস, ছোটো ও বড় সব মানুষের মাংস খাও।19পরে আমি দেখলাম, যিনি ঘোড়ার ওপর বসে ছিলেন তাঁর ও তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সেই প্রাণীটি ও পৃথিবীর রাজারা ও তাদের সৈন্যরা একসঙ্গে জড়ো হল। 20সেই প্রাণীকে ধরা হলো এবং যে ভণ্ড ভাববাদী তার সামনে আশ্চর্য্য কাজ করত এবং প্রাণীটির চিহ্ন সবাইকে গ্রহণ করাত ও তার প্রতিমার পূজো করাত এবং তাদের ভুল পথে চালনা করত সেও তার সঙ্গে ধরা পড়ল; তাদের দুজনকেই জীবন্ত জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের সমুদ্রে ফেলা হলো।21আর বাকি সবাইকে যিনি সেই সাদা ঘোড়ার ওপরে বসে ছিলেন তাঁর মুখ থেকে বের হওয়া তরবারি দিয়ে মেরে ফেলা হলো; আর সব পাখিরা তাদের মাংস খেয়ে নিল।

Chapter 20  
1পরে আমি স্বর্গ থেকে একজন স্বর্গদূতকে নেমে আসতে দেখলাম, তাঁর হাতে ছিল গভীর গর্তের চাবি এবং একটি বড় শিকল। 2তিনি সেই বিরাটাকার সাপটিকে ধরলেন; এটা সেই পুরাতন সাপ, যাকে দিয়াবল [অপবাদক] ও শয়তান [বিপক্ষ] বলে; তিনি তাকে এক হাজার বৎসরের জন্য বেঁধে রাখলেন, 3আর তাকে সেই গভীর গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে সেই জায়গার মুখ বন্ধ করে সীলমোহর করে দিলেন; যেন ঐ এক হাজার বৎসর শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে জাতিদের আর প্রতারণা না করতে পারে; তারপরে অল্প কিছু সময়ের জন্য তাকে অবশ্যই ছাড়া হবে।4পরে আমি কতকগুলো সিংহাসন দেখলাম; সেগুলির উপর যারা বসে ছিলেন তাঁদের হাতে বিচার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। আর যীশুর সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের জন্য যাদের গলা কেটে মেরে ফেলা হয়েছিল এবং যারা সেই প্রাণীটিকে ও তার মূর্তিকে পূজো করে নি এবং নিজ নিজ কপালে ও হাতে তার ছবি ও চিহ্ন গ্রহণ করে নি তাদের প্রাণও দেখলাম; তারা জীবিত হয়ে এক হাজার বৎসর খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করল।5হাজার বৎসর শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাকি মৃত মানুষেরা জীবিত হল না। এটা হলো প্রথম পুনরুত্থান। 6যারা এই প্রথম পুনরুত্থানের অংশী হয়, সে ধন্য ও পবিত্র; তাদের ওপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু তারা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হবে এবং সেই হাজার বৎসর খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করবে।7যখন সেই হাজার বৎসর শেষ হবে, শয়তানকে তার জেলখানা থেকে মুক্ত করা যাবে। 8তখন সে “পৃথিবীর চারদিকে বাস করে জাতিদের অর্থাৎ গোগ ও মাগোগকে”, প্রতারণা করে যুদ্ধের জন্য একসঙ্গে তাদের জড়ো করতে বের হবে। তাদের সংখ্যা সমুদ্রের বালির মত অসংখ্য।9আমি দেখলাম তারা ভূমির সকল জায়গায় ঘুরে এসে ঈশ্বরের পবিত্র লোকদের থাকার জায়গা এবং প্রিয় শহরটা ঘেরাও করলো; কিন্তু “স্বর্গ থেকে আগুন এসে তাদের নষ্ট করল। 10আর সেই শয়তান যে তাদের প্রতারণা করেছিল তাকে গন্ধকের ও আগুনের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো যেখানে সেই প্রাণীটি এবং ভণ্ড ভাববাদীকেও ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর তারা চিরকাল সেখানে দিনরাত ধরে যন্ত্রণা ভোগ করবে।11তখন আমি একটি বড় সাদা রঙের সিংহাসন এবং যিনি তার ওপরে বসে আছেন তাঁকে দেখতে পেলাম; তাঁর সামনে থেকে পৃথিবী ও আকাশ পালিয়ে গেল কিন্তু তাদের যাওয়ার জন্য আর জায়গা ছিল না। 12আর আমি মৃতদের দেখলাম, ছোট ও বড় সব লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে; পরে কয়েকটা বই খোলা হলো এবং আর একটি বইও অর্থাৎ জীবন বই খোলা হলো। বইগুলিতে যেমন লেখা ছিল তেমনি মৃতদের এবং নিজের নিজের কাজ অনুযায়ী তাদের বিচার করা হলো।13পরে সমুদ্রের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল তাদের সমুদ্র নিজে তুলে দিল এবং মৃত্যু ও নরক নিজেদের মধ্যে যে সব মৃত লোকেরা ছিল তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এবং সব মৃতদের তাদের কাজ অনুসারে বিচার করা হলো। 14আর মৃত্যু ও নরকে আগুনের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো; এই আগুনের সমুদ্র হলো- দ্বিতীয় মৃত্যু। 15আর যদি কারোর নাম জীবন বইয়ে লেখা পাওয়া গেল না, তাকে আগুনের সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হলো।

Chapter 21  
1তারপরে আমি একটা নতুন আকাশ এবং একটা নতুন পৃথিবী দেখতে পেলাম, কারণ প্রথমের আকাশ ও প্রথমের পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে এবং সমুদ্রও আর ছিল না। 2আর আমি পবিত্র শহরকে এবং নতুন যিরূশালেমকে স্বর্গের মধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসতে দেখলাম; আর বরের জন্য সাজানো কন্যের মত এই শহরকে সাজানো হয়েছিল।3পরে আমি সিংহাসন থেকে একটা জোরে কন্ঠস্বর শুনতে পেলাম, দেখ, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের এখন থাকার বাসস্থান হয়েছে এবং তিনি তাদের সঙ্গে বাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর নিজে মানুষের সঙ্গে থাকবেন এবং তিনি তাদের ঈশ্বর হবেন। 4তাদের সব চোখের জল তিনি মুছে দেবেন এবং মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না এবং ব্যাথাও আর থাকবে না; কারণ আগের জিনিসগুলি সব শেষ হয়ে গেছে।5আর যিনি সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, দেখ, আমি সবই নতুন করে তৈরী করছি। তিনি আরও বললেন, লেখ কারণ এ সব কথা বিশ্বস্ত ও সত্য। 6পরে তিনি আমাকে আবার বললেন, সব কিছুই করা হয়েছে! আমিই আলফা এবং ওমেগা, শুরু এবং শেষ; যার পিপাসা পেয়েছে তাকে আমি মূল্য ছাড়াই জীবন জলের ঝরণা থেকে জল দেবো।7যে জয় করবে সে এই সব কিছুর উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার ঈশ্বর হব ও সে আমার পুত্র হবে। 8কিন্তু যারা ভীরু বা অবিশ্বাসী, ঘৃণার যোগ্য, খুনী, ব্যভিচারী, জাদুকর বা প্রতিমা পূজারী, তাদের এবং সব মিথ্যাবাদীর জায়গা হবে আগুনে এবং গন্ধকে জলন্ত আগুনের সমুদ্রে। এটাই হলো দ্বিতীয় মৃত্যু।9যে সাতজন স্বর্গদূতের কাছে সাতটি শেষ আঘাতে ভরা সাতটি বাটি ছিল, তাঁদের মধ্যে একজন স্বর্গদূত আমার কাছে এসে বললেন, এখানে এসো, আমি সেই কনে অর্থাৎ মেষশিশুর স্ত্রীকে তোমাকে দেখাবো। 10তারপর আমি যখন আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলাম তখন সেই স্বর্গদূত আমাকে এক বড় এবং উঁচু পাহাড়ের উপর নিয়ে গিয়ে পবিত্র শহর যিরূশালেমকে দেখালেন, সেটি স্বর্গের ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছিল।11যিরুশালেম ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ, তাহার আলো বহু মূল্য মণির মত, উজ্জ্বলতা যেমন সূর্য্যকান্ত মণির মত ও হীরের মত স্বচ্ছ। 12এই শহরের বড় ও উঁচু দেয়াল ছিল এবং তাতে বারটি ফটক (দরজা) এবং ফটকগুলোতে বারটি স্বর্গদূত ছিল। এবং ফটকগুলোতে ইস্রায়েল সন্তানদের বারটি বংশের নাম লেখা ছিল। 13ফটকগুলো পূর্ব্বদিকে তিনটে, উত্তরদিকে তিনটে, দক্ষিণদিকে তিনটে ও পশ্চিমদিকে তিনটে ছিল।14আর সেই শহরের দেয়ালে বারটি খুঁটি ছিল এবং সেগুলির ওপরে মেষশিশুর বারো জন প্রেরিতের বারটি নাম ছিল। 15আর যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁর হাতে ওই শহর, তার ফটকগুলি এবং দেয়াল মাপার জন্য একটা সোনার মাপকাঠি ছিল।16শহরটি বর্গাকার অর্থাৎ চৌকো ছিল তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান ছিল। তিনি সেই মাপকাঠি দিয়ে শহরটি মাপলে পর দেখা গেল সেটা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দুই হাজার চারশো কিলোমিটার, তার দৈর্ঘ্য, প্রস্ত ও উচ্চতা এক সমান ছিল। 17পরে তিনি দেয়ালটা মাপলে পর, সেটার উচ্চতা একশো চুয়াল্লিশ হাত হল মানুষ যে ভাবে মাপে সেই স্বর্গদূত সেই ভাবেই মেপেছিলেন।18হীরে দিয়ে দেয়ালটি তৈরী ছিল এবং শহরটি পরিষ্কার কাঁচের মত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরী ছিল। 19সেই শহরের দেওয়ালের খুঁটিগুলি সব রকম দামী পাথরের তৈরী ছিল; প্রথম খুঁটিটি হীরের, দ্বিতীয়টা নীলকান্তের, তৃতীয়টা তাম্রমণির, 20চতুর্থটা পান্নার, পঞ্চম বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয় মণির, সপ্তম স্বর্ণমণির, অষ্টম গোমেদকের, নবম পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের, একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটাহেলার।21আর বারটা ফটক বারটি মুক্ত ছিল, প্রত্যেকটি ফটক এক একটি মুক্ত দিয়ে তৈরী ছিল। শহরটির রাস্তা ছিল পরিষ্কার কাঁচের মত খাঁটি সোনার তৈরী। 22আর আমি শহরের মধ্যে কোন উপাসনা ঘর দেখতে পেলাম না; কারণ সর্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষ শিশু নিজেই ছিলেন তার উপাসনা ঘর।23“আর সেই শহরে আলো দেবার জন্য সুর্য্যের বা চাঁদের কিছু প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বরের মহিমাই সেখানে আলো করে এবং মেষ শিশু সেই শহরের বাতি। 24আর জাতিরা সব এই শহরের আলোতে চলাচল করবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাদের নিজের নিজের সম্পত্তি (প্রতাপ) নিয়ে আসবেন। 25ঐ শহরের ফটকগুলি দিনেরবেলায় কখনও বন্ধ হবে না এবং সেখানে রাতও হবে না।26সব জাতির সম্পত্তি এবং সম্মান তার মধ্যে নিয়ে আসবে। 27আর অশুচি কিছু অথবা জঘন্য কাজ করে ও মিথ্যা কথা বলে কোনো লোক সেখানে ঢুকতে পারবে না; শুধুমাত্র মেষশিশুর জীবন-বইটিতে যাদের নাম লেখা আছে, তারাই শুধু ঢুকতে পারবে।

Chapter 22  
1তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন জলের নদী দেখালেন, সেটি স্ফটিকের মত চকচকে ছিল এবং সেটা ঈশ্বরের ও মেষশিশুর সিংহাসন থেকে বের হয়ে সেখানকার রাস্তার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল; 2“নদীর দুই ধারেই জীবনগাছ ছিল, সেগুলিতে বারো মাসেই বারো রকমের ফল ধরে এবং সেই গাছের পাতা সব জাতির সুস্থতার জন্য ব্যবহার হয়।3আর কোন অভিশাপ থাকবে না। আর ঈশ্বরের ও মেষশিশুর সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর দাসেরা তাঁকে সেবাযত্ন করবে। 4ও তারা তাঁর মুখ দেখবে এবং তাদের কপালে তাঁর নাম থাকবে। 5সেখানে আর রাত থাকবে না এবং বাতির আলো কিম্বা সুর্য্যের আলো কিছুই দরকার হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বর নিজেই তাদের আলো হবেন; এবং তারা চিরকাল রাজত্ব করবে।6পরে সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, এই সব বাক্য বিশ্বস্ত ও সত্য; এবং যা কিছু অবশ্যই শীঘ্র ঘটতে চলেছে, তা নিজের দাসদের দেখাবার জন্য প্রভু, ভাববাদীদের আত্মাও সকলের ঈশ্বর তাঁর নিজের স্বর্গদূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। 7দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি, ধন্য সেই যে এই বইয়ের সব ভবিষ্যৎ বাক্য মেনে চলে।8আমি যোহন এই সবগুলি দেখেছি ও শুনেছি। এই সব কিছু দেখার ও শোনার পর, যে স্বর্গদূত আমাকে এই সবগুলি দেখাচ্ছিলেন, আমি প্রণাম করার জন্য তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়লাম। 9তখন তিনি আমাকে বললেন, এমন কাজ কর না; আমি তোমার সহদাস এবং তোমার ভাববাদী ভাইদের ও এই বইয়ে লেখা বাক্য যারা পালন করে তাদের দাস; ঈশ্বরকেই প্রণাম কর।10তিনি আমাকে আবার বললেন, তুমি এই বইয়ের সব কথা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য তুমি গোপন কর না, কারণ সময় খুব কাছে এসে গেছে। 11যে ধার্মিক নয়, সে এর পরেও অধর্মের কাজ করুক। যে জঘন্য, সে এর পরেও জঘন্য থাকুক। এবং যে ধার্মিক তাকে যা কিছু ধর্মের সেটাই করতে দিন। যে পবিত্র লোক, তাকে এর পরেও পবিত্র থাকতে দিন।12“দেখ আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি। প্রত্যেকে যে যেমন কাজ করেছে সেই অনুযায়ী দেবার জন্য পুরষ্কার আমার সঙ্গেই আছে। 13আমি আলফা এবং ওমেগা, প্রথম ও শেষ,” শুরু এবং শেষ।14ধন্য তারা, যারা নিজে নিজের পোশাক পরিষ্কার করে, যেন জীবন গাছের ফল খেতে তারা অধিকারী হয় এবং দরজাগুলি দিয়ে শহরে ঢুকতে পারে। 15কুকুরের মত লোক, জাদুকর, ব্যভিচারী, খুনী ও মূর্তি পূজারী এবং যে কেউ মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে ও মিথ্যার মধ্যে চলে তারা সব বাইরে পড়ে আছে।16আমি যীশু আমার নিজের দূতকে পাঠালাম, যেন সে মণ্ডলীগুলোর জন্য তোমাদের কাছে এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। আমি দায়ূদের মূল এবং বংশধর, ভোরের উজ্জ্বল তারা।17আত্মাও কনে বললেন, এস! যে এই কথা শুনে সেও বলুক, এস, আর যাদের পিপাসা পেয়েছে সে আসুক; যে কেউ ইচ্ছা করে, সে মূল্য ছাড়াই জীবন জল পান করুক।18যারা এই বইয়ের সব কথা অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য শোনে, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, যদি কেউ এর সঙ্গে কিছু যোগ করে, তবে ঈশ্বর সেই মানুষকে এই বইতে লেখা সব আঘাত তার জীবনে যোগ করবেন। 19আর যদি কেউ এই ভাববাণী বইয়ের বাক্য থেকে কিছু বাদ দেয়, তবে ঈশ্বর এই বইতে লেখা জীবনগাছ থেকে ও পবিত্র শহর থেকে তার অধিকার বাদ দেবেন।20যিনি এই সব বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি বলছেন, হ্যাঁ! "আমি খুব তাড়াতাড়ি আসছি"। আমেন; প্রভু যীশু, এস। 21প্রভু যীশুর অনুগ্রহ ঈশ্বরের সব পবিত্র লোকদের সঙ্গে থাকুক। আমেন।